কাশীখণ্ড।

READING LIBRARY

বঙ্গানুবাদ।

ভট্টপল্লীনিবাসী

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮।

সুলভ মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

ভূমিকা

এই কাশীখণ্ড, স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত; অনেক উপাখ্যান, অনেক ইতিহাস ইহাতে আছে। ইহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম আছে, সামুদ্রিক প্রকরণ আছে, স্মৃত্যুক্ত আচার ব্যবস্থা আছে; আর কাশীর মাহাত্ম্য ত আছেই। কাশীখণ্ডে কবিত্ব অতুলনীয়; অলঙ্কার-বৈচিত্র্যময়, আধুনিক কাব্যেও এরূপ কবিত্ব দুর্ল্ভ। সংস্কৃতের কবিত্ব অন্যভাষায় ফুটিয়াছে কি না, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন!

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা,

ভট্টপল্লী, ২৪পরগণা।

কাশীখণ্ড

প্রথম অধ্যায়।

বিন্ধ্য-বৃদ্ধি।

ত্রিবিধতাপ-নির্ম্মুক্ত, ভবানীতনয় গজেন্দ্র-বদন সুপ্রসিদ্ধ বিঘ্নরাজ গণপতিকে, আমরা ধ্যান করি।

যে কাশী, ভূতলস্থা হইয়াও, স্বয়ং পৃথিবী নহেন; যিনি অধঃস্থিতা হইয়াও, স্বর্গ হইতে উচ্চতর; যিনি স্বয়ং ভূমণ্ডলে আবদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মানা হইলেও মুক্তিদান করেন—যে স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া জীবগণ, মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন,—সেই সদাসুরগণ-সেবিতা, গঙ্গাতীর-বিরাজিতা, বিশ্বেশ্বর-রাজধানী, ত্রিলোকবিদিতা কাশী জগতের বিপত্তি বিনাশ করুন।

ত্রিলোক-পতি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—যদীয় ত্রিসন্ধ্যাব্যপদেশে, নিরন্তর গমনাগমন করিতেছেন, সেই মহেশ্বর আদিত্যকে নমস্কার। অষ্টাদশ-পুরাণ-প্রণেতা সত্যবতীনন্দন ব্যাস, সূতের নিকট নিখিল-কলুষহারিণী কাশী-খণ্ড-কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন;—একদা শ্রীমান্ দেবর্ষি নারদ, সুশোভন নর্ম্মদানীরে অবগাহনপুরঃসর নিখিল জীবের ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষদাতা গৌরী-সমন্বিত ওঙ্কারেশ্বরের পূজা করিয়া গমন করিতে করিতে সম্মুখে সংসার-তাপবিনাশন নর্ম্মদা-সলিল-পরিপ্লুত বিন্ধ্যপর্ব্বত অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, বিন্ধ্যগিরির সুশোভন স্থাবর ও জঙ্গম—এই উভয় শরীর দ্বারাই পৃথিবীর 'বসুমতী' নামের সম্পূর্ণরূপে সার্থকতা সম্পাদন হইতেছে। বিন্ধ্যগিরি, রসাল পাদপের সমাবেশে রসপূর্ণ, অশোক-তরুরাজির অধিষ্ঠানে আশ্রিতের শোকাপহ। এতদ্ভিন্ন দেখিলেন, তাল, তমাল, হিন্তাল, শাল, বনস্পতি, বিন্ধ্যের সর্ব্বত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে। দেখিলেন, বিন্ধ্যগিরি, গুবাক বৃক্ষ-শ্রেণী দ্বারা গগনমণ্ডল আবরণ করিয়া অবস্থিত, বিল্বপাদপবৃন্দে পরিশোভিত, অগুরুবনে বিরাজিত এবং কপিত্থকাননে পিঙ্গলবর্ণ। নারদ দেখিলেন, বিন্ধ্যপর্ব্বত অরণ্য-লক্ষ্মীর স্তনমণ্ডল-সদৃশ ফলপূর্ণ, লকুচ-তরুকদম্বে মনোহর এবং সুধাস্বাদফল-সম্পন্ন রম্ভাস্তম্বে পরিশোভিত। নারদ দেখিলেন, বিন্ধ্যগিরি, অনুরাগবর্দ্ধক নাগরঙ্গ-তরুনিকরে রঙ্গভূমিবৎ শোভমান এবং বানীর, বীজপূর ও জম্বীর বৃক্ষে পরিপূর্ণ। তিনি দেখিলেন, ঐ পর্ব্বতের কোন স্থান, মন্দ মারুত-হিল্লোলে কম্পমান অনন্ত কল্লোল-লতিকা দ্বারা নৃত্য-পরায়ণা কামিনীগণের শোভা হরণ করিতেছে। কোন স্থলে বা লবলী-কিশলয়াবলী বায়ুভরে ঈষৎ কম্পিত হওয়াতে বোধ হইতেছিল যেন ইহা সুসজ্জিত নৃত্যা-গার। কোন স্থলে বা বায়ু-বিকম্পিত কর্পূর

ও কদলী বিটপনিকর দ্বারা ঐ পর্ব্বত যেন অতিশয় শ্রান্ত পথিকগণকে বিশ্রামের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে। কোন স্থলে মল্লিকাগুচ্ছরূপ ছলে ঈষৎ চঞ্চল পুন্নাগতরু-পল্লবরূপ করপল্লব বিন্যাস করিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বত, কোন কামি-পুরুষ-প্রধানের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বিন্ধ্য-পর্ব্বত, বিদীর্ণ দাড়িম্ব ফল দ্বারা যেন আপনার অনুরাগ-পূর্ণ হৃদয়ের ভাব প্রদর্শন করত বন-মধ্যবর্ত্তিনী মাধবী লতাকে পতিরূপে যেন আলিঙ্গন করিতেছে। অনন্তকালসম্পন্ন গগন-স্পর্শী উদুম্বর তরু-নিকরের অস্তিত্ব প্রযুক্ত বিন্ধ্যগিরি ব্রহ্মাণ্ড কোটিধারী অনন্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। বনস্থলীর নাসিকা সদৃশ পনস ফলরাজি বিন্ধ্যগিরিকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল। শুক-নাসাকৃতি পলাশ বৃক্ষ; বিরহিগণের বিরহোদ্দীপনা করত তাহা-দের মাংস ভোজন অর্থাৎ কৃশত্ব-সম্পাদনের ফলে স্বয়ং গলিতপত্র হইয়া (পরকে দুঃখ দিলে আপনার দুঃখ হয়, এই বাক্য সার্থক করত) বিন্ধ্যপর্ব্বতকে আচ্ছাদন করিয়াছিল। কদম্ব বলিয়া আত্ম-পরিচয়প্রদানকারী নীপতরুবরকে (ক্ষুদ্র কদম্ব সমূহকে) দেখিয়াই যেন রোষ-কণ্টকিত ভাবে অবস্থিত (বৃহৎ) কদম্ব সমূহ বিন্ধ্য গিরির শোভা সম্পাদন করিতেছিল। সুমেরুবৎ উচ্চ শিখর-সম্পন্ন নমেরু পাদপ, রাজাদন বৃক্ষ এবং কামিজন সদন সদৃশ মদন বৃক্ষ দ্বারা বিরাজিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের স্থানে স্থানে অত্যুচ্চ বটবৃক্ষ পটমণ্ডপের ন্যায় শোভা পাইতে ছিল। যেন বৎসাধিষ্ঠান-গুরু কুটজগুচ্ছ বিন্ধ্য-পর্ব্বতে বিরাজমান ছিল। করমর্দ্দ, করীর, করঞ্জ এবং কলম্ব বৃক্ষশ্রেণী বিন্ধ্যগিরির যাচকা-হ্বান-সমুদ্যত সহস্র-করবৎ শোভা পাইতে-ছিল। স্থানে স্থানে অসংখ্য উজ্জ্বলবর্ণ রাজ চম্পাক-কোরক-শ্রেণী যেন বিন্ধ্যগিরির আরতি করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। কুসুমাবলি-বিরাজিত শাল্মলী তরুনিকর দ্বারা [illegible] শোভা সরোবর-শোভা অপেক্ষাও উৎ[illegible]ইয়াছিল। অশ্বত্থবৃক্ষ, কাঞ্চন-কেতক, শ্রেণীবদ্ধ উৎকৃষ্ট করঞ্জ বৃক্ষনিচয় বিন্ধ্যপর্ব্বতের অতীব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। বদরী, বন্ধুজীব জীবপুত্র নামক বৃক্ষসমূহ বিন্ধ্যগিরিকে সুশোভিত করিতেছিল। তিন্দুক ও ইঙ্গুদী-বৃক্ষরাজীসমাচ্ছন্ন করুণালয় বিন্ধ্য, করুণ বৃক্ষ দ্বারা আবৃত ছিল। বৃক্ষ-বিচ্যুত অসংখ্য মধুক-পুষ্পরূপ স্বহস্তবিমুক্ত মুক্তারাশি দ্বারা বিন্ধ্য-পর্ব্বত যেন পৃথিবীরূপধারী শিবের পূজা করিতেছিল। সাল, অর্জ্জুন ও অঞ্জন প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী চামরের ন্যায় বিন্ধ্যগিরিকে বীজন করিতেছিল। কোথাও বা তাল ও নারিকেল বৃক্ষরাজী যেন তাহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। উত্তম নিম্ব, পারিজাত, কোবিদার, পাটল, তিন্তিলী, বদর, শাখোট ও করহাটক বৃক্ষনিকর দ্বারা বিন্ধ্যগিরি বিরাজিত ছিল। উদদণ্ড শেহুণ্ড, এরণ্ডমধুক, বকুল তিলক প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ বিন্ধ্যপর্ব্বতশিরে তিলকবৎ শোভা পাইতেছিল। বিভীতক, প্লক্ষ, শল্লকী, দেবদারু, হরীতকী প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ এবং সর্ব্ব কালেই ফল ও পুষ্পশালী নানা প্রকার বৃক্ষ ও লতা দ্বারা বিন্ধ্যগিরি বিরাজিত ছিল। এলা লবঙ্গ, মরীচ ও কুলঞ্জন বন দ্বারা বিন্ধ্যপর্ব্বত আচ্ছন্ন। জম্বু, আম্রাতক, ভল্লাত শেলু, গন্তারী প্রভৃতি বৃক্ষ, নানাবিধ গুক্তিসমূহ, অসংখ্য শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, হরীতকী, কর্ণিকার, ধাত্রীবন এবং শত দ্রাক্ষা-লতা, তাম্বুলবল্লী ও পিপ্পলী লতা বিন্ধ্যগিরিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল। মল্লিকা, যূথিকা, কুন্দ এবং মদয়ন্তী কুসুমরাজি, বিন্ধ্যগিরির সৌরভ সম্পাদন করিতেছিল। মালতী কুসুমা-বলীর উপর ভ্রমণশীল ভ্রমরপংক্তি,—গোপী-গণের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য ভ্রমরচ্ছলে আগত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়,—[illegible] অলঙ্কৃত করিতেছিল। বিন্ধ্য,—নানা মৃগগণে পরিব্যাপ্ত বিবিধ পক্ষিকূজনে প্রতিধ্বনিত এবং বহুতর সরিৎ-সরোবর-পল্বল-প্রবাহে আবৃত। অনেকা-নেক দিব্য জাতিবৃন্দ, স্বল্প সৌন্দর্য্য স্বর্গভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভোগাভিলাষেই যে

এই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। নারদ দেখিলেন, বিন্ধ্যপর্ব্বত, ইতস্ততঃ নিপতিত পুষ্পসমূহ দ্বারা যেন অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন, ময়ূরের কেকারবে যেন তিনি দূর হইতে স্বাগত প্রশ্ন করিতেছেন। অনন্তর বিন্ধ্যগিরি, শতসূর্য্য-সমপ্রভ উজ্জ্বলিতাম্বর দেবর্ষি নারদকে আকাশপথে অবলোকন করিয়া দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ব্রহ্ম-নন্দন নারদের শরীরতেজে, বিন্ধ্যগিরির কন্দরের তমঃ (অন্ধকার) দূর হইল। গিরি, দেবর্ষিকে আসিতে দেখিয়া মনের তমও (দর্প) পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মতেজোভয়ে গিরি ভীত হইলেন;— তখন, সাধুজনের সমাদরকারী বিন্ধ্য, স্বভাবতঃ কঠিন হইলেও স্বীয় কাঠিন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কোমলতা অবলম্বন করিলেন। নারদ, গিরিবরের উভয় মূর্ত্তিতেই কোমলতা অবলোকন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন; সাধুগণের চিত্ত বিনয়েরই বশীভূত। যে ব্যক্তি স্বয়ং উচ্চতর হইলেও স্বগৃহাগত গুরু লঘু সকল ব্যক্তির নিকটেই নম্রতা অবলম্বন করেন, তিনিই মহত্ত্ব-সম্পন্ন; যিনি তখন আত্ম-গৌরবে থাকেন, তিনি মহত্ত্ব-সম্পন্ন নহেন। ঐ গিরিবর উন্নত-শিখর হইলেও প্রণত-কন্ধর হইয়া ভূতল-বিলুণ্ঠিতমস্তকে, মহর্ষি নারদকে প্রণাম করিলেন। নারদ, গিরিকে করদ্বয় ধারণপূর্ব্বক তুলিয়া এবং আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া, গিরিবরের উচ্চতর হৃদয় অপেক্ষাও উন্নত, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। বিন্ধ্য,—দধি, মধু, ঘৃত, জলাদ্র অক্ষত, দূর্ব্বা, তিল, কুশ এবং পুষ্প, এই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য দ্বারা নারদের পূজা করিলেন। মুনিবর অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে, গিরি, শ্রান্ত দেবর্ষির পাদসেবাদি করিলেন, অনন্তর তাঁহাকে গতশ্রম অবলোকন করিয়া অবনতভাবে বলিতে লাগিলেন,—মুনে! আপনার চরণরজ দ্বারা আজ আমার রজোগুণ অপহৃত হইল, আপনার দেহপ্রভায় আমার আন্তরিক তমও দূর হইয়াছে। আজ আমার সম্পত্তি সফল হইল, আজ আমার কি সুদিন! চিরকালার্জ্জিত প্রাক্তন সুকৃতরাশি আজ ফলিল। অদ্য পর্ব্বতের মধ্যে মান্যপর্ব্বতত্ব আমার হইল। মুনি এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। তখন গিরিবর, সম্ভ্রান্তচিত্তে পুনরায় বলিলেন, হে সর্ব্বার্থ-কোবিদ ব্রহ্মন্! নিশ্বাস পরিত্যাগের কারণ কি বলুন। ত্রৈলোক্যে আপনার অবিদিত প্রার্থনীয় বস্তু আর কেহ দেখে নাই; আমি প্রণাম করিতেছি. আমার প্রতি যদি দয়া থাকে ত জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করুন। আপনার আগমন-সম্ভূত আনন্দ-সন্দোহে আমার কণ্ঠরোধ হইতেছে, এইজন্য বহুবাক্য বলিতে পারিতেছি না, তথাপি এককথা বলিতেছি; পূর্ব্বপুরুষগণ, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতের যে পৃথিবী ধারণশক্তি কীর্ত্তন করেন, তাহা পর্ব্বত-সমুদয়কে উদ্দেশ করিয়া; কোন এক পর্ব্বতের সে শক্তি নাই। আর আমি একাকীই পৃথিবী ধারণ করিতে পারি। এক হিমালয়ই সজ্জন-সকাশে মান্য; তাহার কারণও—হিমালয়, গৌরীর পিতা, পর্ব্বতের রাজা এবং শিবের শ্বশুর। (নতুবা পার্ব্বত্যগুণে তিনি মান্য নহেন) স্বর্ণপূর্ণ, রত্নসানুসম্পন্ন এবং দেবগণের আবাসভূমি হইলেও সুমেরুকে আমি মান্য মনে করি না। পৃথিবী-ধারণশীল অসংখ্য শৈল আছে, তাহারাও সজ্জনগণের মান্য বটে, কিন্তু স্ব স্ব স্থানেই তাহারা মাননীয়। আশ্রিত মন্দেহ নামক রাক্ষসগণের দেহ সংশয় করাতেই উদয়গিরির দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়; নিষধ পর্ব্বতে ওষধি নাই অস্তগিরি প্রভাহীন। নীলপর্ব্বত নীলীময়, মন্দরের মন্দ প্রকাশ, মলয় ত সর্পের আবাসভূমি, রৈবত পর্ব্বত ধন রক্ষা করেন না। হেমকূট ত্রিকূট প্রভৃতি পর্ব্বতের উত্তর পদই ত কূট; কিষ্কিন্ধ, ক্রৌঞ্চ এবং সহ্য পর্ব্বতাদি ভূভার-সহনে উপযুক্ত নহে।" বিন্ধ্যের এই কথা শুনিয়া নারদ, মনে মনে চিন্তা করিলেন,

অতি অহঙ্কার মহত্ত্বের কারণ নহে। যাহাদের শিখর মাত্র দর্শনে সজ্জনগণের মুক্তি হয়, সেই শ্রীশৈল প্রভৃতি অমল শোভাসম্পন্ন বহু পর্ব্বতই ত বর্ত্তমান আছে। অদ্য এই পর্ব্বতের বল অবলোকন করিব। নারদ এই চিন্তা করিয়া বলিলেন,—পর্ব্বতদিগের সামর্থ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই সত্য; পরন্তু সকল পর্ব্বতের মধ্যে এক সুমেরু তোমাকে অবজ্ঞা করে। আমি এই জন্যই নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তোমার নিকটে ইহা কীর্ত্তনও করিলাম। অথবা আত্ম-নিষ্ঠ মাদৃশ ব্যক্তির এই চিন্তায় প্রয়োজন কি? তোমার মঙ্গল হউক। এই কথা বলিয়া নারদ গগনপথে প্রস্থান করিলেন। মুনিবর গমন করিলে উদ্বিগ্নচিত্ত বিফলমনোরথ বিন্ধ্য, মহতী চিন্তা প্রাপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করিতে লাগি-লেন,—শাস্ত্রকলাজ্ঞান-হীন ব্যক্তির জীবনে ধিক্, নিরুদ্যম ব্যক্তির জীবনে ধিক্, জ্ঞাতি-পরাজিত ব্যক্তির জীবনে ধিক্," এবং বিফল-মনোরথ ব্যক্তির জীবনে ধিক্। যে ব্যক্তি, শত্রুর নিকট পরাজিত, সে দিবসে ভোজন, নিশায় শয়ন এবং নির্জ্জনে আনন্দলাভ কি করিয়া করে? এই চিন্তা-সন্তাপ-সমূহ যাদৃশ পীড়া দিতেছে, দাবানল-পীড়াও আমাকে তাদৃশ পীড়িত করিতে পারে না। প্রাচীনেরা যথার্থ ই বলিয়াছেন, চিন্তার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। ঔষধ, উপবাস বা অন্য কোন উপায়ে চিন্তারোগের উপশম হয় না। মানুষের চিন্তাজ্বর,—ক্ষুধা, নিদ্রা, বল, রূপ, উৎসাহ, বুদ্ধি, শ্রী এবং জীবন নিশ্চয়ই হরণ করে। ছয় দিন অতীত হইলে, জ্বর জীর্ণজ্বর নামে অভিহিত হয়, কিন্তু এই চিন্তাজ্বর প্রত্যহই নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। এই চিন্তাজ্বরে ধন্বন্তরি ধন্যবাদ পান না; চরকের গতিও এস্থলে নাই; অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ও এই জ্বরে সফলতা লাভ করিতে পারেন না। কি করি, কোথায় যাই, সুমেরুকে কিরূপে জয় করি? লম্ফ প্রদান করিয়া সুমেরুর মস্তকে পড়ি না কেন?—না, সেরূপে পড়া হইবে না। পূর্ব্বকালে আমাদের সগোত্র কোন পর্ব্বত, ইন্দ্রকে ক্রোধান্বিত করাতে, ইন্দ্র আমাদিগকে পক্ষহীন করেন। পক্ষহীন ব্যক্তির সকল চেষ্টাই বিফল। অথবা সুমেরুই বা আমার সহিত স্পর্দ্ধা করে কেন?—ওঃ! করিতে পারে বটে, ভূভার যাঁহারা প্রায়ই ভ্রান্তিযুক্ত হয়। নতুবা সত্য-লোক-নিবাসী ব্রহ্মচারী বেদজ্ঞ নারদের কি মিথ্যা কথা বলা সম্ভব? অথবা মদ্বিধ ব্যক্তির যুক্তাযুক্ত বিচার করার প্রয়োজন নাই; যাহারা বিক্রমপ্রকাশে অসমর্থ, তাহাদিগের চিত্তই বিচার করিয়া থাকে। অথবা এই সমস্ত বিফল চিন্তার প্রয়োজন কি? বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বেশ্বরের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমাকে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রদান করিবেন। ত্রৈলোক্যের মধ্যে বিশ্বনাথই অনাথনাথ, ইহা সকলেই কীর্ত্তন করেন। বিন্ধ্য ক্ষণকাল ভাবিয়া স্থির করিলেন,—"ইহাই নিশ্চয় হইবে, এইরূপই করিব, কাল বিলম্ব করিব না; বুদ্ধ্যুন্মুখ শত্রু এবং রোগকে বিচক্ষণেরা উপেক্ষা করিবে না। গ্রহ-নক্ষত্রগণের সহিত সূর্য্য, নিশ্চয় সুমেরুকে বলাধিক বিবেচনা করিয়াই প্রদক্ষিণ করেন।" বিন্ধ্যগিরি এইরূপে সুমেরুর সহিত বিবাদে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় দেহকে সাতিশয় পরিবর্দ্ধিত করিল। তাহার দেহ এতাদৃক্ উন্নত হইল, যেন শৃঙ্গশ্রেণী দ্বারা বিন্ধ্যপর্ব্বত অসীম আকাশপথের অন্তভাগ নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। কাহারও সহিত কদাচিৎ কোন ব্যক্তির বিবাদ করা বিধেয় নহে। বিবাদ যদি একান্ত কর্ত্তব্যই হয়, তবে এরূপ ভাবে করিতে হইবে, যেন কোন ব্যক্তি উপহাস না করে। এইরূপে বিন্ধ্যাচল রবিমার্গ রুদ্ধ করিয়া যেন কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থ্যি লাভ করিল। প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ সর্ব্বথাই অদৃষ্টের অধীন! বিন্ধ্যপর্ব্বত আনন্দ-সহকারে মনে করিতে লাগিল যে, অদ্য সূর্য্যদেব যাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবেন, সেই পর্ব্বতই কুলীন, তাহারই যথার্থ সম্পদ্ এবং

সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক সর্ব্বাপেক্ষা লোক-পূজিত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি কুত্রাপি নিজের শক্তি প্রদর্শন না করে, ততদিনই লোকে তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত কাষ্ঠমধ্যবর্ত্তী অগ্নি; তাদৃশ অগ্নি যতক্ষণ প্রজ্বলিত না হয়, ততক্ষণই লোকগণ তাহাকে লঙ্ঘনাদি করিতে পারে। এইরূপে বিন্ধ্যপর্ব্বত পূর্ব্বোক্ত অতি বিপুল চিন্তাভার হইতে মুক্তি লাভ করত সদাচার-রত ব্রাহ্মণের ন্যায় সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিয়া, দৃঢ় নিশ্চয় সহকারে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সত্যলোক-বর্ণন।

ব্যাস কহিলেন, এই স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা, তমোরিপু সূর্য্য, স্বীয় সুপবিত্র কিরণজাল বিস্তার, সাধুগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন, তামসভাবের দূরীকরণ, নিশাকালে মুকুলিতাননা প্রিয়তমা কমলিনীর প্রবোধন, দেবাদি উদ্দেশে হব্যকব্য ভূতবলি প্রদানের প্রবর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণ অপরাহ্ণ ও মধ্যাহ্ণ স্বরূপ ক্রিয়া-কালের সূচনারম্ভ, অসজ্জনের মন ও মুখে তমোগুণের অবস্থান নির্দ্দেশ এবং রজনীকাল-কবলিত জগতের পুনরায় জীবন প্রদান করত উদয়াচলে উদিত হইলেন। রবির উদয়ে সাধুগণের বৃদ্ধি হয়। এই সদ্যঃসফল পরোপকার প্রভাবেই রবি, সায়ংকালে অস্তমিত (বিনষ্ট) হইয়াও প্রাতঃকালে পুনরুদিত (পুনর্জ্জীবিত) হইয়া থাকেন। দিক্পতি সূর্য্য, খণ্ডিতা পূর্ব্বদিগঙ্গনাকে সানুরাগ করস্পর্শে আশ্বাসিত করিয়া, যেন বিরহজ্বলিতা আগ্নেয়ী কামিনীকে এক প্রহর কাল সম্ভোগ করিয়া সুচতুরা দক্ষিণদিগ্বধূর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। লবঙ্গ, এলাচ, মৃগনাভি, কর্পূর এবং চন্দনে দক্ষিণদিগ্বধূর অঙ্গ চর্চ্চিত; তাম্বুল রাগে তাঁহার অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ; আম্রমুকুল স্তবক, তাঁহার উত্তম কুচাগ্র; লবলী-লতা তাঁহার বাহু; অশোকপল্লব তদীয় অঙ্গুলিনিচয়; মলয় সমীরণ তাঁহার নিঃশ্বাস; ক্ষীরোদসাগর তাঁহার বসন, ত্রিকুট পর্ব্বতস্থিত কাঞ্চনরাজি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ সুরঞ্জিত; সুবেলপর্ব্বত তাঁহার নিতম্ব; কাবেরী এবং গোদাবরী নদী তদীয় জঙ্ঘাযুগল; চোলদেশ তাঁহার কাঁচুলী; সহ্য এবং দর্দ্দুর পর্ব্বত তাঁহার স্তনযুগল; কাঞ্চীপুরী তাঁহার কাঞ্চীভূষণ। মহারাষ্ট্র-রমণীর সুকোমল-বাগ্‌বিলাসে মনোহরা সেই সদ্‌গুণশালিনী দক্ষিণ-দিগঙ্গনাকে কোলাপুরাধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মী অদ্যাপি পরিত্যাগ করেন নাই। অবলীলাক্রমে সমগ্র গগনমণ্ডলগামী সূর্য্য-তুরঙ্গবৃন্দ যখন আর অগ্রগমনে সমর্থ হইল না, তখন সারথি অরুণ বলিতে লাগিলেন,—হে ভানো! মানোন্নত বিন্ধ্য, মেরুর সহিত সমকক্ষতা স্পর্দ্ধা করে, এই জন্য আপনার নিকট প্রদক্ষিণ পাইবার আশায় গগনপথ রোধ করিয়া অবস্থিত হইয়াছে। হে ভানো! আপনি প্রত্যহ যেমন সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ "আমাকেও প্রদক্ষিণ করুন" এই অভিলাষে বিন্ধ্যগিরি সদর্পে গগনমার্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য অরুণের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—অহো গগনমার্গও অবরুদ্ধ হইল, ইহা অতি বিচিত্র! ব্যাস কহিলেন, সূর্য্যদেব বলবান্ হইয়াও শূন্যপথে আর কি করিবেন? ত্বরাবান্ হইলেও একাকী কোন্ ব্যক্তিই বা কোন্ রুদ্ধমার্গ লঙ্ঘন করিতে পারে! যে সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়াও ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারেন না, তিনিও শূন্যপথে নিরুদ্ধ হইলেন; কি করিবেন, বিধিই বলবান্। যিনি নিমেষার্দ্ধে দুই সহস্র দুই শত দুই যোজন পথ অতিক্রম করেন, তিনিও বহুকাল স্থিরভাবে রহিলেন। বহু সময় অতীত হইল। পূর্ব্ব

র্গনিবাসী প্রাণিগণ চণ্ডাংশুর অংশুজাল-তাপে সন্তপ্ত ও নিতান্ত পীড়িত হইল এবং পশ্চিম ও দক্ষিণদিকস্থিত প্রাণিনিচয় শয়নাবসানেই নিদ্রার্দ্র নিমীলিতনয়নে তারাগ্রহ সঙ্কুল গগনমণ্ডল দেখিতে লাগিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল,—ইহা দিবা নহে, কারণ সূর্য্য নাই; রাত্রিও নহে, কারণ চন্দ্র নাই এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র নাই; অতএব ইহা কোন্ সময় কিছুই লক্ষ্য করা যাইতেছে না। ব্রহ্মাণ্ড কি অকালে লয় প্রাপ্ত হইবে? মা,—তাহা হইলে, এখনও প্রলয়-পয়োধি চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে না কেন? স্বাহাস্বধাবষট্কার-বিবর্জ্জিত জগতে পঞ্চযজ্ঞ ক্রিয়ালোপে ত্রিভুবন কম্পিত হইল। সূর্য্যোদয় হইলেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধিত হয়, অতএব এ বিষয়ে সূর্য্যই কারণ। চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি সকলেই সূর্য্য হইতে সময় নির্ণয় করিয়া থাকেন; সূর্য্যই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ। সেই সূর্য্যের গতিরোধে ত্রিভুবন স্তম্ভিত হইল। সমুদয় লোকই যে যেখানে ছিল, সে সেই খানেই চিত্রিতের ন্যায় রহিল। এক দিকে নৈশ তিমিরে, অপরদিকে দিবসের রৌদ্রে অনেকে বিনষ্ট হইল; জগৎ ভীতিবিদ্রুত হইল। এইরূপে সুরাসুর-নর-নাগলোক ব্যাকুল হইলে "আঃ অকালে এ কি হইল" বলিয়া, প্রজাগণ রোদন করত ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। তখন দেবতা সকল এই সব দেখিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন;—বিরাট স্বরূপ এবং হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্মাকে নমস্কার; অবিজ্ঞাত-স্বরূপ, কৈবল্য-রূপী আনন্দময়কে নমস্কার। যাঁহাকে দেবগণও সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন এবং মনও যথায় কুণ্ঠিত; যিনি বাক্যেরও অগোচর,—সেই বেদাত্মাকে নমস্কার। যোগিগণ চাঞ্চল্যরহিত হইয়া প্রণিধানের সহিত হৃদয়াকাশে জ্যোতীংরূপী যাঁহাকে দর্শন করেন, সেই শ্রীব্রহ্মাকে নমস্কার। যিনি কাল হইতে ভিন্ন অথচ কাল স্বরূপ, যিনি স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষ এবং যিনি গুণত্রয়স্বরূপা প্রকৃতি,—তাঁহাকে নমস্কার। যিনি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণুরূপে জগতের পালন, রজোগুণ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি এবং তমোগুণ অধিকার করিয়া রুদ্ররূপে জগতের সংহার করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার। বুদ্ধিস্বরূপী ব্রহ্মাকে নমস্কার; ত্রিবিধ অহঙ্কাররূপী ব্রহ্মাকে নমস্কার; পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় স্বরূপ ব্রহ্মাকে নমস্কার; মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় স্বরূপ ব্রহ্মাকে নমস্কার। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত স্বরূপ এবং বিষয়াত্মক ব্রহ্মাকে নমস্কার। যিনি ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী, তাঁহাকে নমস্কার। নূতন-পুরাতন-বিশ্বরূপী ব্রহ্মাকে নমস্কার। অনিত্য এবং নিত্যস্বরূপ—কার্য্যকারণ-স্বামীকে নমস্কার। তুমি সমস্ত ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে শরীর পরিগ্রহ কর। বেদ সকল তোমারই নিশ্বাস; সমস্ত জগৎ তোমার জলনিহিত বীজ হইতে উৎপন্ন; সমস্ত ভূতগণ তোমার পদতল, স্বর্গ তোমার মস্তক হইতে উদ্ভূত, তোমার নাভি হইতে আকাশ উৎপন্ন, তোমার লোম সকল বনস্পতি, তোমার মন হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন এবং হে প্রভো! তোমার চক্ষু হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন। হে দেব! তুমিই সব এবং তোমাতেই সমস্ত। জগতে তুমিই স্তোতা, তুমিই স্তুতি ও তুমিই স্তুত্য। হে ঈশ! তুমিই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছ, অতএব তোমাকে নমস্কার,—পুনঃপুন নমস্কার। দেবগণ, ব্রহ্মাকে এইরূপে স্তব করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বলিতে লাগিলেন,—হে প্রণত সুরগণ! তোমাদের এই যথার্থ স্তুতি দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা উত্থিত হও; আমি প্রসন্ন হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিদিন এই স্তুতি দ্বারা আমার অথবা মহাদেবের

কিংবা বিষ্ণুর স্তব করিবে, আমরা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর) সর্ব্বদা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তাহার সর্ব্বাভীষ্ট—পুত্র, পৌত্র, পশু, ধন, সৌভাগ্য আয়ু, আরোগ্য, অভয়, রণে জয়, ঐহিক-পারত্রিক ভোগ ও নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করিব এবং যাহা যাহা তাহার ইষ্টতম, তৎ-সমস্তই তাহার হইবে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই উত্তম স্তব পাঠ করা লোকের কর্ত্তব্য। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ এই স্তব অভীষ্টদ নামে খ্যাত। দেবগণ প্রণাম করিয়া উত্থিত হইলে, ফুল্ল ব্রহ্মা পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা সুস্থ-ভাবে থাক ; এখানেও ব্যাকুলভাব কেন ? দেখ এখানে এই মূর্ত্তিমান্ চারিবেদ, এই নিখিল বিদ্যা, দক্ষিণাসহ যজ্ঞসকল এই, এই সত্য,এই ধর্ম্ম, এই তপস্যা, এই দম, এই ব্রহ্মচর্য্য, এই করুণা, এই সরস্বতী, শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণার্থ-জ্ঞানে চরিতার্থ জনগণ এই,—এখানে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ, কাম, অধৈর্য্য, ভয়, হিংসা, কুটিলতা, গর্ব্ব, নিন্দা, অসূয়া এবং অশুচি ব্যক্তি কোথাও নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ বেদরত, তপোনিষ্ঠ এবং তপোধন ; যাঁহারা উৎকৃষ্ট মাসোপবাস ব্রত, ষণ্মাসব্রত এবং চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতের অনুষ্ঠাতা ; যে সমস্ত রমণী পতিব্রতা ; এতদ্ভিন্ন যাঁহারা ব্রহ্মচারী এবং যাঁহারা পরদার-বিমুখ,—সুরগণ ! দেখ, এই তাঁহারা রহিয়া-ছেন। ইঁহারা মাতৃপিতৃভক্ত, গো-রক্ষার জন্য মৃত্যু স্বীকার করিয়াছিলেন। যাঁহারা ফলাভিসন্ধি না করিয়া ব্রত, দান, জপ, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ব্রাহ্মণ-তৃপ্তিসাধন ; তীর্থ-সেবা, তপস্যাচরণ, পরোপকার এবং সদাচারাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা এই। গায়ত্রীজপে নিরত, অগ্নি-হোত্র-পরায়ণ, দ্বিমুখী গো-প্রদানকর্ত্তা, কপিলা-গো-দাতা, নিঃস্পৃহ, সোমপায়ী, বিপ্র-পাদোদকপায়ী, সরস্বতীতীর্থে মৃত, ব্রাহ্মণসেবা-পরায়ণ, প্রতিগ্রহ সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ এবং তীর্থ-প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ—আমার প্রিয় সেই সকল ব্রাহ্মণেরা এই। যে সকল নির্ম্মলাত্মা ব্যক্তি মাঘ মাসে অর্থাৎ রবি মকর রাশি-স্থিত হইলে প্রয়াগে প্রত্যুষে স্নান করিয়া-ছেন,—সূর্য্যসম তেজস্বী, তাঁহারা এই। কার্ত্তিক মাসে বারাণসীতে পঞ্চনদে তিন দিবস যাঁহারা স্নান করিয়াছেন, সেই শুদ্ধদেহ, সুনির্ম্মল পুণ্যভাগী ব্যক্তিরা এই। যাঁহারা মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া বহু ধনদানে ব্রাহ্মণ-গণকে প্রীত করিয়াছেন, তাঁহারা এই—সর্ব্ব-ভোগসম্পন্ন হইয়া এক কল্প মদীয় লোকে অবস্থান করিবেন. অনন্তর সেই পুণ্যপ্রভাবে কাশীপ্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করিবেন। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মান-বেরা অল্প সৎকর্ম্ম করিলেও তাহার ফল জন্মা-ন্তরে মুক্তি। কি আশ্চর্য্য ! বিশ্বেশ্বর-ক্ষেত্রে মরণেও লোকের ভয় হয় না, সেখানে সকলেই মৃত্যুকে অতিথির ন্যায় প্রিয় ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। যাঁহারা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণকে উত্তম ধন দান করিয়াছেন, নির্ম্মল কলেবর এই তাঁহারা আমার সমীপে অবস্থান করিতে-ছেন। গয়াধামে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণমুখে পিতামহগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, এই তাঁহাদের পিতামহগণ অবস্থান করিতেছেন। হে দেবগণ ! স্নান, দান, জপ কিম্বা পূজা দ্বারা মদীয় লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন দ্বারাই এই লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদূখল, মুষল প্রভৃতি সমুদয় গৃহোপকরণ এবং শয্যা-সমন্বিত গৃহ যাঁহারা দান করিয়াছেন, ঐ তাঁহা-দের হর্ম্ম্যনিচয়। যাঁহারা বেদপাঠশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, যাঁহারা বেদাধ্যাপন করেন, যাঁহারা বিদ্যাদান করেন, যাঁহারা পুরাণ শ্রবণ করান, যাঁহারা পুরাণ দান করেন, যাঁহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্র দান করেন এবং যাঁহারা অন্যান্য পুস্তকও দান করেন. আমার এই পুরে তাঁহাদের বাস হয়। যাঁহারা যজ্ঞের জন্য, বিবাহের জন্য, অথবা ব্রতের জন্য ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনদান করেন, তাঁহারা বহ্নিতুল্য তেজস্বী হইয়া এখানে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি বৈদ্য পোষণকরত চিকিৎসালয়

স্বাগত করেন, তিনি সর্ব্বভোগ-সমন্বিত হইয়া আমার সহিত এই স্থানে বাস করেন। যাঁহারা দুষ্টগণের অবরোধ হইতে তীর্থসমূহ মুক্ত করেন, তাঁহারা আমার অন্তঃপুরে, আমার ঔরস পুত্রগণের ন্যায় স্নেহের পাত্র হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ,—বিষ্ণুর, আমার এবং শিবের অতীব প্রিয়; আমরাই সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ স্বরূপে ভূতলে বিচরণ করি। এক কুলই—ব্রাহ্মণ এবং গো,—এই দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগে (ব্রাহ্মণে) মন্ত্র ও এক ভাগে (গোরুতে) হবিঃ অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা সার্ব্বভৌমিক জঙ্গমতীর্থ স্বরূপে নির্ম্মিত হইয়াছেন; মলিন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বাক্য সলিল দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকে। গো সকলও অতুলনীয় পবিত্র; গো সকল পরম মঙ্গলস্বরূপ, তাহাদিগের খুরোত্থিত রেণু গঙ্গাজলের তুল্য। গো-শৃঙ্গের অগ্রে সকল তীর্থ, খুরাগ্রে যাবতীয় পর্ব্বত অবস্থিত এবং শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থলে মহেশ্বরী গৌরী অবস্থান করেন। গো-দান দর্শন করিয়া দাতার প্রপিতামহগণ নৃত্য করিয়া থাকেন, যাবতীয় ঋষিগণ প্রীত হন এবং দেবগণের সহিত আমরা তুষ্ট হই; আর দারিদ্র্য ও ব্যাধিবৃন্দের সহিত পাপসমূহ আতঙ্কে রোদন করে। গোরুই সমস্ত লোকের ধাত্রী এবং সর্ব্বপ্রকারে মাতৃতুল্য। যে ব্যক্তি গাভীদিগের স্তব, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করে, তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করার ফল হয়। "যিনি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মীস্বরূপা এবং যিনি দেবগণ মধ্যে অবস্থিতা, সেই দেবী ধেনুরূপে আমার পাপ বিনাশ করুন। যিনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলবাসিনী লক্ষ্মী, যিনি অগ্নির স্বাহা এবং পিতৃমুখ্যগণের স্বধাস্বরূপা, সেই ধেনু সতত আমাদের পক্ষে বরপ্রদায়িনী হউন। যাঁহাদের গোময় যমুনা তুল্য, মূত্র নর্ম্মদাসদৃশ এবং দুগ্ধ গঙ্গার সমান, তাঁহাদের অপেক্ষা আর পবিত্র কি আছে? যেহেতু গো সকলের অঙ্গে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থান করে, অতএব গোসমূহ হইতে ইহ-পরলোকে আমার শুভ হউক।" যে ব্যক্তি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধেনু বা অপর প্রকার গো, উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট পুণ্যবান্। বিষ্ণু, শিব, মহর্ষিগণ এবং আমি, গোরুর গুণাবলী বিচার করিয়া এই প্রার্থনা বিধান করিয়াছি;—গোগণ, আমার সম্মুখে অবস্থান করুন; গোগণ, আমার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিতা হউন; গোগণ আমার হৃদয়ে থাকুন;—আমি গোগণ মধ্যে বাস করি। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গ গো-লাঙ্গুল দ্বারা মার্জ্জনা করে,—অলক্ষ্মী, কলহ ও রোগ সকল তাহার অঙ্গ হইতে দূরে গমন করে। গো, ব্রাহ্মণ, বেদ, সতী, রমণী, সত্যবাদী, নির্লোভ এবং বদান্য—এই সাত জনের প্রভাবে পৃথিবী টিকিয়া আছেন। মদীয় লোকের উপরে বৈকুণ্ঠ লোক, ইহা কথিত হইয়াছে; কৌমার লোক তাহার ঊর্দ্ধে; উমালোক কৌমার লোক অপেক্ষা উচ্চ; তদুপরি শিবলোক; গোলোক শিবলোকের সমীপবর্ত্তী, তথায় শিবপ্রিয়া সুশীলা, প্রভৃতি গো-মাতৃগণ অবস্থিতি করেন। যাহারা গো-শুশ্রূষা-নিরত বা গো-দাতা, সেই সকল মনুষ্য এই লোক-সমূহের কোন একটী লোকে সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যথায় নদী সকল দুগ্ধময়ী, পায়স যেখানে কর্দ্দম, জরা যেখানে ক্লেশ দেয় না,—গো-প্রদাতা জনগণ, তথায় গমন করেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণে যাঁহাদের জ্ঞান আছে এবং তদুক্ত আচারে যাঁহারা চলিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; অন্যে ব্রাহ্মণ নামধারী মাত্র। শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণের নেত্রদ্বয়, পুরাণ ব্রাহ্মণের হৃদয়; শ্রুতি স্মৃতি-বিহীন ব্রাহ্মণ অন্ধ; যিনি শ্রুতি স্মৃতির মধ্যে একটী বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কাণ; কিন্তু পুরাণানভিজ্ঞ অতএব হৃদয়-শূন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অন্ধ বা কাণাও ভাল। কেননা, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়োক্ত ধর্ম্মই পুরাণে কথিত হয়। সর্ব্বত্র সুখাভিলাষী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত উত্তম ব্রাহ্মণকেই গোদান করিবে। নামে ব্রাহ্মণকে গোদান করিবে না; কেননা, অসৎ ব্রাহ্মণকে গোদান

করিলে, দাতা অধোগামী হয়। ধর্ম্ম জানিতে যাহার অভিলাষ আছে, পাপে যাহার অত্যন্ত ভয় আছে,—সেই ব্যক্তি পুরাণ সকল শ্রবণ করিবে; পুরাণ—ধর্ম্মের মূল। চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে পুরাণই উত্তম দীপ; সেই পুরাণ-দীপের আলোক পাইলে অন্ধ ব্যক্তিও সংসার সাগরে কোথাও নিপতিত হয় না। মদীয় লোকলিপ্সু ব্যক্তিগণ পুরাণশ্রবণ, গঙ্গাতীরে বাস এবং ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন সতত করিবে। হে দেবগণ! এই সত্যলোকের ব্যবস্থা ও ভয়ার্ত্তগণের যাহাতে অভয় হয়,তাহাও সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, তোমরা নির্ভয় হও। বিন্ধ্যপর্ব্বত,সুমেরুপর্ব্বতের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যের পথরোধ করিয়াছে, তজ্জন্য তোমরা আগমন করিয়াছ; আমি তোমাদিগের নিকট তদ্বিষয়ে উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। যথায় স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, তারক ব্রহ্ম নাম উপদেশ করিতে অধিষ্ঠিত,—সকলের মুক্তিহেতু সেই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে মিত্রাবরুণনন্দন মহাতপা অগস্ত্য, প্রভু বিশ্বেশ্বরে মন অর্পণ করিয়া উগ্র তপস্যা করিতেছেন, তথায় যাইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ করিবেন। একদা তিনি বাতাপি ও ইল্বলকে ভক্ষণ করিয়া লোকসমুদয় রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই মিত্রাবরুণ-নন্দন মুনিবরে, সূর্য্যাপেক্ষা অধিক তেজ আছে। বাতাপি-ইল্বল ভক্ষণা-বধি জগতে অগস্ত্যের ভয় কেন না করে? এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। সেই দেবগণও হর্ষোৎফুল্ল-বদনে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, অহো! আমরা অতিশয় ধন্য, কারণ প্রসঙ্গতঃ আমরা শিবা, শিব, কাশী ও কাশী-পতিকে দর্শন করিতে পারিব; অহো! বহু-দিন পরে আমাদিগের মনোরথ সফল হইল। সেই চরণযুগলই ধন্য, যাহা কাশী অভিমুখে প্রস্থিত হয়, ব্রহ্মোক্ত বচন শ্রবণ-পুণ্যে আমরা আজ কাশী যাইব। অধিকতর পুণ্য বলেই এক কার্য্যে দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। গমনে কৃতনিশ্চয়, হর্ষোৎফুল্ল-নয়নকমল, প্রহৃষ্টা-নন, সুকৃতার্থী দেবগণ এই বলিতে বলিতে কাশীক্ষেত্রে গমন করিলেন। ব্যাস বলিলেন, সংসারে যে সকল মানব, এই পবিত্রতম আখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহারা ইহলোকে সর্ব্বসুখ ভোগ করিয়া বংশ রক্ষা করিবে, অনন্তর পুত্রদার সহ সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া সত্যলোকে বহুকাল বাসের পর মুক্তিলাভ করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

দেবগণের অগস্ত্যাশ্রম গমন।

সূত কহিলেন, হে ভগবন্! ভূত-ভব্যপতে! সর্ব্বজ্ঞানমহানিধে! অচ্যুত! দেবগণ কাশীতে উপস্থিত হইয়া কি করিলেন, বলুন? গুরুদেবের প্রমুখাৎ এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। তপোনিধি অগস্ত্য দেবগণ কর্ত্তৃক কিরূপে প্রার্থিত হইলেন এবং তাদৃশ উন্নত বিন্ধ্যগিরিই বা কিরূপে আপনার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইলেন?—আমার মন আপনার বাক্যরূপ সুধাসমুদ্রে স্নান করিতে উৎসুক হইয়াছে। পরাশর-নন্দন মুনিবর বেদ-ব্যাস, এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, শ্রদ্ধালু নিজশিষ্য সূতকে প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। হে মহাবুদ্ধি সূত! ভক্তি শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া শ্রবণ কর এবং শুক-বৈশম্পায়নাদি এই বালক-গণও শ্রবণ করুক। অনন্তর দেবগণ, মহর্ষি-গণ সমভিব্যাহারে কাশীধামে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ অবিলম্বে মণিকর্ণিকায় যথাবিধি সবস্ত্র অবগাহনপূর্ব্বক সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম করিলেন এবং সন্ধ্যোপাসনার পর কুশ, গন্ধ ও সতিল জলদ্বারা তর্পণ য় অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ করিয়া রত্ন, কাঞ্চন, বস্ত্র, অশ্ব, আভরণ, ধেনু, স্বর্ণরৌপ্যাদি নির্ম্মিত বিচিত্র পাত্র, অমৃতবৎ সুস্বাদু পক্কান্ন, শর্করা-সংযুক্ত পায়স, দুগ্ধের সহিত অন্ন, ধান্য, গন্ধ, চন্দন, কর্পূর, তাম্বুল,

[illegible] তুল-প্রচুর কোমল পর্য্যঙ্ক, দীপ, [illegible], শিবিকা, দাস, দাসী, বিমান, [illegible], বিচিত্র ধ্বজপতাকা, শশধর-সুন্দর চন্দ্রাতপ, গৃহোপকরণের সহিত বর্ষভোগ্য ভোজ্য, জুতা এবং খড়ম—সকল তীর্থবাসীর প্রত্যেককে এই সমস্ত প্রদান পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করিলেন। যতী এবং তপস্বী দিগের যোগ্য নূতন ক্ষৌম বস্ত্র, নানাবিধ চিত্র কম্বল, দণ্ড, কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম,কৌপীন, উচ্চমঞ্চ, পরিচারকদিগের বেতনার্থ সুবর্ণ, মঠ, বিদ্যার্থীদিগের অন্ন; অতিথিদিগের জন্য অনেক ধন, রাশীকৃত পুস্তক, লেখকদিগের বৃত্তি এবং বহু প্রকার ঔষধদান, সত্রদান, গ্রীষ্মকালে পানীয়শালার জন্য, হেমন্তে মৃদাদিনির্ম্মিত অগ্নিকুণ্ড ও কাষ্ঠের জন্য এবং বর্ষাকালে ছত্র ও আচ্ছাদনের জন্য বহু ধনদান, রাত্রিতে অধ্যয়নের জন্য প্রদীপ জ্বালিবার ব্যয় এবং পাদাভ্যঙ্গাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যতী ও প্রত্যেক দেবালয়ে বৃত্তি দিয়া পুরাণ পাঠক নিয়োগ, দেবালয়ে নৃত্যগীতের জন্য বহু ধনব্যয়, দেবালয় চূণকাম, দেবালয়ের জীর্ণোদ্ধার এবং দেবালয়ে নানাপ্রাকার চিত্র করিবার জন্য মূল্য প্রদান, দেবালয়ে নানাবিধ রঙ, মাল্যাদি ভূষণ, আরতির গুগ্‌গুল, দশাঙ্গাদি ধূপ, কর্পূর বর্ত্তিকাদি, দেবপূজোপকরণের জন্য বহু ধনদান, পঞ্চামৃত দ্বারা ও সুগন্ধি স্নানদ্রব্য দ্বারা স্নান, দেবতার জন্য তাম্বুলাদি মুখবাস, নানাপ্রকার দেবোদ্যান, মহা পূজার মাল্যাদি রচনার জন্য ধনদান, শিব মন্দিরে, শঙ্খ, ভেরী,মৃদঙ্গাদি বাদ্যধ্বনি ত্রিকালে হইবার জন্য ধনদান, দেবালয়ে ঘণ্টা গাড়ু কুম্ভ প্রভৃতি স্নানোপযোগী পাত্রসমূহ দান,শুক্লবর্ণ মার্জ্জনবস্ত্র দান, সুগন্ধি যক্ষকর্দ্দম (অর্থাৎ কর্পূর, অগুরী, মৃগনাভি এবং কট্‌ফল একত্র মিলিত) প্রভৃতি প্রদান, জপ, হোম স্তোত্রপাঠ, উচ্চস্বরে শিব নাম-কীর্ত্তন, রাসক্রীড়াদি সংযুক্ত চলন ও প্রদক্ষিণ ইত্যাদি উত্তম ক্রিয়াকাণ্ড বারবার অনুষ্ঠান করত চত্বারিংশৎ প্রহর বাস করিয়া, বিবিধ তীর্থ করিলেন। অনন্তর দরিদ্র এবং অনাথবর্গের তৃপ্তিসাধন, বিভু বিশেশ্বরকে প্রণাম, ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মে ও পূর্ব্বোক্তরূপে তীর্থকৃত্য সম্পাদন এবং বার-বার বিশ্বনাথ দর্শন, স্তবন ও প্রণাম করিয়া দেবগণ,—যথায় অগস্ত্য, আপনার নামে লিঙ্গস্থাপনা ও লিঙ্গের সম্মুখে কুণ্ডনির্ম্মাণ পুরঃসর স্থিরচিত্তে শতরুদ্রীয় সূক্ত জপ করত পরোপকারের জন্য অবস্থিত—তথায় গমন করিলেন। স্থাণুবৎ অত্যন্ত নিশ্চল, সাধুহৃদয়বৎ নির্ম্মল, জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অতীব উজ্জ্বল, দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সেই ঋষিকে দূর হইতে দেখিয়া দেবগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, সাক্ষাৎ বাড়বানল কি এই প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন? অথবা ইহাঁর তপস্তেজে ভীতা সৌদামিনী অদ্যাপি চাপল্য পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সমস্ত তেজ এই ব্রাহ্মণ-দেহ আশ্রয় করিয়া শান্তপদ প্রাপ্তির জন্য প্রশান্ত পরম তেজ ধ্যান করিতেছে। ইহাঁর তীব্র তপঃপ্রভাবে, তপনদেব অতিমাত্র তাপিত এবং দহনও দগ্ধ হইতেছেন; শ্বাপদ-সমূহ, ইহাঁর এই আশ্রমের চতুর্দ্দিকে পরস্পর স্বাভাবিক বৈর ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকভাবে অবস্থিত দেখা যাইতেছে। অহো কি আশ্চর্য্য! হস্তী শুণ্ডদণ্ড দ্বারা নির্ভয়ে সিংহের গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছে এবং স্ফীত-কেশর কেশরী শরভের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছে। স্ফীত-নিশ্চলরোমা বলশালী শূকর, মুস্তাগুচ্ছের উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া আত্মযূথ পরিত্যাগপূর্ব্বক আরণ্য কুক্কুর মধ্যে বিচরণ করিতেছে। শূকর, ভূদার হইলেও 'কাশীর সকল স্থানই' শিবলিঙ্গময়,' এই ভয়ে—অন্য স্থানের ন্যায় এখানে ভূমি খনন করিতেছে না। তরক্ষু, (নেকড়ে বাঘ) শূকর-শাবককে ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়া দিতেছে। হরিণশাবক, ব্যাঘ্রশাবকদিগকে উৎসাহিত করিয়া চপলপুচ্ছে ফেনায়মান মুখে ব্যাঘ্রীর স্তন্যপান করিতেছে। বানর, লোমশ ভল্লুককে সুপ্ত দেখিয়া তাহার লোমকানন মধ্যস্থিত মৃত মৎকুণ (উকুন) চপলাঙ্গুলিদ্বারা বাছিয়া বাছিয়া দন্তাগ্রদ্বারা ভোজন করিতেছে। গোলাঙ্গুল, রক্তমুখ,

নীলাঙ্গ প্রভৃতি যূথনায়ক বানরগণ জাতিসুলভ স্বাভাবিক মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া একত্র ক্রীড়া করিতেছে। শশকগণ, বৃকের পৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। মূষিক চঞ্চলবদনে বিড়ালের কর্ণ কণ্ডূয়ন করিতেছে; বিড়াল ময়ূর-পুচ্ছপুটে আবৃত হইয়া অত্যন্ত আরামে ঘুমাইতেছে; সর্প ময়ূরের কণ্ঠে নিজ কণ্ঠ ঘর্ষণ করিতেছে! নকুল নিজকুলোচিত বৈর পরিত্যাগ করিয়া, খেলা করিতে করিতে লাফাইয়া লাফাইয়া সর্পের ফণার উপর গড়াগড়ি দিতেছে। সর্প ক্ষুধান্ধ হইয়াও মুখের নিকট বিচরণতৎপর মূষিককে গ্রহণ করিতেছে না; মূষিকও সর্পের ভয়ে ভীত হইতেছে না। ব্যাঘ্র হরিণীকে আসন্নপ্রসবা দেখিয়া করুণা-পূর্ণনয়নে হরিণীর দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করত দূরে গমন করিতেছে; ব্যাঘ্রী ও মৃগী উভয়েই হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরস্পর সখীর ন্যায় ব্যাঘ্র ও মৃগের আচরণ কীর্ত্তন করিতেছে। শম্বরমৃগ, উদ্যত-কার্ম্মুক ব্যাধকে অবলোকন করিয়াও, নির্ভয়ে নিজ পথেই বিচরণ করিতেছে; ব্যাধও আসিয়া তাহার গাত্রকণ্ডূয়ন করিয়া দিতেছে। রোহিত-মৃগ, নির্ভয়ে বন্য মহিষের গাত্র ঘর্ষণ করিতেছে, আর চমরীমৃগী ব্যাধ-রমণীর কেশপাশের সহিত নিজপুচ্ছের পরিমাণ লইতেছে। অগস্ত্য-তোজোনিযন্ত্রিত গবয় ও শল্যক পরস্পর তীব্র মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া একত্র রহিয়াছে। মেষ-দ্বয় জয়াভিলাষে পরস্পর মুণ্ডযুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত হইতেছে না। শৃগালও হরিণ-শাবককে হস্ত দ্বারা কোমলভাবে স্পর্শ করিতেছে। 'মাংস ভক্ষণকে ধিক্! মাংস ভক্ষণ, ইহলোকে পরলোকে দুঃখপ্রদ অতএব আপদের আস্পদ': ইহা বিবেচনা করিয়া, শ্বাপদগণ তৃণ গুল্মাদি ভক্ষণ করিতেছে। যে পাপমুক্ত ব্যক্তি আপনার জন্য মাংসপাক করে, সে, ভুজ্যমান পশুর দেহে যত লোম আছে, তত বৎসর নরক ভোগ করে। যে দুর্ম্মতিগণ পরের প্রাণ নষ্ট করিয়া আত্মপ্রাণ পোষণ করে, তাহারা আকল্প নরক ভোগ করিয়া, ভক্ষিতপূর্ব্ব পশুগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও পরের মাংস ভক্ষণ করা উচিত নয়, যদি ভোজন করিতেই হয় ত নিজের মাংস ভোজন করা উচিত,—পরের নহে। অগস্ত্য-সান্নিধ্য বশতঃ হিংসা-বিমুখবুদ্ধি এই শ্বাপদগণ বরং ভাল, কিন্তু হিংসা-পরায়ণ মনুষ্যও ভাল নহে। বকও ক্ষুদ্র সরোবরে অগ্রচারী মৎস্যগণকেও ভোজন করিতেছে না। বৃহৎ মৎস্যগণও ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে ভক্ষণ করিতেছে না। "একদিকে মৎস্য মাংস, অপরদিকে অন্যান্য সমস্ত মাংস" এই স্মৃতিবাক্য স্মরণ করিয়াই যেন ইহারা মৎস্য ভোজন ত্যাগ করিয়াছে। এই শ্যেন পক্ষীও যে বর্ত্তিকা (চটকাবিশেষ) পক্ষী দর্শন করিয়া পরাঙ্মুখ হইতেছে! কি আশ্চর্য্য! মলিনাশয় মধুপগণ এখানেও ভ্রমণ করিতেছে। মদিরা-পান-পরায়ণ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ বহুকাল নরক ভোগ করিয়া, মধুপ-যোনিতেই পুনঃপুনঃ জন্ম-গ্রহণ করে, অতএব শিববেত্তৃগণ, পুরাণে এই সরল শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, কোথায় মাংস এবং কোথায় শিবভক্তি; কোথায় মদ্য এবং কোথায় শিবপূজা! শঙ্কর, মদ্যমাংস-রত ব্যক্তিগণের দূরে অবস্থান করেন,—শিবের প্রসন্নতা ব্যতীত কিছুতেই ভ্রান্তি নাশ হয় না, এই জন্যই শিবতত্ত্বজ্ঞানবিবর্জ্জিত মধুপ (মদ্যপ) ভ্রমরগণ ভ্রমণ করিতেছে (ভ্রমযুক্ত হইতেছে) এই প্রকার আশ্রমস্থিত পশু-পক্ষিগণকেও, মুনিগণবৎ হিংসা-বিরত অবলোকন করিয়া, দেবগণ স্থির করিলেন,—এই কাশীধামের এই প্রকার প্রভাবই বটে, কেননা, এখানে পশু পক্ষিগণও বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে মৃত্যুকালে তারকব্রহ্ম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, মোক্ষলাভ করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের মহিমা অবগত ও বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া এখানে বাস করে, বিশ্বেশ্বর জীবন-মরণে তাহাকে পরিত্রাণ করেন। জ্ঞানিগণ এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য জানিয়া যেরূপ মুক্তিলাভ করেন, তির্য্যক্‌জাতিরা কাশী-মাহাত্ম্য না জানিয়াও এই কাশীধামে দেহত্যাগ করিলে, নিষ্পাপ হইয়া

সেইরূপ মুক্তি লাভ করিতে পারে। এইরূপে বিস্ময়াপন্ন দেবগণ, মুনির আশ্রমে গমন করিতে করিতে পক্ষিকুলকে দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। দেখিলেন,—সারস-পক্ষী সারসীর গলদেশে আপনার কণ্ঠ স্থাপন করিয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। আমরা বিবেচনা করি, সারস নিদ্রিত হয় নাই, বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করিতেছে। হংসী, স্বীয় চঞ্চু-পুটাগ্র দ্বারা কণ্ডূয়ন করিতেছে এবং কামী হংসকে পক্ষকম্পন দ্বারা নিবারণ করিতেছে। চক্রবাকী. চক্রবাক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধা হইয়াও কেঙ্কিত শব্দ দ্বারা যেন বলিতেছে,—'হে কামুকপ্রধান! এখানেও কি কামিতা!! কুঞ্জ-মধ্যস্থিত পারাবত উৎকণ্ঠিতভাবে মনোহর ধ্বনি করিতেছে, ধ্যানস্থিত মুনি শ্রবণ করিবেন, এই ভয়ে কপোতী তাহাকে বারণ করিতেছে। ময়ূর, অগস্ত্যের ধ্যানভঙ্গ ভয়েই যেন কেকারব পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে রহিয়াছে; চন্দ্র-কিরণ-ভোজী চকোর যেন নক্তব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! "অপার সংসার-পারাবারের পারকর্ত্তা বিশ্বনাথ"—সারিকা এই সার কথা পড়িয়া শুকপক্ষীর জ্ঞান সম্পাদন করিতেছে। কোকিল কোমল আলাপের সহিত ধ্বনিকরত যেন বলিতেছে,—"কলি এবং কাল কাশীবাসীদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না"। দৈত্য-দৌরাত্ম্য বশতঃ অসময়েও পাতভয় যন্ত্রণা স্বর্গে আছে, দেবগণ, পশু পক্ষিগণের এই প্রকার কার্য্য দর্শন করিয়া সেই স্বর্গের বহু নিন্দা করিতে লাগিলেন। দেবতা অপেক্ষা কাশীর এই পশু-পক্ষী বরং ভাল; কেননা, দেবতা-দিগের পুনর্জ্জন্ম আছে, কাশী-বাসীর পুনর্জ্জন্ম নাই। আমরা স্বর্গবাসী হইলেও কাশীর পতিতগণেরও তুল্য হইতে পারি না; কেননা, কাশীতে পতনে ভয় নাই, আর স্বর্গে পতন-ভয়ই অধিক। অন্যত্র বিচিত্র-ছত্রচ্ছায়ায় নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করা অপেক্ষাও অধোভাবে মাসোপবাসাদি করিয়াও কাশীবাস করা ভাল। কাশীতে—শশকে, মশকে অবহেলায় যে পদ পায়, অন্যত্র যোগিগণ যোগশক্তিতেও সে পদ প্রাপ্ত হন না। আমরা দেবতা, আমাদের অপেক্ষা কিন্তু কাশীর দরিদ্রও ভাল; কেননা, তাহার যম হইতেও কোন আশঙ্কা নাই, আর আমরা একটা পর্ব্বত হইতেই এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। ব্রহ্মদিবসের অষ্টমাংশে লোকপাল, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারাগণের সহিত ইন্দ্রত্বপদ বিনষ্ট হয়; কিন্তু ব্রহ্মার শতবর্ষ অতীত, হইলেও কাশীবাসীর বিনাশ নাই। অতএব সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নে কাশীতে, সদাচার করিবে। কাশীধামে যে সুখ, তাহা অখিল ব্রহ্মাণ্ডে নাই, যদি থাকিত, তবে, সকলেই কেন কাশীবাসে অভিলাষী হইবে? সহস্র সহস্র জন্মান্তরে উপার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জের পরিবর্ত্তে এই কাশীতে বাস ঘটে। কাশীবাসী হইয়াও শিবের ক্রোধ-ভাজন হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না; অতএব নিরন্তর শরণাগত-পালক বিশ্বেশ্বরের শরণাগত থাকিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ই কাশীতে যেমন সম্পূর্ণ, এমন আর কোন স্থানেই নহে। যে ব্যক্তি, অনিচ্ছাতেও গৃহ হইতে বিশ্বেশ্বর-মন্দির গমন করে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম হয়। যে ব্যক্তি উত্তরবাহিনী গঙ্গাতে স্নান করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বেশ্বর দর্শনে গমন করে, তাহার ধর্ম্মের অবধি নাই। গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাস্পর্শ, গঙ্গাস্নান, আচমন, সন্ধ্যা-উপাসনা, জপ, তর্পণ, দেবপূজন, পঞ্চতীর্থ-দর্শন, তদনন্তর বিশ্বেশ্বর দর্শন, শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বেশ্বরস্পর্শন, বিশ্বেশ্বর পূজা, ধূপাদিদান, প্রদক্ষিণ, স্তব, জপ, নমস্কার, নৃত্য, "দেবদেব! মহাদেব! শম্ভো! শিব! শিব! ধূর্জ্জটে! নীলকণ্ঠ! ঈশ! পিনাকিন্! শশিশেখর! ত্রিশূলপাণে! বিশ্বেশ! রক্ষা কর, রক্ষা কর" এই প্রকার সঙ্কীর্ত্তন, মুক্তিমণ্ডপে অর্দ্ধনিমেষ উপবেশন, মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া ধর্ম্মকথালাপ ও ও পুরাণ পাঠ এবং শ্রবণ, অন্যান্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অতিথি-সৎকার

এবং পরোপকার দ্বারা উত্তরোত্তর ধর্ম্মলাভ বৃদ্ধি হয়। শুক্লপক্ষে চন্দ্র যেমন এক কলা করিয়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তদ্রূপ কাশীবাসীদিগের ধর্ম্মরাশি পদে পদে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ধর্ম্মবৃক্ষ—জনগণের সেবনীয়। এই বৃক্ষের বীজ শ্রদ্ধা ; বিপ্রপাদোদক দ্বারা ইহা সিক্ত ; ইহার শাখাসমূহ, প্রসিদ্ধ চতুর্দ্দশ বিদ্যা ; ন্যায়োপার্জ্জিত ধন, ইহার পুষ্প ; ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই ফল কাম ও মোক্ষ। এই কাশীধামে অন্নপূর্ণা নিখিল অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন ; গণপতি ঢুণ্ডি এখানে অখিল কামনা পূর্ণ করেন এবং বিশ্বনাথ অন্তকালে কর্ণে তারকমন্ত্র উপদেশ করিয়া সর্ব্ব প্রাণীকেই ভববন্ধন-মুক্ত করেন। কাশীতে ধর্ম্ম—পূর্ণ চতুষ্পাদ। কাশীতে অর্থ অনেক প্রকার ; কাশীতে কাম সর্ব্বসুখের আশ্রয় এবং এমন কোন্ শ্রেয়ঃ আছে, যাহা কাশীতে নাই ? ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত-দেহ বিশ্বেশ্বর যথায় অবস্থিত, সেই কাশীতে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কেননা, সেই বিশ্বেশ্বর অখণ্ডানন্দরূপ বিশ্বরূপ। অতএব, ত্রৈলোক্যও কাশীসদৃশ নহে। দেবগণ এই কথা বলিতে বলিতে, মুনিবর অগস্ত্যের হোম-ধূম-সুগন্ধপূর্ণ, বেদাধ্যায়ী ছাত্রবর্গে পরিবৃত পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, মৃগশাবকেরা ঋষিদিগের উপগ্রহ-কুশ মুখে লইয়া শ্যামক-অঞ্জলি পাইবার আশায় ঋষিকন্যাগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত যে স্থান অলঙ্কৃত করিতেছে, যথায় বৃক্ষশাখাবিলম্বী আর্দ্র বল্কল-কৌপীন যেন বিঘ্নকারী মৃগগণকে বাঁধিবার জন্যই বাগুরার ন্যায় চতুর্দ্দিক্ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে,—দেবগণ সেই পর্ণকুটীর-প্রাঙ্গণ পতিব্রতা-শিরোমণি অগস্ত্যপত্নী, লোপামুদ্রার পদাঙ্ক-চিহ্নিত দেখিয়া প্রণাম করিলেন। পরে যোগোস্থিত, কর্ণে অক্ষমালা ধারণ করিয়া অবস্থিত, যথাযোগ্য আসনে আসীন, পরমেষ্ঠিবৎ শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ঋষিকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া, ইন্দ্রাদি দেবতা সকল প্রহৃষ্ট-বদনে 'জয় জয়' বলিতে লাগিলেন। মুনি অগস্ত্যও উত্থিত হইয়া সেই সমস্ত দেবতাকে যোগ্যভাবে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদব্যাস কহিলেন, অভিযুক্ত হইয়া, এই পবিত্রতম আখ্যান শ্রবণ করিলে অথবা ব্রতপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের সমক্ষে পাঠ করিলে কিংবা পাঠ করাইলে মানব, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্ব্বপাপ দূর করিয়া শুক্লবর্ণ-যানযোগে নিশ্চয়ই শিবপুরে গমন করে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩

চতুর্থ অধ্যায়।

পতিব্রতার আখ্যান।

সূত বলিলেন,—ভগবন্! তখন অগস্ত্য-মুনি-জিজ্ঞাসিত সেই দেবগণ সর্ব্বলোক-হিতের জন্য কি বলিলেন,—হে মহামুনে! তাহা বলুন। শ্রীবেদব্যাস বলিলেন,—দেবগণ অগস্ত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া বহুমানপুরঃসর বৃহস্পতির মুখের দিকে চাহিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন,—হে মহাভাগ অগস্ত্য! দেবগণের আগমন-কারণ শ্রবণ কর ; হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি ধন্য, তুমি কৃতকৃত্য, তুমি মহদ্গণেরও মাননীয়। প্রত্যেক আশ্রমে, প্রতি পর্ব্বতে এবং প্রতি বনেই তপোধনেরা বাস করেন বটে, কিন্তু তোমার মর্য্যাদা এক স্বতন্ত্র। তোমাতে তপঃশ্রী আছে, তোমাতে ব্রহ্মতেজ স্থিরভাবে অবস্থিত তোমাতে পরমাপুণ্যশ্রী আছে, তোমাতে ঔদার্য্য আছে এবং যথার্থ মনও তোমার আছে। যাঁহার কথায় লোকের পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেই তোমার সহধর্ম্মিণী এই কল্যাণী পতিব্রতা লোপামুদ্রা তোমার দেহচ্ছায়ার তুল্যা। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়া, শাণ্ডিল্যা, সতী, লক্ষ্মী, শতরূপা, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা ও স্বাহা,—পতিব্রতার মধ্যে এই লোপামুদ্রাকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন, তদ্রূপ অন্য

কাহাকেও করেন না, ইহা নিশ্চয়। হে মুনে! তুমি আহার করিলে ইনি আহার করেন, তুমি অবস্থান করিলে ইনি অবস্থিতা হন, তুমি নিদ্রিত হইলে পরে ইনি নিদ্রা যান, আবার তোমার পূর্ব্বে জাগরিত হন। অলঙ্কার-বিহীনা হইয়া কদাচ তোমাকে দর্শন দেন না, কার্য্য বশতঃ তুমি প্রবাসে যাইলে, সকল প্রকার ভূষণ পরিত্যাগ করেন। তোমার আয়ুর্বৃদ্ধি কামনায় কখন তোমার নাম ধারণ করেন না এবং অপর পুরুষের নাম ত কদাচ গ্রহণ করেন না। তুমি ইহাঁকে বকিলেও ইনি উত্তর করেন না, তুমি পীড়া দিলেও ইনি প্রসন্নতা পরিত্যাগ করেন না। "এই কর্ম্ম কর" তুমি এই কথা বলিলে, "স্বামিন্! ইহা করাই হইয়াছে, মনে করুন" এই প্রকার বলেন। তুমি আহ্বান করিলে গৃহকর্ম্ম সকল ত্যাগ করিয়া সত্বর আগমন করেন এবং বলেন, "নাথ! আমাকে কি জন্য ডাকিলেন,—আদেশ করিয়া অনুগৃহীতা করুন।" বহুক্ষণ দ্বারে থাকেন না; দ্বারদেশে শয়নাদি করেন না; অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও কিছু দেন না, তুমি না বলিতেই স্বয়ং সমগ্র পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া [illegible] কুশ, পত্র, পুষ্প অক্ষতাদি, যে সময়ে যেটী আবশ্যক, তদনুসারে অবসর প্রতীক্ষা করত অনুদ্বিগ্ন হইয়া হৃষ্টচিত্তে তৎসমস্তই উপস্থিত করিয়া থাকেন। ইনি স্বামীর উচ্ছিষ্ট মিষ্ট, অন্ন ও ফলাদি সেবন করেন; স্বামিদত্ত বস্তু মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করেন; দেবতা পিতৃ, অতিথি, পরিচারকবর্গ, গো এবং ভিক্ষুকগণকে অন্ন না দিয়া ইনি আহার করেন না। লোপামুদ্রা, গৃহোপকরণ এবং অলঙ্কারবেশ গুছাইয়া এবং পরিষ্কার করিয়া রাখেন; ইনি কর্ম্মকুশলা এবং মিতব্যয়া; তোমার অনুজ্ঞা ব্যতীত ইনি উপবাস ব্রতাদি করেন না। সভাদর্শন এবং উৎসব দর্শন ইনি দূর হইতে পরিহার [illegible]। তীর্থযাত্রাদি করেন না কিংবা বিবাহাদি দর্শনেও গমন করেন না। যখন তুমি সুখে নিদ্রিত বা সুখাসীন অথবা ইচ্ছামত কোন সন্তোষপ্রদ কার্য্যে আসক্ত থাক, তখন অন্তরঙ্গ কার্য্যেও ইচ্ছামত তোমাকে কদাচ উত্থাপিত করেন না। রজস্বলা হইয়া তিন দিন স্বামীকে (তোমাকে) আপন মুখ দেখান না; যাবৎ স্নান করিয়া শুদ্ধ না হন, তাবৎ আপনার বাক্যও তোমাকে শুনান না। ঋতুস্নাতা হইয়া স্বামীর (তোমার)ই মুখাবলোকন করেন, কখনই অন্য কাহারও মুখ দেখেন না। তুমি স্থানান্তরে থাকিলে, মনে মনে স্বামীকে (তোমাকে) ধ্যান করত সূর্য্য দর্শন করেন। পতি-দীর্ঘায়ুষ্কামা পতিব্রতা লোপামুদ্রা,—হরিদ্রা, কুঙ্কুম, সিন্দূর, কজ্জল, কাঁচুলী, তাম্বূল, শুভ, মাঙ্গল্য আভরণ, কেশ-সংস্কার, কবরীবন্ধন এবং কর্ণাদি-ভূষণ বর্জ্জন করেন না। এই সতী,—রজকী, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ-তর্ককারিণী, বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী ও দুর্ভগার সহিত কদাচ সখীত্ব স্থাপন করেন না। পতি-বিদ্বেষিণী রমণীর সহিত ইনি কখন আলাপ করেন না। একাকিনী কোথাও অবস্থান করেন না এবং কখনও বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করেন না। সতী লোপামুদ্রা—কখন উদূখল, মুষল, সম্মার্জ্জনী কিংবা জাতার উপর অথবা হাতিনায় উপবেশন করেন না। ব্যবায়সময় ভিন্ন কখন প্রগল্‌ভতা করেন না। পতির যাহাতে যাহাতে রুচি, তিনি তৎসমস্তই সর্ব্বদা ভাল বাসেন। রমণী পতিবাক্য লঙ্ঘন করিবে না, ইহাই স্ত্রীলোকের ব্রত, ইহাই পরম ধর্ম্ম এবং ইহাই দেবপূজা। ক্লীব, দুরবস্থাপন্ন, ব্যাধিযুক্ত, বৃদ্ধ এবং সুস্থ বা দুঃস্থ—পতি যাহাই কেন হউক না, স্ত্রী পতিকে লঙ্ঘন একেবারেই করিবে না। স্বামী হৃষ্ট হইলে, হর্ষে থাকিবে, পতি বিষণ্নবদন হইলে বিষণ্ণা হইবে;—সতী-নারী, সম্পদ-বিপদে স্বামীর সমদুঃখসুখভাগিনী হইবে। ঘৃত, লবণ, তৈলাদি, ব্যয় হইয়া গেলেও, পতিব্রতা স্ত্রী, পতিকে "নাই" বলিবে না এবং আয়াসকর কর্ম্মে পতিকে নিযুক্ত করিবে না তীর্থ-স্নানাভিলাষিণী নারী পতি-

পাদোদক পান করিবে। একমাত্র পতি স্ত্রী-জাতির পক্ষে শিব এবং বিষ্ণু অপেক্ষাও উচ্চ। যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রতোপবাস-নিয়ম পালন করে, সে পতির আয়ুঃ হরণ করে এবং দেহান্তে নরকে যায়। যে নারী স্বামিকৃত ভর্ৎসনায় রোষ-পরবশ হইয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য-কুক্কুরী ও-বন্য-শৃগালী হয়। দৃঢ় সঙ্কল্পপূর্ব্বক পতিপদ সেবা করিয়া ভোজন করা স্ত্রীলোকের উচিত। স্ত্রীলোকে কখন উচ্চ আসনে বসিবে না বা পর গৃহে যাইবে না. লজ্জাকর বাক্য কদাচ বলিবে না; কাহারও অপবাদ করিবে না; কলহ দূরে পরিত্যাগ করিবে। গুরুজন সমীপে উচ্চৈঃ-স্বরে কথা কহিবে না এবং হাস্য করিবে না। যে দুর্ব্বুদ্ধি রমণী ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে পরজন্মে তরু-কোটরবাসিনী ক্রূরা উলকী হয়। যে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া স্বামীকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করে, সে পরজন্মে ব্যাঘ্রী বা মার্জ্জারী হয়, যে নারী পরপুরুষে কটাক্ষ করে, জন্মান্তরে সে কেকরাক্ষী (টেরা) হয়। যে রমণী স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া আপনি কেবল মিষ্টভোজন করে, সে জন্মান্তরে গ্রাম্য-শূকরী অথবা আত্মবিষ্ঠা-ভোজী বাল্য (বাদুড়) পক্ষী হয়। যে স্ত্রী পতিকে তুই-তোকারী করে, সে জন্মান্তরে বোবা হয়। যে স্ত্রী সপত্নীর প্রতি সর্ব্বদা ঈর্ষা করে, সে পুনঃপুনঃ দুর্ভাগা হয়। যে স্ত্রী পতির দৃষ্টিশক্তি আবরণ করিয়া পরপুরুষকে দর্শন করে, সে জন্মান্তরে কাণা, কুমুখী এবং কুরূপা হয়। যে স্ত্রী পতিকে বহির্ভাগ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া, প্রীতিসহকারে সত্বর জল, আসন, তাম্বূল এবং ব্যজন ফেলাইয়া, পরে যথাসময়ে খেদনাশক উত্তম উত্তম প্রিয়বাক্য এবং পদসেবাদি দ্বারা পতিকে প্রীত করেন, তিনি ত্রৈলোক্যের প্রীতি-কারিণী হন। পিতা পরিমিত সুখদাতা, ভ্রাতা পরিমিত সুখদাতা। পুত্রও পরিমিত সুখ প্রদান করে, আর স্বামী অপরিমিত সুখদাতা; নারী তাঁহাকে সর্ব্বদা পূজা করিবে। স্ত্রীলোকের ভর্ত্তাই দেবতা, ভর্ত্তাই গুরু, ধর্ম্ম, তীর্থ এবং ব্রত; অতএব স্ত্রীলোক সব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পতি অর্চ্চনাই করিবে। যেমন দেহ জীবনহীন হইলে তৎ-ক্ষণাৎ অশুচি হয়, তদ্রূপ ভর্তৃহীনা নারী সুস্নাতা হইলেও সর্ব্বদাই অশুচি। সকল অমঙ্গলের অপেক্ষা বিধবাই অধিক অমঙ্গলা। কোন কার্য্যারম্ভে বিধবা দর্শন করিলে, কোথাও কখন সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না. এক, মাতা ভিন্ন সকল বিধবাই অমঙ্গলা; অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই সব বিধবার আশীর্ব্বাদও সর্পতুল্য বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। কন্যার বিবাহ সময়ে দ্বিজগণ, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, পতির জীবন-মরণে সহচরী হইবে। ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের এবং সৌদামিনী যেমন জলধরের অনুগামিনী; রমণী তদ্রূপ সর্ব্বদা পতির অনু-গামিনী হইবে। যে নারী সহমরণোদ্দেশে গৃহ হইতে শ্মশানে সহর্ষে স্বামীর অনুগমন করে, নিঃসন্দেহ, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যেমন আহিতুণ্ডিক সর্পকে বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করে, সতীও তদ্রূপ পতিকে যমদূতদিগের হস্ত হইতে মোচন করিয়া স্বর্গে লইয়া যান। যমদূতগণ সতীকে দর্শন করিবামাত্র, সতীর পতি দুষ্কর্ম্ম-কারী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করে। "আমরা যমদূত; পতিব্রতাকে আসিতে দেখিয়া যেরূপ ভয় পাই, বহ্নি বা বিদ্যুত হইতেও আমাদের সেরূপ ভয় হয় না" ইহা যমদূতেরা বলে। পতিব্রতা-তেজঃ দেখিয়া তপনও অতিমাত্র তাপিত হন, দহনও দগ্ধ হন এবং সকল তেজঃপদার্থ কম্পিত হয়। মানব-শরীরে যত লোম আছে, তাবৎ অযুত কোটী বৎসর পতিব্রতা পতির সহিত আমোদ করত স্বর্গসুখ ভোগ করেন। যাঁহার গৃহে পতিব্রতা কন্যা বর্ত্তমান, সেই জনক-জননী ধন্য; আর যাঁহার গৃহে পতিব্রতা পত্নী আছেন, সেই

শ্রীমান্ পতিও ধন্য। পিতৃবংশীয়, মাতৃবংশীয় এবং পতিবংশীয় তিন তিন পুরুষ পতিব্রতার পুণ্যে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। দুশ্চারিণী রমণী আপনার চরিত্রদোষে পিতৃকুল, মাতৃকুল, এবং পতিকুল—তিনি কুলই পাতিত করে, আর তাহারা নিজেও ইহ-পরকালে দুঃখভোগ করে। যে যে স্থানে ভূতলে পতিব্রতার চরণ স্পর্শ হয়, সেই সকল স্থানের ভূমিই মনে করেন,—"আমার এখানে কোন ভয় নাই, এখানে আমি পরম পবিত্রা।" সূর্য্য চন্দ্র বায়ুও ভয়ে ভয়ে পতিব্রতা স্পর্শ করেন,—তাঁহাদের উদ্দেশ্য আবার স্ব স্ব পবিত্রতা সম্পাদন; অন্য কোন প্রকার নহে। জল সর্ব্বদাই পতিব্রতা স্পর্শ অভিলাষ করে; পতিব্রতা স্পর্শ হইলে জল মনে করে,—"আজ আমাদের জাড্য দূর হইল;—অন্যকে পবিত্র করিতে অদ্য হইতে সমর্থ হইলাম।" রূপলাবণ্য-গর্ব্বিতা রমণী ঘরে ঘরে আছেন; কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী লাভ কেবল বিশ্বেশ্বরের ভক্তিতেই হইয়া থাকে। ভার্য্যা গৃহস্থের মূল, ভার্য্যা সুখের মূল, ভার্য্যা ধর্ম্মফল প্রাপ্তির মূল এবং ভার্য্যাই বংশবৃদ্ধির মূল। ভার্য্যার সাহায্যে ইহলোক এবং পরলোকে জয় করা যায়, ভার্য্যাহীন ব্যক্তি দৈবকার্য্য, পিতৃকার্য্য এবং অতিথি-সৎকারেও অধিকারী নহে। যাহার গৃহে পতিব্রতা রমণী বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তিই যথার্থ গৃহস্থ; অপতিব্রতা রমণী রাক্ষসী জরার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে পতিকে জীর্ণ করে। গঙ্গাস্নানে শরীর যেমন পবিত্র হয়, পতিব্রতা স্ত্রীর শুভ দৃষ্টিতে শরীর তদ্রূপ পবিত্র হইয়া থাকে। যদি দৈবাৎ স্ত্রী কোনরূপেই স্বামীর সহমৃতা না হইতে পারে, তাহা হইলেও তাহার বিশুদ্ধভাবে চরিত্র রক্ষা করা উচিত, কারণ চরিত্রনাশে অধোগামিনী হইতে হয়, আর তাহার অকার্য্যের জন্য তাহার পতি, তাহার পিতা, মাতা এবং ভ্রাতৃবর্গ স্বর্গে থাকিলেও তথা হইতে চ্যুত হন; ইহার অন্যথা নাই। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে পর বৈধব্য-ব্রত পালন করে, সে পরলোকে পুনরায় স্বামীকে পাইয়া স্বর্গ ভোগ করে। বিধবার কবরী বন্ধন, পতির বন্ধনের কারণ; এইজন্য বিধবা, সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাখিবে। বিধবা, অহোরাত্রের মধ্যে একাহার করিতে পারিবে; দুইবার আহার কখনই করিবে না। বিধবা ত্রিরাত্রোপবাস পঞ্চরাত্রোপবাস, পক্ষব্রত, মাসোপবাস-ব্রত, চান্দ্রায়ণ; প্রাজাপত্য, পরাক-ব্রত, অথবা তপ্তকৃচ্ছ্র-ব্রত করিবে। প্রাণ যাবৎকাল আপনি না যায়, তাবৎকাল যবান্ন, ফলভোজন, শাকাহার কিংবা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। বিধবা-নারী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে; পতিকে অধঃপতিত করা হয়, অতএব বিধবা পতির সুখাভিলাষে ভূমিতে শয়ন করিবে। বিধবা স্ত্রী কখনই অঙ্গে উদ্বর্ত্তন দিবে না এবং গন্ধদ্রব্যও ব্যবহার করিবে না। প্রত্যহ পতি, তাঁহার পিতা এবং তাঁহার পিতামহের নাম গোত্রাদি উচ্চারণ-পূর্ব্বক কুশতিলোদক দ্বারা তর্পণ করিবে। বিধবা পতিবোধে বিষ্ণুর পূজা করিবে,—অন্যবোধে নহে। বিষ্ণুরূপী হরিকে সতত পতিরূপে ধ্যান করিবে। জগতে যে যে দ্রব্য বিধবার অত্যন্ত প্রিয় এবং যাহা যাহা পতির প্রিয় ছিল, সেই সেই দ্রব্য, পতির প্রীতিকামনায় গুণশালী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে, বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিবে এবং স্নান, দান, তীর্থযাত্রা ও বারংবার বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিবে। বৈশাখ মাসে জলকুম্ভ দান, কার্ত্তিক মাসে দেবালয়ে ঘৃত-প্রদীপ দান এবং মাঘ মাসে ধান্য ও তিল উৎসর্গ করিলে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। বিধবা, বৈশাখ মাসে জলছত্র ও দেবতার উপর ঝারা দিবে এবং পাদুকা, ব্যজন ছত্র, সূক্ষ্মবস্ত্র, চন্দন, কর্পূরপূর্ণ তাম্বুল, পুষ্প, অনেক প্রকার জলপাত্র, পুষ্পপাত্র, বিবিধ পানীয় দ্রব্য এবং দ্রাক্ষা রম্ভা ফল—"পতি আমার প্রীতি লাভ করুন" এই কামনায় গুণশালী ব্রাহ্মণসমূহকে

দান করিবে। কার্ত্তিক মাসে যবান্ন অথবা একবিধ অন্ন আহার করিবে। বৃন্তাক, ও শুকশিম্বী (বরবটী) ভোজন করিবে না। কার্ত্তিক মাসে তৈল বর্জ্জন করিবে; কার্ত্তিক মাসে মধু পরিত্যাগ করিবে; কার্ত্তিক মাসে কাংস্যপাত্র ব্যবহার করিবে না, কার্ত্তিক মাসে আচার (আমের আচার লেবুর আচার ইত্যাদি) খাইবে না। কার্ত্তিক মাসে মৌন-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিলে, শেষে উত্তমরূপে ঘণ্টা দান করিবে; পত্রে ভোজন নিয়ম করিলে, শেষে ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র দান করিবে। ভূমিশয্যা-ব্রত করিলে, সমাপ্তি সময়ে সুকোমল সতূলিকা শয্যা দান করিবে। ফল ত্যাগ করিলে, ফল দান করিবে এবং রস পরিত্যাগ করিলে, শেষে পরিত্যক্ত রস দান করিবে। ধান্য ত্যাগ করিলে পরিত্যক্ত ধান্য অথবা শালিধান্য দিবে এবং প্রযত্ন-সহকারে সসুবর্ণা সালঙ্কারা ধেনু দান করিবে। একদিকে সর্ব্ববিধ দান এবং একদিকে প্রদীপ দান। অন্য সর্ব্ববিধ দান কার্ত্তিক মাসে প্রদীপ দানের ষোড়শাংশের একাংশের যোগ্যও নহে। সূর্য্য কিঞ্চিৎ উদিত হওয়া পর্য্যন্ত মাঘ মাসে স্নান করা বিধেয় এবং মাঘস্নায়ী ব্যক্তি, যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ যতী ও তপস্বিগণকে পক্বান্ন, লাড্ডু, ফেনিকা ও বটকা ইণ্ডরিকা, প্রভৃতি ঘৃতপক্ব মরিচ-মিশ্রিত শুচি কর্পূরবাসিত শর্করাপূর্ণ লোচন-লোভনীয় সুগন্ধি দ্রব্য ভোজন করাইবে। শীত নিবারণের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠ, তুলাভরা জামা ও উত্তম প্রাবরণ, মঞ্জিষ্ঠা-রক্ত বস্ত্র, বালাপোষ, জাতীফল, লবঙ্গপূর্ণ বহুতর তাম্বূল, বিচিত্র কম্বল, নির্ব্বাত গৃহ, কোমলা পাদুকা ও সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন দান করিবে। মহাস্নান-আচরণ পুরঃসর বারিকাশ্রম প্রসিদ্ধ সৃত-কম্বল পূজা, কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি দ্বারা দেবালয় মধ্যে ধূপদান, স্থূল বর্ত্তিকা দীপদান এবং নৈবেদ্য দান করিয়া 'পতিরূপী ভগবান্ প্রীত হউন' ইহা বলিবে। এইরূপে বিবিধ নিয়ম ও ব্রতের অনুষ্ঠান করত বিধবা বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাস অতিবাহিত করিবে। প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও বৃষে আরোহণ করিবে না, কঞ্চুক বা রঙ্গিন বসন পরিধান করিবে না। ভর্তৃতৎপরা বিধবা পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, কোন কার্য্য করিবে না। এবংবিধ-আচারবতী বিধবাও মঙ্গল-রূপিণী। এই প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ পতিব্রতা বিধবাও কদাচ দুঃখভাগিনী হন না এবং অন্তে পতিলোক লাভ করেন। গঙ্গার সহিত পতিব্রতা নারীর কোন ভেদ নাই; পতিব্রতা, সাক্ষাৎ হরগৌরীর তুল্য; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি, সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিবে। বৃহস্পতি আবার বলিলেন,—হে পতিপদ-কমল-নিহিত-নয়নে! মহামাতঃ লোপামুদ্রে। এই যে তোমার দর্শন পাইলাম, ইহা আমাদের গঙ্গাস্নানের ফল। এই প্রকারে পতিব্রতা রাজপুত্রী লোপামুদ্রার স্তব প্রণাম করিয়া সর্ব্বার্থবিশারদ বৃহস্পতি, প্রণামপূর্ব্বক অগস্ত্য মুনিকে বলিতে লাগিলেন;—তুমি প্রণব ও এই লোপামুদ্রা শ্রুতি; ইনি ক্ষমা ও তুমি স্বয়ং তপঃস্বরূপ; ইনি সৎক্রিয়া ও তুমি তাহার ফল; সুতরাং হে মহামুনে! তুমিই ধন্য। ইনি সাক্ষাৎ পাতিব্রত্য-তেজ, তুমিও সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজ, তাহাতে আবার এই তপস্যার তেজ; তোমার অনায়াস-সাধ্য নহে, এমন কি আছে? তোমার অবিদিত কিছুই নাই, তথাপি আমি বলিতেছি,—হে মুনে! এই দেবগণ, যে অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ইনি শতক্রতুর অনুষ্ঠাতা, বৃত্রঘাতী, শ্রীমান্ ইন্দ্র, বজ্র ইঁহার অস্ত্র, অষ্টসিদ্ধি ইঁহার দ্বারে অবস্থান করত ইঁহারই দৃষ্টিপাত প্রসাদ প্রতীক্ষা করেন; ইঁহারই নগরপরিধির মধ্যে কামধেনুগণ বিচরণ করে; ইঁহারই পৌরগণ নিত্য কল্পবৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করে; ইঁহার নগরে রাজপথে প্রসিদ্ধ চিন্তামণিসমূহই কর্কর। ইনি জগদ্‌যোনি অগ্নি, আর ইনি ধর্ম্মরাজ, এই নিঋতি, এই বরুণ, এই বায়ু এবং এই কুবের ও রুদ্রাদি দেবগণ;—

সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত লোকে স্তবাদি দ্বারা এই প্রভুগণের আরাধনা করিয়া থাকে। ইঁহারাই আজ জগতের জন্য তোমার নিকট প্রার্থয়িতা; বিশ্বেশ্বর সেই উপকার, তোমার কথামাত্রে সাধ্য। বিন্ধ্যনামে কোন পর্ব্বত, সুমেরুর সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যের পথ রোধ করিয়াছে, তুমি তাহার বৃদ্ধি নিবারণ কর। যাহারা স্বভাবতঃ কঠিন, যাহারা মার্গাবরোধক এবং যাহারা স্পর্দ্ধা সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,—তাহাদের অতি-বৃদ্ধি অশুভ। মহামুনি অগস্ত্য, বৃহস্পতির এই কথা শুনিয়া বিচার না করিয়াই ক্ষণকাল সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর দিলেন,—"তথাস্তু—আপনাদের কার্য্য আমি সাধন করিব।" এই বলিয়া অগস্ত্য, মুনি দেবগণকে বিদায় দিয়া পুনরায় চিন্তা সহকারে ধ্যানস্থ হইলেন। বেদব্যাস কহিলেন,—এই পতিব্রতা অধ্যায় যদি স্ত্রী কিংবা পুরুষ শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে, পাপ-কঞ্চুক নির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তে ইন্দ্রলোকে গমন করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অগস্ত্য-যাত্রা।

বেদব্যাস কহিলেন, হে সূত! অনন্তর মুনিবর অগস্ত্য ধ্যানযোগে বিশ্বনাথকে অবলোকন করিয়া, প্রসিদ্ধ পবিত্রা লোপামুদ্রাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন,—অয়ি বরারোহে! দেখ, এ কি উপস্থিত হইল? সে কার্য্যই বা কোথায়, আর মুনিমার্গানুসারী আমরাই বা কোথায়! যে, পর্ব্বতভেত্তা ইন্দ্র, অবজ্ঞা সহকারে পুরাকালে সকল পর্ব্বতেরই পক্ষচ্ছেদন করিয়াছেন, অদ্য এক সামান্য বিন্ধ্যগিরিকে দমন করিতে তাঁহার সামর্থ্য কুণ্ঠিত হইল কিরূপে? কল্পবৃক্ষ যাঁহার প্রাঙ্গণে, বজ্র যাঁহার অস্ত্র, অণিমাদি অষ্ট প্রকার সিদ্ধি যাঁহার দ্বারস্থ, সেই ইন্দ্র, সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থী। অহো! দাবানল-যোগে যে পর্ব্বতসমূহ সর্ব্বদা ব্যাকুল হয়, সেই পর্ব্বতের বৃদ্ধিস্তম্ভনে হুতাশনেরও সামর্থ্য রহিল না। সেই যে প্রভু দণ্ডধর; সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা, তিনি কি এই একটীমাত্র প্রস্তরকে দণ্ড করিতে অসমর্থ? আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, তুষিতগণ মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ—যাঁহাদের দৃক্‌পাত মাত্রে ত্রিলোক-নিপাত হয়—হে কান্তে! তাঁহারা পর্ব্বতবৃদ্ধি-নিবারণে কি অসমর্থ হইলেন? ওঃ! কারণ বুঝিয়াছি! কাশীকে উদ্দেশ করিয়া, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন, সেই সুভাষিত আমার স্মরণ হইল। "মুমুক্ষুগণ কদাচ কাশী পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু সাধারণের কাশীবাসে অনেক বিঘ্ন হয়" ইহাই মুনিগণের বাক্য। হে শুভে! আমার কাশীবাসেই এই মহান্ অন্তরায় উপস্থিত; আমি ইহার অন্যথা করিতেও পারিব না, কেননা স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই বিমুখ হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে কাশীবাস ঘটে; যদি মুক্তিলাভে ইচ্ছা থাকে ত এ কাশী কি কেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? যে ব্যক্তি কাশীবাস পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী এবং যে ব্যক্তি করতলস্থ মনোহর গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া হস্ত মাত্র লেহন করে, ইহারা উভয়েই সমান মোহান্ধ। অহো! পুণ্যরাশিস্বরূপা এই বারাণসীকে জনগণ, নিতান্ত মূর্খের ন্যায় কি প্রকারে ত্যাগ করিয়া থাকে? যতবার ডুব দেওয়া যায়, সামান্য অভিসুলভ শালূকমূলও ততবার পাওয়া যায় না,—এক আধ বার পাওয়া যায়; যে কাশী মহাদেবের প্রিয় রাজধানী, সেই দুর্লভ বারাণসীকে প্রতিবারে প্রাপ্ত হওয়া কি সম্ভব? সুতরাং একবার ত্যাগ করিয়া পুনরায় বাসের আশা বৃথা। তবে জন্মান্তরসঞ্চিত-পুণ্যপুঞ্জস্বরূপা বারাণসীর তত্ত্ব অবগত হইয়া এবং অতি কষ্টে সেই বারাণসীকে প্রাপ্ত হইয়া মোহবশতঃ দুর্গতিলাভের জন্য অন্যত্র যাইতে কে ইচ্ছা করে? পরমাত্মতত্ত্বপ্রদর্শিনী কাশীই বা কোথায় আর কাশীবাসের অনুকূল সর্ব্বতো-

ভাবে তুচ্ছ অগুবিধ কার্য্যই বা কোথায়! তবে, পণ্ডিতগণ কাশী ছাড়িয়া অন্যত্র কেন গমন করিবেন? কুষ্মাণ্ড-ফল কি কখন ছাগ-মুখে প্রবিষ্ট হয়! নগর মানবগণ, বহুপুণ্যের প্রকাশক এই কাশীপুরীকে কেন পরিত্যাগ করে? আমার মনে হয়, তাহাদের পুণ্য ক্ষয় হইয়াছে। অন্যত্র বাসে যাহার প্রবৃত্তি নাই, সেই মানবই নিখিল জন্তুর সহায়ভূত সুকৃতৈক-রাশি কাশীতে যাইতে যত্ন করে,—অন্যে যেন সে বিষয়ে যত্ন না করে; আর যে ব্যক্তি এই কাশীবাস পরিত্যাগ না করিবে, সেই সংসার-রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে,—অপরে নহে। পাপবিনাশিনী, দেবগণের দুর্লভা, সতত-গঙ্গা-সঙ্গতা, সংসারপাশচ্ছেদনী, শিব-শিবার অপরি-ত্যক্তা, ত্রিভুবনাতীতা, মোক্ষজননী কাশীপুরীকে মুক্তপুরুষগণ পরিত্যাগ করেন না। অহে জনগণ! তোমরা নিশ্চয়ই কলুষরাশি ব্যাপ্ত হইয়া বঞ্চিত হইতেছ! প্রচুর-পুণ্য-ধনলভ্যা এই কাশীতে বহুতর আয়াসে আগমন করিয়াও পুনরায় কোথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছ! ওঃ! জনগণের কি মূর্খতা! তাহারা কি না, মনোরম গঙ্গাজলে কমনীয় এবং প্রলয় কালেও স্মরারির ত্রিশূলাগ্রে ধৃত, এই কাশীকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র গমনে অভিলাষ করিয়া থাকে। অরে রে লোকসকল! মুক্তি বিরোধি-কুলমনাশিনী কাশীপুরীস্বরূপা তরণী পরিত্যাগ করিয়া শোক-পূর্ণ পাপময় ভবসাগর মধ্যে কি জন্য পতিত হইতেছ? বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ অথবা যোগাব-লম্বন কিংবা দান বা উগ্রতপস্যা দ্বারাও কাশীপুরী লাভ হয় না;—ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ অথবা বিশ্বনাথের প্রসাদেই কাশী সুলভা। কোন স্থানে বহু ধনব্যয়ে ধর্ম্ম লাভ হয়, আর এক স্থানে বহুতর দানভোগে অর্থ-কাম লাভ করা যায়; অন্য কোন স্থানে এতৎ সমস্তই পাওয়া যায়; কিন্তু সেই যে এক মোক্ষ, তাহা কাশীতে যেমন, অন্যত্র তেমন নহে। শ্রুতি, স্মৃতি এবং প্রসিদ্ধ পুরাণ-সমূহের অনুশাসন অনুসারে অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের ন্যায় পবিত্র স্থান আর নাই। অতএব অবি-মুক্তের শরণাপন্ন হওয়াই সতত কর্ত্তব্য। প্রসিদ্ধ মুনি জাবালি বলিয়াছেন,—"আরুণে! অসি নদী ঈড়ানাড়ী এবং বরুণা নদী পিঙ্গলা-নাড়ী বলিয়া কথিত; এই দুই নাড়ীর মধ্যস্থলে সেই অবিমুক্ত-ক্ষেত্র কাশী। কাশীই সুষুম্না নাড়ী। এই নাড়ীত্রয়াত্মিকা বারাণসী এই। এই বারাণসীতে সর্ব্বজীবের প্রাণত্যাগকালে বিশ্বেশ্বর শঙ্কর, কর্ণে তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন; তাহাতেই জীবগণ ব্রহ্মস্বরূপ হয়।" এই একটী শ্লোক আছে, বেদবাদিগণই বলিয়াছেন,—এই কাশীক্ষেত্রে ভগবান্ মহাদেব অন্তকালে তারকব্রহ্ম উপদেশ দিয়া অবিমুক্ত-ক্ষেত্রস্থিত জনগণের মুক্তি সম্পাদন করেন; এ বিষয়ে সংশয় নাই। অবিমুক্তের সমান ক্ষেত্র নাই, অবিমুক্তের তুল্য আর শিবলিঙ্গও নাই ইহা সত্য—সত্য; বার বার বলিতেছি,-সত্য, সত্য, সত্য। অবিমুক্ত-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থানে রত হওয়া এবং হাতের মুক্তি ঠেলিয়া দিয়া অন্য প্রকার সিদ্ধির জন্য অন্বেষণ করা—উভয়ই তুল্য। মহাত্মা মুনীশ-প্রধান অগস্ত্য ঋষি, এইরূপে শ্রুতি ও পুরাণ দ্বারা বিশ্বনাথের তুল্য [illegible] কাশী-সদৃশী পুরী আর ত্রৈলোক্যে নাই, ইহা স্থির-নিশ্চয় করিয়া, কালভৈরব সকাশে গিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে কালরাজ! আপনি শ্রীকাশীপুরীর প্রভু, সেইজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। হায়, কালরাজ! আমি প্রতি চতুর্দ্দশী, প্রতি অষ্টমী, প্রতি মঙ্গলবার এবং প্রতি রবিবারেই ফল-মূল-পুষ্প দ্বারা আপনার আরা-ধনা করিয়াছি। আমি আপনার নিকট নিরপ-রাধ; তবু কেন আমাকে অপরাধী স্থির করিলেন? হায়! হায়! হে কাল-ভৈরব! আপনি উৎকট পাপ-মোচনী বিকট-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, স্বীয় হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক "তোমরা ভীত হইও না" এই কথা উচ্চারণ করত কাশীবাসী ভয়ার্ত্ত জীবগণকে কি

সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন না? অনন্তর দণ্ডপাণির নিকট গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, হে যক্ষরাজ! হে শশাঙ্ক-সুন্দর-দেহ! হে শ্রীপূর্ণভদ্র-নন্দন! হে নায়ক! হে কাশীনিবাসি-রক্ষক! হে দণ্ডপাণে। আপনি ত তপঃক্লেশ সকলই অবগত আছেন; তবে কাশী হইতে আমাকে কেন বহিষ্কৃত করিতেছেন? হে দেব! কাশীবাসী জনগণের অন্নদাতা আপনি, প্রাণদাতা আপনি, জ্ঞানদাতা আপনি, মোক্ষদাতাও আপনি এবং আপনিই ভুজগেন্দ্রহার ও জটাকলাপ দ্বারা ইহাদিগের পার্থিবদেহ ত্যাগোপযুক্ত ভূষণ করিয়া দেন। দেব! সম্ভ্রম এবং উদ্ভ্রম নামে আপনার গণদ্বয়, অত্রস্থ জনগণের বৃত্তান্ত-বিচারে পণ্ডিত; উঁহারাই মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক অসাধুগণকে ক্ষণকালের মধ্যেই এই মুক্তিক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অনন্তর অগস্ত্য ঢুণ্ঢি-গণেশের নিকট বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রভো! ঢুণ্ঢিবিনায়ক! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতেছি। সমস্ত বিঘ্নই আপনার শাসনাধীন; দুর্ব্বৃত্তগণই বিঘ্নপরিভূত হয়, আমি কি এই কাশীধামে দুর্ব্বৃত্ত ... উপস্থিত? চিন্তামণি বিনায়ক, কপর্দ্দী বিনায়ক, আশাগজনামক বিনায়কদ্বয় ও সিদ্ধিবিনায়ক; এই পঞ্চবিনায়কও আমার কথা শ্রবণ করুন;—আমি পরনিন্দা করি নাই, পরাপকার করি নাই, পরস্বে বা পরদারে আমার মতি হয় নাই; তবে এখন আমার এই বিপাক উপস্থিত হইল কেন? আমি ত্রিসন্ধ্য গঙ্গাস্নান করিয়াছি, সর্ব্বদা শ্রীবিশ্বনাথ দর্শনও করিয়াছি এবং প্রতি পর্ব্বেই সর্ব্বপ্রকার যাত্রা করিয়াছি। তবে আমার এই বিঘ্নহেতু বিপাক উপস্থিত হইল কেন? হে মাতঃ বিশালাক্ষি! হে ভবানি! হে মঙ্গলে! হে সর্ব্বসৌভাগ্য-বিধাননিপুণে, জ্যেষ্ঠে! হে অসি! হে বিশ্বে! হে বিধে! হে বিশ্বভুজে! হে শ্রীচিত্রঘণ্টে! হে বিকটে! হে দুর্গে! এবং অন্যান্য দেবতাগণ! আপনাদিগকে নমস্কার। এই কাশীস্থ দেবতাগণ সাক্ষী; তাঁহারা শ্রবণ করুন;—আমি স্বার্থবশ হইয়া কখনই কাশী হইতে চলিয়া যাইতেছি না; আমি দেবতাগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াছি, অতএব কি করি? কাশী পরিত্যাগ ভিন্ন তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না।" কাজেই কাশী পরিত্যাগ করিতে হইল। পরোপকারের জন্য কি না করা যায়? পুরাকালে দধীচিমুনি, পরের জন্য নিজ অস্থি প্রদান করিয়াছেন; বলিরাজা যাচককে ত্রৈলোক্য প্রদান করিয়াছেন; মধু-কৈটভ নামক অসুরদ্বয় নিজের মস্তক দান করিয়াছে; প্রসিদ্ধ গরুড়পক্ষীও বিষ্ণুর প্রার্থনাক্রমে তাঁহার বাহন পর্য্যন্ত হইয়াছেন। অনন্তর মুনীশ্বর অগস্ত্য,—কাশীবাসী সকল মুনিগণ, বালবৃদ্ধগণ ও নিখিল তৃণবৃক্ষলতাসমূহের সহিত বিদায়-সম্ভাষণ ও কাশীপুরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিখিল শুভলক্ষণ-শূন্য অসৎপথ-বিচরণকারী ব্যক্তিও বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করিয়া যাত্রা করিলে অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করে। কাশীর তৃণগুল্ম বৃক্ষ হওয়া ভাল; কেননা, তাহাদিগকে অন্যত্র গমনরূপ পাপ সঞ্চয় করিতে হয় না। আর আমরা জঙ্গমশ্রেষ্ঠ হইলেও আমাদিগকে ধিক্। কারণ আমরা কাশী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেছি। অসি নদী জল পুনঃপুনঃ স্পর্শ করিয়া, অগস্ত্য মুনি, কাশীপুরীর প্রাসাদাবলী চতুর্দ্দিকে দর্শন করত স্বীয় সরল নেত্রদ্বয়কে বলিলেন—হে নয়নযুগল! তোমরা এই কাশীপুরীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লও। হায়! ইহার পর তোমরাই বা কোথায় থাকিবে, আর এই পুরীই বা কোথায় রহিবে! আমি এই সুকৃতৈকরাশি কাশী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেছি বলিয়া কাশীর সীমান্তবর্ত্তী ভূতগণ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া এবং করতালি দিতে দিতে স্বচ্ছন্দে হাস্য করিতেছে। আহা! পত্নীসহ, অগস্ত্যমুনি এইরূপে ক্রৌঞ্চযুগলের ন্যায় বহুবার বিলাপ করত "হা কাশী! কোথায় আছ, দেখা দাও" বিরহীর

Acc 22586 07/12/2006

ন্যায় এই কথা বলিতে বলিতে মহতী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। অগস্ত্য ক্ষণকাল মূর্চ্ছাপন্ন থাকিয়া মূর্চ্ছাভঙ্গের পর "শিব শিব, শিব' বলিয়া কহিলেন,—প্রিয়ে! যাই চল; দেবগণ চিরদিনই অতি কঠিন; প্রিয়ে! ত্রিভুবনের সুখদাতা মদনকে ত্র্যম্বকের নিকট পাঠাইয়া তাঁহারা যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? মুনি অগস্ত্য খেদসহকারে স্বেদজলকণা-চিত-ললাট-পরিশোভিত হইয়া তিন চারি পদ যেই গমন করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ পৃথিবী "এই মুনিবর প্রত্যুদ্গমন না করিলে আমি বিনষ্ট হইব" এই প্রকার ভয়াধিক্যেই যেন সঙ্কুচিত হইলেন। মুনি যেন তপোযান আরোহণ করিয়াছেন;—তিনি নিমেষার্দ্ধ কালের মধ্যেই সম্মুখে গগনমার্গরোধী সেই সমুন্নত বিন্ধ্যপর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। বিন্ধ্য-পর্ব্বত,—সেই বাতাপি ও ইল্বল নামক অসুরদ্বয়ের বৈরী, সভার্য্য অগস্ত্যমুনিকে, সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়াই সত্বর কম্পিত হইল। তপস্যা, ক্রোধ এবং কাশী-বিরহ—ত্রিকারণোৎপন্ন ত্রিবিধ অগ্নি দ্বারা জাজ্বল্যমান ও প্রলয়াগ্নির ন্যায় তীব্র অগস্ত্যমুনিকে সম্মুখে দেখিয়া বিন্ধ্যগিরি যেন পৃথিবী-প্রবেশে অভিলাষী হইয়াই নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া বলিলেন,—আমি কিঙ্কর আমাকে আজ্ঞা করিয়া অনুগৃহীত করুন। অগস্ত্য কহিলেন,—হে প্রাজ্ঞ বিন্ধ্য! তুমি সাধু ব্যক্তি এবং তুমি যথার্থ রূপে আমাকে অবগত আছ; আমার পুনরাগমন যত দিনে না হয়, ততদিন তুমি এইরূপ খর্ব্বতর হইয়া থাক। তপোনিধি অগস্ত্যমুনি এই কথা বলিয়া সেই সাধ্বীর সহিত নিজ চরণ বিন্যাস দ্বারা দক্ষিণদিক্‌কে সনাথা করিলেন। সেই মুনিশ্রেষ্ঠ গমন করিলে বিন্ধ্যগিরি কম্পিত-কলেবরে উৎকণ্ঠিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—ঋষি আজ যদি গিয়া থাকেন ত ভাল হইয়াছে। ক্রমে নিশ্চয় হইল, ঋষি চলিয়াগিয়াছেন; তখন বিন্ধ্যগিরি বিবেচনা করিল,—"আজ আমি পুনর্জ্জাত হইলাম, আমার সদৃশ ধন্য আর নাই; যেহেতু আমি অগস্ত্যের নিকট অভিশাপ-গ্রস্ত হই নাই।" তৎকালে, কালজ্ঞ সূর্য্যসারথি অরুণও অশ্বচালনা করিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্যকিরণ-সঞ্চারে জগৎ অতীব স্বাস্থ্য লাভ করিল। "মুনি আজ কাল বা পরশু আসিবেন" এই প্রকার চিন্তাভারে আক্রান্ত হইয়াই যেন বিন্ধ্যগিরি স্থিরভাবে থাকিলেন। অদ্যাপি মুনিও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, অদ্যাপি পর্ব্বতেরও বৃদ্ধি হইল না। খলজনগণের মনোরথ-তরু যাহা হয়, এখানেও তাহাই হইল। নীচ ব্যক্তি, পরের প্রতি অসূয়াক্রমে যদি বৃদ্ধিলাভে অভিলাষী হয়, তাহা হইলে তাহার বৃদ্ধিলাভের কথা ত দূরের কথা, তাহার পূর্ব্বের বৃদ্ধি থাকার পক্ষেই সংশয়। খলগণের ইষ্টসিদ্ধি হয় না; যদিই বা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও সত্বরই বিনষ্ট হয়। বিশ্বেশ্বর-রক্ষিত বিশ্বের মঙ্গল হয়। বাল-বিধবাগণের স্তন উত্থিত হইয়াও যেমন হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়, সেই প্রকার খলগণের মনোরথও তাহাদের হৃদয়ে উত্থিত হইয়া, আবার হৃদয়মধ্যেই বিলীন হয়। কুৎসিত নদী যেমন অল্পবৃদ্ধিতেই কূলঙ্কষা হইয়া উঠে; খলগণের সমৃদ্ধি [illegible] অল্পকালেই তাহার নিজ কুল-বিনাশিনী হয়। যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষমতা না জানিয়াই আত্মশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় এই বিন্ধ্যগিরিও কেবল উপহাসাস্পদ হইল। ব্যাস বলিলেন,—অগস্ত্যমুনি রমণীয় গোদাবরীতটে বিচরণ করিতে থাকিলেও কাশী-বিরহ-সম্ভূত সন্তাপ তাঁহার দূর হইল না। অগস্ত্যমুনি উত্তরদিক্‌ হইতে সমাগত পবনকেও বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া, কাশীর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেন। অগস্ত্য কখন বলিতেন, লোপামুদ্রে! কাশীর সেই রচনা-পারিপাট্য জগতের মধ্যে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। হইবেই বা কিরূপে? কাশী ত আর জগৎস্রষ্টা বিধাতার সৃষ্ট নহে। অগস্ত্য মুনি কাশী-বিরহে কোন স্থলে অবস্থিতি, কোন স্থলে

আপনা-আপনিই বাক্যপ্রয়োগ, কোন স্থলে ঊর্দ্ধগমন, কোন স্থলে পতন, কোন স্থলে বা উপবেশন করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভাগ্যবান্ যেরূপ সুসমৃদ্ধি দর্শন করে, তদ্রূপ পুণ্যরাশি তপোধন অগস্ত্য ভ্রমণ করিতে করিতে উচ্ছলিত-শত-শশাঙ্ক-কান্তিকমনীয়া মহালক্ষ্মীকে অগ্রে দর্শন করিলেন। মহালক্ষ্মী নিজ তেজদ্বারা দিবাভাগেই সূর্য্যকে পরাজয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছিলেন। তিনি অগস্ত্যের মনস্তাপসমূহ যেন একেবারেই নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন। অগস্ত্য-সাক্ষাৎকৃতা মহালক্ষ্মী, তথায় চিরস্থায়িনী। রজনীতে পদ্ম সঙ্কুচিত হয়, অমাবস্যা তিথি হইলে, চন্দ্রও কোথায় যান, ক্ষীরোদসমুদ্রে মন্দরমন্থনের ভয়,—এই সকল কারণে মহালক্ষ্মী পদ্ম, চন্দ্র এবং ক্ষীরোদ পরিত্যাগ করিয়া যেন তথায় বাস করিয়াছেন। যে সময় হইতে মাধব মানপূর্ব্বক পৃথিবীকে ভার্য্যা করিয়াছেন, লক্ষ্মী তদবধি সপত্নীর প্রতি ঈর্ষ্যাবশেই যেন এই স্থানে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। বরাহরূপে ত্রৈলোক্য-বিত্রাসক মহাসুরকে বিনাশ করিয়া মহালক্ষ্মী এই রমণীয় কোলাপুর নগরে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর সেই মহালক্ষ্মীর নিকট অতি হৃষ্টান্তঃকরণে উপস্থিত হইয়া মুনিবর অগস্ত্য হৃষ্টচিত্তে ইষ্টদায়িনী মহালক্ষ্মীকে প্রণামপূর্ব্বক ইষ্টবচনাবলী দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন;—হে কমলায়তাক্ষি! হে শ্রীবিষ্ণুহৃদয়-কমলবাসিনি! জগজ্জননি! মাতঃ কমলে! আপনাকে নমস্কার করি। হে ক্ষীরোদসম্ভবে! হে সুকোমল-কমল-গর্ভ-গৌরপ্রভে! প্রণত-শরণ্যে! লক্ষ্মি! আপনি প্রসন্ন হউন। হে মননমাতঃ! আপনি বিষ্ণুলোকে শ্রী; হে চন্দ্র-সুন্দরমুখি! আপনি চন্দ্রে জ্যোৎস্না, সূর্য্যমণ্ডলে প্রভা এবং ত্রিজগতেই আপনি শোভা পাইতেছেন; হে সদা-প্রণত-শরণ্যে! লক্ষ্মি! আপনি প্রসন্ন হউন। হে মাতঃ! আপনি অনলে দহনাত্মিকা শক্তি! আপনারই সাধকতায় বিধি এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিশ্বম্ভর বিষ্ণুও আপনার সাহায্যেই এই অখিল জগৎ পালন করিতেছেন; হে সদা প্রণত-শরণ্যে! লক্ষ্মি! আপনি প্রসন্ন হউন। হে অমলে! আপনি এই জগতকে পরিত্যাগ করিলেই হর, ইহার সংহার-সাধনে সমর্থ হন। দেবি! আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী। আপনিই কার্য্যকারণ-স্বরূপা। হে অমলে! আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াই বিষ্ণু পূজ্য হইয়াছেন। হে সদাপ্রণতশরণ্যে! লক্ষ্মি! আপনি প্রসন্ন হউন। হে শুভে! আপনার করুণা-কটাক্ষ যে ব্যক্তিতে নিপতিত হয়, ত্রৈলোক্যের মধ্যে সে-ই বীর, সে-ই গুণবান্, সে-ই পণ্ডিত, সে-ই ধন্য, কুলশীলকলা-কলাপ দ্বারা সে-ই মান্য,সেই ব্যক্তিই মুখ্য, পবিত্র এবং সেই ব্যক্তিই পুরুষ। আপনি যেখানে ক্ষণকালও বাস করেন, পুরুষ, গজ, অশ্ব, স্ত্রীসমূহ, তৃণ, সরোবর; দেবকুল, গৃহ, অন্ন, রত্ন, পক্ষী, পশু, শয্যা বা মৃত্তিকা,—যাহাই কেন হউক না, তাহাই এ জগতে শ্রীসম্পন্ন,—অপর পদার্থ শ্রীসম্পন্ন নহে! হে লক্ষ্মি! আপনার স্পর্শে সকল দ্রব্যই পবিত্র হয়। আপনার যাহা পরিত্যক্ত, তাহাই এ জগতে অপবিত্র। হে শ্রীবিষ্ণুপত্নি! কমলালয়ে কমলে! যেখানে আপনার নাম হয়, সেই স্থানেই সুমঙ্গল হয়। লক্ষ্মী, শ্রী, কমলা, কমলালয়া, পদ্মা রমা, নলিনযুগ্মকরা, মা, ক্ষীরোদজা, অমৃত-কুম্ভকরা, ইন্দিরা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া, এই দ্বাদশ নাম যাহারা সর্ব্বদা জপ করে, তাহাদের দুঃখ হয় না। সভার্য্য, অগস্ত্যমুনি, এইরূপে ভগবতী হরিপ্রিয়া মহালক্ষ্মীকে স্তব করিয়া দণ্ডবৎ হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মী কহিলেন, হে মিত্রাবরুণসম্ভব অগস্ত্য! উঠ, উঠ; তোমার মঙ্গল হউক! হে শুভব্রতে পতিব্রতে লোপামুদ্রে! তুমিও উঠ। আমি এই স্তবে প্রসন্না হইয়াছি। যাহা মনের অভীষ্ট, তাহাই তোমরা প্রার্থনা কর। হে মহাভাগে! হে অমলে রাজনন্দিনি! তুমি এই স্থানে উপবেশন কর। পাতিব্রত্যাদিসূচক তোমার এই অঙ্গের-

সুলক্ষণসমূহ এবং তোমার সুপবিত্র ব্রতসমূহ দ্বারা আমার এই অসুরাস্ত্র-তাপিত শরীরকে শীতল করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, এই বলিয়া প্রীতিসহকারে মুনিপত্নীকে আলিঙ্গন করত বহু সৌভাগ্যপ্রদ অলঙ্কার দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিলেন। লক্ষ্মী অগস্ত্যকে পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে মুনি! তোমার মনস্তাপের কারণ আমি জানি। কাশী-বিরহ-সম্ভূত অনল, সচেতন মাত্রকেই দগ্ধ করিয়া থাকে। পুরাকালে যখন সেই দেবদেব বিশ্বেশ্বর মন্দরপর্ব্বতে গিয়াছিলেন, তখন কাশী-বিরহে তাঁহারও ঈদৃশী দশা হইয়াছিল। শূলপাণি, পুনরায় সেই কাশী বৃত্তান্ত জানিবার জন্য ক্রমে ব্রহ্মা, কেশব, প্রমথগণ, গণেশ এবং অন্যান্য দেবগণকে মন্দর-পর্ব্বত হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই, ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই পুনঃপুনঃ কাশীধামের গুণাবলী বিচার করিয়া তদবধি অদ্যাপি আর কোথাও যাইতে পারেন নাই। তাদৃশী পুরী আর কোথায় আছে? মহালক্ষ্মীর এই কথা শ্রবণ করিয়া, মহাভাগ অগস্ত্য তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণ এই বাক্য বলিলেন,—মাতঃ! যদি আমি বরযোগ্য হইয়া থাকি এবং যদি আপনার আমাকে বর দান করিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে এই বর দেন, যেন পুনর্ব্বার আমার বারাণসী-প্রাপ্তি হয়। যাহারা মৎকৃত এই আপনার স্তোত্র ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে, তাহাদের যেন কখন সন্তাপ, দরিদ্রতা, ইষ্টবিয়োগ বা সম্পত্তি ক্ষয় না হয়। তাহাদের যেন সর্ব্বত্র জয়লাভ হয় এবং তাহাদের যেন বংশলোপ না হয়। লক্ষ্মী বলিলেন,—হে মুনে! তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই হইবে। এই স্তোত্র পাঠ করিলে আমি সন্নিহিত হই। যে গৃহে এই স্তোত্র পঠিত হয়, তথায় অলক্ষ্মী এবং কালকর্ণী কখন প্রবেশ করে না। গজ, অশ্ব এবং পশুগণের শান্ত্যর্থ এই স্তোত্র সর্ব্বদা পাঠ করিবে। এই স্তোত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করাইলে, বালগ্রহগ্রস্ত বালকদিগের পরম শান্তিকারক হয়। এই আমার বীজরহস্য যত্নপূর্ব্বক রক্ষণীয়। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে এ স্তোত্র কদাচ দিবে না; অশুচি ব্যক্তিকেও দিবে না। হে বিপ্রেন্দ্র! ব্রহ্মন্! আরও শুন; ভাবী একোনত্রিংশ দ্বাপরযুগে, তুমি নিশ্চয়ই ব্যাস হইবে। তখন বেদবিভাগ ও পুরাণ-ধর্ম্মশাস্ত্র উপদেশ করিয়া এবং কাশী প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিবে। এক্ষণে এক হিতোপদেশ দিতেছি, সম্প্রতি তাহা কর। এখান হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া প্রভু কার্ত্তিকেয়কে দেখিতে পাইবে। হে ব্রহ্মন্! ষড়ানন শিবভাষিত যথাযথ কাশীরহস্য তোমাকে বলিবেন, তাহাতে তোমার সন্তোষ হইবে। অগস্ত্য এই বরলাভ করিয়া মহালক্ষ্মীকে প্রণামপূর্ব্বক ময়ূরবাহন কুমারের অধিষ্ঠান-স্থলে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তীর্থ-প্রকরণ।

বেদব্যাস বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত! শ্রবণ-মনোহারিণী কথা শ্রবণ কর। এই কথা মনে রাখিলে সংসারে মানুষ্য সর্ব্বপুরুষার্থভাগী হয়। সভার্য্য অগস্ত্য, মহালক্ষ্মী দর্শনানন্দরূপ অমৃতধারাময়ী নদীতে অবগাহন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। হে অগ্নিকুণ্ড-সমুদ্ভূত নির্ম্মল-হৃদয় সূত! পুরাবেত্তৃগণের কথিত এক সৎকথা শ্রবণ কর। যে সাধুদিগের হৃদয়ে পরোপকারপ্রবৃত্তি বলবতী, তাহাদিগের বিপৎ-সমূহ নষ্ট হয় এবং পদে পদে সম্পদ্‌রাশি হইয়া থাকে। পরোপকার দ্বারা যে পবিত্রতা এবং ফললাভ করা যায়, সে পবিত্রতা তীর্থস্থানে পাওয়া যায় না, সে ফল বহুদানে এবং উগ্র-তপস্যা দ্বারাও পাওয়া যায় না। পরোপকার ধর্ম্ম এবং দানাদি সম্ভূত যাবতীয় ধর্ম্মকে বিধাতা এক তুলাদণ্ডে (বিভিন্ন শিক্যায়) ওজন করিয়া-

ছিলেন, তাহাতে পরোপকার-ধর্ম্মের দিক্ ভারি হইয়াছিল। শাস্ত্রীয় বাগ্‌জাল উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া ইহাই নিশ্চয় করা গিয়াছে যে, পরোপকার অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই এবং পরাপকার অপেক্ষা আর পাপ নাই। পরোপকার-পরায়ণ-অগস্ত্যের ফলই ইহার নিদর্শন। তাদৃশ কাশীবিরহজ দুঃখই বা কোথায়, আর তাদৃশ লক্ষ্মীমুখ-দর্শনই বা কোথায়! অগস্ত্য পরোপকার ফলেই এই বিপুল দুঃখের পর অসাধারণ সুখলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবন এবং বিবিধ ধন হস্তিকর্ণাগ্রভাগের ন্যায় চপল; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি এক পরোপকার করিবেন। যে লক্ষ্মীর নামমাত্র গ্রহণে সামান্য মানবও জগতে অতুলনীয় হইয়া থাকে, অগস্ত্য মুনি, সেই লক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া যে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। অনন্তর অগস্ত্য মুনি যদৃচ্ছা ক্রমে গমন করত দূর হইতে শ্রীশৈল দেখিতে পাইলেন। সাক্ষাৎ তারকনিসূদন দেব কার্ত্তিকেয় এই শ্রীশৈলেই অবস্থিত। তখন মুনি প্রীতমনে পত্নীকে বলিলেন,—কান্তে! তুমি এইখানে থাকিয়াই পরম কমনীয়তর শ্রীশৈলশিখর অবলোকন কর; ইহা অবলোকন করিলে এসংসারে মনুষ্যদিগের কখন পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই পর্ব্বত চতুরশীতি যোজন বিস্তৃত। এই শ্রীশৈল সর্ব্বাঙ্গে শিবলিঙ্গময় বলিয়া ইহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। লোপামুদ্রা বলিলেন,—স্বামিন্! আপনার অনুমতি হয় ত কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। স্বামীর অনুমতি না পাইয়া যে রমণী কোন কথা বলে, সে পতিতা হয়। অগস্ত্য বলিলেন,—দেবি! কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা নিশঙ্ক-চিত্তে বল। তোমাদের ন্যায় নারীদিগের বাক্য পতির খেদকর হয় না। অনন্তর দেবী লোপামুদ্রা, মুনিবরকে প্রণাম করিয়া সকলের হিতের জন্য এবং আপনার সংশয়াপনোদনের জন্য নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রীশৈলশিখর দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কাশীবাস কামনা করায় প্রয়োজন কি? অগস্ত্য কহিলেন, হে অনঘে! উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ; হে বরারোহে! তত্ত্বচিন্তক মুনিগণ এ সম্বন্ধে বারংবার যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মুক্তিস্থান অনেক আছে, তৎসম্বন্ধেও যাহা তাঁহাদের নির্ণীত, তৎসমস্ত বলিতেছি। এবিষয়ে ক্ষণকাল মনোযোগ কর। প্রথম সুবিখ্যাত তীর্থরাজ প্রয়াগ, সর্ব্বতীর্থের মধ্যে কামনাপূরক; প্রয়াগ, ধর্ম্ম কামার্থ-মোক্ষ-প্রদাতা। নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র-গঙ্গাদ্বার, অবন্তী, অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকা, গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধুসমঙ্গ স্থল, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম স্থল, কাঞ্চী, ত্র্যম্বকগিরি, সপ্তগোদাবরী-তট, কালঞ্জর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, মহাস্থান, অমরকণ্টক, শ্রীক্ষেত্র, গোকর্ণ, ভৃগুকচ্ছ, ভৃগুতুঙ্গ, পুষ্কর শ্রীপর্ব্বত এবং ধারাতীর্থ প্রভৃতি বাহ্যতীর্থ, আর সত্য প্রভৃতি মানসতীর্থ—প্রিয়ে! এই সকল তীর্থ মুক্তিপ্রদ; এবিষয়ে সন্দেহ নাই। গয়ানামে যে তীর্থ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ। গয়া-শ্রাদ্ধকারীরা এবং তৎপুত্রেরা পিতৃ-পিতামহ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করে। লোপামুদ্রা বলিলেন,—মহামতে! যে যে মানস তীর্থের কথা উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় কি কি? ইহা বলিতে আজ্ঞা হয়। অগস্ত্য বলিলেন,—হে অনঘে! আমি মানসতীর্থ সমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সকল তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়জয়, সর্ব্বভূতে দয়া, আর্জ্জব, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য এবং তপস্যা—প্রত্যেকেই এক একটি তীর্থ। ব্রহ্মচর্য্য পরম তীর্থ। পরম চিত্তশুদ্ধিই তীর্থেরও তীর্থ। মাত্র জলে দেহ ডুবানর নাম স্নান নহে;—বাহ্যেন্দ্রিয় দমনরূপ স্নান যে করিয়াছে, সেই স্নাত; যাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, সেই পবিত্র। যে ব্যক্তি লুব্ধ, পিশুন, ক্রূর, দাম্ভিক এবং বিষয়াসক্ত সর্ব্বতীর্থে

সুস্নাত হইলেও সে ব্যক্তি পাপী এবং মলিন। মাত্র শারীরিক মল ত্যাগে মানুষ নির্ম্মল হয় না। মনের মল দূর করিতে পারিলেই সুনির্ম্মল হয়। জলৌকা সকল জলেই বাড়ে, জলেই মরে। অথচ তাহারা স্বর্গে যাইতে পারে না; কেননা, তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধি হয় না। বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগই মানস-মল, বিষয়-বৈরাগ্যই মনের নৈর্ম্মল্য, ইহা কথিত আছে। চিত্ত অন্তরের জিনিস; তাহা দুষ্ট হইলে, তীর্থস্থানে শুদ্ধ হয় না। সুরাভাণ্ড যেমন শতবার জল-ধৌত হইলেও তাহার অশুচি দূর হয় না। মনোভাব নির্ম্মল না হইলে দান, যাগ, তপস্যা, শৌচ, তীর্থসেবা এবং বেদজ্ঞান,— এ সমস্তই অতীর্থ। জিতেন্দ্রিয় মানব যেখানে কেন বাস করুক না, সেইখানেই কুরুক্ষেত্র, সেখানেই তাহার নৈমিষারণ্য, সেখানেই তাহার পুষ্করাদি-তীর্থ। ধ্যান-বিশোধিত, রাগ-দ্বেষ-মলাপহ জ্ঞান-জলময় মানসতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার পরমাগতি লাভ হয়। দেবি! এই তোমার নিকট মানসতীর্থের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভৌম-তীর্থ-সমূহের পবিত্রতা-সম্বন্ধে কারণ শ্রবণ কর। শরীরের যেমন কোন কোন অংশ পবিত্রতম, তদ্রূপ পৃথিবীরও কোন কোন প্রদেশ অত্যন্ত পবিত্র। ভূমির অদ্ভুত প্রভাব, জলের প্রভাব এবং মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিগ্রহ, তীর্থ সকলের পবিত্রতার কারণ। অতএব যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য ভৌম এবং মানস উভয় তীর্থেই স্নান করে, তাহার অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি অন্ততঃ ত্রিরাত্র উপবাস-ব্রত করে না, তীর্থগমন করে না, অথবা সুবর্ণ দান বা গোদান করে না, সে পরজন্মে দরিদ্র হয়। তীর্থসেবায় যে ফল লাভ হয়, প্রচুর দক্ষিণা দিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিলেও সে ফল প্রাপ্তি হয় না। হস্ত, পদ, মন যাহার সুসংযত, যাহার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে,—তাহারই তীর্থফল ভোগ হইতেছে। প্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত, যে কোন কারণেই সন্তুষ্ট, অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি তীর্থের ফল ভোগ করেন। দম্ভহীন, কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্তিশূন্য, স্বল্পাহারী, জিতেন্দ্রিয় এবং নিঃসঙ্গ ব্যক্তি তীর্থসেবার ফল ভোগ করেন। ক্রোধশূন্য, নির্ম্মলবুদ্ধি, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত এবং সর্ব্বভূতে আত্মসমদর্শী ব্যক্তি, তীর্থসেবার ফলভোগ করেন। ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকারে তীর্থপর্য্যটন করিলে পাপীরও শুদ্ধিলাভ হয়; পুণ্যবানের কথা আর বলিব কি! তীর্থসেবী মানব, তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না, কুদেশে উৎপন্ন হয় না, দুঃখী হয় না; পরন্তু স্বর্গলাভ করে এবং মোক্ষের উপায় প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা,* নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং হেতুবাদী—এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির তীর্থফল প্রাপ্তি হয় না। যে সকল ধীর মানব, শীত-গ্রীষ্ম সুখ-দুঃখাদি সর্ব্বদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া যথোক্ত বিধানক্রমে তীর্থ পর্য্যটন করেন, তাঁহারা স্বর্গভাগী হন। তীর্থযাত্রাভিলাষী ব্যক্তি পূর্ব্বদিন গৃহে উপবাস করিয়া তীর্থগমন নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, গণেশপূজা, বিপ্রপূজা এবং সাধুপূজা যথাশক্তি করিবে। তার পর পারণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিয়মাবলম্বনপুরঃসর তীর্থযাত্রা করিবে। আবার তীর্থ-প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে, তবে তীর্থের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়। তীর্থে ব্রাহ্মণ-পরীক্ষা নাই; যে অন্নার্থী, তাহাকে ভোজন করাইবে। তীর্থশ্রাদ্ধে শক্তু বা পায়স চরুনির্ম্মিত পিণ্ড দান করিবে। গুড় এবং তিলপিষ্ট-নির্ম্মিত পিণ্ডদানও ঋষিগণের বিচারসিদ্ধ। তীর্থশ্রাদ্ধে অর্ঘ্য আবাহন নাই। শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কালই হউক আর অপ্রশস্ত কালই হউক, তীর্থপ্রাপ্তিমাত্রেই শ্রাদ্ধ করিবে, তর্পণও করিবে;—বিলম্ব-বিঘ্ন করিবে না! প্রসঙ্গতঃ তীর্থে উপস্থিত হইলে, তীর্থস্নান করিবে। তাহাতে তীর্থস্নান জন্য ফলপ্রাপ্ত হইবে, কিন্তু তীর্থযাত্রার ফল পাইবে না। মানবেরা পাপ করিয়া তীর্থ-

---

* পাপী,—যে পাপ করিয়াছে। পাপাত্মা—যাহার স্বভাবই পাপময়। তীর্থে পাপীর শুদ্ধি হয়, কিন্তু পাপাত্মার শুদ্ধি।

গমন করিলে, পাপশান্তি হয়; কিন্তু যথোক্ত তীর্থফল হয় না। শুদ্ধাত্মা মানবগণেরই তীর্থ-সেবার যথোক্ত ফল হয়। পরের জন্য (বেতনাদি লইয়া) যে তীর্থগমন করে, তাহার ষোড়শ ভাগের এক ভাগ ফল হয়। যে কার্য্যান্তরোদ্দেশে যথাবিধি তীর্থযাত্রা করে, তাহার অর্দ্ধ ফল হয়। কুশময় প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তীর্থজলে স্নান করাইবে। যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া এই কুশমূর্ত্তি স্নান করাইবে, অষ্টমাংশের একাংশ ফল তাহার হইবে। তীর্থে গিয়াই উপবাস করিবে, মস্তক মুণ্ডনও করিবে; কেননা, শিরঃস্থিত পাপসমূহ মস্তকমুণ্ডনে অপগত হয়। যে দিনে তীর্থপ্রাপ্তি হয়, তাহার পূর্ব্বদিনে উপবাস করিবে। আর তীর্থপ্রাপ্তি দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। তীর্থপ্রসঙ্গে তোমার নিকট তীর্থযাত্রার অঙ্গ-কার্য্য বলিলাম। ইহা স্বর্গ-সাধন এবং মুক্তিরও উপযোগী বটে। পৃথিবীতে কাশী, কাঞ্চী, মায়াপুরী, দ্বারকা, অযোধ্যা, মথুরা এবং অবন্তী—এই সপ্তপুরী মোক্ষদান করিয়া থাকেন। আর সমস্ত শ্রীশৈলই মুক্তি-প্রদ; কেদার তদধিক প্রয়াগ,—শ্রীশৈল এবং কেদার হইতেও উৎকৃষ্ট ও মুক্তিপ্রদ। তীর্থরাজ প্রয়াগ হইতেও অবিমুক্ত-ক্ষেত্র বিশিষ্ট। অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে যেমন নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়, তেমনটী আর কুত্রাপি হয় না, ইহাই নিশ্চয়। অন্য সমস্ত মুক্তি-ক্ষেত্রই কাশী-প্রাপ্তিকর। কাশী-প্রাপ্তির পরই নির্ব্বাণ-মুক্তি হইবে,—অন্য প্রকারে বা অন্যান্য কোটি তীর্থ সেবাতেও নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয় না। এ বিষয়ে বিষ্ণু-পারিষদ এবং শিবশর্ম্মার কথোপকথনানুসারী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। মানব, সংযতচিত্তে এই তীর্থাধ্যায় শ্রবণ করিলে, এবং ব্রাহ্মণ, শ্রদ্ধা-ভক্তি সমন্বিত ব্রাহ্মণগণকে, ধর্ম্ম-নিরত ক্ষত্রিয়গণকে, সৎপথবর্ত্তী বৈশ্যদিগকে অথবা দ্বিজ-ভক্ত শূদ্রদিগকে শ্রবণ করাইলে নিষ্পাপ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

সপ্তপুরী-বর্ণনা।

অগস্ত্য বলিলেন,—মথুরাপুরীতে এক উত্তম ব্রাহ্মণ ছিলেন, শিবশর্ম্মা নামে বিখ্যাত তাঁহার এক মহাতেজাঃ পুত্র ছিলেন। বেদাধ্যয়ন, যথার্থতঃ বেদার্থ-বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠ, পুরাণাধ্যয়ন, বেদাঙ্গ অভ্যাস, উত্তমরূপে তর্ক-শাস্ত্র আলোচনা, পূর্ব্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা-আলোচনা, ধনুর্ব্বেদ-তত্ত্বজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ-বিচারণা, নাট্যশাস্ত্রে পরিশ্রম, বহুতর অর্থশাস্ত্র সংগ্রহ, অশ্ব-গজ চেষ্টাভিজ্ঞান, চতুঃষষ্টিকলা-ভ্যাস, মন্ত্রশাস্ত্র-বিচক্ষণতা, নানাদেশ-ভাষায় অভিজ্ঞতা এবং বহুদশীয় লিপিজ্ঞতা—শিব-শর্ম্মার এই সমস্ত হইল। অনন্তর ধর্ম্মতঃ অর্থ উপার্জ্জন, যদৃচ্ছাক্রমে ধনাদিভোগ, সদ্গুণ-সম্পন্ন পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রদিগকে ধন বিভাগ করিয়া দেওয়ার পর, দ্বিজোত্তম শিবশর্ম্মা যৌবনের অস্থিরত্বজ্ঞানে, আর শাস্ত্রে এবং লোকে যাহাকে জরা বলে, সেই জরা আপনার উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—অধ্যয়ন করিতে ও ধনোপার্জ্জন করিতেই আমার সময় নষ্ট হইয়াছে,—কর্ম্মক্ষয়কর মহেশ্বরের আরাধনা করা হয় নাই। সর্ব্বপাপহর সর্ব্বব্যাপী হরির সন্তোষ সম্পাদন করা হয় নাই। মানবগণের সর্ব্বাভীষ্টদাতা গণেশেরও অর্চ্চনা করা হয় নাই। আমি কখন "তমঃস্তোমবিনাশী সূর্য্য-দেবের পূজা করি নাই, সর্ব্ববন্ধন-বিমোচিনী জগজ্জননী মহামায়াকেও ধ্যান করি নাই। সমৃদ্ধিদাতা দেবগণকেও আমি সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা তৃপ্ত করিতে পারি নাই। পাপশান্তির জন্য তুলসী-কানন সেবাও করি নাই। ইহ-পরকালের বিপত্তি-ভঞ্জন, ব্রাহ্মণগণেরও মধুররস-সম্পন্ন মিষ্টান্ন দ্বারা তৃপ্তিসাধন করি নাই। ইহ-পরকালে ফলদাতা, বহুপুষ্পফল-সম্পন্ন, স্নিগ্ধ-পল্লব, সুচ্ছায়াযুক্ত বৃক্ষরাজিও পথিপার্শ্বে রোপণ করিতে পারি নাই। আমি ইহকাল এবং পর-

কালে উত্তম-বাসপ্রদায়িনী স্ব স্ব পিতৃ-গৃহস্থিত যুবতি কন্যাগণকে, তাহাদের মনোমত বস্ত্র, কঞ্চুক এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে পারি নাই। আমি যমলোক-নিবারিণী উর্ব্বরাভূমি ব্রাহ্মণকে দিই নাই। পরম পাপ-হারী সুবর্ণ, বর্ণশ্রেষ্ঠকে আমার দেওয়া হয় নাই। ইহজন্মের পাপনাশিনী এবং পরবর্ত্তী সপ্তজন্মের সুখদায়িনী অলঙ্কৃতা সবৎসা গাভী আমি সৎপাত্রে দিই নাই। আমি মাতৃঋণ পরিশোধার্থ জলাশয় করাইতে পারি নাই। আমি স্বর্গপথ-প্রদর্শক অতিথির সন্তোষসাধন কখন করি নাই। যমলোক-গমনপরায়ণ ব্যক্তির পথে-স্বর্গ-সুখপ্রদ ছত্র, পাদুকা, কমণ্ডলু পথিককে দিই নাই। ইহলোকে সুখপ্রাপ্তি ও স্বর্গে দিব্য-কন্যা লাভের জন্য, আমি কখনই কন্যা-বিবাহার্থে ধন দান করি নাই। ইহ-পরজন্মে সুমহত্তর মিষ্টান্নপান-প্রদ বাজপেয়-যজ্ঞান্তরাও আমি লোভবশে করিতে পারি নাই। যে লিঙ্গ স্থাপনে নিখিল বিশ্ব স্থাপনের ফল হয়, আমি দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া সেই শিবলিঙ্গও স্থাপন করিতে পারি নাই। সর্ব্ব-সম্পত্তিপ্রদ, বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণও আমি করিয়া দিই নাই। সূর্য্য-গণেশাদির প্রতিমাও প্রস্তুত করা হয় নাই। গৌরী বা মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি চিত্রপটেও অঙ্কিত করাইতে পারি নাই। ইহা-দিগের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে, কুরূপ এবং দুর্ভাগ্যশালী হয় না। ব্রাহ্মণদিগকে দিব্য-বস্ত্র-সম্পত্তির হেতুভূত সূক্ষ্ম উজ্জল-বিচিত্র বস্ত্র দানও করা হয় নাই। আমি সর্ব্বপাপ-ক্ষয়ের জন্য সুসমিদ্ধ অনলে ঘৃতাক্ত তিলহোমও করি নাই। শ্রীসূক্ত, পাবমানী মন্ত্র, ব্রাহ্মণ মন্ত্র, মণ্ডল মন্ত্র, পুরুষসূক্ত এবং শতরুদ্রীয় মন্ত্র—এই সকল পাপনাশন বেদমন্ত্রও আমি জপ করিতে পারি নাই; অর্থাৎ গৃহী হইয়া এ সকল মন্ত্র আর জপ করি নাই। রবিবার এবং ত্রয়োদশী ত্যাগ করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের সেবাও করি নাই। অশ্বত্থ বৃক্ষের সেবা তৎ-ক্ষণাৎ পাপ বিনাশ করেন; কিন্তু শুধু রবিবার, ত্রয়োদশী নয়,—শুক্রবারে এবং নিশাভাগেও অশ্বত্থ-সেবা কর্ত্তব্য নহে। আমি সর্ব্বভোগ-সমৃদ্ধিপ্রদ, সুকোমল, বহু-তূলক, দর্পণসংযুক্ত উজ্জ্বল শয্যাও উৎসর্গ করি নাই। অজ, অশ্ব, মহিষী, মেষী, দাসী, কৃষ্ণাজিন, তিল, দধি, শক্তু, জলপূর্ণ ঘট, আসন, কোমল পাদুকা, পাদাভ্যঙ্গ, দীপ, বিশেষ ফলজনক জলসত্র, ব্যঞ্জন, বস্ত্র, তাম্বূল এবং মুখ-সৌগন্ধ সম্পাদক অন্যান্য বস্তু,—এই সকল দ্রব্য দান, নিত্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, ভূতবলিদান ও অতিথিপূজা অথবা অন্যান্য প্রশস্ত দ্রব্য দান যাঁহারা করেন, সেই সকল পুণ্যবান্ মানবেরা যম, যমদূত দর্শন করেন না, যমযাতনা ভোগ করেন না, যমা-লয়েও তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে হয় না। কিন্তু আমি সে সব কার্য্যও করি নাই। প্রাজা-পত্য, চান্দ্রায়ণ, নক্তব্রত প্রভৃতি শরীরশোধক কার্য্যও আমি কখন করি নাই। প্রতিদিন গো-গ্রাস (গবাহ্নিক) দিই নাই, গো-গোত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিই নাই; গোলোক-সুখপ্রদায়িনী গাভীকেও পঙ্ক হইতে উদ্ধার করি নাই। প্রার্থিত অর্থ প্রদান করিয়া অর্থীদিগের কার্য্য-সিদ্ধি করি নাই;—পরজন্মে আমি "দেহি দেহি" রবকারী যাচক হইব। বেদজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান ধনসম্পত্তি, পুত্রকলত্র, ক্ষেত্র-হর্ম্ম্য ইত্যাদি কিছুই আমার পরলোক-যাত্রার অনু-গামী হইবে না। শিবশর্ম্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া, সমস্ত বিষয় হইতে চিত্ত সংযত করিলেন; অনন্তর মনে মনে স্থির করি-লেন,—"এই উপায়ে আমার বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। যতদিন দেহ সুস্থ আছে, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা যতদিন না হইতেছে, তন্মধ্যেই আমি তীর্থযাত্রা করি। তীর্থযাত্রাই আমার মঙ্গলের হেতু।" সুবুদ্ধি দ্বিজ শিবশর্ম্মা, এইরূপ স্থির করত পাঁচ ছয় দিন গৃহে অবস্থান করিয়া শুভতিথি, শুভবার, শুভলগ্নে তীর্থ উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। "তীর্থযাত্রা-পরায়ণ সর্ব্বপ্রাণীরই তীর্থযাত্রাই যে মুক্তি-সোপান" ইহা তাঁহার প্রস্থানের পূর্ব্বে স্থিরনিশ্চয় হইয়া-

ছিল। তীর্থযাত্রা করিবার পূর্ব্ব অহোরাত্র তিনি উপবাসী থাকিয়া যাত্রাদিনে পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধ এবং গণেশাদি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা-প্রণামাদি করিয়া পারণ করেন। তারপর তীর্থযাত্রা করেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ, খানিক পথ গিয়া পথেই মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিবার পর চিন্তা করিলেন,—"পৃথিবীতে অনেক তীর্থ, এদিকে জীবনও অস্থির, চিত্তও চঞ্চল; প্রথমতঃ কোন্ তীর্থে যাই।" অনন্তর স্থির করিলেন,—সপ্তপুরীতেই অগ্রে গমন করি, যেহেতু তাহাতে সর্ব্বতীর্থই বর্ত্তমান।" নিশ্চয়ানুসারে শিবশর্ম্মা, সপ্তপুরীর অন্যতম অযোধ্যাপুরীতে গিয়া সরযূস্নান, সরযূর অন্তর্গত তত্তৎ তীর্থে তর্পণ এবং তীর্থশ্রাদ্ধ করিয়া পাঁচদিন অযোধ্যাবাসের পর, ব্রাহ্মণভোজন-পুরঃসর অতীব আনন্দসহকারে তীর্থরাজ প্রয়াগধামে আসিলেন। (মাঘমাসের অনুরোধে অগ্রে প্রয়াগে যান নাই, দূরবর্ত্তী অযোধ্যায় গিয়াছিলেন, তারপর প্রয়াগে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।) যেখানে দেবদুর্লভা শ্বেত-কৃষ্ণ দুই প্রধান নদী (গঙ্গা-যমুনা) বর্ত্তমান, মনুষ্য যেখানে স্নান করিলে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়,—প্রজাপতির সেই পুণ্যক্ষেত্র সকলেরই দুর্লভ। পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যবলেই এই তীর্থসমাগম ঘটে; রাশি রাশি অর্থব্যয় করিলে বা অন্য কোন উপায়ে ঘটে না। কলিকাল-প্রশমনী মঙ্গলময়ী যমুনা এবং পুণ্যসলিলা গঙ্গা যে স্থলে মিলিতা হইয়াছেন, সর্ব্ববিধ যাগ অপেক্ষা প্রকৃষ্ট বলিয়া তাহারই নাম প্রয়াগ। প্রয়াগ সলিলে অবগাহনরূপ যাগকারী মনুষ্যদিগের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই প্রয়াগে শূলটঙ্ক নামে বিখ্যাত মহেশ্বর স্বয়ং অবস্থিতি করিয়া প্রয়াগ-স্নাত প্রাণীদিগের মুক্তিপথ উপদেশ করিতেছেন। মার্কণ্ডেয়, যাহা অবলম্বন করিয়া প্রলয়কালে অবস্থান করেন, যাহার মূল সপ্ত-পাতালগামী, সেই অক্ষয়বটও এই প্রয়াগে আছেন। জানিবে,—সাক্ষাৎ ব্রহ্মাই সেই বটরূপ ধারণ করিয়া আছেন। সেই অক্ষয়বট-সমীপে ব্রাহ্মণভোজন করাইলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়। এই প্রয়াগধামেই দেবমান্য লক্ষ্মীপতি, বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীমাধবরূপে আসিয়া প্রয়াগসেবীদিগকে মুক্তিপ্রদান করিতেছেন। প্রয়াগ সম্বন্ধে 'শ্রুতি' আছে,—"যেখানে শুক্ল-কৃষ্ণ দুই নদী, তথায় অবগাহন করিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হয়।" শিবলোক, ব্রহ্মলোক, উমালোক, কুমারলোক, বৈকুণ্ঠ, সত্যলোক, তপোলোক, জনলোক, মহর্লোক, স্বর্লোক, ভুবর্লোক, ভূর্লোক, নাগলোক,—অধিক কি, সমস্ত জগতের চতুর্দ্দিক্ হইতে তত্তৎ স্থানের অধিবাসী প্রাণিগণ, হিমালয়াদি পর্ব্বতগণ এবং কল্পবৃক্ষাদি বৃক্ষগণও মাঘমাসের অরুণোদয় কালে স্নান করিবার জন্য প্রয়াগে সমাগত হন। দিগঙ্গনাগণ, প্রয়াগবায়ুরও প্রার্থনা করেন, তাঁহারা বলেন,—"প্রয়াগের বায়ু আসিয়াও আমাদিগকে পবিত্র করুন,—কি করিব, আমরা পঙ্গু।" অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সকল এবং প্রয়াগধামের ধূলি, ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই উভয়ের ওজন করেন (তুলনা করেন); কিন্তু সে সমস্ত যজ্ঞই প্রয়াগ-ধূলির সদৃশ হয় নাই। বহুজন্মার্জ্জিত মজ্জাগত পাপরাশিও প্রয়াগের নাম শ্রবণমাত্রে অতি ত্রস্ততাসহকারে বিনষ্ট হয়। এই প্রয়াগ ধর্ম্মতীর্থ, অর্থতীর্থ, কামতীর্থ এবং মুক্তিতীর্থ—এবিষয়ে সংশয় নাই। ব্রহ্মহত্যাদি পাপরাশি প্রাণীদিগের উপর ততদিন গর্জ্জন করিতে থাকে, যতদিন না তাহারা কলুষ-বিনাশী প্রয়াগসলিলে মাঘমাসে স্নান করে। "জ্ঞানীদিগের সতত বিজ্ঞেয় বিষ্ণুর পরম পদ" এই অর্থে "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি এই যে মন্ত্র বেদে পুনঃপুনঃ পঠিত হয়, প্রয়াগই তাহার তাৎপর্য্য। কেননা, রজোগুণরূপা সরস্বতী, তমোগুণরূপা যমুনা এবং সত্ত্বগুণাত্মিকা গঙ্গা—ইঁহারা সেবকদিগকে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত করেন। এই ত্রিবেণীই ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তির সোপান। শ্রদ্ধায় হউক, অশ্রদ্ধায় হউক, একবার স্নান মাত্রেই দেহশুদ্ধি-প্রাপ্ত প্রাণীর ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি-সোপান এই ত্রিবেণী। কাশী নাম্নী এক

ত্রিভুবন-প্রসিদ্ধা রমণী আছেন। লোলার্ক এবং কেশব তাঁহার চপল-নয়নযুগল, বরণানদী এবং অসিনদী তাঁহার বাহুযুগল, আর এই যে কথিত ত্রিবেণী, ইহাই অক্ষয় সুখপ্রদায়িনী তদীয় বেণী। অগস্ত্য বলিলেন, হে সহধর্ম্মিনি! সর্ব্ব-তীর্থসেবিত তীর্থরাজ প্রয়াগের গুণ বর্ণনা করিতে জগতে কে পারে? পাপীদিগের যে সকল পাপ অন্য অন্য তীর্থে প্রক্ষালিত হয়, তাহা ত সেই সেই তীর্থেই রহিয়া যায়; কাজেই অন্যান্য তীর্থেরা সেই সব পাপ-মোচনের জন্য প্রয়াগতীর্থের সেবা করেন; এই জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ। সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা, প্রয়াগের গুণাবলী জানিয়া মাঘমাস-ভোর তথায় অবস্থানপূর্ব্বক, বারাণসী পুরীতে সমাগত হইলেন। বারাণসী প্রবেশ করিতেই দেহলিবিনায়ককে দেখিয়া ভক্তি-সহকারে ঘৃতাক্ত সিন্দুর দ্বারা তাঁহাকে অনুলিপ্ত করিলেন। মহা মহা উপসর্গ-সমূহের হস্ত হইতে তিনি ভক্তদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহাকে পাঁচটী মোদক নিবেদন করিয়া দিয়া কাশীক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি মণিকর্ণিকায় আসিয়া দেখিলেন,—জাহ্নবী উত্তরবাহিণী এবং ক্ষীণপাপপুণ্য শিবতুল্য মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক আবৃতা। হে শুদ্ধচিত্তে! লোপামুদ্রে! বিশুদ্ধ-বুদ্ধিপ্রাপ্ত শিবশর্ম্মা, সেই নির্ম্মল সলিলে সবস্ত্র অবগাহন করিয়া দেবগণ, মনুষ্যগণ, ঋষিগণ, পিতৃলোক এবং স্বীয় পিতা পিতামহাদি উদ্দেশে তর্পণ করিলেন; কেননা, তিনি কর্ম্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ কি-না! অনন্তর তিনি প্রথমে পঞ্চতীর্থ করিয়া যথাশক্তি ধন ব্যয় করত বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিলেন। তিনি পুরারিনগরী বারাণসী পুনঃপুনঃ দেখিয়াও "এই স্থানটী আমি দেখিয়াছি কি, না"—ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। বারাণসী দেখিয়া শিবশর্ম্মা বলিতে লাগিলেন,—কি তত্ত্ববিচার, কি ব্যবহার, কোন রকমেই স্বর্গনগরী, কাশীর সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কেননা, স্বর্গনগরী, এবং বারাণসীর সাধর্ম্ম্য নাই;—স্বর্গনগরী বিধাতার সৃষ্ট, আর কাশী স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্ট, সামান্য মণিরত্নে স্বর্গপুরীর রচনা, আর মহার্হ রত্ননিচয়ে কাশীপুরীর রচনা। স্বর্গপুরীতে নানাবিধ সংসার-বন্ধনের বাহুল্য, আর কাশীতে সেই সংসার-বন্ধনের প্রকার অপগম;—উভয়ের তুলনা হইবে কিরূপে? অসৎশাস্ত্র ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রেরও যেমন ভেদ, কাশীর এবং স্বর্গপুরীরও সেই ভেদ। চিত্রগুপ্তের লিখিত ললাটলিপিও কাশী হইতে খণ্ডিত হয়; কেননা, আর জন্ম হয় না। এই কাশীর জলেরও অচিন্তনীয় শক্তি, দেবতারা প্রশংসা করিয়া যে অমৃত পান করেন, তাহা ত কোন কর্ম্মেরই নয়। কাশীর জল একবার খাইলে, আর কোন কালে মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিতে হইবে না। (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না); কিন্তু অমৃতপানে ত তাহা হয় না। শাস্ত্রযোনি মহেশ্বরের চিন্তায় ত্রিবিধ-তাপশূন্য সৎকর্ম্মকর্ত্তা জনগণ, এই কাশীনগরীতে অতি অল্প কর্ম্মও বিশ্বেশ্বরে অর্পণ করেন না; অতএব এই সকল লোক, সর্ব্বতোভাবে শিবপারিষদ নন্দি-ভৃঙ্গি প্রভৃতির তুল্য। ফলদানোন্মুখ প্রাক্তন পুণ্যরাশি বলে এই কাশীতে অবস্থিত প্রাণীদিগকে অন্তকালে স্বয়ং চন্দ্রশেখর মহাদেব প্রণব উপদেশ করেন; অতএব এই কাশীর স্তব কে না করিবে? সংসারী ব্যক্তিবর্গের চিন্তামণি স্বরূপ ভগবান্ শিব, মৃত্যু সময়ে এই স্থানস্থিত জনগণের কর্ণিকা অর্থাৎ কর্ণকুহরে সহসা তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন, এই জন্যই ইহার নাম মণিকর্ণিকা। এই স্থান মোক্ষলক্ষ্মী মহাপীঠ বারাণসীর মধ্যে মণিস্বরূপ এবং মোক্ষলক্ষ্মীচরণকমলের কর্ণিকা তুল্য, এই জন্য লোকে ইহাকে মণিকর্ণিকা বলে। এই স্থানের অধিবাসী জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ প্রাণিগণ, দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেননা, সেই সব প্রাণীর মুক্তি করতলস্থ, আর দেবগণ মুক্তিলাভে বঞ্চিত। আমি দুর্ব্বৃত্ত এবং মূঢ়চিত্ত; এতদিন আমার ভ্রম বৃথা গিয়াছে। কেননা, এ পর্য্যন্ত মুক্তি-

প্রকাশিকা কাশী দর্শন করি নাই। শিবশর্ম্মা, সেই বিচিত্র পুণ্যক্ষেত্রকে পুনঃপুনঃ নয়নগোচর করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন,—"সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্ব্বাণমুক্তি-প্রদায়িনী বারাণসী, সপ্তপুরীর মধ্যেই শ্রেষ্ঠতমা, ইহা আমি জানিতেছি বটে, কিন্তু অন্য চারিটী পুরী এখনও আমি দেখি নাই; সেই সকল পুরীর প্রভাব অবগত হইয়া আমি পুনরায় এইখানে আসিব।" শিবশর্ম্মা একবৎসর কাল প্রত্যহ তীর্থযাত্রা করিয়াও কাশীর সকল তীর্থসেবা করিতে পারিলেন না। কেননা, কাশীর তিল তিল ভূমিতে এক একটী তীর্থ। অগস্ত্য বলিলেন,—দেবি! লোপামুদ্রে! কি আশ্চর্য্য! শিবশর্ম্মা, নানা প্রমাণে কাশীক্ষেত্রের পরম গুণাবলি বিদিত হইয়াও মনের বেগে সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সুন্দরি! শাস্ত্র এবং প্রমাণ কি করিবে? মহামায়া ভবিতব্যতাকে নিবারণ করিতে কে পারে? উচ্চলিত চিত্ত এবং উচ্চলিত জলকে কে বিপরীত পথে লইয়া যাইতে পারে? মন এবং জল উচ্চস্থানে থাকিলেও তাহাদের স্বভাব চঞ্চল কিনা। অনন্তর শিবশর্ম্মা, ক্রমে দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করিয়া কলি এবং কালের অস্পৃষ্ট মহাকালনগরীতে উপস্থিত হইলেন। যিনি কল্পে কল্পে আপনার লীলায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড লয় করেন আবার সেই কালেরও লয়কারক বলিয়া শিবের নাম মহাকাল হইয়াছে। জগৎকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন বলিয়া মহাকাল-নগরী অবন্তী নামে কথিত হইয়াছেন। যুগে যুগে মহাকাল-নগরীর নামভেদ হয়,—কলিকালে সেস্থানের নাম উজ্জয়িনী। এই উজ্জয়িনীতে প্রাণী মরিয়া শব হইলেও কখন তাহার পূতিগন্ধ বহির্গত হয় না এবং স্ফীতভাবও হয় না। এই নগরীতে যমদূতেরা কদাচ প্রবেশ করিতে পায় না এবং এইস্থানে কোটীর অধিক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান; পদে পদেই শিবলিঙ্গ কিনা। এক জ্যোতির্ম্ময় শিবলিঙ্গই হাটকেশ মহাকাল এবং তারকেশ—এই ত্রিমূর্ত্তি হইয়া, ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যে সকল দ্বিজাতি এই উজ্জয়িনীতে সিদ্ধবটজ্যোতি এবং জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করেন অথবা মহাকাল দর্শন করেন, তাঁহাদের রাশি রাশি পুণ্য হয়। যে সংসার-ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, কখন মহাকাললিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদিগের পাপ নষ্ট হয় এবং যমদূতেরা তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। সূর্য্যরথবাহী-তুরঙ্গম-পৃষ্ঠদেশে মহাকাল মন্দিরের পতাকাগ্র-স্পর্শে আকাশে সূর্য্যসারথি অরুণের কশাঘাত-কষ্ট ক্ষণকালের জন্য তাহাদের অপনীত হইয়া থাকে। "মহাকাল, মহাকাল, মহাকাল" এইরূপ করিয়া যাহারা সর্ব্বদা মহাকালের স্মরণ করে,—বিষ্ণু এবং শিব, তাহাদিগকেও নিরন্তর মনে রাখেন। ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা, মহাকাল শিবের যথোক্ত আরাধনা করিয়া ত্রিভুবন-কমনীয় কাঞ্চীনগরীতে গমন করিলেন। তথায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকান্ত অবস্থিত; তিনি সেই কাঞ্চীনিবাসী প্রাণিগণকে ইহ-পরকালে শ্রীকান্ত করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চয়। সেই কান্তিমজ্জনগণ সেবিতা কান্তিমতী কাঞ্চীনগরী অবলোকন করিয়া শিবশর্ম্মাও কান্তিমান্ হইলেন। সেস্থানে কেহই কান্তিহীন নহে। সর্ব্বকর্ম্মবেত্তা শিবশর্ম্মা সে তীর্থের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকল সম্পাদনপুরঃসর তথায় সাতদিন বাস করিয়া দ্বারকা নগরীতে গমন করিলেন; তথায় চতুর্ব্বর্গের দ্বার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান; তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ, এইজন্যই সে নগরীকে দ্বারবতী বলিয়াছেন। আহা! যেখানে প্রাণিগণের অস্থিসঞ্চয়ও চক্রচিহ্নে চিহ্নিত হয়, সেস্থানের অধিবাসীরা যে শঙ্খচক্রাঙ্কিত কর-কমলে শোভিত হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্ত হইবে, তাহার আর বৈচিত্র্য কি! যম বারংবার নিজ দূতদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, যাহারা দ্বারবতীর নামগ্রহণও করিয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। দ্বারকার গোপীচন্দনে যেরূপ সুগন্ধ, চন্দনে সেরূপ সুগন্ধ কোথায়? দ্বারকার গোপীচন্দনে যে প্রকার বর্ণ, সুবর্ণে সে বর্ণ কোথায়? দ্বারকার গোপী

চন্দনে যে প্রকার পবিত্রতা, অন্যান্য তীর্থে সে পবিত্রতা কোথায়? দূতগণ! শ্রবণ কর;—যাহার ললাটদেশ গোপীচন্দনে চিহ্নিত, জ্বলন্ত প্রদীপের ন্যায় যত্নসহকারে দূর হইতে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। হে ভটগণ! যাহারা তুলসী ভূষিত, যাহারা তুলসী-নাম জপে তৎপর এবং যাহারা তুলসীকানন রক্ষা করে, তাহাদিগকেও দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে জলধি, যুগে যুগে দ্বারকার রত্নরাজি অপহরণ করিয়া এখন জগতে 'রত্নাকর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে সকল প্রাণী কালবশে দ্বারকা-তীর্থে মরে, তাহারা বৈকুণ্ঠে পীতাম্বরধর এবং চতুর্ভুজ হয় অর্থাৎ বিষ্ণুর সারূপ্য সালোক্য মুক্তিলাভ করে।" শিবশর্ম্মা আলস্য-রহিত হইয়া দ্বারবতীতে ও দ্বারবতীর অন্তর্গত সমুদায় তীর্থে স্নান এবং দেব, ঋষি, মনুষ্য ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। যেখানে বৈষ্ণবীমায়া মায়াপাশে আর বন্ধন করেন না, পাপিগণের দুর্লভা সেই মায়াপুরীতে অনন্তর শিবশর্ম্মা গমন করিলেন। এই স্থানকে কেহ কেহ বলেন,—হরিদ্বার; অপরে বলেন,—মোক্ষদ্বার; কেহ কেহ বলেন,—গঙ্গাদ্বার; অন্যে বলেন,—মায়াপুরী। গঙ্গা এই স্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে ভাগীরথী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। এই তীর্থের নামোচ্চারণ মাত্রেই মানবদিগের পাপরাশি সহস্রধা বিদীর্ণ হয়। বৈকুণ্ঠের প্রধান সোপান বলিয়া লোকে এই স্থানকে হরিদ্বার বলে। মানবগণ এইখানে স্নান করিলে বিষ্ণুর সেই পরম পদ লাভ করে। দ্বিজসত্তম শিবশর্ম্মা তথায় তীর্থোপবাস, নিশাজাগরণ, গঙ্গায় প্রাতঃস্নান এবং তর্পণীয় দেব মনুষ্য ঋষি পিতৃগণের সম্পূর্ণরূপে তর্পণ করিয়া যখন পারণ করিতে অভিলাষ করিলেন, সেই সময়ে, শীতজ্বরে আক্রান্ত এবং আতুর হইয়া অতিশয় কম্পিত হইতে লাগিলেন। একে বিদেশী, তাতে একাকী, তাহার উপর আবার অতিশয় জ্বরে পীড়িত; সুতরাং ব্রাহ্মণ বড়ই চিন্তামগ্ন হইলেন। ভাবিলেন,—একি হইল! অগাধ মহাসমুদ্রে পোত ভগ্ন হইলে সাংযাত্রিক যেরূপ জীবন এবং ধনে নিরাশ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণও চিন্তার্ণবে নিপতিত হইয়া জীবন এবং ধনের আশা ত্যাগ করিলেন;—"আমার সেই ক্ষেত্র, কলত্র, পুত্রগণ, এবং ধনসম্পত্তি কোথায়! কোথায় আমার সেই বিচিত্র হর্ম্ম্য, কোথায় বা আমার সেই পুস্তকসম্ভার! অদ্যাপি আমার মনুষ্য-জীবনের সময় ফুরায় নাই, জরা-শৌক্ল্য আমার এখনও তাদৃশ হয় নাই; অথচ এই নিদারুণ জ্বর উপস্থিত হইল! আমার কি ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত!! মৃত্যু "মস্তকের উপর বাস করিতেছে, অথচ আমার গৃহ এ স্থান হইতে অনেক দূর। যাহা হউক, ঘরে আগুন লাগিলে, অজ্ঞ কে কূপ খনন করিয়া থাকে? এখন আমার এই অতিসন্তাপকর বিফল-চিন্তার প্রয়োজন কি? আমি এখন হৃষীকেশ এবং মঙ্গলপ্রদ শিবের চিন্তা করি। অথবা (তাঁহাদের চিন্তা না করিলেও হয়) আমি এক উত্তম মোক্ষোপায় অনুষ্ঠান করিয়াছি,—আমি মুক্তিক্ষেত্র সপ্তপুরী আপনার নয়নগোচর করিয়াছি। বিদ্বান্ লোকে, স্বর্গ বা মুক্তিসাধন করিয়া রাখিবে। এ উভয়ের সাধন করিয়া না রাখিলে, পশ্চাত্তাপে তপ্ত হইতে হয়। অথবা আমার এই ধারাবাহিক চিন্তার প্রয়োজন কি? এক সময়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর, আর যেমন আমার হইতেছে, এইরূপ তীর্থমৃত্যুও উত্তম। আমি ত মন্দভাগ্য ব্যক্তির ন্যায় কোন পথে মরিতেছি না,—আমি আজ গঙ্গায় মরিতেছি; মূঢ়ের ন্যায় চিন্তা করিতেছি কেন? অস্থিচর্ম্মপূর্ণ এই দেহের নিধনে, আমি নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিব।" এইরূপ চিন্তাপরায়ণ শিবশর্ম্মার অতি নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল। কোটি বৃশ্চিক দংশনের যে অবস্থা, শিবশর্ম্মা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। স্মরণীয় সমস্ত কথাই বিস্মৃত হইলেন; "কোথায় আমি কে আমি"—এ জ্ঞানও তাঁহার রহিল না। চতুর্দ্দশ দিন এইরূপে থাকিয়া

শিবশর্ম্মা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন বৈকুণ্ঠ-ভবন হইতে অত্যুচ্ছ্রিত-গরুড়ধ্বজ-চিহ্নিত কিঙ্কিণীজালসমন্বিত অতি বিস্তৃত বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণ কৌশেয়বসনা চামরব্যজনকারিণী সহস্র সুন্দরী কন্যা সেই বিমানে অবস্থিত। পুণ্যশীল এবং সুশীল নামক প্রসন্নমুখ চতুর্ভুজ দুই বিষ্ণু-পারিষদ সেই বিমানে বিরাজমান। তখন সেই শিবশর্ম্মা ভৌমদেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্যভূষণ-ভূষিত, পীতাম্বরধর এবং চতুর্ভুজসম্পন্ন হইয়া আকাশমার্গ অলঙ্কৃত করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

পিশাচলোক হইতে যমলোক পর্য্যন্ত বর্ণনা

লোপামুদ্রা বলিলেন,—হে জীবিতেশ্বর! আপনার শ্রীমুখোচ্চারিত পবিত্র-পুরীঘটিত এই পবিত্র কথা শ্রবণ করিয়া আমার আশা মিটিতেছে না। হে প্রভো! দ্বিজোত্তম শিবশর্ম্মা, মুক্তিক্ষেত্র মায়াপুরীতে মরিয়াও যে মোক্ষলাভ করিতে পারিলেন না, ইহার কারণ কি বলুন। অগস্ত্য বলিলেন,—হে প্রিয়ভাষিণি! এই সকল পুরীতে সাক্ষাৎ মোক্ষ হয় না। এই সিদ্ধান্ত উপলক্ষেই পূর্ব্বকালে পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস আমার শ্রবণগোচর হয়। কান্তে! এক্ষণে পুণ্যশীল এবং সুশীল শিবশর্ম্মাকে যে পাপ-প্রণাশিনী বিচিত্রার্থশালিনী পবিত্র কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে পদ্মপলাশ-লোচন পবিত্র বিষ্ণু-পারিষদদ্বয়! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে, কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমি আপনাদের নাম অবগত নহি; তবে আকৃতি দ্বারা যা কিছু বুঝিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আপনাদের নাম পুণ্যশীল এবং সুশীল হইতে পারে। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণের কি অবিদিত থাকিতে পারে? তুমি যাহা বলিলে, আমাদের সেই নামই বটে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার হৃদয়ে আরও যা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, তাহাও নিঃশঙ্কে জিজ্ঞাসা কর, প্রীতিসহকারে তাহার উত্তর দিব। শিবশর্ম্মা ভগবৎপরিষদোক্ত এই অতি প্রীতিকর মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—অল্প শোভাময়, অল্পপুণ্যজনগণে পরিবৃত এই লোকের নাম কি? আর এই বিকৃতাকার ইহারা কে? আমায় অগ্রে তাহা বলুন। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—ইহা পিশাচলোক; এখানে মাংসাশী পিশাচেরা অবস্থান করে। যাহারা দান করিয়া অনুতাপ করে, যাহারা প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়া পরে দান করে এবং যাহারা অপবিত্রচিত্তে প্রসঙ্গক্রমে একবারমাত্র শিবপূজা করে,—সখে! সেই অল্পপুণ্য ব্যক্তিরাই এই অল্পশ্রী পিশাচ। শিবশর্ম্মা অনন্তর, যাইতে যাইতে এক লোক (স্থান) দেখিলেন; তাহা স্থূলোদর স্থূলবদন, মেঘ-গভীরস্বরসম্পন্ন, শ্যামলাঙ্গ, লোমশ এবং হৃষ্টপুষ্ট জনগণের নিবাসভূমি। অনন্তর তিনি বলিলেন;—বিষ্ণু পারিষদদ্বয়! বলুন,—এই সকল ব্যক্তি, কাহারা? ইহা কোন্ লোক এবং কোন্ পুণ্যে এই লোক লাভ হয়। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন, ইহা গুহ্যক-লোক; এ স্থানের অধিবাসী সব গুহ্যক। যাহারা ন্যায়তঃ ধনোপার্জ্জন করিয়া ভূগর্ভে লুক্কায়িত করিয়া রাখে, স্বধর্ম্মে থাকে, পোষ্যবর্গকে বিভাগ করিয়া দিয়া শেষ ভোজন করে; ক্রোধ অসূয়া যাহাদের নাই; তিথি, বার, সংক্রান্ত্যাদি পর্ব্ব এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহারা জানে না, সদা সুখেই কাল কর্ত্তন করে,—ধর্ম্মের মধ্যে এক জানে, কুল-পূজ্য যে ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে গো দান করা এবং তাঁহার বাক্য রক্ষা করা, সে ধর্ম্মপালনও করে; সেই শূদ্রবহুল গৃহস্থেরা, উক্ত পুণ্যবলেই এই গুহ্যক হয়। এই গুহ্যকলোকেও তাহারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা দেবগণের

ন্যায় অকুতোভয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করে। অনন্তর শিবশর্ম্মা, নয়ন-সুখকর একস্থান অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষ্ণুগণদ্বয়! বলুন, ইহা কোন্ লোক এবং এই সকল ব্যক্তি কে? বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন, ইহা গন্ধর্ব্বলোক; আর ইহাঁরা গন্ধর্ব্ব। এই সকল ব্যক্তি উত্তম ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাঁরা দেবগণের গায়ক, চারণ এবং স্তুতিপাঠক। সঙ্গীতাভিজ্ঞ এই সকল ব্যক্তি মনুষ্যাবস্থায়, সঙ্গীত দ্বারা রাজাদিগের সন্তোষ সাধন করিতেন; ধনাঢ্যদিগের স্তব করিতেন; তৎপরে, রাজ-প্রসাদলব্ধ উত্তম উত্তম বস্ত্র, কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য এবং ধন অনেক বার ব্রাহ্মণদিগকে অর্পণ করিতেন, আর অহোরাত্র গান করিতেন, ইহাঁদের চিত্ত স্বরেই নিহত ছিল, নাট্যশাস্ত্রেই ইহারা শ্রম করিয়াছিলেন। গীত-বিদ্যোপার্জ্জিত ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিতেন বলিয়া সেই পুণ্যবলেই উত্তম গন্ধর্ব্বলোক ইহাঁদিগের হইয়াছে। গীতবিদ্যা-প্রভাবে দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুলোকে মহামান্য এবং শ্রীশম্ভুরও অতিশয় প্রিয়। তুম্বুরু এবং নারদ উভয়েই দেবলোকে বহুমান্য কেননা, সাক্ষাৎ শিবই স্বর-স্বরূপ, অথচ তাঁহারা দুই জন স্বর-তত্ত্ব-বিশারদ। কেশব বা শঙ্করের সমীপে যদি কখন কেহ গান করে, ত তাহার ফল নিষ্কামের মুক্তিলাভ অথবা তাঁহাদিগের সান্নিধ্য লাভ,—ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। সকামতা প্রযুক্ত গীতজ্ঞ ব্যক্তি যদি গীতপ্রভাবে, পরমপদ লাভ করিতে না পারে, তবু, রুদ্রের বা বিষ্ণুর অনুচর হইয়া তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করে। এই লোকে সর্ব্বদা এই স্মৃতি গীত হইয়া থাকে যে, "প্রসিদ্ধ গীতসমূহ দ্বারা সর্ব্বদা হরি-হরের পূজা করিবে।" শিব শর্ম্মা এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ক্ষণকালের মধ্যে অন্য মনোহর লোকের সমীপবর্ত্তী হইলেন; তখন তিনি সেই নগরাদির নাম কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। গণদ্বয় বলিলেন,—ইহা বিদ্যাধর লোক। ইহাঁরা বিবিধ বিদ্যাবিশারদ মানব ছিলেন; ইহাঁরা বিদ্যার্থীদিগকে, অন্ন, বস্ত্র, পাদুকা, কম্বল আরোগ্যকর ঔষধ প্রদান করিতেন এবং নানাপ্রকার কলা শিক্ষা দিতেন; বিদ্যাগর্ব্ব ইহাঁদের ছিল না। শিষ্যকে পুত্রের সমান দেখিতেন। ধর্ম্মের জন্য ইহাঁরা বস্ত্র, তাম্বূল, খাদ্যদ্রব্য এবং অলঙ্কার দিয়া সুরূপা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। সকামভাবে প্রতিদিন ইষ্টদেবতা পূজা করিয়াছেন। এই সকল পুণ্যপ্রভাবেই ইহাঁরা এই লোকে বাস করিতেছেন,—ইহাঁরা এক্ষণে শ্রেষ্ঠযোনি-প্রাপ্ত বিদ্যাধর হইয়াছেন। যখন তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সংযমনীপতি সৌম্যমূর্ত্তি ধর্ম্মরাজ, সেবাকর্ম্ম-কুশল, তিন চারি জন ভৃত্য সমভিব্যাহারে এবং ধর্ম্মজ্ঞগণ কর্তৃক পরিবারিত হইয়া বিমানারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন,—দেবদুন্দুভি বাজিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে! দ্বিজোত্তম! শিবশর্ম্মন্! সাধু সাধু; বিপ্রকুলোচিত কর্ম্ম আপনি সম্পাদন করিয়াছেন। আপনি পূর্ব্বে বেদাভ্যাস করিয়াছেন, গুরুগণের সন্তোষ সাধন করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণে ধর্ম্ম দর্শন করিয়া তাহার আদর করিয়াছেন। আপনি দ্রুতবিনাশী পার্থিব শরীর মুক্তিক্ষেত্র-সলিলে প্রক্ষালন করিয়াছেন। জীবন-মরণে পাণ্ডিত্য প্রকাশ আপনিই করিলেন। সদা অপবিত্র পূতিগন্ধ কলেবর যে আপনি উত্তম তীর্থে পুণ্যরূপ মূল্য লইয়া বিক্রয় করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে। এইজন্যই বিচক্ষণেরা পাণ্ডিত্যের আদর করিয়া থাকেন। কেননা, পণ্ডিতেরা অহোরাত্রের মধ্যে এককক্ষণও ব্যর্থ অতিবাহিত করেন না। প্রাণিগণ, মর্ত্ত্যে পাঁচ ছয় নিমেষ-কালমাত্র জীবিত থাকে, তাহার মধ্যেও তাহারা গর্হিত পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়! শরীরের নাশ অবশ্যম্ভাবী; ধনও মৃত্যু সময় রক্ষক হয় না। অতএব মুক্তিসাধক কার্য্যের জন্য আপনার ন্যায় কোন্ মূঢ় না করিবে? আয়ু দ্রুতগামী, লোক সমুদয়ই শোকাকুল; অতএব সুধার্ম্মিক

ব্যক্তিগণের আপনার ন্যায় ধর্ম্মে মতি হওয়া উচিত। সংকর্ম্মের এই ফল দেখুন যে, আপনার বন্দনীয়, আমারও বন্দনীয় এই ভগবদ্ভক্তদ্বয় আপনার সখা হইয়াছেন। অনন্তর আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি কি সাহায্য করিব? অথবা মাদৃশ ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনিই সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছেন। আজ আমি অতিশয় ধন্য হইলাম; যেহেতু এই স্থানে ভগবৎ-পারিষদদ্বয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম। হে ভগবৎ-পারিষদদ্বয়! শ্রীধরের শ্রীচরণ-সমীপে আমার সতত সেবা নিবেদন করিবেন। অনন্তর যম, বিষ্ণুদূতদ্বয়ের কথায় আপনার পুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। যম প্রস্থান করিলে ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা, বিষ্ণুগণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই ত সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ; বেশ সৌম্যতর আকার ত! বাক্যও বেশ ধর্ম্মসঙ্গত এবং মনঃপ্রীতিকর। সেই এই অতি শুভলক্ষণা সংযমনীপুরী; পাপিগণ ইহার নামশ্রবণেও ভয় পায়। হে বিষ্ণুদূতদ্বয়! মর্ত্ত্য-লোকে, মানুষে যমের রূপ অন্য প্রকারে (ভীষণ) বর্ণনা করে, আমি এক প্রকার দেখিলাম; ইহার কারণ কি বলুন। কোন পুণ্যে এই স্থান দর্শন হয়, কাহারাই বা এই যমপুরীর অধিবাসী; ধর্ম্মরাজের এইপ্রকারই কি রূপ, না অন্যপ্রকার? তাহা বলুন। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে সৌম্য! এই ধর্ম্ম-মূর্ত্তি যম, স্বভাবতঃ নিঃশঙ্ক ভবাদৃশ পুণ্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টিগোচরে উত্তম সৌম্যমূর্ত্তি হন। কিন্তু পাপিগণের সমক্ষে ইনিই পিঙ্গল-নয়ন, ক্রোধ-রক্তাগুনেত্র, দংষ্ট্রাকরালবদন, বিদ্যুৎসদৃশ রসনা দ্বারা ভীষণ, ঊর্দ্ধকেশ এবং অতিকৃষ্ণকায় যম। ইঁহারই স্বর প্রলয়-জলদ-নির্ঘোষের তুল্য; ইঁহারই করে কালদণ্ড উদ্যত; ইঁহারই বদনমণ্ডল ভ্রুকুটীভীষণ; ইনিই বলেন,—"অহে দুর্দ্দম! ইহাকে আন, উহাকে ফেলিয়া দেও, ইহাকে বন্ধন কর, এই দুর্ব্বৃত্তের মস্তকে লৌহ মুদ্গর দ্বারা তীব্র আঘাত কর। এই দুষ্টকে দুই পা ধরিয়া শিলাতলে আছাড় মার। ইহার গলায় পা দিয়া নয়নদ্বয় উৎপাটন কর। ইহার ফুলো ফুলো গাল দুটা ক্ষুর দ্বারা কাটিয়া দেও! ইহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া গাছে টাঙ্গাইয়া রাখ। ইহার মাথাটা করাত দিয়া কাঠের মত চিরিয়া ফেল। দারুণ পার্ষ্ণিপ্রহার কর; প্রহারে যেন ইহার মুখ চূর্ণ হইয়া যায়। এই পাপীর পরদার স্পর্শলোলুপ হস্ত ছেদন কর। পরদার-গৃহ-গন্তা এই পাপীর পদদ্বয় খণ্ডিত কর। এই দুরাত্মা, পরস্ত্রীর অঙ্গে বহু নখরেখা দিয়াছিল, ইহার সর্ব্ব শরীরে—প্রতি রোমকূপে সূচিবিদ্ধ কর। এই ব্যক্তি পরস্ত্রীর মুখাঘ্রাণ করিয়াছে, ইহার মুখে থুথু দেও। এই পরনিন্দকের মুখে তীক্ষ্ণ শঙ্কু পুতিয়া দেও। অহে বিকটবক্ত্র! এই পরসন্তাপকারী ব্যক্তিকে, ভর্জ্জনপাত্রে তপ্তবালি এবং তপ্ত কাঁকরের সঙ্গে ছোলার ন্যায় ভাজ। অহে ক্রূরলোচন! নির্দ্দোষী ব্যক্তির সতত দোষারোপ-কারী এই পাপীর মুখ পূযশোণিত-কর্দমে ডুবাইয়া ধর। অহে উৎকট! নিজের অদত্ত পরকীয় বস্তু গ্রহীতার করতল, তৈলে ভিজাইয়া ভিজাইয়া, জ্বলন্ত অঙ্গারে সিদ্ধ কর। অহে ভীষণ! গুরুনিন্দক এবং দেবনিন্দক এই পাপীর মুখে তপ্ত লৌহশলাকা নিক্ষেপ কর। পর-মর্ম্মপীড়ক এবং পরচ্ছিদ্র-প্রকাশক এই ব্যক্তির সন্ধিস্থলে উত্তপ্ত লৌহশঙ্কু রোপণ কর। দুর্মুখ! অপরের ধন দান-কর্ম্মে এই পাপী নিষেধক হইয়াছিল, আর এই পাপী পরের বৃত্তি কাড়িয়া লইয়াছিল; ইহার জিহ্বা ছেদন কর। অহে ক্রোড়াস্য! এই দেবস্বাপহারীর এবং এই ব্রাহ্মণস্বাপহারীর উদর বিদারণ করিয়া শীঘ্র বিষ্ঠাকৃমিকুল দ্বারা পূর্ণ কর। অমুক ব্যক্তি, কখন, না দেবতার জন্য, না—ব্রাহ্মণের জন্য, না—অতিথির জন্য পাক করিত,—কেবল আপনার জন্য পাক করিত; অন্ধক! এই তাহাকে লইয়া কুম্ভীপাক নরকে পাক কর। হে উগ্রাস্য! শিশুঘাতী অমুককে, বিশ্বাসঘাতী অমুককে এবং কৃতঘ্ন অমুককে বেগে মহারৌরব এবং রৌরব নরকে

লইয়া যাও। হে দুর্দ্ধর্ষ! ব্রহ্মঘাতীকে অন্ধতামিস্র নরকে, সুরাপায়ীকে পূযশোণিত নরকে, সুবর্ণাপহারীকে কালসূত্র নরকে, গুরুপত্নীগামীকে অবীচি নরকে এবং ইহাদিগের প্রত্যেকের প্রথম সংসর্গী ব্যক্তিকে এক বৎসরকাল অসি-পত্রবন নরকে স্থাপনপূর্ব্বক এই সকল মহাপাতকীকে লৌহতুণ্ড দ্রোণকাকবৃন্দের চঞ্চুঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত করত তপ্ত লৌহপূর্ণ কটাহে অনবরত আলোড়ন করিয়া এক কল্প রাখিয়া দেও। অহে কূট! স্ত্রীঘাতককে, গোঘাতককে এবং মিত্রঘাতককে, ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমুখ করিয়া শাল্মলিবৃক্ষে বহুকাল ঝুলাইয়া রাখ। হে মহাভূজ! মিত্রপত্নীকে যে আলিঙ্গন করিয়াছিল, অবিলম্বে তাহার ত্বক্ (ছাল) সন্দংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা ছেদন কর এবং বাহুদ্বয় কর্ত্তন করিয়া দেও। যে পরকীয় ক্ষেত্র বা পরকীয় গৃহ অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে মহাঘোর জ্বালাকীল (বহ্নিজ্বালাময়) নরকে নিপাতিত কর। বিষপ্রয়োগকর্ত্তাকে, কূটসাক্ষীকে, মানকূটকে ও তুলাকূটকে কণ্ঠমোড়ন পূর্ব্বক কালকূট নরকে নিক্ষেপ কর। অহে দুস্প্রেক্ষ! তীর্থজলে যে থুথু ফেলিয়াছিল, তাহাকে 'লালাপিব' নরকে গর্ভঘাতককে 'আমপাক' নরকে এবং পরতাপ-প্রদাতাকে 'শূলপাক' নরকে লইয়া যাও। রসবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে ইক্ষুযন্ত্রে নিষ্পীড়িত কর। প্রজাপীড়ক রাজাকে অন্ধকূপ নরকে নিক্ষেপ কর। হে হলায়ুধ! গোবিক্রয়ী তিলবিক্রয়ী ও অশ্ববিক্রয়ী ব্রাহ্মণাধমকে আর ভাঙ-বিক্রয়ী এবং সুরাবিক্রয়ী এই বৈশ্যকে উদূখল-মুষল দ্বারা পুনঃপুনঃ কাঁড়াইতে থাক। অহে দীর্ঘগ্রীব! দ্বিজাবমন্তা শূদ্রকে, দ্বিজসম্মুখে মঞ্চারূঢ় শূদ্রকে অধোমুখ নরকে প্রপীড়িত কর। হে পাশ-পাণে! হে কষাপাণে! ব্রাহ্মণজেতা শূদ্র, ব্রাহ্মণাভিমানী বৈশ্য, যাজক ক্ষত্রিয়, বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ এবং লাক্ষাবিক্রয়ী লবণ-বিক্রয়ী, মাংসবিক্রয়ী, তৈলবিক্রয়ী, বিষবিক্রয়ী, ঘৃতবিক্রয়ী, অস্ত্রবিক্রয়ী ও ঐক্ষবগুড়াদি-বিক্রয়ী দ্বিজাধম,—এই সকল, পাপীর পদদ্বয়কে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া কষাঘাত করত ইহাদিগকে 'তপ্তকর্দ্দম" নরকে লইয়া যাও। কুলপাংশুলা এই ব্যভিচারিণী স্ত্রী দ্বারা তপ্তলৌহময় তদীয় উপপতিকে নীত্র আলিঙ্গন করাও। হে দুরাধর্ষ! যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন ব্রত গ্রহণ করিয়া অজেতিন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে 'বহু-ভ্রমরদংশক' নরকে লইয়া যাও।" আত্মকর্ম্ম-শঙ্কিত দুর্ব্বৃত্ত পাপিষ্ঠগণ, দূর হইতে যমের এই সকল কথা শুনিতে পায় এবং সাক্ষাতে ইহাঁর সেই অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করে। যাঁহারা স্বীয় ঔরসপুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মতঃ দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সকল রাজাই এই যমরাজের সভাসদ। যাঁহাদের রাজ্য, বর্ণ এবং আশ্রমের অনুরূপ কর্ম্ম সকল প্রজাগণে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং অকালমৃত্যু যাঁহাদের রাজ্যে নাই, সেই সকল রাজা এই যমরাজের সভাসদ্। যাঁহাদের রাজ্যে দরিদ্র নাই, দুর্ব্বৃত্ত নাই, বিপন্ন নাই, এবং শোকার্ত্ত ব্যক্তি নাই, সেই সকল রাজারাই এই যমরাজের সভাসদ্। সদা স্বধর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সংযমশালী অন্যান্য লোকেও এই যমরাজধানী সংযমনী পুরীতে বাস করে। উশীনর, সুধন্বা, বৃষপর্ব্বা, জয়দ্রথ, রজি, সহজিৎ, কুক্ষি, দৃঢ়ধন্বা, রিপুঞ্জয়, যুবনাশ্ব, দন্তবক্র, মিত্রমঙ্গলকর নাভাগ, করন্ধম, ধর্ম্মসেন, পরমর্দ্দ এবং পরান্তক—এই সকল এবং অন্যান্য নীতিবর্ত্তী বহুতর ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারাভিজ্ঞ রাজারা যম-দেবসভায় আসীন থাকেন। এতদ্ভিন্ন আর যাঁহাদিগকে ভয়ঙ্কর দণ্ডপাশধারী উগ্রানন যমদূতবৃন্দ এবং যমলোক দর্শন কখন করিতে হয় না, তাঁহাদের কথাও বলিতেছি। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা গোবিন্দ! মাধব! মুকুন্দ! হরে! মুরারে! শম্ভো! শিব! ঈশ! শশিশেখর! শূলপাণে! দামোদর! অচ্যুত! জনার্দ্দন! বাসুদেব!—এই সকল বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবে না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা,

গঙ্গাধর! অন্ধকরিপো! হর! নীলকণ্ঠ! বৈকুণ্ঠ! কৈটভরিপো! কমঠ! (কূর্ম্মরূপ!) অব্জপাণে! (পদ্মহস্ত!) ভূতেশ! খণ্ডপরশো! মৃড়! চণ্ডিকেশ!—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, বিষ্ণো! নৃসিংহ! মধুসূদন! চক্রপাণে! গৌরীপতে! গিরিশ! শঙ্কর! চন্দ্রচূড়! নারায়ণ! অসুরনিবর্হণ! (অসুর-নাশন! শার্ঙ্গপাণে!—এইরূপ কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, মৃত্যুঞ্জয়! উগ্র! বিষমেক্ষণ! (বিরূপাক্ষ!) কামশত্রো! (স্মরারে!) শ্রীকান্ত! পীতবসন! অম্বুদনীল! (ঘনশ্যাম!) শৌরি! ঈশান! কৃত্তিবসন! (কৃত্তিবাসঃ!) ত্রিদশৈকনাথ! (দেবদেব!)—এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, লক্ষ্মীপতে! মধুরিপো! পুরুষোত্তম! আদ্য! শ্রীকণ্ঠ! দিগ্বসন! (দিগম্বর!) শান্ত! পিনাকপাণে! আনন্দকন্দ! (আনন্দমূল!) ধরণীধর! পদ্মনাভ!—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না! হে ভটগণ, যাঁহারা সর্ব্বদা, সর্ব্বেশ্বর! ত্রিপুরসূদন! দেবদেব! ব্রহ্মণ্যদেব! গরুড়ধ্বজ! শঙ্খপাণে! ত্র্যক্ষ! (ত্র্যম্বক!) উরগাভরণ! বালমৃগাঙ্কমৌলে (শশাঙ্ককলাশেখর!)—এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, শ্রীরাম! রাঘব! রমেশ্বর রাবণারে! ভূতেশ! মন্মথ-রিপো! (মদনবৈরিন্!) প্রমথাধিনাথ! চাণূর-মর্দ্দন! হৃষীকপতে! (হৃষীকেশ!) মুরারে!—এইরূপ কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, শূলিন্! গিরিশ! রজনীশকলাবতংস! (ইন্দুকলাশেখর!) কংসপ্রণাশন! (কংসঘাতক!) সনাতন! কেশিনাশ! (কেশিমর্দ্দন!) ভর্গ! ত্রিনেত্র! ভব! ভূতপতে! পুরারে!—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। গোপীপতে! (গোপীজনবল্লভ!) যদুপতে! বসুদেবসূনো! (বাসুদেব!) কর্পূরগৌর! (কর্পূরের ন্যায় শুক্লবর্ণ!) বৃষভধ্বজ! ভালনেত্র! (ললাটে যাঁহার অন্যতম চক্ষুঃ) গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ! (যিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন) ধর্ম্মধুরীণ! (ধর্ম্মধুরন্ধর!) গোপ! গোত্রাণকারিন!)—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা, স্থাণো! ত্রিলোচন! পিনাকধর! স্মরারে! কৃষ্ণ! অনিরুদ্ধ! কমলাকর! কল্মষারে! (পাপনাশন!) বিশ্বেশ্বর! ত্রিপথগার্দ্রজটাকলাপ! (যাঁহার জটাকলাপ গঙ্গাপ্রবাহসিক্ত)—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ব্রাহ্মণ! এই অষ্টোত্তর শত সুচারু নাম স্বরূপ ললিত-রত্নরাজি দ্বারা গ্রথিতা সন্নায়কা দৃঢ়গুণা এই মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠগত করেন, তাঁহাকে উগ্ররূপী যম দর্শন করিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীতে যাঁহারা বিষ্ণুচিহ্ন শঙ্খচক্রাদি এবং রুদ্রচিহ্ন রুদ্রাক্ষ বিভূতি প্রভৃতি ধারণ করেন, তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করিও না।" হে দ্বিজবর! যম, ধর্ম্মরাজ কিনা, তাই পৃথিবীগমনোন্মুখ নিজ ভৃত্যগণকে তিনি সর্ব্বদা এই শিক্ষা দিয়া থাকেন। অগস্ত্য বলিলেন,—যে ব্যক্তি ধর্ম্মরাজ-বিরচিতা নিখিলপাপবীজবিনাশিনী ললিত-রচনা এই হরিহরনামাবলী একাগ্রচিত্তে নিত্য জপ করে, তাহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। প্রিয়ে! শিবশর্ম্মা হৃষ্টবদনে এই নির্ম্মল কমনীয় কথা শুনিতে শুনিতে সম্মুখে অপ্সরোনগরী দেখিতে পাইলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

অপ্সরোলোক এবং সূর্য্যলোক।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—রূপ-লাবণ্য-সৌভাগ্যশালিনী দিব্যালঙ্কারধারিণী, দিব্য-ভোগাধিগা এই রমণীরা কে? বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,

ইহারা অপ্সরা। অপ্সরোগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রিয়কারিণী বারবিলাসিনী। গীতাভিজ্ঞতা নৃত্য-নৈপুণ্য, বাদ্যবিদ্যায় বিচক্ষণতা, কামকেলি-কলায় অভিজ্ঞতা এবং দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শিতা, ইহাদিগের আছে। রসিকতা, ভাবজ্ঞান, সময় মত বাক্প্রয়োগ চাতুর্য্য, নানাদেশ-বিশেষাভিজ্ঞতা, নানাভাষায় পাণ্ডিত্য এবং রহস্য-বৃত্তান্তে নৈপুণ্যও ইহাদের সম্পূর্ণ। এই অপ্সরোগণ,—আনন্দে এবং স্বচ্ছন্দে দলে দলে ভ্রমণ করে,—একা একা ইহারা থাকে না। হাব-ভাব-প্রকাশ-চতুরা, সদালাপ-বিদুষী এই অপ্সরোগণ স্বীয় হাবভাবে যুবজনের মনোহরণ করিয়া থাকে। ত্রিলোকজয়ী মদনের মোহনাস্ত্রস্বরূপ এই রমণীগণ, পূর্ব্বকালে ক্ষীরোদ-মথনে উৎপন্ন হইয়াছিল। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চন্দ্রলেখা, তিলোত্তমা,বপুষ্মতী, কান্তিমতী, লীলাবতী, উৎপলাবতী, অলম্বুসা, গুণবতী, স্থূলকেশী, কলাবতী, কলানিধি, গুণনিধি, কর্পূর-তিলকা, উর্ব্বরা, অনঙ্গলতিকা, মদনমোহিনী, চকোরাক্ষী, চন্দ্রকলা, মুনি-মনোহরা, গ্রাবদ্রাবা তপোদ্বেষ্ট্রী, চারুনাসা, সুকর্ণা, দারু-সঞ্জীবনী, সুশ্রী, ক্রতুশুল্কা, শুভাননা, তপঃশুল্কা, তীর্থশুল্কা, হিমাবতী, পঞ্চাশ্বমেধ, রাজসূয়ার্থিনী, অষ্টাগ্নিহোমা এবং বাজপেয়শতোদ্ভবা, ইত্যাদি প্রধান অপ্সরা ষষ্টি সহস্র। এই অপ্সরোলোকে, স্থির-যৌবনা স্থিরলাবণ্যা আরও অনেক রমণী বাস করে। তাহাদেরও দিব্য বস্ত্র, দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধ-অনুলেপন; তাহারাও দিব্যভোগসম্পন্ন এবং ইচ্ছামত শরীর ধারণ করিতে পারে। যে সকল রমণী, মাসোপবাস ব্রত করিয়া একবার, দুইবার—বড় জোড়, তিন বার দৈবযোগে ব্রহ্মচর্য্য-ভ্রষ্ট হয়, তাহারাই দিব্য-ভোগ-সম্পন্না, রূপ-লাবণ্যশালিনী এবং সর্ব্বকাম-প্রাপ্ত হইয়া এই অপ্সরোলোকে বাস করে। যথাবিধি সাঙ্গকাম ব্রত অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফলে এই লোকে সমাগত হইয়া স্বৈরচারিণী দেবভোগ্যা হয়। হে দ্বিজ! যে সকল পতিব্রতা নারী, বলবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক আক্রান্ত হইয়া স্বামি-বোধেই তাহার সহিত কখন সঙ্গ করিয়াছে, তাহারাই এই লোকে আগমন করে। স্বামী প্রবাসে; সর্ব্বদাই যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছে, কিন্তু দৈবাৎ একবার ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হইয়াছে;—সেই সকল রমণীরা এই অপ্সরোলোকে বাস করে। যে বরবর্ণিনী, দ্বিজদম্পতিকে পূজা করিয়া "কোহদাৎ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা এবং "কামরূপী দেব প্রীত হউন" এই বলিয়া এক বৎসর যাবৎ প্রতি সংক্রান্তি অথবা প্রতি ব্যতীপাত যোগে নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম, সুগন্ধি চন্দন, সুশুভ্র কর্পূর, সুসূক্ষ্ম বস্ত্ররাজি, সঙ্কীর্ণ কঠিন সুপক্ক স্থূলনীল-শিরাযুত সুবর্ণ-বর্ণ সাগ্র সুগন্ধি-উপকরণ-পূর্ণ তাম্বূলসমূহ, বিচিত্রাভরণ-ভূষিত অনেক শয্যা এবং রতিমন্দিরোপযুক্ত বহুতর কৌতুক বস্তু—এই কাম্যভোগ দান করে, সেই রমণী, অপ্সরোমধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়া এক কল্প এই স্থানে বাস করে। যে রমণী কন্যাকালে কখন কোন দেবতা কর্ত্তৃক উপভুক্তা হইয়া তৎকালাবধি সেই পুরুষবৃত্ত ধ্যান করতই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যথাসময়ে নিধন প্রাপ্ত হয়, সে দিব্য-রূপিণী এবং দিব্যভোগিনী হইয়া এই অপ্সরোলোকে সমাগত হয়। দ্বিজাগ্রগণ্য শিবশর্ম্মা এই প্রকারে অপ্সরোলোকলাভের নিদান শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণমধ্যে বিমানযোগে সৌরলোক প্রাপ্ত হইলেন। কদম্ব-পুষ্প যেমন কিঞ্জল্কজাল দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত, এই সৌর-লোকও তদ্রূপ সূর্য্য কিরণজাল দ্বারা চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান। নবসহস্র যোজন-পরিমিত, সপ্তাশ্ব চালিত, অশ্বরশ্মিধারী অরুণ কর্ত্তৃক সম্মুখে অধিষ্ঠিত, অপ্সরা মুনি গন্ধর্ব্ব সর্প যক্ষ এবং রাক্ষসের আশ্রয় অতিবেগগামী বিচিত্র একচক্র রথ এবং হস্তে দুই পদ্ম দেখিয়া শিব শর্ম্মা সূর্য্যকে চিনিতে পারিলেন, অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সূর্য্যদেব, শিবশর্ম্মার প্রণাম, ভ্রূভঙ্গি দ্বারা অনু-

মোদন করত ক্ষণমধ্যে অতিদূর গগনমার্গ অতিক্রম করিলেন। অতি সুখী শিবশর্ম্মা, সূর্য্য অতিক্রান্ত হইলে, ভগবদ্ভক্তদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ পুণ্যে সূর্য্যলোক লাভ করা যায়, আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনারা বন্ধুত্বের অনুরোধে আমার সম্মুখে ইহা কীর্ত্তন করুন। সপ্তপদ একত্র গমন করিলেই সজ্জনগণের বন্ধুতা হয়। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ! তোমার নিকট অবক্তব্য কিছুই নাই। সৎসঙ্গেই সাধুদিগের সৎকথা-প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বভূতের একমাত্র নিয়ন্তা, পরম কারণ, যাঁহার নাম-গোত্র-রূপাদি নাই, জগতের আবির্ভাব-তিরোভাব যাঁহার ভ্রূভঙ্গীর ফল,—সেই সর্ব্বাত্মা বেদপ্রতিষ্ঠিতা পরমপুরুষ সর্ব্বদাই স্পষ্টরূপে এই কথা বলেন যে, "যিনি আদিত্য-মণ্ডলবর্ত্তী পুরুষ, তিনিই আমি; যাহারা অপরের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমসে প্রবিষ্ট হয়।" হে দ্বিজোত্তম! এই নিশ্চিতার্থা শ্রুতি দ্বারা ব্রাহ্মণেরা পুনঃপুনঃ স্থির করিয়া একমাত্র সেই আদিত্যরূপী ব্রহ্মকেই উপাসনা করেন। যে দ্বিজ যথাসময়ে সাবিত্রী-উপদিষ্ট হইয়া ত্রিকালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন) তাঁহার জপ না করে, সে সপ্তাহ মধ্যে পতিত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। প্রাতঃকালে, সূর্য্যের অর্দ্ধোদয় পর্য্যন্ত সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া সাবিত্রী জপ করিবে; সায়ংসন্ধ্যায় আসনে অবস্থিত হইয়া নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত সূর্য্যাভিমুখে জপ করিবে। আর সূর্য্য যতক্ষণ থাকেন, মধ্যম সন্ধ্যার কাল ততক্ষণ; এ সময়েও সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া সাবিত্রী জপ করিবে। কাললোপ কর্ত্তব্য নহে, অতএব কালের অপেক্ষা রাখিবে। ওষধি সব, কালেই ফলবান্ হয়; বৃক্ষরাজিও কালে ফলবান্ হয়, জলদজাল, কালেই বৃষ্টি করিয়া থাকে, অতএব (কালই বলবান্) কাল লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। সূর্য্য, মন্দেহ নামক রাক্ষসগণের দেহনাশের জন্য, উদয় অস্তে দ্বিজ-প্রদত্ত অঞ্জলিত্রয়-পরিমিত জল আকাঙ্ক্ষা করেন। যে ব্যক্তি যথাকালে গায়ত্রী-মন্ত্রপূত তিন অঞ্জলি জল সূর্য্যকে প্রদান করেন, তাঁহার ত্রৈলোক্যদানের ফল হয়। সূর্য্যদেব যথাকালে সম্যক্ উপাসিত হইলে, কি না প্রদান করেন! —তিনি আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধনরাশি এবং পশুবৃন্দ প্রদান করেন; পুত্র, মিত্র, কলত্র এবং বিবিধ-ক্ষেত্র দিয়া থাকেন; আর অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ এবং মুক্তিও প্রদান করেন। অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যার মধ্যে মীমাংসা অতি গরীয়সী; তর্কশাস্ত্র সমুদয় মীমাংসা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; পুরাণ, তর্কশাস্ত্র হইতেও গুরুতর। হে দ্বিজ! ধর্ম্মশাস্ত্র,পুরাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও গুরু। উপনিষৎ অন্য বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; গায়ত্রী উপনিষদের বড়। প্রণবান্বিতা গায়ত্রী, সকল মন্ত্র অপেক্ষাই দুর্লভ। বেদত্রয়ের মধ্যে গায়ত্রীর অধিক আর কিছুই উক্ত হয় নাই। গায়ত্রীর তুল্য মন্ত্র নাই, কাশী সদৃশী পুরী নাই, বিশ্বেশ্বরের ন্যায় লিঙ্গ নাই, ইহা সত্য সত্য, পুনঃপুনঃ সত্য। গায়ত্রী,—বেদজননী, গায়ত্রী,—ব্রাহ্মণজননী। গায়ৎ অর্থাৎ গানকর্ত্তাকে ত্রাণ করেন বলিয়া 'গায়ত্রী' এই নাম হইয়াছে। গায়ত্রী এবং সবিতা (সূর্য্য) এ উভয়ে বাচ্য বাচক সম্বন্ধ। সাক্ষাৎ সবিতা গায়ত্রীর বাচ্য এবং গায়ত্রী বাচিকা। জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও গায়ত্রীর প্রভাবেই রাজর্ষিত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মর্ষি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অন্য জগৎসৃষ্টি সামর্থ্যও তিনি এই গায়ত্রীপ্রভাবেই প্রাপ্ত হইয়াছেন;—সম্যক্ উপাসিতা হইলে এই গায়ত্রী কি না দিয়া থাকেন, বেদপাঠেও ব্রাহ্মণ হয় না, শাস্ত্রপাঠেও ব্রাহ্মণ হয় না;—দেবী গায়ত্রীর ত্রৈকালিক অভ্যাসেই ব্রাহ্মণ হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না। গায়ত্রীই পরম বিষ্ণু, গায়ত্রীই পরম শিব, গায়ত্রীই পরম ব্রহ্মা; অতএব গায়ত্রীই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাত্মক বেদত্রয়। সেই রশ্মিজালসম্পন্ন দিবাকরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; তিনি সর্ব্ব-

তেজোরাশি তিনিই কাল এবং কালপ্রবর্ত্তক। সারাসার-বিবেচনা-সম্পন্ন, আমাদিগের বৈকুণ্ঠ লোকবাসিগণ, সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া সর্ব্বদা এই শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন;—হে জনগণ! এই দেব সমস্ত দিকবিদিক্, উর্দ্ধ অধঃ এবং তির্য্যক্ প্রদেশ ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান। ইনি অনাদি-নিধন অথচ উৎপন্ন, ইনিই মাতৃগর্ভে অবস্থিত, ইনিই উৎপন্ন হইবেন; প্রতি পদার্থেই ইঁহার অস্তিত্ব এবং এই দেবই সর্ব্বতোমুখ।” যে ব্রাহ্মণেরা নিরালস্য হইয়া সূর্য্যসূক্ত দ্বারা এইরূপে সর্ব্বদাই সূর্য্যের উপাসনা করেন, হে বিপ্র! তাঁহারা সূর্য্যতুল্য হইয়া এই সূর্য্যলোকে বাস করেন। হে দ্বিজ! রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে, রবিবারে হস্তানক্ষত্রে রবিবার মূলানক্ষত্রে এবং রবিবার উত্তরাষাঢা উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে সূর্য্যসম্বন্ধে যাহা করা যায়, তাহা সফল হয়ই—অন্যথা হয় না। যে ব্যক্তি, একাহারী, কামক্রোধশূন্য এবং ব্রতধারী হইয়া পৌষমাস রবিবারে সূর্য্যোদয়কালে অবগাহনপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে সূর্য্যের দান, হোম, জপ এবং পূজা করেন, তিনি দীপ্তিশালী ও ভোগসম্পন্ন হইয়া অপ্সরোগণের সহিত সূর্য্যলোকে বাস করেন। যে সকল সুব্রত ব্যক্তি অয়ন-সংক্রান্তি, বিষুব সংক্রান্তি ষড়শীতি সংক্রান্তি এবং বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে মহাদান করে, সাজ্য তিলহোম করে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, যাহারা পিতৃলোকের উদ্দেশে এই সব দিনে শ্রাদ্ধ করে,এই সকল দিনে মহাপূজা করে, এবং মহামন্ত্র জপ করে, তাহারা সূর্য্যসমপ্রভ হইয়া সূর্য্যলোকে বাস করে। সংক্রান্তি দিনে যাহারা সূর্য্যের আরাধনা করে, তাহারা দরিদ্র, দুঃখার্ত্ত,রোগার্ত্ত,কুরূপ বা দুর্ভাগ্যসম্পন্ন হয় না। যাহারা সংক্রান্তিদান করে নাই, তীর্থজলে স্নান করে নাই, কপিলা-গব্যঘৃতসিক্ত তিলধারা বিশেষ হোম করে নাই, তাহাদিগকে দেখা যায়,—নেত্রহীন, মুখহীন, ছিন্নবস্ত্র-পরিধান, লোকের দ্বারে দ্বারে ‘দেহি দেহি’ রব করিতেছে। যে কৃতী সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে এক কুঁচ সুবর্ণও দান করে, সেই পুণ্যবান্ এই সূর্য্যলোকে বাস করে। দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলে, সকল জলই গঙ্গাজলের তুল্য; সকল ব্রাহ্মণই সাক্ষাৎ ব্রহ্মার তুল্য এবং সকল দেয় পদার্থই সুবর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণে দান, জপ, হোম, স্নান এবং শ্রাদ্ধাদি যে কিছু সদনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই সূর্য্যলোকপ্রাপ্তির হেতু। ষষ্ঠী বা সপ্তমীতে রবিবার হইলে, তাহাতে যে পুণ্যকার্য্য করা যায়, তাহার ফলভোগ এই সূর্য্যলোকে হয়। হংস, ভানু, সহস্রাংশু, তপন, তাপন, রবি, বিকর্ত্তন, বিবস্বান, বিশ্বকর্ম্মা, বিভাবসু, বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্ত্তা, মার্ত্তণ্ড, মিহির, অংশুমান, আদিত্য, উষ্ণগু, সূর্য্য, অর্য্যমা, ব্রধ্ন, দিবাকর, দ্বাদশাত্মা, সপ্তহয়, ভাস্কর, অহস্কর. খগ, সূর, প্রভাকর, শ্রীমান, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, ত্রিলোকেশ, লোকসাক্ষী, তমোরি, শাশ্বত, শুচি, গভস্তিহস্ত, তীব্রাংশু, তরণি, সমূহ, অরণি, দ্যুমণি, হরিদশ্ব, অর্ক, ভানুমান, ভয়নাশন, ছন্দোশ্ব, বেদবেদ্য, ভাস্বান, পুষা, বৃষাকপি, একচক্ররথ, মিত্র, মন্দেহারি, তমিস্রহা, দৈত্যহা, পাপহর্ত্তা, ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রকাশক, হেলিক, চিত্রভানু, কলিঘ্ন, তার্ক্ষ্যবাহন, দিক্পতি, পদ্মিনীনাথ, কেশেশয়, কর, হরি, ধর্ম্মরশ্মি, দুর্নিরীক্ষ্য, চণ্ডাংশু, কশ্যপাত্মজ—এই সপ্ততিসংখ্যক পবিত্র সূর্য্যনাম। ইহার প্রত্যেকটী চতুর্থীর একবচনান্ত, আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ পদ,—এইরূপ প্রত্যেক পদ উচ্চারণ করিয়া এবং প্রত্যেক বার সূর্য্যদর্শন করিয়া মহাপূজা সূর্য্যদেবকে পাণিপুটগৃহীত, জলপূর্ণ, সুনির্ম্মল, তাম্রপাত্রের মধ্যস্থিত করবীরাদিপুষ্প, রক্তচন্দন, দুর্ব্বাঙ্কুরে এবং অক্ষত দ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান ধ্যানপূর্ব্বক করিবে। সেই পাণিপুট-গৃহীত অর্ঘ্যপাত্র মস্তকের নিকট পর্য্যন্ত আনিয়া মন এবং নয়ন সূর্য্যে সমাধানপূর্ব্বক এই অর্ঘ্যদান করিতে হইবে। আর উদয় এবং অস্তকালে সূর্য্যকে প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। সর্ব্বমন্ত্র মধ্যে মহা গোপনীয়, এই সপ্ততি সংখ্যক মন্ত্র দ্বারা

এইরূপ অনুষ্ঠান যে মানব করিবে, সে কখনই দরিদ্র বা দুঃখী হইবে না। জন্মান্তরার্জ্জিত পাপফলে ঘোরতর বহুরোগ হইলেও বিনা ঔষধে, বিনা বৈদ্যে, বিনা পথ্যে এই কার্য্য প্রভাবেই তৎসমস্ত হইতে মুক্তিলাভ হয়। আবার যথাসময়ে মৃত্যুর পর, সূর্য্যলোকে সস স্থানে বাস হয়। হে সত্তম! সূর্য্যলোকের এই একাংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম; এই মহা-তেজোনিধির বিশেষজ্ঞতা কাহার আছে? শিবশর্ম্মা, এই পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণমধ্যে মহেন্দ্রের মহানগরী দেখিতে পাইলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—অপ্সরোলোকের কথা এবং সূর্য্যলোকের কথা শ্রবণ করিলে, কখন দারিদ্র্য হয় না এবং অধর্ম্মপ্রবৃত্তি হয় না। ব্রাহ্মণেরা এই উত্তম আখ্যান সর্ব্বদা শ্রবণ করিবেন; বেদ পাঠে যে ফল লাভ হয়, এই আখ্যান শ্রবণে সেই পুণ্য হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা এই উত্তম অধ্যায় শ্রবণ করিলে ইহলোকের পাতকরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া অত্যুত্তম গতি লাভ করেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

অমরাবতীবৃত্তান্ত ও বহ্নিলোকপ্রসঙ্গ।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—মনোভিরামা নয়নানন্দরাশি-প্রদায়িনী অত্যুত্তমা এই নগরীর নাম কি এবং ইহার অধীশ্বরই বা কে? বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে মহাভাগ শিবশর্ম্মন! ইহা অমরাবতী; সুতীর্থ-সেবা-ফলপূর্ণ মনুষ্যরূপ বনস্পতিই এই স্থানে ক্রীড়া করে। বিশ্বকর্ম্মা অতিশয় তপস্যা বলে এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে চন্দ্রিকা, দিবসেও সৌধশ্রেণী-শোভাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চন্দ্র যখন অমাবস্যাতে বা অন্য কোনসময়ে অদৃশ্য হন, তখনই তিনি আপনার প্রিয়তমা জ্যোৎস্নাকে এই সকল সৌধে গোপন করিয়া রাখিয়া দেন। এই নগরীস্থিত সুনির্ম্মল ভিত্তিতে আত্মপ্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া মুগ্ধা-রমণী, স্বামীর আনীত অপরনারী শঙ্কায় শীঘ্র চিত্রশালা প্রবেশ করিতে পারে না; ইহা কি কম আশ্চর্য্য! এই নগরীতে অন্ধকার, নীলমণি-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যশ্রেণীতে নিজ নীলিমা অর্পণ করিয়া দিবসেও নির্ভয়ে অবস্থান করে। এই নগরীতে চন্দ্রকান্ত মণিরক্ষিত নির্ম্মল জল; লোকে কলস কলস সেই জল তথা হইতে লইয়া যায় আর অন্য জল তাহারা ইচ্ছা করে না। এখানে তন্তুবায়ও নাই, সেই সকল সুবর্ণকারেরাও নাই; কল্পদ্রুমই এখানে বসন-ভূষণ যোগাইয়া থাকে। এখানে চিন্তাবিদ্যা-বিশারদ গণককুল নাই; সাক্ষাৎ চিন্তামণি অবিলম্বে সকলের চিন্তার বিষয় জানিতে পারেন। পাপকর্ম্ম-সুনিপুণ, সূপকারও এখানে নাই; একা কামধেনু হইতেই সকল প্রকার রস দোহন করিয়া লওয়া হয়। যাহার কীর্ত্তি, লোকে উত্তমরূপে শ্রবণ করিয়াছে, সর্ব্ব বাজি-রাজির মধ্যে অশ্বরত্ন সেই মহাবল উচ্চৈঃশ্রবা এই নগরীতেই বর্ত্তমান। স্ফটিকোজ্জ্বল চতুর্দ্দন্ত করিবর ঐরাবত, স্ফটিকোজ্জ্বল জঙ্গম দ্বিতীয় কৈলাসের ন্যায় এই লোকে বিরাজমান। এই স্থানে পারিজাত তরুই বৃক্ষরত্ন; সেই উর্ব্বশীই স্ত্রীরত্ন; নন্দন কানন বনরত্ন এবং মন্দাকিনী জল জলরত্ন; শ্রুতিকথিত তেত্রিশ-কোটি দেবতা এই স্থানেই প্রতিদিন ইন্দ্রসেবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করেন। স্বর্গের মধ্যে ইন্দ্রপদের অপেক্ষা উত্তমপদ আর কিছুই নাই। ত্রৈলোক্যে যে যে ঐশ্বর্য্য আছে, তৎসমুদায় এ ঐশ্বর্য্যের তুল্য নহে। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের বিনিময়ে যাহা লাভ করা যায়, সে ফলের তুল্য পবিত্র এবং মহৎ আর কি হইতে পারে! অর্চ্চিষ্মতী, সংযমিনী, পুণ্যবতী, অমলাবতী, গন্ধবতী, অলকা এবং ঐশী—সপ্ত দিক্‌পালের এই সপ্তপুরীও মহাসমৃদ্ধিতে অমরাবতীর তুল্য নহে। ইনিই সহস্রাক্ষ, ইনিই দিক্‌পতি, ইনিই দেবশ্রেষ্ঠ শতক্রতু;—এই সকল

নাম আর কাহারও নহে। অন্য সপ্ত লোক-পালেরাও ইহাঁর উপাসনা করেন। নারদাদি মুনিগণও আশীর্ব্বাদ দ্বারা ইহাঁর সম্মাননা করেন। ইন্দ্রের স্থৈর্য্যেই সকল লোকের স্থৈর্য্য হয় এবং ইন্দ্রের পরাজয়ে ত্রৈলোক্যেরই পরাজয় হয়। এই ইন্দ্রপদলাভে অভিলাষী হইয়া দৈত্য, দানব, মানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষসেরা উগ্রসংযম অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে। অশ্বমেধকারী সগরাদি রাজগণ, ইন্দ্রৈশ্বর্য্য গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া মহাযত্ন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া পৃথিবীতে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিতে পারে, সে অমরাবতীতে শচী প্রাপ্ত হয়। শতক্রতু যাহাদের সমাপ্ত হয় নাই, এমন রাজারা এবং জ্যোতিষ্টোমাদি-যাগকর্ত্তা দ্বিজাতিরা এই অমরাবতীতে বাস করেন। যে সকল নির্ম্মলাত্মা ব্যক্তি, তুলাপুরুষদানপ্রভৃতি ষোড়শ মহাদান করেন, তাঁহাদের অমরাবতী প্রাপ্তি হয়। নির্ভয়বাদী, সমরে অপরাঙ্মুখ, বীরশয্যায় শায়িত, ধীর, বীর ক্ষত্রিয়গণ, এস্থানে অবস্থান করে। এই ইন্দ্রনগরের ভাব-পরিচয় আমি নামমাত্রে দিলাম। যজ্ঞবিদ্যা-বিশারদ, যাযজূকগণেরও এই স্থানে বাস হয়। এই অর্চ্চিষ্মতী নাম্নী মঙ্গলময়ী বহ্নিনগরী অবলোকন কর; অগ্নিভক্ত সুব্রতগণ, এই স্থানে অবস্থান করেন। যে সকল দৃঢ়সত্য জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা এবং সত্ত্বস্থলা রমণীরা অগ্নিপ্রবেশ করে, তাহারা সকলেই অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া অগ্নিলোকে অবস্থিত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র-রত, যাঁহারা সাগ্নিক ব্রহ্মচারী এবং যাঁহারা পঞ্চাগ্নিব্রত-পরায়ণ, তাঁহারা অগ্নিলোকে অগ্নির সমান তেজস্বী হইয়া অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি শীতকালে, শীতাপহরণের জন্য, লোককে কাষ্ঠভার প্রদান করে এবং অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, সে অনলসমীপে বাস করে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে অনাথলোকের অগ্নিসংস্কারকার্য্য করে অথবা স্বয়ং একার্য্যে অশক্ত হইলে, অগ্নিসংস্কারের জন্য অন্য কাহাকেও প্রেরণ করে, সে অগ্নিলোকে সসম্মানে গৃহীত হয়। যে ব্যক্তি, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি জন্য, মন্দাগ্নি ব্যক্তিকে অগ্নিকারক ঔষধ দেন, সেই পুণ্যাত্মা চিরকাল অগ্নিলোকে বাস করে। যে ব্যক্তি যজ্ঞের উপকরণ বস্তু এবং যজ্ঞ করিবার জন্য ধন যথাশক্তি প্রদান করেন, তিনি অর্চ্চিষ্মতী পুরীতে বাস করেন। এক অগ্নিই দ্বিজগণের পরম মুক্তিপ্রদ, অগ্নি দ্বিজগণের গুরু, দেবতা, ব্রত এবং তীর্থ—সকলই :—ইহা নির্ণীত হইয়াছে। সকল অপবিত্র বস্তুই অগ্নি-সংসর্গে ক্ষণকাল মধ্যে পবিত্র হয়, এই জন্যই অগ্নির নামান্তর 'পাবক'। যে ব্রাহ্মণ, বেদপাঠ করিয়াও বহ্নিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র অনুরাগী হয়, সে প্রকৃতপক্ষে বেদবেত্তা নহে। এই অগ্নিই সাক্ষাৎ অন্তরাত্মা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। তিনি উদরস্থ ভুক্ত মাংসাদি পরিপাক করেন বটে; কিন্তু রমণীগণের গর্ভস্থ বালককে পরিপাক করেন না। প্রত্যক্ষ-গোচরা অগ্নিস্বরূপা মূর্ত্তিই শম্ভুর তৈজসী মূর্ত্তি। ইনিই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্ত্রী এবং এই মূর্ত্তি ব্যতীত জগতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই চিত্রভানু, সাক্ষাৎ মহেশ্বরের চক্ষু। ঘোরান্ধকারময় জগতে ইনি ভিন্ন আলোকদাতা আর কে আছে? অনলভুক্ত ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এবং ইক্ষু-বিকার মিষ্টদ্রব্যই অগ্নি কর্তৃক স্বর্গে দেবগণ, সকলে গ্রহণ করেন। শিবশর্ম্মা কহিলেন,—এই অগ্নি কে? ইনি কাহার পুত্র? কিরূপেই বা ইনি অগ্নিপদ লাভ করিলেন?—এতৎ-সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণু পারিষদ-দ্বয় বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! শ্রবণ কর; ইনি যে, যাঁহার পুত্র এবং যেরূপে এই জ্যোতিষ্মতী পুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতেছি। পূর্ব্বকালে নর্ম্মদার রমণীয় তীরে নর্ম্মপুরনামক নগরে বিশ্বানর নামে এক শাণ্ডিল্যগোত্র পুণ্যাত্মা শিবভক্ত মুনি ছিলেন। সর্ব্বদা বেদাধ্যয়নরূপ ঋষিযজ্ঞ-পালনে তৎপর, ব্রহ্মতেজোময়, জিতেন্দ্রিয়, সুপবিত্র ব্রহ্মচর্য্যা-

শ্রমনিষ্ঠ সেই মুনি, নিখিল শাস্ত্রজ্ঞান এবং লৌকিকাচার-চাতুর্য্য লাভ করিয়া মনে মনে শিবধ্যানপূর্ব্বক চিন্তা করিলেন,—যে আশ্রম পালন করিলে ইহ-পরকালে সুখলাভ হয়, চারি আশ্রমের মধ্যে সজ্জনগণের অতিমঙ্গল-কর এমন আশ্রম কোন্‌টী? "এইটী শ্রেয়স্কর, না, এইটী শ্রেয়স্কর, এইটী সুখকর"—এইরূপে সকল আশ্রম বিচার করিয়া গার্হস্থ্যেরই তিনি প্রশংসা করিলেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক, এই চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই সকলের আশ্রয়; গৃহস্থ ব্যতীত ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। গৃহস্থই প্রত্যহ দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ ও তির্য্যক্‌জাতির উপজীব্য। অতএব গৃহস্থাশ্রমাবলম্বীই শ্রেষ্ঠ। যে গৃহস্থ স্নান, হোম এবং দান না করিয়া ভোজন করে; সে দেবতাপ্রভৃতির নিকট ঋণগ্রস্ত থাকিয়া নরকে গমন করে। স্নান না করিয়া যে গৃহস্থ ভোজন করে, সে মলভোজী; বেদপাঠ না করিয়া যে ভোজন করে, সে পূযশোণিত-ভোজী; হোম না করিয়া যে ভোজন করে, সে কৃমিভোজী; আর দান না করিয়া যে ভোজন করে, সে বিষ্ঠাভোজী। কল্পনায় ব্রহ্মচর্য্য—পরিত্যাগ মাত্র; কিন্তু গার্হস্থ্যের মধ্যেও যে প্রকার ব্রহ্মচর্য্য, স্বভাব-চপলচেতা ব্রহ্মচারীরও সে ব্রহ্মচর্য্য কোথায়? জোর করিয়া হউক, লোকভয়ে হউক বা কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশেই হউক, ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া মনেও যদি কোন ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধী কর্ম্ম চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মচর্য্য পালন করা, না-করা, তুল্য। পরদার বর্জ্জন, স্বদারে সন্তোষ এবং স্বদারেও মাত্র ঋতুকালে গমন, এই কয়টী কারণে গৃহস্থও ব্রহ্মচারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহার রাগ-দ্বেষ নাই, কাম ক্রোধ নাই, সেই সাগ্নিক, সভার্য্য গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি, আপাত-বৈরাগ্য গৃহত্যাগ করিয়া হৃদয়ে গৃহধর্ম্ম চিন্তা করে, সে, না গৃহস্থ, না বানপ্রস্থ; সে উভয় আশ্রম হইতেই ভ্রষ্ট। যে গৃহস্থ, অযাচিত ভাবে উপস্থিত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যে কোন উপায়েই সন্তুষ্ট হন, তিনি ভিক্ষুক হইলেও শ্রেষ্ঠ। যে যতি, দুর্লভ সুলভ যে কোন বস্তু প্রার্থনা করে এবং আহারে যাহার সন্তোষ হয় না, সে যতি পতিত। সেই বিশ্বানর ব্রাহ্মণ, আশ্রম-চতুষ্টয়ের এই প্রকার গুণ দোষ বিচার করিয়া নিজের অনুরূপা কুল-কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিলেন। তিনি অগ্নিপরিচর্য্যা এবং পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ, যজন, যাজন, নিত্য এই ষট্‌কর্ম্মে রত হইলেন এবং তিনি দেবগণের ও অতিথিগণের প্রীতি-ভাজন হইলেন। তিনি ধীরচিত্ত হইয়া যথা-কালে, পরস্পরের অবিরুদ্ধ, দম্পতির অনুকূল ধর্ম্ম অর্থ কাম উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই কর্ম্মকাণ্ডবেত্তা ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বাহ্নে দৈবকর্ম্ম, মধ্যাহ্নে মনুষ্যকৃত্য এবং অপরাহ্নে পিতৃকৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইল; কামপত্নীর ন্যায় সুব্রতা শুচিষ্মতী নাম্নী সেই বিপ্র-পত্নী স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় বংশের অঙ্কুর পর্য্যন্ত না দেখিয়া, "স্বামীই মঙ্গল-কর" এই বিবেচনা করত তাঁহাকে বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠবুদ্ধে! প্রিয়ব্রত! প্রাণনাথ! আর্য্য-পুত্র! আপনার শ্রীচরণ পূজার ফলে জগতে আমার দুর্লভ কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের যে যে ভোগ উপযুক্ত, আপনার প্রসাদে অলঙ্কৃত হইয়া তৎসমুদয় আমি ভোগ করিয়াছি, প্রসঙ্গতঃ তাহাও বলিতেছি। উত্তম বস্ত্র, উত্তম গৃহ, উত্তম শয্যা, উত্তম দাসী, মাল্য, তাম্বুল, অন্ন এবং পান—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জনগণের এই অষ্টবিধ ভোগ্যই আমি ভোগ করিয়াছি। নাথ! আমার হৃদয়ে গৃহস্থগণের উপযুক্ত একটী প্রার্থনা অনেক দিন হইতে আছে; আপনার তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। বিশ্বানর বলিলেন,—হে পতিহিতৈষিণি! সুনিতম্বিনি! তোমাকে অদেয় আমার কি আছে? হে মহাভাগে! অত-এব প্রার্থনা কর; অবিলম্বে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব! হে কল্যাণি! সর্ব্বমঙ্গলকারী মহে-

শ্বরের প্রসাদে ইহ-পরকালে আমার কিছুই দুর্লভ নাই। পতিদেবতা বিশ্বানরপত্নী, পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টবদনে বলিলেন,—আমি যদি বরলাভে যোগ্যা হই এবং আমাকে যদি বরদান করেন, ত আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না, হে নিষ্পাপ শিবভক্ত! আপনি শিব-সদৃশ পুত্র আমাকে প্রদান করুন। পবিত্রব্রত বিশ্বানর, শুচিষ্মতীর এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্ষণকাল হৃদয়ে সমাধি অবলম্বন করিয়া পরে চিন্তা করিলেন,—ওঃ! এই তন্বঙ্গী মনোরথ-পথেরও দূরবর্ত্তী কি অতি দুর্লভ প্রার্থনাই করিয়াছেন! যাহা হউক, সেই বিশ্বেশ্বরই সর্ব্বকর্ত্তা। সেই শম্ভুই বাক্‌স্বরূপ ইহাঁর মুখে অবস্থিত হইয়া এই কথা বলিয়াছেন, ইহার অন্যথা করে কার সাধ্য? ইহা হইবেই। অনন্তর একপত্নীব্রতাবলম্বী বিশ্বানর মুনি, পত্নী শুচিষ্মতীকে বলিলেন,—"কান্তে! তাহাই হইবে।" পত্নীকে এই প্রকার আশ্বাস দিয়া মুনি বিশ্বানর, যথায় সাক্ষাৎ কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর অবস্থিত, তপস্যার জন্য তথায় যাত্রা করিলেন। অনন্তর সত্বর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া মণিকর্ণিকা দর্শন করিয়া শতজন্মার্জ্জিত তাপ-ত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। বিশ্বেশ্বর প্রমুখ সকল লিঙ্গ দর্শন, সকল কুণ্ড, সকল বাপী, সকল কূপ এবং সকল সরোবরে স্নান, সকল বিনায়ককে নমস্কার, সকল গৌরীকে প্রণাম, পাপবিনাশী কালরাজ ভৈরবের উত্তম পূজা, দণ্ডপাণি-প্রমুখ গণমণ্ডলীর যত্নসহকারে স্তবপাঠ, আদিকেশব প্রভৃতি বিষ্ণুবিগ্রহ সকলের সন্তোষসাধন, লোলার্ক প্রভৃতি সূর্য্য প্রতিমাসমূহকে পুনঃপুনঃ প্রণাম, নিরালস্যে সর্ব্বতীর্থে পিণ্ড প্রদান, ভোজনাদি দ্বারা সহস্র যতি ও সহস্র ব্রাহ্মণের তৃপ্তিসাধন এবং মহা-পূজোপচার দ্বারা ভক্তিসহকারে শিবলিঙ্গ সকল পূজা করিয়া বারংবার চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কোন্ লিঙ্গ শীঘ্র সিদ্ধপ্রদ? আমার এই পুত্রকামনার তপস্যা কোন্ লিঙ্গে নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইবে? অর্থাৎ কোন্ লিঙ্গের নিকট তপস্যা করিলে, আর অন্য লিঙ্গের নিকট যাইতে হইবে না? শ্রীমান্ ওঙ্কারনাথ, কৃত্তি-বাসেশ্বর, কালেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, কলশেশ্বর, কেদারেশ্বর, কামেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, ত্রিলোচন, জ্যেষ্ঠেশ্বর, জম্বুকেশ, জৈগীশ্বর, দশাশ্বমেধেশ্বর, ঈশানেশ্বর, দ্রুমিচণ্ডেশ্বর, দৃক্কেশ, গরুড়েশ, গোকর্ণেশ, ঢুণ্ঢি-গণেশ, আশাগজগণেশ, সিদ্ধি-গণেশ, ধর্ম্মেশ্বর, তারকেশ্বর, নন্দিকেশ্বর, নিবাসেশ্বর, পত্রীশ, পর্ব্বতেশ্বর, প্রীতিকেশ্বর, পশুপতি, ব্রহ্মেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, বিভাণ্ডকেশ্বর, ভারভূতেশ্বর, মহালক্ষ্মীশ্বর, মরুতেশ্বর, মোক্ষেশ, গঙ্গেশ, নর্ম্মদেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, মণিকর্ণিকেশ্বর, রত্নেশ্বর, সাধক-সিদ্ধিপ্রদ, যোগিনীপীঠ, যামুনেশ, লাঙ্গলীশ্বর, শ্রীমান্ প্রভু বিশ্বেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, বিশা-লাক্ষীশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, বরাহেশ্বর, ব্যাসেশ্বর, বৃষধ্বজ, বরুণেশ, বিধীশ, বসিষ্ঠেশ, শনীশ্বর, সোমেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর, স্বর্লীনেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, হরিকেশেশ্বর, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, মহা-দেব, উপশান্তিশিব, ভবানীশ, কপর্দীশ, কন্দু-কেশ্বর, অজেশ্বর এবং মিত্রাবরুণেশ্বর, এতৎ সমুদয়ের মধ্যে শীঘ্র পুত্রপ্রাপ্তি কোথায় হয়? সুবুদ্ধি মুনি বিশ্বানর ক্ষণকাল এইরূপ বিচার করিয়া বলিলেন,—ওঃ! স্মরণ হইয়াছে, এতক্ষণ বিস্মৃতিযুক্ত হইয়াছিলাম; এতদিনে মনোরথ সফল হইল! সিদ্ধগণ সেবিত, সিদ্ধিকর এক পরম লিঙ্গ আছেন, তাঁহার দর্শন স্পর্শনে মন, চিরসুখ লাভ করে। দেবতারা সেই লিঙ্গ দিবারাত্র পূজা করিবার জন্য ইন্দ্রের অনুমতি লইয়া সর্ব্বদা স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাখিয়াছেন। যেখানে প্রসিদ্ধ বিকটা দেবী সিদ্ধিরূপে প্রকট হইয়া আছেন, সাক্ষাৎ সিদ্ধিগণেশ, যে স্থান-স্থিত ভক্তগণের বিঘ্নরাশি দূর করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতেছেন, সর্ব্বপ্রাণীর সিদ্ধিপ্রদ সেই পঞ্চমুদ্রা-মহাপীঠ অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রের মধ্যে পরম সিদ্ধিক্ষেত্র। মহাগুহ্য-তম বীরেশ্বর লিঙ্গ, সেইখানেই আছেন।

কাশীর কোনস্থানেই এক তিল অন্তর ভূমিও লিঙ্গহীন নহে, পরন্তু বীরেশ্বর তুল্য আশুসিদ্ধিপ্রদ, আশুধর্ম্মপ্রদ, আশু-অর্থপ্রদ, আশুকামপ্রদ এবং আশুমোক্ষপ্রদ লিঙ্গ আর নাই। কাশীতে বীরেশ্বর লিঙ্গ যেমন, তেমনটী আর নাই, ইহা নিশ্চিত। পূর্ব্বকালে পঞ্চস্বর গন্ধর্ব্ব, স্বচ্ছবিদ্য নামে বিদ্যাধর এবং বসুপূর্ণ নামে যক্ষরাজ, এই শিব-সকাশেই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে এই স্থানে, কোকিলালাপা নাম্নী শ্রেষ্ঠ অপ্সরা ভক্তিভাবে নৃত্য করিতে করিতে সশরীরে এই লিঙ্গে লীন হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে বেদশিরা নামক ঋষি, শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করিতে করিতে এই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গে সশরীরে প্রবিষ্ট হন। চন্দ্রমৌলি এবং ভরদ্বাজ নামে দুই জন পরম শৈব, বীরেশ্বর পূজা করিয়া গান করিতে করিতে এই লিঙ্গে লীন হইয়াছেন। নাগশ্রেষ্ঠ শঙ্খচূড়, রজনীতে স্বীয় ফণান্বিত মণিকিরণ দ্বারা এই লিঙ্গে বহুবার নীরাজনা করিয়া ছয় মাস মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই স্থানে হংসপদী নাম্নী কিন্নরী, স্বামী বেণুপ্রিয়ের সহিত সুস্বরে গান করত পরম-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। অসংখ্য সহস্র সহস্র সিদ্ধগণ, এই স্থানেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্য জগতে বীরেশ্বর লিঙ্গ পরম সিদ্ধ লিঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বিদেহবংশীয় জয়দ্রথ, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, বীরেশ্বর শিবলিঙ্গ আরাধনা করেন, তৎফলেই তিনি রিপুকুল নির্ম্মূল করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করেন। মগধাধিপতি জিতেন্দ্রিয় বিদূরথ রাজা অপুত্রক ছিলেন, পরে বীরেশ্বর-প্রসাদে তিনি পুত্রবান্ হন। বসুদত্ত এবং রত্নদত্ত নামে বণিক্, এক বৎসর কাল এই স্থানে বীরেশ্বর লিঙ্গ পূজা করিয়া তৎপ্রভাবে, বায়ুতনয় তুল্য কন্যারত্ন লাভ করেন। আমিও এই স্থানে ত্রিকাল বীরেশ্বর লিঙ্গ পূজা করিয়া শীঘ্রই পত্নীর অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিব। ধৈর্য্যশালী কৃতী ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিশ্বানর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া চন্দ্রকূপ-জলে স্নানান্তে আরাধনার নিয়ম গ্রহণ করিলেন। তিনি, একমাস একাহারী হইলেন, একমাস নক্তাহারী হইলেন, একমাস অযাচিত-ভোজী হইলেন এবং একমাস উপবাসী থাকিলেন। একমাস, মাত্র দুগ্ধ পান দ্বারা জীবনরক্ষা করিতে লাগিলেন, একমাস শাকভোজী এবং ফলভোজী হইয়া থাকিলেন, একমুষ্টি তিল ভোজনে একমাস অতীত করিলেন, আর একমাস কেবল জল পান করিয়া থাকিলেন। তৎপরে একমাস পঞ্চগব্যাহারে, একমাস চান্দ্রায়ণ-ব্রতে, একমাস কুশাগ্রস্থিত জলবিন্দুমাত্র পান দ্বারা এবং শেষ একমাস বায়ুভোজী হইয়া কাটাইলেন। অনন্তর দ্বিজ বিশ্বানর, ত্রয়োদশ মাসের প্রথম দিনে, প্রত্যূষে গঙ্গাজলে স্নান করিয়া যেমন আসিয়াছেন, অমনি সেই তপোধন ব্রাহ্মণ লিঙ্গমধ্যে দেখিলেন,—বিভূতিভূষিত আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, সুরক্ত-ওষ্ঠাধর, রুচির-পিঙ্গল-জটা-মণ্ডিত-মস্তক, হাস্যমুখ, দিগম্বর, শৈশবোচিত বেশ-ভূষা-সম্পন্ন অষ্টবর্ষাকৃতি একটী মনোহর বালক। সেই বালক শ্রুতিসূক্তাবলী পাঠ করিতেছেন এবং স্বীয় লীলায় হাস্য করিতেছেন। বিশ্বানর তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া, গদ্গদ-স্বরে পুনঃপুনঃ 'নমোঽস্তু' এই কথা উচ্চারণ করত স্তব করিতে লাগিলেন;—সত্য সত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সব; জগতে নানা কিছুই নাই। শ্রুতিতে আছে,—এক রুদ্রই আছেন, দ্বিতীয় নাই; অতএব আপনিই এক অদ্বিতীয় মহেশ্বর ব্রহ্ম, আপনাকে ভজনা করি। হে শম্ভো! এক আপনিই নিখিল জগতের কর্ত্তা; সূর্য্য যেমন এক হইলেও নানাজলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক বলিয়া প্রতীত হন, তদ্রূপ নিরাকার আপনি একস্বরূপ হইয়াও নানাবিধ বস্তুতে নানারূপে প্রতিভাত হন। অতএব হে ঈশ! আপনা ব্যতীত আর কাহাকেও ভজনা করি না। যেমন রজ্জু, শুক্তি এবং মরীচিকা বলিয়া জানিতে পারিলে, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম এবং মরীচিকায় জলরাশিভ্রম অপগত

হয়, তদ্রূপ যাঁহাকে জানিতে পারিলে এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জগৎপ্রসঙ্গ-ভ্রম অপনীত হইয়া থাকে, সেই মহেশ্বরকে ভজনা করি। হে শম্ভো! আপনি জলে শৈত্য, অনলে দাহিকা শক্তি, সূর্য্যে উত্তাপ, আপনি চন্দ্রে প্রসন্নতা, পুষ্পে গন্ধ, এবং দুগ্ধমধ্যে ঘৃত; তাই আপনাকে ভজনা করি। আপনি শ্রোত্রহীন, তথাপি শব্দগ্রহণ করেন; আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাই, অথচ আপনি ঘ্রাণ লইয়া থাকেন; আপনি পাদহীন, অথচ দূর হইতে আগমন করেন; আপনার চক্ষু নাই, কিন্তু আপনি দর্শন করেন; আপনার জিহ্বা নাই তথাপি আপনি রসজ্ঞ; অতএব আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে কে পারে?—আপনাকে ভজনা করি। হে ঈশ! বেদ আপনাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবগত নহেন; বিষ্ণু, অখিলবিধাতা ব্রহ্মা, যোগীন্দ্রগণ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও আপনাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানেন না,—ভক্তই কেবল আপনাকে জানে; অতএব আপনাকে ভজনা করি। হে ঈশ! আপনার গোত্র নাই, জন্ম নাই, নাম নাই, রূপ নাই, শীল নাই, দেশও নাই; আপনি এরূপ হইলেও ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং লোকের সর্ব্ববিধ কামনা পূর্ণ করেন, অতএব আপনাকে ভজনা করি। হে স্মরারে! আপনা হইতেই সকল উৎপন্ন এবং আপনিই সব;—আপনি গৌরীশ, আপনি নগ্ন এবং আপনি অতীব শান্ত; আপনি বৃদ্ধ, আপনি যুবা এবং আপনি বালক,—অধিক আর কি বলিব, যাহা আপনি নহেন, এমন আর কি আছে;—অতএব আপনাকে নমস্কার করিতেছি। যখন বিপ্র বিশ্বানর, অতি হর্ষসহকারে এইরূপ স্তব করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন, তখন নিখিল বৃদ্ধের বৃদ্ধ সেই বালক বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! বর প্রার্থনা কর। অনন্তর, কৃতী বিশ্বানর মুনি, হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন,—প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত কি আছে?

ভগবন্! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বস্বরূপী এবং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা। আপনি ঈশ্বর, দৈন্যকারিণী যাচ্ঞায় আমাকে নিযুক্ত করিতেছেন কেন? শিশুরূপী দেবদেব, পবিত্র শুদ্ধব্রত বিশ্বানরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সুপবিত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া অবিলম্বে প্রত্যুত্তর দিলেন,—হে পবিত্র! তুমি শুচিষ্মতী বিষয়ে যে অভিলাষ মনে মনে করিয়াছ, তাহা অচিরকালের মধ্যে নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। হে মহামতে! আমি শুচিষ্মতীর গর্ভে—তোমার সর্ব্বদেবপ্রিয় পবিত্র পুত্ররূপ উৎপন্ন হইব। আমার নাম হইবে, গৃহপতি। তোমার কথিত এই পবিত্র অভিলাষাষ্ট স্তোত্র শিবসমীপে একবৎসর ত্রিকালে পাঠ করিলে, কামনা পূর্ণ হয়। এই স্তোত্রপাঠে পুত্র-পৌত্র হয়, ধন হয়, সর্ব্ববিষয়ে শান্তি হয়, সকল আপদ বিনষ্ট হয় ও স্বর্গ এবং মুক্তিও সম্পন্ন হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে অপুত্রক ব্যক্তি, একবৎসর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর উত্তমরূপে স্নান করিয়া শিবলিঙ্গপূজন পুরঃসর এই স্তোত্র পাঠ করে, সে পুত্রবান্ হয়। যে ব্যক্তি বৈশাখ, কার্ত্তিক এবং মাঘমাসে বিশেষনিয়মাবলম্বী হইয়া স্নানকালে এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সকল ফললাভ হয়। আমি অব্যয় হইলেও এই কার্ত্তিকমাসের প্রসাদেই তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব; অন্য যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করিবে, তাহারও পুত্র আমি হইব। এই অভিলাষাষ্টক যে কোন ব্যক্তিকে দিবে না; প্রযত্ন সহকারে ইহা গোপনে রাখিবে, এই স্তবপাঠপ্রভাবে মহাবন্ধ্যারও সন্তান হয়। স্ত্রী অথবা পুরুষ, একবৎসর কাল নিয়মপূর্ব্বক লিঙ্গসমীপে এই স্তোত্র পাঠ করিলে, নিশ্চয়ই পুত্র হইবে। এই বলিয়া লিঙ্গমধ্যে আবির্ভূত বালক, অন্তর্হিত হইলেন; বিপ্র বিশ্বানরও গৃহে গমন করিলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

অগ্নির উৎপত্তি।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে সুভগো! মুনি-ভগিনি! পুণ্যশীল এবং সুশীল, শিবশর্ম্মাকে বৈশ্বানরের উৎপত্তি কথা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। অনন্তর যথাকালে যথাবিধি গর্ভাধান-কর্ম্ম বিহিত হইলে, বিশ্বানরপত্নী গর্ভবতী হইলেন, অনন্তর পণ্ডিত বিশ্বানর, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে অর্থাৎ তৃতীয় মাসে, পুংস্ত্ববিবৃদ্ধির জন্য গৃহোক্ত বিধি অনুসারে উত্তমরূপে পুংসবন কার্য্য সমাধা করিলেন। সেই ক্রিয়াভিজ্ঞ বিশ্বানর, সুখে প্রসব হইবে বলিয়া গর্ভের রূপ-সমৃদ্ধি-সম্পাদক সীমন্তোন্নয়ন-কার্য্য অষ্টম মাসে করিলেন। অনন্তর, উত্তম নক্ষত্র, কেন্দ্রস্থ বৃহস্পতি, শুভগ্রহ সকল পঞ্চম নবমাদি অযুগ্মস্থানস্থিত এবং শুভলগ্ন; সেই সময়ে বিশ্বানর-পত্নী শুচিষ্মতীর গর্ভ হইতে সর্ব্বামঙ্গল-বিনাশন ইন্দুসুন্দরবদন এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; উৎপত্তি মাত্রেই তাঁহার প্রভায় সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল হইল। তৎক্ষণাৎ ভূর্ভুবঃস্বর্লোকনিবাসী প্রাণিগণের সম্পূর্ণ সুখরাশি উত্থিত হইল। দিগ্বধূ-মুখ সৌরভ সম্পাদক, গন্ধবহ-বাহন জলদজাল, কমনীয়-গন্ধ কুসুমরাশি বর্ষণ করিল। দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইল, দিক্ সকল সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন হইল। চতুর্দ্দিক্স্থ নদী সমুদয়, প্রাণিগণের হৃদয়ের সহিত নির্ম্মল হইল। তমোগুণ, অজ্ঞান এবং অন্ধকার বিনষ্ট হইল, রজোগুণ এবং ধূলিরাশি বিলীন হইল, প্রাণিগণ সত্ত্বগুণ এবং বীর্য্যযুক্ত হইল; তখন পৃথিবী বড়ই মঙ্গলময়ী হইলেন। প্রাণিগণের প্রীতিবিধায়িনী কল্যাণী বাণী সর্ব্বত্র উচ্চরিত হইল। তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, রম্ভা প্রভা, বিদ্যুৎপ্রভা, শুভা, সুমঙ্গলা, শুভালাপা এবং সুশীলা প্রভৃতি বারাঙ্গনাগণ, দোদুল্যমান-মুক্তাদাম-শোভিত, কর্পূরাগুরু-মৃগনাভি কর্দ্দোল-কর্দ্দম পূর্ণ, প্রবাল-হীরক দীপাবলী-সমন্বিত, হরিদ্রাচূর্ণলিপ্ত, মরকত-মণি-রাগ-রঞ্জিত, দধি-কুঙ্কুমরুচিরমাল্যভূষিত, পদ্মরাগপ্রবাল গোমেদ পুষ্পরাগ এবং ইন্দ্রনীল প্রভৃতি রত্নরাজি দ্বারা উদ্ভাসিত ক্বণৎ-কঙ্কণ-বিলগ্ন পাত্র সকল সহর্ষে করতলে গ্রহণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। সহস্র সহস্র বিদ্যাধরী কিন্নরী এবং অমরাঙ্গনাগণ চামর পরিচালন করিতে করিতে মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে তথায় আগত হইলেন। সুস্বরশালিনী গন্ধর্ব্বকন্যা, নাগকন্যা এবং যক্ষকন্যারা সুললিত গান করিতে করিতে দলে দলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, আমি (অগস্ত্য) বিভাণ্ডক, মাণ্ডব্য, লোমশ, লোমপাদ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভৃগু, গালব, গর্গ, জাতুকর্ণ, পরাশর, আপস্তম্ব, যাজ্ঞবল্ক্য, দক্ষ, বাল্মীকি, মুদ্গল, শাতাতপ, লিখিত, শঙ্খ, শিলাদ, উঞ্ছভুক্, জমদগ্নি, সম্বর্ত্ত, মতঙ্গ, ভরত, অংশুমান্, ব্যাস, কাত্যায়ন, কুৎস, শৌনক, সুশ্রুত, শুক, ঋষ্যশৃঙ্গ, দুর্ব্বাসা, রুচি, নারদ, তুম্বুরু, উতঙ্ক, বামদেব, চ্যবন, অসিত, দেবল, শালঙ্কায়ন, হারীত, বিশ্বামিত্র, ভার্গব, সপুত্র মৃকণ্ডু, দাল্ভ্য, উদ্দালক, ধৌম্য, উপমন্যু এবং বৎস প্রভৃতি মুনিগণ ও মুনিকন্যাগণ, বিশ্বানর-তনয়ের শান্তির জন্য, ধন্য বিশ্বানরাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বৃহস্পতি সহ ব্রহ্মা, দেবশ্রেষ্ঠ গরুড়ধ্বজ, নন্দি-ভৃঙ্গি-সমভিব্যাহারে গৌরী সহ বৃষধ্বজ, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, পাতালনিবাসী নাগগণ এবং নদী-সমভিব্যাহারী মহাসমুদ্রগণ বহুতর রত্ন গ্রহণ করিয়া আর সহস্র সহস্র স্থাবর-পর্ব্বতাদি জঙ্গমরূপ ধারণ করিয়া সেই মহামহোৎসবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন যেন তথায় অকাল-কৌমুদী হইল। দেবপ্রবর পিতামহ, স্বয়ং বিশ্বানর-তনয়ের জাতকর্ম্ম করিলেন। অনন্তর, তিনি নামকরণ-প্রতিপাদিকা শ্রুতি বিচার করিয়া "এই বালকের নাম গৃহপতি" একাদশদিনে কর্ত্তব্য এই নামকরণ-কার্য্য যথা-বিধানে তাঁহার নাম নিষ্পাদক বেদ উচ্চারণ করত সম্পাদন করিলেন। সেই বেদমন্ত্র,—

"অয়মগ্নিঃ গৃহপতিঃ" ইত্যাদি এবং "অগ্নেঃ গৃহপতেঃ" ইত্যাদি ; অপর শাখোক্ত বেদমন্ত্রও উচ্চারণ করিলেন। সর্ব্বপ্রপিতামহ ব্রহ্মা, চতুর্ব্বেদ-মন্ত্রোক্ত আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিয়া এবং বালকদিগের জন্য যাহা করিতে হয়, সেই রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিয়া হংসারোহণে, হরিহর সমভিব্যাহারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। "বালকটীর কি রূপ! কি তেজঃ! কি বা সর্ব্বাঙ্গের লক্ষণ! ওঃ! শুচিষ্মতীর কি ভাগ্য! স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অথবা শিবভক্তগণের নিকট স্বয়ং শিব যে আবির্ভূত হইবেন, ইহা বিচিত্রই বা কি? কেননা, শিবভক্তেরাও "শিব" রোমাঞ্চিত-কলেবরে পরস্পর এই প্রকার স্তব করত বিশ্বানরের সহিত বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যথাস্থানে সকলেই গমন করিলেন। এইজন্যই গৃহস্থেরা, পুত্রকামনা করে ; এই চিরন্তন শ্রুতি আছে—'পুত্র দ্বারাই সকল লোক জয় হয়।' অপুত্র ব্যক্তির গৃহ শূন্য ; অপুত্রের উপার্জ্জন বিফল ; অপুত্রের বংশ থাকে না ; এবং অপুত্রক ব্যক্তি অপেক্ষা অপবিত্র আর কিছুই নাই। পুত্রলাভ অপেক্ষা পরম-সুখকর বস্তু আর নাই ; এবং ইহলোক ও পরলোক; কোথাও পুত্র অপেক্ষা পরম মিত্র নাই। ঔরস, ক্ষেত্রজ, ক্রীত, দত্তক, স্বয়ংপ্রাপ্ত, পুত্রিকা-পুত্র আর বিপদে রক্ষিত, এই সপ্তবিধ পুত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। পণ্ডিত গৃহস্থ, সপ্তবিধ পুত্রের মধ্যে একতম পুত্র রাখিবে। যাহার নাম, যত প্রথমে পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই পুত্র তত শ্রেষ্ঠ এবং পর পর পরিগৃহীত পুত্রেরা ক্রমে ক্রমে নিকৃষ্ট। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—পিতা বিশ্বানর, চতুর্থমাসে এই বালকের 'নিষ্ক্রমণ' কর্ম্ম করিলেন ; ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন দিলেন ; প্রথম বৎসরে যথাবিধি চূড়াকরণ করিলেন। অনন্তর কর্ম্মবেত্তা কৃতী পিতা 'কর্ণবেধ' কার্য্য সমাপন করিয়া, ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধির জন্য পঞ্চমবর্ষে শ্রবণানক্ষত্রে 'উপনয়ন' দিলেন। অনন্তর সুবুদ্ধি বিশ্বানর, 'উপাকর্ম্ম' কার্য্যের পর, পুত্রকে বেদ অধ্যাপনা করিলেন। বিশ্বানর-পুত্র,—অঙ্গ, পদ এবং ক্রমের সহিত সকল বেদ, তিন বৎসর যথাবিধি অধ্যয়ন করিলেন। শক্তিশালী গৃহপতি, বিনয়াদি গুণাবলী প্রকাশ করত নিমিত্তমাত্র গুরুর মুখ হইতে সমস্ত বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তত্ত্বজ্ঞানী কামচারী দেবর্ষি নারদ, বিশ্বানরতনয় গৃহপতিকে নবম বর্ষ বয়সে মাতাপিতৃ-শুশ্রূষায় রত দেখিয়া, বিশ্বানরের আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তথায় বিশ্বানর-দত্ত অর্ঘ্য এবং আসন ক্রমে গ্রহণ করিয়া বিশ্বানরকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—হে মহাভাগ বিশ্বানর! হে শুভব্রতে শুচিষ্মতি! এই শিশু গৃহপতি, তোমাদের বাক্য পালন করিতেছে ; অতি উত্তম। মাতাপিতার বাক্য পালন ব্যতীত, পুত্রের আর অন্যতীর্থ নাই ; দেবতা নাই, গুরু নাই, সৎকর্ম্ম নাই এবং অন্য ধর্ম্মও নাই। ত্রৈলোক্যে পুত্রের পক্ষে মাতাপিতার অধিক আর কিছুই নাই, গর্ভে ধারণ এবং পোষণ প্রযুক্ত মাতা, পিতা অপেক্ষাও গরীয়সী। গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করিলে যে পবিত্রতা হয়, জননীপাদোদক দ্বারা নিজদেহ অভিষিক্ত করিলে, তদপেক্ষা অধিক পবিত্রতা হইয়া থাকে। নিখিলকর্ম্মসন্ন্যাসী পরিব্রাজক পিতারও বন্দনীয় ; এ হেন সর্ব্ববন্দ্য যতি, তিনিও যত্ন-সহকারে মাতৃবন্দনা করিবেন। মাতাপিতার পরিতোষ সাধনই অত্যুগ্র তপস্যা, তাহাই পরম ব্রত এবং তাহাই পরম ধর্ম্ম। মুখাকার দ্বারাই বিনীত বলিয়া প্রতীয়মান এই শিশু গৃহপতি তোমাদিগকে যেরূপ সম্মান করে, কোন অপকৃষ্ট বালক, মাতাপিতার তত সম্মান কখন করে না, ইহা আমি বেশ বুঝিতেছি। বৈশ্বানর! এস ত, আমার কোলে বস। আমি লক্ষণ পরীক্ষা করিব, দক্ষিণ হাতটী দেখাও। নারদমুনি বালককে এই কথা বলিলে, শ্রীমান্ বালক, মাতাপিতার আজ্ঞা পাইয়া নারদকে প্রণাম করিয়া ভক্তিবিনম্রভাবে, নারদের কোলে বসিলেন। অনন্তর নারদ, ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ,

তালু, জিহ্বা এবং দশনাবলী দেখিলেন। পরে, কুঙ্কুমরঞ্জিত ত্রিগুণীকৃত সূত্র আনয়নপূর্ব্বক শিব-শিবা-গণেশ স্মরণ করিয়া মুনি,—উদমুখে দণ্ডায়মান বালকের আপদ-মস্তক, সেই সূত্র দ্বারা মাপিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—অষ্টোত্তর শতাঙ্গুলি পরিমাণ যাহার দীর্ঘে প্রস্থে সমান, সে লোকপাল হয়; হে দ্বিজ! তোমার বালকের পরিমাণ সেই প্রকারই বটে। যে পুরুষের পঞ্চস্থান সূক্ষ্ম, পঞ্চস্থান দীর্ঘ, সপ্তস্থান রক্তবর্ণ, ছয়স্থান উন্নত তিনস্থান বিস্তীর্ণ, তিনস্থান হ্রস্ব এবং তিনবস্তু গম্ভীর, তাহাকে দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। তোমার এই দীর্ঘায়ু পুত্রের (১) বাহুদ্বয় (২) নেত্রদ্বয়, (৩) হনু, (৪) জানু এবং (৫) নাসা, এই পঞ্চ স্থান যেমন দীর্ঘ, এইরূপ দীর্ঘ হওয়াই প্রশস্ত। ইহার গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং লিঙ্গ হ্রস্ব বলিয়া এ বালক স্তুতির পাত্র। স্বর, অন্তঃকরণ এবং নাভি ইহার গম্ভীর; অতএব এ শিশু বড়ই সুলক্ষণ। ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলি, দন্ত এবং অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহ যেরূপ সূক্ষ্ম হইলে দিক্‌পাল পদ-প্রাপ্তি হয়, এ বালকের সেইরূপই আছে। বক্ষঃ, উদর, ললাট, স্কন্ধ, হস্ত এবং মুখ এই ছয় স্থান যেরূপ উন্নত হইলে, মহৎ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হয়, এই বালকের সেইরূপ উন্নতই দেখা যায়। (১) করতলদ্বয়, (২) নয়নদ্বয়-প্রান্ত, (৩) তালু, (৪) জিহ্বা, (৫) অধর, (৬) ওষ্ঠ এবং (৭) নখশ্রেণী, এই সপ্তস্থান রক্তবর্ণ হইলে, রাজ্যসুখ লাভ হয়। এই শিশুর ললাট, কটি এবং বক্ষঃস্থল যেরূপ বিস্তীর্ণ, তাহাতে ইহার নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইবে, অন্যথা হইবে না। এই শিশুর করদ্বয়, কঠোরতাজনক কর্ম্ম না করিয়া কমঠী-পৃষ্ঠবৎ কঠিন এবং পদতলদ্বয় পরিভ্রমণেও কোমল; এতদুভয়ই রাজ্যপ্রাপ্তির লক্ষণ। যেমন রেখা থাকিলে, লোকে দীর্ঘায়ু হয়, এই বালকেরও—তর্জ্জনীমূল-প্রান্তব্যাপিনী, কনিষ্ঠাঙ্গুলির পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত সমাগত—ঠিক সেইরূপ রেখাই দেখা যাইতেছে। মাংসল, রক্তোজ্জ্বল, সরল, নাতিস্থূল সমগুল্‌ফ, স্বেদহীন, স্নিগ্ধ সুশোভন পদদ্বয় এই বালকের ঐশ্বর্য্যের সূচক। তোমার এই বালক, আরক্তস্বল্প-কররেখা-সম্পন্ন বলিয়া সদা সুখী হইবে এবং কৃশ হ্রস্ব-লিঙ্গ বলিয়া রাজরাজ হইবে। ইহার গুল্‌ফ ও কটি উচ্চাসন যোগ্য এবং ইহার নাভি বর্ত্তুল, দক্ষিণাবর্ত্ত ও রক্তবর্ণ, ইহা মহৈশ্বর্য্যের সূচক। যদি এই বালকের দক্ষিণাবর্ত্তিনী একধারায় প্রস্রাব হয়, এবং বীর্য্যে যদি মৎস্য এবং মধুর গন্ধ হয়, তবে এ রাজা হইবে। এই শিশুর বিস্তীর্ণ, মাংসল, স্নিগ্ধস্ফিক্‌দ্বয় সুখের সূচক আর সুন্দরগঠন আজানুলম্বিত বাহুযুগল দিক্‌পাল-পদের সূচক। যেপ্রকার রেখা হস্তে থাকিলে, দেবলোকে রাজা হয়, এ বালকের করতলে সেইরূপ রেখাই আছে;—ইহার করতলে, শ্রীবৎস চিহ্ন, বজ্রচিহ্ন, চক্রচিহ্ন, পদ্মচিহ্ন, মৎস্যচিহ্ন, এবং ধনুশ্চিহ্ন আছে। ইহার দ্বাত্রিংশৎ দন্ত, গ্রীবা হস্তিশুণ্ডবৎ সুবলিত ও কম্বুবৎ ত্রিরেখাঙ্কিত; স্বর ক্রৌঞ্চ, দুন্দুভি, হংস, ও মেঘের শব্দসদৃশ; ইহাতে নিশ্চয় হয়,—সকল রাজা অপেক্ষা এই বালকের আধিক্য হইবে। ইহার নয়ন মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ; লক্ষ্মী ইহাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না। পঞ্চরেখাযুক্ত ললাট এবং সিংহোদর সদৃশ উদর বালকের বড়ই সুলক্ষণ। পদতলে ইহার ঊর্দ্ধরেখা, নিশ্বাসে পদ্মগন্ধ, অঙ্গুলি পরস্পর সংহত করিয়া হস্ত প্রসারণ করিলে, করতলের কোন স্থলেই ছিদ্র থাকে না এবং নখশ্রেণী উত্তম; শিশুটী অত্যন্ত সুলক্ষণাক্রান্ত কিন্তু পূর্ণ নির্ম্মল কলানিধি চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত এই বালককে বিধাতা হয় ত নিপাতিত করিবেন। অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিয়া এই বালককে রক্ষা করিবে; বিধাতা বক্র হইলে গুণও দোষের কার্য্য করে। এই শিশুর দ্বাদশবর্ষ বয়সে বৈদ্যুত অনল হইতে বিঘ্ন হইবার আশঙ্কা

করি। ধীমান্ নারদ এই কথা বলিয়া যথাগত প্রস্থান করিলেন। সভার্য্য বিশ্বানর, নারদের সেই কথা শুনিয়া তখনই দারুণ বজ্রপাত হইল মনে করিলেন। বিশ্বানর 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিলেন এবং ভাবী পুত্রশোকে আকুল হইয়া অত্যন্ত মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। শুচিষ্মতীও অতিশয় ব্যাকুলেন্দ্রিয়া এবং দুঃখার্ত্তা হইয়া আর্ত্তস্বরে হাহাকার করত অতিদুঃসহ রোদন করিতে লাগিলেন,—'হা শিশো! হা গুণনিধে! হা পিতৃবচন-পালনপরায়ণ! হায়! এ অভাগিনীর জঠরে তুমি কেন আসিলে? হা পুত্র! তুমিই আমার একমাত্র পুত্র; তোমার গুণাবলী-স্মরণ-রূপ বীচিমালা-সঙ্কুল শোকসাগরে নিপতিতা হইলে, সে ভয় হইতে তুমি ভিন্ন কে আমাকে রক্ষা করিবে। হা শিশো! হা সুপবিত্র। হা কমলায়তাক্ষ! হা লোক-লোচন-চকোর-সুধাকর! হা পিতৃনয়ন-কমল-দিবাকর! হায়! তুমি যে আমার সহস্র উৎসবের সহস্র সুখের একমাত্র হেতু। হায়! পূর্ণচন্দ্র-বদন! হায়! তোর যে বাবা! আঙ্গুলের নখটী পর্য্যন্ত সুন্দর! হায়! তুই যে বাবা! মিষ্টবচন-সুধার সাগর! হায়! কত দুঃখে তোকে আমরা এখানে পেয়েছি! বাবা গৃহপতি! তোকে পাইবার জন্য আমরা না করিয়াছি কি? হায় বাবা তোর জন্য কোন্ দেবতার পূজা না করিয়াছি,—কোন্ তীর্থে বাস না করিয়াছি? অরে পুণ্যমাত্রলভ্য! আমি তোর জন্য কোন্ নিয়ম, ঔষধ, মন্ত্র এবং যন্ত্রের সাধনা না করিয়াছি? অরে সংসার-সাগরের তরণি! দুঃখভার হরণ কর্; অরে সুখসাগর! মুখচন্দ্র প্রদর্শন কর্। বাবা! তুই আমাদের পুন্নাম-নরক-সমুদ্র-শোষণকারী বাড়বাগ্নি; স্বীয় বচনামৃত সেচনে পিতার জীবন প্রদান কর। হায়! এই ভাবী অমঙ্গল জানিয়াও কেন দেবগণ তোর্ জন্মমহোৎসবে সকলে যুগপৎ মিলিত হইলেন? কেনই বা তাঁহারা হায়! একস্থানে সকল গুণ, শীল, কলাকলাপ, সৌন্দর্য্য এবং সুলক্ষণ অবলোকনে পূর্ণ আনন্দিত হইলেন? হে শম্ভো! হে মহেশ! হে করুণাকর! হে শূলপাণে! বেদবেত্তারা বলেন,—আপনি মৃত্যুঞ্জয়; আপনার প্রদত্ত শিশুতনয়ে যদি যমের আঘাত হয়, তবে বলুন, জগতে কাহার না নিপাত হইবে? হায়! হায়! হা বিধাতঃ! আপনি বহু প্রযত্নে, সেই সংসার-তাপহারী বালককে অগাধ-মধ্যে উত্তম-রত্ন-সার প্রবল বিশাল গুণ-সাগর এবং আমার সমীপবর্ত্তী করিয়া কেন নির্ম্মাণ করিলেন? কেননা, অচিরেত আবার আপনিই অপহরণ করিবেন। হে কাল! তোমার রাজ্ঞী কি পুত্রবতী নহেন? অথবা তিনি পুত্রবতী হইলেও পুত্রের মুখচন্দ্র, তোমার কালত্ব (অন্ধকার অথচ নাশকত্ব) দূর করিতে পারে নাই। নতুবা, হে বজ্রনিষ্ঠুর! মৃণালসদৃশ অতিকোমলাঙ্গ বালককে কঠোর কুঠারসম দংষ্ট্রাঘাত কি করিয়া করিবে? শুচিষ্মতী, বহুবার এইরূপ বিলাপ করিলেন; তাঁহার নয়ন-জলধারায় শত শত নদী উৎপন্ন হইয়া তাহাতে বুঝি উত্তাল তরঙ্গ খেলিতে লাগিল! পুত্রশোকানল-সন্তপ্তা বিশ্বানর-পত্নী, অনন্তর, অত্যন্ত উষ্ণ এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত শুষ্ক হইতে লাগিলেন। তাঁহার সেই করুণ বিলাপ শ্রবণে বুঝি তরু-লতাগণও পবনকম্পনচ্ছলে বারংবার শিখর সঞ্চালন করিয়া কুসুমাশ্রু বর্ষণ করত বিহগকূজন স্বরূপ আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শুচিষ্মতী এত অধিক মুক্তকণ্ঠে আর্ত্তস্বরে রোদন করিয়াছিলেন যে, গিরিকন্দরমুখী সর্ব্বদিঙ্মণ্ডলীও পশু-পক্ষিসঞ্চার-শূন্য হইয়া উচ্চ প্রতিধ্বনিচ্ছলে যেন রোদন করিতে লাগিলেন বলিয়া বোধ হইল। এই আর্ত্তনাদ শ্রবণে, বিশ্বানরও মোহযুক্ত হইয়া,—"কি, এ; কি, কি, একি! আমার বাহ্যপ্রাণ, অন্তরাত্মাশ্রয়, সকলেন্দ্রিয়ের পরিচালক গৃহপতি কোথায়" বলিতে বলিতে উত্থিত হইলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর গৃহপতি মাতাপিতাকে বহু শোকাকুল দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিলেন, মা! এত ভয় আপনাদের কোথা

হইতে হইল ! আপনাদের চরণরেণুরূপ কবচ দ্বারা আবৃতদেহ আমাকে স্বয়ং কালও বিনষ্ট করিতে পারে না ; অতি ক্ষুদ্র নগণ্য বিদ্যুৎ ত পরের কথা ! হে মাতাপিতা ! আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন,—যদি আমি আপনাদের সন্তান হই, ত, আমি সর্ব্বজ্ঞ, সাধুগণের অর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, কালকূটবিষপায়ী কালকাল মহাকাল মৃত্যুঞ্জয়কে আরাধনা করিয়া এমন কর্ম্ম করিব যে, তাহাতে বিদ্যুতও আমার নিকট ভয় পাইবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-দম্পতি অকালে সুধাবৃষ্টির তুল্য পুত্রের এই বাক্য শ্রবণে শান্ততাপ হইয়া বলিলেন,—এই বিনামেঘে বৃষ্টি, বিনাক্ষীরসমুদ্রে অমৃতোৎপত্তি এবং বিনাচন্দ্রে কৌমুদীকান্তি কোথা হইতে আমাদিগের অন্তঃ সুখসম্পাদন করিল ! কি বলিলে ! কি শুনিলে ! আবার বল, আবার বল ;—কি ?—কালও বিনাশ করিতে পারিবে না, অতিক্ষুদ্রা নগণ্যা বিদ্যুৎ ত দূরের কথা ? তোমার কীর্ত্তিত দেবদেব মৃত্যুঞ্জয়ের আরাধনাই আমাদের শোকশান্তির মহান্ উপায়। বাবা ! তবে সেই কামনার অতীত সিদ্ধিদায়ী কালহারী মহাদেবের শরণাপন্ন হও, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হিতকর আর কিছুই নাই। বাপ ! পূর্ব্বকালে, কালপাশবদ্ধ শ্বেতকেতুকে ত্রিপুরারি যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি শুন নাই ? অষ্টমবর্ষীয় বালক শিলাদপুত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছিলেন, শিব তাঁহাকে রক্ষা করিয়া জগদানন্দকর 'নন্দী' নামে আপনার পারিষদ করিয়াছেন। ক্ষীরোদমথন-সম্ভূত, প্রলয়ানলসদৃশ ঘোর হলাহল পান করিয়া তিনি ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছেন। ত্রিলোকসম্পত্তিহর্ত্তা মহাদর্পান্বিত জালন্ধর অসুরকে যিনি পদাঙ্গুষ্ঠ-রেখোৎপন্ন চক্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছেন ; যে ধূর্জ্জটি বিষ্ণুকে বাণ করিয়া বিষ্ণুরূপী-এক-শরপাত-সম্ভূত অনলরাশি দ্বারা ত্রিপুরকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিয়াছেন ; ত্রৈলোকের আধিপত্য লাভে মদমূঢ় অন্ধকাসুরকে যিনি শূলাগ্রে প্রোথিত করিয়া যুতবৎসর সূর্য্যতাপে বিশুষ্ক করিয়াছেন ; যিনি ত্রৈলোক্যবিজয়-গর্ব্বিত কামকে, ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষেই দৃষ্টিপাত মাত্রে অনঙ্গ করিয়াছেন,—পুত্র ! ব্রহ্মাদিরও একমাত্র কর্ত্তা, বিশ্বরক্ষণ-মহামণি সেই মেষবাহন অচ্যুত শিবের শরণাপন্ন হও। গৃহপতি, মাতাপিতার এইরূপ অনুমতি পাইবার পর, তাঁহাদিগের চরণযুগলে প্রণাম ও তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং অনেক আশ্বাস দিয়া নির্গত হইলেন। কল্পান্ত-সম্ভূত সন্তাপ হইতে বিশ্বেশ্বর যাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। বিচিত্র-গুণশালিনী হিমহারশুভ্রা জাহ্নবী, হারলতার ন্যায় যাঁহার কণ্ঠভূমিতে অবস্থিত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতেছেন ; যিনি, সংসারতাপ-তপ্ত জনগণের পুনর্জ্জন্ম বরণার সাহায্যে বারণ করিতেছেন এবং অসিধারার সাহায্যে ছেদন করিতেছেন ; সুদৃঢ় অষ্টাঙ্গ যোগলভ্য নির্ব্বাণমুক্তি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া আছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা যাঁহার কাশী নাম দিয়াছেন,—সেই ব্রহ্ম-নারায়ণাদিদুর্লভা কাশীতে উপস্থিত হইয়া গৃহপতি, সংসারতাপ-তপ্ত আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগলে দর্শন করিতে করিতে প্রথমেই মণিকর্ণিকায় গমন করিলেন। তিনি তথায় যথাবিধি স্নান করিয়া ত্রৈলোক্য প্রাণি-সন্ত্রাণ-কারী বিভুবিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করত প্রণাম করিলেন। গৃহপতি সেই লিঙ্গ দেখিয়া দেখিয়া হৃদয়ে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ইহা নিশ্চয়ই সুব্যক্ত পরমানন্দমূল। সচরাচর ত্রিভুবনে আমা অপেক্ষা ধন্য আর কেহ নাই ; যেহেতু আজ আমি প্রভু বিশ্বেশ্বরকে দেখিলাম। ত্রৈলোক্যের সারসর্ব্বস্বই বুঝি এই পিণ্ডাকারে বিরাজমান ? অথবা ক্ষীরসমুদ্র হইতে উত্থিত অমৃতপিণ্ডই বুঝি এই। অথবা ইনি আত্মজ্ঞান-তেজের প্রথম অঙ্কুর ; কিংবা ব্রহ্মানন্দের উত্তম মূল। যোগিজনের হৃদয়পদ্মস্থিত যে আনন্দময় ব্রহ্ম নিরাকার বলিয়া কথিত, তিনিই কি লিঙ্গচ্ছলে সাকারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ? অথবা ইনি কি ব্রহ্মাণ্ডের আধার, নানা রত্নপূর্ণ ভাণ্ড ? অথবা এই লিঙ্গ মোক্ষবৃক্ষেরই ফল,

এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিংবা নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীর শুক্র-পুষ্প-ভূষিত কেশপাশও হইতে পারেন অথবা ইনি কি কৈবল্যরূপিণী মল্লিকালতার স্তাবকাভীষ্টপ্রদ পুষ্পগুচ্ছ? না,—মুক্তিলক্ষ্মীর আনন্দ-ক্রীড়নক-কন্দুক? কিংবা ইনি মুক্তিরূ উদয়াচল হইতে উদিত সুধাকর কি সংসার-মোহান্ধকার-বিধ্বংসী দিবাকর? না,—ইনি মঙ্গল-রমণীর রমণীয় লীলা-দর্পণ?—ও. বুঝিয়াছি; আর কিছু নয়,—সকল দেহীরই বহুতর কর্ম্মবীজের আশ্রয়, অদ্ভুত বীজপূরক ফলই ইনি। যেহেতু এই নির্ব্বাণ-মুক্তিপ্রদ লিঙ্গে বিশ্ব অর্থাৎ কর্ম্ম নামক নিখিল বিশ্ববীজ লয় প্রাপ্ত হয়, এইজন্য ইঁহার নাম 'বিশ্বলিঙ্গ' আমার ভাগ্য উদয় হওয়াতেই মহর্ষি নারদ আসিয়া সেই কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই যে আমি কৃতার্থ হইলাম! গৃহপতি এই প্রকার আনন্দ-সুধারস দ্বারা পারণ করিয়া, শুভ দিনে সর্ব্বহিতপ্রদ লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক অজিতেন্দ্রিয় জনগণের দুষ্কর ঘোরতর নিয়ম সকল গ্রহণ করিলেন। পূতাত্মা গৃহপতি প্রত্যহ অষ্টোত্তর শতকুম্ভ-পূর্ণ বস্ত্র-পূত গঙ্গাজল দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইয়া অষ্টাধিক-সহস্র-পুষ্প-গ্রথিতা নীলোৎপল-পুষ্পময়ী মালা প্রদান করিতে লাগিলেন। গৃহপতি ছয় মাস যাবৎ প্রতি সার্দ্ধ সপ্তম দিনে মাত্র কন্দ, মূল এবং ফল ভোজন করিয়া রহিলেন। আর ছয় মাস যাবৎ প্রতিপক্ষান্তে গলিত-পত্র ভোজন করিয়া রহিলেন। ছয় মাসমাত্র বায়ুভোজী হইয়া থাকিলেন, ছয় মাস জলবিন্দু পান করিয়া রহিলেন। এইরূপ অবস্থায় দুই বৎসর অতীত হইল। গৃহপতির জন্ম হইতে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে, নারদের সেই বাক্য যেন সত্য করিবার জন্যই বজ্রধর ইন্দ্র তাঁহার নিকট সমাগত হইলেন এবং বলিলেন, বর প্রার্থনা কর। তোমার যাহা মনোগত, আমি তাহা দিতেছি। হে বিপ্র! আমি সাক্ষাৎ শতক্রতু; তোমার শুভ-ব্রত-কলাপে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। ধীর মুনিকুমার, মহেন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া শুকবৎ মধুরাক্ষর-সম্পন্ন সারবাক্যে বলিলেন—হে বৃত্রসূদন! হে মেঘবন্! আপনি যে বজ্রপাণি, তাহা আমি জানি; কিন্তু আপনার নিকট আমি বর প্রার্থনা করি না; আমার বরদাতা আছেন শঙ্কর। ইন্দ্র কহিলেন,—বালক! আমি ভিন্ন আর শঙ্কর (মঙ্গলকর) কেহ নাই; আমিই দেবগণের দেবতা; অতএব তুমি মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণবালক বলিলেন,—হে অহল্যাপতে! অসাধু! গোত্রশত্রু! পাকশাসন! যাও; আমি স্পষ্ট বলিতেছি, পশুপতি ভিন্ন আর কোন দেবতার নিকট প্রার্থনা করি না। ইন্দ্র, বালকের এই বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে বজ্র উদ্যত করিয়া তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন। তাই বালক, শত শত বিদ্যুজ্জ্বালা-সমাকুল বজ্র অবলোকন করিয়া নারদের বাক্য স্মরণ করত ভীতিবিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর,তমোবিনাশক গৌরী-পতি শম্ভু, "উঠ, উঠ; তোমার মঙ্গল হউক" এই কথা বলিতে বলিতে স্পর্শ দ্বারা যেন জীবন প্রদান করত তথায় আবির্ভূত হইলেন। বালক, নিশা-সমাগমসুপ্ত-কমলোপম নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া সম্মুখে, শত সূর্য্যাধিক প্রভাসম্পন্ন শম্ভুকে অবলোকন করিলেন। নীলকণ্ঠ, ললাটলোচন, বৃষধ্বজ, জটাজূট-শোভিত চন্দ্রশেখর, ত্রিশূল-পিনাকপ্রহরণ-ধারী উজ্জ্বলকর্পূর-গৌরাঙ্গ, গজচর্ম্ম-পরিধান এবং বামাঙ্গে পার্ব্বতী আসীনা;—এইরূপ অবলোকনপূর্ব্বক গুরুবাক্য এবং শাস্ত্র স্মরণ করত, তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া বুঝিতে পারিয়া আনন্দ-বাষ্পাকুল, রুদ্ধস্বর, রোমাঞ্চিত-দেহ এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। সেই বালক যখন স্তব করিতে, নমস্কার করিতে এবং কিছু নিবেদন করিতে পারিলেন না, তখন শঙ্কর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—শিশু গৃহপতি! আহা! উদ্যত-বজ্রপাণি ইন্দ্র হইতে তুমি ভয় পাইয়াছ, আমি তাহা জানিয়াছি ভীত হইও

না; আমি তোমার পরীক্ষার্থ এইরূপ করিয়াছি। আমার ভক্তের উপর, ইন্দ্র, বজ্র এমন কি স্বয়ং যমেরও প্রভুত্ব নাই; আমিই ইন্দ্ররূপে তোমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছি। হে ভদ্র! আমি তোমাকে বর দিতেছি; তুমি অগ্নিপদ প্রাপ্ত হও। তুমিই সকল দেবগণের মুখ হইবে। হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বভূতেরই অন্তশ্চারী হও। ধর্ম্মরাজ এবং ইন্দ্র, ইহাঁদের রাজ্য দুই পার্শ্বে; মধ্যস্থলে দিক্‌পাল হইয়া তুমি রাজ্য লাভ কর। তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ সর্ব্বতেজোবর্দ্ধক হইবেন এবং তোমার নামানুসারে 'অগ্নীশ্বর' নামে বিখ্যাত হইবেন। যাহারা অগ্নীশ্বরের,ভক্ত হইবে,তাহাদের কখনই বিদ্যুদগ্নির ভয় থাকিবে না; অগ্নিমান্দ্য ভয় থাকিবে না এবং অকাল-মৃত্যু হইবে না। কাশীতে এই সর্ব্বসমৃদ্ধিপ্রদ অগ্নীশ্বর শিবপূজা করিবার পর দৈবযোগে যদি অন্যত্র তাহার মৃত্যু ঘটে; তাহা হইলে সে, অগ্নিলোকে সসম্মানে বাস করে। এককল্প অগ্নিলোকে বাস করিবার পর, পুনরায় কাশীপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে। বীরেশ্বর মহাদেবের পূর্ব্বাংশে এবং গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত অগ্নীশ্বরের আরাধনা করিলে মানব অগ্নিলোকে বাস করে। হে দিক্‌পাল! তুমি মাতা, পিতা, বন্ধু, মিত্র এবং স্বজনগণ সমভিব্যাহারে এই বিমানে আরোহণ করিয়া এইরূপে গমন কর। শিব এই কথা বলিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলকে আনয়নপূর্ব্বক মাতাপিতার সমক্ষে গৃহপতিকে দিক্‌পালপদে অভিষিক্ত করিয়া সেই লিঙ্গে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে শিবশর্ম্মন্! এই তোমার নিকট অগ্নির স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছ বল; তাহাও বলিতেছি।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

নৈঋতলোক এবং বরুণলোক।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে শ্রীহরিচরণ-কমলরেণু-পূসরিতালক পুরুষপ্রবরদ্বয়! ক্রমে নৈঋতাদিলোক সকলের কথা কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে মহাভাগ! শ্রবণ কর;—সংযমিনীপুরীর পরবর্ত্তিনী,—পুণ্যজনাধিষ্ঠিতা দিক্‌পাল নিঋতের এই পবিত্র নগরী; পর-দ্রোহ-পরাঙ্মুখ রাক্ষসগণ, সদা এই স্থানে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা জাতিমাত্রে রাক্ষস, স্বভাবে কিন্তু যথার্থই 'পুণ্যজন'। যে নীচবর্ণোৎপন্ন ব্যক্তিরাও শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত পথেই চলিয়া থাকে,—স্মৃতি-নিষিদ্ধ অন্নপান কদাচ গ্রহণ করে না; যাহারা নিকৃষ্ট জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও বদনে বস্ত্র দিয়া দ্বিজসমীপে পরস্ত্রী, পরদ্রব্য ও পরাপকারে পরাঙ্মুখ এবং ধর্ম্মানুগামী; যাহারা দ্বিজসেবোৎপন্ন অর্থ দ্বারা আত্মপোষণ করে; দ্বিজাতির সহিত সম্ভাষণাদি কার্য্যে যাহারা সর্ব্বদা সঙ্কুচিতাবয়ব; যাহারা আহুত হইলে "জয়, জীব, ভগবন্! নাথ! স্বামিন্!" এইরূপ বলিতে বলিতে কথা কহিবে; যাহারা নিত্য তীর্থস্নানপরায়ণ, নিত্য দেবপূজা-তৎপর এবং স্বনামকীর্ত্তন পুরঃসর নিত্যই দ্বিজ প্রণাম করে; দম, দান, দয়া, ক্ষমা, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অচৌর্য্য, সত্য এবং অহিংসা, এইগুলি সকল ধর্ম্মের মূল,—অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মে যাহারা সতত উদ্যোগী;—যে কোন নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহারা সর্ব্ব-ভোগ-সম্পন্ন হইয়া এই শ্রেষ্ঠপুরে বাস করে। ম্লেচ্ছারাও যদি নির্ব্বাণ প্রদায়িনী কাশী ব্যতীত অন্য উত্তম তীর্থে আত্মঘাতী না হইয়া মরে, তাহারাও এই লোক ভোগ করে। যে সকল ব্যক্তি আত্মঘাতী, তাহারা ঘোরান্ধকার নরকে প্রবিষ্ট হয়, ক্রমে সহস্র নরক ভোগ করিয়া তাহারা গ্রাম্য-শূকর হয়। অতএব, আত্মহত্যায় এই দোষ দর্শন করিবে; কদাচ আত্মহত্যা করিবে না। আত্মঘাতী

ব্যক্তিদের ইহ-পরকালে শুভ হয় না। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞগণ, কেবল সর্ব্বতীর্থরাজ সর্ব্ব-কামপ্রদ প্রয়াগে ইচ্ছানুসারী মৃত্যুর কথা বলিয়াছেন। দয়া-ধর্ম্মানুগামী পরোপকার-পরায়ণ যে কোন অন্ত্যজও পরকালে এই লোকে শ্রেষ্ঠভাবে বাস করে। এই দিক্‌-পালের বৃত্তান্ত বলিতেছি, ক্ষণকাল শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বিন্ধ্যাটবীর মধ্যে নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর তীরে শবরালয়স্থিত জনগণের শ্রেষ্ঠ তীব্রপরাক্রমশালী, পিঙ্গাক্ষ নামে এক শবর-পল্লী-নেতা ছিল। যে বীর দূর হইতেও হত্যা করিতে সক্ষম, সেই পিঙ্গাক্ষ ক্রূরকর্ম্মে পরাঙ্মুখ ছিল। পথিক-শত্রু ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকে সে যত্নসহকারে বধ করিত। কিরাত-ধর্ম্মে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহার দয়ালুতা ছিল অন্যান্য সজাতির ন্যায় ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হইয়া সেই ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ,—বিশ্বস্ত, নিদ্রিত, মৈথুনাসক্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, শিশু এবং গর্ভ-লক্ষণসম্পন্ন পশু-পক্ষীদিগকে বধ করিত না। সেই ব্যাধ শ্রমার্ত্ত পথিক-দিগকে বিশ্রাম করিতে দিত, ক্ষুধার্ত্ত পথিকদিগের ক্ষুধা মোচন করিত এবং পাদুকাহীন পথিককে পাদুকাদান করিত। বিবস্ত্র পথিকদিগকে অতি কোমল মৃগ-চর্ম্ম প্রদান করিত, আর সেই প্রান্তরের কান্তারমার্গে পথিকদিগের সে অনু-গমন করিত। তাহাদিগের নিকট অর্থগ্রহণে অভিলাষও করিত না; পথিকদিগকে অভয় প্রদান করিত এবং বলিয়া দিত,—"সমস্ত বিন্ধ্যাটবীর মধ্যে যেখানে হউক, আমার নাম করিবেন, দুষ্টলোকের ভয় থাকিবে না।" পুত্র সম্ভাব্যাহারে পিঙ্গাক্ষ, নিত্যই চীরধারী তাপসদিগকে অবলোকন করিত, তাঁহারাও প্রতিতীর্থে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। পিঙ্গাক্ষ, এইরূপে অবস্থিতি করিলে, সেই বিন্ধ্যাটবী নগরবৎ নির্ভয় হইয়াছিল। পিঙ্গা-ক্ষের ভয়ে, কি দুষ্ট পথিক, কি অপর, কেহই পথিকদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। একদা সমীপগ্রামবাসী তদীয় পিতৃব্য অর্থ-সম্পন্ন চীরধারী তাপসসঙ্ঘের অতীব কোলা-হল শুনিতে পাইল। সেই ক্ষুদ্র লুব্ধক, তদ্ধনলোভে সেই পথিকসঙ্ঘের বিনাশে উদ্যত হইয়া অগ্রে গিয়া অতি গোপনে পথরোধ করিয়া রহিল। পথিকসার্থের আয়ুষ্কাল অব-শিষ্ট ছিল, এইজন্যই পিঙ্গাক্ষ মৃগয়ায় গিয়া সেই অরণ্যে সেই পথের সমীপেই রাত্রিতে অবস্থান করিতেছিল। পরপ্রাণ-নাশক পুরুষ-দিগের মনোরথ সিদ্ধ হয় না; কেননা, জগ-দীশ্বরের পরিরক্ষিত জগৎ তাঁহার প্রসাদেই কুশলে থাকে। অতএব বিদ্বান লোক, কদাচ পরের অনিষ্টচিন্তা করিবে না। কেননা, বিধাতা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই হয়; অনিষ্টচিন্তায় কেবল পাপসঞ্চয়ই হইয়া থাকে। অতএব আত্মসুখাভিলাষী ব্যক্তি ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করিবে না। একান্তই যদি চিন্তা করিতে হয় ত মুক্তির উপায়ই চিন্তনীয়; অন্য কিছু চিন্ত-নীয় নহে। রজনী প্রভাত হইলে, খুব একটা কোলাহল হইতে লাগিল, "অরে ভটগণ! বধ কর্, মারিয়া ফেল; উলঙ্গ কর্;" "অরে ভটগণ! আমরা চীরধারী তাপস, আমাদিগকে মারিও না, রক্ষা কর; অনায়াসে লুঠ কর, আমাদের যাহা আছে গ্রহণ কর; আমরা বিশ্বনাথ-পরায়ণ অনাথ পথিকবৃন্দ, বিশ্বনাথই আমাদের নাথ, আমাদের দুরদৃষ্ট ক্রমে তিনি এখন যেন দূরবর্ত্তী; হায়! এই দুর্গমপথে প্রাণ-ভিক্ষুক আমাদের আর কে নাথ আছে? আমরা পিঙ্গাক্ষের বিশ্বাসে, এই পথে সদা সর্ব্বদা অকুতোভয়ে যাতায়াত করি, কিন্তু সেই ব্যক্তিও এই বন হইতে দূরে রহিয়াছে।" যোদ্ধা পিঙ্গাক্ষ, চীরধারী পথিকদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া "ভীত হইও না, তোমরা ভীত হইও না" এই কথা বলিতে বলিতে তথায় আসিতে লাগিল। সেই তাপসপ্রিয় ভিন্ন তাঁহাদিগের কর্ম্মসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া যেন তাঁহাদের মূর্ত্তিমান্ আয়ুর ন্যায় ক্ষণমধ্যে তথায় উপস্থিত হইল। "এ কে, এ কোন্ দুরাচার,—আমি পিঙ্গাক্ষ, আমি জীবিত থাকিতে আমার প্রাণতুল্য

পথিকদিগের ধনলুণ্ঠনে অভিলাষী হইয়াছে?” পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য পাপিষ্ঠ তারাক্ষ পিঙ্গাক্ষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনলোভ বশতঃ পিঙ্গাক্ষের প্রতি পাপ-চিন্তা করিল। “এই কুল-পাংসন, কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিত; আমি চিরদিনই ভাবি,অদ্য ইহাকে আমি নিশ্চয়ই নিহত করিব।” এই প্রকার বিচার করিয়া সেই দুষ্টাত্মা, ক্রোধে ভৃত্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিল.—“প্রথম এই পিঙ্গাক্ষকে তোরা বধ কর, তারপর এই কার্পটিক তাপসদিগকে বধ করিস্।” এই কথায় তারাক্ষের দুরাচার ভৃত্যগণ সকলে সেই এক পিঙ্গাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; পিঙ্গাক্ষ, যুদ্ধ করিতে করিতে কোন রূপে ক্রমে ক্রমে সেই পথিকদিগকেও আপনার পল্লীসমীপে আনয়ন করিল। তখন সেই বহু-যোদ্ধৃসঙ্গত একাকী বীরের পরকীয় শরজালে, ধনুর্ব্বাণ ছিন্ন হইয়াছিল, বর্ম্মও ছিন্ন হইয়াছিল। (বহুর সহিত একের যুদ্ধ কতক্ষণ চলিতে পারে?) “যদি আমি রাজা হইতাম ত ইহাদিগকে নির্ম্মূল করিতাম” এইরূপ অভিলাষ করত পরের জন্য সেই ব্যাধ প্রাণত্যাগ করিল। তখন, চীরধারী তাপস পথিকেরাও পিঙ্গাক্ষের অধিকৃত পল্লী প্রাপ্ত হইয়া ভয়শূন্য হইলেন মরণকালে বুদ্ধি যেরূপ হয়, পারলৌকিক গতি তদনুসারে হইয়া থাকে। এইজন্যই সেই পিঙ্গাক্ষ, নৈর্ঋতরাজ হইয়া নির্ঋতিদিকের দিক্‌পালপদ প্রাপ্ত হইল। এই আমরা তোমার নিকট নৈর্ঋতরাজের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। নৈর্ঋতলোকের উত্তরে এই অদ্ভুত লোক—বরুণলোক। যাঁহারা ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা কূপ, বাপী এবং তড়াগাদি জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাঁহারা এই বরুণলোকে বরুণের ন্যায় হইয়া সসম্মানে বাস করেন। নির্জ্জলস্থানে যাঁহারা জলদান করেন; যাঁহারা পরসন্তাপ হরণ করেন; যাচকদিগকে যাঁহারা ছত্র কমণ্ডলু প্রদান করেন; নানা-উপকরণসমন্বিত পানীয়-শালা যাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়া দেন; সুগন্ধ জলপূর্ণ ধর্ম্মঘট যাঁহারা প্রদান করেন; যাঁহারা অশ্বত্থপাদপ সেচন করেন; যাঁহারা পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করেন; যাঁহারা পথে পথে বিশ্রাম-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন; যাঁহারা শ্রান্ত ব্যক্তিগণের সন্তাপ অপনয়ন করেন,যাঁহারা গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে, গ্রীষ্মতাপ-নিবারক ময়ূর-পিচ্ছাদি-রচিত বিচিত্র তালবৃন্ত বিতরণ করেন; যাঁহারা গ্রীষ্ম ঋতুতে, রসসম্পন্ন সুগন্ধি সুস্নিগ্ধ পান (পানা—সরবৎ, যতখানিতে তৃপ্তি হয়, ততখানি) প্রযত্ন-সহকারে দান করেন; যাঁহারা সঙ্কল্পপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ইক্ষুক্ষেত্র এবং নানাপ্রকার প্রচুর ঐক্ষব মিষ্টদ্রব্য দান করেন; যাঁহারা গো-দুগ্ধ-প্রদাতা; যাঁহারা গো-মহিষী-প্রদাতা; যাঁহারা জলধারা-মণ্ডপ দেন; যাঁহারা ছায়ামণ্ডপ দেন; যাঁহারা দেবালয়ে বহুধারে ঝারা দেন; যাঁহারা তীর্থের কর উঠাইয়া দেন; যাঁহারা তীর্থ-পথ পরিষ্কার করেন এবং যাঁহারা ভয়ার্ত্তের প্রতি হস্ত উদ্যত করিয়া অভয় প্রদান করেন,—তাঁহারা বরুণলোকে নির্ভয়ে বাস করত ক্রীড়া করেন। দুর্ব্বৃত্তগণ যাহাদের কণ্ঠে রজ্জুপাশ দিয়া বন্ধন করিয়াছে, তাহাদিগের মোচনকর্ত্তা পুণ্যাত্মগণ অকুতোভয়ে বরুণলোকে বাস করেন। হে দ্বিজ! যাঁহারা পথিকদিগকে, নৌকাদি উপায়যোগে নদী প্রভৃতি পার করাইয়া থাকেন, অথবা দুঃখসাগর হইতে কোন প্রকারে উত্তীর্ণ করেন, তাঁহারা এই বরুণ-নগরবাসী হইয়া থাকেন। যে মানবগণ, জলার্থিগণের সুবিধার জন্য শিলাদি-দ্বারা পবিত্র নদ্যাদির ঘাট বাঁধাইয়া দেন, তাঁহারা এই বরুণলোক ভোগ করিয়া থাকেন। যে পবিত্র ব্যক্তিগণ, শীতল জল দ্বারা তৃষ্ণার্ত্তদিগের তৃষ্ণা অপনোদন করেন, তাঁহারা এই বরুণলোকের সুখসমূহ ভোগ করেন। এই যাদঃপতি প্রচেতা, সর্ব্ব জলাশয়ের মুখ্যতম রাজা এবং সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী। সখে! এই মহাত্মা বরুণের উৎপত্তি শ্রবণ কর। কর্দ্দম প্রজাপতির শুচিষ্মান্ নামে বিখ্যাত এক পুত্র ছিলেন; সেই মুনি,অপ্রমেয়-

বুদ্ধি সুবিনীত এবং স্থৈর্য্য-মাধুর্য্য-ধৈর্য্যাদি-গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি একদা বালকগণের সহিত অচ্ছোদ-সরোবরে স্নান করিতে গমন করেন; জলক্রীড়া-পরায়ণ সেই মুনিবালককে এক শিশুমার হরণ করিল। সেই মুনিকুমার হৃত হইলে পর, অত্যাহিত-শংসী শিশুগণ সমাগত হইয়া বালকপিতা কর্দ্দমের নিকট সেই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। শিবপূজায় উপবিষ্ট সমাধিনিশ্চলচিত্ত কর্দ্দম প্রজাপতি, শিশু-পুত্রের বিপত্তি শ্রবণ করিলেও, তাঁহার চিত্ত শিব হইতে অপসৃত হইল না। প্রত্যুত তিনি সর্ব্বজ্ঞ ত্রিলোচনকে অধিকতর ধ্যান করিতে লাগিলেন; ধ্যান করিতে করিতে প্রজাপতি, শিবসমীপে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নানাবিধ ভূতসমূহ, চন্দ্র, সূর্য্য, রাশি, নক্ষত্র, পর্ব্বত, পাদপ, নদী, সাগর, অন্তরীপ, অরণ্য, সরোবর, নানা দেবযোনি, বহুতর দেবনগর, অনেকানেক বাপী, কূপ, তড়াগ, কৃত্রিম, ক্ষুদ্রনদী এবং পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—কোন একটী সরোবরে, বহু মুনিকুমার জলক্রীড়ায় আসক্ত। দেখিলেন,—মজ্জন, উন্মজ্জন, করযন্ত্র-বিমুক্ত জলধারায় (হাতে পিচকারী দেওয়া) অভিষেচন, জলে করতাড়ন দ্বারা দিঙ্মুখনিনাদী শব্দ করা, এই সব জলখেলায় বহুবালক আসক্ত রহিয়াছে। অনন্তর সমাধিস্থিত কর্দ্দম, তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার আপনার শিশুপুত্র, সুবিহ্বলভাবে শিশুমার কর্তৃক নীত হইতেছে। অনন্তর কোন জলদেবী, সেই ক্রূর জলজন্তুর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বালককে গ্রহণ করিয়া সমুদ্রের হস্তে প্রদান করিলেন, ধ্যানস্থ কর্দ্দম ইহাও দেখিলেন। অনন্তর প্রজাপতি দেখিলেন,—এক ত্রিশূলধারী রুদ্ররূপী, রোষতাম্রবদনে সরিৎপতিকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, জলাধিপ! মহাভাগ জ্ঞানী শিবভক্ত কর্দ্দম প্রজাপতির বালককে অনেকক্ষণ রাখিয়াছ কেন? শিবের সামর্থ্য বুঝি জান না? তাঁহার বাক্যশ্রবণে ভয়ত্রস্ত সাগর, বালককে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিয়া এবং সেই বালকাপহারী শিশুমারকে বন্ধন করিয়া শিবের পাদপদ্ম সমীপে আনিয়া সমর্পণ করিলেন এবং তিনি প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে বিভো! হে অনাথনাথ! হে ভক্তবিপত্তি-বিনাশন বিশ্বেশ্বর! এ বিষয়ে আমি অপরাধী নহি। হে ভক্তকল্পতরু শঙ্কর! শিবভক্তের শিশু-সন্তানকে আমি লইয়া যাই নাই, এই দুষ্ট জলজন্তু লইয়া গিয়াছিল। অনন্তর সেই রুদ্ররূপী শিব-পারিষদ, শিবের মনোগত ভাব জানিয়া সেই জলজন্তুকে পাশবদ্ধ করিয়া শিশুর হস্তে প্রদান করিলেন। "বৎস! আপনার গৃহে যাও, মুনে! তুমি আপনার পুত্র গ্রহণ কর" এই বাক্য শিব-পারিষদ শিবের আদেশক্রমে কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, উদারবুদ্ধি কর্দ্দম সমাধিকালে এই সমস্ত শ্রবণ করত সমাধি ত্যাগ করিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলন-পূর্ব্বক যেই সম্মুখে চাহিলেন, অমনি দেখেন,—পার্শ্বে, তাঁহার শিশু; শিশুমারকে গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে; কর্ণযুগল তাহার অলঙ্কৃত, কাকপক্ষ সলিলার্দ্র, নয়নাঞ্চল আরক্তবর্ণ শরীর রুক্ষ, চর্ম্ম চুপসিয়া গিয়াছে, চিত্ত সম্ভ্রমাপন্ন। শিশু প্রণাম করিল; কর্দ্দম তাহাকে আলিঙ্গন এবং তদীয় বদনকমল আঘ্রাণ করিয়া শিশুকে যেন পুনরুৎপন্ন বোধ করত বারংবার দেখিতে লাগিলেন। শিবপূজা করিতে করিতে সমাধিস্থিত কালে কর্দ্দম প্রজাপতির পঞ্চশত বৎসর অতীত হইয়াছিল। কর্দ্দম কিন্তু সেই দীর্ঘকালকে ক্ষণতুল্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। কেননা মহাকালের সমীপে কালের ত প্রভুত্ব নাই। অনন্তর, পুত্র শুচিষ্মান্, পিতার অনুমতি লইয়া এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তপস্যা করিবার জন্য সত্বর শ্রীমৎকাশীপুরীতে গমন করিলেন। তথায় এক শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যানুষ্ঠানে পঞ্চ সহস্র বৎসর পাষাণবৎ নিশ্চল হইয়া রহিলেন! অনন্তর মহাদেব তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন,—"হে কর্দ্দমনন্দন!

বল, কোন শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিব?” কর্দ্দম তনয় বলিলেন, হে ভক্তানুকম্পিন্ হে নাথ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত আমাকে, সকল জল এবং জলজন্তুর আধিপত্য প্রদান করুন। সর্ব্বমনোরথপূরক প্রভু মহেশ্বর এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট বরুণপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বলিলেন,—“নিখিল সমুদ্রজাত রত্ন, সমুদ্র, নদী, সরোবর, পল্বল, দীর্ঘিকাজল এবং স্রোতোজল ও যাবতীয় জলাশয় আর পশ্চিম দিকের অধিপতি হও; তুমি সর্ব্ব-দেবতার প্রিয় হইবে এবং পাশ (আয়ুধ) তোমার হস্তে থাকিবে। সর্ব্বহিতকারক আর একটী বর তোমাকে প্রদান করিতেছি; তোমার স্থাপিত এই শিবলিঙ্গ, কাশীতে তোমার নামানুসারে, ‘বরুণেশ’ নামে বিখ্যাত হইয়া উত্তম সিদ্ধি প্রদান করিবে। মণিকর্ণেশ লিঙ্গের নৈঋত কোণে অবস্থিত এই লিঙ্গ সতত আরাধনা করিলে পুরুষদিগের সর্ব্ববিধ জড়তা দূর হয়। যাহারা বরুণেশ-শিবলিঙ্গের ভক্ত, তাহাদের কখনই জল হইতে ভয় থাকিবে না। তাহাদিগের সন্তাপ-ভয় থাকিবে না, কখন অপঘাত-মৃত্যু হইবে না, জলোদর রোগের ভয় থাকিবে না এবং কখন তৃষ্ণা ভয় থাকিবে না। নীরস অন্ন-পানও বরুণেশ্বরের স্মরণে সরস হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। হে দ্বিজ! শম্ভু এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, তদবধি কর্দ্দমপুত্রও বরুণ হইয়া আপনার বন্ধুবান্ধবের সহিত এই লোক অলঙ্কৃত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই বরুণলোকের স্বরূপ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য কখনই অপমৃত্যুগ্রস্ত হয় না।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বায়ুলোক এবং কুবেরলোক।

বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে মহাভাগ্য-দ্বিজ! বরুণনগরীর উত্তরভাগে বায়ুর এই গন্ধবতী নাম্নী পবিত্র নগরী অবলোকন কর। এই পুরীতে দিক্‌পতি প্রভঞ্জন নামক বায়ু অবস্থিত। এই বায়ু শ্রীমহাদেবকে আরাধনা করিয়াই দিক্‌পালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে পূতাত্মা নামে খ্যাত কশ্যপনন্দন, শিবরাজধানী বারাণসীতে পবনেশ্বর নামে সুপাবন শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া শতাযুত বৎসর মহাতপস্যা করিলেন। এই শিবলিঙ্গের দর্শনমাত্রেই মানব পূতাত্মা হয় এবং পাপকঞ্চুক মুক্ত হইয়া অন্তে পবনলোকে বাস করে। অনন্ত তপঃফলদাতা মহেশ্বর শিব, পবনের উগ্র তপস্যাবলে সেই লিঙ্গ হইতে জ্যোতীরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং করুণামৃত-সাগর শম্ভু প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—হে পূতাত্মন্! উঠ, উঠ; হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর। হে পূতাত্মন্! তুমি যে এই উগ্রতপস্যা এবং শিবলিঙ্গ আরাধনা করিয়াছ, তাহাতে সচরাচর ত্রৈলোক্যে তোমাকে অদেয় কিছুই নাই। পূতাত্মা বলিলেন,—হে দেবগণের অভয়প্রদ দেবদেব মহাদেব! আপনি ব্রহ্মা, নারায়ণ এবং ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেবগণের পদপ্রদাতা। হে প্রভো! বেদ সকল, তন্ন তন্ন করিয়া আপনার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতে শতপথত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি আপনি যে কীদৃশ, তাহা জানিতে পারে নাই। হে প্রভো! প্রমথেশ! আপনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-বাচস্পতিরও বচনগোচর নহেন, তবে মাদৃশ সামান্য লোক, আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইবে কিরূপে? হে ঈশ! ভক্তিই কেবল জোর করিয়া স্তব করিতে আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছে; হে জগন্নাথ! কি করিব? আমার ইন্দ্রিয়গণ, আমার বশীভূত নহে। বিশ্ব এবং আপনি, এ উভয়ে ভেদ নাই, যেহেতু আপনি এক অদ্বিতীয়। আপনি সর্ব্বব্যাপী; আপনি স্তুত্য, এবং স্তুতি; আপনি সগুণ এবং নির্গুণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত এক আপনিই থাকেন, যোগিগণও পরমার্থতঃ আপনার তত্ত্ব ভেদ করিতে পারেন না। স্বচ্ছন্দ-বিহারিন্

প্রভো! যখন আপনি একাকী ক্রীড়া করিতে না পারেন, তখন আপনার যে ইচ্ছা উৎপন্ন হন, তিনিই আপনার সেবনীয়া শক্তি হইয়া থাকেন। আপনি একই শিব-শক্তিভেদে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; আপনি ভগবন শিব জ্ঞান-রূপী; এবং আপনার ইচ্ছা শক্তিস্বরূপা। শিব শক্তি আপনারা উভয়ে স্বীয় লীলাক্রমে ক্রিয়াশক্তির উৎপাদন করিয়াছেন; সেই ক্রিয়াশক্তিই এই সমস্ত জগৎ। ভবানীপতি জ্ঞানশক্তি. উমা ইচ্ছাশক্তি; এই বিশ্ব ক্রিয়াশক্তি; অতএব আপনি এই জগতের কারণ ব্রহ্মা, আপনার দক্ষিণাঙ্গ; বিষ্ণু আপনার বামাঙ্গ; চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি আপনার ত্রিনেত্র; বেদত্রয় আপনার নিশ্বাস। আপনার ঘর্ম্ম হইতে সাগরচতুষ্টয়; বায়ু আপনার কর্ণ; দশদিক্ আপনার বাহুসমূহ; ব্রাহ্মণ আপনার মুখ। ক্ষত্রিয়বর্গ আপনার বাহুযুগল, বৈশ্যগণ আপনার উরুদেশ হইতে উৎপন্ন; হে ঈশান! শূদ্রজাতি আপনার পদদ্বয় হইতে উদ্ভূত। হে প্রভো! মেঘজাল আপনার কেশকলাপ। আপনি পূর্ব্বে প্রকৃতি-পুরুষ রূপে এই ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই অখিল চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন; হে জগন্ময়! অতএব, জগতের কিছুই আপনা হইতে ভিন্ন নহে; সর্ব্বভূত আপনাতে বর্ত্তমান, আপনিও সর্ব্বভূতময় আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার; আপনাকে নমস্কার; নমস্কার, নমস্কার। হে নাথ! এই আমার বর—যেন নাথ! আপনাতে আমার স্থিরবুদ্ধি থাকে;—এই বর আমি প্রার্থনা করি। পূতাত্মা এই কথা বলিতে থাকিলে, প্রভু দেবদেব, পূতাত্মাকে আপনার অষ্ট মূর্ত্তির অন্তর্গত করিয়া দিক্পাল-পদে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—মৎস্বরূপে তুমি সর্ব্বত্রগ এবং সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা হইবে, আর তুমিই সকলেরই জীবন স্বরূপ হইবে। যে মানবগণ, তোমার প্রতিষ্ঠিত এই দিব্যলিঙ্গ অবলোকন করিবে, তাহারা সর্ব্বভোগ-সম্পন্ন হইয়া ত্বদীয় লোক-প্রাপ্তি-সুখ-লাভ করিবে। মানব, জন্মের মধ্যে একবার পবমানেশ্বর শিবলিঙ্গকে, সুগন্ধ জল দ্বারা স্নপন ও সুগন্ধ চন্দন-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিলে, সসম্মানে মদীয় লোকে বাস করে। জ্যেষ্ঠেশ লিঙ্গের পশ্চিমভাগে এবং বায়ুকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত পবমানেশ্বরলিঙ্গ আরাধনা করিলে লোকে তৎক্ষণাৎ পূত হইবে। দেবদেব এই সকল বর দিয়া সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইলেন। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—গন্ধবতী পুরীর স্বরূপ এই তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, ইহার পূর্ব্বভাগে কুবেরের এই শোভাময়ী অলকাপুরী। এই পুরীর অধিপতি, ভক্তিযোগে শিবের সখা হইয়াছেন এবং ইনি শিবারাধনা বলে পদ্ম-শঙ্খ-প্রমুখ নিধিগণের দাতা এবং ভোক্তা। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—ইনি কে? কাহার পুত্র? সদাশিবে ইঁহার কত ভক্তি যে, সেই দেবদেব ধূর্জ্জটির ইনি সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? আপনাদিগের বচনামৃতপান-পরিতৃপ্ত সুস্থির চিত্ত, এই কথা-প্রসঙ্গ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে ইঁহা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! হে বিশুদ্ধাত্মন্! হে সুতীর্থ-সলিল-প্রক্ষালিত-অশেষজন্মসঞ্চিত-পাপরাশি শিবশর্ম্মন্! তুমি আমাদের প্রেম-সম্পন্ন সুহৃৎ, তোমার নিকট অবক্তব্য কি আছে? বিশেষতঃ সাধুগণের সহিত কথোপকথন সর্ব্বমঙ্গলবৃদ্ধির হেতু। কাম্পিল্য নগরে যজ্ঞবিদ্যা-বিশারদ, সোমযাজি-বংশোৎপন্ন যজ্ঞদত্ত দীক্ষিত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বেদাঙ্গ-বেদার্থে অভিজ্ঞ, বেদোক্তাচার পালনে দক্ষ, রাজমান্য, বহু ধনাঢ্য, বদান্য, কীর্ত্তিমান্, অগ্নিশুশ্রূষা-পরায়ণ এবং বেদপাঠনিরত ছিলেন। চন্দ্রবিম্বসমাকার, গুণনিধি নামে, তাঁহার পুত্র উপনীত হইয়া অনেক বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিল। কিন্তু কিছু দিন পরে, গুণনিধি পিতার অজ্ঞাতে দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইল। গুণনিধি মাতার নিকট হইতে অনেকবার ধন লইয়া লইয়া দ্যূতকারদিগকে

প্রদান করিতে লাগিল, এইরূপে দ্যূতকারদিগের সহিত সে বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। গুণনিধি, ব্রাহ্মণাচার পরিত্যাগ করিল; স্নান সন্ধ্যা বর্জ্জিত হইল; বেদ, শাস্ত্র, দেবতা এবং ব্রাহ্মণের নিন্দক হইল ' স্মৃত্যুক্ত আচার তাহার রহিল না; গীত বাদ্য আমোদেই সে থাকিত; নট, পাষণ্ড এবং ভণ্ডগণের সহিত তাহার বড়ই প্রেম হইল। জননীর প্রেরিত হইয়াও গুণনিধি পিতৃসমীপে গমন করিত না, "অয়ে! পুত্র গুণনিধিকে আমি গৃহে দেখিতে পাই না- কোথায় সে যায়, কি, করে?" গৃহকার্য্যান্তরে ব্যগ্র দীক্ষিত, পত্নীকে এই কথা যখন যখন জিজ্ঞাসা করেন, দীক্ষিতায়িনী, তখন তখনই বলেন; "স্নানের পর এতক্ষণ ধরিয়া দেবগণের পূজা এবং বেদাধ্যয়ন করিয়া পড়িবার জন্য এই সে দুই তিন জন বন্ধুর সহিত বাহিরে যাইতেছে।" একমাত্র পুত্র বলিয়া সেই স্নেহে, গুণনিধির মাতা স্বামীর নিকট প্রতারণা করেন। দীক্ষিত, পুত্রের কার্য্য এবং চরিত্র কিছুই জানিতেন না। অনন্তর, তিনি গুণনিধির ষোড়শ বৎসর বয়সে 'কেশান্ত' সংস্কার সমাধা করিয়া গৃহোক্ত বিধিক্রমে তাহার বিবাহ দিলেন। স্নেহার্দ্রহৃদয়া গুণনিধি-জননী, প্রত্যহ মৃদুভাবে শাসন করেন, বলেন, "তোমার পিতা ক্রোধী এ সব কাজ আর করিও না: যদি তিনি তোমার চরিত্র কার্য্যকলাপ জানিতে পারেন ত তোমাকে এবং আমাকেও তাড়না করিবেন। আমি তোমার পিতার নিকট প্রত্যহই তোমার কুকার্য্য ঢাকিয়া থাকি। তোমার পিতা ধনে নয়, সদাচারেই লোকমান্য। বাছা! সদ্বিদ্যা এবং সৎসঙ্গই ব্রাহ্মণের ধন। তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ অনচান অর্থাৎ সাঙ্গ আখ্যাসহ বেদাধ্যায়ী বলিয়া সচ্ছ্রোত্রিয়, আর সোমযাজী বলিয়া দীক্ষিত, এই দুই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুর্জ্জনের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে রত হও। সদ্বিদ্যায় মন দেও, ব্রাহ্মণের আচার অনুষ্ঠান কর। গুণনিধি! তোমার ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম, আর মধুরভাষিণী সাধ্বী তোমার এই পত্নীর বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর; রূপ, বয়ঃক্রম, কুলশীলে এ তোমার অনুরূপা। এই সচ্চরিত্রশালিনীর সহিত মিলিত হও। পিতৃভক্ত হও। তোমার শ্বশুরও গুণ এবং শীলে সর্ব্বত্র মান্য। বালক! তাঁহার কাছেও কি তোমার লজ্জা নাই? পুত্র! তোমার মাতুলেরাও বিদ্যা, স্বভাব এবং বংশাদি দ্বারা অতুলনীয়; তুমি কি তাঁহাদেরও ভয় কর না? বাছা! তুমি উভয় বংশে পরিশুদ্ধ; তবে এমন হইলে কেন? প্রতিগৃহে ব্রাহ্মণকুমারদিগকে দেখ;— গৃহেও তোমার পিতার সুবিনীত শিষ্যদিগকে দেখ। পুত্র! যখন রাজাও তোমার দুষ্কার্য্যের কথা শুনিবেন, তখন তিনি তোমার পিতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিবেন। এখনও লোকে, তোমার এই সব কাজকে 'ছেলেমানুষী' বলে। আর কিছু পরেই উপহাস করিবে; আর বলিবে, "বশ দীক্ষিতত্ব! হউক হউক!" তখন সকলেই তোমার পিতাকে এবং আমাকে 'পুত্র, মাতার চরিত্রানুসারী হয়, তাহার পিতাও শ্রুতিস্মৃতিমার্গাবলম্বী হইলেও পাপিষ্ঠ' এই প্রকার দুষ্ট বাক্য দ্বারা দোষী করিবে। আমি শিবচরণে নিহিতহৃদয়া; আমার চরিত্রে সেই মহেশ্বরই সাক্ষী। আমি ঋতুস্নানদিনেও ত কোন দুষ্ট ব্যক্তির মুখ দেখি নাই। ওঃ! বিধিই বলবান্! বিধিবলেই তুই এমন কুলাঙ্গার জন্মিয়াছিস্।" জননী ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ শিক্ষা দিলেও অতি দুর্ম্মদ, দুর্ব্বুদ্ধি গুণনিধি সেই অসদাচরণ ত্যাগ করিল না, ব্যসনাসক্ত কিনা। মৃগয়া, মদ্য, পৈশুন্য, বেশ্যা, চৌর্য্য, দ্যূতক্রীড়া এবং পরদারাসক্তি, এই সকল ব্যসন দ্বারা জগতে কাহার না সর্ব্বনাশ হয়? সেই দুর্ম্মতি ঘরে তাম্রপিত্তলাদির পাত্র এবং বস্ত্রাদি যা যা দেখিতে পায়, তৎসমস্তই লইয়া দ্যূতকারদিগকে অর্পণ করে। একদা পিতার নবরত্নময় অঙ্গুরীয়, নিদ্রাপন্না জননীর হস্ত

হইতে লইয়া গুণনিধি দ্যূতকারের হস্তে প্রদান করিল। পরে একদিন দীক্ষিত, রাজভবন হইতে আসিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ একজন দ্যূতকারের হস্তে আপনার অঙ্গুরীয় দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সেই দ্যূতকারকে তিনি বলিলেন, "তুমি এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে?" নির্ব্বন্ধ সহকারে বারংবার এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্যূতকার দীক্ষিতকে বলিল, "হে ব্রাহ্মণ! আমাকে এত তিরস্কার করিতেছেন কেন? আমি কি চুরী করিয়া এই অঙ্গুরীয় পাইয়াছি? আপনার পুত্রই আমাকে ইহা দিয়াছে। পূর্ব্বদিন, আপনার পুত্র আমার মাতার একখানি শাটক জিতিয়া লইয়াছে। আপনার পুত্র আমাকেই যে কেবল এই অঙ্গুরীয়ক দিয়াছে, তাহা নহে, অন্য দ্যূতকারদিগকেও প্রচুর ধন দিয়াছে। রত্ন, স্বর্ণ-রজতাতিরিক্ত ধন, বস্ত্র এবং ভৃঙ্গার প্রভৃতি কাংস্য তাম্রময় বিচিত্র পাত্র সকলও দিয়াছে; দ্যূতকারিগণ, প্রতিদিন তাহাকে উলঙ্গ করিয়া বস্তুজাত বাঁধিয়া লয়। ভূমণ্ডলে তাহার তুল্য, দ্যূতাসক্ত আর নাই। বিপ্র! আজিও আপনি, অবিনয় এবং অত্যাচারে পণ্ডিত জুয়াচোরের শিরোমণি পুত্রকে জানিতে পারেন নাই!" দীক্ষিত এই কথা শ্রবণে, লজ্জাভরে ঘাড় হেঁট করিয়া মস্তকে বস্ত্র আচ্ছাদন পুরঃসর নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, মহাপতিব্রতা স্বকীয় পত্নীকে বলিলেন,—"দীক্ষিতায়িনি! কোথায় তুমি; পুত্র গুণনিধি কোথায়? অথবা থাক্, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? আমার সেই উত্তম অঙ্গুরীয় কোথায়? গাত্র উদ্বর্ত্তন করিবার সময়ে তুমি যে আমার অঙ্গুলি হইতে নবরত্নময় অঙ্গুরীয়টী পরিহাসচ্ছলে হরণ করিয়া লইয়াছিলে, শীঘ্র আমাকে তাহা আনিয়া দেও।" দীক্ষিতায়িনী, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন। অনন্তর বলিলেন, এক্ষণে মধ্যাহ্নকর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছি, দেবপূজার আয়োজনাদি কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছি. হে প্রিয়াতিথে! অতিথিগণের সময়ও অতিক্রান্ত হয়, তাই এই মাত্র আমি পক্বান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যগ্র হইয়া কোন পাত্রের ভিতর যে অঙ্গুরীয়টী রাখিলাম, ভুলিয়া যাইতেছি; মনে হইতেছে না। দীক্ষিত বলিলেন, ওহো! সৎপুত্রজননি! নিত্যসত্যভাষিণি! আমি তোমাকে যখন যখন জিজ্ঞাসা করি, 'পুত্র কোথায় গেল?' তুমি তখন তখনই বল, 'নাথ! এখানে অধ্যয়ন করিয়া আবার দুই তিন জন মিত্রের সহিত অধ্যয়নার্থ এইমাত্র বাহিরে যাইতেছে।' পত্নি! মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত যে শাটক, আমি তোমায় দিয়াছিলাম, যাহা এই আল্‌নাতে ঝুলিয়া থাকিত, তাহা কোথায়? ভয় ত্যাগ করিয়া সত্য বল। সেই মণিমণ্ডিত ভৃঙ্গারটীও আর এখন দেখিতে পাই না। পট্টসূত্রনির্ম্মিতা রাজদত্ত সেই ত্রিপটীই (তেপাটা) বা কোথায়? দক্ষিণ দেশের সেই কাঁসি কোথায়? গৌড়ের সেই তাম্রঘটী কোথায়? সেই গজদন্তনির্ম্মিতা আনন্দকৌতুকবিধায়িনী ক্ষুদ্র খট্টা কোথায়? পর্ব্বতদেশীয়া চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিতা উন্নত হস্তাগ্রে দীপবাহিনী সেই অলঙ্কৃতা শালভঞ্জিকা কোথায়? হে কুলজে! অধিক বলিয়া কি হইবে? তোমার উপর আমার ক্রোধ করাও বৃথা। আমি পুনরায় বিবাহ না করিয়া আর আহার করিতেছি না। আমার সেই পুত্র, কুল-দূষক এবং দুষ্ট হওয়াতে আমি নিঃসন্তানই হইয়াছি। উঠ, কুশ জল আনয়ন কর, আমি তাহাকে তিলাঞ্জলি দিই। কুলপাংসন-কুপুত্রবান্ হওয়া অপেক্ষা মানুষের অপুত্রক হওয়া বরং ভাল। এই চিরন্তন নীতি আছে যে, বংশের হিতের জন্য একজনকে ত্যাগ করিবে! দীক্ষিত, স্নান এবং অন্যান্য নিত্যকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া সেই দিনেই কোন এক শ্রোত্রিয়ের কন্যা পাইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। দীক্ষিতপুত্র গুণনিধি, সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করত আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া কোন এক দিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইল। অনন্তর গুণনিধি, অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত

হইল; ভাবিতে লাগিল, "কোথায় যাই, কি করি, আমি বিদ্বান্ বা ধনবান্ নহি। দেশান্তরে, ধনবান্ কি বিদ্বান্ ব্যক্তিই সুখে থাকিতে পারে। তবে ধনবানের চৌরভয় আছে, কিন্তু বিদ্বানের সর্ব্বত্র অভয়। কোথায় আমার যাগশীল ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম, আর কোথায় এই ব্যসন! আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ওঃ! ভাবিকর্ম্ম-যোজক বিধাতাই বলবান্। আমি ভিক্ষা করিতে জানি না, আমার পরিচিত ব্যক্তি এখানে কোথাও নাই, কাছে ধনও কিছুমাত্র নাই, এস্থানে আমার রক্ষা হইবে কিরূপে? সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে জননী আমার নিত্য মিষ্ট ভোজন করিতে দিতেন, আজি এখানে তাহা কাহার নিকট প্রার্থনা করিব, মা ত আর এখানে নাই। গুণনিধি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্য অস্তগত হইলেন। ঠিক এই সময়ে কোন শৈব মানব, আজ শিবরাত্রি, তাই উপবাসী থাকিয়া মহাদেব-পূজা করিবার জন্য মহান্ উপহার সকল গ্রহণ করিয়া নগরের বহির্ভাগে আসিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুধিত গুণনিধি, পক্বান্নের গন্ধ আঘ্রাণে সেই শৈবের অনুগামী হইল। গুণনিধি ভাবিল, রাত্রিতে শিবনিবেদিত এই অন্ন আমি লইব। গুণনিধি, এই আশা অবলম্বন করিয়া শিবমন্দিরের দ্বারে উপবেশন-পূর্ব্বক সেই ভক্তানুষ্ঠিত মহাপূজা অবলোকন করিতে লাগিল। ভক্তগণ (পূজান্তে) নৃত্য-গীতাদি করিয়া যে সময়ে ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত হইয়াছে, সেই সময়ে নৈবেদ্য গ্রহণ করিবার জন্য দীক্ষিতপুত্র মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মন্দিরস্থ দীপ অতি ক্ষীণপ্রভ; দেখিয়া গুণনিধি, পক্বান্ন অবলোকনের জন্য নিজ বস্ত্রাঞ্চল হইতে বর্ত্তিকা তৈয়ার করিয়া দিয়া তদ্দ্বারা প্রদীপ উদ্দীপিত করিয়া দিল। অনন্তর, পক্বান্ন গ্রহণ করিয়া সত্বর বাহিরে আসিতে তাহার পাদতলাঘাতে একজন সুষুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। "কেও, কেও তাড়াতাড়ি এই চোর ধর" প্রবুদ্ধ ব্যক্তি এই কথা বলিবামাত্র নগররক্ষকেরা পলায়নপর সেই গুণনিধিকে আঘাত করাতে ক্ষণমধ্যে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শিবরাত্রি-উপবাস-পুণ্যের ভবি-তব্যতা বলে, গুণনিধির আর সে নৈবেদ্য ভোজন করা হয় নাই। অনন্তর প্রাশমুদ্গরধারী বিকটা-কার যমদূতেরা আসিয়া তাহাকে যমপুরীতে লইয়া যাইবার জন্য বন্ধন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে শূলপাণি শিবপারিষদগণ, গুণনিধিকে লইয়া যাইবার জন্য কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত দিব্য বিমান লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। যমকিঙ্করেরা শিবদূত দর্শনে ভীত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিল, "হে শিব-পারিষদ্‌গণ! এই ব্রাহ্মণ বড়ই দুর্ব্বৃত্ত। এ, কুলাচারের বিপরীতগামী মাতাপিতৃবচনপালনে পরাঙ্মুখ, সত্যভ্রষ্ট, শৌচভ্রষ্ট এবং স্নানসন্ধ্যা-বর্জ্জিত। ইহার অন্য কর্ম্মের কথা দূরে থাকু, এইখানে প্রত্যক্ষ দেখুন, এই নির্ম্মাল্য এই ব্যক্তি হরণ করিয়াছে; অতএব এ, ভবাদৃশ ব্যক্তির অস্পৃশ্য শিবনির্ম্মাল্যভোক্তৃগণের, শিবনির্ম্মাল্যলঙ্ঘনকারিগণের এবং শিবনির্ম্মাল্য-দাতৃগণের স্পর্শও অপবিত্রতাবিধায়ক। বরং বিষ আলোড়ন করিয়া স্নান করা ভাল, একেবারে অনশন করাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও শিবস্ব সেবন করিবে না। ধর্ম্মবিষয়ে আপনারা যেরূপ প্রমাণ, আমরা সেরূপ নহি; অতএব হে শিবপারিষদ্‌গণ! যদি ইহার লেশমাত্রও ধর্ম্ম থাকে ত, আমরা তাহা শুনিতে চাহিতেছি।" তাহাদিগের এই কথা শুনিয়া শিবপারিষদগণ বলিলেন, "হে যমকিঙ্করগণ! তোমাদের ন্যায় স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা সূক্ষ্মদর্শিগণের লক্ষ্য সূক্ষ্ম যে সব শিব-ধর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিবে কিরূপে? এ ব্যক্তি, এখানে যে সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর! রজনীতে আপনার বস্ত্রাঞ্চল ছেদনপুরঃসর তদ্দ্বারা নির্ম্মিত বর্ত্তিকা প্রদীপে দিয়া শিবলিঙ্গমস্তকপতিত দীপ-চ্ছায়া এ ব্যক্তি নিবারণ করিয়াছে। শিবমন্দিরে অন্যও অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ইহার সঞ্চিত হইয়াছে, শিবনাম-

পাঠকের নিকট প্রসঙ্গক্রমে শিবনামসমূহ শ্রবণ করিয়াছে; ভক্ত কর্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠীয়মান শিবপূজা, এ ব্যক্তি শিবচতুর্দশীতে উপবাসী থাকিয়া, স্থিরচিত্তে নিরীক্ষণ করিয়াছে। হে দূতগণ! এক্ষণে পাপমুক্ত এই দ্বিজবর, কলিঙ্গদেশের রাজা হইবেন; তোমরা যেখান থেকে আসিয়াছ, সেখানে যাও। সেই দ্বিজ, এইরূপে শিবপারিষদ্‌গণ কর্তৃক যমদূতগণের হস্ত হইতে মোচিত হইয়া কলিঙ্গাধিপতি অরিন্দমের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন; তাঁহার তখন নাম হইল দম। যুবা দম, পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর, রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজ! সেই দুর্দম ভূপতি দম, সর্ব্বশিবালয়ে দীপদান ব্যতীত আর কিছু যে ধর্ম্ম আছে, তাহা জানিতেন না। রাজ্য পাইয়াই তিনি আপনার রাজ্যস্থিত গ্রামাধীশ-সমুদয়কে আহ্বান করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, "যার যার গ্রামের মধ্যে যত যত শিবালয় আছে, সেই সেই গ্রামাধ্যক্ষ, তৎসমুদয় শিবালয়েই নিত্য দীপ প্রজ্বালন করিবে; এ বিষয়ে বিচার করিবে না। যে আমার আজ্ঞা ভঙ্গ করিবে, সে আমার দণ্ডনীয় হইবে, আমি নিশ্চয় তাহার শিরশ্ছেদন করিব।" এই কারণে দমভূপতির ভয়ে প্রতি শিবালয়েই দীপ প্রজ্বালিত হইতে লাগিল। দম রাজা এই ধর্ম্মপ্রভাবেই যাবজ্জীবন মহতী ধর্ম্মসম্পত্তি ভোগ করিয়া যথাসময়ে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। দম রাজা, পূর্ব্বজন্মের দীপদানসংস্কারবশে, শিবালয়ে বহুতর দীপ প্রজ্বালন করিয়া সেই পুণ্যবলে, এখন রত্নদীপ-শিখার আশ্রয় অলকাপতি হইয়াছেন। শিবের প্রতি অল্প সৎকার্য্য করিলেও এইরূপে কালে তাহার মহৎ ফল হয়। ইহা জানিয়া আত্মসুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ, শিবের ভজনা করিবে। কোথায় সেই সর্ব্বধর্ম্মপরাঙ্মুখ দীক্ষিতসন্তান. নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য প্রদীপে বর্ত্তিকা দিয়া শিবলিঙ্গমস্তকে নিপতিত দীপচ্ছায়া নিবারণ করিয়াছিল, সেই পুণ্যবলে, কলিঙ্গদেশের সতত ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা হইল; পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে শিবালয়ে দীপদানও করিল। শিবশর্ম্মন্! ভাবিয়া দেখ; তার পর কুবের হইয়া গুণনিধি এখন যাহা ভোগ করিতেছে, সে এই দিক্‌পালপদই বা কোথায়? বিষ্ণু-পরিষদদ্বয় বলিলেন, হে বিপ্র! এই কুবের যেরূপে শিবের সহিত সর্ব্বদা সখিত্ব প্রাপ্ত হইলেন, একমনে তাহাও শুন; বলিতেছি। পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্য হইতে বিশ্রবার জন্ম, বিশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণ; অত্যুগ্র তপস্যা দ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া বৈশ্রবণ এই বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত অলকানগরী ভোগ করেন। পাদ্ম কল্প অতীত হইলে এবং মেঘবাহন কল্প প্রবৃত্ত হইলে, সেই যজ্ঞদত্ততনয় গুণনিধি, কুবের হইয়া প্রাক্তন দীপমাত্র-উদ্দ্যোতন ফল দ্বারা শিবভক্তির প্রভাব জানিয়া আত্মজ্ঞানদায়িনী বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক, সুদুঃসহ তপস্যা করিয়াছিলেন। কুবের, প্রাক্তন সামান্য দীপ-উদ্দ্যোতন স্মরণ করিয়া এবার সদ্ভাবকুসুমপূজিত শিবলিঙ্গস্থাপনপূর্ব্বক মনোরূপ রত্নদীপ শিবসমীপে প্রজ্বালিত করিলেন। শিবই এই দীপের বর্ত্তি, শিবে অনন্যভক্তি এ দীপের তৈল, শিবতেজোধ্যানে ইহা নিশ্চল, শিবের সহিত একত্বজ্ঞানই দীপের উত্তম পাত্র; এ দীপ তপস্যারূপ অগ্নি দ্বারা উদ্দীপিত, কামক্রোধাদি মহাবিঘ্নরূপ পতঙ্গাঘাতও দীপে নাই, প্রাণবায়ুর নিরোধপ্রযুক্ত এই দীপ বায়ুসম্পর্কশূন্য এবং নির্ম্মল জ্যোতি অবলোকন প্রযুক্ত সুনির্ম্মল। এইরূপে তিনি দশ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিলেন শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল। অনন্তর বিশালাক্ষীসহ স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, অলকাপতিকে শিবলিঙ্গে চিত্তসমাধান পূর্ব্বক স্থাণুস্বরূপে অবস্থিত দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, "অলকাপতে! আর তপস্যার প্রয়োজন নাই, বর দিতেছি।" সেই তপোধন কুবের, যে-ই নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক চাহিলেন, অমনি উদীয়মান সহস্র সূর্য্য অপেক্ষা অধিক তেজঃসম্পন্ন উমাসহচর চন্দ্রমৌলি শ্রীকণ্ঠকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তখনই কুবের, শিবতেজে প্রতিহতদৃষ্টি হইয়া

লোচনদ্বয় পুনর্নিমীলিত করত সেই মনোরথ-পথের দূরবর্ত্তী দেবদেব ঈশ্বরকে বলিলেন, হে নাথ! আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আমার চক্ষুর সামর্থ্য প্রদান করুন; ইহাই আমার বর। হে ঈশ! আপনাকে যদি সাক্ষাৎ দেখিতে পাই ত অন্য বরে আর কাজ কি? হে শশি-শেখর! আপনাকে নমস্কার করি। দেবদেব উমাপতি, কুবেরের এই কথা শ্রবণে করতল দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিসামর্থ্য প্রদান করিলেন। তখন কুবের, নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া প্রথমতঃ উমাকেই দেখিতে পাইলেন, "শিবের সমীপে এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণী কে? এই রমণী কি আমা অপেক্ষাও অধিক তপস্যা করিয়াছে? এ রমণীর কি রূপ! কি প্রেম! কি অসামান্য সৌভাগ্যশ্রী!" এই কথা বলিতে বলিতে বারংবার ক্রূর দৃষ্টিতে বামচক্ষু দ্বারা উমাকে অবলোকন করাতে কুবেরের বামচক্ষু স্ফুটিত হইল। অনন্তর দেবী দেব-দেবকে বলিলেন, এই দুষ্ট-তপস্বী, কিজন্য পুনঃপুনঃ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমার তপঃপ্রভার অধিক্ষেপকর বাক্য বলিতেছে? আমার রূপ, প্রেম এবং সৌভাগ্যসম্পত্তির প্রতি অসূয়া করত দক্ষিণচক্ষু দ্বারা পুনরায় আমাকেই বারংবার দেখিতেছে। দেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু মহেশ্বর হাস্যসহ-কারে তাঁহাকে বলিলেন, "উমে! এ, তোমার পুত্র; দুষ্টভাবে তোমাকে দেখিতেছে না, তবে কিনা তোমার তপঃপ্রভাবের আধিক্য বর্ণনা করিতেছে;" ঈশ্বর, দেবীকে এইরূপ বলিয়া কুবেরকে পুনরায় বলিলেন, বৎস! তোমার এই তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে আমি এই সকল বর দিতেছি, তুমি নিধিসমূহের অধিপতি হও; গুহ্যকদিগের অধীশ্বর হও; হে সুব্রত! তুমি যক্ষগণের, কিন্নরগণের এবং রাজগণের রাজা হও; তুমি রাক্ষসগণের প্রভু হও; সকলের ধনদাতা হও। আমার সহিত তোমার সখিত্ব হইল, মিত্র! তোমার প্রীতি-বর্দ্ধনের জন্য আমি, তোমার সমীপবর্ত্তী স্থানে অলকার নিকটেই সর্ব্বদা বাস করিব। এস, ইঁহার (উমার) পদযুগলে নিপতিত হও, ইনি তোমার জননী। দেবদেব শিব, কুবেরকে এই সকল বর দিয়া শিবাকে পুনরায় বলিলেন, হে দেবেশি! এই তপস্বী তনয়ের প্রতি প্রসন্না হও। দেবী বলিলেন, বৎস! সর্ব্বদা মহা-দেবের প্রতি তোমার নিশ্চলা ভক্তি থাকুক। বামনেত্র তোমার স্ফুটিত হইয়াছে বলিয়া তোমার নাম 'একপিঙ্গ' হউক। দেবদেব, তোমাকে যে সকল বর প্রদান করিলেন, তৎ-সমস্ত তদনুসারেই হইবে। হে পুত্র! আমার রূপের প্রতি ঈর্ষ্যা করাতে তুমি 'কুবের' নামে বিখ্যাত হইবে। তোমার স্থাপিত এই পরম শিবলিঙ্গ সাধকদিগের সিদ্ধিপ্রদ, সর্ব্বপাপহর এবং তোমার নামানুসারেই প্রসিদ্ধ হইবেন। যে মনুষ্য, কুবেরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার ধনহীনতা হইবে না, মিত্রবিয়োগ হইবে না এবং স্বজনবিচ্ছেদ হইবে না। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত, এই কুবেরেশ্বর লিঙ্গ যে মনুষ্য, পূজা করিবে, সে পাপ, দারিদ্র্য এবং অসুখে লিপ্ত হইবে না। দেবীর সহিত মহে-শ্বর দেব, কুবেরকে এই সকল বর দিয়া, স্বকীয় পরমধামে গমন করিলেন। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন, এই ধনদ, এইরূপে শিবের পরম সখিত্ব লাভ করিয়াছেন। আর কৈলাসপর্ব্বতে অলকানগরীর সমীপে শিবের আলয়। যক্ষে-শ্বরদিগের পুরীর স্বরূপ এই তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে, মানব নিশ্চয়ই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঈশানলোক এবং চন্দ্রলোক।

বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন, অলকার সম্মুখ বা পূর্ব্বভাগে এই মহোদয়া ঈশানপুরী। ইহাতে শিবভক্ত তপোধনেরা বাস করেন।

যাহারা শিবস্মরণে আসক্ত, যাহারা শিবব্রত-পরায়ণ, যাহারা সকল কর্ম্ম শিবে অর্পণ করিয়াছে, যাহারা সর্ব্বদা শিবপূজায় রত, সেই সব মানব, "আমাদের স্বর্গ ভোগ হউক" এইরূপ সকাম ভাবে ঐরূপ তপশ্চর্য্যা করিলে এই রমণীয় রুদ্রপুরে রুদ্ররূপে বাস করে! অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন প্রমুখ ত্রিশূলধারী একাদশ রুদ্র, এই স্থানের অধিপতি। এই প্রধানেরা উক্ত অষ্টপুরীকেই দেবদ্রোহী দুষ্টগণের হস্ত হইতে রক্ষা করেন এবং শিবভক্ত ব্যক্তিকে বর প্রদান করেন। ইহাঁরাও বারাণসী নগরীতে গিয়া শুভপ্রদ "ঈশানেশ্বর" মহালিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। ঈশানেশ লিঙ্গের প্রসাদে, ঈশানদিকৃস্থিত, একাদশ দিক্‌পতিই সদা সহচর এবং সকলেই জটামুকুট-মুণ্ডিত, ললাটলোচন, নীলকণ্ঠ, শুভ্রদেহ ও বৃষধ্বজ। পৃথিবীতে যে অসংখ্য সহস্র সহস্র রুদ্র আছেন, তাঁহারা সর্ব্বভোগসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এই ঐশানীপুরীতে বাস করেন। কাশীতে ঈশানেশ্বর দেখিবার পর যাহাদের মৃত্যু দেশান্তরেও হয়, সেই হিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই ঈশানপুরীতে শরীরপরিগ্রহ করে। যাঁহারা অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে ঈশানেশ লিঙ্গের পূজা করেন, ইহ-পরলোকে নিঃসন্দেহ, তাঁহারাই রুদ্র। ঈশানেশ্বর সকাশে যে কোন চতুর্দ্দশীতে উপবাস এবং রাত্রিজাগরণ করিলে মানুষের আর গর্ভে বাস করিতে হয় না। শিবশর্ম্মা স্বর্গপথে বিষ্ণুগণকথিত এই প্রকার কথা শ্রবণ করিতে করিতে সকল ইন্দ্রিয় এবং হৃদয়ের বহু-প্রীতিবিধায়িনী, যথেষ্ট ইন্দু-কৌমুদী দিবসেও দেখিতে পাইলেন; অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া শিবশর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষ্ণুগণদ্বয়! এ কোন্ লোক? বিষ্ণুগণদ্বয় সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে মহাভাগ শিবশর্ম্মন্! যাঁহার অমৃতবর্ষী কিরণজালে জগৎ আপ্যায়িত, সেই কলানিধির এই লোক। পূর্ব্বকালে প্রজাসর্গ-বিধিৎসু ব্রহ্মার মন হইতে চন্দ্র-পিতা ভগবান্ অত্রি ঋষি উৎপন্ন হন। আমরা শুনিয়াছি, সেই অত্রি পূর্ব্বে দিব্যপরিমাণে তিন সহস্র বৎসর অত্যুৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন অত্রির উর্দ্ধগত রেতঃ চন্দ্ররূপে পরিণত হইয়া, দিঙ্মণ্ডল উদ্দ্যোতিত করত তাঁহার নয়নযুগল হইতে দশধা ক্ষরিত হইল! ব্রহ্মার আদেশে দশজন দিগ্‌দেবী মিলিত হইয়া সেই রেতঃ গর্ভে ধারণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাখিতে পারিলেন না। দিগ্দেবীগণ, যখন সেই গর্ভধারণে অসমর্থ হইলেন, তখন চন্দ্র, তাঁহাদের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে পতিত দেখিয়া ত্রিলোক-হিতাভিলাষে তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন। ব্রহ্মা সেই প্রধান রথে করিয়া চন্দ্রকে একবিংশতিবার সাগরসীমা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করাইলেন। চন্দ্রের যে তেজ গড়াইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল, জগৎপালনী ওষধি সব, তাহাতে করিয়াই উৎপন্ন হয়। হে মহাভাগ! ব্রহ্মবর্দ্ধিত স্বয়ং ভগবান্ চন্দ্র, তেজঃপ্রাপ্ত হইয়া, পরমপাবন অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবস্থান এবং স্বনামানুসারে চন্দ্রেশ্বর নামক অমৃতলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক শত পদ্ম বৎসর তপস্যা করিলেন। দেবদেব পিনাকী বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে বীজ, ওষধি, জল, এবং ব্রাহ্মণদিগের রাজা হইলেন। তপস্যা করিবার সময়ে চন্দ্র, সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে, অমৃতোদ নামে এক কূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই কূপের জলপান এবং তাহাতে স্নান করিলে মানব অজ্ঞানমুক্ত হয়। স্বয়ং দেবদেব পরিতুষ্ট হইয়া জগৎ-সঞ্জীবিনী তদীয় এক পরম কলা গ্রহণ করিয়া সেই কলামাত্র কলানিধিকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। চন্দ্র পশ্চাৎ প্রাপ্ত দক্ষশাপে মাসান্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় সেই শিবশিরোধৃতকলা দ্বারা আপ্যায়িত হন। সোমযজিপ্রবর সোম, উক্ত প্রকারে মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শতসহস্র দক্ষিণাযুক্ত রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। আমরা শুনিয়াছি, চন্দ্র ব্রহ্মা ঋষিপ্রবর এবং সদস্যদিগকে ত্রৈলোক্য দক্ষিণা দিলেন। সে যজ্ঞে

ব্রহ্মা হন ব্রহ্মা, অত্রি ভৃগু মরীচি প্রভৃতি ঋষিরা হন ঋত্বিক, মুনিমণ্ডলী-পরিবৃত হরি হন সদস্য। সিনীবালী, কুহূ, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি এবং শোভা এই নয় দেবী, চন্দ্রকে সেবা করিতেন। চন্দ্র উমার সহিত রুদ্রকে যজ্ঞকার্য্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করাতে, উমা সহ শিবের প্রদত্ত 'সোম এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সোম, চন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গের সমীপে কাশীতেই পরম দুষ্কর তপস্যা করেন এবং রাজসূয় যজ্ঞও করেন। সেই খানেই ব্রাহ্মণেরা প্রীত হইয়া এই কলানিধিকে বলেন, তুমি ত্রৈলোক্যদক্ষিণা-দাতা সোম, আমাদের ব্রাহ্মণের রাজা তুমি। কাশীতেই চন্দ্র, দেবাদেবের নয়ন-গোচর হন, তদীয় তপস্যাবশে প্রীতচিত্ত শিব, চন্দ্র, ত্রৈলোক্য আহ্লাদনের হেতু বলিয়া চন্দ্রকে বলেন, তুমি আমার অন্যতম পরমমূর্ত্তি. জগৎ তোমার উদয়ে সুখী হইবে। সূর্য্যতাপপরিক্লিষ্ট এই সচরাচর জগৎ তোমার অমৃতময় কিরণ-জাল স্পর্শে পরম গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইবে। মহেশ, এই বলিয়া সহর্ষে আরও অন্য সকল বর প্রদান করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, দ্বিজরাজ! তুমি এই কাশীতে যে অত্যুগ্র তপস্যা করিয়াছ, এই যে যজ্ঞফল সমস্ত আমাতে অর্পণ করিয়াছ, এই যে চন্দ্রেশ্বর নামক মদীয় লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছ; এই সব কারণে অর্দ্ধচন্দ্রধারী উমাসহচর ত্রিলোকে-শ্বর আমি, সর্ব্বব্যাপী হইলেও তোমার নামানুসারী এইলিঙ্গে প্রতিমাসে প্রতি পূর্ণিমার অহোরাত্র বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত হইব। অতএব পূর্ণিমাতিথিতে এইখানে জপ, হোম, পূজা, ধ্যান, দান এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন, যে কিছু সৎকার্য্য অতি অল্প করিলেও তাহা আমার প্রীতিকরী মহাপূজা হইবে। জীর্ণসংস্কারাদি করা, নাচ বাজনা প্রভৃতি দেওয়া, ধ্বজারোপণাদি কর্ম্ম এবং তপস্বী ও যতিদিগের তৃপ্তিসাধন, এই সকল কর্ম্ম চন্দ্রেশ্বরে কৃত হইলে অনন্তফলজনক হয়।

কলানিধি! অন্য কিছু গোপনীয় কথা বলিতেছি, শুন; অভক্ত, নাস্তিক এবং বেদ-দ্রোহীকে একথা বক্তব্য নহে; হে সোম! সোমবারে যখন অমাবস্যা হয়, তখন সাধুগণ, আদরপূর্ব্বক চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবে; সোম! শুন; ত্রয়োদশীদিনে নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া সেই ত্রয়োদশী শনিবার প্রদোষকালে এই চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিবার পর, নক্ত (রাত্রিতে মাত্র আহার) করিয়া নিয়মগ্রহণ পূর্ব্বক, চতুর্দ্দশীতে উপবাস এবং রাত্রিজাগরণ করিবে। তার পর সোমবার অমাবস্যার প্রাতঃকালে চন্দ্রকূপজলে স্নান এবং জলের কর্ত্তব্য তর্পণাদি সকল কার্য্য করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা-উপাসনাপুরঃসর চন্দ্রকূপের সমীপবর্ত্তী তীর্থে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাদ্ধে অর্ঘ্যদান এবং আবাহন নাই। শ্রাদ্ধকর্ত্তা বায়ু রুদ্র, এবং আদিত্যরূপী পিত্রাদি পুরুষত্রয় এবং মাতামহাদিকে উদ্দেশ করিয়া প্রযত্ন সহকারে পিণ্ডদান করিবে। এই তীর্থে, অন্যান্য সগোত্র, গুরু, শ্বশুর, এবং বন্ধুবান্ধবের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিলে সকলের উদ্ধার হয়; গয়ার পিণ্ডদান করিলে পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন পরিতুষ্ট হন, এই চন্দ্রকূপের নিকট শ্রাদ্ধ করিলেও পূর্ব্বপুরুষগণের সেইরূপই তৃপ্তি হয়। মনুষ্য যেমন গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া সমগ্র পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়, চন্দ্রকূপে পিণ্ড-দান করিলেও পিতৃঋণ হইতে তদ্রূপ মুক্তিলাভ করে। কোন নরোত্তম যখন চন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিবার জন্য গমন করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ, হৃষ্ট হইয়া এই বলিয়া নৃত্য করিতে থাকেন যে, "এই ব্যক্তি, চন্দ্রকূপতীর্থে আমাদিগের তর্পণ করিবে, আমাদের দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত যদি তর্পণ নাই করে, তবু সেই তীর্থজল স্পর্শ করিবে ত, তাহাতেই আমাদের তৃপ্তি হইবে। দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত যদি জলস্পর্শও না করে, দেখিবে ত, তাহাতেও আমাদের তৃপ্তি।" ব্রতী মানব, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রাদ্ধ করিয়া চন্দ্রেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ এবং যতিগণের

ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্তিসাধন হইলে পর, পারণ করিবে। হে শশাঙ্ক! কাশীতে অমাবস্যাযুক্ত-সোমবারে এই প্রকারে ব্রত করিলে, আমার অনুগ্রহে সে দেবঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ হইতে মুক্তি লাভ করে। চিত্রা-নক্ষত্রযুক্তা চৈত্রী পূর্ণিমাতে কাশীনিবাসিগণ, তারকজ্ঞান লাভের জন্য এই তীর্থে যাত্রা করিবে। সেই যাত্রার ফলে কাশীবাসের বিঘ্ন বিনষ্ট হয়। যদি কেহ, চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিবার পর, অন্যত্র মরে, সে ব্যক্তিও পাপরাশি ভেদ করিয়া চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইবে। কলিকালে ভাগ্যহীন ব্যক্তিরা চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের মহিমা জানিতে পারে না। হে নিশাপতে! পরম গুহ্য অন্য কথাও তোমাকে বলিতেছি। এই পীঠ, সিদ্ধযোগীশ্বর এবং সাধকদিগের সিদ্ধিপ্রদ। সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর, রাক্ষস, গুহ্যক, যক্ষ, নর, কিন্নরগণের মধ্যে সপ্ত কোটি সিদ্ধ, আমার সম্মুখে এইস্থানে সিদ্ধ হইয়াছেন। ছয় মাস সংযতাহারে বিশ্বেশ্বরী ধ্যান করিলে, চন্দ্রেশ্বর-লিঙ্গ পূজার জন্য সমাগত সিদ্ধগণকে সম্মুখে দেখিতে পাইবে। সাক্ষাৎ সিদ্ধযোগীশ্বরী, তাহাকে বরদান করেন; সিদ্ধযোগীশ্বরী অবলোকনেই তোমারও মহাসিদ্ধি লাভ হইল। সাধক-সিদ্ধিপ্রদ, অনেক পীঠ ভূতলে আছে, পরন্তু এই সিদ্ধেশ্বরীপীঠ অপেক্ষা আশুসিদ্ধিপ্রদ পীঠ আর নাই। হে শশিন! তুমি যেস্থানে চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, ইহাই সেই অজিতেন্দ্রিয়গণের অদৃশ্য পীঠ। জিতকাম, জিতক্রোধ, জিতলোভ, জিতস্পৃহ ব্যক্তিগণই আমার সেই পরমাশক্তি যোগীশ্বরীকে দর্শন করিতে পান! যে সকল ব্যক্তি প্রতি অষ্টমী ও প্রতি চতুর্দ্দশী তিথিতে, অদৃষ্টরূপা, সুভগা, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী পিঙ্গলা দেবীকে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিবে, সেই দেবী তাহাদের সমক্ষে আবির্ভূতা হইবেন! হে দ্বিজ! শিব, সেই বিশ্বেশ্বর নগরে চন্দ্রকে এই সকল বর দিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি, দ্বিজরাজ চন্দ্র, স্বীয় প্রসরণশীল করনিকর দ্বারা দিঙ্মণ্ডলকে অন্ধকার-শূন্য করত এই লোকে আধিপত্য করিতেছেন। সোমবার-ব্রতকর্ত্তা এবং সোমপাননিরত মানবগণ, চন্দ্রপ্রভ যানে গমনপূর্ব্বক এই চন্দ্রলোকে বাস করে। যে মানব, চন্দ্রের উৎপত্তি ও তপস্যাপ্রকরণ ভক্তিভাবে শ্রবণ করে, সে চন্দ্রলোকে পূজিত হয়। অগস্ত্য বলিলেন, বিষ্ণুপারিষদ দ্বয়, স্বর্গপথে শিবশর্ম্মাকে এই শ্রমহারিণী সুখদায়িনী শুভ কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে নক্ষত্রলোকে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নক্ষত্রলোক, বুধলোক এবং বৃত্তান্ত।

মহাভাগে! সহধর্ম্মিণি! পত্নি! লোপামুদ্রে! বিষ্ণুপারিষদদ্বয় শিবশর্ম্মাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। শিবশর্ম্মা বলিলেন, হে বিষ্ণুপারিষদদ্বয়! ওঃ! চন্দ্র সম্বন্ধে অতিবিচিত্র কথাই শুনিলাম। হে নিখিলবৃত্তান্তাভিজ্ঞ! নক্ষত্রলোকের কথা কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন, পূর্ব্বকালে প্রজাসর্জ্জনেচ্ছু সৃষ্টিকর্ত্তার অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠ হইতে প্রজাসৃষ্টিদক্ষ, দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হন। সেই দক্ষের, তপোলাবণ্যভূষণা নিখিললাবণ্যসম্পন্না রোহিণীপ্রমুখ ষষ্টি সংখ্যক কল্যাণী দুহিতা উৎপন্ন হন। তাঁহারা বিশ্বেশ্বর নগরীতে সমাগত হইয়া তীব্র তপস্যা দ্বারা উমাসমভিব্যাহারী চন্দ্রশেখর মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব যখন তুষ্ট হইলেন, তখন বরদানার্থ সমাগত হইয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, 'উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা কর।' অনন্তর সেই কুমারীগণ শিববাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে শঙ্কর! যদি আমাদিগকে বর দেয় হইয়া থাকে, আর যদি আমরা আপনার নিকট বরলাভে যোগ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে হে মহাদেব! আমাদিগকে এই বর দিন যে,

সংসারের তাপহারী এবং রূপে আপনার তুল্য, কোন ব্যক্তি যেন আমাদের স্বামী হন। দক্ষ-কন্যাগণ, বরণানদীর রমণীয় তীরে সঙ্গমেশ্বর শিবের নিকটে নক্ষত্রেশ্বর-সংজ্ঞক সুমহৎ লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর পুরুষগণেরও দুষ্কর পুরুষায়িত নামক মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপরে বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া, সেই একের প্রতি নিবিষ্টচিত্তা একপত্নী সকল দক্ষকন্যাকেই বলিলেন, পূর্ব্বকালে অন্য কোন রমণীই এরূপ অত্যুগ্র তপস্যা (নক্ষান্ত) সহ্য করিতে পারে নাই, এই জন্য এখন তোমাদের নাম হইল নক্ষত্র। এক্ষণে, তোমরা যে 'পুরুষায়িত' নামক তপস্যা করিয়াছ, এইজন্য তোমরা ইচ্ছামাত্র পুরুষ হইতে পারিবে। এই সমগ্র জ্যোতিশ্চক্রে তোমরা অগ্রগণ্যা হইবে, আর তোমরা মেষাদিরাশির উত্তম উৎপত্তি ক্ষেত্র হইবে। হে শুভমুখীগণ! যিনি ওষধি সকলের পতি, অমৃতের পতি এবং ব্রাহ্মণগণের পতি, তিনিই তোমাদের পতি হইবেন। তোমাদের স্থাপিত এই নক্ষত্রেশ্বর-সংজ্ঞক লিঙ্গ পূজা করিলে মনুষ্য, তোমাদের উত্তমলোকে গমন করিবে। চন্দ্রলোকের উপর তোমাদের বাসোপযোগী লোক হইবে। আর সকল তারকার মধ্যে তোমরা মান্য হইবে। যাহারা নক্ষত্র পূজক যাহারা নক্ষত্রানুসারি-ব্রতানুষ্ঠায়ী, তাহারা নক্ষত্র-সদৃশ প্রভাসম্পন্ন হইয়া তোমাদের লোকে বাস করিবে। কাশীতে যাহারা নক্ষত্রেশ্বর শিবদর্শন করে, তাহাদিগের কদাচ নক্ষত্রপীড়া, গ্রহপীড়া বা রাশিপীড়া হইবে না। অগস্ত্য বলিলেন, বিষ্ণুতে নিহিত-চিত্ত, বিষ্ণু পারিষদদ্বয় এইরূপে নক্ষত্রলোকের সৎ-কথা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, কিয়ৎক্ষণ পরেই শিবশর্ম্মার বুধলোক নয়নগোচর হইল। শিবশর্ম্মা বলিলেন, হে শ্রীভগবৎ-পারিষদদ্বয়! এই অনুপমেয় লোক কাহার? এই লোক, চন্দ্রলোকের ন্যায় আমার হৃদয়কে অতিশয় তৃপ্ত করিতেছে। বিষ্ণুগণদ্বয় বলিলেন, শিব-শর্ম্মন্! স্বর্গপথে, বিনোদন করিবার জন্য এই পাপাপহারিণী তাপত্রয়বিনাশিনী কথা শ্রবণ কর। আমরা যে সাম্রাজ্যপদপ্রাপ্ত মহাকান্তি দ্বিজরাজের কথা তোমার সম্মুখে কিয়ৎপূর্ব্বে বলিলাম, যিনি রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিভুবন দক্ষিণা দিয়াছিলেন, যিনি শত পদ্ম বৎসর অত্যুগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন, যিনি অত্রিনেত্র হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পৌত্র, যিনি নিখিল ওষধির নাথ, যিনি নক্ষত্রাদি জ্যোতির অধিপতি, যিনি নির্ম্মল কলার নিধি বলিয়া কীর্ত্তিত হন, যিনি উদীয়মান হইয়া স্বীয় কর দ্বারা পরোপতাপকে যেন গলাধাক্কা দিয়া দূর করেন, যিনি উদিত হইবামাত্র, কুমুদিনীকুল এবং জগতের আনন্দবিধান করেন, যিনি দিগঙ্গনাগণের বেশভূষা সাজসজ্জা দেখিবার সুন্দর দর্পণ স্বরূপ ;—অন্য গুণাবলীর কথাতেই বা কাজ কি?—সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, যাঁহার একাংশমাত্র মস্তকে, ধারণ করিয়াছেন, শুদ্ধ এই টুকুতেই যাঁহার সাদৃশ্য জগতে নাই, সেই রূপবান বিধু. ঐশ্বর্য্যমদে মোহিত হইয়া গুরু, পুরোহিত, পিতৃব্যপুত্র আঙ্গিরস বৃহস্পতির ভার্য্যা রূপশালিনী তারাকে দেবগণ এবং দেবর্ষি-গণ কর্ত্তৃক বহুবার নিবারিত হইয়াও বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। কলানিধি দ্বিজরাজ হইলেও এ দোষ তাঁহার নহে। এক ত্রিলোচন ব্যতীত কাম কাহার চিত্ত বিকৃত না করিয়াছে? বিশে-ষতঃ এই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত যে তমঃ (অন্ধকার) তাহার বিনাশের জন্য বিধাতা, দীপ এবং সূর্য্যকিরণাদি রূপ মহৌষধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু আধিপত্যতমোবিনাশের জন্য কোন ঔষধই করেন নাই। কেননা যে ব্যক্তি আধিপত্যমদমোহিত, তাহার কোন হিতকথাই, এমন কি, হিতকারিণী হরিকথাও স্পর্শ করে না ; যেমন বিরুদ্ধচিত্ত দুর্জ্জন ব্যক্তি, তীর্থ স্নান করিলেও নির্ম্মল বুদ্ধি তাহাকে স্পর্শ করেনা, ইহাও সেইরূপ ; যাহার প্রভাবে যেন বিপদের পদাঘাত প্রাপ্তি বশতই সঙ্কুচিতভাবাপন্ন নয়নের কুটিলগামিনী দৃষ্টি দ্বারা কেমন একটা

বিলক্ষণ ভাবে ক্ষণকালমাত্র অবলোকন করিতে হয়,—সেই অধিক সম্পত্তির চেষ্টাকে ধিক্, ধিক্ ওঃ! কাম পুষ্পায়ুধ হইলেও ত্রিলোকের মধ্যে তিনি কাহাকে না জয় করিয়াছেন? ক্রোধের বশতাপন্ন কে হয় নাই? লোভ, কাহাকেই বা মুগ্ধ না করিয়াছে? কামিনীর নয়নরূপ ভল্লাস্ত্রে বিদীর্ণ হৃদয়া হইয়া কে না বিপৎপ্রাপ্ত হইয়াছে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা রাজ্যলক্ষ্মী পাইলে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ না হয়? আধিপত্যলক্ষ্মী অতি চঞ্চলা, তাহা লাভ করিয়া ইহ জগতে সৎ অসৎ যাহাই উপার্জ্জন করিবে, তাহাই অবশ্য ফলপ্রদ হইবে; অতএব যাহা অতীব হিতকর, সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই তাহা করিবেন। যখন চন্দ্র উদ্ধত হইয়া বৃহস্পতিকে তারা অর্পণ করিলেন না; তখন রুদ্র পিনাকগ্রহণপূর্ব্বক বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তখন মহাবল চন্দ্র, ব্রহ্মশিরোনামক অস্ত্র দেবদেবের উদ্দেশে নিক্ষেপ করেন' দেবদেবও সেই অস্ত্র বিনাশ করেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের ঘোরতর 'তারকাময়' যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে বিধাতা অসময়ে ব্রহ্মাণ্ডনাশভয়ে ভীত হইলেন। তখন স্বয়ং পিতামহ, প্রলয়ানলতুল্য, রুদ্রকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর, বৃহস্পতি, তারার গর্ভ হইয়াছে দেখিয়া তারাকে বলিলেন, "আমার ক্ষেত্রে তুমি কদাচ পরকীয় গর্ভ ধারণ করিতে পারিবে না।" তারা, তখন ঈষিকাতৃণস্তম্বে গর্ভ ত্যাগ করিলেন। সেই ভগবানের জন্মমাত্রে, দেবগণের শরীর তাঁহার তেজে নিষ্প্রভ হইল। তখন সুরশ্রেষ্ঠগণ, সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য বল, এই পুত্র, চন্দ্রের, না বৃহস্পতির?" দেবগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া তারা অতি লজ্জাভয়ে যখন কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন অতিতেজাঃ কুমার তাঁহাকে অভিশাপ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা কুমারকে নিবৃত্ত করিয়া তারাকে সেই সংশয়স্থল জিজ্ঞাসা করিলে, তারা কৃতাঞ্জলিপুটে, পিতামহকে বলিলেন, 'চন্দ্রের'। তখন প্রজাপতি তারাগর্ভোদ্ভব সেই বুদ্ধিমান্ বালকের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া 'বুধ' এই নাম রাখিলেন। অনন্তর সকল দেবতা অপেক্ষা অধিক তেজোবল-রূপসম্পন্ন বুধ তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া চন্দ্রের নিকট অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরপালিতা নির্ব্বাণরাশি কাশীতে গমন করিলেন। বালক বুধ, তথায় স্বীয় নামানুসারে বুধেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া হৃদয়ে নবশশিশেখর শিবপ্রদ মহাদেবকে ধ্যান করত অযুতবর্ষ অত্যুগ্র তপস্যা করিলেন। অনন্তর, বিশ্বভাবন, বিশ্বরক্ষক মহোদয় শ্রীমান্ বিশ্বনাথ মহালিঙ্গ বুধেশ্বর হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং সেই জ্যোতীরূপ মহেশ্বর প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে। অস্মদেবোত্তম বুধ! বর প্রার্থনা কর। হে মহাসৌম্য! তোমার এই তপস্যা এবং লিঙ্গসেবায় আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। বালক বুধ, অনাবৃষ্টিপরিম্লান শস্যরাজির সঞ্জীবনসলিল তুল্য, মেঘনির্ঘোষগম্ভীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যেই নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখে চাহিলেন, অমনি সেই লিঙ্গে শশিশেখর ত্রিলোচনকে দেখিতে পাইলেন। তখন বুধ বলিলেন, হে পূতাত্মন্! আপনাকে নমস্কার; জ্যোতীরূপ আপনাকে নমস্কার; হে বিশ্বরূপ! আপনাকে নমস্কার; হে রূপাতীত। আপনাকে নমস্কার। হে প্রণতজনগণের সর্ব্ববাধাবিনাশন! সর্ব্বজ্ঞ শিবাত্মন্! আপনাকে নমস্কার; হে সর্ব্বকারক! আপনাকে নমস্কার। হে দয়ালো! আপনাকে নমস্কার! হে ভক্তিগম্য! আপনাকে নমস্কার; হে তপঃফলদায়ক! তপোরূপ! আপনাকে নমস্কার। হে শম্ভো! হে শিব! হে শিবাকান্ত! হে শান্ত! হে শ্রীকণ্ঠ! হে শূলভৃৎ! হে শশিশেখর! হে শর্ব্ব! হে ঈশ! হে শঙ্কর! হে ঈশ্বর! হে ধূর্জ্জটে! হে পিনাকপাণে! হে গিরিশ! হে শিতিকণ্ঠ! হে সদাশিব! হে মহাদেব! আপনাকে নমস্কার? হে

দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। হে স্তুতিপ্রিয়! আমি স্তব করিতে জানি না। হে মহেশ্বর! আপনার চরণকমল-যুগলে যেন আমার নিস্পৃহ এবং অসাধারণ ভক্তি থাকে। হে নাথ! হে ঈশ্বর! হে করুণামৃতসাগর! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত এই বরই প্রদান করুন। আপনার নিকট অন্য বর প্রার্থনা করি না। অনন্তর মহাদেব, বুধের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, রৌহিণেয়! হে মহাভাগ হে সৌম্যবচোনিধি সৌম্য! নক্ষত্রলোকের উপরে তোমার লোক হইবে এবং সর্ব্বগ্রহের মধ্যে তুমি পরম পূজা প্রাপ্ত হইবে। হে সৌম্য! তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ সকলেরই বুদ্ধিসম্পাদক, দুর্ব্বুদ্ধিবিনাশক এবং ত্বদীয়-লোকভোগপ্রদ! ভগবান শম্ভু এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। বুধও দেবদেবের প্রসাদে স্বর্লোকে গমন করিলেন; বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন, কাশীতে বুধেশ্বর শিবের পূজায় জ্ঞানপ্রাপ্ত মানব, অগাধ সংসার-সাগরে নিপতিত হইয়াও নিমগ্ন হয় না; সাধু-জননয়ন-কৌমুদীস্বরূপ সেই ব্যক্তি কমনীয়-বদন হইয়া এই বুধলোকে বাস করে। চন্দ্রেশ্বর শিবের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বুধেশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিলে মানব কখন, এমন কি মৃত্যুকালেও বুদ্ধিহীন হইবে না। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয়, বুধলোকের এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের বিমান অত্যুৎকৃষ্ট শুক্রলোকে উপস্থিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

শুক্রলোক, শুক্রবৃত্তান্ত।

বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন, মহাবুদ্ধে! শিবশর্ম্মন্! অদ্ভুত শুক্রলোক এই; দৈত্য-দানবগণের গুরু সেই কবি এই স্থানে বাস করেন; যিনি সহস্র তুষধূম সহস্র বৎসর সেবন করিয়া মহাদেবের নিকট মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অতি দুষ্কর বিদ্যা সুরগুরু বৃহস্পতিও জানেন না। শিব, কার্ত্তিকেয়, পার্ব্বতী এবং গজানন ব্যতীত এ বিদ্যা আর কেহই জানে না। শিবশর্ম্মা বলিলেন, যাঁহার এই উত্তম লোক, শুক্র নামে বিখ্যাত, তিনি কে? তিনি কিরূপেই বা মহাদেবের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন? হে প্রভু দেবদ্বয়! আমার প্রতি যদি প্রীতি থাকেত, এই বিবরণ আপনারা কীর্ত্তন করুন। অনন্তর দেবতা বিষ্ণুদূতদ্বয়, শুক্রের পরম কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধা সহকারে এই কথা শ্রবণ করিলে, অপঘাত মৃত্যু হয় না, ভূত প্রেত পিশাচ হইতেও ভয় হয় না। অন্ধক এবং অন্ধকারির যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইয়াছে। অভেদ্য গিরিব্যূহ এবং অভেদ্য বজ্রব্যূহ করিয়া দুই জনে আছেন। অন্ধক, একবার যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইয়া শুক্রসমীপে গমনপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করত শুক্রকে এই কথা বলিলেন, ভগবন্! আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া রুদ্রোপেন্দ্র প্রভৃতি সানুচর দেবগণকে তৃণতুল্য বোধ করি। গুরো! কুঞ্জরগণ যেমন সিংহ হইতে ভীত হয় এবং সর্পগণ যেমন গরুড় হইতে ভীত হয়, তদ্রূপ দেবতারাও আমাদের নিকট ভয় পান। তাপার্দ্দিত ব্যক্তিগণ, যেমন হ্রদে প্রবিষ্ট হয়, দৈত্যদানবগণ, তদ্রূপ প্রমথ সৈন্য বিকম্পিত করিয়া অভেদ্য বজ্রব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমরা আপনার রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রের সহিত মহাযুদ্ধে পর্ব্বতবৎ অচল অটলভাবে থাকিয়া যেন বিচরণ করিতে পারি। আপনার সুখপ্রদ চরণদ্বয় আমরা পুত্র কলত্রের সহিত বিশ্বস্তভাবে দিবারাত্রি শুশ্রূষা করিব। হে বিপ্র! প্রসন্ন হইয়া এই শরণাগত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। দেখুন, হুণ্ড, তুহুণ্ড, কুজম্ভ, জম্ভ, পাক, বিপাক, পাকহারী, কার্ত্তস্বন, বীর চন্দ্রদমন এবং বীর অমরবিদারণ ইহাদিগকে মৃত্যুজেতা ভীমবিক্রম প্রমথগণ আক্রমণ করিয়া, দ্রাবিড়জাতিগণ

যেমন চন্দনকে পাতিত এবং মর্দিত করে, তদ্রূপ নিপাতিত এবং বিনষ্ট করিতেছে। আপনি পূর্ব্বকালে, তুষধূম সেবন করিয়া যে উৎকৃষ্ট বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার এই সময় উপস্থিত। আজ প্রমথগণ সকলে, দৈত্যগণের পুনর্জ্জীবনদানতৎপর আপনার বিদ্যাবল এবং আপনার পুনর্জ্জীবিত দৈত্যগণকে অবলোকন করুক। স্থিরবুদ্ধি ভার্গব মুনি, দানবরাজ অন্ধকের এই বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বলিলেন, হে দানবরাজ! তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই সত্য এবং আমি এই বিদ্যা উপার্জ্জনও দানবদিগের জন্যই করিয়াছি। আমি অতীব দুঃসহ তুষধূম সহস্র বৎসর সেবন করিয়া বান্ধবগণের সুখাবহা এই বিদ্যা শিবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি, সমরে প্রমথগণ কর্ত্তৃক নিহত অসুরদিগকে, ম্লান ধান্যগুচ্ছসমূহকে মেঘ যেমন সতেজ করে, তদ্রূপ এই বিদ্যাপ্রভাবে উত্থাপিত করিব। রাজন্! এই মুহূর্ত্তেই সেই মৃত দানবদিগকে নির্ব্রণ ব্যাথাহীন, সুস্থ এবং যেন সুপ্রোত্থিত দেখিবে। কবি শুক্র, দানবরাজকে এই কথা বলিয়া এক এক দৈত্যকে উদ্দেশ করিয়া সেই মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন; সম্প্রদায়নাশে বিচ্ছিন্নপ্রায় বেদ যেরূপ সজ্জনগণ কর্ত্তৃক অভ্যস্ত হইয়া পুনঃ প্রচরিত হয়, পূর্ব্ববিলুপ্ত মেঘমালা যেরূপ বর্ষাকালে পুনরায় উদিত হয় এবং শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত অর্থ যেমন মহাবিপত্তিকালে, দাতৃগণের ফলদানার্থ উত্থিত হয়, তদ্রূপ তৎক্ষণাৎ তাহারা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইতে লাগিল। তুহুণ্ড প্রভৃতি মহাসুরগণকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া অসুরগণ, জলপূর্ণ জলধরের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রমথশ্রেষ্ঠগণ, সেই দানবদিগকে, শুক্রকর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া পরস্পরে তাহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই কথা দেবদেবের নিকট নিবেদন করিতে হইবে। তথায় প্রমথশ্রেষ্ঠদিগের অতীব অদ্ভুত যুদ্ধযজ্ঞ হইতে থাকিলে, শিলাদতনয় নন্দী, ভার্গবকর্ম্মদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই জয়হেতু ধুস্তুর-গৌরবর্ণ মহাদেবকে "জয় জয়" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক বলিলেন, হে দেব! ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুষ্কর যে যুদ্ধকার্য্য আমরা সকল গণনায়ক করিয়াছি, ভার্গব এক এক জনের উদ্দেশে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আবৃত্তি করিয়া সমরনিহত বিপক্ষবৃন্দকে পুনরুজ্জীবিত করত তাহা বিফল করিয়াছেন! তুহুণ্ড, হুণ্ড, কুজম্ভ, জম্ভ, বিপাক এবং পাক প্রভৃতি মহাসুরশ্রেষ্ঠগণ যমালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রমথগণকে বিদ্রাপিত করত বিচরণ করিতেছে। ঐ ভার্গব, যদি নিহতদৈত্যগণকে পুনঃপুনঃ উজ্জীবিত করেন, তবে হে মহেশ! আমাদের জয় হইবে কিরূপে? সুতরাং গণনায়কদিগের সুখশান্তিই বা হইবে কিরূপে? প্রমথশ্রেষ্ঠ নন্দী এই কথা বলিলে, প্রমথাধিপনায়ক মহেশ্বর সেই সর্ব্বগণপ্রবরাধ্যক্ষ নন্দীকে হাস্য করত কহিলেন, "নন্দিন্! অতি শীঘ্র গমন কর; শ্যেন যেমন লাবকপক্ষীকে তুলিয়া লয়, তদ্রূপ দৈত্যগণের মধ্য হইতে সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে শীঘ্র তুলিয়া লইয়া আইস।" মহাদেব এই কথা বলিলে, সেই বৃষসিংহনাদী নন্দী সিংহনাদ করিলেন। অনন্তর, নন্দী, যথায় ভৃগুবংশদীপ শুক্র অবস্থিত ছিলেন, সৈন্যবিলোড়ন পুরঃসর-তথায় শীঘ্র গমন করিলেন। সকল দৈত্যগণ পাশ, খড়্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর এবং পর্ব্বত হস্তে লইয়া যাঁহাকে রক্ষা করিতেছে, শরভ যেমন হস্তীকে হরণ করে, তদ্রূপ, বলবান্ নন্দী অসুরগণকে বিক্ষোভিত করত সেই শুক্রকে হরণ করিলেন। সেই স্খলিতবস্ত্র, মুক্তকেশ, বিচ্যুতভূষণ, মহাবল নন্দী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত শুক্রকে বিমুক্ত করিবার জন্যই অসুরগণ সিংহনাদ করত নন্দীর পশ্চদ্ধাবন করিতে লাগিল। তখন দানবেন্দ্রগণ জলদজালের ন্যায় নন্দীশ্বরের উপর বজ্র, শূল, খড়্গ, কুঠার, বহুতরচক্র, প্রস্তর এবং কুম্পনাস্ত্র

তীব্রবেগে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গণাধিরাজ নন্দী, প্রবৃদ্ধ দেবাসুরযুদ্ধে অরি-সৈন্যদিগকে ব্যথা দিয়া মুখানল দ্বারা শত শত অস্ত্র দগ্ধ করত ভার্গবকে গ্রহণপূর্ব্বক শিবপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং সত্বর মহাদেবকে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! এই সেই শুক্র।" তখন দেবদেব, পবিত্র ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত উপহারের ন্যায় সেই শুক্রকে গ্রহণ করিলেন। সেই ভূতপতি আর কিছু না বলিয়া কবিশ্রেষ্ঠ শুক্রকে ফলবৎ মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন, সমস্ত অসুরগণ উচ্চৈঃস্বরে অনবরত হাহাকার করিতে লাগিল। গিরিজাপতি, শুক্রকে গিলিয়া ফেলিলে, দৈত্যগণ, জয়াশা পরিত্যাগ করিল। তখন যেমন শুণ্ডহীন করীন্দ্র, শৃঙ্গহীন বৃষেন্দ্র, শরীরহীন জীবসমূহ, যেমন অধ্যয়নহীন দ্বিজ, উদ্যমহীন প্রাণিগণ, ভাগ্যসম্বন্ধহীন উদ্যোগ, যেমন পতিহীন রমণী, পক্ষহীন শরজাল, পুণ্যহীন আয়ু, যেমন অসচ্চরিত্র ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ এবং এক শিবভক্তিহীন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ দৈত্যগণ, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠবিরহিত হইয়া জয়ের আশা পরিত্যাগ করিল। শুক্র, নন্দী কর্তৃক অপহৃত এবং হলাহল-পায়ী মহাদেব কর্তৃক গিলিত হইলে, রণোৎসাহহীন অসুরগণ বিষাদ প্রাপ্ত হইল। তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ দেখিয়া অন্ধক বলিলেন, নন্দী বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শুক্রকে গ্রহণ করত আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, নন্দী আজ আমাদের শরীর লয় নাই, প্রাণ হরণ করিয়াছে। এক ভার্গবকে হরণ করিয়া, নন্দী আমাদের ধৈর্য্য, বীর্য্য, গতি, কীর্ত্তি, জ্ঞান, তেজ, পরাক্রম, এ সমস্তই যুগপৎ হরণ করিয়াছে। যে, আমরা আমাদের কুলপূজ্য, ভৃগুবংশপ্রদীপ, সর্ব্বসমর্থ, সর্ব্বরক্ষক একমাত্র গুরুকেও আপদে পরিত্রাণ করিতে পারিলাম না, সেই আমাদিগকে ধিক্! সে যাহা হউক, এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপুরঃসর শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর। আমি নন্দি-সমন্বিত এই সকল প্রমথগণকেই নিহত করিব। অদ্য ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণসহ এই প্রমথগণকে অবশভাবে নিহত করিয়া যোগী যেমন কর্ম্মবন্ধন হইতে জীবকে মুক্ত করে, তদ্রূপ আমিও ভার্গবকে শিবোদরমুক্ত করিব। আর যদি সেই যোগী প্রভু যোগবলে শিবের শরীর হইতে স্বয়ং নির্গত হন ত শেষে আমাদের তিনি রক্ষা করিবেন। মেঘ-গম্ভীর-নির্ঘোষ দানবগণ, অন্ধকের এই কথা শ্রবণে, মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রমথগণকে অর্দ্দিত করিতে লাগিল। "আয়ুঃসত্বে প্রমথেরা কিছু বলপূর্ব্বক মারিতে পারিবে না, আর যদি আয়ুঃ না থাকে ত স্বামীকে যুদ্ধে পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে ফল কি? যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে বহুতর মান-ধনসম্পন্ন থাকিলেও স্বামীকে যুদ্ধে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধতামিস্র নরকগৃহে গমন করে। প্রভূততর সুখ্যাতিকে অযশঃ স্বরূপ অন্ধকার দ্বারা মলিন করত যাহারা রণাঙ্গনে ভঙ্গ দেয়, তাহারা ইহপরকালে সুখী হয় না। যদি পুনর্জ্জন্মমল-বিনাশক অস্ত্রধারাতীর্থে স্নান করা যায় ত দান, তপস্যা এবং তীর্থস্নানের প্রয়োজন কি?" দৈত্যদানবগণ, পরস্পরে ইহা স্থির করিয়া, সমরভেরীসমূহ নিনাদিত করত প্রমথগণকে রণে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। তথায় প্রমথ এবং দৈত্য-দানবগণ পরস্পরে বাণ, খড়্গ, বজ্রসমূহ, কটঙ্কট শব্দযুক্ত শিলাময় যন্ত্র, ভুশুণ্ডী, ভিন্দিপাল, শক্তি, ভল্ল, কুঠার, খট্টাঙ্গ, শূল, পট্টিশ, লকুট এবং মুশল দ্বারা আঘাত প্রতিঘাত করত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কার্ম্মুকাকর্ষণের ও শর, ভিন্দিপাল এবং ভুশুণ্ডী পতনের এবং বহু সিংহনাদের ধ্বনি হইতে লাগিল। সমরতূর্য্য-নিনাদ, করিকুলের বহু বৃংহিত শব্দ এবং অশ্বদিগের হ্রেষারবে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দ্যাবাপৃথিবীর অভ্যন্তর প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। বীরগণের এবং ভীরুদিগের অতীব রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যদিগেরই গজবাজিগণের মহাশব্দে কর্ণ বধির হইল;

ধ্বজপতাকা ভগ্ন হইল, অস্ত্র সকল অল্পাবশিষ্ট রহিল, অশ্ব হস্তী এবং রথ পর্য্যন্ত রুধিরোদ্রেকে চিত্রিত হইল; তাহারা সকলেই পিপাসিত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তখন স্বয়ং অন্ধক, সৈন্যদিগকে প্রমথগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ ভগ্ন দেখিয়া রথারোহণপূর্ব্বক সমরে ধাবিত হইল। সেই প্রমথগণ, বজ্রাঘাতে গিরিসমূহের ন্যায় এবং বায়ুবেগে নির্জ্জল জলদাবলীর ন্যায়,অন্ধকের বজ্রতুল্য শর-প্রহারে বিনষ্ট হইলেন। তখন অন্ধক গমনপরায়ণ, আগমনপরায়ণ, দূরস্থিত,নিকটস্থিত, সকলকেই দেখিয়া প্রত্যেককে যত রোম তত বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। গণেশ কার্ত্তিকেয়, শিবানন্দকর নন্দী, নৈগমেয়, শাখ এবং বলীয়ান বিশাখ ইত্যাদি অত্যুগ্রগণসমূহ ত্রিশূল, শক্তি এবং শরজাল বৃষ্টিধারার ন্যায় নিক্ষেপ করত অন্ধকাসুরকেও অন্ধ করিয়া তুলিলেন। অনন্তর প্রমথগণ এবং অসুরসৈন্যদিগের মহান কোলাহল হইল; সেই শব্দে শিবোদরস্থিত শুক্র বহির্গমনের ছিদ্র অন্বেষণ করত আশ্রয়হীন বায়ুর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই রুদ্রজঠরে সপ্তলোক এবং পাতালাদি দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্র, আদিত্য এবং অপ্সরোগণের বিচিত্র লোক সকল আর প্রমথগণে ও অসুরগণে যুদ্ধও দেখিতে পাইলেন। শুক্র, ভবজঠরে, শত বৎসর ভ্রমণ করিয়াও, খল যেমন পবিত্র ব্যক্তির ছিদ্র দেখিতে পায় না, তদ্রূপ বহির্গমনের ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, ভার্গব শৈবযোগ অবলম্বনপুরঃসর শুক্ররূপে শিবদেহাভ্যন্তর হইতে স্খলিত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলেন; অনন্তর দেবদেব, তাঁহাকে বলিলেন, ভৃগুনন্দন! তুমি যে শুক্রবৎ নিঃসৃত হইয়াছ, এই কার্য্য দ্বারাই তোমার নাম হইল শুক্র এবং তুমি আমার পুত্র হইলে; গমন কর। শুক্র, উদর হইতে নির্গত হইলে, দেবদেবও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ যে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার উদরে মরে নাই, ইহাই আমার মঙ্গল। সে যাহা হউক, মহাদেব পূর্ব্বোক্তরূপ বলিলে, সূর্য্যসমপ্রভ শুক্র, চন্দ্র যেমন মেঘমালা মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ দানবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অন্ধক এবং অন্ধকসূদন শিবের মহাযুদ্ধ চলিবার সময় সেই ভৃগুনন্দন, এইরূপে শুক্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেরূপে কাব্য, শিবের অনুগ্রহে মৃতসঞ্জীবনী নাম্নী পরম বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হে সুব্রত! তাহা শ্রবণ কর। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন, পূর্ব্বকালে এই ভৃগুনন্দন অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিগণের গতিপ্রদায়িনী বারাণসী পুরীতে গমনপূর্ব্বক, শিবলিঙ্গ স্থাপন এবং শিবলিঙ্গের সম্মুখে কূপ নির্ম্মাণ করিয়া প্রভু বিশ্বেশ্বরকে ধ্যান করত বহুকাল তপস্যা করিলেন। রাজচম্পক পুষ্প, ধুস্তুর পুষ্প, পদ্ম পুষ্প, মালতী পুষ্প, কর্ণিকার পুষ্প, করবীর পুষ্প, কদম্ব পুষ্প বকুল পুষ্প, শ্বেতপদ্ম পুষ্প, মল্লিকা পুষ্প, শতপত্রী পুষ্প, সিন্ধুবার পুষ্প, কিংশুক পুষ্প, অশোক পুষ্প, করুণ পুষ্প, পুন্নাগ পুষ্প, নাগকেশর পুষ্প, ক্ষুদ্র মাধবী পুষ্প, পাটলা পুষ্প, বিল্ব পুষ্প, চম্পক পুষ্প, নবমল্লিকা পুষ্প, চারুপুট পুষ্প, কুন্দ পুষ্প মুচুকুন্দ পুষ্প মন্দার পুষ্প বিল্বপত্র, দ্রোণ পুষ্প, মরুবক পুষ্প, এক প্রকার বক পুষ্প, গ্রন্থিপর্ণ পুষ্প, দমনক পুষ্প, সুরভূ পুষ্প, আম্রমুকুল, তুলসী পত্র, দেবগান্ধারী পুষ্প, বৃহৎপত্রী পুষ্প, কুশ পুষ্প, তগর পুষ্প, অন্যপ্রকার বক পুষ্প, শাল দেবদারু পল্লব, কাঞ্চন পুষ্প, কুরুবক পুষ্প, কুরুণ্টক পুষ্প, এবং দূর্ব্বাংকুর এই সকল এবং অন্যান্য শত সহস্র প্রকার পুষ্প পল্লব এবং পত্র এক একটী করিয়া তদ্দ্বারা শিবপূজা করিতে লাগিলেন। তিনি দ্রোণপরিমিত পঞ্চামৃত এবং সুগন্ধ স্নানীয় দ্রব্যদ্বারা দেবদেবকে যত্নসহকারে লক্ষবার স্নান করাইলেন। দেবদেবকে সুগন্ধ উদ্বর্ত্তন মাখাইয়া পরে সহস্রবার চন্দন এবং কর্পূর-মৃগনাভি

প্রভৃতি দ্বারা প্রলেত যক্ষকর্দ্দম দিয়া অনুলিপ্ত করিলেন। নৃত্য, গীত, উপহার বেদোক্ত স্তব এবং এতদ্ভিন্ন সহস্রনাম স্তোত্র দ্বারা মহাদেবকে বহু স্তব করিলেন। শুক্র এইরূপে পঞ্চ সহস্র বৎসর শিবের আরাধনা করিলেন। যখন মহাদেবকে স্বল্পমাত্রও বরদানে উন্মুখ না দেখিলেন, তখন অন্যবিধ অতি দুঃসহ ঘোর নিয়ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কবি, ইন্দ্রিয় সকল এবং চিত্তের অত্যন্ত চাপল্যরূপ মহামলকে শিবভাবনারূপ জল দ্বারা বারংবার প্রক্ষালিত করিয়া সেই নির্ম্মলীকৃত হৃদয়রত্ন মহাদেবে অর্পণপূর্ব্বক সহস্র বৎসর তুষধূম সেবন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ভার্গবের প্রতি মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন। সাক্ষাৎ দাক্ষায়ণীপতি বিরূপাক্ষ, সহস্রসূর্য্য অপেক্ষা সমধিক তেজোময় রূপে সেই লিঙ্গ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া শুক্রকে বলিলেন, হে তপোনিধে ভার্গব! প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। কমল-লোচন ব্রাহ্মণ, শিবের এই কথা শ্রবণে আনন্দভরে পুলকপূর্ণ-দেহ ও প্রফুল্ল-লোচন হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক জয় জয় শব্দ কীর্ত্তন করত সন্তোষসহকারে অষ্টমূর্ত্তি শিবের স্তব করিতে লাগিলেন;—হে জগদীশ্বর! আপনি এই প্রভাজাল দ্বারা সমস্ত অন্ধকার অভিভূত করিয়া নিশাচরগণের অভিমত বস্তুজাতকে নিরস্ত করিতেছেন এবং লোকত্রয়ের হিতের জন্য দিনমণিরূপে গগনে অত্যন্ত দীপ্তি পাইতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে সুধানিকরপূর্ণ হিমাংশুরূপিন্! জগতে আপনি অখিল তমস্তোম বিদ্রাবিত করিয়া অসীম মহাতেজ দ্বারা কুমুদপ্রমোদ এবং সমুদ্রের আমোদ সম্পাদন করেন, আপনি অতীব শোভন; তাই আপনাকে প্রণাম করি। হে ভুবনজীবন! আপনি সদাগতিরূপে বেদমার্গে উপাসনীয়; জগতে আপনি ব্যতীত জীবনদাতা আর কেহ নাই। হে স্থির-প্রভঞ্জন! হে সর্ব্বপ্রাণীর বিবর্দ্ধক, হে অহিকুলের সন্তোষক! আপনি সর্ব্বব্যাপী আপনাকে নমস্কার। হে পাবন! হে অমৃত! হে জগদন্তরাত্মন্! একমাত্র ভবদীয় পাবনশক্তি ব্যতীত এই দেবতা-ইন্দ্রিয়-পঞ্চভূতসমষ্টি জগৎ রক্ষা পায় না, অতএব হে পাবকরূপিন্! শান্তিপ্রদাতা আপনাকে নমস্কার। হে জগৎপবিত্র! বিচিত্র-সুচরিত্র! পানীয় রূপিন্! পরমেশ্বর! বিশ্বনাথ! আপনি এই বিচিত্র জগৎকে পান এবং স্নান দ্বারা বাহ্য অভ্যন্তরে পবিত্র করিতেছেন বলিয়া আপনাকে নমস্কার করি। হে সদয়! হে ঈশ্বর! হে আকাশরূপিন্! আপনি বাহ্য অভ্যন্তরে অবকাশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিকাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনা হইতেই এ সময়ে ইহা শ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, আবার আপনারই স্বভাবতঃ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। হে তমোনিসূদন! বিশ্বন্তরারূপিন্! প্রভো! বিশ্বনাথ! এ জগতে আপনি ভিন্ন এই বিশ্বভরণ আর কে করে? হে গৌরী-শোভিত! ভুজগ-ভূষণ! অতএব শান্তি-গুণাবলসীদিগের আপনি ভিন্ন স্তবযোগ্য আর কেহ নাই, সুতরাং হে পরাৎপর! আপনাকে প্রণাম করি। হে আত্মস্বরূপ! (যজমান রূপ!) হে সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়! হে হর! আপনার রূপপরম্পরা দ্বারা এই চরাচরময় জগৎ পরিব্যাপ্ত; প্রতি লিঙ্গ-শরীরেই আপনি চিদাভাসরূপে বর্ত্তমান, অতএব হে পরমাত্মতনো! অষ্টমূর্ত্তে! আপনাকে নিত্য প্রণাম করি। হে উমাদেবীর অভিবন্দনীয়! বন্দ্যাতিবন্দ্য! বিশ্বজনীনমূর্ত্তে! হে ভক্তৈকলভ্য! ভব! আপনি সকল অর্থসমূহের মধ্যে পরমার্থ; আপনার এই অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত; অতএব আপনাকে নমস্কার করি। ভার্গব! এই অষ্ট মূর্ত্ত্যষ্টক স্তব দ্বারা মহাদেবকে অভিলাষানুরূপ স্তব করিয়া ভূতল-মিলিত মস্তকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। অতি তেজস্বী ভার্গব মহাদেবের এইরূপ স্তব করিলে, মহেশ্বর, সেই প্রণত-ব্রাহ্মণকে বাহুদ্বয় দ্বারা ধারণপূর্ব্বক ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া দশন-কৌমুদী দ্বারা

দিগন্তর প্রদ্যোতিত করত বলিলেন, অপরের অনন্নুষ্ঠিতপূর্ব্ব এই তোমার অত্যুগ্র তপস্যা, লিঙ্গস্থাপনপুণ্য, লিঙ্গ-আরাধনা, নিশ্চল-পবিত্র হৃদয়রত্নের উপহার প্রদান এবং অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে পবিত্র আচার দ্বারা তোমাকে আমি পুত্রদ্বয়ের তুল্য দেখিতেছি, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই। তুমি এই শরীরেই, আমার উদর-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার পুরুষেন্দ্রিয়-মার্গ দ্বারা বহির্গত হওয়াতে আমার পুত্রপদ-বাচ‍্য হইবে। পার্ষদগণেরও দুর্লভ অন্য বর প্রদান করিতেছি, আমি হরি এবং ব্রহ্মার নিকটেও যাহা অনেক সময় গোপন রাখিয়া-ছিলাম, মহাতপোবলে আমিই যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছি, মৃত-সঞ্জীবনী-নাম্নী আমার সেই মন্ত্ররূপা নির্ম্মলবিদ্যা তোমাকে অদ্য দিতেছি। হে মহাপবিত্র! পবিত্রতপোনিধে! সে বিদ্যা গ্রহণে তোমার যোগ্যতা আছে। হে বিদ্যেশ্বর-শ্রেষ্ঠ! যাকে, যাকে, উদ্দেশ করিয়া এই মন্ত্র-রূপা বিদ্যা, সংযতভাবে আবৃত্তি করিবে, সেই সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাঁচিবে। আকাশে তোমার তেজ সূর্য্যকে, অগ্নিকে এবং তারকারাজিকে অতিক্রম করিয়া অতীব দীপ্তি পাইতে থাকিবে, অতএব তুমি গ্রহশ্রেষ্ঠ হও। তোমাকে সম্মুখে করিয়া যে নর-নারীগণ যাত্রা করিবে, তোমার দৃষ্টিপাতে তাহাদিগের সকল কার্য্য প্রনষ্ট হইবে। হে সুব্রত! তোমার উদয় হওয়ার পর পৃথিবীতে মনুষ্যগণের বিবাহাদি সমগ্র ধর্ম্ম-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, সফল হইবে। সকল নন্দাতিথিগণ, তোমার সংসর্গে মঙ্গলদায়িনী হইবে। তোমার ভক্তগণ, বহুশুক্র এবং বহুপ্রজা-সম্পন্ন হইবে। তোমার স্থাপিত, 'শুক্রেশ' নামক এই লিঙ্গ যে মানবগণ পূজা করিবে, তাহাদের সিদ্ধি হইবে। যে সকল মনুষ্য, এক বৎসর কাল প্রতি শুক্রবারে, নক্ত-ব্রত-পরায়ণ হইয়া থাকিয়া ঐ দিনেই শুক্রকূপে স্নানাদি সর্ব্বপ্রকার জলকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক শুক্রেশ্বর মহাদেবের পূজা করিবে, তাহাদের ফল শ্রবণ কর। সেই সকল মানব, নিশ্চয়ই অমোঘ-বীর্য্য, পুত্রবান্, অতি বীর্য্যশালী এবং পুংস্ত্বসৌভাগ্য-সম্পন্ন হইবে। তাহাদিগের সকলেরই কোন বিঘ্ন থাকিবে না এবং অন্তে শুক্রলোকে সুখে বাস করিবে। এই সকল বর দিয়া দেবদেব, সেই লিঙ্গে লীন হইলেন। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন, যাঁহারা শুক্রেশ্বরের ভক্ত, তাঁহারা শুক্রলোকে বাস করেন। হে পরন্তপ! বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে শুক্রেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত! শুক্রেশ্বরের দর্শনমাত্রে অন্তে শুক্র-লোকে পূজিত হইয়া বাস করে। হে মহামতে! শুক্রলোকের স্থিতি এই তোমাকে বলিলাম। অগস্ত্য বলিলেন, হে সুব্রতে! সহধর্ম্মিণি! দ্বিজ শিবশর্ম্মা, এইরূপে শুক্রলোকের কথা শুনিতে শুনিতে কিয়ৎক্ষণ পরে মঙ্গললোক দেখিতে পাইলেন।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিলোক বৃত্তান্ত।

শিবশর্ম্মা বলিলেন, হে দেবদ্বয়! শুক্র-সম্বন্ধিনী শুভকথা আমি শ্রবণ করিলাম, ইহা শ্রবণ করিবামাত্র আমার শ্রোত্রদ্বয় পরিতৃপ্ত হইল। এক্ষণে পরিদৃশ্যমান এই শোকহারী নির্ম্মললোক, কোন্ পুণ্যনিধির? আমাকে ইহা বলিতে আপনারা প্রবৃত্ত হউন। আপনাদিগের মুখ হইতে সুখে উদ্গাত অমৃততুল্য বাণী শ্রবণ-পুটপাত্র দ্বারা পান করিয়া আশা মিটিতেছে না। বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন, শিবশর্ম্মন্! মন দিয়া শুন, এই লোক, লোহিতাঙ্গ মঙ্গলের। ইনি যেরূপে ভূমিপুত্র হইলেন, সেই সকল ইহাঁর উৎপত্তি-বৃত্তান্ত বলিতেছি। পূর্ব্বকালে, দাক্ষায়ণী-বিরহে তপস্যা-পরায়ণ শম্ভুর ললাট-দেশ হইতে একবিন্দু ঘর্ম্ম ভূতলে পতিত হয়, তাহাতে, করিয়াই ভূতল হইতে এক লোহিতাঙ্গ কুমার উৎপন্ন হন। ধরিত্রী, মাতৃরূপে, সেই কুমারকে স্নেহসহকারে লা

এইজন্যই 'লোহিতাঙ্গ, 'মাহেয়' এই পরম খ্যাতি সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া আছেন। হে অনঘ! জগতের হিতকারিণী অসি, বরণ—দুই নদী, যে স্থানে উত্তরবাহিনী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন, বিশ্বেশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও যে স্থানে যথাকালে পরিত্যক্ত-দেহ প্রাণিগণের মুক্তির জন্য বিশেষরূপে নিত্য অধিষ্ঠিত, যে স্থানে মৃত্যু হইলে দেহিগণ বিশ্বেশ্বরের পরম অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে, যে অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ করিলে, সাংখ্য-যোগ এবং বিবিধ ব্রতাদি ব্যতিরেকেও পুনর্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সেই ত্রিপুরারি-নগরী কাশীতে গিয়া লোহিতাঙ্গ অঙ্গারক অত্যুগ্র-তপস্যা করিয়াছিলেন। কম্বলেশ্বর অশ্বতরেশ্বর-লিঙ্গের উত্তরে পাকমুদ্র মহাপীঠে মহাত্মা অঙ্গারক, স্বনামানুসারে 'অঙ্গারকেশ্বর' লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যতদিন না তাঁহার শরীর হইতে জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ তেজ নির্গত হইল, ততদিন তপস্যা করিলেন। এই জন্য সর্ব্বলোকে তিনি অঙ্গারক নামে কীর্ত্তিত হন। মহাদেব, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মহৎ গ্রহ-পদ, তাঁহাকে প্রদান করেন। যাঁহারা মঙ্গলবার চতুর্থীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করিয়া অঙ্গারকেশ্বর শিবকে পূজা করিয়া প্রণাম করি-বেন, সেই নরোত্তমগণের কোথাও কখন গ্রহ-পীড়া হইবে না। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী যদি পাওয়া যায়, ত তাহাকে গ্রহণ তুল্য পর্ব্ব বলিয়া কালবেত্তৃগণ বলিয়াছেন। সেই দিনে, দান, হোম, জপ সমস্তই অক্ষয় হয়। যাহারা মঙ্গলবার চতুর্থীযোগে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের পিতৃগণের ঐ এক শ্রাদ্ধে দ্বাদশ-বার্ষিকী তৃপ্তি হয়। পূর্ব্বকালে গণপতি, মঙ্গল-বারযুক্ত চতুর্থীতে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্যই তাহা পুণ্য-সন্তার-প্রদ পর্ব্ব বলিয়া উক্ত হই-য়াছে। মঙ্গলবার চতুর্থীতে একভক্ত, করিবার সঙ্কল্প করিয়া গণেশপূজা এবং গণেশোদ্দেশে কিঞ্চিৎ দান করিলে, বিঘ্ন কর্ত্তৃক অভিভূত ত অঙ্গারকেশ্বর শিব-লিঙ্গের ভক্ত নরোত্তমগণ, এই অঙ্গারক-লোকে পরম-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া বাস করেন। অঙ্গার-কেশ্বর মহিমার কথা বলা হইল। অগস্ত্য বলিলেন, ভগবৎপারিষদদ্বয় এই রমণীয় পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃহস্পতিলোক দেখিতে পাইলেন। অনন্তর শিবশর্ম্মা, সেই নয়নানন্দকরী আচার্য্যবরের পুরী অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অত্যুৎকৃষ্টা পুরী কাহার? বিষ্ণু-পারিষদদ্বয় বলিলেন, সখে! তোমার নিকট অবক্তব্য কিছুই নাই; পথশ্রমাপনয়নের জন্য পুনরায় এই নগরীর কথা, তোমার নিকট সুখে কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বকালে, আনন্দ সহকারে ত্রিলোকবিধানেচ্ছু ব্রহ্মার মরীচি-অত্রিপ্রমুখ আত্মতুল্য সপ্ত মানসপুত্র উৎপন্ন হন। তাঁহারা সকলেই সৃষ্টিপ্রবর্ত্তক। তন্মধ্যে প্রজাপতি অঙ্গি-রার আঙ্গিরস নামে এক দেবপ্রবর পুত্র হন; তিনি বুদ্ধি দ্বারা সকল দেবতার প্রধান। তিনি শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, মৃদুভাষী এবং নির্ম্মলা-শয়। তিনি বেদবেদার্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ, কলাকুশল, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, অতিশয় নীতিবেত্তা এবং নির্দ্দোষ। তিনি হিতোপদেষ্টা, হিতকারী, সদা অহিতাতীত, রূপবান্, সুশীল এবং দেশকাল-বেত্তা। সেই সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত গুরুবৎসল দিব্য-তেজা মহাতপা আঙ্গিরস, মহৎ শিবলিঙ্গ প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া মহতী তাপস-বৃত্তি অবলম্বন পুরঃসর দেবপরিমাণে অযুত বৎসর একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিলেন। অনন্তর, বিশ্বভাবন ভগবান্ বিশ্ব-নাথ প্রসন্ন হইয়া সেই লিঙ্গ হইতে তেজো-রাশিরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং তৎপরেই বলিতে লাগিলেন, "আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার মনে যে বরলাভের ইচ্ছা আছে, তাহা বল।" তখন বৃহস্পতি, শম্ভুকে অবলোকন করিবামাত্র আনন্দিত হইয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে শঙ্কর! হে শান্ত! হে শশাঙ্কপ্রভ! হে চারুপুরুষার্থদ! হে সর্ব্বদ! হে সর্ব্বশুচে! আপনি পবিত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করেন এবং ভক্তজনের

প্রবল তাপসমূহ হরণ করেন; আপনি জয়যুক্ত হউন। হে বরদগণনমস্কৃত! আপনি সকলের হৃদয়াকাশ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, প্রণত জনগণের পাপমহারণ্য আপনিই দগ্ধ করেন, আপনার অষ্টতনু বিবিধ-আচরণ-সম্পন্ন, হে সুতনো! হে ধৈর্য্যনিধে! আপনি কুসুমায়ুধকে বিশুষ্ক করিয়াছেন, আপনার জয় হউক। হে নিধনাদিবিবর্জ্জিত! আপনার প্রতি প্রণত বিচক্ষণগণ যে অভিলাষ করিয়া থাকেন, আপনি তাহাই সম্পাদন করেন, হে ফণিভূষণ! গিরীন্দ্রতনয়াকে আপনি বামাঙ্গ প্রদান করিয়াছেন, আপনি স্বীয় অষ্টশরীর দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন; আপনার জয় হউক। হে ত্রিগৎস্বরূপ! রূপহীন সচ্চিৎ! আপনার নয়নাবর্ত্তনে সঙ্কোচ অর্থাৎ প্রলয় হয় এবং আপনিই অগ্নির স্রষ্টা। হে ভব! হে ভূতপতে! হে প্রমথৈকপতে! আপনি পতিতজনকেও হস্তাবলম্বন প্রদান করিয়াছেন। হে অখিলভূতলব্যাপক! প্রণবশব্দ আপনার সৌধ, হে সুধাংশুধর! পরমা গিরিরাজকুমারী আপনার নিকটে থাকিয়া সন্তোষবিধান করিতেছেন, হে শিব! আপনাকে প্রণাম করি। হে শিব! হে দেব! হে গিরীশ! হে মহেশ! হে প্রভো বিভবপ্রদ গিরিশ! হে শিবাকান্ত! আপনি ভক্তিবিঘাতকারী কামক্রোধাদি এবং অন্ধকাদি অসুরগণকে যন্ত্রণাপ্রদান করিয়া থাকেন, হে মৃড়! আপনি ত্রিলোকের সুখ সম্পাদন করেন। হে হর! আমি আর যমকেও ভয় করি না; হে অমোঘমতে! শীঘ্র আমার মহা পাপরাশি হরণ কর। আমি অন্য কোন মস্তকেই শিবচরণে প্রণাম অপেক্ষা মঙ্গলকর বিবেচনা করি না; অতএব আপনাকে প্রণাম করিতেছি। এই সুবিশাল নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শিবের সন্তোষসাধনই পরম গুণবৎ এবং পাপহারক। অতএব হে সর্পরাজ-মহাবলয়ভূষিত নির্গুণ ঈশ্বর। আপনাকে নমস্কার করি। অঙ্গিরোনন্দন, মহাদেবকে এই প্রকার স্তব করিয়া বিরত হইলেন, আর মহেশ্বর স্তুতিপরিতুষ্ট হইয়া বহুতর বর প্রদান করিলেন। মহাদেব বলিলেন, হে দ্বিজ! এই বৃহৎ তপস্যাপ্রভাবে, তুমি বৃহৎ অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণের পতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হও; এই কারণে, (বৃহৎ পতি) বৃহস্পতি নাম প্রাপ্ত হইয়া গ্রহগণের মধ্যে অর্চ্চনীয় হও। এই লিঙ্গপূজাপ্রভাবে তুমি আমার জীবনস্বরূপ হইয়াছ বলিয়া ত্রিলোক মধ্যে 'জীব' এই নাম প্রাপ্ত হইবে। প্রপঞ্চাতীত আমাকে উত্তম বাক্প্রপঞ্চ দ্বারা স্তব করিয়াছ, এই বাক্প্রপঞ্চে আধিপত্য নিবন্ধন তুমি বাচস্পতি হও। তিন বৎসর ত্রিকালে ভক্তিভাবে এই স্তোত্র পাঠ করিলে অথবা শ্রবণ করিলে তাহার বাগ্বিশুদ্ধি হইবে। যে ব্যক্তি এই বাগ্দণ্ড নামক স্তোত্র দিন দিন পাঠ করিবে, উত্তম কার্য্যের সময় উপস্থিত হইলে, সে বুদ্ধিহীন হইবে না। এই স্তোত্র নিয়মমত আমার সমীপে পাঠ করিলে অবিবেকী মানবগণেরও দুর্ব্বৃত্ততায় প্রবৃত্তি হইবে না। প্রাণী এই স্তোত্র পাঠ করিলে কখন গ্রহজনিত পীড়া প্রাপ্ত হইবে না। অতএব আমার অগ্রে এই স্তোত্র পঠনীয়। যে মানব; নিত্য প্রাতঃকালে উঠিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে, আমি তাহার সুদারুণ বাধা সকল হরণ করিব। প্রযত্ন সহকারে, তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ পূজা করিয়া যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করিবে, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। শিব, আঙ্গিরসকে এই বর দিয়া তৎপরে ব্রহ্মাকে, ইন্দ্রাদি দেবগণকে এবং যক্ষ কিন্নর ভুজঙ্গাদি সকলকে আহ্বান করিলেন। শিব, তাঁহাদিগকে আগত দেখিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, "বিধি! নিজগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই মুনি বাচস্পতিকে আমার কথানুসারে সকল দেবপ্রবরগণের গুরু কর। সকলের প্রীতিলাভের জন্য ইহাকে যথাবিধি সুরাচার্য্যপদে অভিষিক্ত কর। আমার প্রীতিপাত্র এই বাচস্পতি অত্যন্ত বুদ্ধির অধীশ্বর হইবেন।" ব্রহ্মা, "মহাপ্রসাদ" বলিয়া সেই শিবের আদেশ মস্তকে লইয়া, অঙ্গিরোনন্দনকে তৎক্ষণাৎ সুরাচার্য্য করিলেন। দেব-

দুন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরোগণ নাচিতে লাগিল। দেবগণ সকলেই প্রীতিপ্রফুল্লবদনে গুরুপূজা করিলেন। বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ মন্ত্রপুত জল দ্বারা বৃহস্পতির অভিষেক করিলেন। গিরিশ, বাচস্পতিকে পুনরায় অন্য বর দিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! কুলানন্দ! দেবপূজ্য! আঙ্গিরস! তোমার স্থাপিত এই সুবুদ্ধিপরিবর্দ্ধক লিঙ্গ,কাশীতে বৃহস্পতীশ্বর নামে বিখ্যাত হইবে। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত বৃহস্পতিবারে মানুষেরা এই লিঙ্গপূজা করিয়া যা করিবে, তাই সিদ্ধ হইবে। আমি কলিযুগে বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গ গোপন করিয়া রাখিব, এই লিঙ্গ দর্শন মাত্রেই প্রতিভাশালী হওয়া যায়। চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে বীরেশ্বর শিবের নৈর্ঋতে অবস্থিত বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গপূজা করিলে বৃহস্পতিলোকে সসম্মানে বাস করে। ছয়মাস এই শিবলিঙ্গ সেবা করিলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, গুরুপত্নী গমনসম্ভূত পাপও অবশ্য বিনষ্ট হয়। অতএব, এই মহাপাতকবিনাশন বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গের ফল গোপনীয়; যে কোন স্থানে প্রকাশ্য নহে। দেবদেব, এই সকল বর দিয়া সেই লিঙ্গেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু এবং বৃহস্পতি সঙ্গে এই লোকে আসিয়া বৃহস্পতিকে এই লোকে অভিষিক্ত করত ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিদায় দিয়া বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে, গমনপূর্ব্বক স্বধামের শোভা সম্পাদন করিলেন। অগস্ত্য বলিলেন, হে লোপামুদ্রে! শিবশর্ম্মা, বৃহস্পতিলোক অতিক্রমপূর্ব্বক, প্রভামণ্ডলমণ্ডিত শনিলোক দেখিতে পাইলেন। হে শুচিস্মিতে! তখন দ্বিজবর শিবশর্ম্মার জিজ্ঞাসিত পার্ষদপ্রবরদ্বয় সেই শ্রেষ্ঠ নগরীর বিবরণ, তাঁহাকে বলিলেন, হে দ্বিজ! মরীচিনন্দন কশ্যপের ঔরসে, দাক্ষায়ণীর গর্ভে সূর্য্যের উৎপত্তি। প্রজাপতি ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞা তাঁহার ভার্য্যা ছিলেন। সুদীপ্ততপঃসমন্বিতা রূপযৌবনশালিনী সংজ্ঞা, স্বামীর অতীব প্রিয় ছিলেন। সংজ্ঞা সূর্য্যমণ্ডলের তেজ এবং আদিত্যের উষ্ণ রূপ, গাত্রে গ্রহণ করিতেন বটে; কিন্তু তাঁহার দেহ যেন ক্রমে মন্দ হইতে লাগিল। এই অণ্ডস্থিত বালক, মরে নাই, কশ্যপ স্নেহ পূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তদবধি জগতে সূর্য্য, মার্ত্তণ্ড নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। তিগ্মরশ্মিমালী সেই মার্ত্তণ্ড, যদ্দারা ত্রৈলোক্য সন্তাপিত করেন, সেই অত্যধিক তেজ সংজ্ঞার অসহ্য হইল। ব্রহ্মন্! তেজোনিধি আদিত্য, সেই সংজ্ঞার গর্ভে দুই প্রজাপতি পুত্র—জ্যেষ্ঠ বৈবস্বত মনু, কনিষ্ঠ যম, আর যমুনা নাম্নী এক কন্যা উৎপাদন করেন। সংজ্ঞা, সূর্য্যের অতিতেজোময় রূপ সহ্য করিতে যখন একান্ত অসমর্থা হইলেন, তখন নিজের দেহ হইতে আপনার সবর্ণা মায়াময়ী ছায়া নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর, ছায়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সংজ্ঞাকে বলিলেন, 'দেবি! আমি আপনার আজ্ঞাকারিণী; কি করিব আমাকে আদেশ করুন' অনন্তর সংজ্ঞা ছায়াকে বলিলেন, হে মদীয় সবর্ণে সুন্দরি! আমি, আমার পিতা বিশ্বকর্ম্মার গৃহে গমন করি, আর হে কল্যাণি! তুমি আমার আদেশে নিঃশঙ্কে আমার গৃহে বাস কর। এই মনু, এই যমজ যম-যমুনা, এই তিনটী শিশুকে তুমি নিজে অপত্যবৎ দেখিবে। হে শুচিস্মিতে! স্বামীর নিকট এ বৃত্তান্ত বলিও না।" ইহা শুনিয়া ছায়া, বিশ্বকর্ম্মদুহিতা সংজ্ঞাদেবীকে বলিলেন, দেবি! এ বৃত্তান্ত না বলার অপরাধে যাবৎ আমার কেশপাশ গৃহীত না হয়, অথবা যাবৎ শাপসম্ভাবনা না হয়, তাবৎ এই আচরণ আমি কীর্ত্তন করিব না; হে দেবি! আপনি যথাসুখে গমন করিতে পারেন। সংজ্ঞার অগ্র পূর্ব্বোক্ত আদেশ, ছায়া 'তাহাই করিব' বলিয়া স্বীকার করিলে, সংজ্ঞা পিতা ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মার নিকট আসিয়া প্রণাম পুরঃসর বলিলেন, "পিতঃ! মহাত্মা, তেজোনিধি, আর্য্যপুত্র কাশ্যপের সেই তীব্র তেজ সহ্য করিতে আমি পারি না।" তাঁহার কথা শুনিয়া, পিতা, তাঁহাকে বহু ভর্ৎ-

সনা করিলেন এবং পুনঃপুনঃ 'পতিসমীপে যাও' বলিয়া আদেশ করিতে লাগিলেন। তখন সংজ্ঞা, মহাচিন্তান্বিতা হইয়া 'স্ত্রীলোকের চেষ্টায় ধিক্!' বলিয়া আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন, আর স্ত্রীজন্মের অতীব নিন্দা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের কখন স্বাতন্ত্র্য নাই, এই পরাধীন জীবনকে ধিক্! শৈশব, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য সকল সময়েই স্ত্রীজাতির যথাক্রমে পিতা, স্বামী পুত্রের নিকট ভয় পাইতে হয়। হায়! দুর্ব্বৃত্তা আমি, মূঢ়তা প্রযুক্ত পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি। এখনও এ সকল বৃত্তান্ত স্বামীর অবগত হয় নাই, পতিগৃহে যাইতে পারি বটে, কিন্তু পূর্ণমনোরথা সবর্ণা তথায় আছে। (সে ছাড়িবে কেন? আর দুই জনকে দেখিলেই ত স্বামী সব জানিতে পারিবেন) পিতা অতীব ভর্ৎসনা করিলেও যদি আমি এইখানে থাকি, তাহা হইলে, অতিপ্রচণ্ড চণ্ডরশ্মি মাতাপিতার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর হইবেন। লোকে যে "স্বহস্তে জ্বলন্ত অঙ্গার আকর্ষণ'' এই পাকা কথাটী বলিয়া থাকে, আমি তাহা স্পষ্টই দেখিলাম, ইহাই স্বহস্তে জ্বলন্ত অঙ্গার-আকর্ষণ বটে। পতিগৃহ মূঢ়তা প্রযুক্ত বিনষ্ট হইল, পিতৃগৃহেও মঙ্গল নাই, সুন্দর প্রথম বয়স ত্রিভুবনবাঞ্ছিত রূপ, সকলের লোভনীয় স্ত্রীত্ব, তার উপর অতি নির্ম্মল কুল, স্বামী আবার তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞ, লোকনয়নের তমোহর; সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, সর্ব্বত্রগামী এবং সর্ব্বস্বরূপ। আমার মঙ্গল কিরূপে হইবে? অনিন্দিতা সংজ্ঞা এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তপস্যা করিবার জন্য বড়বা রূপে গমন করিলেন। উত্তরকুরুতে গিয়া নীরস তৃণমাত্র ভোজন করত পতিকে হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক, 'তপস্যার প্রভাবে পতির তেজ যেন উত্তমরূপে সহ্য করিতে পারি" এই কামনায় তীব্র-তপস্যা করিতে লাগিলেন। রবি, সেই সবর্ণা ছায়াকেই সংজ্ঞা বোধ করিয়া, তাহাতে অষ্টমমনু উত্তম গুণবান্ সাবর্ণি, দ্বিতীয় পুত্র শনি, আর তৃতীয়া তপতী নাম্নী মঙ্গলময়ী কন্যা উৎপাদন করেন। সবর্ণা, আপনার অপত্যগণের প্রতি অধিক স্নেহ করেন, আর স্ত্রীস্বভাবদোষে সপত্নীসম্বন্ধপ্রযুক্ত পূর্ব্বজ বৈবস্বত মনু প্রভৃতির প্রতি তাদৃশ স্নেহ করেন না। জ্যেষ্ঠ মনু তাহা সহ্য করিতেন। কিন্তু যম, খাদ্য সামগ্রী অলঙ্কার এবং লালন-পালন করা সম্বন্ধে সাবর্ণি প্রভৃতি কনিষ্ঠগণের আধিক্য সহ্য করিতে পারিলেন না। যম একদিন, বালকতাপ্রযুক্ত এবং ভবিতব্যতার গৌরবে রোষ বশতঃ সবর্ণাকে পদ উত্তোলন করিয়া ভর্জ্জনা করিলেন। তখন অতীব দুঃখিতা সাবর্ণিজননী ক্রোধে তাঁহাকে শাপ দিলেন, "অরে পাপ! আমাকে আঘাত করিবার জন্য যে পা তুই তুলিয়াছিস, অবিলম্বে তাহা যেন তোর খসিয়া যায়।" মাতৃশাপপরিত্রস্ত যমও "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া পিতার নিকট তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলেন, মাতা সকল পুত্রের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন, মা কিন্তু তাহা করেন না, তাই আমি বালকত্ব কিংবা মোহপ্রযুক্ত তাঁহার প্রতি মাত্র পদ উদ্যত করিয়াছিলাম, কিন্তু পদাঘাত করি নাই। সে অপরাধ আমার দূর করুন। হে গোপতে! মাতৃশাপে আমার যেন এই পা খসিয়া না যায়। সূর্য্য বলিলেন, বহু সহস্র অপরাধ করিলেও জননী পুত্রকে শাপ দেন না, অতএব হে বালক! ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী তোমাকে যে তিনি ক্রোধে শাপ দিলেন, এ বিষয়ে কোন কারণ থাকিবে। মাতৃশাপ একেবারে অন্যথা করিতে কেহ কখন পারে নাই। তবে কৃমিগণ তোমার পায়ের মাংস লইয়া ভূতলে যাইবে, (তোমার এক পদ পূযক্লিন্ন এবং কৃমিব্যাপ্ত হইবে) এইরূপ তোমার মাতৃশাপের সাফল্য হইবে, এবং তুমিও রক্ষিত হইলে। রবি, পুত্রকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া অন্তঃপুরে গেলেন, অনেকক্ষণ পরে ভার্য্যার দেখা পাইয়া বলিলেন, অয়ি ভামিনি! অপত্য সকলেই সমান, তথাপি তুমি কনিষ্ঠ সাবর্ণি প্রভৃতির প্রতি অধিক স্নেহ কেন কর? সূর্য্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও যখন ছায়া তাঁহাকে ...

বলিলেন না, তখন আত্মসমাধান-পুরঃসর সবিতা সকলই অবগত হইলেন। তখন ভগবান্ সূর্য্য, অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে, ছায়া যথাযথ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তখন ভগবান্ সূর্য্যও সন্তুষ্ট হইলেন। সত্য কথা বলার জন্য রবি ছায়াকে নিরপরাধিনী জানিয়া শাপ দিলেন না; ক্রোধভরে বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলেন। ত্বষ্টা ক্রোধে দগ্ধ করিতে অভিলাষী, তিগ্মতেজা সূর্য্যকে প্রথমে সান্ত্বনা করত সহর্ষে পূজা করিলেন। ত্বষ্টা প্রথমেই রবির অভিপ্রায় অবগত হইয়া সত্বর তাঁহাকে বলিলেন, হে সূর্য্য! সংজ্ঞা, তোমার অতিতেজে ভীতা হইয়া উত্তর-কুরুতে গিয়া বড়বারূপে শাদ্বল বনে বিচরণ করিতেছেন। তেজ এবং নিয়ম প্রভাবে, সর্ব্বভূতের অধৃষ্যা, আর্য্যচারিণী স্বীয় ভার্য্যাকে আজ আপনি দেখিতে পাইবেন। বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্যের অনুমতিক্রমে সূর্য্যকে যত্নপূর্ব্বক কুঁদে চড়াইয়া চাঁচিয়া দিলেন, তাহাতে সূর্য্য অত্যন্ত কমনীয় হইলেন। অনন্তর, সবিতা শ্বশুরের অনুমতি পাইয়া শীঘ্র উত্তরকুরুতে গমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ তপোলক্ষ্মীসদৃশী, মহাতপশ্চারিণী, বড়বানলতেজস্বিনী, যোগমায়াবলম্বনে নীরসতৃণমাত্রাহারা এক বড়বা দেখিতে পাইলেন। সূর্য্য, নীরস তৃণমাত্র ভোজন এবং অসীম তেজ অবলোকনে, বড়বারূপিণী বিশ্বকর্ম্মতনয়াকে চিনিতে পারিয়া নিজেও অশ্বরূপ অবলম্বনপুরঃসর বড়বার মুখে সঙ্গম করিলেন। বড়বারূপিণী সংজ্ঞা পরপুরুষ শঙ্কায় অতীব ত্বরাযুক্তা হইয়া নাসিকাপুট দ্বারা সেই সূর্য্য-বীর্য্য বমন করিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে দেববৈদ্যপ্রবর অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। তখন দিনমণি, আপনার অনুরূপ রূপ সংজ্ঞাকে প্রদর্শন করিলেন। তখন পতিব্রতা সংজ্ঞাও, মনস্তাপহারী নয়নানন্দকর কমনীয়রূপ পতি সূর্য্যকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরমনির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তপস্যার দুর্লভ কি আছে! তপস্যাই পরম মঙ্গল, তপস্যাই পরম ধন, তপস্যাকেই দেবত্বের পরম কারণ বলিয়া জানিবে। শিবশর্ম্মন্! আকাশে ঊর্দ্ধ-অধোদেশে এই যে অতিদীপ্তিময় জ্যোতিশ্চক্রস্বরূপ অবলোকন করিতেছ, জানিবে, এতৎসমস্তই তপস্যার সুমহৎ তেজ। পূর্ব্বোক্তরূপে সবর্ণা ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে শনৈশ্চর উৎপন্ন হন। অনন্তর তিনি সর্ব্বদেববন্দিতা বারাণসীপুরীতে গিয়া শিবলিঙ্গস্থাপন পুরঃসর অতিবিপুল তপস্যা করিয়া সেই শিবারাধনাফলে এই উচ্চলোক এবং গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশীতে সুশোভন শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন এবং শনিবারে তাঁহার পূজা করিলে শনিপীড়া হয় না। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে এবং শুক্রেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গ পূজা করিলে এই শনিলোকে আনন্দ লাভ করে। কাশীতে বাস করিয়া এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, গ্রহপীড়া হয় না, উপসর্গভয়ও থাকে না।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সপ্তর্ষিলোক বৃত্তান্ত।

অগস্ত্য বলিলেন, মুক্তিপুরী কাশীতে সুস্নাত, মায়াপুরীতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত, মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মা, বিষ্ণুপুরী অবলোকন প্রভাবে, অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করত এই কথা শুনিতে শুনিতে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিতে পাইলেন। চারণ মাগধেরা শিবশর্ম্মার স্তব করিতে লাগিলেন, দেবকন্যারা এই স্থানে "ক্ষণকাল অবস্থান করুন, অবস্থান করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তার পর নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবকন্যারা দাঁড়াইয়া থাকিলেন এবং বলিলেন, "আমরা মন্দভাগ্যা; এই পুণ্যবত্তম, পুণ্যতম লোক সমুদয় প্রাপ্ত হইবেন" বিমানস্থিত শিবশর্ম্মা, তাঁহাদের মুখে এই প্রকার কথা শুনিতে শুনিতে বিষ্ণুপারিষদদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'দেবদ্বয়! এই তেজোময় অতুলনীয় শুভলোক কাহার?" ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু-পারিষদসত্তমযুগল, বলিতে লাগিলেন, হে শুভ-বুদ্ধি শিবশর্ম্মন্! বিশ্বস্রষ্টার নিযুক্ত নির্ম্মল সপ্তর্ষি, প্রজাসৃষ্টির জন্য এই স্থানে সতত বাস করিতেছেন। মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং মহাভাগ বসিষ্ঠ, এই সপ্তর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইহাঁরা সাতজনই পুরাণে 'ব্রহ্মা' বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। সংভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, স্মৃতি এবং ঊর্জ্জা এই সাত রমণী যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত সপ্তর্ষির পত্নী; ইহাঁরা লোকমাতা। সপ্তর্ষির তপো-বলেই ত্রিভুবন রক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে, ব্রহ্মা এই মহর্ষিদিগকে উৎপাদনপূর্ব্বক বলেন, "অহে পুত্রগণ, প্রযত্ন সহকারে নানারূপ প্রজা সৃষ্টি কর!" অনন্তর তপস্যায় কৃতনিশ্চয় সপ্তর্ষি, সর্ব্বপ্রাণীর মুক্তির জন্য মহাদেব যথায় সর্ব্বদাই বিরাজমান, ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া সেই ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আগমন-পূর্ব্বক, স্ব স্ব নামানুসারে সপ্ত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করত শিবের প্রতি পরম প্রগাঢ় ভক্তিযোগে অতীব উগ্র তপস্যা করিলেন। শিব, তাঁহা দের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রাজা-পত্য পদ প্রদান করিলেন। কাশীতে অত্রী-শ্বরাদি লিঙ্গ যত্ন সহকারে দেখিলে, এই প্রাজা-পত্য লোকে উজ্জ্বল তেজঃসম্পন্ন হইয়া বাস করে। গোকর্ণেশ্বর সরবরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত অত্রীশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিলে ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি হয়। কর্কোটবাপীর ঈশান-কোণে মরীচির উত্তমকুণ্ড; মনুষ্য তথায় ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে সূর্য্যবৎ দীপ্তি পায়। হে বিপ্র! তথায় মরীচীশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতি-ষ্ঠিত আছেন। সেই লিঙ্গের দর্শনে মরীচি-লোক প্রাপ্তি হয়, আর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, মরীচি মালীর ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। পুল-হেশ্বর এবং পুলস্ত্যেশ্বর শিবলিঙ্গ স্বর্গদ্বারের পশ্চিমে অবস্থিত; মানব, তাঁহাদিগকে অবলো-কন করিলে এই লোকে বাস করে। হে বিপ্র! অঙ্গিরসের শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, তেজঃপূর্ণ হইয়া এই প্রাজাপত্য লোকে বাস হয়। বরুণা-নদীর রমণীয় তীরস্থিত বসিষ্ঠেশ্বর এবং ক্রতীশ্বর দর্শন করিলে এই প্রাজাপত্য লোকে বাসপ্রাপ্তি হয়। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণ, বারাণসীতে এই সকল শিবলিঙ্গ সেবা করিবে, করিলে ইহাঁরা সেবকদিগের ঐহলৌকিক পারলৌকিক মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন, মহাভাগ শিবশর্ম্মন! যাঁহার স্মরণমাত্রে গঙ্গা-স্নানফল প্রাপ্তি হয়, সেই মহাপুণ্যবতী পতি-ব্রতপরায়ণা অরুন্ধতী সুন্দরী এই লোকে অব-স্থিতা। প্রভু নারায়ণ দেব, এই অরুন্ধতীর পতিব্রাত্য ধর্ম্মে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অন্তঃ-পুরচর দু তিনজন পবিত্র ব্যক্তির সহিত লক্ষ্মীর সম্মুখে ইহার কথা সদা সর্ব্বদা আনন্দে কীর্ত্তন করেন। নারায়ণ বলেন, কমলে! পতিব্রতা-দিগের মধ্যে অরুন্ধতীর যেমন নির্ম্মল আশয়, হে ভাবিনি! অন্য কোন রমণীর কোথাও সেরূপ পবিত্র আশয় নহে। প্রিয়ে! রূপ, শীল, কৌলীন্য, কলানৈপুণ্য, পতিশুশ্রূষা, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং গুরুজনকে সন্তুষ্ট করা অরুন্ধতীর যেমন আছে, তেমনটা আর কোথাও অপরের নাই। যাহারা প্রসঙ্গক্রমে অরুন্ধতীর নাম-গ্রহণও করে, জগতে সেই সব শুদ্ধবুদ্ধি সৌভাগ্যশালিনী রমণী ধন্য। আমার ভবনে যখন পতিব্রতাদিগের কথা উঠে, তখন এই সতী অরুন্ধতীই সর্ব্বপ্রথম শ্রেণী অলঙ্কৃত করেন। বিষ্ণুপারিষদদ্বয়, এইরূপে সেই প্রমোদাবহ কথোপকথন করিতে করিতে সত্যপূর্ণ ধ্রুবলোক দেখিতে পাইলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

ধ্রুবচরিত্র, ধ্রুবের গৃহত্যাগ।

শিবশর্ম্মা বলিলেন, হে সাধুপ্রবরদ্বয়! একীভূত পদদ্বয় দ্বারা অবস্থিত, বাতময়-বিবিধ

ভ্রমণ করিতেছেন? এই তেজঃসংবৃত পুরুষ ত্রৈলোক্যমণ্ডপের মহাস্তম্ভ স্বরূপ, তুলাদণ্ড দ্বারা যেন ইনি অতুলনীয় জ্যোতীরাশি মাপিতেছেন; ইনি যেন আকাশ বিস্তৃতির পরিমাপক সূত্রধার; অথবা এটী যেন গগনাঙ্গনে উত্থিত ত্রিবিক্রমের চরণদণ্ড; কিংবা ইহা গগনসরোবরের মধ্যপ্রোথিত সারযুপ (জাড়কাঠ) স্বরূপ হে দেবদ্বয়! কে ইনি;—অনুগ্রহ দয়া করিয়া আমাকে ইহা বলুন। বিমানারূঢ় বিষ্ণুপার্ষদদ্বয় বন্ধুর এই কথা শুনিয়া প্রণয়বশতঃ ধ্রুবের চিরস্থায়ী বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, স্বায়ম্ভুব মনুর উত্তানপাদ নামে এক পুত্র ছিলেন, হে বিপ্র! সেই রাজার দুই পুত্র উৎপন্ন হন, তন্মধ্যে সুরুচির গর্ভে জ্যেষ্ঠ উত্তম, আর সুনীতির গর্ভে কনিষ্ঠ ধ্রুব। একদা সভামধ্যে রাজা উপবিষ্ট আছেন, সুনীতি, বালক ধ্রুবকে বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া রাজসেবার জন্য রাজসকাশে পাঠাইলেন। বিনয়তৎপর ধ্রুব, ধাত্রীপুত্রদিগের সহিত রাজসভায় আসিয়া ভূপতি উত্তানপাদকে প্রণাম করিলেন। তখন সুনীতিপুত্র ধ্রুব, উচ্চসিংহাসনস্থিত পিতা মহারাজের ক্রোড়ে উত্তমকে উপবিষ্ট দেখিয়া বাল্যচাপল্য প্রযুক্ত নিজেও আরোহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। সুরুচি, ধ্রুবকে রাজার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া বলিলেন, অরে দুর্ভগাপুত্র! বালক! নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত রাজার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ কি? রে অভাগিনীগর্ভসম্ভূত! এ সিংহাসনের উপর বসিবার পুণ্য তুই করিস্ নাই। যদি কিছু পুণ্য করিবি, তবে অভাগিনীর উদরে জন্মাইবি কেন? এই অনুমান দ্বারাই নিজের অল্প পুণ্যের বিষয় বুঝিয়া দেখ। রাজকুমার হইয়াও আমার গর্ভ যে অলঙ্কৃত করিস্ নাই। এই উত্তমগর্ভসম্ভূত সর্ব্বোত্তম উত্তমকে দেখ, ধরাপতির জানুপরি বসিয়া কেমন আদর গৌরবে বর্দ্ধিত হইতেছে। এই অত্যুচ্চ রাজসিংহাসনে উঠিতে যদি ইচ্ছা ছিল, তবে সুরুচির সুশোভন গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া অপর গর্ভে বাস করিলি কেন? রাজসভা মধ্যে বালক ধ্রুবকে, সুরুচি এইরূপ অতীব ভৎর্সনা করিলেন। ধ্রুব, নয়নবিগলিত জলধারা পান করিতে করিতে ধৈর্য্যবশতঃ কিছুই বলিলেন না। মহিষী সুরুচির সৌভাগ্যগৌরবনিয়ন্ত্রিত সেই রাজাও উচিত কি অনুচিত কোন কথাই বলিলেন না। শিশু ধ্রুব, সভাদর্শন পরিত্যাগপূর্ব্বক শৈশবোচিত চেষ্টা দ্বারা শোক অপ্রকাশ রাখিয়া রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। সুনীতি, নীতিসম্পন্ন বালক ধ্রুবকে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখশ্রী দ্বারাই বুঝিলেন, ধ্রুব বিশেষ অপমানিত হইয়াছেন। সুনীতি, সত্বর নিকটে গিয়া বারংবার ধ্রুবের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া যেন কিঞ্চিৎম্লানভাবাপন্ন ধ্রুবকে সান্ত্বনা করত আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর, ধ্রুব, জননী সুনীতিকে অন্তঃপুরে নির্জ্জনে দেখিয়া বহুবার দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই জননীর সম্মুখে রোদন করিতে লাগিলেন। মাতা সুনীতি, অশ্রুপূর্ণনয়নে, বালক পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া এবং কোমল হস্তে কোমল বসনাঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল, কাঁদিতেছ কেন? শিশু! রাজা থাকিতে কে তোমাকে অপমান করিয়াছে? অনন্তর, ধ্রুব, জলে কুলকুচা করিয়া এবং তাম্বূল গ্রহণ করিয়া জননীর সনির্ব্বন্ধ জিজ্ঞাসায় তাঁহাকে বলিলেন, "জননি! তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার নিকট সম্যক্ উত্তর দিবে;—তুমি এবং সুরুচি দুই জনেই মহারাজের ভার্য্যা, ভার্য্যাত্ব তোমাদের দুই জনেই সমান, তবে সুরুচি রাজার প্রিয়া কেন; আর মা! তুমিই বা রাজার প্রিয়া নহে কেন? উত্তম এবং আমি উভয়েই আমরা রাজার কুমার, কুমারত্ব আমাদের উভয়েই সমান, তথাপি সুরুচিগর্ভ সম্ভব বলিয়া উত্তম, উৎকৃষ্ট হইল কেন, আর আমিই বা অপকৃষ্ট হইলাম কেন? তুমি মন্দভাগিনী হইলে কেন? আর সুরুচি সুগর্ভা কেন? রাজার আসন উত্ত-

মেরই যোগ্য কেন? আর আমারই বা যোগ্য নহে কেন? আমার পুণ্য অল্প কিসে হইল? আর উত্তমের পুণ্য উত্তম হইল কিরূপে?" রাজনীতিবিৎপ্রবরা সুনীতি, বালক ধ্রুবের এই নীতিযুক্ত বাক্যশ্রবণানন্তর ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বালকের কোপশান্তির জন্য সাপত্ন্য রোষ মনে না করিয়া স্বভাবমধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "সুবুদ্ধি বাপ আমার! আমি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে তোমাকে সকল কথা বলিতেছি, যাহা হইয়াছে, তাহাতে অপমান মনে করিও না; সুরুচি যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই সত্য, মিথ্যা নহে। সুরুচি, রাজার মহিষী; রাজ্ঞীদিগের মধ্যে সুরুচিই রাজার প্রেয়সী। বাবা! সুরুচি, জন্মান্তরে যে অসীম পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার প্রবল ফলেই রাজা, তাঁহার প্রতি অতীব সুরুচিসম্পন্ন। মাদৃশী মন্দভাগ্যাগণ, রাজার সামান্য রমণীগণ মধ্যে অবস্থিত। 'রাজপত্নী' বলিয়া কেবল তাহাদের যা খ্যাতি আছে। রাজার রুচি এ সব রমণীর প্রতি হয় না। উত্তমও বহু পুণ্য-পুঞ্জফলে, সেই পুণ্যবতী মাতার উত্তম গর্ভে বাস করিয়াছে; অতএব সে-ই রাজসিংহাসনের যোগ্য। চন্দ্রতুল্য আতপত্র, শুভ্র চামরদ্বয়, উচ্চ রাজসিংহাসন, মদমত্ত কুঞ্জরগণ, শীঘ্রগামী অশ্বসমূহ, আধিব্যাধিবিবর্জ্জিত জীবন, নিষ্কণ্টক উত্তম রাজ্য, শ্রেষ্ঠতা, হরিহর পূজা, বিপুল কলাজ্ঞান, অধ্যয়ন, অজেয়তা, ষড় রিপুবিজয়, স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক বুদ্ধি, কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টি, মধুর বাক্য, কার্য্যে অনালস্য, গুরুজনে নম্রতা, সর্ব্বত্র শৌচজ্ঞান, সদা পরোপকার, তেজস্বিনী মনোবৃত্তি, সতত অক্ষুণ্ণভাবিতা, সভাপ্রাঙ্গণে পাণ্ডিত্য, রণাঙ্গণে প্রাগল্ভ্য, বন্ধুগণের প্রতি সরলতা, ক্রয়বিক্রয়ে কাঠিন্য, রমণীর সহিত ব্যবহার-কোমলতা, প্রজাবাৎসল্য, ব্রাহ্মণগণ হইতে নিত্য ভীরুতা, সদাচার বৃত্তি-অবলম্বন, গঙ্গাতীরে বাস, তীর্থে কি রণক্ষেত্রে মৃত্যু, যাচকদিগের প্রতি বিমুখ না হওয়া, বিশেষতঃ শত্রুগণের নিকট হইতে যুদ্ধে পলায়ন না করা, পরিজনগণের সহিত ভোগ, দান দ্বারা দিবসের সাফল্য সম্পাদন, সর্ব্বদা বিদ্যায় আসক্তি, প্রত্যহ মাতা পিতার উপাসনা, প্রত্যহ যশঃসঞ্চয়, প্রত্যহ ধর্ম্মোপার্জ্জন, স্বর্গ ও মুক্তির সিদ্ধি, নিরন্তর সদাচারানুষ্ঠান, সদা সৎসঙ্গ, পিতৃবন্ধুদিগের সহিত মিত্রতা, ইতিহাসপুরাণ শ্রবণে সদা ঔৎসুক্য, বিপদেও পরম ধৈর্য্য, সম্পত্তিসমাগমে স্থিরতা, বাগ্‌বিলাসে গাম্ভীর্য্য, পাত্রপাণি যাচকদিগের প্রতি বদান্যতা এবং তপস্যা, যম ও নিয়ম দ্বারাই কেবল শারীরিক কৃশতা,—পূর্ব্বার্জ্জিত তপস্যারূপ তরুগণের এই সমস্ত ফল। অতএব হে মহামতে! তুমি এবং আমি অধিক তপস্যা করিতে পারি নাই বলিয়াই রাজসান্নিধ্য লাভ করিয়াও রাজলক্ষ্মীর ভাগী হইলাম না। অতএব মান এবং আপমানের কারণ কেবল স্ব স্ব কর্ম্ম। বিধাতাও স্বকৃত কর্ম্ম-ফল অন্যথা করিতে পারেন না। অতএব, পুত্র! তুমি শোক করিও না, ভাগ্যফলে যা হয়, তাই ভাল মনে করিবে।" সুনীতির এই প্রকার সুনীতিসম্পন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া সুনীতিপুত্র ধ্রুব, উত্তর করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন! জননি! সুনীতি! আমার কথা তুমি অব্যগ্রভাবে শ্রবণ কর। হে কষ্টভাগিনি! বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না। মা! আমি যদি অত্যন্ত পবিত্র মনুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমি উত্তানপাদ রাজার ঔরসজাত এবং তোমার গর্ভসম্ভব হই, আর তপস্যা যদি সর্ব্বসম্পত্তির কারণ হয়, ত নিশ্চয় কর, যাহা অপরের দুর্লভ, সেই সেই পদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মা! মোহের বশবর্ত্তিনী না হইয়া তপস্যা করিতে মাত্র অনুমতি প্রদান কর, আর আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন কর, এই একমাত্র সাহায্য তুমি কর। সুনীতি, আপনার গর্ভসম্ভূত কুমারকে মহাবীর্য্য এবং মহোৎসাহসম্পন্ন জানিয়াও বলিতে লাগিলেন, স্তন্যপায়িন্ শিশুপুত্র! নবম বর্ষ বয়ঃক্রম তোমার আজিও পূর্ণ হয় নাই, তোমাকে আমি এ কার্য্যে অনুমতি দিতে ত

পারি না, তথাপি বলিতেছি, সপত্নীবচনরূপ ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ মদীয় বিশাল হৃদয়েও তোমার বাষ্পসমূহ জলরাশি ক্ষণকালও থাকিতেছে না, কি করি। শিশু! সেই জলরাশি আমার নয়নপথ দ্বারা ক্ষরিত হইতেছে, আর দুঃখাবহ জলপূর্ণ নদীসমূহ উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বাপ! তুমি আমার একমাত্র পুত্র; তুমিই আমার জীবনের একমাত্র আধার; তুমি আমার অন্ধের যষ্টি. তোমার মুখের দিকেই আমি চাহিয়া রহিয়া আছি। অভীষ্টদেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া কত কষ্টে তোমাকে পাইয়াছি। বাবা! তোমার মুখচন্দ্র আমার যখনই নয়নগোচর হয়, তখনই আমার হৃদয়রূপ ক্ষীরসমুদ্র আনন্দদুগ্ধে পরিপূর্ণ হইয়া স্তনদ্বয় রূপ বেলাভূমিকে অতিক্রম করে। তোমার অঙ্গসঙ্গজনিত সুখসন্দোহে শীতলা হইয়া আমি রোমাঞ্চরূপ বস্ত্র গায়ে দিয়া উত্তম শয্যায় সুখে শয়ন করি। তার পর হে চন্দ্রমুখ! আচমন এবং তাম্বূল গ্রহণ করিয়া, তোমার বদনে ওষ্ঠাধররূপ ক্ষীরসমুদ্রে সমুত্থিত অমৃত পান করিয়া আমার আশা মিটে না। তোমার শীতল আলাপ যখন আমার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়, সপত্নীবাক্যব্যথা তখনই অপগত হইয়া থাকে। বাবা! তুমি অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইলে, আমি ভাবি. সূর্য্যোদয়ে পদ্মের ন্যায় ধ্রুব আমার কখন প্রবুদ্ধ হইবে। বৎস! তুমি যখন ক্রীড়াসঙ্গী বালকদিগের সহিত খেলা করিয়া ঘরে আইস, তখন আমার স্তনদ্বয় তোমাকে অমূল্য অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্যই যেন উন্মুখ হইয়া উঠে। যখন তুমি সৌধ হইতে বাহিরে যাও, তখন তোমার পদ্মরেখাচিহ্নিত পদচিহ্নই, আমার গমনাভিলাষী প্রাণবায়ুর অবলম্বন হইয়া থাকে। পুত্র! যখন যখন তুমি তিন চার পা বাহিরে যাও, আমার প্রাণও তখন তখন কণ্ঠাগত হইয়া থাকে। পুত্র! সুধাবর্ষী মেঘতুল্য তুমি বাহিরে বিলম্ব করিলে, আমার মানস-পক্ষী গমনের জন্য অতি আশ্চর্য্য ভাবে ত্বরা করে। এখন তুমি তপস্যায় যাইলে, আমার প্রাণ, অতি সন্তপ্ত ভাবে, কণ্ঠ-কানন-প্রান্তে তপস্যা করত অবস্থান করুক। ধ্রুব, এইরূপে জননীর অনুজ্ঞা প্রাপ্তে তদীয় চরণকমলদ্বয়কে, স্বীয় কেশপাশরূপ পক্ষ দ্বারা ক্ষণকাল বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া গমন করিলেন। তখন সুনীতিও দৃষ্টিরূপ ইন্দীবরমাল্য ধৈর্য্যসূত্র দ্বারা গাঁথিয়া ধ্রুবকে উপহার দিলেন। মাতা সুনীতি, পথে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অপরের অনিবার্য্যবেগসম্পন্ন শতাধিক অন্তরের আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিলেন। মহাপরাক্রম বালক স্বীয় সৌধ হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে বনে প্রবেশ করিলেন, অনুকূল বায়ু তাঁহার পথপ্রদর্শক হইল। পবনবিকম্পিত তরুশাখার প্রসারণচ্ছলে বন যেন তাঁহাকে সপ্রেমে আহ্বান করিলে, ধ্রুব, বনে প্রবিষ্ট হইলেন। মাতাই যাঁহার দেবতা, সেই ধ্রুব, কেবল রাজপথ চিনিতেন, রাজনন্দন অরণ্যপথ ত চিনিতেন না; তাই ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। তার পর ধ্রুব, যেই নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখে চাহিলেন, অমনি অরণ্য মধ্যে অতর্কিতগতি সপ্তর্ষিদিগকে দেখিতে পাইলেন। অসহায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ভাগ্যই সাহায্যকারী; মহাবনে, সংগ্রামে এবং গৃহে ভাগ্যই সর্ব্ববিষয়ে কারণ। কোথায় বালক রাজ-পুত্র আর কোথায় বা সেই গহন বন;— হে ভবিতব্যতে! বলপূর্ব্বক তুমিই সকলকে আত্মসাৎ কর, তোমাকে নমস্কার। যাহার যথায় শুভ বা অশুভ হইবে, ভবিতব্যতাপাশ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে তথায় অর্পণ করে। মনুষ্য, আপনার বুদ্ধিবলে এক প্রকার করিতে যায়, ভগবতী ভবিতব্যতার সাহায্যে বিধি, তাহা অন্যরূপে পরিণত করেন। বয়ঃক্রম, বিচিত্রকার্য্যসম্পাদিকা শক্তি, বল এবং উদ্যোগ, পুরুষের হিত করিতে পারে না, এক প্রাক্তন কর্ম্মই ইহার মূল! অনন্তর, যেন তাঁহার ভাগ্য সূত্রজাল কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উপনীত সূর্য্যের ন্যায় অতি তেজস্বী সপ্তর্ষিকে দেখিয়া ধ্রুব অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদিগের প্রশস্ত

ললাট তিলকাঙ্কিত, অঙ্গুলিতে কুশোপগ্রহ, তাঁহারা উত্তম যজ্ঞসূত্রে অলঙ্কৃত এবং কৃষ্ণাজিন আসনে উপবিষ্ট। করে, তাঁহাদের অক্ষসূত্র, নয়নযুগল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিমীলিত, উত্তম ধৌত সূক্ষ্ম কাষায় বস্ত্র এবং উত্তরীয় তাঁহাদের অঙ্গে শোভমান। ওঃ! বিপন্নগ্ন প্রজাকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য সপ্তনাগরই যেন অসময়ে একত্র মিলিত হইয়াছেন! ধ্রুব সেই মহাভাগ সপ্তর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রণতকন্ধরে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে এই মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা অবগত হউন, আমি উত্তানপাদ রাজার ঔরসে এবং সুনীতির গর্ভে উৎপন্ন, আমার নাম ধ্রুব। আমি নির্ব্বিণ্নহৃদয়ে আপনাদিগের চরণকমল দ্বারা সনাথীকৃত এই বনে আসিয়াছি, আমি এ আচারের প্রায় কিছুই জানি না, রাজসম্পত্তিতেই আমার মন এতদিন নিবিষ্ট ছিল। সপ্তর্ষি, সেই মহাতেজা স্বভাব-মধুরাকৃতি অপূর্ব্বনীতিজ্ঞানবিভূষিত মৃদুগম্ভীর-ভাষী বালককে দেখিয়া নিকটে উপবেশন করাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহে বিশালাক্ষ বালক! মহারাজ-কুমার! আমরা বিচার করিয়াও বুঝিতেছি না, তোমার নির্ব্বেদের কারণ কি; অতএব তুমি তাহা বল। অর্থচিন্তা আজিও তোমার মনে হয় নাই, মাতা গৃহে আছেন, অপমানের সম্ভাবনা কোথায়? শরীরও নীরোগ; তবে নির্ব্বেদের কারণ কি? অভি-লষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি বশতঃ মনুষ্যদিগের বৈরাগ্য হয় বটে, কিন্তু তুমি সপ্তদ্বীপাধিপতি রাজার কুমার; তোমার পক্ষে সেরূপ হইবে কিরূপে? সকলেরই প্রকৃতি স্বভাবতঃ ভিন্ন ভিন্ন; অতএব, এস্থলে কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কাহারও মনোগত ভাব জানা যায় না।' মনোরথ-সম্পন্ন শিশু ধ্রুব, সপ্তর্ষিদিগের এই প্রকার সহজ-প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! জননী, রাজসেবার জন্য আমাকে (রাজসভায়) পাঠাইয়া দেন, তারপর আমি রাজার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে অভিলাষী হইলে, বিমাতা সুরুচি, আমাকে ভৎর্সনা করেন। আমাকে এবং আমার মাতাকে ধিক্কার দিয়া, তাঁহার পুত্র উত্তমের উত্তমত্ব প্রতিপাদন করত আপনার প্রশংসা করেন, ইহাই আমার নির্ব্বেদের কারণ। শিশুর এই কথা শুনিয়া সেই ঋষিগণ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া ক্ষত্রিয়ের কথাই বলিতে লাগিলেন, "ওঃ! ক্ষত্রিয়ের বালকেও এত তেজঃ!" অহে! আমরা তোমার কি করিতে পারি; তোমার অভিলাষ কি, আমাদের তাহা বিদিত হউক, তুমি সেকথা আমাদের কর্ণগোচর কর। হে মুনিগণ! আমার ভ্রাতা উত্তমোত্তম উত্তম, পিতৃদত্ত প্রসিদ্ধ উত্তম রাজসিংহাসনে আরোহণ করুন। হে সুব্রতগণ! আমি আপনাদের নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা করি যে, বক্ষ্যমাণ বিষয়ে আপনারা উপায় বলিয়া দিন, আমি বালক, এজন্য আমি ত প্রায় কিছুই জানি না। অন্য রাজারা যাহা ভোগ করেন নাই, অন্য পদ হইতে যাহা উন্নত, ইন্দ্রাদি দেব-গণেরও যাহা দুর্লভ, সেই দুরাসদ পদ কিরূপে লাভ করা যায়? আমি পিতার প্রদত্ত পদ আকাঙ্ক্ষা করি না, আমি নিজভুজবলার্জ্জিত সেই পদ আকাঙ্ক্ষা করি, যাহা পিতারও মনোরথাতীত। যাঁহারা পিতার সম্পত্তি ভোগ করেন, তাঁহারা প্রায়শঃ যশস্বী নহেন; পরন্তু পিতা অপেক্ষা অধিক সামর্থ্যের পরিচয় যাঁহাদের পাওয়া যায়, তাঁহারাই নরোত্তম। পিতার উপার্জ্জিত বিখ্যাত যশ অথবা ধন যাহারা বিনষ্ট করে, সেই দুর্ব্বৃত্তদিগের মরণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ, ধ্রুবের এই সুনীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে এইরূপ যথার্থ উত্তর দিয়াছিলেন। প্রথমতঃ মরীচি বলিলেন, অহে বালক! তুমি যেমন যেমন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তদনুসারে বলিতেছি, আমি মিথ্যা বলিতেছি

না; নারায়ণের চরণারাধনা না করিয়া পদ পাইবে কিরূপে? অত্রি বলিলেন, গোবিন্দের চরণকমলের রজোমধু আস্বাদন না করিলে, মনোরথ-পথের অতীত স্ফীত পদ কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে না। অঙ্গিরা বলিলেন, যে ব্যক্তি, কমলাপতির কমনীয় চরণ-কমল-যুগল ধ্যান করেন, সর্ব্বসম্পত্তি-পদই তাঁহার অদূরবর্ত্তী। পুলস্ত্য বলিলেন, ধ্রুব! যাঁহার স্মরণমাত্রে মহাপাতক-সমূহও একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই বিষ্ণু সকলই দিতে পারেন। পুলহ বলিলেন, প্রাজ্ঞগণ যাঁহাকে প্রকৃতিপুরুষের পরবর্ত্তী পরম ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, যাঁহার মায়া দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই পরিব্যাপ্ত, সেই অচ্যুতই সব দান করিতে পারেন। ক্রতু বলিলেন, যিনি যজ্ঞপুরুষ, জগতের অন্তরাত্মা এবং সর্ব্বব্যাপী, সেই জনার্দ্দন প্রসন্ন হইলে কি না দিতে পারেন? বসিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজপুত্র! যাঁহার ভ্রূভঙ্গী-মাত্রে অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, সেই হৃষীকেশকে আরাধনা করিলে মুক্তিও অদূরবর্ত্তিনী। ধ্রুব বলিলেন, হে মুনীশ্বরগণ! বিষ্ণুর আরাধনা-সম্বন্ধে যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, পরন্তু কিরূপে সেই ভগবানের আরাধনা করিতে হইবে, সেই বিধিও উপদেশ করুন। মুনিগণ বলিলেন, অবস্থান, গমন, স্বপ্ন, জাগরণ, শয়ন এবং উপবেশন, সকল অবস্থাতেই সর্ব্বদা নারায়ণনাম জপ করিবে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে ধ্যান করত বাসুদেবাত্মক দ্বাদশ মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর জপ করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত কে হয় নাই? অতসী-পুষ্প-সন্নিভ, পীত-বসন-পরিধান অচ্যুতকে ক্ষণকাল সর্ব্বস্বরূপ বোধ করিতে পারিলে জগতে কাহার না সিদ্ধি হয়? মনুষ্য বাসুদেব-জপ করিলে, বহু পুত্র, কলত্র, বহু মিত্র, রাজ্য, স্বর্গ এবং মুক্তি—নিঃসন্দেহে এ সমস্ত পাওয়া যায়। বিঘ্ন এবং দারুণ যমদূতেরা, বাসুদেব-জপাসক্ত পাপীদিগকেও স্পর্শ করিতে পারে না। ভবিষ্যতে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন, তোমার পিতামহ বৈবস্বত মনুও রাজ্যাভিলাষী হইয়া এই মহামন্ত্র উপাসনা করেন। হে সত্তম! তুমিও এই মন্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বাসুদেবপরায়ণ হইয়া থাক, শীঘ্রই ইচ্ছানুরূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। সকল মহাত্মা মুনীশ্বরেরাই এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ধ্রুবও বিষ্ণুতে সমর্পিত-হৃদয় হইয়া তপস্যায় গমন করিলেন।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

ধ্রুবের তপস্যা ও বিষ্ণুর আবির্ভাব।

বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন, হে দ্বিজ! উত্তানপাদনন্দন, সেই বন হইতে নির্গত হইয়া যমুনাতীরে মহৎ রমণীয় মধুবনে গমন করিলেন। পবিত্র মধুবন, ভগবান্ জনার্দ্দনের আদিস্থান; পাপিষ্ঠ দেহীও তথায় গমন করিলে নিশ্চিতই নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ধ্রুব, বাসুদেবাখ্য নিরাময় পরমব্রহ্ম জপ করত ধ্যান-নিশ্চললোচনে সকল পদার্থকেই তন্ময় (বিষ্ণুময়) দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, সকল দিঙ্মণ্ডলে হরি; সূর্য্যকিরণ-জালে হরি; বনে হরি শৃগাল, মৃগ, সিংহাদিস্বরূপে অবস্থিত। ভগবান্ হরি, জলে শালুর কূর্ম্মাদিরূপে অবস্থিত। হরি রাজাদিগের বাজিশালাতে অবস্থিত। হরি পাতালে অনন্তরূপে এবং গগনে অনন্ত নামে বিরাজমান্। হরি এক হইয়াও অনন্ত রূপভেদে অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি দেবতা প্রভৃতির মধ্যে বাস করেন, এইজন্য তিনি বাসুদেব, দেবতা প্রভৃতি সকলে তাঁহাতে বাস করেন, এইজন্য তিনি বাসুদেব, আর বাসনাবশে অর্থাৎ অবিদ্যা সঙ্গে সর্ব্বত্র দেবন অর্থাৎ ক্রীড়া করেন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। এই সর্ব্বব্যাপক ভগবানের নাম বিষ্ণু, বিষধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি, ইহাঁর বিষ্ণু নামে বিষধাতুর অর্থ সফল হইয়াছে। সেই সর্ব্বত্র-স্থিত পরমেশ্বর, সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরত্ব প্রযুক্ত 'হৃষীকেশ' হইয়াছেন। মহাপ্রলয়েও তাঁহার

ভক্তগণ, চ্যুত হন না, বলিয়া অখিললোকে সেই এক সর্ব্বত্রগ অব্যয় পুরুষই অচ্যুত বলিয়া কীর্ত্তিত। তিনি এই চরাচর নিখিল বিশ্বকে আত্মলীলাক্রমে স্বরূপসম্পত্তি দ্বারা ভরণ করেন বলিয়া তিনি জগতে 'বিশ্বম্ভর'। যেহেতু নিয়মতঃ পুণ্ডরীকাক্ষই কেবল দ্রষ্টব্য, অন্য কেহ নহে, অতএব বিষ্ণুপদ ব্যতীত ধ্রুবের চক্ষুর্দ্বয় আর কিছুতে নিপতিত হয় না। মুকুন্দ, গোবিন্দ শব্দ ব্যতীত এবং হে দামোদর! হে চতুর্ভুজ! এই প্রকার শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দই তাঁহার কর্ণও গ্রহণ করিত না। শঙ্খচক্রতিলকাঙ্কিত তদীয় করদ্বয়, গোবিন্দচরণপূজা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম এবং গোবিন্দের প্রিয় কর্ম্ম ব্যতীত আর কোনই কর্ম্ম করিত না। ধ্রুবের চিত্ত, অন্য সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে হরির চরণদ্বয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তাহাতে নিশ্চলত্ব প্রাপ্ত হইল। বিপুলতপা সেই ধ্রুবের বিষ্ণুরক্ষিত চরণদ্বয় বিষ্ণুমন্দিরপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিচরণ করিত না। মৌনাবলম্বী মহাসার তপোনিষ্ঠ ধ্রুব, স্বীয় বাক্যকে হরিগুণে আসক্ত করিলেন। ধ্রুবের রসনা, কেবল কমলাকান্তের নামামৃতরস পান করিত, অন্য রসে স্পৃহা তাহার ছিল না! তদীয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়, কেবল পদ্মামোদপ্রমোদিত, শ্রীবিষ্ণুর পদযুগল আঘ্রাণ করিত, অন্য গন্ধ ঘ্রাণ করিত না; কেননা, তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়, হরিপদকমলগন্ধে পরিপূর্ণ ছিল। ভূপতিপুত্র ধ্রুবের ত্বগিন্দ্রিয়, বিষ্ণুপ্রতিমার পদদ্বয় স্পর্শ করাতেই যাবতীয় সুখস্পর্শ বস্তুর স্পর্শসুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধ্রুবের ইন্দ্রিয়গণ, পরমসার দামোদরকে স্ব স্ব বিষয় শব্দাদির আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইল। ত্রিভুবনোদ্দীপক ধ্রুবতপস্যারবি উদিত হইলে, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এবং গ্রহনক্ষত্রাদির সমগ্র তেজ বিলুপ্ত হইল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের, হুতাশন এবং নৈর্ঋতেশ্বর, স্ব স্ব পদের জন্য শঙ্কিত হইলেন। বসুপ্রমুখ অন্যান্য বিমানচারী দেবগণও ধ্রুব, পাছে তাঁহাদের অধিকার গ্রহণ করেন, এই দুশ্চিন্তার প্রাবল্যে ধ্রুবের নিকট সাতিশয় ভীত হইলেন। ধ্রুব, ভূতলে যথায় যথায় পদক্ষেপ করিতেন, পৃথিবী, সেই সেই স্থানেই তাঁহার ভারাক্রান্তা হইয়া নত হইত। ওঃ! তাঁহার ভয়েই তদীয় অঙ্গ-সঙ্গী জলরাশি জাড্য পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত-রস-সম্পন্ন হইল। আর অন্যত্রস্থিত জল পদস্থ থাকিল। প্রসিদ্ধ রূপ-সম্পন্ন যত তেজ, অর্থাৎ তেজস্বী জগতে বিদ্যমান, তপস্তেজঃপ্রভাবে, ধ্রুবের তৎসমস্তই নয়নগোচর হইল। কি আশ্চর্য্য! বায়ুর যেখানে যে প্রকার স্পর্শ হউক না, এমন কি, দূরদেশের স্পর্শও তিনি আত্মত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারিলেন। শব্দ-গুণ-সম্পন্ন আকাশ ধ্রুব-আরাধনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া (ধ্রুব মনে করিলেই) অশেষশব্দসমূহ, তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। ধ্রুব, প্রতিদিন পঞ্চভূত কর্তৃক আরাধিত হইয়াও গোবিন্দে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক তপস্যাকেই পরম পদার্থ বলিয়া মানিলেন। সেই রাজনন্দন, কৌস্তভ-শোভিত-বক্ষঃস্থল, পীত-কৌশেয়বসন-পরিধান গোবিন্দের ধ্যানপ্রভাবে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তেজোময় অবলোকন করিতে লাগিলেন। ধ্রুবের তপস্যাদর্শনে, সভয়ে ইন্দ্র এই প্রবল চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ধ্রুব, যদি আমার পদ-আকাঙ্ক্ষা করে ত নিশ্চয়ই হরণ করিতে, অপ্সরোগণ, সংযমীদিগের সংযম ভঙ্গ করিতে পারে বটে, কিন্তু যুবজনের প্রতিই তাহাদের প্রভুত্ব, বালকের উপর ত তাহাদের প্রভুত্ব নাই, আমি করি কি! তপস্বিগণের তপোভঙ্গে কাম ক্রোধ দুই ব্যক্তি আমার সাহায্যকারী; কিন্তু এই ধ্রুব বালক, ইহার উপর ত তাহারা প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। এই বালকের উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে, এমন উপায় আমার একমাত্র আছে। বালক ধ্রুবের ভয়ের জন্য ভীষণাকৃতি ভূতপ্রেত তথায় প্রেরণ করি। ভূতের ভয় পাইলে, বালকত্ব প্রযুক্ত এই ধ্রুব, নিশ্চয়ই তপস্যা ত্যাগ করিবে।" ইন্দ্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ধ্রুবসকাশে ভূতসমূহ প্রেরণ

করিলেন। কোন ভূতের সর্ব্বাঙ্গ ভল্লুকের ন্যায়, গ্রীবা উষ্ট্রের ন্যায় লম্বা আর দন্তপংক্তি দেখিলে ভয় হয়, সে, সেই বালকের প্রতি ধাবমান হইল। ব্যাঘ্র তুল্য ভীষণানন, হস্তিসদৃশ উচ্চদেহ-সম্পন্ন কোন ভূত বিকটানন ব্যাদান করিয়া বারংবার গর্জ্জন করিতে করিতে সেই বালকের প্রতি ধাবমান হইল। কোন বিকটদংষ্ট্রা-সম্পন্ন ভূত কদর্য্যমাংস ভোজন করত, সক্রোধে অবলোকনপূর্ব্বক ধ্রুবের প্রতি যেন তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে ধাবমান হইল। কোন ভূত, মহা-বৃষভরূপী হইয়া অতি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা উচ্চ তটভূমি বিদীর্ণ করত এবং খুরাগ্রভাগ দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করিতে করিতে ধ্রুবকে লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। কোন ভূত, ফণা-বিস্তার-ভীষণ ভুজঙ্গের আকার ধারণ পূর্ব্বক অতি চঞ্চল জিহ্বাদ্বয় নিঃসৃত করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে তেজ প্রকাশ করিতে লাগিল। কোন ভূত, মহিষাকৃতি হইয়া শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বত-সমূহ বিক্ষিপ্ত করত ভূতলে লাঙ্গুল-তাড়না এবং নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সবেগে ধ্রুবের নিকটবর্ত্তী হইল। দাবানলদগ্ধ খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় উরুদ্বয়-সম্পন্ন কোন ভূত, মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। কোন ভূতের কেশপাশ মেঘের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, পিঙ্গলবর্ণ নয়নদ্বয় কোটর-নিমগ্ন, এবং উদর সুদীর্ঘ ও কৃশ, সে ধ্রুবকে ভয় দেখাইতে লাগিল। দক্ষিণ-হস্তে কৃপাণ, বামহস্তে নর-কপাল, ভগ্নমুখ কোন ভূত, প্রচণ্ড সিংহনাদ করত সেই বালকের প্রতি ধাবিত হইল। কোন ভূত, কিলকিলা শব্দ করিতে করিতে, বিশালবৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক, দণ্ডধর কালের ন্যায় তাঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিল। অন্ধকারের অভিসারমন্দির, শমন-কন্দরসদৃশ বিপুল বদনকুহর ব্যাদান করিয়া কোন ভূত, তাঁহার দিকে আসিল। কোন [illegible] আকার ধরিয়া [illegible]

অতি দারুণ ফুৎকার শব্দ দ্বারা বালক ধ্রুবকে ভয় দেখাইতে লাগিল। কোন যক্ষিণী, কাহারও রোরুদ্যমান বালক আনয়ন করিয়া উদর হইতে তাহার রুধির পান করিতে এবং মৃণালের ন্যায় তাহার অস্থিগুলা খাইতে লাগিল। আর সে বলিতে লাগিল, আমি অদ্য পিপাসিতা হইয়াছি, ধ্রুব! এই বালকের রক্ত যেমন পান করিয়াছি, এই অস্থিগুলা চর্ব্বণ করিয়া তোমার রক্তও সেইরূপ পান করিব। কোন যক্ষিণী, তৃণদারু আনয়ন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিছাইয়া দাবানল প্রজ্বালিত করিল এবং বাত্যা দ্বারা তাহা বিশেষ রূপে বাড়াইতে লাগিল। কোন যক্ষিণী, বেতালী রূপ অবলম্বন পুরঃসর গিরিতরুশ্রেণী ভাঙ্গিয়া ধ্রুবকে অতীব বিকম্পিত করিবার জন্য গগনমার্গ রোধ করিয়া রহিল। অপর যক্ষিণী, সুনীতিরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক, দূর হইতে ধ্রুবকে দেখিয়া অতি দুঃখার্ত্তার ন্যায় বক্ষে করাঘাত করত বারংবার রোদন করিতে লাগিল। আর সে, অতি কারুণ্য-পূর্ণ বাৎসল্যভাব যেন প্রকাশ করত বহু-মায়াময় চাটুবচন বলিতে লাগিল, "শরণাগত-বৎসল! বৎস! ধ্রুব! হায় তুমিই আমার একমাত্র রক্ষক, হায় মৃত্যু আমাকে মারিতে অভিলাষী হইয়াছে, আমি মরি, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। তোমাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত কাতর হইয়া আমি, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পথে পথে, বনে বনে, আশ্রমে আশ্রমে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়াছি। অরে বালক ধ্রুব! যেদিন হইতে তুই তপস্যার জন্য বহির্গত হইয়াছিস্, আমিও তোকে দেখিবার জন্য সেই দিন হইতেই বাহির হইয়াছি। বালক! তুই যেমন আমার সপত্নীর সেই সেই দুর্ব্বাক্যে পীড়িত হইয়া-ছিস্, আমিও তাহার বচনানলে তদ্রূপ অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। এখন, আমি না নিদ্রা যাই, না জাগরণ করি, না ভোজন করি, না পান করি; আমি এখন তোর বিরহে

যোগিনীর ন্যায় তোকেই কেবল চিন্তা করি। নয়নে ত নিদ্রা নাইই, যদি একটু নিদ্রা আসে ত অমনি অভাগিনী আমি, আমার সর্ব্বপ্রকারে আনন্দদায়ক তোর মুখ স্বপ্নেও দেখিতে পাই। বাপ্! তোমার বিরহকাতরা আমি তাপপরিহারে অভিলাষিণী হইয়া তোর বদনের তুল্য বলিয়া উদীয়মান চন্দ্রকেও অবলোকন করি না। কোকিলের কাকলী রব, তোমারই আলাপের তুল্য, ইহা জানি বলিয়া আমি অলকগুচ্ছে কর্ণকুহর আবৃত করিয়া রাখি, কোকিলের শব্দ শুনি না। ধ্রুব! অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া কোন স্থানে বিশ্রাম করিতে বসিলেও তোর অঙ্গস্পর্শের ন্যায় মধুর বলিয়া আমি মলয়ানিল সেবা করি নাই। ধ্রুব! আমি রাজপত্নী হইয়াও তোর জন্য কোন দেশ, কোন্ নদী এবং কোন্ পর্ব্বত পদব্রজে অতিক্রম না করিয়াছি? আমি সকল স্থানকেই ধ্রুবহীন দেখিয়া অন্ধ হইয়াছি, পুত্র! এখন আমার তুই অন্ধের যষ্টি হইয়া আমাকে রক্ষা কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! কোথায় তোমার এই সুকোমল অঙ্গ সকল আর কোথায় কঠিনাঙ্গ পুরুষগণসাধ্য এই কঠোর তপস্যা! বৎস! এই পাপনিবর্ত্তক তপস্যার প্রভাবে তুমি রাজনন্দন হওয়া অপেক্ষা অধিক আর কি পাইবে বল? বালক! এ বয়সে তুই বালোচিত ক্রীড়নক লইয়া অন্যান্য সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত দিবারাত্রি খেলা করিবি। তার পর কৈশোর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হইয়া সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইবি। তারপর যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থসমূহকে কৃতার্থ করত স্রক্‌চন্দনবনিতাদি বহু ভোগ করিবি। তখন ধর্ম্মবৎসল গুণবান্, বহুপুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক আপনার রাজ্যলক্ষ্মী তাহাদিগকে অর্পণ করিয়া পরে তপস্যা করিবি। এই বালকবয়সেই তপস্যা প্রবৃত্ত হইলে, কত শ্রম! ঘুটের আগুণ সবে পায়ের অঙ্গুষ্ঠে, তারপর মাথায় উঠিতে কতকাল বিলম্ব! শত্রুবিজিত, অপমানিত এবং শ্রীভ্রষ্ট এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তিই তপস্যা করিতে পারে, কিন্তু তুমি তন্মধ্যে কোন্ ব্যক্তি? অপমানিত ব্যক্তির তপস্যা করা উচিত" এই কথা শুনিয়া ধ্রুব, দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিকে পুনরায় হৃদয়ে চিন্তা করিলেন। মাতার সহিত আলাপ না করিয়া এবং ভূতের ভয় পরিত্যাগ করিয়া, ধ্রুব, পুনরায় অচ্যুতধ্যানপরায়ণ হইলেন। বহু ভীষণ-ভূষণ-ভূষিত ভূতসঙ্ঘ ধ্রুবকে ভীতি প্রদর্শন করিতে গিয়া সূর্য্যমণ্ডলের পরিবেষবৎ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান সুদর্শন চক্র দেখিতে পাইল। ধ্রুবকে রাক্ষসগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ নারায়ণই ঐ চক্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভূতাবলী, চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ধ্রুবরক্ষণতৎপর জ্বালামালাকুল, অত্যুজ্জ্বল তীব্র সুদর্শন চক্র দর্শন করিয়া এবং অতীব স্থিরচেতা, গোবিন্দে অর্পিতচিত্ত, যেন পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত তপোবৃক্ষের অঙ্কুর, সেই ধ্রুবকে ধ্রুবনিশ্চয় দেখিয়া ভূতাবলীই বরং ভয় পাইল! তখন তাহারা বিফলমনোরথ হইয়া ধ্রুবকে নমস্কার করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল। যেমন গর্জ্জনপরায়ণ আকাশব্যাপী জলদজাল, অল্পমাত্র প্রভঞ্জনচালিত হইলেও বিফল হয়, অর্থাৎ কোথায় উড়িয়া যায়। হে দ্বিজ! অনন্তর ভীতিগ্রস্ত সকল দেবতারাই ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর গিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মাকে স্তুতি প্রণতি করিলে, ব্রহ্মা, তাঁহাদিগকে আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা বাক্যের অবসর বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে বিধাতঃ! মহাতেজা উত্তানপাদতনয়ের কঠোর তপস্যাতেজে ত্রৈলোক্যবাসী সকলে সন্তপ্ত হইয়াছে। হে তাত! ধ্রুবের মনে যে কি আছে, সেই মহাতপাঃ আমাদের মধ্যে কাহার পদ যে হরণ করিতে অভিলাষী, তাহা আমরা ভাল জানি না।" দেবতারা এই প্রকার কীর্ত্তন করিলে, চতুরানন হাস্য করিয়া সেই ধ্রুবভীতচেতা দেবগণকে বলিলেন, "দেবগণ! নিশ্চয়

ভিলাষী ধ্রুব হইতে তোমাদের ভয় নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া গমন কর; তোমাদের পদ সে ইচ্ছা করে না। সেই ভগবদ্ভক্ত হইতে কাহারও কোথায় ভয় পাইবার আবশ্যক নাই। যাহারা নিশ্চয় বিষ্ণুভক্ত হয়, তাহারা পরের সন্তাপদায়ী হয় না। এই বিষ্ণু-আরাধনা সম্পূর্ণ হইলে, ধ্রুব, বিষ্ণুর নিকট আপনার অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের পদও আরও দৃঢ়তর করিবে।" দেবগণ, ব্রহ্মপ্রযুক্ত এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর নারায়ণ দেব, বালক ধ্রুবকে দৃঢ়চিত্ত এবং অনন্যভক্ত দেখিয়া গরুড়রথে তথায় গমনপূর্ব্বক বলিলেন, বালক! অনেক দিন তপস্যায় কষ্ট পাইতেছ, এই তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। হে মহাভাগ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি; হে সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর। ধ্রুব, এই অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া নয়নযুগল উন্মীলনপূর্ব্বক ইন্দ্রনীলমণির জ্যোতিঃপটল অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিলেন, আকাশ এবং পৃথিবীর সরোবর যেন নববিকসিত নীলোৎপলশ্রেণী দ্বারা শোভা পাইতেছে! ধ্রুব তখন দেখিলেন, দ্যাবা-পৃথিবীর অন্তর্গত নিখিল স্থানই লক্ষ্মীদেবীর ইন্দীবরবিনিন্দী নয়নের কটাক্ষধারাপাতে পরি-পূর্ণ হইয়াছে। বিদ্যুৎশোভিতমধ্য নব নীল জলদজালের সমান শোভাসম্পন্ন পীতাম্বর কৃষ্ণকে তিনি সম্মুখে দেখিলেন। সুবর্ণরেখা-ঙ্কিত নিকষপাষাণের (কষ্টিপাথরের) ন্যায়, ক্রোড়ে-সুবর্ণগিরি-সুমেরু অনন্ত নীল নভো-মণ্ডল যেমন দেখায়, ধ্রুব তখন পীতাম্বর গরুড়ধ্বজকেও তদ্রূপ অবলোকন করিলেন। ধ্রুব তখন, পীতাম্বরপরিধান হরিকে চন্দ্রবিভূষিত সুনীল গগনমণ্ডলের ন্যায় অবলোকন করি-লেন। ক্ষুধিত শিশু সন্তান, যেমন বহুকালের পর পিতাকে দেখিলে, গড়াগড়ি দিয়া কাঁদে, শিশু ধ্রুবও তখন সেই জগৎপিতাকে অব-লোকন করিবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক চারিদিকে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নারদ, সনক, সনন্দ এবং সনৎ-কুমার প্রভৃতি অন্যান্য যোগিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত যোগীশ্বর চক্রপাণির নয়ন-নলিনদ্বয় কারুণ্য-বাষ্পসলিলে সিক্ত হইল; তিনি হস্তধারণ-পূর্ব্বক ধ্রুবকে তুলিলেন। নিরন্তর অস্ত্রধারণ প্রযুক্ত সুকঠোর করযুগল দ্বারা হরি, ধ্রুবের ধূলিধূসরিত অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। সেই দেব-দেবের স্পর্শমাত্রেই ধ্রুবের মুখ হইতে সুসংস্কৃত বাক্য নির্গত হইল; তখন তিনি নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

ধ্রুবকৃত বিষ্ণুস্তব এবং ধ্রুবের উন্নতি।

সর্ব্বসৃষ্টিকারী হিরণ্যগর্ভরূপী, হিরণ্যরেতা নির্ম্মল-জ্ঞান-প্রদাতা আপনাকে নমস্কার করি। ভূত-সংহারকারী হরস্বরূপী মহাভূতাত্মা ভূত-পতি আপনাকে নমস্কার করি। হে স্থিতিকারী বিষ্ণুস্বরূপ, মহা-ভার-সহিষ্ণু, তৃষ্ণা-হর প্রভু কৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার করি। দৈত্যগণ-মহাবনে দাবানলস্বরূপী আপনাকে নমস্কার। হে দৈত্যবৃক্ষসমূহের পক্ষে কুঠার স্বরূপ শার্ঙ্গ-পাণি! আপনাকে নমস্কার করি। হে গদাধর! কৌমোদকী গদা আপনার করাগ্রে উদ্যত, হে নন্দকখড়্গধারিন্ মহাদানব-বিনাশক! আপনাকে নমস্কার। আপনি বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধারকারী চক্রধার পরমাত্মা শ্রীপতি, আপ-নাকে নমস্কার করি। মৎস্যাদি রূপধারী আপনাকে নমস্কার; যাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণি-বিভূষিত, সেই আপনাকে নমস্কার। বেদান্তবেদ্য আপনাকে নমস্কার, শ্রীবৎসধারী আপনাকে নমস্কার। সগুণ, নির্গুণ এবং গুণস্বরূপ আপনাকে নম-স্কার। হে পাঞ্চজন্যধারী পদ্মনাভ! আপ-নাকে নমস্কার। হে দেবকীনন্দন বাসুদেব!

আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রদ্যুম্ন, আপনাকে নমস্কার, আপনি অনিরুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার, আপনি কংসবিনাশক, আপনাকে নমস্কার, আপনি চাণূরমর্দ্দন, আপনাকে নমস্কার। হে দামোদর! হৃষীকেশ! গোবিন্দ! অচ্যুত! মাধব! উপেন্দ্র! কৈটভারে! মধুসূদন! অধোক্ষজ! হে নরকহারিন্! পাপহারিন্! নারায়ণ! হে বামন! আপনাকে নমস্কার, হে হে শৌরে! হে হরে! আপনাকে নমস্কার। অনন্ত, অনন্তশায়ী, রুক্মগর্ব্বখর্ব্বকারী রুক্মিণী-পতি আপনি; আপনাকে নমস্কার। হে শিশুপালবিনাশন! দানবারে! অসুরশত্রো! হে মুকুন্দ! হে পরমানন্দ! হে নন্দগোপ-প্রিয়! আপনাকে নমস্কার। হে দনুজেন্দ্রনিসূদন! পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনাকে নমস্কার। বেণুবাদনকারী গোপালরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি গোপীবল্লভ,—কেশিবিনাশন এবং গোবর্দ্ধনগিরিধর, আপনিই রাম, রঘুনাথ, রাঘব, আপনাকে বার বার নমস্কার করি। হে রাবণারে! হে বিভীষণরক্ষক! হে রণাঙ্গণবিচক্ষণ, জয়স্বরূপ অজ! আপনাকে নমস্কার! আপনি ক্ষণাদি-কালস্বরূপ, আপনি নানারূপধর, আপনি শার্ঙ্গধর, গদাধর, চক্রপাণি, আপনি দৈত্যসমূহের বিনাশকারী, আপনাকে নমস্কার। হে বল! হে বলভদ্র! হে ইন্দ্রপ্রিয়! হে বলিযজ্ঞ-প্রমথন! হে ভক্তবর-প্রদ! আপনাকে নমস্কার। হে হিরণ্যকশিপু-বক্ষঃস্থলবিদারক! সমরপ্রিয়! গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেব! আপনাকে নমস্কার করি। ধর্ম্মরূপী আপনাকে নমস্কার, সত্ত্বগুণরূপী আপনাকে নমস্কার, আপনি সহস্রশীর্ষা পরমপুরুষ, আপনাকে নমস্কার। হে সহস্রাক্ষ! হে সহস্রপাদ্! হে সহস্রকিরণ! হে সহস্রমূর্ত্তে! যজ্ঞপুরুষ শ্রীকান্ত! আপনাকে নমস্কার। আপনার স্বরূপ বেদ-প্রতিপাদ্য, আপনি বেদপ্রিয়, বেদবক্তা এবং বেদস্বরূপ, আপনি সদাচার-পথের প্রবর্ত্তক, আপনাকে নমস্কার করি। হে বৈকুণ্ঠ! আপনাকে নমস্কার। হে বৈকুণ্ঠবাসিন্! আপনাকে নমস্কার, হে গরুড়বাহন বিষ্টরশ্রবা! আপনাকে নমস্কার। হে বিশ্বক্সেন! জগন্ময়! জনার্দ্দন! আপনাকে নমস্কার। হে সত্য! সত্যপ্রিয়! ত্রিবিক্রম! আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মবাদিন্! মায়া-ময় কেশব! আপনাকে নমস্কার, আপনি তপস্যাস্বরূপ এবং তপস্যার ফলদাতা, আপনাকে নমস্কার। আপনি স্তবযোগ্য, স্তবস্বরূপ ও ভক্তস্তবপরায়ণ, আপনি শ্রুতিস্বরূপ এবং শ্রৌতাচারপ্রিয় আপনাকে নমস্কার। অণ্ডজপ্রাণিস্বরূপী আপনাকে নমস্কার, স্বেদজ প্রাণিরূপী আপনাকে নমস্কার আর জরায়ুজ এবং উদ্ভিজ্জপ্রাণিস্বরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রস্বরূপ, গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য, আপনি লোক সমুদায়ের মধ্যে সত্যলোক, সমুদ্রগণের মধ্যে ক্ষীরসমুদ্র। আপনি নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা, সরোবরনিকরের মধ্যে মানসসরোবর। আপনি পর্ব্বতগণের মধ্যে হিমালয়, ধেনুবৃন্দের মধ্যে কামধেনু। আপনি ধাতুদিগের মধ্যে সুবর্ণ, পাষাণসমূহের মধ্যে স্ফটিক। আপনি পুষ্পসমূহ মধ্যে নীলপদ্ম, গুল্মবৃক্ষ মধ্যে তুলসী। আপনি সর্ব্বপূজ্য শিলানিচয়ের মধ্যে শালগ্রাম-শিলা, মুক্তিক্ষেত্র সকলের মধ্যে কাশী, আপনি তীর্থশ্রেণীর মধ্যে প্রয়াগ, বর্ণ সকলের মধ্যে শ্বেতবর্ণ, আপনি দ্বিপাদ প্রাণিদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ; হে ঈশ্বর! আপনি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, লৌকিক প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে বাক্য। আপনি বেদ সকলের মধ্যে উপনিষৎ, মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রণব; আপনি অক্ষরমালার মধ্যে অকার, যজ্ঞকর্ত্তৃগণের মধ্যে চন্দ্র। আপনি প্রতাপশালীদিগের মধ্যে অগ্নি, সহিষ্ণুগণের মধ্যে সর্ব্বংসহা। আপনি দাতৃগণের মধ্যে পর্জ্জন্য, পবিত্র বস্তু সকলের মধ্যে জল। আপনি নিখিল অস্ত্রনিবহের মধ্যে ধনু, বেগসম্পন্নদিগের মধ্যে বায়ু। আপনি ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে মন, অভয়-সূচকের মধ্যে হস্ত। আপনি ব্যাপক পদার্থের মধ্যে আকাশ, নিখিল আত্মার মধ্যে পরমাত্মা; হে দেব! আপনি সকল নিত্যকর্ম্মের মধ্যে

সন্ধ্যোপাসনা, যজ্ঞসমূহের মধ্যে অশ্বমেধ, আপনি যাবতীয় দানের মধ্যে অভয়দান, লাভ-নিচয়ের মধ্যে পুত্রলাভ, আপনি ঋতুগণ মধ্যে বসন্ত, আপনি যুগসমূহের মধ্যে সত্যযুগ, তিথি বৃন্দের মধ্যে কুহূ (অমাবস্যা বিশেষ) আপনি নক্ষত্রগণের মধ্যে পুষ্যা, সকল পর্ব্বের মধ্যে সংক্রান্তি, আপনি যোগসংহতির মধ্যে ব্যতী-পাত, তৃণরাজির মধ্যে কুশ। আপনি চতুর্ব্বর্গ-ফলের মধ্যে মোক্ষ, হে অজ। সর্ব্ববুদ্ধির মধ্যে আপনি ধর্ম্মবুদ্ধি। আপনি সর্ব্ববৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, লতাগণের মধ্যে সোমবল্লী, আপনি সকল পবিত্র সাধনের মধ্যে প্রাণায়াম, আপনি সকল শিবলিঙ্গের মধ্যে সর্ব্বাভীষ্টদায়ী শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর, আপনি আত্মীয়বর্গের মধ্যে পত্নী, সমগ্র বন্ধুব মধ্যে ধর্ম্ম; নারায়ণ! আপনি ব্যতীত চরাচর জগতে কিছুই নাই; আপনিই মাতা, আপনিই পিতা, আপনিই সুহৃৎ, আপনিই উত্তম ধন, আপনিই সুখ-সম্পত্তি; হে জীবনেশ্বর! আপনিই আয়ুঃ। যাহাতে আপনার নাম আছে, সেই কথাই কথা; যাহা আপনাতে অর্পিত, সেই মনই মন; যাহা আপনার জন্য কৃত হয়, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, আর আপনার ধ্যানাত্মক তপস্যাই তপস্যা। যাহা আপনার জন্য ব্যয়িত হয়, ধনীদিগের সেই ধনই বিশুদ্ধ ধন; হে জিষ্ণো! আপনি যে সময়ে পূজিত হন, সেই সময়ই সফল। যত দিন আপনি হৃদয়ে থাকেন, তত-দিনই জীবিত থাকা শ্রেয়স্কর, আপনার পাদো-দকসেবায় রোগসকল প্রশম প্রাপ্ত হয়। হে গোবিন্দ! 'বসুদেব' এই নাম স্মরণমাত্র বহু-জন্মার্জ্জিত মহাপাতকরাশিও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ওঃ! মানুষের কি মহামোহ! ওঃ! মানুষের কি প্রমাদ! তাহারা কি না বাসু-দেবকে আদর না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করে। এই যে দামোদর নামকীর্ত্তন, ইহাই মঙ্গলকর, ইহাই ধনার্জ্জন এবং ইহাই জীবনের ফল। অধোক্ষজ ভিন্ন ধর্ম্ম নাই, নারায়ণ ভিন্ন অর্থ নাই, কেশব ব্যতীত কাম নাই এবং হরি বিনা মুক্তি নাই। বাসুদেবের যে স্মরণ না করা, তাহাই পরম হানি, তাহাই উপসর্গ এবং তাহাই পরম অভাগ্য। আঃ! হরির আরাধনা পুরুষের কি কি সিদ্ধ না করে? হরি-আরাধনা, পুত্র, মিত্র, কলত্র, অর্থ, রাজ্য, স্বর্গ এবং মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করে। হরি-আরা-ধনা পাপ হরণ করে, আধি-ব্যাধি বিনষ্ট করে, ধর্ম্ম বর্দ্ধিত করে এবং শীঘ্র মনোরথ সম্পাদন করে। একাগ্রভাবে ভগবচ্চরণযুগল ধ্যান, বড়ই উত্তম; পাপী ব্যক্তিও প্রসঙ্গক্রমে যদি এই ধ্যান করে ত তাহার পরম হিত হইয়া থাকে। একাগ্রভাবে হরির ধ্যান এবং নামোচ্চারণ করিলে, পাপিগণের যত পাপ, এমন কি মহাপাতক পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। যেমন অনলকণা অজ্ঞানতঃ স্পৃষ্ট হইলেও দগ্ধ করে, সেইরূপ হরিনাম, যে কোন প্রকারে ওষ্ঠ-পুট-সংস্পৃষ্ট হইলেই পাপ হরণ করেন। যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও কমলাকান্তে একান্ত প্রশান্ত চিত্ত সমাধানপূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করে, তাহার লক্ষ্মী অচলা হন। বিষ্ণুপাদোদক পান করাই পরম ধর্ম্ম,পরম তপস্যা এবং পরম তীর্থ। হে যজ্ঞপুরুষ! যে ব্যক্তি আপনার প্রসাদী নৈবেদ্য ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করে, সেই মহামতি নিশ্চয়ই পুরোডাশ সেবন করে; অর্থাৎ প্রধান দেবতা হয়। যে মানব, বিষ্ণুপাদোদক শঙ্খে লইয়া তদ্দ্বারা স্নান করে, তাহার অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নানের এবং গঙ্গাস্নানের ফল হয়। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা শালগ্রাম শিলা পূজা করেন, তিনি দেবলোকে পারিজাতমাল্য দ্বারা পূজিত হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা ইতরজাতিও বিষ্ণুভক্তিযুক্ত হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিবে। যাঁহার দেহে—বাহুদ্বয়ে শঙ্খ-চক্র অঙ্কিত, মস্তকে তুলসীমঞ্জরী এবং অঙ্গ গোপীচন্দন দ্বারা লিপ্ত, তাঁহাকে দেখিলেও পাপ যায়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ, দ্বারকাচক্রসমন্বিত দ্বাদশ শালগ্রামশিলা পূজা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে সসম্মানে বাস করেন। যাঁহার গৃহে প্রত্যহ তুলসীর পূজা হয়, যম-

কিঙ্করেরা তাঁহার গৃহে কদাচ গমন করে না। যাহার মুখে হরিনাম, ললাট গোপীচন্দনে অঙ্কিত এবং বক্ষঃস্থলে তুলসীমালা, যমের অনুচরেরা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পার না; গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ, শালগ্রাম এবং দ্বারকাচক্র এই পাঁচ বস্তু যাঁহার গৃহে থাকে, তাঁহার পাপ ভয় নাই। বিনা হরিস্মরণে যে সব ক্ষণ মুহূর্ত্ত, যে সব কাষ্ঠা, যে সব নিমেষ অতিক্রান্ত হয়, তাহার সেই সব সময়ের আয়ু যমের অপহৃত হয়। কোথায় জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ দ্ব্যক্ষর হরিনাম, আর কোথায় তূলোপম মহান পাপ-রাশি! পরমানন্দ মুকুন্দ মধুসূদন গোবিন্দ ব্যতীত আর কাহাকেই জানি না, ভজি না এবং স্মরণ করি না। এখন আমি হরি বিনা কাহাকেও নমস্কার করি না, স্তব করি না, চোখে দেখি না, স্পর্শ করি না, গান করি না এবং হরিমন্দির ব্যতীত গমন করি না। আমি জল, স্থল, পাতাল, অনিল, অনল, পর্ব্বত, বিদ্যাধর, সুরাসুর, নর, বানর, কিন্নর, তৃণ, স্ত্রৈণ, পাষাণ, তরু, গুল্ম এবং লতা সর্ব্বত্রই শ্যাম-কলেবর শ্রীবৎস-বক্ষঃস্থল শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করি। আপনি সকলের হৃদয়-বাসী সাক্ষাৎ সাক্ষী; আপনি সর্ব্বত্রগ, আপনি বিনা, বাহ্য অভ্যন্তরে আমি আর কাহাকেও অবগত নহি। হে শিবশর্ম্মন্! ধ্রুব, তখন এই বলিয়া বিরত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ দেব, প্রসন্ননয়নে ধ্রুবকে বলিলেন, অয়ি নিশ্চিতমতে! বিশালাক্ষ! নিষ্পাপ! বালক! ধ্রুব! আমি তোমার হৃদয়স্থ মনোরথ বিদিত আছি। ভো ধ্রুব! অন্ন হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই বৃষ্টির কারণ সূর্য্য, তুমি সূর্য্যের আশ্রয় হও। অনবরত গগনমণ্ডলে চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান গ্রহনক্ষত্রাদি সমগ্র জ্যোতিশ্চক্রের তুমি আধার হইবে। তুমি মেঢ়ীভূত হইয়া বায়ু-পাশনিবদ্ধিত যাবতীয় জ্যোতির্গণকে ভ্রামণ করত প্রলয় পর্য্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত থাক। আমি পূর্ব্বকালে শ্রীমহাদেবকে আরাধনা করিয়া যে এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তোমার তপোবলে আমি তোমাকে এই তাহা প্রদান করিলাম। হে ধ্রুব! চতুর্যুগ যাবৎ কেহ কেহ স্বাধিকার ভোগ করেন, কেহ কেহ মন্বন্তর কাল স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তুমি কল্পান্ত পর্য্যন্ত এই অধিকার পালন করিবে। বৎস! ধ্রুব! অন্য মানবের কথা কি বলিব? মনুও যে পদ প্রাপ্ত হন নাই, ইন্দ্রাদি দেব-গণেরও দুর্লভ সেই পদ আমি তোমাকে দিলাম। তোমার এই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমি অন্য বর সকলও প্রদান করিতেছি; —তোমার মাতা সুনীতিও তোমার সমীপ-চারিণী হইবেন। যে মানব একাগ্রচিত্তে এই শ্রেষ্ঠ স্তোত্র ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিবে, তাহার পাপ একেবারেই বিনষ্ট হইবে। লক্ষ্মী তাহার গৃহ নিশ্চই পরিত্যাগ করিবেন না। তাহার মাতৃবিয়োগ হইবে না এবং বন্ধুবর্গের সহিত কলহ হইবে না। এই পুণ্যা ধ্রুবকৃত-স্তুতি মহাপাতকবিনাশিনী। এই স্তোত্রপাঠে, ব্রহ্মঘাতীও পাপমুক্ত হয়, অন্য পাপীর কথা আর কি বলিব? এই স্তুতি মহাপুণ্যসম্পা-দিনী মহাসম্পত্তিদায়িনী, মহোপসর্গপ্রশমনী এবং মহাব্যাধিবিনাশিনী। যে নির্ম্মলচেতা ব্যক্তির আমার প্রতি পরমা ভক্তি আছে, আমার প্রীতিবিধায়িনী এই ধ্রুবকৃত-স্তুতি তিনি পাঠ করিবেন। মনুষ্য, সমস্ত তীর্থস্নান দ্বারা যে ফল পাইতে পারে, প্রীতিসহকারে এই স্তব পাঠ করিলে তদ্দ্বারাই তাহার সেই তীর্থস্নানফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। আমার প্রীতিকর অনেক স্তোত্র আছে বটে; কিন্তু এই ধ্রুবস্তুতির ষোড়শাংশের একাংশযোগ্যও কেহ নহে। মনুষ্য, পরম শ্রদ্ধা সহকারে আনন্দপূর্ব্বক এই স্তোত্র শ্রবণ করিলেও সদ্যঃ পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় এবং মহৎ পুণ্য লাভ করে। এই ধ্রুব-কৃত স্তব কীর্ত্তন করিলে, অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্দ্ধনের ধন হয় এবং অভক্তের ভক্তি হয়। এই স্তুতি দ্বারা মনুষ্যের যেমন অভীষ্টপ্রাপ্তি হয়, অনেক দান

করিলে ও নানা ব্রত করিলেও সে প্রকার অভীষ্ট লাভ হয় না। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ পাঠ্য ত্যাগ করিয়া এই সর্ব্বকাম-প্রদায়িনী ধ্রুব-কৃত স্তুতিই পাঠ্য। শ্রীভগবান্ বলিলেন, ধ্রুব, মনোযোগ কর; হে মহামতে! তোমার এই পদ যাহাতে করিয়া সম্যক্ স্থির হইবে, সেই হিতোপদেশ তোমাকে দিব;— যথায় মুক্তিদাতা বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ অবস্থিত, আমি ইতিপূর্ব্বে সেই শুভা বারাণসী পুরীতে গমনেচ্ছু হই। এই কাশীতে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মৃত প্রাণীদিগের কর্ণে কর্ম্মনির্ম্মূলনসমর্থ তারক-মন্ত্র উপদেশ করেন। এই সর্ব্বোপদ্রবদায়ী সংসারদুঃখের একমাত্র নিস্তারোপায় আনন্দ-ভূমি কাশী। 'ইহা রমণীয়, ইহা রমণীয় নহে' এই প্রকার যে প্রিয়াপ্রিয়জ্ঞান, তাহাই দুঃখ-মহাতরুর বীজ, কাশীরূপ অগ্নি দ্বারা সেই বীজ দগ্ধ হইলে, দুঃখের অবসর কোথায়? যাহা প্রধান লব্ধব্য, তাহা এই কাশীর সাহায্যে পাওয়া যায়. এই কাশীপ্রাপ্তি হইলে, পুনরায় আর সংসার-কষ্ট পাইতে হয় না এবং ইহা পরম নির্ব্বৃতির স্থান, এইজন্য কাশীর নাম 'আনন্দকানন'। যে পুরুষ, এই মুক্তিক্ষেত্র শিবের আনন্দ-কানন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করে, তাহার সুখোদয় হইবে কিরূপে? বরং কাশীতে চণ্ডালের গৃহে গৃহে ভিক্ষার জন্য শরাব-হস্তে ভ্রমণ করা ভাল, কিন্তু অন্যত্র নিষ্কণ্টক রাজ্যও ভাল নহে! আমি বিশ্বেশ্বরকে পূজা করিবার জন্য জগদর্চ্চনীয়া বিশ্বেশ্বর-পূজিতা কাশীতে বৈকুণ্ঠ হইতে নিত্য আগমন করি। আমাতে যে ত্রিলোকপালনী পরমাশক্তি আছে, মহেশ্বরই তাহার কারণ, তিনি আমাকে সুদর্শন চক্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে আমারও ভীতিপ্রদাতা জালন্ধর দৈত্যকে, মহেশ্বর স্বীয় পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে চক্র সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বিনষ্ট করেন। আমি নয়ন-কমল দ্বারা প্রভু মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া এই সেই দৈত্যচক্রবিমর্দ্দন সুদর্শন চক্র লাভ করিয়াছি ভূভৃদ্বিদ্রাবণ সেই পরম সুদর্শন চক্র তোমার রক্ষার জন্য পূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমিই আসিলাম। এখন আমি বিশ্বেশ্বর-দর্শনের জন্য কাশী যাইব; অদ্য কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, অদ্য 'যাত্রা' বহুপুণ্যদায়িনী। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসের চতুর্দ্দশীতে, উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। হরি এই কথা বলিয়া আনন্দ-স্নিগ্ধ ধ্রুবকে গরুড়ারোহণ করাইয়া মহেশ্বরাধিষ্ঠিতা কাশীতে যাত্রা করিলেন। জনার্দ্দন দেব, পঞ্চক্রোশীর সীমান্তে উপস্থিত হইয়া ধ্রুবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক গরুড় হইতে অবতরণ করিলেন। তারপর ধ্রুবকে লইয়া মণিকর্ণিকায় স্নান এবং বিশ্বেশ্বরপূজা করিয়া ভগবান্ নারায়ণ, ধ্রুবের হিতকরণাভিলাষে তাঁহাকে বলিলেন, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে যত্নপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ স্থাপন কর, ইহাতে ত্রৈলোক্যস্থাপনপুণ্যের ন্যায় তোমার অক্ষয় পুণ্য হইবে। অন্যত্র এক নিযুত শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলে যে পুণ্য হয়, এই কাশীতে একটী লিঙ্গ স্থাপনে সেই পুণ্য-প্রাপ্তি হয়। এই স্থানে কালবশে জীর্ণ কোন দেবালয়ের যে ব্যক্তি জীর্ণোদ্ধার করে, তাহার ফলের অন্ত প্রলয়েও হয় না। যে ব্যক্তি বিত্ত-শাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে দেবপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, নিযুতযোজন সমগ্র সুমেরু দানের ফল তাহার হয়। যে ব্যক্তি এখানে কূপ, বাপী, তড়াগ—শক্তি অনুসারে নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, অন্যত্র এ সব করিলে যে পুণ্য হয়, তদপেক্ষা কোটিগুণাধিক পুণ্য তাহার লাভ হয়। যে ব্যক্তি পূজার জন্য এই কাশীতে সুরম্য পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করে, তাহার প্রতি-পুষ্পে সুবর্ণকুসুমাপেক্ষা অধিক ফল হয়। যে ব্যক্তি এই কাশীতে, বেদপাঠমন্দির করিয়া একবৎসরভোগ্য ভোজ্যদ্রব্যের সহিত তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, তাহার পুণ্যফল সংক্ষেপে শ্রবণ কর;—সমুদ্রের জলরাশি যদ্যপি শুষ্ক হইয়া যায়, পৃথিবীর ত্রসরেণু সকল যদিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তথাপি শিবলোকপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তির পুণ্যক্ষয় হয় না। যে ব্যক্তি, এই

কাশীতে মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া আর মঠস্থ ব্যক্তির জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়া সেই মঠ তপস্বিগণকে প্রদান করে, তাহার পুণ্যও পূর্ব্ববৎ। এই স্থানে মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়া যে ব্যক্তি, তাহা বিশ্বেশ্বরে অর্পণ করে, ঘোর সংসারসাগরে তাঁহার আর পুনরাগমন করিতে হয় না। এই জগতে আমার 'অনন্ত' এই নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, পরন্তু, আমিও কাশীর গুণাবলীর অন্তপ্রাপ্ত হই না। অতএব, ধ্রুব! কাশীতে যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে; কাশীতে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফল, অক্ষয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুপারিষদদ্বয় বলিলেন, গরুড়ধ্বজ, ধ্রুবকে এই উপদেশ দিয়া গমন করিলেন। ধ্রুবও বৈদ্যনাথ লিঙ্গের সমীপে লিঙ্গস্থাপন, সুমহৎ দেবপ্রাসাদ এবং তাহার সম্মুখে কুণ্ড করিয়া বিশ্বেশ্বরপূজনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া গৃহে গমন করিলেন। মানব, ধ্রুবেশ্বরের পূজা এবং ধ্রুবকুণ্ডে স্নানাদি জলকৃত্য করিলে ভোগসমন্বিত হইয়া ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ধ্রুবের এই পরম উপাখ্যান পাঠ করেন, অথবা পাঠ করান, সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর প্রীতিভাজন হন।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

তীর্থমাহাত্ম্য।

শিবশর্ম্মা বলিলেন, হে বিষ্ণুপারিষদদ্বয়! এই মহাপাতকনাশন, মহাবিচিত্র, পবিত্র, রমণীয় ধ্রুবোপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছি। অগস্ত্য বলিলেন, দ্বিজ শিবশর্ম্মা এই প্রকার কথা যখন বলিতেছিলেন, তন্মধ্যেই বায়ুবেগগামী তাঁহাদের বিমান স্বর্লোক অপেক্ষা পরমাদ্ভুত মহর্লোকে উপস্থিত হইল। অনন্তর সর্ব্বত্র তেজোবৃত সেই লোক অবলোকন করিয়া দ্বিজ শিবশর্ম্মা সেই বিষ্ণুপারিষদদ্বয়কে বলিলেন, এই মনোহর লোক কাহার? তৎপরে তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে মহামতে! স্বর্লোক অপেক্ষা পরমাদ্ভুত প্রসিদ্ধ মহর্লোক এই। তপস্যা দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি একবারে নির্দ্ধূত হইয়াছে, সেই কল্পান্তজীবী ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা সমস্ত ক্লেশরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া এই লোকে বাস করেন। মহাযোগিগণ, নির্ব্বীজ সমাধি দ্বারা জগৎকে তেজোময় অবলোকন করিয়া অন্তে, দেবপ্রবর হইয়া এই লোকে বাস করেন। প্রিয়ে! লোপামুদ্রে! ভগবৎপারিষদদ্বয় এই প্রকার কথা বলিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই বিমান, তাঁহাদিগকে ক্ষণার্দ্ধমাত্রে জনলোকে উপস্থিত করিল। জনলোকে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনন্দনাদি নির্ম্মল যোগীন্দ্রগণ বাস করেন। ইঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতাঃ। অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্য, শীতোষ্ণাদি সর্ব্বদ্বন্দ্ব-বিমুক্ত, অন্যান্য নির্ম্মল যোগীরাও এই জনলোকে বাস করেন। মনোবেগগামী সেই বিমান, জনলোক অতিক্রম করিয়া তপোলোককে তাঁহাদের নয়ন গোচর করিয়া দিল। বৈরাজ দেবগণ এবং বাসুদেবেই যাঁহাদের মন অর্পিত ও সমস্ত কর্ম্ম যাঁহারা বাসুদেবে অর্পণ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তিগণ দাহ বিবর্জ্জিত হইয়া এই তপোলোকে বাস করেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ, নিষ্কামভাবে তপস্যা দ্বারা গোবিন্দের সন্তোষসাধন করিলে, অন্তে এই তপোলোক লাভ করিয়া বাস করেন। যাঁহারা শিলোঞ্ছবৃত্তিসম্পন্ন; যাঁহারা দন্তোলূখলিক; যে সকল মুনি অশ্মকুট্ট; যাঁহারা গলিতপত্রভোজী; যাঁহারা গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিতপাঃ, বর্ষায় অনাবৃতভূমিশায়ী এবং হেমন্তঋতুর সমগ্র ও শিশিরঋতুর অর্দ্ধেক কাল, জলে অবস্থিত হইয়া রাত্রিযাপন করত তপস্যা করেন; যে তপোনিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, তৃষ্ণার্ত্ত হইলেও কুশাগ্রস্থিত জলবিন্দুমাত্র পান করেন এবং ক্ষুধিত হইলেও বায়ুমাত্র ভোজন করেন; যাঁহারা অগ্রপাদে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া

তপস্যা করেন; যাঁহারা ঊর্দ্ধবাহু; যাঁহারা সূর্য্যে অর্পিতদৃষ্টি; যাঁহারা একপদে স্থিরভাবে অবস্থিত; যাঁহারা দিবসে নিরুচ্ছ্বাস; যাঁহারা মাসান্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন; যাঁহারা মাসোপবাসব্রতী; যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যব্রতী; যাঁহারা এক এক ঋতুর শেষে জলমাত্র পান করিয়া থাকেন; যাঁহারা ষণ্মাসোপবাসী; যাঁহারা বৎসরান্তে নিমেষ পাতন করেন; যাঁহারা বৃষ্টিধারাজলমাত্র পান করিয়া থাকেন; যাঁহারা স্থাণুতুল্যতাপ্রাপ্ত হইয়া মৃগগণের গাত্রমর্ষণসুখের হেতু হইয়াছেন; যাঁহাদিগের জটাজূট গহনকোটরে, পক্ষিগণ, নীড়নির্ম্মাণ করিয়াছে; যাঁহাদের অঙ্গ বল্মীকাবৃত; যাঁহাদের অস্থি-সমূহ স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ মাংসহীন; যাঁহাদের অবয়ব সকল লতাপ্রতানে বেষ্টিত; যাঁহাদের অঙ্গে শস্য সকল কতকাল উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, ইত্যাদি উত্তম তপঃক্লিষ্ট-দেহ তপোধনগণ, ব্রহ্মার সমান আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া অকুতোভয়ে এই তপোলোকে বাস করেন। বিষ্ণুপারিষদদ্বয়ের প্রমুখাৎ শিবশর্ম্মা এই কথা শুনিতে শুনিতে মহোজ্জ্বল সত্যলোক নয়নগোচর করিলেন। তখন, বিষ্ণুপারিষদদ্বয়, শিবশর্ম্মার সহিত তাড়াতাড়ি বিমান হইতে অবরোহণ করিয়া সর্ব্বলোক স্রষ্টা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন, ব্রহ্মা বলিলেন, হে বিষ্ণুপারিষদদ্বয়! এই ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান্, বেদবেদাঙ্গপারগ, স্মৃত্যুক্ত আচার পালনে বিখ্যাত এবং পাপকর্ম্মে প্রতিকূল। অয়ে মহাপ্রাজ্ঞ দ্বিজ শিবশর্ম্মন্! তোমাকে আমি জানি; বৎস! উত্তমতীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়া তুমি ভাল করিয়াছ। তুমি যে কিছু দেখিলে, তৎসমস্তই দৈনন্দিন প্রলয় বশতঃ অচিরবিনাশী এবং আমি পুনঃপুনঃ তাহার সৃষ্টি করিতেছি। মহাদেব প্রতিপদে বিরাটপর্য্যন্তের সংহার করেন, মশকসদৃশ মরণধর্ম্মী মানবগণের ত কথাই নাই। জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ, এই চারি প্রকার ভূতগ্রাম মধ্যে মানবগণের একমাত্র গুণ এই যে, এই কর্ম্মভূমি বিশাল ভারতবর্ষে চপল ইন্দ্রিয়গণকে আপন মানস দ্বারা জয় করিয়া সকল গুণের শত্রু লোভকে ত্যাগ ও ধর্ম্মনাশক অর্থসঞ্চয়বিরোধী জরাপলিতকর্ত্তা কামকে বিচার দ্বারা নিরাকৃত করেন। পরে ধৈর্য্য দ্বারা তপস্যা, যশঃ, শ্রী এবং শরীরের নাশক ও তামসগতির প্রাপক ক্রোধকে জয় করিয়া প্রমাদের নিদান মদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রমাদের একমাত্র শরণ্য, সম্পদের নিবারক ও সর্ব্বত্র লঘুতাহেতু অহঙ্কারকে বিদূরিত এবং সজ্জনেরও দূষণারোপক দ্রোহকারী, মতিঘাতী, জ্ঞাননাশক, অন্ধতামিস্রদর্শক মোহ ত্যাগ করেন, তাঁহারাই বেদ স্মৃতি ও পুরাণপ্রোক্ত মহাজনাচরিত ধর্ম্মসোপান আরোহণ করত এই স্থানে অনায়াসে আগমন করিতে সক্ষম হন। স্বর্গবাসিগণও কর্ম্মভূমিপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন; যেহেতু ইঁহারা কর্ম্মভূমিতে যাহা যাহা অর্জ্জন করেন, তাহাই উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট স্থানে ভোগ করেন। আর্য্যাবর্ত্তসদৃশ দেশ, কাশীসদৃশী পুরী ও বিশ্বেশ্বরসদৃশ লিঙ্গ কোন ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে নাই। দুঃখরহিত, সুকৃতের একমাত্র ফলস্বরূপ, সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ বহুবিধ স্বর্গ আছে। এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে স্বর্লোক হইতে অধিক রমণীয় স্থান নাই। যেহেতু সকলেই তপস্যা, দান ও ব্রতাদি দ্বারা স্বর্গের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। নারদ পাতাল হইতে সমাগত হইয়া স্বর্গবাসিগণের মধ্যে কহিয়াছেন যে, পাতাল স্বর্গলোক হইতে রমণীয়। যে পাতালে আহ্লাদকারী শুভ্র সুপ্রভ মণিসমূহ নাগগণের অঙ্গাভরণে গ্রথিত আছে, সেই পাতাল কোন্ স্থানের সদৃশ হইতে পারে? ইতস্ততঃ দৈত্যদানবকন্যা কর্ত্তৃক পরিশোভিত পাতালে কোন্ বিমুক্ত ব্যক্তিরও প্রীতি হয় না। যে স্থানে দিবসে সূর্য্যকিরণ কেবল প্রভা বিতরণ করে, আতপে তাপিত করে না; রাত্রিকালে চন্দ্ররশ্মি শীত দান করে না, কেবল চন্দ্রিকা বিকাশ করে; যথায় দনুজাদি অধিবাসিগণ সময় অতিবাহিত হইলেও তাহা জানিতে পারে না; যেখানে রমণীয় বন

এবং নদী, বিমলসলিল সরোবর, কোকিলালাপ-কাল, শুভ্র অত্যুত্তম বস্ত্র, অতি রমণীয় ভূষণ, অনুলেপন গন্ধযুক্ত, বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি ধ্বনি অতিমাত্র শ্রুতিরমণীয় এবং সর্ব্বকামদ হাটকেশ্বর মহালিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নানা উপভোগ্য বস্তু পাতালান্তরবাসী দানব, দৈত্য ও উরগগণ উপভোগ করিতেছে। হে দ্বিজ! আবার ইলাবৃত বর্ষ পাতাল হইতে রম্য, উহা চতুর্দ্দিকে সুমেরু পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। হে দ্বিজ। যে স্থানে সুকৃতকারিগণ সর্ব্বদাই সর্ব্ব ভোগ্যবস্তু ভোগ করিতেছেন এবং হরিণনয়না রমণীগণ যে স্থানে নবযৌবনসম্পন্ন। ইহা ভোগভূমি; তপঃফলের বিনিময়ে ইহা লাভ হয়। যাহারা তোমার ন্যায় তীর্থে দেহত্যাগ করিয়াছে, সত্যবাদী, পুত্রকলত্রাদিহীন, এবং সুখ আয়ুঃ ও ধনক্ষয় করিয়াও পরোপকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই স্থান ভোগ করিতে সমর্থ হন। পারাবার মধ্যে অবস্থিত বহুতর দ্বীপ আছে; তাহার মধ্যে জম্বুদ্বীপের তুল্য কোন দ্বীপই জগতীতলে দৃষ্ট হয় না। এই জম্বুদ্বীপে নয়টী বর্ষ আছে। তাহাদিগের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বোত্তম। ইহা কর্ম্মভূমি, দেবগণেরও দুর্লভ। অপর আটটী বর্ষ কিম্পুরুষাদি নামে অভিহিত। সে আটটীই দেবভোগ্য। দেবগণ স্বর্গ হইতে এই সকল বর্ষে আগমন করিয়া ক্রীড়া করেন। এই ভারতবর্ষের বিস্তার নব সহস্র যোজন। ইহা জম্বুদ্বীপের প্রথম বর্ষ, সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। তাহার মধ্যে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান বিশিষ্ট পুণ্যপ্রদ, তন্মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী অন্তর্ব্বেদি ভূমি উৎকৃষ্ট। কুরুক্ষেত্র সকল ক্ষেত্র হইতে অধিক। তাহা হইতে আবার নৈমিষারণ্য উত্তম স্বর্গসাধন। এই ক্ষিতিমণ্ডলে নৈমিষারণ্য এবং অপর সকল তীর্থ হইতে, স্বর্গ, মোক্ষ এবং সর্ব্বকামফলপ্রদ তীর্থরাজ প্রয়াগ উৎকৃষ্টতর। ইহা আমার ক্ষেত্র এবং তীর্থরাজ বলিয়া বিখ্যাত। পূর্ব্বকালে আমি সমস্ত যাগ এবং কামপূরক এই রমণীয় তীর্থকে তুলায় ধারণ করিয়াছিলাম। দক্ষিণা দ্বারা পুষ্ট যাগনিচয় হইতে ইহার উৎকর্ষ দেখিয়া হরিহরাদি দেবগণ ইহার (প্র—যাগ) এই নাম দিয়াছেন। যে প্রয়াগের নাম মাত্র স্মরণ করিলে মানব-শরীরে ত্রিকালের পাপ বাস করিতে সক্ষম হয় না। পাপনাশকারী অনেক তীর্থ আছে বটে, কিন্তু সঞ্চিতপাপনাশক এই প্রয়াগ তীর্থ হইতে কেহই অধিক নহে। অসংখ্য জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত পাপসমূহ, যাহা ব্রত, দান, তপঃ জপ দ্বারা অপনোদিত হয় না, প্রয়াগ-গমনোদ্যত ব্যক্তির সেই পাপ সকলও বায়ুতাড়িত বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকে। অনন্তর প্রয়াগ-গমনে দৃঢ়চিত্ত পুরুষ অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিলে পাপরাশি তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হইবার নিমিত্ত স্থানান্তর দর্শন করে। তৎপরে ভাগ্য বশতঃ তীর্থরাজ প্রয়াগ নয়নগোচর হইলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় পাপ সকল অতি শীঘ্র পলায়ন করে। সপ্তধাতুময় শরীরে যে সকল পাপ আছে, তাহা কেশ আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব প্রয়াগে কেশ বপন করিবে। এ প্রকারে পাপশূন্য হইয়া গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিলে যে যে কামনা করা যায়, তাহা নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামনাশীল ব্যক্তিগণ প্রয়াগে স্নান করিলে বিপুল পুণ্যরাশি, পবিত্র ভোগ এবং অনন্তর স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, আর নিষ্কাম ব্যক্তিরা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অন্য কামনা পরিত্যাগ করত মুক্তি অভিলাষ করিয়া স্নান করিলে কামপ্রদ তীর্থরাজ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তীর্থরাজকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য-তীর্থ হইতে কাম ইচ্ছা করে, সে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে কাম প্রাপ্ত হয় না হে দ্বিজ! সত্যলোক আর প্রয়াগে যে কোন বিশেষ আছে, এমত আমার বিবেচনা হয় না। সেই প্রয়াগে যে সকল শুভকর্ম্মা মানব আছেন, তাঁহারা আমার লোকবাসী। পৃথিবীমণ্ডলে

তাহাই প্রয়াগ ব্যতীত তীর্থান্তরের সেবা করিবে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজা এবং ইতর সেবকে যত দূর অন্তর, প্রয়াগ ও তদিতর তীর্থের তত প্রভেদ। যে নর, যে কোনপ্রকারে এই প্রয়াগে প্রাণত্যাগ করে, তাহার আত্মহত্যার পাপ হয় না। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির অস্থি প্রয়াগে থাকে, তাহার কোনও জন্মে দুঃখের লেশও হয় না। ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, বেদ-বাক্যানুসারে যথাশাস্ত্র প্রয়াগের সেবা করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে বিপ্রেন্দ্র! অধিক আর কি বলিব! অত্যন্ত বুদ্ধি ইচ্ছা করিলে জগতীতলে সর্ব্বোত্তম সিতাসিত তীর্থের সেবা করিবে। সকল ভুবন-মধ্যে তীর্থেশ্বর প্রয়াগ হইতে, কাশীতে দেহাবসান হইলে, অনায়াসে মুক্তি হয়। অতএব স্বয়ং বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রয়াগ হইতে রম্য। বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে কিছুই রম্য নাই। পঞ্চক্রোশ প্রমাণ অবিমুক্ত ক্ষেত্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্ত্তী হইলেও উহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত নহে। প্রলয়কালে একার্ণবজল যতই বর্দ্ধিত হয়, মহাদেব এই ক্ষেত্রকে ততই উচ্চে রক্ষিত করেন। হে দ্বিজ! এই ক্ষেত্র মহাদেবের ত্রিশূলাগ্রে অন্তরীক্ষে অবস্থিত। মূঢ়বুদ্ধিগণ ভূমিস্থিত এই ক্ষেত্র দর্শন করিতে পারে না। এই বিশ্বেশ্বরাশ্রমে সর্ব্বদা সত্যযুগ এবং মহাপর্ব্ব বিরাজমান, এ স্থানে গ্রহগণের উদয়াস্তকৃত দোষ নাই। যেখানে বিশ্বেশ্বর অবস্থান করিতেছেন, তথায় সর্ব্বদা সৌম্যায়ন এবং মহোদয়। হে বিপ্র! ভূমিতলে সহস্র সহস্র যে সকল পুরী আছে, কাশীকে সেরূপ বিবেচনা করিও না, ইহা একটী অসাধারণ পুরী। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু স্বয়ং প্রভু মহাদেব এই পুরীর নির্ম্মাতা। পূর্ব্বকালে যম দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়া কাশী ব্যতীত ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ... ত কর্ম্ম ব্যতীত সকল জন্তুর কর্ম্ম চিত্রগুপ্তের গোচরীভূত। মহেশ্বরের প্রথম পরিরক্ষিত কাশীমধ্যে কখনও যমদূতগণের প্রবেশাধিকার নাই। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর কাশী-মৃতগণের নিয়ন্তা। কাশীতে যাহারা পাপ করে, কালভৈরব তাহাদিগের নিয়ন্তা। অতএব সেই স্থানে পাপ করা উচিত নহে। করিলে যে কেবল রুদ্রযাতনা হয়, এমত নহে; কিন্তু নরক হইতেও দুঃসহ রুদ্র-পিশাচত্ব হয়। "পাপ করিবই" যদি এই বুদ্ধি থাকে, তবে বিপুল পৃথিবীতে অন্য কোন স্থানে সুখে পাপ করা উচিত। জন্তু কামাতুর হইলেও একমাত্র মাতাতে ব্যভিচার করে না; পাপকারী হইলেও মোক্ষার্থী হইয়া একমাত্র কাশীতে পাপাচরণ করিবে না। যে পরাপবাদশীল এবং পরদারাভিলাষী, তাহার কাশীসেবা করা উচিত নহে। মোক্ষদাত্রী কাশীই বা কোথায়, আর নরক তুল্য সেই ব্যক্তিই বা কোথায়! যাহারা প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক ধনাভিলাষ বা কপটতা দ্বারা পরস্বাভিলাষ করে, তাহারা কাশীসেবা করিবে না। কাশীতে নিত্যই পরপীড়াকর কার্য্য ত্যাগ করিবে; যদি তাহাই করিবে, তবে তাদৃশ দুরাত্মাদিগের কাশীবাসের প্রয়োজন কি? যাহারা বিশ্বেশ্বরে ভক্তি ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাতে ভক্তি করে, তাহারা কখনই পিনাকপাণির রাজধানীতে বাস করিবে না। হে বিপ্র! যাহারা অর্থার্থী বা কামার্থী মানব, তাহারা মুক্তিদায়ক অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করিবে না। যে নর শিবনিন্দা ও বেদনিন্দানিরত এবং যাহারা বেদাচারের প্রতিকূলাচারী, তাহারা বারাণসীর সেবা করিবে না। যাহারা পরদ্রোহপরোপকারনিরত এবং পরোপতাপী, কাশীতে তাহাদিগের সিদ্ধি হয় না। যে দুর্ব্বুদ্ধিগণ মনে মনেও কাশীর অভিনন্দন করে না, সেই দুর্ব্বৃত্তদিগের নির্ব্বাণের কথাও দূরপরাহত। ভূমণ্ডলে কখনও জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না। চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, শ্রদ্ধান্বিত উত্তম দেশে যথাশাস্ত্র সৎপাত্রে প্রতিপাদিত তুলাপুরুষ দান, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম, অর্চ্চনা, শরীরশোষক উগ্র

তপস্যা ও গুরুপ্রতিপাদিত মহামন্ত্র জপ, স্বাধ্যায়, যথোক্ত অগ্নিশুশ্রূষা, গুরুসেবা, শ্রাদ্ধ, দেবতার্চ্চন এবং নানা তীর্থযাত্রা দ্বারাও সেই জ্ঞান লাভ করা যায় না। যোগ ব্যতীত জ্ঞান হয় না। তত্ত্বার্থ-শীলনই যোগ। তাহা গুরূপদিষ্ট মার্গ দ্বারা সর্ব্বদা অভ্যাস বশতঃ লাভ করা যায়। তাহার সুদূর শ্রবণাদি বহু অন্তরায়; অতএব এক জন্মে যোগ হইতে জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটে না। হে দ্বিজোত্তম! শুদ্ধবুদ্ধি তুমি কাশীতে যে শ্রেয়ঃ অর্জ্জন করিয়াছ, তাহার পরিণাম অতি উৎকৃষ্ট। শ্রবণপর গণদ্বয় সমক্ষে এই প্রকার বলিয়া ব্রহ্মা বিরত হইলেন। মহামনা শিবশর্ম্মা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণাভিষেক।

শিবশর্ম্মা কহিলেন, হে সত্যলোকেশ্বর! সর্ব্বভূতপ্রপিতামহ! বিধাতঃ! আমি কিছু বিজ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু আমার উৎসাহ হইতেছে না। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, আমি তোমার মনোগত সেই ভাব জ্ঞাত হইয়াছি; তুমি নির্ব্বাণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা এই গণদ্বয় তোমাকে বলিবেন। এই বিষ্ণুগণদ্বয়ের কিছুই অগোচর নাই। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, ইহাঁরা তৎসমস্তই বিদিত আছেন। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া সেই বিষ্ণুগণদিগকে সৎকার করিলে তাঁহারা লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রস্থান করিলেন; পুনর্ব্বার স্বকীয় যানে অধিরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে শিবশর্ম্মা গণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কতদূরে আসিয়াছি, আর কতদূরেই বা আমাদিগকে যাইতে হইবে? হে ভদ্রদ্বয়! আপনাদিগকে আরও এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহাও প্রীত হইয়া বলুন। কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারবতী, কাশী, অযোধ্যা, মায়াপুরী ও মথুরা, এই সাতটী পুরী মুক্তিপ্রদ। তন্মধ্যে "কাশীতেই মুক্তি প্রতিষ্ঠিত" ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। তবে কি আমার মুক্তি হইবে না? আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার সমক্ষে ইহার যথাযথ উত্তর করুন। গণদ্বয় শিবশর্ম্মার এই বাক্য শ্রবণে আদরের সহিত কহিতে লাগিলেন, হে অনঘ! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে, তাহার যথার্থ উত্তর করিতেছি; আমরা বিষ্ণুর প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল জ্ঞাত আছি। হে ব্রাহ্মণ! 'চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ যতদূর উদ্ভাসিত করে, সেই সমুদ্র, পর্ব্বত ও কাননযুক্ত স্থান 'ভূ' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আকাশ তাহার উপরিভাগে ভূমির ন্যায় দীর্ঘ ও মণ্ডলাকারে অবস্থিত। ভূমি হইতে নিযুত যোজন উচ্চে সূর্য্য অবস্থিত। ভানুর নিকট হইতে লক্ষ যোজন উপরে ক্ষপাকর লক্ষিত হইতেছেন। চন্দ্র হইতে লক্ষ যোজন অন্তরে নক্ষত্রমণ্ডল; তথা হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উচ্চে বুধ; বুধ হইতে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে শুক্র; মঙ্গল, শুক্র হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উচ্চে; বৃহস্পতি, মঙ্গল হইতে নিযুতদ্বয় উপরে; বৃহস্পতি হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উচ্চে শনি; শনি হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং সপ্তর্ষি হইতে লক্ষ যোজন উপরিভাগে ধ্রুব অবস্থান করিতেছেন। ধরণীতলে যে কোন বস্তু পাদগম্য আছে, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত ও কাননের সহিত সেই সমস্ত ভূর্লোক বলিয়া বিখ্যাত। ভূর্লোক হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত ভুবর্লোক তথা হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত স্বর্লোক, ক্ষিতির এক কোটি যোজন ঊর্দ্ধে মহর্লোক, দুই কোটি যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক, চারি কোটি যোজন ঊর্দ্ধে তপোলোক, ক্ষিতি হইতে আট কোটি যোজন উচ্চে সত্যলোক এবং সত্যলোকের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ। তাহা ভূর্লোক হইতে ষোড়শ

কোটি যোজন উচ্চে অবস্থিত। যে স্থানে সর্ব্বভূতে অভয়প্রদ সাক্ষাৎ কমলাপতি বিরাজ করিতেছেন, সেই বৈকুণ্ঠ হইতে ষোড়শ গুণ মহাদেবের নিলয় কৈলাস। যে কৈলাসে সর্ব্বস্বরূপ বিশ্বেশ্বর শম্ভু পার্ব্বতী, গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও নন্দীর সহিত অবস্থান করিতেছেন। এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ তাঁহার লীলা-স্বরূপ, তিনি লীলা বশতঃ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বেশ্বর বলিয়া আখ্যাত হন; এই জগৎ তাঁহার আজ্ঞাকারী। তিনি সকলের শাস্তা, তাঁহার শাস্তা কেহ নাই। তিনি স্বয়ং ভূতের সৃষ্টি, পালন ও লয় করেন। তিনি একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার চেষ্টা স্বেচ্ছাধীন, তাঁহার প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক নাই। যাহা শ্রুতি-নোদিত অমূর্ত্ত ও সমূর্ত্ত পরব্রহ্ম, তাহা তিনিই; যাহা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদা নিত্য, সত্যস্বরূপ এবং দ্বৈতবিবর্জ্জিত তাহা তিনিই। তিনিই মহদাদি সকল কারণ হইতে যাহা প্রধান, তাহা হইতেও প্রধান। বেদ যাহাকে আনন্দ ব্রহ্মের রূপ বলিয়াছেন; যিনি বেদেরও অগোচর; যাঁহাকে বিষ্ণুই জানেন, বিধি জানেন না; জ্ঞানে অসমর্থ হইয়া যাঁহা হইতে বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়; যিনি স্বয়ং বেদ্য পরজ্যোতিঃ, সকলের হৃদয়ে অবস্থিত; যিনি যোগিজ্ঞেয়, অনাখ্যেয় এবং একমাত্র প্রমাণ-গোচর। যিনি নানারূপ হইলেও রূপশূন্য, সর্ব্বগ হইলেও কাহারও গোচর নহেন। অনন্ত, অগুকৃত, সর্ব্বজ্ঞ এবং কর্ম্মবর্জ্জিত তাঁহার এই প্রকার ঐশ্বর রূপ,—চন্দ্রখণ্ড অবতংস, গলদেশ তমালের ন্যায় শ্যামলবর্ণ কপালে তৃতীয়-লোচন বিস্ফুরিত, বামার্দ্ধভাগ নারী রূপে শোভা পাইতেছে। অনন্তদেব তাঁহার অঙ্গদ; গঙ্গাতরঙ্গসঙ্গে জটাতট বিধৌত হইতেছে। অঙ্গ অনঙ্গগাত্রভস্মে উজ্জ্বল। তিনি বিচিত্রগাত্র মহাসর্পভূষণে বিভূষিত, বৃষরথারূঢ়, অজগরধনুর্দ্ধারী, গজাজিনোত্তরীয়, পঞ্চবদন, মঙ্গলদাতা, মহামৃত্যুর ত্রাণদাতা, মহাবলপ্রমথপরিবৃত, শরণাগতের ত্রাণকারী, প্রণত জনের মোক্ষপ্রদ, মনোরথপথাতীত, বরদানপরায়ণ। হে দ্বিজ! সেই তত্ত্বস্বরূপ রূপাতীত মহাদেবের সগুণ নির্গুণ সংসারদুঃখবিনাশী রূপ বিশ্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। নিরাকার হইলেও সাকার সেই শিবই মুক্তি ও ভোগের কারণ। শিব হইতে পৃথক্ মোক্ষদাতা আর কেহ নাই। রূপবিহীন বিষ্ণু যেমন এই চরাচর দৃশ্য অদৃশ্য বিশ্বকে শিবসাৎ করিয়াছেন; হে বিপ্র! সেইরূপ উমাপতিও এই অখিল জগৎকে বিষ্ণুসাৎ করিয়া স্বাধীন লীলার বশীভূত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। শিবও যেমন, বিষ্ণুও সেইরূপ এবং বিষ্ণুও যেমন, শিবও সেইরূপ। শিব ও বিষ্ণুর কিছুমাত্র ভেদ নাই। পূর্ব্বকালে মহাদেব, ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ, বিদ্যাধর, উরগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণগণকে আহ্বান করিয়া, আপনার সিংহাসনের তুল্য শুভ-সিংহাসন করিয়া, তাহাতে হরিকে উপবেশন করাইয়া, মনোহর, রমণীয়, কোটিশলকাযুক্ত, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, পাণ্ডুরবর্ণ, রত্নদণ্ড, তুলমুক্তাবলম্বিত, উপরিভাগে বিচিত্র কলস-যুক্ত, সহস্র যোজন বিস্তৃত, সর্ব্বরত্নময়, পট্ট-সূত্রময়, চামরশোভিত ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া, রাজাভিষেকযোগ্য সর্ব্বৌষধি আদি দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক পঞ্চকুম্ভস্থিত, সিদ্ধার্থ, অক্ষত, দূর্ব্বামিশ্রিত তীর্থজলে প্রক্ষালন করিয়া, দেবগণের ঋষিগণের, সিদ্ধগণের ও ফণিগণের ষোড়শটী ষোড়শটী মঙ্গলপাণি কন্যা আনয়ন করিয়া, বীণা মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, মরু, ডিণ্ডিম, ঝঝর, আনক, কাংস্যতালাদি বাদ্য, ললিত গান এবং বেদধ্বনিতে গগনাঙ্গণ পূরিত হইলে, শুভতিথি, শুভলগ্ন এবং চন্দ্রতারাবলযুক্ত ক্ষণে আবদ্ধমুকুট, কৃতকৌতুকমঙ্গল, মৃড়ানীরচিত-বেশ, সুশ্রী লক্ষ্মী সমন্বিত, রমণীয় হরির স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে অভিষেক করিয়া, যাহা অপরের ভোগ্য নহে, সেই নিজ ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন। অনন্তর, দেবেশ্বর শিব প্রমথগণের সহিত শার্ঙ্গপাণির স্তব করিলেন এবং লোক-

কর্ত্তা ব্রহ্মাকে এই বাক্য বলিলেন, এই বিষ্ণু আমার বন্দনীয়, তুমি ইহাঁকে প্রণাম কর। রুদ্র ইহা বলিয়া স্বয়ং গরুড়ধ্বজকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর গণেশ্বরগণ ব্রহ্মা, মরুদ্‌গণ, সনকাদি যোগিসমূহ, সিদ্ধসমূহ, দেবর্ষিনিচয়, বিদ্যাধর-নিকর, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষ, রক্ষ, অপ্সরোগণ, গুহ্যক সকল, চারণচয়, শেষ, বাসুকি, তক্ষক, পতত্রিগণ, কিন্নর এবং সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম "জয় জয়" এবং "নমোঽস্তু নমোঽস্তু" বলিয়াছিলেন। অনন্তর পরমার্চ্চিঃসম্পন্ন মহেশ্বর, দেবসভায় এই সকল বাক্য দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন, "তুমিই সর্ব্বভূতের কর্ত্তা, পাতা এবং সংহর্ত্তা; তুমিই জগতের পূজ্য; তুমিই জগদীশ্বর। তুমিই ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষের দাতা; তুমিই দুর্নয়কারীর শাস্তা; তুমি সংগ্রামে আমারও অজেয় হইবে। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই শক্তিত্রয় আমি তোমাকে দিতেছি গ্রহণ কর। যাহারা তোমার দ্বেষ্টা, আমি যত্ন করিয়া তাহাদিগকে শাসন করিব এবং তোমার ভক্তগণকে উত্তম নির্ব্বাণ দান করিব। তুমি সুরাসুরের দুষ্পরিহার্য্য এই মায়া গ্রহণ কর, এই বিশ্ব যে মায়ায় অভিভূত হইয়া কিছুই জ্ঞাত হইতে পারিবে না। তুমি আমার বামবাহু এবং এই পিতামহ দক্ষিণবাহু। তুমি এই বিধিরও পাতা ও জনক হইবে।" এইরূপে স্বয়ং হর, হরিকে বৈকুণ্ঠৈশ্বর্য্য দান করিয়া প্রমথগণের সহিত স্বচ্ছন্দে কৈলাসে ক্রীড়া করিতেছেন। সেই অবধি শার্ঙ্গধন্বা, গদাধর, দানবান্তকারী হরি, সমুদয় ত্রৈলোক্যের শাসন করিতেছেন। হে বিপ্র! তোমাকে এই লোকের পরিস্থিতি কহিলাম, এখন তোমার নির্ব্বাণকারণ কহিতেছি। যে নর, এই উৎকৃষ্ট আখ্যান সমাহিত-চিত্তে শ্রবণ করেন, তিনি লোকে গমন করিয়া অনন্তর কাশীতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। যজ্ঞে, উৎসবে, বিবাহে, সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে, রাজ্যাভিষেক সময়ে, দেবস্থাপন কার্য্যে সর্ব্বাধিকার দানে ও নবগৃহপ্রবেশে, সেই কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত ইহা যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবে। ইহা পাঠ করিলে অপুত্র পুত্রলাভ করে, ধনহীন ধনবান হয়, পীড়িত পীড়া হইতে মুক্ত হয়, বদ্ধ বন্ধনমুক্ত হয়, অতএব মঙ্গলার্থী প্রযত্নের সহিত ইহা জপ করিবে। এই আখ্যান অমঙ্গলের শমন এবং মহাদেব ও নারায়ণের প্রিয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শিবশর্ম্মার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।

গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশর্ম্মন! আমরা তোমার পরিণাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এই বৈকুণ্ঠলোকে ব্রহ্মার পূর্ণ এক বৎসরকাল অপ্সরোগণের সহিত প্রভূত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, তীর্থমরণপ্রাপ্ত পুণ্যের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা নন্দিবর্দ্ধন নগরে রাজা হইবে। অসপত্ন, সম্পন্নবলবাহন, হৃষ্ট-পুষ্ট স্বর্ণভূষণধারী ইষ্টাপূর্ত্ত ধর্ম্মকর্ম্মের নিত্য অনুষ্ঠাতা পণ্ডিতগণ-সেবিত, সর্ব্বদা সম্পন্নশস্য, উর্ব্বরক্ষেত্রসঙ্কুল, সুদেশ, সুপ্রজ, সুস্থ, সুগুণ, বহুগোধন ও দেবগৃহসমূহে বিরাজিত রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। যে রাজ্যে গ্রাম সকল সুযূপ এবং সুবিস্তৃদ্ধিবিরাজিত; যাহাতে কৃত্রিম উদ্যান সকল উৎকৃষ্ট পুষ্পে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা ফলপ্রদ পাদপগণে শোভিত। যথায় ভূমি সকল পদ্মযুক্ত সরোবরে সমলঙ্কৃত; নদীনিচয় স্বচ্ছ ও স্বাদু সলিলযুক্ত, কোন স্থানে অধিক জনতা নাই। যে স্থানে গোত্র সকলই কুলীনশব্দবাচ্য; অন্যায়াধিগত ধন কুলীন (কু পৃথিবীতে লীন) নহে। যেখানে বিভ্রম নারীতেই আছে, পণ্ডিতে নাই; নদী সকলই, কুটিলগামিনী, কিন্তু প্রজানিচয় সেরূপ নহে; যে স্থানে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিই, তমোযুক্ত, মানবগণ তমোযুক্ত নহে; স্ত্রীগণই রজোযুক্ত, কিন্তু ধর্ম্মপ্রধান মানবগণ সেরূপ নহে; যে স্থানে ধনহেতু মার্গ [illegible]

অর্থাৎ অহঙ্কারহীন, কিন্তু ভোজন অনন্ধঃ (অন্ধস্ ভাৎ, তাহা রহিত) নহে। যে স্থানে রথই অনয়ঃ (অয়স্ লৌহ, তাহা রহিত), রাজপুরুষগণ অনয় অর্থাৎ নীতিশূন্য নহে; কুঠার, কুদ্দাল, চামর এবং ছত্রেই দণ্ড আছে, কিন্তু ক্রোধাপরাধ বশত কোন মানবে তাহা নাই; যথায় অক্ষব্যবহারী ব্যক্তিরাই পরিদেবন অর্থাৎ ক্রীড়া করে, কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি পরিদেবন অর্থাৎ বিলাপ করে না; যে স্থানে দ্যূতক্রীড়াশীল ব্যক্তিগণই পাশকপাণি, অন্য কেহ পাশকপাণি অর্থাৎ রজ্জুপাণি নহে; যে স্থানে জলেই জাড্য, স্ত্রীমধ্যই কৃশ; রমণী-হৃদয়ই কঠোর, কিন্তু মানবগণ কঠোর নহে। যেখানে ঔষধ প্রকরণেই কুষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ, কিন্তু মানবে কুষ্ঠ নাই; যথায় তিথি ও নক্ষত্রেই বেধ, অর্থাৎ অন্যের সহিত সংযোগ আছে; জ্যোতিঃপ্রসিদ্ধ যোগেই শূল আছে; যে স্থানে রত্নের মধ্যেই বেধ করা হয় এবং মুক্তিকরেই শূল দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন মানবের বেধতাড়ন বা শূলরোগ নাই; যেখানে সাত্ত্বিক ভাবেই কম্প হয়, ভয় বশত হয় না; যে স্থানে কাম হইতেই সন্তাপ হয়, কলুষের অভাব; পাপেরই দুর্লভতা, সুকৃতের নহে; যে স্থানে হস্তিগণই প্রমত্ত, জলাশয়ে তরঙ্গদ্বয়েরই যুদ্ধ; যথায় গজেরই দানহানি, বৃক্ষেই কণ্টক; যথায় মানবগণেরই বিহার, কিন্তু কাহারও বক্ষঃস্থল বিহার (হারশূন্য) নহে; বাণেরই গুণ হইতে বিয়োগ, পুস্তকেরই দৃঢ় বন্ধন; যেখানে পাশুপতব্রতধারীরই স্নেহত্যাগ, সন্ন্যাসীদিগেরই দণ্ড-বার্ত্তা; যেখানে ধনুতেই মার্গণ অর্থাৎ বাণ আছে, কিন্তু অপর স্থানে মার্গণ অর্থাৎ যাচক নাই; যথায় ব্রহ্মচারীরাই ভিক্ষুক, অপর কেহ ভিক্ষুক নহে; যথায় অর্হদুপাসক ক্ষপণকগণই মলধারী, আর কেহ মল অর্থাৎ পাপধারী নহে; এবং যেখানে ভ্রমরগণই চঞ্চলবৃত্তি ইত্যাদি গুণসম্পন্ন দেশে শৌণ্ডীর্য্যগুণশালী, সৌন্দর্য্যবান্, শৌর্য্য ঔদার্য্য গুণান্বিত হইয়া তুমি ধর্ম্মতঃ রাজ্য শাসন করিলে লাবণ্যবতী রমণীয় অযুত রমণী তোমার রাজ্ঞী হইবে এবং তিন শত কুমার লাভ করিবে। তুমি বৃদ্ধকাল বলিয়া বিখ্যাত বীর ও পরপুরঞ্জয় হইবে। তুমি বহু সমর জয় করিবে ও সম্পত্তি দ্বারা যাচকগণের তৃপ্তিসাধন করিবে। তুমি সকল গুণের আকর পূর্ণচন্দ্রদ্যুতি হইবে। অবভৃথ স্নানে তোমার কেশ সর্ব্বদা সিক্ত হইবে। প্রজাপালনতৎপর রাজশ্রেষ্ঠ হইবে; কোষ দ্বারা বিপ্রগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে এবং আলস্যশূন্য হইয়া গোবিন্দের পদারবিন্দ ধ্যান করত দিবারাত্রি বাসুদেব কথাতেই কাল অতি-বাহিত করিবে। হে ব্রাহ্মণ! তোমার ভাগ্য-বলে কোন সময়ে কাশী হইতে কতিপয় যাত্রী রাজসভায় আসিয়া তোমাকে এইরূপে আশী-র্ব্বাদ করত বলিবে যে, "জগতের গুরু কাশীনাথ শ্রীমান বিশ্বেশ্বর তোমার কুমতি ধ্বংস করুন; স্মরণ করিলেও যিনি মুক্তিসম্পৎ বিতরণ করেন, সেই কাশীনাথ তোমার অমল জ্ঞান উপদেশ করুন। যে পুণ্যে তুমি এই অকণ্টক প্রভূত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই পুণ্যের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা তোমার মন বিশ্বেশ্বরে অর্পিত হউক। যে বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইলে আয়ুঃ, পুত্র, বরনারী, সমৃদ্ধি, স্বর্গ এবং মোক্ষ সুলভ হয়, সেই বিশ্বনাথ প্রসন্ন হউন। যাহার নাম শ্রবণ-মাত্রেই মহাপাতকেরও নাশ হয়, সেই বিশ্বেশ্বর তোমার হৃদয়ে অবস্থান করুন।" তুমি বৃদ্ধ-কালে ভূপতি হইয়া এই আশীর্ব্বাদ পরম্পরা শ্রবণ করত পুলকিতকলেবর হইয়া এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিবে। কিন্তু আকার গোপনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বহুধন দান করিয়া সুমুহূর্ত্তে পুত্র-হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া রাজ্ঞী অনঙ্গলেখার সহিত কাশী গমন করিবে। প্রভূত দান দ্বারা অর্থিগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া আপনার নামে বিখ্যাত নির্ব্বাণকারণ শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করত সেই স্থানে উচ্চ প্রাসাদ ও তদগ্রে উত্তম কূপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে কলসারোপ-ণাদি করিয়া, মণি, মাণিক্য, চাম্পেয়, দুকূল, হস্তী, গোধন, মহাধ্বজ, পতাকা, ছত্র, চামর

দর্পণ, প্রভৃত দেবোপকরণ অকৃপণচিত্তে দান করত ব্রত, উপবাস ও নিয়ম দ্বারা ক্ষীণকলেবর হইয়া সেই কাশীতে মধ্যাহ্নকালে নির্জ্জন দেশে এক তপোধনকে দেখিতে পাইবে। সেই তপোধনের বপুঃ অতীব জীর্ণ, জটা নিতান্ত পিঙ্গলবর্ণ। তিনি সাক্ষাৎ জনমনোহর উন্নত ধর্ম্মের ন্যায় শোভমান। তিনি অঙ্গযষ্টির ভার দৃঢ় যষ্টিতে অর্পণ করিয়া শিবভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রঙ্গমণ্ডপে আসিতেছিলেন। তিনি তোমার সমীপে উপবেশন করিয়া অনুক্রমে এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, "তুমি কে? কেন এই স্থানে আসিয়াছ? আর তোমার দ্বিতীয়ের ন্যায় ইনি কে? যদি অবগত থাক, তবে বল, কে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছে? এই শিবলিঙ্গের নাম কি? আমি বার্দ্ধক্য বশতঃ ইহা বিদিত নহি।" তখন তুমি, বৃদ্ধতপস্বী কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া কহিবে, "আমি বৃদ্ধকাল নামক দাক্ষিণাত্য রাজা, এই স্থানে পত্নীর সহিত আগমন করিয়াছি। আমি এই লিঙ্গের ধ্যান করি, কিন্তু কিছুই প্রার্থনা করি না; হে জটিল! স্বয়ং শিব এই প্রাসাদের কারয়িতা। আমি এই লিঙ্গের নাম বিশেষ বিজ্ঞাত নহি।" জটাধারী নরপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিবেন, "তুমি একটী সত্য বলিয়াছ যে, লিঙ্গের নাম জান না! আমি তোমাকে নিত্যই সুনিশ্চল ভাবে উপবিষ্ট দেখিতে পাই; অতএব তুমি শুনিয়া থাকিবে, কে এই প্রাসাদ করিয়াছে। যদি ইহার তত্ত্ব অবগত থাক, তবে আমার নিকট বল।" তুমি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিবে, "শম্ভু কর্ত্তা এবং কারয়িতা মিথ্যা আর কি কহিব? অথবা হে বিভো! তপস্বিন্! আমার এ চিন্তায় ফল কি?" তুমি এই কথা বলিয়া নীরব হইলে সেই বৃদ্ধ তাপস পুনর্ব্বার কহিবেন, "আমি পিপাসু হইয়াছি, জল আনিয়া আমাকে দাও।" তুমি তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কূপ হইতে জল আনিয়া তাঁহাকে পান করাইবে। জলপান করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বৃদ্ধতাপস, নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পূর্ণিমাচন্দ্র-সদৃশ সুপ্রভ, তরুণ ও রূপসম্পন্ন হইবেন। তখন তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিবে, "হে ভগবন্! আপনি যে জরাত্যাগ করিয়া তরুণ হইয়া শোভা পাইতেছেন, এ কোন্ প্রভাব? হে তপোধন! যদি অবকাশ থাকে, তবে বলুন।" তপোধন কহিবেন, "হে বৃদ্ধকাল নরপতে! আমি তোমাকে জানি এবং এই তোমার পতিব্রতা পত্নীকেও জানি। ইনি এই জন্মের পূর্ব্বে তুর্ব্বসু নামক ব্রাহ্মণের সদাচারান্বিতা সুমুখী কন্যা ছিলেন। তুর্ব্বসু, নৈধ্রুব নামক এক মহাত্মাকে বিবাহার্থ ইহাঁকে দান করেন। নৈধ্রুব যৌবন প্রাপ্ত হইয়াই কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। ইনি বৈধব্য পালন করিতে করিতে অবন্তীতে মৃতা হন। সেই পুণ্যে পাণ্ড্য নরপতির কন্যা হইয়াছেন এবং হে রাজন্! এই পতিব্রতাকে তুমি বিবাহ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার সহিত এই স্থানে আসিয়া মুক্তিলাভ করিবেন। অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, দ্বারবতী, কাঞ্চী এবং মায়াপুরীতে পাতকিগণও নিধন প্রাপ্ত হইলে তাহারা স্বর্গ হইতে এই স্থানে আসিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। হে নৃপ! আমি তোমাকেও জানি, তুমি পূর্ব্বজন্মে মথুরাবাসী শিবশর্ম্মা নামক দ্বিজ ছিলে। তুমি মায়াপুরীতে মৃত হইয়াছ। সেই পুণ্যে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া মনোরম ভোগ উপভোগ করিয়া, সেই পুণ্যের শেষাংশে নন্দিবর্দ্ধনে রাজা হইয়াছ। হে বৃদ্ধকাল মহীপাল! সেই সুকৃতবলেই এই মোক্ষক্ষেত্র বারাণসীতে আসিয়াছ এবং মুক্তিলাভ করিবে। হে রাজেন্দ্র! আরও বলি, শ্রবণ কর; তুমি যে বলিলে, শম্ভু এই প্রাসাদের কর্ত্তা ও কারয়িতা, তাহা সত্য। পুণ্যকর্ম্ম কখনও প্রকাশ করিবে না। 'আমি করিয়াছি' এই কথা বলিলে, পুণ্য তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ধনের ন্যায় পুণ্যকে অতি যত্নে গোপন করিবে। পুণ্যের কীর্ত্তন

করিলে ভস্মে আহুতির ন্যায় তাহা ব্যর্থ হয়। হে অনঘ! নিশ্চয় তুমি বিশ্বনাথ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছ, ইহা আমি জানিতেছি। হে মহীপতে! বৃদ্ধকালেশ্বর নামক লিঙ্গ অনাদি, ইহা জ্ঞাত হও, কিন্তু তুমি ইহার নিমিত্ত। সেই বৃদ্ধ-কালেশ্বর লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শন, পূজন ও প্রণাম হইতে সকল বাঞ্ছিতপ্রাপ্তি হয়। কালোদক নামক কূপ জরা এবং ব্যাধি-নাশক। ইহার জলপান করিলে মাতার স্তন্য পান করিতে হয় না। এই কূপজলে স্নান ও এই লিঙ্গের পূজা করিলে নর এক বর্ষে মনোভিলষিত সিদ্ধিলাভ করে। কালদমোদক পান করিলে কুষ্ঠ, বিস্ফোট, রংঘা নামক রোগ, বির্চর্চিকা এবং কক্ষপীড়া থাকে না। অগ্নি-মান্দ্য, শূল, মেহ, প্রবাহিকা মূত্রকৃচ্ছ্র, পামা, ভূতজ্বর এবং বিষমজ্বর এই কূপোদক সেবনে শীঘ্র উপশান্ত হয়। এই কূপোদক পানে তোমার সমক্ষেই আমার জরা এবং পলিত ক্ষণকাল মধ্যেই নষ্ট হইয়াছে এবং আমি তরুণ হইয়াছি। বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ সেবা করিলে দরিদ্রতা হয় না; উপসর্গ, রোগ, পাপ এবং পাপ জন্য ফল হয় না। বারাণসীতে কৃত্তিবাসের উত্তরে বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গকে সিদ্ধিলাভার্থিগণ যত্ন পূর্ব্বক দেখিবে।” তপোধন এই কথা বলিয়া সপত্নীক মহারাজের হস্তধারণপূর্ব্বক সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইবেন। “মহাকাল, মহাকাল, মহাকাল” ইহা কীর্ত্তন করিলে শত প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। নারায়ণ দর্শনে বৈকুণ্ঠনগরে বহু প্রকার ভোগলাভ করিয়া তোমার এই প্রকার মুক্তি হইবে। মৈত্রাবরুণি কহিলেন, হে লোপামুদ্রে! সেই ব্রাহ্মণ মায়াপুরীতে প্রাণত্যাগজনিত পুণ্যবলে মনোরম ভোগ প্রাপ্ত হইয়া, বৈকুণ্ঠ হইতে নন্দীবৰ্দ্ধন পত্তনে আগমন করত পার্থিব সুখ-সমূহ অনুভব করিয়া সুন্দর পুত্র উৎপাদন করিলেন। পরে তাহাতে রাজ্য নিক্ষেপ করিয়া বারণসী নগরীতে গমন করত বিশ্বেশ্বর আরাধনা করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইলেন। শিবশর্ম্মা ব্রাহ্মণের এই পুণ্যতম আখ্যান শ্রবণ করিলে পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অগস্ত্যের কার্ত্তিকেয়দর্শন।

ব্যাস কহিলেন, হে সুত! শ্রবণ কর, আমি কুম্ভ সম্ভব অগস্ত্যের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করিলে মানব রজোরহিত এবং জ্ঞানভাজন হয়। সপত্নীক অগস্ত্য শ্রীপর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া মহৎ স্কন্দবন দর্শন করিলেন। ঐ বন সর্ব্বদা সকল ঋতুর কুসুমে সুশোভিত, সরস ফলযুক্ত পাদপে পরিপূর্ণ, সুসেব্য কন্দমূলে অলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট বল্কলযুক্ত বৃক্ষপরিবৃত, বিনীতশ্বাপদসঙ্কুল, সরিৎ ও পল্বলসমন্বিত, স্বচ্ছ সলিল ও গম্ভীর সরসীসমন্বিত, সকল ভূমির সার স্বরূপ, নানা পক্ষিনাদে নিনাদিত, নানা মুনিগণের আবাস-স্থান, যেন তপস্যার সঙ্কেতনিলয় এবং সম্পদের এক মাত্র স্থান। সেই স্থানে স্বর্ণগিরিসন্নিভ লোহিত নামে একটা পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের কন্দর, প্রস্রবণ, সানু এবং শিখর অতি রমণীয়; যেন কৈলাস পর্ব্বতের একদেশ নানা আশ্চর্য্যযুক্ত হইয়া এই কর্ম্মভূমিতে তপস্যা করিতে আসিয়াছে। মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য সেই পর্ব্বতে সাক্ষাৎ ষড়ানন কার্ত্তিকেয়কে দেখিতে পাইলেন। তখন মহাতপাঃ কুম্ভসম্ভব, পত্নীর সহিত দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিয়া বেদসম্ভব সূক্ত দ্বারা পার্ব্বতী-নন্দনের স্তব করিতে লাগিলেন। অগস্ত্য কহি-লেন, দেবসমূহবন্দিতপাদকমল, সুধাকর সদৃশ আনন্দকর, গৌরীর হৃদয়নন্দন, অমিতবিক্রম ষড়াননকে নমস্কার। তুমি প্রণতগণের দুঃখ-নাশক, সমস্ত মনোরথের সম্পাদক, পরবঞ্চক-

গণের রথের বিনাশক, তারকাসুরের হন্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি মূর্ত্তামূর্ত্ত পঞ্চভূতস্বরূপ, সহস্রমূর্ত্তি সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক, অথবা গুণ হইতে প্রধান এবং শিখিবাহন, তোমাকে নমস্কার। তুমি বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, দিগম্বর,আকাশ সংস্থিত, হিরণ্যবর্ণ হিরণ্যবাহু, হিরণ্য এবং হিরণ্যরেতা স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি তপস্যাস্বরূপ, তপোধন, তপঃফলের প্রতিপাদক, সর্ব্বদা কুমার, কামজেতা এবং ঐশ্বর্য্যবিরাগী. তোমাকে নমস্কার। তুমি শরজন্মা, তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ, তুমি বালক হইলেও তোমার পরাক্রম বালকযোগ্য নহে, তুমি মন্মাতুর এবং অনাতুর, তোমাকে নমস্কার। তুমি মীঢ়ুষ্টম. উত্তরমীঢ়ু, গণপতি এবং গণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জন্ম-জরাতিগ, বিশাখ ও শক্তিপাণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের নাথের কুমার, ক্রৌঞ্চারি, তারকবিনাশন, হে স্বাহেয়! গাঙ্গেয়! কার্ত্তিকেয়! শৈবেয়! তোমাকে নমস্কার। 'নমোনমঃ' এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কার্ত্তিকেয়কে স্তব করিয়া অগস্ত্য দুই তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে, কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে "হে মুনীন্দ্র! উপবেশন কর" এই কথা বলিয়া পরে কহিলেন, হে দেবগণের সহায় কুম্ভজ মুনে! তোমার মঙ্গল ত? তুমি এই স্থানে আসিয়াছ, আমি জানিয়াছি। অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রের কথা কি জিজ্ঞাসা করিব? সে ক্ষেত্র স্বয়ং মহাদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত, তাহার নিশ্চয় মঙ্গল। যে স্থানে আয়ুঃক্ষয় হইলে সাক্ষাৎ বিরূপাক্ষ, মুক্তিদাতা; আমি ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, পাতাল বা ঊর্দ্ধলোকে ঈদৃশ অমল ক্ষেত্র দেখি নাই। হে মুনে! আমি সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্তি নিমিত্ত এক-চর হইয়া তপস্যা করিতেছি, কিন্তু অদ্যাপি আমার মনোরথ সফল হয় নাই। পুণ্যকর্ম্ম, দান, জপ ও বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা সেই ক্ষেত্র লাভ করা যায় না, কিন্তু একমাত্র মহাদেবের অনুগ্রহে লাভ করা যায়। হে মুনে! সুদুর্লভ কাশী-বাস ঈশ্বরের অনুগ্রহেই সুলভ হয়, কোটি কোটিসুকৃত দ্বারা হয় না। সেই কাশী বিধাতার সৃষ্টি হইতে ভিন্ন অন্য এক অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি। স্বয়ং ঈশ্বরও সেই ক্ষেত্রের গুণ বলিতে শক্ত হন না। আমার কি জ্ঞানের দৌর্ব্বল্য। ভাগ্যের কি অল্পতা! মোহের কি মাহাত্ম্য! যে কাশীর সেবা করিতেছি না। নিত্যই শরীর এবং ইন্দ্রিয় জীর্ণ হইতেছে, মৃত্যুরূপ মৃগয়ু-কর্ত্তৃক আয়ুরূপ মৃগ লক্ষীকৃত হইতেছে। সম্পদকে আপদযুক্ত, কায়কে অপায়গ্রস্ত এবং আয়ুকে চপলাসদৃশ চঞ্চল জ্ঞান করিয়া কাশী আশ্রয় করিবে। যতদিন না আয়ুর অন্ত হয়, ততদিন কাশী ত্যাগ করিবে না; মৃত্যু, কলা-পরিমিত সময়কেও সংখ্যা করিতে বিস্মৃত হইবে না। ব্যাধি সকল জরার নিকটে নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। দেহ তথাপি নানা বিষয় চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কাশীসেবা করিতেছে না। তীর্থস্নান, জপ এবং পরোপকার বাক্য দ্বারা অর্থ ব্যতিরেকেও ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম হইতে অর্থ স্বয়ং উপস্থিত হয়। অর্থোপা-র্জ্জনোপায় ব্যতীতও ধর্ম্ম হইতে নিশ্চয় অর্থ হয়, অতএব অর্থচিন্তা ত্যাগ করিয়া এক মাত্র ধর্ম্মের আশ্রয় লইবে। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম. কাম হইতে সর্ব্ব সুখের উদয় হয়। অধিক কি, ধর্ম্ম হইতে স্বর্গও সুলভ; কেবল একমাত্র কাশীই দুর্লভ। মহাদেব সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া উপায়ত্রয়কে পার্ব্বতীর সমক্ষে সাক্ষাৎ নির্ব্বাণকারণ বলিয়াছেন। প্রথম উপায় পাশুপতযোগ, দ্বিতীয় প্রয়াগতীর্থ, তৃতীয় আয়াসশূন্য অবিমুক্ত ক্ষেত্র

হিমশৈল, নানা আয়তন, ত্রিদণ্ডধারণ, সর্ব্ব-কর্ম্মের সন্ন্যাস, নানাপ্রকার তপস্যা, নিয়ম, যম, নদীসঙ্গম, বহু অরণ্য, ধৃত্যাদি মানসকার্য্য, ভূমিসম্বন্ধী ধারাতীর্থাদি, উষরাদি নব তীর্থ, পীঠ সকল, অবিচ্ছিন্ন বেদপাঠ, মন্ত্রজপ অগ্নিতে হোম, বহুদান, নানা ক্রতু, দেবতো-পাসনা, ত্রিরাত্রোপবাস, পঞ্চরাত্রোপবাস, আত্মা-নাত্মবিবেক, মুক্তি নিমিত্ত কথিত বিষ্ণুর আরা-

ধনা, মোক্ষপ্রদ অযোধ্যাদিপুরী, এই সকলই কাশীপ্রাপ্তিকর। জন্তু কাশীপ্রাপ্ত হইলেই মুক্ত হয়, অন্য কোন স্থানে হয় না। অতএব সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র পবিত্র, মুক্তিকারী এবং ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে বিশ্বেশ্বরের একমাত্র প্রিয়। তুমি সেই ক্ষেত্র হইতে আগমন করিতেছ বলিয়াই তোমার কুশল প্রশ্ন করিতেছি। হে সুব্রত! এস এস তোমার গাত্রের স্পর্শ দান কর। আমি কাশী হইতে সমাগত বায়ুর স্পর্শকেও ইচ্ছা করিতেছি; তুমি সেই কাশী হইতে আগমন করিতেছ, তোমার স্পর্শের কথা কি বলিব! যাহারা নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া কাশীতে ত্রিরাত্রও বাস করে, তাহাদের চরণরেণু স্পর্শ করিলেও পবিত্র হওয়া যায়। তুমি ত সেই কাশীতে বাস করিয়া পুণ্যসমূহ সঞ্চয় করিতেছ। উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে তোমার মূর্দ্ধজসমূহ পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। হে অগস্ত্য! সেই কাশীতে ঈশ্বরসন্নিধিতে তোমার যে কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান, তাহার জল পান, সেই জলে তর্পণাদি তীর্থোদককার্য্য এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধবিধানে পিতৃগণকে পূজা করিলে মানব কৃতকৃত্য হয়, আর কাশীর ফল লাভ করে। স্কন্দ এই কথা বলিয়া কুম্ভোদ্ভবের সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করিয়া সুধাসরোবরজলে অবগাহনজনিত সুখ প্রাপ্ত হইলেন; নেত্রনিমীলন করিয়া 'জয় বিশ্বেশ্বর' বলিয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কার্ত্তিকেয় ধ্যান ভঙ্গ করিলে তাঁহার মন ও মুখ সুপ্রসন্ন হইলে অগস্ত্য বাক্যের সময় বুঝিয়া গুহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে স্বামিন্ ষড়ানন! ভগবান্ মহাদেব, ভগবতী পার্ব্বতীকে বারাণসীর যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, তুমি পার্ব্বতীর ক্রোড়স্থিত হইয়া শুনিয়াছ, তাহার কীর্ত্তন কর; সেই ক্ষেত্রমহিমা শুনিতে আমার অত্যন্ত রুচি হইতেছে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মৈত্রাবরুণে! ভগবান্ আমার মাতার নিকট অবিমুক্ত ক্ষেত্রের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি মাতার উৎসঙ্গে অবস্থান করিয়া যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি। হে অনঘ! তুমি তাহা শ্রবণ কর। অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরম গুহ্য, তাহাতে সিদ্ধি সন্নিহিত আছে; যাহাতে সাক্ষাৎ বিভু অবস্থান করিতেছেন। সেই ক্ষেত্র ভূর্লোকে সংলগ্ন নহে,—অন্তরীক্ষগত! অযোগিগণ তাহা দেখিতে পায় না, কিন্তু যোগিগণ দেখেন। হে বিপ্র! যে, সংযতাত্মা ও সমাহিতচিত্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রে বাস করে, সে ত্রিকাল ভোজন করিলেও বায়ুভক্ষ ঋষির তুল্য! যে নিমেষমাত্রও অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করে, তাহার মহৎ তপঃ অনুষ্ঠান করা হয়। যে লঘু আহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তথায় একমাস বাস করে, তাহার সমস্ত পাশুপত ব্রতের আচরণ করা হয়। ক্রোধ ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়া স্বধনে শরীর শোষণপূর্ব্বক পরাপবাদরহিত ও কিছু দান করত এক বৎসর কাশীতে বাস করিলে, অন্য স্থানে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ হয়। যে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যজ্ঞ হইয়া যাবজ্জীবন বাস করে, সে জন্মমৃত্যুভয়রহিত হইয়া পরমগতি লাভ করে। অন্যস্থানে শতবৎসর যোগাভ্যাস করিলেও যে গতি লাভ করা যায় না, এই স্থানে ঈশ্বরপ্রসাদে হেলায় সেই গতি লাভ হয়। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও যদি দৈবাৎ বারাণসীপুরীতে গমন করে, তবে সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে তাহার সেই ব্রহ্মহত্যাপাপ নিবৃত্ত হয়। দেহপতন পর্য্যন্ত যে বারাণসী ত্যাগ করে না, ব্রহ্মহত্যায় তাহার কোন প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়। যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া সেই ক্ষেত্র ত্যাগ না করেন, তিনি জরা, মৃত্যু এবং সুদুঃসহ গর্ভবাস ত্যাগ করেন। ধীমান্ মানব যদি পৃথিবীতে পুনর্ব্বার জন্ম ইচ্ছা না করে, তবে দেবর্ষিসেবিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র ত্যাগ করিবে না। সংসারভয়মোচন অবিমুক্ত এবং বিশ্বেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ না করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। সহস্র সহস্র পাপ করিয়া এখানে পিশাচ হওয়াও ভাল, শত শত যজ্ঞ করিয়া কাশী ব্যতীত স্বর্গও ভাল নহে।

মনুষ্যের অন্তকালে, যখন মর্ম্ম ভিদ্যমান হয় এবং বাত দ্বারা তুদ্যমান হয়, তখন স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। সেই উৎক্রান্তিকালে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ হইয়া তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন, যাহাতে মানব তন্ময় হয়। মনুষ্যতা অনিত্য এবং বহুপাপসঙ্কুল, ইহা জানিয়া সংসার-ভয়-নাশক অবিমুক্ত ধাম আশ্রয় করিবে। যিনি বিঘ্ন কর্তৃক আলোড়িত হইয়াও বারাণসী ত্যাগ করেন না, তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া দুঃখান্ত লাভ করেন। যে কাশী মহাপাপসমূহনাশিনী, পুণ্যোপচয়কারিণী এবং ভোগ ও মুক্তিদায়িনী, কোন্ বুদ্ধিমান্ সেই কাশী আশ্রয় না করেন? ইহা জানিয়া মেধাবী মানব অবিমুক্ত ত্যাগ করিবে না; যেহেতু অবিমুক্ত ক্ষেত্রপ্রসাদে মুক্তি লাভ হয়। সহস্রবদন অনন্তদেবও যে মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ হন না; আমি ছয় মুখে অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সেই মাহাত্ম্য কিরূপে বলিব?

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

মণিকর্ণিকাবৃত্তান্ত।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ভগবন্ স্কন্দ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক এবং আমাতে অনুত্তমা প্রীতি থাকে, তবে যাহা আমার হৃদয়ে অবস্থিত, তাহা কীর্ত্তন করুন। কোন্ সময় হইতে অবিমুক্ত ক্ষেত্র ভূতলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং কেনই বা উহা মোক্ষদ? কেন এই ত্রিলোকপূজ্য তীর্থকে মণিকর্ণিকা বলে? সেখানে কি পূর্ব্বে সুরধুনী ছিলেন না? এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের বারাণসী, কাশী, রুদ্রাবাস এবং আনন্দ-কানন এই নাম সকল কেন হইল? হে শিখিধ্বজ! কেনই বা ইহা মহাশ্মশান বলিয়া বিখ্যাত? আমি এই সকল শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার সন্দেহের অপনোদন করুন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, এ প্রশ্নভার অতুলনীয়; অম্বিকা মহাদেবকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। জগন্মাতা পার্ব্বতীর নিকট দেবদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি। মহাপ্রলয় কালে স্থাবরজঙ্গম নষ্ট হইলে সমস্তই সূর্য্য; গ্রহ ও তারকাশূন্য তমোময় ছিল। তখন চন্দ্র, অহোরাত্র, অগ্নি, ভূতল ছিল না। সকলই অস্বতন্ত্র, বিপৎশূন্য, অন্য তেজোবিবর্জ্জিত ছিল। তখন দ্রষ্টা, শ্রোতা, স্প্রষ্টা, রূপ, শব্দ এবং স্পৃশ্য বস্তু কিছুই ছিল না। গন্ধ, রূপ, রস এবং দিঙ্মুখ কিছুই ছিল না। এই প্রকার ব্রহ্মবিদ্যাপনেয় গাঢ় আবরণাত্মক অন্ধকার হইলে "তৎসৎ ব্রহ্ম" এই শ্রুতি দ্বারা যাহা অদ্বিতীয় এক প্রতিপাদিত হয়; যাহা মনের গোচর নয়, বাক্যের বিষয় নয়, নামরূপবর্ণশূন্য; না স্থূল, না কৃশ; না হ্রস্ব, না দীর্ঘ; না লঘু, না গুরু; যাহার উপচয় এবং অপচয় নাই; বেদও চকিতভাবে যাহাকে "অস্তি" বলিয়া অভিধান করে; যাহা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ এবং শ্রেষ্ঠতেজঃ; যাহা অপ্রমেয় অনাধার, অবিকার, আকৃতিশূন্য, নির্গুণ, যোগিগম্য' সর্ব্বব্যাপী, এক কারণ স্বরূপ, বিকল্পরহিত; আরম্ভশূন্য, নিরাময় এবং উপদ্রববিবর্জ্জিত; সংজ্ঞাশূন্য যে ব্রহ্মের এই সকল সংজ্ঞা বিকল্পিত হয়; সেই একচর দ্বিতীয় ইচ্ছা হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তিশূন্য ব্রহ্ম আপনার লীলা দ্বারা আপনার মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন। সেই সর্ব্বগ অব্যয় পরব্রহ্ম, সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণযুক্তা সর্ব্বজ্ঞানময়ী, মঙ্গলস্বরূপা, সর্ব্বগামিনী, সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বদর্শিনী, সর্ব্বকারিণী, সকলের একমাত্র বন্দনীয়া, সকলের আদিভূতা, সর্ব্বদায়িনী, সকলের সম্যক্চেষ্টাস্বরূপা, শুদ্ধরূপিণী ঐশ্বরী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে প্রিয়ে! আমি সেই অমূর্ত্ত পরব্রহ্মের মূর্ত্তি; অর্ব্বাচীন এবং প্রাচীন বুধগণ আমাকে ঈশ্বর বলেন। অনন্তর আমি একাকী স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে করিতে নিজ শরীর হইতে নিজ শরীরে ভচারী

মূর্ত্তির সৃষ্টি করিলাম। প্রধান, প্রকৃতি, গুণবতী, শ্রেষ্ঠা মায়া, বুদ্ধিতত্ত্বের জননী, বিকৃতিবর্জ্জিতা তুমিই সেই মূর্ত্তি। কালস্বরূপ আদ্য পুরুষ আমি, শক্তিরূপিণী তোমার সহিত যুগপৎ এই ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, সেই শক্তিই প্রকৃতি, সেই পরমেশ্বরই পুরুষ, হে কুম্ভযোনে! স্বপাদতলনির্ম্মিত পরমানন্দরূপ, পঞ্চক্রোশ পরিমাণ সেই ক্ষেত্র, বিহারপরায়ণ, পরমানন্দস্বরূপ সেই শিব ও শিবাকর্ত্তৃক প্রলয়কালেও কখন বিমুক্ত হইবে না, এই জন্যই ইহাকে অবিমুক্ত বলে। যখন ভূমিবলয় ছিল না। যখন জলের উৎপত্তি হয় নাই, তখন ঈশ্বর বিহার নিমিত্ত এই ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কুম্ভজ এই ক্ষেত্ররহস্য কেহই জানে না; ইহা কখনও নাস্তিককে বলিবে না। ধর্ম্মদর্শী, শ্রদ্ধালু, বিনীত, ত্রিকালজ্ঞ, শিবভক্ত, শান্ত ও মুমুক্ষুকে বলা উচিত। সেই অবধি ইহা অবিমুক্ত বলিয়া কথিত হয়। ইহা শিবা ও শিবের পর্য্যঙ্কস্বরূপ এবং নিরন্তর সুখাস্পদ, মূঢ়বুদ্ধিগণ যখন শিব ও শিবার অভাবের কল্পনা করে, তখনই নির্ব্বাণকারী এই ক্ষেত্রের অভাবের কল্পনা করিবে। যোগাদিতে অভিজ্ঞ হইলেও মহেশ্বরের আরাধনা ও কাশীতে গমন না করিলে কখনও নির্ব্বাণ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এই ক্ষেত্র মোক্ষরূপ আনন্দের হেতু; এইজন্য পিনাকী ইহার নাম আনন্দকানন অনন্তর অবিমুক্ত রাখিয়াছেন। অথবা অবিমুক্ত নাম করিয়া এই ক্ষেত্রে আনন্দকন্দের সর্ব্বপ্রকার বীজ ও অঙ্কুর হয় বলিয়া ইহার নাম আনন্দকানন! হে অগস্ত্য! এইরূপে অবিমুক্তও আনন্দকানন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এখন মণিকর্ণিকা যেরূপে হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। সেই আনন্দকাননে রমমাণ শিব ও শিবার অপর একটীর সৃজন করিতে ইচ্ছা হইল। আরও ভাবিলেন, তাহাতে গুরুভার নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্বচ্ছন্দচারী হইয়া কেবল কাশী-মৃতগণকে নির্ব্বাণ করিব! সেই সৃষ্টবস্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিধি হইয়া সকলের সৃজন, পালন এবং অন্তে সংহার করিবে। চিন্তাতরঙ্গদোলিত, সত্ত্বরূপ রত্নপূর্ণ, তমোরূপ গ্রাহসঙ্কুল, রজোরূপ বিদ্রুমমণ্ডিত চিত্তসমুদ্র স্থির করিয়া তাহার প্রসাদে আনন্দকাননে সুখে অবস্থান করিব। চঞ্চলচিত্ত চিন্তাতুর ব্যক্তির সুখ কোথায়? জগতের ধাতা বিভু ধূর্জ্জটি চিৎস্বরূপ জগদ্ধাত্রীর সহিত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সুধাস্রাবী চক্ষু আপনার বাম অঙ্গে ব্যাপারিত করিলেন। অনন্তর এক ত্রৈলোক্যসুন্দর পুরুষ আবির্ভূত হইল। সেই পুরুষ শান্ত সত্ত্বগুণে উদ্রিক্ত, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রবিজয়ী, ক্ষমাযুক্ত, অনুপম, ইন্দ্রনীলদ্যুতি শ্রীমান্ পুণ্ডরীকনয়ন। সুবর্ণবর্ণ সুশ্রী বস্ত্রযুগলপরিধায়ী, প্রচণ্ড বাহুদ্বয় শোভিত তাহার নাভিহ্রদস্থিত কুশেশয় হইতে উত্তম আমোদ বিকীর্ণ হইতেছিল; সকল গুণের একমাত্র আবাস, সকল কলার একমাত্র নিধি, একমাত্র সর্ব্বোত্তম 'পুরুষোত্তম' শব্দ যাহাতে অনারোপিত নাম। অনন্তর মহামহিমভূষণ, সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া মহাদেব কহিলেন, হে অচ্যুত! তুমি মহাবিষ্ণু হও। বেদ তোমার নিশ্বাস, তাহা হইতে সকল অবগত হইবে। বেদদৃষ্ট মার্গ দ্বারা যথোচিত সকল সম্পাদন কর। মহেশ্বর বুদ্ধিতত্ত্বস্বরূপ সেই পুরুষকে ইহা বলিয়া শিবার সহিত আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু সেই আজ্ঞা মস্তকে করিয়া কিছুকাল ধ্যানপর হইয়া তপস্যাতেই মন অভিনিবিষ্ট করিলেন। সেই স্থানে চক্র দ্বারা রমণীয় পুষ্করিণী খনন করিয়া স্বকীয় অঙ্গনির্গত স্বেদসলিল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিলেন। সেই চক্রপুষ্করিণীতীরে স্থাণুসদৃশ শরীর হইয়া পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর উগ্র তপস্যা করিলেন। অনন্তর মহাদেব, পার্ব্বতীর সহিত তপঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত নিশ্চল নিমীলিতনেত্র হৃষীকেশকে মস্তক আন্দোলনপূর্ব্বক কহিলেন, তপস্যার কি মহত্ত্ব? চিত্তের কি ধৈর্য্য? কি আশ্চর্য্য, ইন্ধন ব্যতীত নিরন্তর অগ্নি জ্বলিতেছে। হে মহাবিষ্ণো!

আর তপস্যার প্রয়োজন নাই। হে সত্তম! বর প্রার্থনা কর। চতুর্ভুজ এই বাক্যকে মহাদেবের বাক্য জানিয়া নয়নপদ্ম উন্মীলন করিয়া উঠিলেন। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে দেবেশ! মহেশ্বর! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই বর দেও, যেন ভবানীর সহিত তোমাকে সর্ব্বদা দেখি। হে শশিশেখর! যেন সকল কর্ম্মে সর্ব্বস্থানে তোমাকে অগ্রে বিচরণ করিতে দেখি, আমার চিত্তভ্রমর তোমার চরণপদ্মের মকরন্দমধুপানে উৎসুক হইয়া ভ্রান্তি ত্যাগ করত নিশ্চল হয়। শ্রীশিব কহিলেন, হে হৃষীকেশ! হে জনার্দ্দন! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হউক; আরও অন্য বর দিতেছি। হে সুব্রত! তাহা শ্রবণ কর। তোমার তপস্যার মহত্ত্ব দর্শন করিয়া অহিরূপ কর্ণাভরণযুক্ত মস্তক যে আন্দোলন করিয়াছি, সেই আন্দোলন বশত কর্ণ হইতে মণিখচিত, রমণীয় মণিকর্ণিকা পতিত হইয়াছে। অতএব শঙ্খচক্রগদাধর! তোমার চক্রখনন হেতু চক্রপুষ্করিণী তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত পবিত্র তীর্থ 'মণিকর্ণিকা' হউক। যখন আমার কর্ণ হইতে মণিকর্ণিকা পতিত হইয়াছে, তখন হইতে এই লোকে ইহা মণিকর্ণিকা বলিয়া বিখ্যাত হউক। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে পার্ব্বতীপ্রিয়! তোমার মুক্তাকুণ্ডলপতনে এই তীর্থ, সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং ইহলোকে মুক্তিক্ষেত্র হউক। যেহেতু এই স্থানে পরম জ্যোতি বিকাশ পাইতেছে; অতএব ইহার অপর একটী কাশী নাম হউক। হে জগতের রক্ষকারী শিব! আমি আর একটী বর প্রার্থনা করিতেছি, তাহা অবিচারিতরূপে দান করুন, জরায়ুজ অণ্ডজ আদি চারিপ্রকার ভূতগ্রাম মধ্যে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যে কিছু জন্তুসংজ্ঞক আছে, সেই সকলই কাশীতে মুক্তিলাভ করুক। হে শম্ভো! মণিকর্ণিকাভূষণ! যে মহাপ্রাজ্ঞ আয়ুকে ক্ষণবিনাশী, বিপদকে বিপুল, সম্পৎকে অতি ভঙ্গুর এবং মুক্তিকে সেই সেই কর্ম্মের পরিণাম ভাবিয়া, এই শ্রেষ্ঠতীর্থে সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, তর্পণ দেবতাপূজা, গো, ভূমি, তিল, হিরণ্য, অশ্ব, দীপ, অন্ন, অম্বর, ভূষণ এবং কন্যাদান, অগ্নিষ্টোমাদি সপ্ততন্তু, ব্রতোৎসর্গ, বৃষোৎসর্গ, লিঙ্গাদি স্থাপন কর্ম্ম করে, হে ঈশান! আত্মঘাত প্রায়োপবেশন ব্যতীত অন্য শ্রদ্ধানুষ্ঠিত শুভকর্ম্ম তাহার মুক্তিরূপ সম্পদের হেতু হউক। যে, যে কর্ম্ম করিয়া কালান্তরে অনুশোচনা এবং খ্যাপন করে না, তাহার সেই কর্ম্ম ইহলোকে তোমার অনুগ্রহে অক্ষয় হউক। যে সকল ক্ষেত্র আছে, যাহা হইবে এবং যাহা হইয়াছে, হে সদাশিব! সেই সকল তীর্থ হইতে এই তীর্থ শুভোদয় হউক। হে সদাশিব! যেমন তোমা হইতে উৎকৃষ্ট মঙ্গল কিছুই নাই, সেইরূপ এই আনন্দকানন হইতে কোন ক্ষেত্রই অধিক না হউক। সাংখ্যযোগ, আত্মাবলোকন, ব্রত, তপস্যা, দান ব্যতীতও এইস্থানে প্রাণীদিগের শ্রেয় হউক! শশক, মশক, কীট, পতঙ্গ, তুরগ, উরগ, সকলেই পঞ্চক্রোশী কাশীতে মৃত হইলে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউক। কাশীনামগ্রহণকারীরও পাপ ক্ষয় হউক। কাশীনিবাসী সাধুগণের সর্ব্বদাই সত্যযুগ, উত্তরায়ণ এবং মহোদয় হউক। হে ত্রিলোচন! সদাশিব! যে কোন শ্রুত্যুক্ত পবিত্র ক্ষেত্র আছে, তাহা হইতে এই ক্ষেত্র অধিকতর হউক। চারি বেদের অধ্যয়নে যে পুণ্য হয়, কাশীতে লক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে সেই পুণ্য লাভ করা যাউক। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস করিলে যে পুণ্য হয়, কাশীসেবনে তাহা হইতে অধিক পুণ্য হউক। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি করিলে যে পুণ্য হয়, আনন্দকাননে একমাত্র উপবাস করিলে সেই পুণ্য লাভ করা যাউক। অন্য স্থানে একশত বৎসর তপশ্চরণ করিলে যে শ্রেয় হয়, কাশীতে এক বৎসর মাত্র ভূমিশয্যাশয়ন ব্রত করিলে তাহা হউক! অন্য স্থানে আজন্ম মৌনব্রত করিলে যে ফল হয়, কাশীতে এক পক্ষ অথবা একাহ সত্য বাক্য বলিলে তাহা হউক। অন্য স্থানে সর্ব্বস্ব দান

করিলে যে সুকৃত উক্ত হইয়াছে, কাশীতে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহার অযুতগুণ পুণ্য হউক। সকল মুক্তিক্ষেত্র সেবা করিলে যে ফল হয়, কাশীতে পঞ্চরাত্র মণিকর্ণিকা সেবা করিলে তাহা হউক। প্রয়াগস্নানে মঙ্গলপ্রদ যে পুণ্য হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাশী দর্শন করিলে সেই পুণ্য হউক। অশ্বমেধ এবং রাজসূয় করিলে যে পুণ্য হয়, সংযমবিশিষ্ট হইয়া ত্রিরাত্র কাশীবাস করিলে সেই পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যাউক। সম্যক্‌রূপে তুলাপুরুষ দান করিলে যে পুণ্য হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাশী দর্শন মাত্রে সেই পুণ্য হউক। দেবদেব মহাদেব বিষ্ণুর এবম্প্রকার বরপ্রার্থনা শুনিয়া প্রসন্ন বদনে কহিলেন, "তথাস্তু"। হে মহাবাহু বিষ্ণো! তুমি বেদোক্ত বিবিধ সৃষ্টি কর। পিতার ন্যায় সর্ব্বভূতের পালক হও এবং বিবিধ ধর্ম্মধ্বংসকারিগণের বিধ্বংস বিধান কর। অধর্ম্ম-পথস্থিতগণের নাশ বিষয়ে হেতু মাত্র হও; তাহারা ত স্বকর্ম্ম দ্বারাই নিহত। পরিপক্ক ফল যেমন বৃন্ত হইতে বিচ্যুত হয়, সেইরূপ পাপকারিগণ স্বয়ং পতিত হইবে। হে হরে! যাহারা আপনার তপোবলে দর্পিত হইয়া তোমার অবমাননা করিবে, তাহাদিগের সংহার আমিই করিব। যাহারা উপপাতকী কিংবা মহাপাতকী, তাহারা কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া পাপমুক্ত হইবে। পঞ্চক্রোশ-পরিমিত আমার প্রিয় এই ক্ষেত্রে আমার আজ্ঞাই বলবতী হইবে; আর কাহারও আজ্ঞা বলবতী হইবে না। হে সুনেত্রে পার্ব্বতি! আমি পুনর্ব্বার বিষ্ণুকে কহিলাম, ত্রৈলোক্যবিভ্রমকারী আমি অতি উগ্রতেজে ভ্রমণ করত অবিমুক্তবাসী পাপকারী জন্তুগণকে শাসন করিব; হে বিষ্ণো! তাহাদিগের অন্য কেহ শাস্তা নাই। শতযোজন দূরে থাকিয়াও যে অবিমুক্ত স্মরণ করিবে, সে বহুপাপপূর্ণ হইলেও সেই পাপ কর্ত্তৃক বাধিত হইবে না। দূরস্থিত পাপিগণও যদি মৃত্যুকালে আমার প্রিয় অবিমুক্ত ক্ষেত্রের স্মরণ করে, তবে তাহারা পাপসমূহমুক্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করে। কাশীস্মরণপুণ্যে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ রাজা হইয়া, অনেক প্রকার ভোগ অনুভব করিয়া সেই পুণ্যেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করে। হে শুচিস্মিতে! ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযম করিয়া বহুকাল এই স্থানে বাস করিয়া, যদি দৈবযোগে অন্য স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তথাপি সে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া ক্ষিতিপতীশ্বর হইয়া পুনর্ব্বার কাশী প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর মুক্তি লাভ করে। হে বিষ্ণো! অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস কতিপয় মাত্র পবিত্র ব্যক্তির মরণানন্তরই নির্ব্বাণনিমিত্ত হয়, কিন্তু পাপীদিগের কালভৈরব যাতনানন্তর মোক্ষদায়ক হয়। বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবেশ! যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের যথার্থ মাহাত্ম্য অবগত নহে এবং অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই স্থানে মৃত হয়, তাহার কি গতি হয়? শিব কহিলেন, হে সুব্রত! জনার্দ্দন! অন্য স্থানে বহুতর সুমহাপাতক করিয়া শ্রদ্ধা ও ইহার তত্ত্বজ্ঞানশূন্য হইয়াও যদি এ স্থানে পঞ্চত্ব লাভ করে, ঐ ব্যক্তি যদি ইহার মহিমানভিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে তাহার যে গতি উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পাতকী ব্যক্তি যখন পঞ্চক্রোশী কাশীতে প্রবেশ করে, তখন তাহার পাতকসমূহ বহির্গমন করে; কখনও মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কাশীর পর্য্যন্তচারী ত্রিশূলপাশপাণিগণের ভয়ে পাতকসমূহ বাহিরে অবস্থান করিলে, প্রবেশ মাত্রেই সকল পাপ হইতে মুক্ত সুতরাং অপাপ হইয়া মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া উৎকৃষ্টতম পুণ্য প্রাপ্ত হয়। সকল তীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, মণিকর্ণিকায় একবার স্নান করিলে সেই পুণ্য প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকা, গোময়, কুশ, দূর্ব্বা, অপামার্গ ও দর্ভাদি দ্বারা স্বশাখোক্ত স্নানমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যথাবিধি মণিকর্ণিকায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্নান করিলে, সকল তীর্থে স্নান ও সকল বস্তু দান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা প্রাপ্ত হয়। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বকও মণিকর্ণিকায় যথাবিধানে স্নান করিলে,

স্বর্গপ্রাপ্তিকর শ্রেষ্ঠ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধানে স্নান এবং তিল, বর্হিঃ ও যব দ্বারা দেবাদির তর্পণ করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তি যদি বিধিবৎ স্নান, দেব ঋষি পিতৃতর্পণ, জপ ও দেবপূজা করে, তবে সেও সর্ব্বযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে শিবে! জিতেন্দ্রিয় হইয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে সেই বাচংযম ব্যক্তি, সকল ব্রতজন্য পুণ্য লাভ করে। স্নান, দেবপূজা, জপ, মল-মূত্রত্যাগ, দন্তধাবন এবং হোমকার্য্যে যত্নপূর্ব্বক মৌন অবলম্বন করিবে। উত্তম উপচার দ্বারা একবার বিশ্বেশ্বর পূজা করিলে যাবজ্জীবন শিবপূজার ফল প্রাপ্ত হয়। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ন্যায়োপার্জ্জিত অল্প ধন দান করিলে আর কখনও দরিদ্র হয় না। যে অবিমুক্তে বিবিধ ধন থাকিতে দান করে না, সেই মূঢ়মানব, নিধন প্রাপ্ত হইয়া অন্য স্থানে সর্ব্বদা শোক করে। যে সকল রমণীয় রত্ন, গো, গজ, অশ্ব, অম্বর, সে সকলই অবিমুক্ত-বাসীদিগের মঙ্গল নিমিত্ত বিধাতা কর্তৃক কৃত হইয়াছে। যে নর বিশ্বেশ্বরপ্রীতির নিমিত্ত কাশীতে ন্যায়পূর্ব্বক ধন বা নিধন করে, সেই সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধন্য। হে উমে! কাশী পুরীতে এই যে লিঙ্গরূপধর বিশ্বেশ্বর দেব আছেন, তাহা সাক্ষাৎ আমার শ্রেয়ের আস্পদ। পঞ্চক্রোশ পরিমিত অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে বিশ্বেশ্বর নামক যে লিঙ্গ আছে, তাহা জ্যোতির্লিঙ্গ জানিবে। সূর্য্যদেব একদেশে থাকিলেও যেমন সকল লোকেই তাঁহাকে সর্ব্বগ বলিয়া দেখে, কাশীতে বিশ্বেশ্বরও সেইরূপ। অন্য স্থানে নানাজন্মার্জ্জিত নির্ব্বিঘ্ন যোগ দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, কাশীতে প্রাণত্যাগ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। অন্য স্থানে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বপ্রকার তপস্যা করিলে যে ফল হয়, কাশীতে এক রাত্রেই তাহা লাভ করা যায়। যে নর ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য অবগত নহে এবং শ্রদ্ধাশূন্য, সেও কালে কাশী প্রবেশ করিলে অপাপ এবং তথায় প্রাণত্যাগ করিলে মুক্ত হয়। উগ্রপাপ করিয়া কালে কাশী প্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, আমার প্রসাদে আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমার প্রসন্নতা ব্যতীত কে কাশীপ্রাপ্ত হয়? হে বিশালাক্ষি! সূর্য্য ভিন্ন দিনকৃৎ কাহাকে বলা যায়? হে দেবি! কাশীপ্রাপ্ত না হইলে কে নিরন্তর সুখী হয়? যেহেতু ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রাকৃত পাশ দ্বারা নিরন্তর আবদ্ধ। প্রকৃতি মহদহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতি পাশ, সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ, ধর্ম্ম অর্থ কামাদি কর্ম্ম দ্বারা কণ্ঠে সুদৃঢ়বদ্ধ মানব কাশী ব্যতীত কিরূপে মুক্ত হইবে? যোগ নানা উপসর্গসঙ্কুল, তপস্যা কষ্টসাধ্য; অতএব যোগ এবং তপস্যা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ গর্ভক্লেশ সহ্য করিয়া কাশীতে পাপ করিয়াও যদি কাশীতে মৃত হয়, তবে রুদ্রপিশাচ হইয়াও পুনর্ব্বার মুক্তিলাভ করিবে। পাপকারিগণও যদি দৈবাৎ কাশীতে মৃত হয়, তবে তাহাদের আর নরকে পতন হয় না! যেহেতু তাহাদের আমিই শাস্তা। শরীর নাশের অবশ্যম্ভাবিতা ও গর্ভের দুঃসহ যাতনা চিন্তা করিয়া প্রভূত রাজ্যও পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে আশ্রয় লইবে। সুদারুণ যমদূতগণ অতর্কিত ভাবে আগমনপূর্ব্বক পাশে আবদ্ধ করিয়া প্রহার করিবে, ইহা চিন্তা করিয়া শীঘ্র কাশী আশ্রয় করিবে। যে স্থানে পাপ হইতে, যম হইতে এবং গর্ভবাস হইতে ভয় নাই, সেই কাশীকে কে না আশ্রয় করিবে? আজ হউক, কাল হউক, পরশ্ব হউক, অবশ্যই মরিতে হইবে। অতএব যে কাল পাওয়া যায়, সেই সময় মধ্যে কাশী আশ্রয় বিধেয়। মরণ হইলে আবার জন্ম, আবার মরণ; অতএব যে স্থানে মরিলে আর জন্ম হয় না, পণ্ডিতগণ সেই কাশী আশ্রয় করিবে। পুত্র, ক্ষেত্র, কলত্র নামক বিষ্ণুমায়া ত্যাগ করিয়া ভবমোচনকারিণী বারাণসী আশ্রয় করিবে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, "আমি যুবক মরণ আমার দূরবর্ত্তী' এই চিন্তা মনে আনি-

বেন না ; কিন্তু "ঘণ্টাভরণযুক্ত মহিষাধিরূঢ় যম আমাকে লইতে আসিতেছেন" ইহা ভাবিয়া জীর্ণপর্ণকুটীর সদৃশ গৃহত্যাগ করত তপস্যাদি উৎকট শ্রম স্বীকার না করিয়া কাশী গমন করিবে। ব্যাস কহিলেন, হে সূত! কার্ত্তিকেয় অগস্ত্যের নিকট এই পাপনাশিনী কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দশহরাস্তোত্র।

স্কন্দ কহিলেন, এই আনন্দকানন অবিমুক্তক্ষেত্র, যেরূপে বারাণসী নামে প্রথিত হইল, তৎসম্বন্ধে শিব যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। শিব বিষ্ণুকে বলিয়াছেন, হে ত্রিলোকসুন্দর মহাবাহু বিষ্ণু! অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসী নাম যেরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তাহা শ্রবণ কর। সূর্য্যবংশোদ্ভব মহাতেজা পরমধার্ম্মিক রাজা ভগীরথ, অশ্বমেধীয় অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে কপিলকোপানলে দগ্ধ শ্রবণ করিয়া, গঙ্গা আরাধনার্থ তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া রাজ্যভার মন্ত্রীর উপর বিন্যস্ত করিলেন ; অনন্তর সেই যশোরাশি রাজা পিতামহগণকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে গমন করিলেন। হে বিষ্ণো! ব্রহ্মশাপানল দগ্ধ এবং নিতান্ত দুর্গতিগ্রস্ত প্রাণিগণকে স্বর্গে লইতে গঙ্গা ভিন্ন আর কে সমর্থ? গঙ্গা আমারই শিবস্বরূপিণী জলময়ী মূর্ত্তি। পরমা প্রকৃতি গঙ্গাই বহু ব্রহ্মাণ্ডের আধার। গঙ্গা শুদ্ধবিদ্যারূপা, শক্তিত্রয়সমন্বিতা, করুণাত্মিকা, আনন্দামৃতরূপিণী এবং শুদ্ধধর্ম্মস্বরূপা। আমি বিশ্বরক্ষার জন্য পরম ব্রহ্মস্বরূপা এই জগন্মাতা গঙ্গাকে স্বীয় লীলাক্রমে ধারণ করিতেছি। বিষ্ণু! ত্রৈলোক্যে যত তীর্থ আছে, যত পুণ্যক্ষেত্র আছে, সর্ব্বলোকে যে সব ধর্ম্ম আছে, দক্ষিণাযুক্ত যে সব যজ্ঞ আছে, যে সমস্ত তপস্যা আছে, তৎসমস্ত অঙ্গসম্পন্ন চতুর্ব্বেদ, আমি, তুমি, ব্রহ্মা, অন্য দেবগণ, যাবতীয় পুরুষার্থ এবং বিবিধ শক্তি, এতৎসমস্তই গঙ্গায় সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। এক গঙ্গাস্নান করিলে, সর্ব্বতীর্থস্নানফল, সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠানফল এবং সর্ব্বব্রতাচরণফল লাভ হয়। এক গঙ্গাস্নান করিলে বহু তপশ্চর্য্যাফল সর্ব্বদানফল এবং যোগনিয়মানুষ্ঠানফল লাভ হয়। গঙ্গাস্নায়ী ব্যক্তি, সকল বর্ণ, সকল আশ্রমী, সর্ব্ববেদজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থগামী, জনগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানসিক, বাচিক এবং কায়িক বিবিধ দোষে দুষ্ট ব্যক্তি, গঙ্গা দর্শনমাত্রেই পবিত্র হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সত্যযুগে সর্ব্বত্র তীর্থ, ত্রেতাযুগে কেবল পুষ্করতীর্থ, দ্বাপরে তীর্থ কুরুক্ষেত্র এবং কলিকালে কেবল গঙ্গাই তীর্থ। হে হরে! পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবাসনা বশে, আমার পরমানুগ্রহবলে গঙ্গাতীরে বাস হয়। সত্যযুগে ধ্যানই মোক্ষের কারণ, ত্রেতাযুগে তপস্যাই মুক্তির কারণ, দ্বাপরযুগে ধ্যান তপস্যা উভয়ে মুক্তির কারণ, আর কলিকালে কেবল গঙ্গাই মোক্ষের কারণ। যে ব্যক্তি দেহত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করেন না, তিনি বেদান্তবিৎ, তিনি যোগী এবং তিনি সতত ব্রহ্মচর্য্যব্রতী। কলিযুগে পাপাক্রান্তহৃদয়, পরদ্রব্যাসক্তচিত্ত, অবৈধাচার মানবগণের গঙ্গা বিনা গতি নাই। "গঙ্গা, গঙ্গা," এই প্রকার জপ করিলে, অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, দুঃস্বপ্ন এবং দুশ্চিন্তা নিকটে আসিতে পারে না। বিষ্ণো! সতত নিখিল-ভুবন-হিতকারিণী গঙ্গা, ভাবানুসারে সর্ব্বভূতেরই ঐহিক পারত্রিক ফলদান করিয়া থাকেন। হে হরে! যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগ, জপ, যম, নিয়মে গঙ্গাসেবার সহস্রাংশের একাংশ ফলও হয় না। অষ্টাঙ্গযোগে প্রয়োজন কি? তপস্যায় ফল কি? যজ্ঞেই বা কাজ কি? একমাত্র গঙ্গাতীরে বাসই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ। হে গোবিন্দ! গঙ্গার দূরস্থ ব্যক্তিও যদি গঙ্গামাহাত্ম্যাভিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে এবং গঙ্গাভক্তি থাকিলে অযোগ্য

ব্যক্তির প্রতিও গঙ্গা প্রসন্ন হন। শ্রদ্ধাই পরম সূক্ষ্ম ধর্ম্ম, শ্রদ্ধাই জ্ঞান, শ্রদ্ধাই পরম তপস্যা, শ্রদ্ধাই স্বর্গ এবং মোক্ষ; গঙ্গা শ্রদ্ধাবলেই প্রসন্ন হন। অজ্ঞান রাগলোভাদি দ্বারা বিমোহিতচিত্ত মানবগণের, ধর্ম্মের প্রতি বিশেষতঃ গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধা হয় না। বহিঃস্থিত জল যেরূপ নারিকেলের অভ্যন্তরে থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যস্থিত পরমব্রহ্ম স্বরূপ জলই জাহ্নবী। গঙ্গাসন্নিধি অপেক্ষা পরমলাভ আর কোথাও নাই, অতএব গঙ্গা উপাসনাই কর্ত্তব্য; গঙ্গাই পরম পুরুষ। হে হরে! পণ্ডিত, গুণবান এবং দানশীল হইলেও শক্তিসত্ত্বে যদি গঙ্গাস্নান না করে, ত তাহার জন্ম বিফল। যে ব্যক্তি কলিকালে গঙ্গা ভজনা না করে, তাহার কুল, বিদ্যা, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানাদি সকলই বিফল। বিধিপূর্ব্বক গঙ্গাজলে স্নান পূজা করিলে যাদৃশ ফল হয়, গুণবান্ পাত্রের অর্চ্চনাতে তাদৃশ ফল হয় না। আবার তেজঃস্বরূপ অগ্নি এই গঙ্গার গর্ভে, ইনি আমার বীর্য্যে একান্ত সংবৃতা; সর্ব্বদোষের দাহিকা এবং সর্ব্বপাপবিনাশিনী। গঙ্গা স্মরণমাত্রেই পাপরাশিপিঞ্জর, বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়। যে একাকী গঙ্গায় গমন করে এবং ভক্তি পূর্ব্বক যে তাহার অনুমোদন করে, এই উভয় ব্যক্তিরই ফল সমান; এ বিষয়ে ভক্তিই কারণ। গমন, অবস্থান, জপ, ধ্যান, ভোজন, জাগরণ, শ্বাসপরিত্যাগ, বাক্যপ্রয়োগ সকল সময়েই যে ব্যক্তি গঙ্গা স্মরণ করে, সে ভব-বন্ধনমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, পিতৃগণোদ্দেশে গুড়, ঘৃত, তিলমধুযুক্ত পায়স ভক্তিভাবে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে, হে হরে! তাহার পিতৃগণ, সেই কার্য্যফলেই শত বৎসর তৃপ্তিলাভ করেন এবং তাঁহারা পরিতুষ্ট হইয়া কর্ম্মকর্ত্তার বিবিধ কামনা পূর্ণ করেন। যেমন এক লিঙ্গ পূজা করিলে, নিখিল জগৎপূজা করা হয়, তদ্রূপ এক গঙ্গাস্নান করিলে সর্ব্বতীর্থসেবাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে মানব, গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যহ পূজা করে, সে, এক জন্মেই নিশ্চয় পরমামুক্তি প্রাপ্ত হয়। অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, ব্রত, দান এবং তপস্যা,—গঙ্গাতীরে লিঙ্গপূজার কোটি ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। গঙ্গাগমনে নিশ্চয় করিয়া গৃহে তীর্থগমন-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ করিয়া অবস্থিত হইলে, গঙ্গাগমনে সম্যক্ সঙ্কল্প করাতেই পূর্ব্বপুরুষগণ হৃষ্ট হন। পাপগণ, 'হায় কোথায় যাইব' বলিয়া রোদন করে এবং অবিলম্বে লোভ মোহাদির সহিত এই বলিয়া পুনঃপুনঃ মন্ত্রণা করে যে, যাহাতে এক ব্যক্তি গঙ্গায় যাইতে না পারে, এইরূপ বিঘ্ন করিব; গঙ্গায় যাইলেও ত এ আমাদের উচ্ছেদসাধন করিবে। গঙ্গাস্নানের জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, পাপরাশি নিরাশ হইয়া প্রতি পদক্ষেপে, ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর হইতে নির্গত হইতে থাকে হে হরে! পুণ্যবান্ মানব, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলেই লোভাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ববিঘ্নরাশি দূর করিয়া গঙ্গার সন্নিহিত হইতে সমর্থ হয়। বাণিজ্য, দাস্য, মূল্যগ্রহণ বা অন্য কোন প্রসঙ্গে কামাসক্ত ব্যক্তিও যদি গঙ্গাস্নান করে, সেও স্বর্গে যায়। অনিচ্ছাক্রমে স্পর্শ করিলে অগ্নি যেমন দাহ করে, তদ্রূপ অনিচ্ছাক্রমে স্নান করিলেও গঙ্গা পাপ নষ্ট করেন। যতকাল গঙ্গাস্নান না করা হয়, তাবৎ সংসারে ঘুরিতে হয়, গঙ্গাস্নান করিলে, দেহীর আর সংসারকষ্ট অনুভব করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাজলে স্নান করে, সে মনুষ্যচর্ম্মাবৃত দেবতা, এ বিষয়ে সংশয় নাই। গঙ্গাস্নানার্থ বহির্গত হইয়া যদি পথিমধ্যে মৃত্যু হয়, ত সেই ব্যক্তিও নিঃসংশয় গঙ্গাস্নানফল প্রাপ্ত হয়। যাহারা গঙ্গার মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারাও অশেষ মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। হে বিষ্ণো! দুর্বুদ্ধি দুরাচার, কুতার্কিক এবং সংশয়াত্মা মানবগণ, মোহ বশতঃ গঙ্গাকে অন্য নদীর ন্যায় বিবেচনা করে। পূর্ব্বজন্মকৃত দান, তপস্যা, ব্রত নিয়মের প্রভাবে, মানবগণের ইহজন্মে গঙ্গার প্রতি

ক্ত হয়। ব্রহ্মা, গঙ্গাভক্তদিগের জন্য, ইন্দ্রাদি লোকে রমণীয়ভোগ-সম্পন্ন হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। অণিমাদি সিদ্ধিসমূহ, সিদ্ধির উপায় সকল, স্পর্শমণি প্রভৃতি বহুতর স্পর্শচিহ্ন, রত্নখচিত প্রাসাদাবলী এবং চিন্তামণিসমূহ, কলিকলুষভয়ে গঙ্গাজল মধ্যে অবস্থান করেন, এইজন্যই কলিকালে ইষ্টসিদ্ধিদায়িনী গঙ্গার সেবা করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার রাশির ন্যায়, বজ্রপাতভয়ে পর্ব্বতবৃন্দের ন্যায়, গরুড় দর্শনে সর্পকুলের ন্যায়, পবনাহত মেঘমালার ন্যায়, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের ন্যায়, সিংহদর্শনে পশুগণের ন্যায়, সকল পাপ, গঙ্গাদর্শনমাত্রে ম্রিয়মাণ হয়। উত্তম ঔষধ সেবনে রোগ সকল যেমন নষ্ট হয়, লোভাধিক্যে গুণরাশি যেমন বিলুপ্ত হয়, অগাধ হ্রদে অবগাহন করিলে গ্রীষ্মতাপসমূহ যেমন বিদূরিত হয়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যেমন তুলারাশি তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হয়, তদ্রূপ গঙ্গাজল স্পর্শনমাত্রে তৎক্ষণাৎ অসংশয়ে দোষরাশি বিদূরিত হয়। ক্রোধোদয়ে যেমন তপস্যা নষ্ট হয়, কামদোষে যেমন বিবেক বিলুপ্ত হয়, নীতির অভাবে যেমন লক্ষ্মী চলিয়া যান, অভিমানে যেমন বিদ্যা নাশ হয়, দম্ভ কৌটিল্য এবং মায়াবশে যেমন ধর্ম্মনাশ হয়, তদ্রূপ গঙ্গাদর্শন মাত্রেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। বিদ্যুৎস্ফুরণচঞ্চল দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যেব্যক্তি গঙ্গা সেবন করে, এ জগতে সে অতীব বুদ্ধিমান্। যে সব মনুষ্য নিস্পাপ, তাহারা পৃথিবীতেই গঙ্গাকে, সহস্র সূর্য্যসদৃশী পরমজ্যোতিঃস্বরূপা অবলোকন করে। পাপপ্রতিহতনেত্র নাস্তিকেরা গঙ্গাকে সাধারণজলপূর্ণা সাধারণ নদীর ন্যায় অবলোকন করে। আমি দয়া করিয়া জনগণের সংসার মোচন করিবার জন্য গঙ্গাতরঙ্গরূপে স্বর্গসোপান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছি। শ্রীমতী গঙ্গার তীরে, সকল কালই শুভ এবং সকল লোকই দানের পাত্র। সকল যজ্ঞের মধ্যে যেমন অশ্বমেধযজ্ঞ, সকল পর্ব্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, ব্রতসমূহের মধ্যে যেমন সত্য, দান সমুদায়ের মধ্যে যেমন অভয়দান, তপস্যার মধ্যে যেমন প্রাণায়াম, মন্ত্র সকলের মধ্যে যেমন প্রণব, ধর্ম্মের মধ্যে যেমন অহিংসা, সকল কাম্যবস্তুর মধ্যে যেমন লক্ষ্মী, বিদ্যাসমূহের মধ্যে যেমন অাত্মবিদ্যা, স্ত্রীলোকের মধ্যে যেমন গৌরী, হে পুরুষোত্তম! সকল দেবগণের মধ্যে যেমন তুমি এবং সকল পাত্রের মধ্যে যেমন শিবভক্ত প্রধান, তদ্রূপ সকল তীর্থের মধ্যে গঙ্গাতীর্থ ই শ্রেষ্ঠ! হে হরে! যে মহামতি, তোমাতে এবং আমাতে ভেদ জ্ঞান না করে, সে-ই শিবভক্ত, সে-ই মহাপাশুপত। এই পুণ্যবাহিনী গঙ্গা, পাপরূপ ধূলিপটলের উড্ডয়নকারিণী মহাবাত্যা; ইনি পাপপাদপচ্ছেদনে কুঠাররূপিণী এবং ইনি পাপদারুচয় দাহনে দাবানলস্বরূপা। নানারূপসম্পন্ন পিতৃগণ সর্ব্বদা এই সব গাথা কীর্ত্তন করেন, আমাদের বংশে কি গঙ্গাস্নায়ী কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; দীন, অনাথ এবং দুঃখীদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াও শ্রদ্ধা এবং বিধি সহকারে গঙ্গাস্নান করিয়া দেবতা, ঋষিগণের তর্পণ করিবার পর আমাদিগকে অঞ্জলিপূর্ণ জল প্রদান করিবে, শিব এবং বিষ্ণুর প্রতি সমদর্শী, ভক্তিসহকারে শিববিষ্ণুমন্দিরনির্ম্মাতা, শিববিষ্ণুমন্দিরমার্জ্জনাদিকারী সন্তান কেন আমাদের বংশে হয়। ইচ্ছাতেই হউক, আর অনিচ্ছাতেই হউক, গঙ্গায় মরিলে, কি মানব, কি তির্য্যক্‌জাতি প্রভৃতি যে-ই হউক না কেন, তাহার আর নরক দর্শন হয় না। যাহারা গঙ্গাতীরে থাকিয়া অন্য তীর্থের প্রশংসা করে এবং গঙ্গার প্রতি সমাদর করে না, তাহারা নরকে যায়। যে পুরুষাধম আমার, তোমার এবং গঙ্গার প্রতি দ্বেষ করে, সে আত্মীয় জনগণের সহিত ঘোর নরকে যায়! ষষ্টি সহস্র মদীয়গণ, সর্ব্বদা গঙ্গাকে রক্ষা করিতেছে; তাহারা অভক্ত এবং পাপিষ্ঠগণের গঙ্গাবাসে বিঘ্ন করিয়া থাকে। তাহারা, কাম, ক্রোধ, মহামোহ এবং লোভ প্রভৃতি নিশিত শরনিকর দ্বারা মানবগণের গঙ্গাবাসবুদ্ধি ছেদন করে এবং গঙ্গাবাস করিতেও দেয় না। যে ব্যক্তি গঙ্গা-

বাস করে, সে-ই মুনি, সে-ই পণ্ডিত এবং সেই ব্যক্তিকেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে কৃতার্থ জানিবে। একবার গঙ্গাস্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়, গঙ্গায় পিতৃতর্পণ করিলে, তাঁহাদিগকে নরকসাগর হইতে উদ্ধার করা হয়। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি এক মাস নিরন্তর গঙ্গাস্নান করে, সে ব্যক্তি যত দিন ইন্দ্র থাকেন, ততদিন, পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ইন্দ্রলোকে বাস করে। যে পুণ্যবান ব্যক্তি, নিরন্তর এক বৎসর গঙ্গাস্নান করে, সেই মানুষ, বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করে। যে মানব, যাবজ্জীবন প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে, তাহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে এবং দেহান্তে সে নির্ব্বাণমুক্তিই লাভ করে। গঙ্গাজলে, তিথি, নক্ষত্র, পর্ব্বাদি অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; গঙ্গাস্নান মাত্রেই সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, সুখসেব্য গঙ্গাতীর আশ্রয় না করে, সে পণ্ডিত হইলেও মূর্খ, শক্তিযুক্ত হইলেও অশক্ত। যদি গঙ্গাসেবাই না করা গেল, তবে, রোগশূন্য জীবনের ফল কি, বিস্তৃত সম্পত্তিরই বা প্রয়োজন কি এবং নির্ম্মল বুদ্ধিরই বা আবশ্যক কি? যে মানব, গঙ্গাপ্রতিমূর্ত্তির জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, সে বিবিধ প্রকার ভোগ করিয়া পরলোকে গঙ্গালোকে বাস করে। যাহারা সাদরে, নিত্য গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ধনদান দ্বারা পাঠককে সন্তুষ্ট করে, তাহাদিগের গঙ্গাস্নানফল হয়। যে ব্যক্তি, পিতৃগণের উদ্দেশে, গঙ্গাজল দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করায়, তাহার পিতৃগণ, মহানরকে থাকিলেও তৃপ্তিলাভ করে। আটবার মন্ত্রপূত সুগন্ধি বস্ত্রপূত গঙ্গাজল দ্বারা লিঙ্গের স্নান করানতে ঘৃত দ্বারা স্নান করান অপেক্ষা অধিক ফল, পণ্ডিতেরা ইহা বলেন। যে ব্যক্তি গঙ্গাজলের সহিত নিম্নলিখিত অষ্টবিধ দ্রব্য, সার্দ্ধ দ্বাদশ পল পরিমিত পাত্রে লইয়া তদ্দ্বারা সূর্য্যকে একবার মাত্র অর্ঘ্য প্রদান করে, সে, স্বীয় পিতৃগণের সহিত, অতি তেজস্বী বিমানযোগে গিয়া সূর্য্যলোকে সসম্মানে বাস করে। জল, গো-দুগ্ধ, কুশাগ্র, গব্য-ঘৃত, মধু, গব্যদধি, রক্ত করবীর এবং রক্তচন্দন এই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য সূর্য্যের অতীব সন্তোষপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে বিষ্ণো! অন্য জল অপেক্ষা গঙ্গাজলে কোটি গুণ ফল। যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি, স্বীয় শক্তি অনুসারে গঙ্গাতীরে দেবালয় নির্ম্মাণ করে, অন্য তীর্থ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা তাহার কোটিগুণ অধিক ফল হয়। অন্যত্র অশ্বত্থ, বট, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষরোপণে যে ফল হয় এবং অন্যত্র বাপী, কূপ, তড়াগ, পানীয়শালা, অন্নসত্র এবং পুষ্পবাটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় যে পুণ্য হয়, গঙ্গাদর্শনমাত্রে সে পুণ্য লাভ হয়, গঙ্গাস্পর্শে তদপেক্ষা অধিক পুণ্য। কন্যাদানে যে পুণ্য হয়, গোকে অন্নদান করিলে যে পুণ্য হয়, গণ্ডুষমাত্র গঙ্গাজল পানে তদপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। হে জনার্দ্দন! সহস্র চান্দ্রায়ণে যে পুণ্য হয়, গঙ্গাজলপানে তদপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হয়। হে হরে! ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানের অন্য কি ফল বলিব, অক্ষয় স্বর্গ অথবা নির্ব্বাণ মুক্তিই ইহার ফল। যে মানব, গঙ্গার পাদুকাযুগল নিত্য পূজা করে, তাহার দীর্ঘ আয়ু, পুণ্য, ধন, বহু পুত্র, স্বর্গ এবং মুক্তি লাভ হয়। হে হরে! গঙ্গার তুল্য, কলিকলুষনাশী তীর্থ আর নাই এবং অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সমান মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র আর নাই। যমকিঙ্করগণ, গঙ্গাস্নানরত মানবের দর্শনমাত্রেই সিংহদর্শনে মৃগগণের ন্যায় দশদিকে পলায়ন করে। গঙ্গাভজননিরত, গঙ্গাতীরবাসী মানবের যথোচিত পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। পবিত্র গঙ্গাতীরে, ভক্তিপূর্ব্বক, গো, ভূমি এবং সুবর্ণ দান করিলে, মানব দুঃখসঙ্কুল সংসারে আর জন্মগ্রহণ করে না। বস্ত্রদানে দীর্ঘ আয়ুঃ, পুস্তক দানে জ্ঞান, অন্নদানে সম্পত্তি এবং কন্যাদানে কীর্ত্তি লাভ হয়। হে হরে! অন্যত্র ব্রত, দান, জপ, তপ প্রভৃতি যে কর্ম্ম করা যায়, গঙ্গাতীরে করিলে তৎসমস্তই কোটি গুণাধিক হয়। হে বিষ্ণো! যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে যথাবিধি সবৎসা ধেনু দান করে, সে, কামধেনুদাতার ন্যায় পিতৃগণ, সুহৃদ্ বান্ধবগণ

সমভিব্যাহারে সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত এবং সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া ধেনু রোম-সম-সংখ্যক যুগ গোলোকে অথবা মদীয়লোকে দেবগণেরও অলভ্য নানাবিধ কামভোগ্য সমুদয় ভোগ করিবার পর, ধনধান্যসমৃদ্ধ, রত্নকাঞ্চনসম্পন্ন, শীলবিদ্যাসমন্বিত সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে। তথায় পুত্র-পৌত্র-সমন্বিত হইয়া বিপুল ভৌম ভাগ্যরাশি ভোগ করিবার পর পূর্ব্বজন্মবাসনাবশে কাশীধামে উত্তরবাহিনী গঙ্গার সমীপস্থ হইয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করত যথাকালে দেহান্ত হইলে, মুক্তি লাভ করে। গঙ্গাতীরে যষ্টি দণ্ড পরিমিত ভূভাগ যে ব্যক্তি দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর; হে হরে! সেই ব্যক্তি, উক্ত ভূভাগের ত্রসরেণু সমসংখ্যক যুগ, ইন্দ্রচন্দ্রলোকে, হৃদয়প্রিয় ভোগ্যনিচয় ভোগ করিবার পর, মহাধর্ম্মপরায়ণ সপ্তদ্বীপাধিপতি হইয়া নরকস্থ সকল পিতৃগণকে স্বর্গে নীত করে এবং স্বর্গস্থ সকল পিতৃগণকে মুক্তিলাভ করাইয়া সেই মহাতেজাঃ স্বয়ং অন্তে জ্ঞানাসি দ্বারা পাঞ্চভৌতিক অবিদ্যা ছেদন পুরঃসর, পরম বৈরাগ্য লাভ করত উত্তম যোগযুক্ত হইয়া অথবা অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম ব্রহ্ম লাভ করে। হে হরে! হে বিষ্ণো! যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে অশীতি রত্তিকা পরিমিত অত্যুজ্জ্বল-বর্ণসম্পন্ন সুবর্ণও, বর্ণশ্রেষ্ঠকে দান করে, সে ব্যক্তি, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী সর্ব্বলোকে সর্ব্বপূজিত এবং সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া মণিকাঞ্চনখচিত সর্ব্বগামী শুভ বিমানে অধিষ্ঠান করত মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত মনোহর ভোগ্যসমূহ ভোগ করে, অনন্তর, জম্বুদ্বীপে প্রতাপসম্পন্ন একচ্ছত্রী রাজা হইয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্র লাভ করত নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়। জন্মনক্ষত্রে ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে আজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি হইতে ক্ষণমধ্যে মুক্তিলাভ হয়। বৈশাখ, কার্ত্তিক এবং মাঘ মাসে গঙ্গাস্নান দুর্লভ; অমাবস্যায় গঙ্গাস্নানে শতগুণ, সংক্রান্তিতে সহস্র গুণ, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে লক্ষগুণ এবং ব্যতীপাতে অনন্ত ফল হয়। বিষুব সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানে অযুত গুণ, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে দশলক্ষ-গুণ ফল হয়। সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ এবং রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ হইলে চূড়ামণিযোগ হয়, চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নানে অসংখ্য ফল। হে বিষ্ণো! স্নান, দান, জপ, হোম—এই গঙ্গাতীরে চূড়ামণিযোগে—যাহা যাহা করিবে, তৎসমস্তই অক্ষয়। শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে, ব্রহ্মঘাতীও শুদ্ধি লাভ করে, অন্য পাতকীর কথা কি আর বলিতে হইবে? কৃমি কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যে প্রাণী গঙ্গাতীরে মৃত হয় এবং যে সকল বৃক্ষ তীর হইতে গঙ্গায় পড়িয়া বিনষ্ট হয়, তাহারাও পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে হরে! গরুড়ধ্বজ! জ্যৈষ্ঠ মাস, শুক্লপক্ষ, হস্তানক্ষত্র-যুক্ত দশমী তিথিতে, সুবুদ্ধি নর অথবা নারী, গঙ্গাতীরে ভক্তিভাবে নিশায় জাগরণ করিবে এবং দিবসে দশবিধ সুগন্ধ পুষ্প, নৈবেদ্য, দশবিধ ফল, দশ প্রদীপ এবং দশাঙ্গ ধূপ দ্বারা যথাবিধি শ্রদ্ধাসহকারে দশবার গঙ্গাপূজা করিবে। দশ প্রসৃতি সঘৃত তিল গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে; নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠকপূর্ব্বক গুড়শক্তুময় দশ পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে 'নমঃ শিবায়ৈ,' অনন্তর 'নারায়ণ্যৈ,' তারপর 'দশহরায়ৈ' শেষে 'গঙ্গায়ৈ' এই মন্ত্রের সর্ব্বশেষে স্বাহা এবং সর্ব্বপ্রথমে প্রণব যোগ করিবে, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ বিংশত্যক্ষর মন্ত্র হইবে! পূজা, দান, জপ, হোম, এই মন্ত্র দ্বারাই হইবে। পঞ্চামৃত দ্বারা বিশোধিতা গঙ্গাদেবীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর তাঁহার ধ্যান করিবে। গঙ্গা চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, নদনদীসেবিতা, তাঁহার শরীরযষ্টিতে লাবণ্যামৃত খেলিয়া বেড়াইতেছে; তাঁহার উত্তম চতুর্ভুজে পূর্ণকুম্ভ, শুক্লপদ্ম, বর এবং অভয় বিরাজমান। তিনি অযুত শশধর-সদৃশী, অতীব সৌম্যাকৃতি, তিনি চামরব্যজন-বীজিতা এবং শ্বেতচ্ছত্রশোভিতা। তিনি অমৃতসেকে মহীতল প্লাবিত করিতেছেন, দিব্যগন্ধ তাঁহার পাদযুগল ত্রৈলোক্যবাসীর পূজিত, মহর্ষিগণ

উত্তমরূপে তাঁহার স্তব করিতেছেন। ধ্যানান্তে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা ধূপ-দীপাদি উপহার দ্বারা গঙ্গাপূজা করিয়া প্রতিমার অগ্রে অক্ষত এবং চন্দন দ্বারা নির্ম্মিত আমার, তোমার, ব্রহ্মার, সূর্য্যের, হিমালয়ের এবং ভগীরথের প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিবে। অনন্তর, দশ জন ব্রহ্মাণকে সাদরে দশপ্রস্থ তিল দিবে। পল, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক এবং দ্রোণ এই সব পরিমাণপাত্র, ধান্য-পরিমাণানুসারে, এতৎসমস্ত যথাক্রমে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে) চারগুণ করিয়া বড়। মৎস্য, কচ্ছপ, মণ্ডুক, মকর প্রভৃতি জলচর জন্তু, হংস, কারণ্ডব, বক, চক্রবাক, টিটিভ এবং সারস পক্ষী সকল, শক্তি-অনুসারে, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা পিষ্টক দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া তৎসমস্ত গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পূজক, গঙ্গাতে তাহা নিক্ষেপ করিবে। বিত্ত-শাঠ্য-বিবর্জ্জিত হইয়া যথাবিধি এইরূপ করিয়া উপবাসী থাকিলে, বক্ষ্যমাণ দশপাপ হইতে মুক্তি-লাভ করে। অদত্তবস্তুর গ্রহণ, অবৈধ হিংসা এবং পরদারসেবা, কায়িকপাপ এই ত্রিবিধ। পরুষবচন, মিথ্যা কথা, সর্ব্বপ্রকার পৈশুন্য এবং অসম্বদ্ধ বাক্যপ্রয়োগ এই চতুর্ব্বিধ বাচিকপাপ। পরদ্রব্যের প্রতি অভিধ্যান, মনে মনে অনিষ্টচিন্তা এবং অসত্য বস্তুর প্রতি একান্ত আসক্তি, এই ত্রিবিধ মানসপাপ। হে গদাধর! দশজন্মার্জ্জিত এই দশবিধ পাপ হইতে (এই কর্ম্ম-ফলে) সত্য সত্যই মুক্তি-লাভ হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। আর (এই দশমীকৃত্যফলে) দশজন পূর্ব্বপুরুষ এবং দশ-জন অধস্তন-পুরুষকে নরকোত্তীর্ণ করে। (পূজান্তে) গঙ্গার নিকট এই বক্ষ্যমাণ স্তব পাঠ করিবে; "শিবা শিবদা গঙ্গাকে বারংবার নমস্কার, হে বিষ্ণুরূপে! তোমাকে নমস্কার, হে ব্রহ্মস্বরূপিণি! তোমাকে নমস্কার, হে রুদ্র-রূপিণি! তোমাকে নমস্কার; শঙ্করি! তোমাকে বারবার নমস্কার। হে সর্ব্বদেবস্বরূপিণি! ভবরোগের ঔষধরূপে! তোমাকে নমস্কার! তুমি সকলেরই সর্ব্ববিধ রোগে, বৈদ্যশ্রেষ্ঠা; তোমাকে নমস্কার; হে চরাচরবিষবিনাশিনি! তোমাকে নমস্কার। হে সংসারবিষনাশিনি! জীবনরূপে! তোমাকে নমস্কার; তুমি ত্রিতাপ-হন্ত্রী, জীবনের ঈশ্বরী, তোমাকে বারবার নমস্কার। হে শান্তিসমূহসম্পাদনকারিণি! শুদ্ধরূপে! তোমাকে নমস্কার; হে সর্ব্বশুদ্ধি-বিধায়িনি! তোমার মূর্ত্তি পাপসমূহের শত্রু, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভোগ-মোক্ষপ্রদায়িনী মঙ্গলদাত্রী; তোমাকে বারবার নমস্কার। হে ভোগবতি! তুমি ভোগোপভোগদায়িনী; তোমাকে নমস্কার! হে মন্দাকিনি! তোমাকে নমস্কার; হে স্বর্গদায়িনি। তোমাকে বারবার নমস্কার। হে ত্রৈলোক্যভূষণস্বরূপে! তোমাকে নমস্কার, হে ত্রিপথগে! তোমাকে বার বার নমস্কার; হে ত্রিশুক্লসংস্থে! হে ক্ষমাবতি! তোমাকে বার বার নমস্কার; হে গার্হপত্য, দক্ষিণ এবং আহবনীয় নামক অগ্নিত্রয়ের অধি-ষ্ঠানক্ষেত্রে! তেজোবতি! তোমাকে বারংবার নমস্কার। তুমি নন্দা, তুমি শিবলিঙ্গধারিণী, তোমার স্বরূপ সুধাধারাময়, তোমাকে নমস্কার; তুমি বিশ্বমুখ্যা রেবতী, তোমাকে বারবার নমস্কার। হে বৃহতি! তোমাকে নমস্কার; হে লোকধাত্রি! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্ব-মিত্রে। তোমাকে নমস্কার; হে নন্দিনি! তোমাকে বার বার নমস্কার। হে পৃ! হে পৃথ্বি শিবামৃতে! হে নির্ম্মলসলিলে। হে সুবৃষে! (উত্তম ধর্ম্মরূপে) তোমাকে বার বার নমস্কার। তুমি ব্রহ্মাদি পরম দেবগণ এবং অস্মাদাদি অপর ব্যক্তিবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবৃতা, তুমি তারা, তোমাকে বারবার নমস্কার। হে পাশজাল-চ্ছেদিনি! সর্ব্বাত্মিকে! তোমাকে নমস্কার, হে শান্তে! বরিষ্ঠে! বরদে! তোমাকে বার বার নমস্কার। হে উগ্রে! সুখভোগকারিণি! সংজীবিনি! তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মিষ্ঠা মুক্তিদায়িনী এবং পাপনাশিনী, তোমাকে নমস্কার। হে প্রণতার্ত্তিহারিণি! জগন্মাতঃ! তোমাকে নমস্কার। হে মঙ্গলে! তুমি নিখিল বিপদের শত্রু, তোমাকে বার বার নমস্কার।

হে শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণকারিণি! হে সকলের আর্ত্তহারিণি! নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার। হে নির্লেপে! হে দুর্গহন্ত্রি! হে দক্ষে! হে নির্ব্বাণদায়িণি! গঙ্গে! কার্য্যকারণ-স্বরূপা তোমাকে বার বার নমস্কার। গঙ্গে! তুমি! আমার সম্মুখে থাক; গঙ্গে! আমার পশ্চাতে অবস্থান কর; গঙ্গে! আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী হয়; গঙ্গে! তোমাতে আমার স্থৈর্য্য হউক। হে পৃথিবীস্থিতে! শিবে! আদিতে করুণরূপে, অন্তে অবধিরূপে এবং মধ্যে এই বিশ্বরূপে অবস্থিতা, অতএব তুমিই সব, তুমিই মূলপ্রকৃতি, তুমিই পরমপুরুষ, হে গঙ্গে! তুমি পরমাত্মা শিব; হে শিবে। তোমাকে নমস্কার। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, কিংবা শ্রবণ করে, সে, কায়িক, বাচিক এবং মানসিক দশবিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, রোগী রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে, বিপন্ন ব্যক্তি বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করে, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, ভীতব্যক্তি ভয়মুক্ত হইয়া থাকে। (এই স্তবপাঠশ্রবণফলে) তাহার সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয় এবং পরকালে সেই ব্যক্তি দিব্য বিমানারোহণে দিব্য স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক বীজিত হইয়া স্বর্গে গমন করে। এই স্তোত্র লিখিত হইয়া যাহার গৃহে স্থাপিত হয়, তাহারও অগ্নিভয়, চৌরভীতি এবং সর্পাদিভীতি কদাচ থাকে না। জ্যৈষ্ঠমাস, শুক্লপক্ষ, হস্তানক্ষত্র-যুক্ত দশমী বুধবার যোগে ত্রিবিধ পাপ হরণ করে। দরিদ্রই হউক আর অক্ষমই হউক, যে ব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত বিধান ক্রমে যত্নপূর্ব্বক গঙ্গাপূজা করিয়া সেই দশমী তিথিতে গঙ্গাজলে অবস্থিতি হইয়া দশবার এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহারও পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ হয়। গৌরীও যেমন গঙ্গাও তেমন, অতএব, গৌরীপূজার যে বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে, গঙ্গাপূজাতেও সেই বিধির সম্যক্ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আমি যেমন, তুমি তেমন, তুমি যেমন, উমা তেমন, উমা যেমন, গঙ্গা তেমন, এই চারিরূপে কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি হরিহরে ভেদ, লক্ষ্মী-দুর্গায় ভেদ, অথবা গঙ্গাদুর্গায় ভেদ কীর্ত্তন করে, সে মূঢ়বুদ্ধি।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

গঙ্গামহিমা।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! আমি আত্ম-সংশয়াপনোদনের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে ত্রিকালজ্ঞান-বিচক্ষণ! যদি কষ্ট না হয় ত বলুন—চক্রপুষ্করিণীতীরে বিষ্ণু যখন তপস্যা করেন, তখন ভগীরথ রাজা কোথায় এবং ভাগীরথীই বা কোথায়? হে সততনির্ম্মলে! বিশালাক্ষি! এবিষয়ে সন্দেহ করিও না। শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের কথাই কথিত হয়। ভবিষ্যতে অতীতবৎ; বর্ত্তমানে ভূতবৎ ব্যবহারও হইয়া থাকে। অতএব ব্যর্থ সংশয় করিও না। এই বলিয়া শিব, পুনরায় গঙ্গা মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন। অগস্ত্য বলিলেন, হে পার্ব্বতী-নন্দন! তখন দেবাদিদেব, হরির নিকট গঙ্গা-মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বলুন। স্কন্দ বলিলেন, হে মুনে! হে মৈত্রাবরুণি! দেবদেব, পাতকাপহ গঙ্গা-মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, পিতৃগণকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করে। গঙ্গাতীরে, মনুষ্যেরা পিতৃকার্য্যার্থ যত তিল গ্রহণ করে, তত সহস্র বৎসর পিতৃগণ স্বর্গবাসী হন। যেহেতু গঙ্গাতে দেবগণ, পিতৃগণ সদা অবস্থিত; এইজন্য তথায় তাঁহাদিগের আবাহন বিসর্জ্জন নাই। পিতৃবংশে মত ব্যক্তিসমূহ, মাতৃবংশে মৃত ব্যক্তিসমূহ, গুরু, শ্বশুর এবং বন্ধুকুলে মৃত ব্যক্তিসমূহ, মৃত্যুপ্রাপ্ত অন্যান্য বান্ধব, আর দন্ত উদ্গমের পূর্ব্বে মৃত, গর্ভে মৃত, অগ্নিদাহমৃত, বিদ্যুৎপাতহত, চৌরনিহত, ব্যাঘ্রনাশিত, অন্যান্য দংষ্ট্রি-নিপাতিত, উদ্বন্ধনমৃত, পতিত, আত্ম-

ঘাতী, আত্মবিক্রয়ী, চৌর. অযাজ্যযাজক, রসবিক্রয়ী, পাপরোগী, অগ্নিদাতা (গৃহে আগুণ দেয় যাহারা) বিষদাতা এবং গোঘাতী এই এই প্রকার স্বীয় বংশসম্ভূত ব্যক্তি, আর যাহারা অসিপত্রবন নরকে নিপতিত, কুম্ভীপাক নরকে অবস্থিত, রৌরব, অন্ধতামিস্র কিংবা কালসূত্র নরক প্রাপ্ত, যাহারা স্ব স্ব কর্ম্মানু-সারে বহুসহস্র জন্ম ঘূর্ণ্যমান, যে অসংখ্য ব্যক্তিগণ, নির্দ্দিষ্ট পক্ষী, মৃগ, কীট, বৃক্ষ, বীরুধ প্রভৃতি জন্মপ্রাপ্ত, যাহারা অতি নিকৃষ্ট, ঘোর-তর যমকিঙ্করগণ যাহাদিগকে যমলোকে লইয়া গিয়াছে, যাহারা বান্ধব নহে, যাহারা বান্ধব, যাহারা অন্য জন্মে বান্ধব, যাহারা অজ্ঞাতনামা এবং যাহারা অপুত্রক, এই এইরূপ স্বগোত্র-সম্ভূত ব্যক্তিগণ, আর বিষ-হত, শৃঙ্গিবিনাশিত, কৃতঘ্ন, গুরুঘ্ন, মিত্রদ্রোহী, স্ত্রীঘাতী, বালঘাতী, বিশ্বাসঘাতী, অসত্যপরায়ণ, হিংসানিরত, সর্ব্বদা পাপরত, অশ্ববিক্রয়ী, পরদ্রব্যাপহারী, অনাথ, কৃপণ, দীনহীন এবং মনুষ্যজন্ম লাভে অসমর্থ ব্যক্তিগণও যথাবিধি গঙ্গাজল দ্বারা একবার মাত্র মনুষ্যকর্তৃক তর্পিত হইলে, স্বর্গলাভ করে, আর স্বর্গবাসিগণ তর্পিত হইলে মুক্তিলাভ করে। "পিতৃবংশে মৃতা যে চ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃ-তর্পণ, শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান করে, এ জগতে সে ব্যক্তি বিধিজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। ত্রৈলোক্যে যে কোন কাম্যপ্রদ তীর্থ আছে, তৎসমস্তই কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার সেবা করে। গঙ্গা সর্ব্বত্রই পাবনী, ব্রহ্মহত্যাদি-পাপনাশিনী; হে বিষ্ণো! যথায় তিনি উত্তরবাহিনী, সেই কাশীতে বিশেষতঃ। দেবগণ, ঋষিগণ, এবং পিতৃগণ এই গাথা কীর্ত্তন করেন, কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গা আমাদের যেন নয়নপথ-বর্ত্তিনী হন। সেই উত্তরবাহিনী গঙ্গার জলে সন্তপ্ত এবং ত্রিতাপবর্জ্জিত হইয়া, বিশ্বনাথ প্রসাদে যেন মুক্তিলাভ করি। হে হরে! কেবল গঙ্গাই মুক্তিদায়িনী, এই প্রকার নিশ্চয় সর্ব্বত্র; আমার (শিবের) অধিষ্ঠানগৌরবে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ত বিশেষ ফল হয়। ঘোর কলিযুগ জানিয়া গঙ্গাভক্তি গোপন করা হইয়াছে। একমাত্র মুক্তিপথপ্রদর্শিনী গঙ্গাকে জনগণে প্রাপ্ত হয় না। অনেক নিযুত জন্ম বহুযোনিতে ভ্রমণশীল কোন্ দেহী, গঙ্গাভক্তি ব্যতীত নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে? হে বিষ্ণো! পাপবিক্ষিপ্তচেতাঃ সংসাররোগী অল্পবুদ্ধি মানবগণের গঙ্গাই পরম ঔষধ। হে হরে! যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে, দেবালয় কি ঘাটের ভাঙ্গাফুটা মেরামত করাইয়া দেয়, আমার লোকে তাহার অক্ষয় সুখ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরার্থ কি স্বার্থ, গঙ্গাগমনে উদ্দেশ করিয়া পরে মোহপ্রযুক্ত গমন না করে, সে পিতৃগণের সহিত পতিত হয়। হে হরে! যে দেহিগণের সমগ্র কার্য্য গঙ্গাজল দ্বারা হয়, তাহারা ভূমিতলস্থ মর্ত্ত্য হইলেও দেবতা। যে ব্যক্তি বহু পাপসঞ্চয় করিবার পর, চরম বয়সে গঙ্গা সেবন করে, সে ব্যক্তিও শুভ গতি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদিগের অস্থি গঙ্গাজলে যত কাল থাকে, তত সহস্র বৎসর, স্বর্গলোকে সাদরে বাস করিয়া থাকে।

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, হে ত্রিলোক-হিতকারিন্! দেবদেব! প্রভো! জগৎপতে! নির্ম্মল গঙ্গা-জলে যদি অপমৃত্যুহত দুর্বৃত্ত দুরাত্মার অস্থি দৈবাৎ পতিত হয়, ত তাহার পরম গতি হয় কিনা? হে ঈশ্বর! তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর বলিলেন, হে অধোক্ষজ! এ বিষয়ে বাহীক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ইতিহাস কীর্ত্তন করিব, একমনে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ দেশে, বাহীক নামে এক, যজ্ঞসূত্রমাত্রধারী লবণবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ ছিল। স্নান, সন্ধ্যা, বেদাক্ষরজ্ঞান তাহার কিছুই ছিল না। সেই বাহীকের গৃহে গৃহিণী ছিল, এক বিধবা তন্তুবায়-পত্নী। নাথ! একদা কলিঙ্গদেশ অত্যন্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত হইলে, সেই শূদ্রী, জীবনধারণের উপায় না পাইয়া পতির সহিত সে দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে। ক্ষুধায় কাতর নিঃসহায় বাহীক, পথে দণ্ডকারণ্যের

মধ্যে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। এক গৃধ্র, তাহার বামপদ লইয়া উড্ডীন হয়, মাংসাশী অন্য গৃধ্রের সহিত আকাশে তাহার যুদ্ধ হয়। আমিষাভিলাষী গৃধ্রদ্বয় পরস্পর জয়ে উদ্যত থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত গৃধ্রের চঞ্চুপুট হইতে বামগুল্‌ফ নিম্নে পতিত হইল। গৃধ্রদ্বয় যুদ্ধ করিতে থাকিলে, ব্যাঘ্র-ব্যাপাদিত সেই বাহীক বিপ্রের পাদগুল্‌ফ দৈবযোগে গঙ্গার মধ্যে পতিত হয়। এদিকে যে ক্ষণে অরণ্যগত বাহীক বিপ্র, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই ক্ষণেই সে, পাশপাণি যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছিল। বাহীক, কসাতাড়িত, মর্ম্মভেদক আরাস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ব্যথিত হইয়া মুখ দিয়া রুধির বমন করত যমদূতগণ কর্ত্তৃক যমসমীপে নীত হয়। হে শ্রীপতে! অনন্তর যমরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া শীঘ্র বল।" অনন্তর হে হরে! সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বসময়ের সর্ব্বকর্ম্মাভিজ্ঞ বিচিত্র-বুদ্ধি চিত্রগুপ্ত, যমুনাভ্রাতা শমন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত দ্বিজ বাহীকের আজন্ম অশুভকর্ম্ম তাঁহার নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে কেহ ইহার গর্ভা-ধানাদি সংস্কার কার্য্য করে নাই; ইহার অজ্ঞ পিতা গর্ভপাপশমনহেতু সমস্ত জীবনের সুখকর, জাতকর্ম্মও করে নাই; যে নামাকরণ বিধানে বালক সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়, একাদশ দিনে বিধিপূর্ব্বক ইহার সেই নামাকরণও করা হয় নাই; ইহার মন্দবুদ্ধি পিতা, বিদেশগমন-নিবারক বিধিপূত নিষ্ক্রামণসংস্কারও চতুর্থমাসে শুভতিথি, শুভ নক্ষত্রাদিতে করে নাই। হে যমরাজ! যে কর্ম্মপ্রভাবে সর্ব্বদা মিষ্ট ভোজন করিতে পাওয়া যায়, সেই অন্নপ্রাশনও ষষ্ঠমাসে কৃত হয় নাই। যে কর্ম্ম করিলে, কেশচয় সুস্নিগ্ধ এবং কুসুমবর্ষী হয়, সেই চূড়াকরণ সংস্কারও কুলাচারানুসারী বৎসরে করা হয় নাই। কর্ণযুগল যদ্দ্বারা সুশ্রবণসম্পাদক এবং সুবর্ণগ্রাহী হয়, সেই কর্ণবেধ কার্য্যও শুভ সময়ে ইহার পিতা করে নাই। হে বিষ্ণুরূপ যম! ব্রহ্মচর্য্যের বৃদ্ধি এবং বেদগ্রহণের হেতুভূত উপ-নয়ন সংস্কারও অষ্টম বৎসর অতীত হইলে হইয়াছিল না। যে কর্ম্ম করিলে পর পরমাশ্রম গার্হস্থ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, সেই সমাবর্ত্তন কার্য্যও ইহার পিতা করে নাই। অনন্তর কুল-ত্যাগিনী অধ্বচারিণী কোন বৃষলীকে যে কোন প্রকারে এই দ্বিজ বিবাহ করে। এই পর-দারাপহারী বৃষলীপতি, পঞ্চম বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পরস্বাপহারী, দুরাচার এবং দ্যূতক্রীড়াসক্ত হয়। এই দ্বিজ, লবণখনির নিকটে থাকিবার সময়, একদা দৃঢ়দণ্ড প্রহারে একটী এক বৎসরের গোরুকে মারিয়া ফেলিয়া-ছিল, গোরুটী ইহার লবণ লেহন করিতেছিল। এই ব্যক্তি, বহু বার মাতাকে পদাঘাত করি-য়াছে, পিতার বাক্যপালন কখন করে নাই। এই কলহপ্রিয় দুর্ম্মতি, (আত্মহত্যার অভি-প্রায়ে) বহু বার বিষভক্ষণ করিয়াছে, পরকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবে বলিয়া, আপনি আপ-নার উদর বিদারণ করিয়াছে এবং ক্রীড়া কলহ মাত্রেও ধুস্তূর করবীরাদি উপবিষ সকল বহুবার ভোজন করিয়াছে। হে সূর্য্যপুত্র! এই শিষ্ট-নিন্দিত দুষ্ট পাপিষ্ঠ (আত্মঘাতাদির জন্য) স্বেচ্ছাক্রমে) অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে, কুক্কুরভক্ষিত হইয়াছে, শৃঙ্গিগণ কর্ত্তৃক শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা বহু স্থলে বিদীর্ণ হইয়াছে, সর্পগণ কর্ত্তৃক অতীব দষ্ট হইয়াছে, কাষ্ঠ, ইষ্টক, এবং লোষ্ট্র দ্বারাও আপনার অনিষ্ট সাধন সদাসর্ব্বদা করিয়াছে। সাধুগণ, সর্ব্বদা যে মস্তকের বহুবার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এই দুরাত্মা বারংবার সেই মস্তক কুট্টন করিয়াছে। এই মন্দ ব্রাহ্মণ, গায়ত্রীও জানে নাই; এই দুর্ব্বুদ্ধি, একাকী ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্য-মাংস ভোজন করিয়াছে। এই ব্যক্তি, নিজের জন্য বহুবার পায়স পাক করিয়াছে। এই মূঢ়, সতত লাক্ষা, লবণ, মাংস দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, বিষ, লোহ, অস্ত্র, দাসী, গো, অশ্ব, কেশ এবং চর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছে। এই দুরাত্মার দেহ শূদ্রান্নপুষ্ট; এ ব্যক্তি, পর্ব্বে এবং

দিনে মৈথুন করিত এবং দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ। এই ব্যক্তি শতাধিক মৃগপক্ষী বধ করিয়াছে, অকারণ বৃক্ষচ্ছেদন করিয়াছে, ইহার চিত্ত সতত নির্দ্দয়। নিত্য নিজবন্ধুজনেরও উদ্বেগ উৎপাদন করিত, সর্ব্বদা মিথ্যা কথা, সর্ব্বদা হিংসা ইহার কার্য্য। এ কখন দান করে নাই, পিশুনতা ইহার ধর্ম্ম; এবং শিশ্ন ও উদরই ইহার সার। হে সূর্য্যনন্দন! অধিক কি বলিব, এই ব্যক্তি সাক্ষাৎ পাপমূর্ত্তি; রৌরব অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অতিরৌরব, কালসূত্র, কৃমিভক্ষ, পূয়শোণিতকর্দ্দম, ঘোরতর অসিপত্রবন, যন্ত্রপীড়, সুদংষ্ট্র, অধোমুখ, পূতিগন্ধ বিষ্ঠাগর্ত্ত, শ্বভোজন, সূচীভেদ্য, সন্দংশ, লালা-ভক্ষ এবং ক্ষুরধার, এই সকল প্রত্যেক নরকে এককল্প কাল ইহাকে নিপাতিত করুন। ধর্ম্ম-রাজ, চিত্রগুপ্তমুখে ইহা শ্রবণপূর্ব্বক সেই দুরাচার ব্রাহ্মণকে ভৎর্সনা করিয়া ভ্রূভঙ্গী দ্বারা কিঙ্করগণকে আদেশ করিলেন। তখন যে স্থানে পাপিগণের উচ্চ আর্ত্তনাদ হইতেছে, কিঙ্করেরা বাহীককে বন্ধন করিয়া, সেই লোমহর্ষণ নরকালয়ে লইয়া গেল। ঈশ্বর কহিলেন, বাহীক, অতি তীব্র যাতনা মধ্যে অবস্থিত হইলে, গৃধ্রমুখ হইতে তৎক্ষণ-পুণ্য-ফল-সম্পা-দক নির্ম্মল গঙ্গাজলে, উক্ত দুই দ্বিজের পাদ-গুল্ফ পতিত হয়। হে হরে! তৎকালেই ঘণ্টাবিলম্বিত বহু-দিব্যরমণী-পরিবৃত বিমান দেবলোক হইতে আসিল। হে হরে! গঙ্গায় অস্থিপতন প্রযুক্ত দ্বিজ বাহীক, দিব্যগন্ধানু-লিপ্ত এবং বেশধারী হইয়া দেবযানে আরো-হণপূর্ব্বক, অপ্সরোগণের ব্যজনবাত ভোগ করত স্বর্গভবনে গমন করিল স্কন্দ বলিলেন, হে কুম্ভসম্ভব! অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় এই বস্তু-শক্তির বিচার। এই গঙ্গা সদাশিবের দ্রব-রূপিণী অনির্ব্বচনীয়া পরমাশক্তি। করুণামৃতপূর্ণ দেবদেব শম্ভু, জগদুদ্ধারের জন্য এই গঙ্গা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। জগতে জলপূর্ণ অন্যান্য যে সহস্র সহস্র নদী আছে, ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গাকে সজ্জনেরা সেরূপ বিবেচনা করিবেন না। হে মুনে! গঙ্গাধর শিব, দয়া করিয়া বেদাক্ষর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক, তদীয় দ্রব্য দ্বারা এই গঙ্গা নির্ম্মাণ করেন। শঙ্কর, সর্ব্ব-প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিয়া যোগোপনিষদের সার আকর্ষণপূর্ব্বক এই সরিদ্বরাকে নির্ম্মাণ করেন। যে যে দেশে গঙ্গা নাই, সে সকল দেশ, চন্দ্রহীন রাত্রি এবং পুষ্পহীন বৃক্ষের তুল্য। হে হরে! গঙ্গাপ্রবাহ-বিহীন দিগ্দেশ সমস্তই নীতিহীন সম্পত্তি এবং দক্ষিণাহীন যজ্ঞের তুল্য। যে যে দিকে গঙ্গা নাই, তৎসমস্ত সূর্য্যহীন গগনাঙ্গন, নিশায় দীপহীন গৃহ এবং বেদহীন ব্রাহ্মণের সদৃশ। যে ব্যক্তি শরীর-শোধক সহস্র চান্দ্রায়ণ করে এবং যে ব্যক্তি গঙ্গাজল পান করে, এতদুভয় ব্যক্তির মধ্যে গঙ্গাজলপানকর্ত্তাই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি (তপস্যায়) শত সহস্র বৎসর একপাদে অবস্থিতি করে, আর যে ব্যক্তি এক বৎসর গঙ্গাজল পান করে, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে গঙ্গাজলপান কর্ত্তাই শ্রেষ্ঠ। হে হরে! যে মানব, বহু শত বৎসর অধঃশিরা হইয়া লম্বমান থাকে, তদপেক্ষা গঙ্গার বালুকায় যে শয়ন করে, সেই শ্রেষ্ঠ। এই কলিকালে পাপতাপতপ্ত প্রাণিগণের পাপ-তাপ হরণ, জাহ্নবী গঙ্গা যেরূপ করেন, সেরূপ অন্য কেহ করিতে পারে না। গরুড়দর্শন মাত্রে, ফণিগণ যেমন নির্ব্বিষ হয়, তদ্রূপ গঙ্গাদর্শন-মাত্রে পাপরাশি নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। যে মানব, গঙ্গাতীরসম্ভূত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করে, সে নিশ্চয়ই তমোনাশের জন্য সূর্য্যমণ্ডল ধারণ করিয়া থাকে। ব্যসনাক্রান্ত, দরিদ্র এবং পাপী ব্যক্তির, গঙ্গাই কেবল গতি, অন্য প্রকারে আর গতি নাই বলিয়া কথিত হইয়াছে। মাহাত্ম্য শ্রবণ, স্নানাদিতে একান্ত কামনা, দর্শন, স্পর্শ, জলপান এবং অবগাহন করিলে গঙ্গা, পুরুষের কুলদ্বয় উদ্ধার করেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। গঙ্গার নামাদি কীর্ত্তন, দর্শন, স্পর্শ, গঙ্গাজলপান এবং অবগাহনে পুণ্যসঞ্চয় এবং পাপক্ষতি দশগুণ করিয়া অধিক হয়। গঙ্গায় গমন করিলে, যে ফল পাওয়া যায়, পুত্র

ধন এবং সৎকর্ম্ম প্রভৃতি অন্য উপায়েও সে ফলপ্রাপ্তি হয় না। যাহারা শক্তিসত্ত্বেও মুক্তি-প্রসবিনী গঙ্গায় স্নান না করে, তাহারা জন্মান্ধ, তাহারা পঙ্গু এবং জীবন্মৃত। হে হরে! গঙ্গা-মাহাত্ম্যপ্রকাশিনী নিশিতার্থপ্রতিপাদিকা শ্রুতি শ্রবণ কর। এই শ্রুতি শ্রবণ করিলে মানব-প্রধান, গঙ্গা আশ্রয় করে। সেই শ্রুতির অর্থ এই,—"লক্ষ্মীপ্রদায়িনী মধুমতী,পয়স্বিনী অমৃত-রূপা উর্জ্জস্বতী স্বর্গসম্ভূতা গঙ্গাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারা স্বর্গ অথবা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ঋষিসেবিতা অতিপুণ্যপ্রবাহিণী পুরাতনী বিষ্ণুপদী জাহ্নবীকে যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে মনে মনে আশ্রয় করে, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করে। মাতা যেমন পুত্রদিগকে সুখে রাখেন, তদ্রূপ এই সমস্ত লোককে যে সর্ব্বগুণশালিনী গঙ্গা স্বর্গসুখভোগী করেন, ইষ্ট ব্রহ্মলোকগমনে অভিলাষী ব্যক্তিগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই গঙ্গার সেবা করিবে। আত্মশুদ্ধিকাম ব্যক্তি, দেবগণ-সেবিতা কার্ত্তিকেয়-জনয়িত্রী ইরাবতী (ভূমিবাক্য এবং লক্ষ্মী যিনি দান করেন) শিষ্ট-সেব্যা অমৃতস্বরূপিণী ব্রহ্মকান্তা বিশ্বরূপা গঙ্গাকে আশ্রয় করিবে।" মানব, ব্রহ্মচারী এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া গঙ্গায় স্নান করিলে নিষ্পাপ হয় এবং বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। অশুভ-কর্ম্মগ্রস্ত, মহাসমুদ্রে মগ্নপ্রায়, নরকপতনোন্মুখ ব্যক্তিগণ, গঙ্গার আশ্রিত হইলে, তাহাদিগকেও তিনি সতত উদ্ধার করেন। যেমন ব্রহ্মলোক, সর্ব্ব-লোকের উত্তম, তদ্রূপ জাহ্নবী সমস্ত সরিৎ-সরোবরের শ্রেষ্ঠা। সম্যক্ সঙ্কল্প করিয়া তিন বৎসর অন্যত্র তপস্যা করিলে যে ফল হয়, ভক্তিপূর্ব্বক অর্দ্ধ ঘটিকা, গঙ্গায় করিলেই সেই ফল হয়। নিশায় চন্দ্রোদয় হইলে গঙ্গাতীরে যে প্রীতি হয়, অক্ষয়সুখভোগ-পরায়ণ স্বর্গবাসীরও সে প্রীতি হয় না। জরারোগযুক্ত স্বীয় শবদেহ, ধৈর্য্যসহকারে গঙ্গাজলে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিলে অমরা-বতীতে প্রবেশ করে। চন্দ্রমণ্ডল, যাঁহার জলসমূহে প্লাবিত হইয়া নিশায় অত্যধিক শোভাসম্পন্ন হয়, যাঁহার জলে স্নান করিলে, সদ্যঃ পাতক বিনষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ মহৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়, হে অচ্যুত! বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ, যদীয় জল, শ্রদ্ধাসহকারে পিতৃ-গণকে প্রদান করিলে, তিন বৎসর পিতৃগণের পরম তৃপ্তি হয়, হে বিষ্ণো! যিনি, পৃথিবী-স্থিত মর্ত্ত্যদিগকে, অধঃস্থিত সরীসৃপদিগকে এবং স্বর্গে স্বর্গবাসীদিগকে নিস্তার করেন বলিয়া ত্রিপথগা নামে অভিহিত, তিনি তীর্থ-গণের মধ্যে উত্তম তীর্থ, নদীগণের মধ্যে উত্তমা নদী। সেই গঙ্গা, সকল প্রাণিগণকে, এমন কি, মহাপাতকীদিগকেও স্বর্গে লইয়া যান। হে বিষ্ণো! স্বর্গ, ভূতল, আকাশ—সর্ব্বত্র যে বহু কোটি তীর্থ আছে, তৎসমস্তই গঙ্গায় অবস্থিত। যে ব্যক্তি বিনা আত্মঘাতে জ্ঞান পূর্ব্বক গঙ্গায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আর নরক দর্শন করিতে হয় না। গঙ্গাই সর্ব্বতীর্থ, গঙ্গাই তপোবন এবং গঙ্গাই সিদ্ধক্ষেত্র, এ বিষয়ে বিচার করিতে হয় না। হে কুম্ভসম্ভব! বৃক্ষরাজি যথায় কামফলপ্রসবী, ভূমি যথায় সুবর্ণময়ী; গঙ্গাস্নায়ী ব্যক্তিগণ, তথায় বাস করেন। যে ব্যক্তি সুশীলা পয়স্বিনী সবৎসা ধেনু, বস্ত্ররত্নে অলঙ্কৃত করিয়া গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণকে দান করে, হে মুনে! সেই ধেনুর এবং তাহার বৎসের শরীরে যত রোম আছে, তত সহস্র বৎসর সেই ব্যক্তি স্বর্গসুখ ভোগ করে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

গঙ্গার সহস্র নাম।

অগস্ত্য বলিলেন, গঙ্গাস্নান ব্যতীত মানুষের জন্ম বিফল; তবে যাহাতে গঙ্গাস্নান-ফল প্রাপ্তি হয়, এরূপ উপায়ান্তর কি আছে? পঙ্গু এবং আলস্যগ্রস্ত দূরদেশস্থ

ব্যক্তিগণের গঙ্গাস্নান হইবে কি করিয়া? হে ষড়ানন! গঙ্গাস্নানের ফল হয়, এরূপ দান, ব্রত, মন্ত্র, স্তোত্র, জপ, অন্যতীর্থে স্নান এবং দেবোপাসনা প্রভৃতি কর্ম্মান্তর যদি কিছু থাকে, তবে প্রণামপরায়ণ আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন। হে মহামতে! গঙ্গাগর্ভসম্ভূত! স্কন্দ! সুরতরঙ্গিণীর মহিমা তোমা অপেক্ষা অধিক আর কেহ জানে না। শ্রীস্কন্দ বলিলেন, হে মুনে! ইহ জগতে পুণ্যসলিলসম্পন্ন বহু সরিৎ সরোবর আছে, জিতেন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠিত, দৃষ্টফলপ্রদ, মহামহিমসম্পন্ন তীর্থ সকলও স্থানে স্থানে আছে; কিন্তু গঙ্গার কোটি ভাগের একভাগ মহিমাও তৎসমস্তে নাই। অধিক কি বলিব, হে কুম্ভযোনে! এই অনুমানেই গঙ্গার মাহাত্ম্য অবগত হও যে, স্বয়ং দেবদেব শম্ভু, এই গঙ্গাকে উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। লোকে, স্নানসময়ে অন্য-তীর্থে গঙ্গার জপ করিয়া থাকে। বিষ্ণুপদী গঙ্গা ব্যতীত পাপমোচনে সমর্থ আর কি কোথায় আছে? হে ব্রহ্মন্! গঙ্গাস্নানফল কেবল গঙ্গা-স্নানেই পাওয়া যায়; আঙ্গুরফলের আস্বাদ, আঙ্গুরেই পাওয়া গিয়া থাকে, আর কিছুতে ত পাওয়া যায় না। হে মুনে! তবে একমাত্র উপায় আছে, যাহাতে আখিল গঙ্গাস্নানের ফল হয়, কিন্তু তাহা অতিশয় গুহ্যতম। শিবভক্ত, শান্ত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, শ্রদ্ধালু, আস্তিক এবং গর্ভবাসমুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট এই মহাপাতক-নাশন পরম রহস্য বিষয় বলা যাইবে, অন্য ব্যক্তির নিকট কদাচ কাহারও ইহা প্রকাশ্য নহে। সেই রহস্য বিষয়—স্তবরাজশোভন, গঙ্গার সহস্র নাম। ইহা দ্বারা গঙ্গার প্রীতি জন্মে, শিবের সন্তোষ বিস্তার হয়। এই সহস্র নাম, জপ্যগণের মধ্যে পরম জপ্য, ইহা বেদ উপনিষদের তুল্য। প্রযত্নসহকারে মৌনা-বলম্বনপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে সুস্পষ্টাক্ষরে, পবিত্রভাবে, বাচকের সাহায্য ব্যতীত এই সহস্রনাম জপ করিতে হইবে। "শ্রীগঙ্গা-দেবীকে নমস্কার। ওঙ্কাররূপিণী, অজয়া, অতুলা অনন্তা, অমৃতস্রবা, অত্যুদারা, অভয়া, অশোকা, অলকনন্দা, অমৃতা, অমলা, অনাথবৎসলা, অমোঘা, অপাংযোনি, অমৃত-প্রদা, অব্যক্তলক্ষণা, অক্ষোভ্যা, অনবচ্ছিন্না, অপরাজিতা, অনাথনাথা, অভীষ্টার্থসিদ্ধিদা, অনঙ্গবর্দ্ধিনী, অণিমাদিগুণা, আধারা, অগ্র-গণ্যা, অলীকহারিণী, অচিন্ত্যশক্তি, অনঘা, অদ্ভুতরূপা, অঘহারিণী, অদ্রিরাজসুতা, অষ্টাঙ্গযোগসিদ্ধিপ্রদা, অচ্যুতা, অক্ষুণ্ণশক্তি, অসুদা, অনন্ততীর্থা, অমৃতোদকা, অনন্তমহিমা, অপারা, অনন্তসৌখ্যপ্রদা, অন্নদা, অশেষ-দেবতামূর্ত্তি, অঘোরা, অমৃতরূপিণী, অবিদ্যা-জালশমনী, অপ্রতর্ক্যগতিপ্রদা, অশেষ-বিঘ্নসংহর্ত্রী, অশেষগুণগুম্ফিতা, অজ্ঞান-তিমিরজ্যোতিঃ, অনুগ্রহ-পরায়ণা, অভিরামা, অনবদ্যাঙ্গী, অনন্তসারা, অকলঙ্কিনী, আরো-গ্যদা, আনন্দবল্লী, আপন্নার্ত্তি-বিনাশিনী, আশ্চর্য্যমূর্ত্তি, আয়ুষ্যা, আঢ্যা, আদ্যা, আপ্রা, আর্য্যসেবিতা, আপ্যায়িনী, আপ্তবিদ্যা, আখ্যা, আনন্দা, আশ্বাসদায়িনী, আলস্যঘ্নী, আপদাং-হন্ত্রী আনন্দামৃতবর্ষিণী, ইরাবতী, ইষ্টদাত্রী, ইষ্টা, ইষ্টাপূর্ত্তফলপ্রদা, ইতিহাসশ্রুতীড্যার্থা, ইহামুত্রশুভপ্রদা, ইজ্যাশীল-শমি-জ্যেষ্ঠা, ইন্দ্রাদি-পরিবন্দিতা, ইলালঙ্কারমালা, ইদ্ধা, ইন্দিরা-রম্যমন্দিরা, ইৎ, ইন্দিরাদিসংসেব্যা, ঈশ্বরী, ঈশ্বরবল্লভা, ঈতিভীতিহরা, ঈড্যা, ঈড়নীয়-চরিত্রভৃৎ, উৎকৃষ্টশক্তি, উৎকৃষ্টা, উড়ুপমণ্ডল-চারিণী, উদিতাম্বরমার্গা, উগ্রা, উরগলোক-বিহারিণী, উক্ষা, উর্ব্বরা উৎপলা, উৎকুম্ভা, (১০০) উপেন্দ্রচরণদ্রবা, উদন্বৎপূর্ত্তিহেতু, উদারা, উৎসাহপ্রবর্দ্ধিনী, উদ্বেগঘ্নী, উষ্ণশমনী, উষ্ণরশ্মিসুতাপ্রিয়া, উৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী, উর্জ্জংবহন্তী, উর্জ্জধরা উর্জ্জাবতী, উর্ম্মিমালিনী, উর্দ্ধরেতঃপ্রিয়া, উর্দ্ধাধ্বা, উর্ম্মিলা, উর্দ্ধগতিপ্রদা, ঋষিবৃন্দস্তুতা, ঋদ্ধি, ঋণত্রয়বিনাশিনী, ঋতম্ভরা, ঋদ্ধিদাত্রী, ঋক্‌স্বরূপা, ঋজুপ্রিয়া. ঋক্ষমার্গবহা, ঋক্ষার্চ্চিঃ, ঋজুমার্গপ্রদর্শিনী, এধিতাখিলধর্ম্মার্থা, একা, একামৃতদায়িনী, এধনীয়স্বভাবা, এজ্যা,

ঐজিতাশেষপাতকা, ঐশ্বর্য্যদা, ঐশ্বর্য্যরূপা, ঐতিহ্য, ঐন্দবীদ্যুতি, ওজস্বিনী, ওষধিক্ষেত্র, ওজোদা, ওদনদায়িনী, ওষ্ঠামৃতা, ঔন্নত্যদাত্রী, ঔষধ ভবরোগিণাং, (সংসার রোগীদিগের ঔষধস্বরূপা), ঔদার্য্যচুঞ্চু, ঔপেন্দ্রী, ঔগ্রী, ঔমেয়রূপিণী, অম্বরাধ্ববহা, অম্বষ্ঠা, অম্বরমালা, অম্বুজেক্ষণা, অম্বিকা, অম্বুমহাযোনি, অন্ধোদা, অন্ধকহারিণী, অংশুমালা অংশুমতী, অঙ্কীকৃত-ষড়াননা, অন্ধতামিস্রহন্ত্রী, অন্ধু, অঞ্জনা, অঞ্জনা-বতী, কল্যাণকারিণী, কাম্যা, কমলোৎপলগন্ধিনা, কুমুদ্বতী, কমলিনী, কান্তি, কল্পিতদায়িনী, কাঞ্চনাক্ষী, কামধেনু, কীর্ত্তিকৃৎ, ক্লেশনাশিনী, ক্রতুশ্রেষ্ঠা, ক্রতুফলা, কর্ম্মবন্ধবিভেদিনী, কম-লাক্ষী, ক্লমহরা, কৃশানুতপনদ্যুতি, করুণার্দ্রা, কল্যাণী, কলিকল্মষনাশিনী, কামরূপা, ক্রিয়া-শক্তি, কমলোৎপলমালিনী, কূটস্থা, করুণা, কান্তা, কূর্ম্মযানা, কলাবতী, কমলা, কল্পলতিকা, কালী, কলুষবৈরিণী, কমনীয়জলা, কম্রা, কপর্দ্দি-সুকপর্দ্দিগা, কালকূটপ্রশমনী, (২০০) কদম্ব কুসুমপ্রিয়া, কালিন্দী, কেলিললিতা, কলক-ল্লোলমালিকা, ক্রান্তলোকত্রয়া, কণ্ডু, কণ্ডুতনয়-বৎসলা, খড়্গিনী, খড়্গধারাভা, খগা, খণ্ডেন্দু-ধারিণী, খেখলগামিনী, খস্থা, খণ্ডেন্দুতিলক-প্রিয়া, খেচরী, খেচরীবন্দ্যা, খ্যাতি, খ্যাতি-প্রদায়িনী, খণ্ডিতপ্রণতাঘৌঘা, খলবুদ্ধিবিনা-শিনী, খাতৈনঃকন্দ সন্দোহা, খড়্গখট্টাঙ্গখেটিনী খরসন্তাপশমনী, খনিঃপীযূষপাথসাং, (সুধাজল রাশিখনিস্বরূপা,) গঙ্গা, গন্ধবতী, গৌরী, গন্ধর্ব্বনগরপ্রিয়া, গম্ভীরাঙ্গী, গুণময়ী, গতাতঙ্কা, গতিপ্রিয়া, গণনাথাম্বিকা, গীতা, গদ্যপদ্যপরি-ষ্টুতা, গন্ধারী, গর্ভশমনী, গতিভ্রষ্টগতিপ্রদা, গোমতী, গুহ্যবিদ্যা, গো, গোপ্ত্রী, গগন-গামিনী, গোত্রপ্রবর্দ্ধিনী, গুণ্যা, গুণাতীতা, গুণাগ্রণী, গুহাম্বিকা, গিরিসুতা, গোবি-ন্দাঙ্ঘ্রি সমুদ্ভবা, গুণনীয়চরিত্রা, গায়ত্রী, গিরিশ-প্রিয়া, গূঢ়রূপা, গুণবতী, গুর্ব্বী, গৌরববর্দ্ধিনী, গ্রহপীড়াহরা, গুন্দ্রা, গরঘ্নী, গানবৎসলা, ঘর্ম্ম-হন্ত্রী, ঘৃতবতী, ঘৃততুষ্টিপ্রদায়িনী, ঘণ্টারবপ্রিয়া, ঘোরাঘৌঘবিধ্বংসকারিণী, ঘ্রাণতুষ্টিকর, ঘোষা, ঘনানন্দা, ঘনপ্রিয়া, ঘাতুকা, ঘূর্ণিতজলা, ঘৃষ্ট-পাতকসন্ততি, ঘটকোটিপ্রপীতাপা, ঘটিতাশেষ-মঙ্গলা, ঘৃণাবতী, ঘৃণানিধি, ঘস্মরা, ঘূকনাদিনী, ঘুসৃণাপিঞ্জরতনু, ঘর্ঘরা, ঘূর্ঘরস্বনা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রকান্তাম্বু, চঞ্চলাপা, চলদ্যুতি, চিন্ময়ী, চিতিরূপা, চন্দ্রাযুতশতাননা, চাম্পেয়লোচনা, চারু, চার্ব্বঙ্গী, চারুগামিনী, চার্য্যা, চরিত্রনিলয়া, চিত্রকৃৎ, চিত্ররূপিণী, চম্পূ, চন্দনশুচ্যম্বু, চর্চ্চ-নীয়া, চিরস্থিরা, (৩০০) চারুচম্পকমালাঢ্যা, চমিতাশেষদুষ্কৃতা, চিদাকাশবহাচিন্ত্যা, চঞ্চচ্চাম-রবীজিতা, চোরিতাশেষবৃজিনা, চরিতাশেষ-মণ্ডলা, ছেদিতাখিলপাপৌঘা, ছদ্মঘ্নী, ছল-হারিণী ছন্নত্রিবিষ্টপতলা, ছোটিতাশেষবন্ধনা ছুরিতামৃতধারৌঘা, ছিন্নৈনাঃ, ছন্দগামিনী, ছত্রী-কৃতমরালৌঘা, ছটিকৃতনিজামৃতা, জাহ্নবী, জ্যা, জগন্মাতা, জপ্যা, জঙ্ঘালবীচিকা, জয়া, জনার্দ্দন-প্রীতা, জুষণীয়া, জগদ্ধিতা, জীবন, জীবনপ্রাণা, জগজ্জ্যেষ্ঠা, জগন্ময়ী, জীবজীবাতুলতিকা, জন্ম-জন্মনির্ব্বর্হিণী, জাড্যবিধ্বংসনকরী, জগদ্যোনি, জলাবিলা, জগদানন্দজননী, জলজা, জলজে-ক্ষণা, জনলোচনপীযূষা, জটাতটবিহারিণী, জয়ন্তী জঞ্জপূকঘ্নী, জনিতজ্ঞানবিগ্রহা, ঝল্লরী-বাদ্যকুশলা, ঝলজ্ঝলজলাবৃতা, ঝিণ্টীশ-বন্দ্যা, ঝাঙ্কারকারিণী, ঝর্ঝরাবতী, টীকিতাখিল-পতালা- টঙ্কিকৈনোহদ্রিপাতনে, (পাপপর্ব্বত-বিদারণটঙ্করূপিণী) টঙ্কারনৃত্যৎকল্লোলা, টীকনীয়মহাতটা, ডম্বর-প্রবহা, ডীনরাজ-হংসকুলাকুলা, ডমড্ডমরুহস্তা, ডামরোক্ত-মহাণ্ডকা, ঢৌকিতাশেষনির্ব্বাণা, ঢক্কানাদ-চলজ্জলা, ঢুণ্ঢিবিঘ্নেশজননী, ঢনড্ঢনিত-পাতকা, তর্পণী, তীর্থতীর্থা, ত্রিপথা, ত্রিদশে-শ্বরী, ত্রিলোকগোপ্ত্রী, তোয়েশী, ত্রৈলোক্য-পরিবন্দিতা, তাপত্রিতয়সংহন্ত্রী, তেজোবলবিব-র্দ্ধিনী, ত্রিলক্ষা, তারণী, তারা, তারাপতিকরা-র্চ্চিতা, ত্রৈলোক্যপাবনীপুণ্যা, তুষ্টিদা, তুষ্টি-রূপিণী, তৃষ্ণাচ্ছেত্রী, তীর্থমাতা, ত্রিবিক্রমপদো-দ্ভবা, তপোময়ী, তপোরূপা, তপস্তোমফলপ্রদা;

ত্রৈলোক্যব্যাপিনী, তৃপ্তি, তৃপ্তিকৃৎ, তত্ত্বরূপিণী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, তুর্য্যা, তুর্য্যাতীতপদপ্রদা, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী, ত্রিপদী, তথ্যা, তিমিরচন্দ্রিকা, তেজোগর্ভা, তপঃসারা, ত্রিপুরারিশিরোগৃহা, ত্রয়ী-স্বরূপিণী, তন্বী, (৪০০) তপনাঙ্গজভীতিনুৎ, তরি, তরণিজা-মিত্র, তর্পিতাশেষপূর্ব্বজা, তুলাবিরহিতা, তীব্রপাপতুলতনূনপাৎ, দারিদ্র্যদমনী, দক্ষা, দুস্প্রেক্ষ্যা, দিব্যমণ্ডনা, দীক্ষাবতী, দুরাবাপ্যা, দ্রাক্ষা-মধুরবারিভৃৎ, দর্শিতানেককুতুকা, দুষ্ট-দুর্জ্জয়-দুঃখহৃৎ, দৈন্যহৃৎ, দুরিতঘ্নী, দানবারিপদাব্জজা, দন্দশূকবিষঘ্নী, দারিতাঘৌঘসন্ততি, দ্রুতা, দেবদ্রুমচ্ছন্না, দুর্ব্বারাঘবিঘাতিনী, দমগ্রাহ্যা, দেবমাতা, দেবলোকপ্রদর্শিনী, দেবদেবপ্রিয়া, দেবী, দিক্‌পালপদদায়িনী, দীর্ঘায়ুষ্কারিণী, দীর্ঘা, দোগ্ধ্রী, দষণবর্জ্জিতা, দুগ্ধাম্বুবাহিনী, দোহ্যা, দিব্যা, দিব্যগতিপ্রদা, দ্যুনদী, দীনশরণ, দেহিদেহনিবারিণী, দ্রাঘীয়সী, দাঘহন্ত্রী, দিতপাতকসন্ততি, দূরদেশান্তরচরী, দুর্গমা, দেববল্লভা, দুর্ব্বৃত্তঘ্নী, দুর্বিগাহ্যা, দয়াধারা, দয়াবতী দুরাসদা, দানশীলা, দ্রাবিণী, দ্রুহিণস্তুতা, দৈত্যদানবসংশুদ্ধিকর্ত্রী, দুর্ব্বুদ্ধিহারিণী, দানসারা, দয়াসারা, দ্যাবাভূমিবিগাহিনী, দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রাপ্তি দেবতাবৃন্দবন্দিতা, দীর্ঘব্রতা, দীর্ঘদৃষ্টি, দীপ্ততোয়া, দুরালভা, দণ্ডয়িত্রী, দণ্ডনীতি, দুষ্টদণ্ডধরার্চ্চিতা, দুরোদরঘ্নী, দাবার্চ্চিঃ, দ্রব-দ্রব্যৈকশেবধি, দীনসন্তাপশমনী, দাত্রী, দবথুবৈরিণী, দরী, বিদারণপরা, দান্তা, দান্তজনপ্রিয়া, দারিতাদ্রিতটা, দুর্গা, দুর্গারণ্যপ্রচারিণী, ধর্ম্মদ্রবা, ধর্ম্মধুরা, ধেনু, ধীরা, ধৃতি, ধ্রুবা, ধেনুদানফলস্পর্শা, ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা, ধর্ম্মোর্ম্মিবাহিনী, ধুর্য্যা, ধাত্রী, ধাত্রীবিভূষণ, ধর্ম্মিণী, ধর্ম্মশীলা, ধন্বিকোটিকৃতাবনা, ধাতৃপাপহরা, ধ্যেয়া, ধাবনী, ধূতকল্মষা (৫০০) ধর্ম্মধারা, ধর্ম্মসারা, ধনদা, ধনবর্দ্ধিনী, ধর্ম্মাধর্ম্মগুণচ্ছেত্রী, ধুস্তূরকুসুমপ্রিয়া, ধর্ম্মেশী, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা ধনধান্য-সমৃদ্ধিকৃৎ, ধর্ম্মলভ্যা, ধর্ম্মজলা, ধর্ম্মপ্রসবধর্ম্মিণী, ধ্যানগম্য-স্বরূপা, ধরণী, ধাতৃপূজিতা, ধূঃ, ধূর্জ্জটিজটা-সংস্থা, ধন্যা, ধী, ধারণাবতী, নন্দা, নির্ব্বাণজননী, নন্দিনী নুন্নপাতকা, নিষিদ্ধবিঘ্ননিচয়া, নিজানন্দপ্রকাশিনী, নভোঙ্গনচরী, নুতি, নম্যা, নারায়ণী, নুতা, নির্ম্মলা, নির্ম্মলাখ্যানা, নাশিনী, তাপসম্পদাং (তাপসমূহনাশিনী) নিয়তা নিত্যসুখদা, নানাশ্চর্য্যমহানিধি, নদীনদসরোমাতা, নায়িকা, নাকদীর্ঘিকা, নষ্টোদ্ধরণধীরা, নন্দনা, নন্দদায়িনী, নির্ণিক্তাশেষভুবনা, নিঃসঙ্গা, নিরুপদ্রবা, নিরালম্বা, নিষ্প্রপঞ্চা, নির্ণাশিতমহামলা, নির্ম্মলজ্ঞানজননী, নিঃশেষপ্রাণিতাপহৃৎ, নিত্যোৎসবা, নিত্যতৃপ্তা, নমস্কার্য্যা, নিরঞ্জনা, নিষ্ঠাবতী, নিরাতঙ্কা, নির্লেপা, নিশ্চলাত্মিকা, নিরবদ্যা, নিরীহা, নীললোহিত-মূর্দ্ধগা, নন্দিভৃঙ্গিগণস্তুত্যা, নাগানন্দা, নগাত্মজা, নিষ্প্রত্যূহা, নাকনদী, নিরয়ার্ণবদীর্ঘনৌ, পুণ্যপ্রদা, পুণ্যগর্ভা, পুণ্যা, পুণ্যতরঙ্গিণী, পৃথু, পৃথুফলা, পূর্ণা, প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জনী, প্রাণদা, প্রাণিজননী, প্রাণেশী, প্রাণরূপিণী, পদ্মালয়া, পরাশক্তি, পুরজিৎ-পরমপ্রিয়া, পরা, (সর্ব্বোৎকৃষ্টা) পরফলপ্রাপ্তি, পাবনী, পয়স্বিনী, পরানন্দা, প্রকৃষ্টার্থা, প্রতিষ্ঠা, পালনী, পরা (পূরণকর্ত্রী), পুরাণ-পঠিতা, প্রীতা, প্রণবাক্ষররূপিণী, পার্ব্বতী, প্রেমসম্পন্না, পশুপাশবিমোচিনী, (৬০০) পরমাত্মস্বরূপা, পরব্রহ্মপ্রকাশিনী, পরমানন্দনিষ্পন্দা, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপিণী, পানীয়রূপনির্ব্বাণা, পরিত্রাণ-পরায়ণা, পাপেন্ধন-দবজ্বালা, পাপারি, পাপনামনুৎ, পরমৈশ্বর্য্যজননী, প্রজ্ঞা, প্রাজ্ঞা, পরাবরা, প্রত্যক্ষলক্ষ্মী, পদ্মাক্ষী, পরব্যোমামৃতস্রবা, প্রসন্নরূপা, প্রণিধি, পূতা, প্রত্যক্ষদেবতা, পিনাকি-পরমপ্রীতা, পরমেষ্ঠিকমণ্ডলু, পদ্মনাভপদার্ঘ্যেণ প্রসূতা (বিষ্ণুপাদার্ঘ্য হইতে উৎপন্না), পদ্মমালিনী, পরর্দ্ধিদা, পুষ্টিকরী, পথ্যা, পূর্ত্তি, প্রভাবতী, পুনানা, পীতগর্ভঘ্নী, পাপপর্ব্বতনাশিনী, ফলিনী, ফলহস্তা, ফুল্লাম্বুজবিলোচনা, ফলিতৈনোমহাক্ষেত্রা, ফণিলোকবিভূষণ, ফেনচ্ছল-প্রণুন্নৈনাঃ, ফুল্ল-কৈরবগন্ধিনী, ফেনিলাচ্ছাম্বুধারাভা, ফুড়ুচ্চারিতপাতকা, ফাণিতস্বাদুসলিলা, ফাণ্টপথ্যজলাবিলা, বিশ্বমাতা, বিশ্বেশী, বিশ্বা, বি

ব্রহ্মকৃৎ, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মিষ্ঠা, বিমলোদকা, বিভাবরী, বিরজাঃ, বিক্রান্তানেকবিষ্টপা, বিশ্বামিত্র, বিষ্ণুপদী, বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবপ্রিয়া, বিরূপাক্ষপ্রিয়করী, বিভূতি, বিশ্বতোমুখী, বিপাশা, বৈবুধী, বেদ্যা, বেদাক্ষর-রসস্রবা, বিদ্যা, বেগবতী, বন্দ্যা, বৃহংণী, ব্রহ্মবাদিনী, বরদা, বিপ্রকৃষ্টা, বরিষ্ঠা, বিশোধিনী, বিদ্যাধরী, বিশোকা, বয়োবৃন্দ-নিষেবিতা, বহূদকা, বলবতী, ব্যোমস্থা, বিবুধ-প্রিয়া, বাণী, বেদ্বতী, বিত্তা, ব্রহ্মবিদ্যাতরঙ্গিণী, ব্রহ্মাণ্ডকোটিব্যাপ্তাম্বু, ব্রহ্মহত্যাপহারিণী, ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপা, বুদ্ধি, বিভববর্দ্ধিনী, বিলাসি-সুখদা, বৈশ্যা, ব্যাপিনী, বৃষারণি, বৃষাঙ্গমৌলি-নিলয়া, বিপন্নার্ত্তি-প্রভঞ্জিনী, বিনীতা, বিনতা, ব্রধ্নতনয়া, (৭০০) বিনয়ান্বিতা, বিপঞ্চী, বাদ্য-কুশলা, বেণুশ্রুতি-বিচক্ষণা, বর্চ্চস্করী, বলকরী, বলোন্মূলিতকল্মষা, বিপাপ্মা, বিগতাতঙ্কা, বিকল্প-পরিবর্জ্জিতা, বৃষ্টিকর্ত্রী, বৃষ্টিজলা, বিধি, বিচ্ছিন্নবন্ধনা, ব্রতরূপা, বিত্তরূপা, বহুবিঘ্ন-বিনাশকৃৎ, বসুধারা, বসুমতী, বিচিত্রাঙ্গী, বিভা-বসু, বিজয়া, বিশ্ববীজ, বামদেবী, বরপ্রদা, বৃষাশ্রিতা, বিষঘ্নী, বিজ্ঞানোর্ম্ম্যংশুমালিনী, ভব্যা, ভোগবতী, ভদ্রা, ভবানী, ভূতভাবিনী, ভূতধাত্রী, ভয়হরা, ভক্তদারিদ্র্য-ঘাতিনী, ভক্তি-মুক্তিপ্রদা, ভেশী, ভক্তস্বর্গাপবর্গদা, ভাগীরথী, ভানুমতী, ভাগ্য, ভোগবতী, ভূতি, ভবপ্রিয়া, ভবদ্বেষ্ট্রী, ভূতিদা, ভূতিদক্ষিণা, ভাল-লোচন-ভাবজ্ঞা, ভূত-ভব্য-ভবৎ প্রভূ, ভ্রান্তিজ্ঞান-প্রশমনী, ভিন্নব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপা, ভূরিদা, ভক্তিসুলভা, ভাগ্যবদ্দৃষ্টিগোচরা, ভঞ্জিতোপপ্লবকুলা, ভক্ষ্য-ভোজ্যসুখপ্রদা, ভিক্ষণীয়া, ভিক্ষুমাতা, ভাবা, ভাবস্বরূপিণী, মন্দাকিনী, মহানন্দা, মাতা, মুক্তিতরঙ্গিণী, মহোদয়া, মধুমতী, মহাপুণ্যা, মুদাকরী, মুনিস্তুতা, মোহহন্ত্রী, মহাতীর্থা, মধু-স্রবা, মাধবী, মানিনী, মান্যা, মনোরথ-পথা-তিগা, মোক্ষদা, মতিদা, মুখ্যা, মহাভাগ্যজনা-শ্রিতা, মহাবেগবতী, মেধ্যা, মহা (পূজ্যা) মহিমভূষণা, মহাপ্রভাবা, মহতী, মীনচঞ্চল-লোচনা, মহাকারুণ্য-সম্পূর্ণা, মহর্দ্ধি, মহোৎ-পলা, মূর্ত্তিমন্মুক্তি-রমণী, মণিমাণিক্যভূষণা, মুক্তাকলাপনেপথ্যা, মনোনয়ননন্দিনী, মহা-পাতকরাশিঘ্নী, মহাদেবার্দ্ধহারিণী, মহোর্ম্মি-মালিনী, মুক্তা, মহাদেবী, (৮০০) মনোন্মনী, মহাপুণ্যোদয়প্রাপ্যা, মায়াতিমিরচন্দ্রিকা, মহা-বিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহৌষধ, মালাধরী, মহোপায়া, মহোরগ-বিভূষণা, মহামোহপ্রশ-মনী, মহা, (উৎসবময়ী), মঙ্গল-মঙ্গল, মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলচরী, মহালক্ষ্মী, মদোজ্ঝিতা, যশস্বিনী, যশোদা, যোগ্যা, যুক্তাত্ম-সেবিতা, যোগসিদ্ধিপ্রদা, যাজ্যা, যজ্ঞেশপরিপূজিতা, যজ্ঞেশী, যজ্ঞফলদা, যজনীয়া, যশস্করী, যমি-সেব্যা, যোগযোনি, যোগিনী, যুক্তবুদ্ধিদা, যোগজ্ঞানপ্রদা, যুক্তা, যমদ্যষ্টাঙ্গযোগযুক্, যন্ত্রি-তাঘৌঘসঞ্চারা, যমলোকনিবারিণী, যাতায়াতপ্রশ-মনী, যাতনানামকৃন্তনী, যামিনীশহিমাচ্ছোদা, যুগধর্ম্মবিবর্জ্জিতা, রেবতী, রতিকৃৎ, রম্যা, রত্ন-গর্ভা, রমা (লক্ষ্মীরূপা), রতি, রত্নাকর-প্রেম-পাত্র, রসজ্ঞা, রসরূপিণী, রত্নপ্রাসাদগর্ভা, রমণীয়তরঙ্গিণী, রত্নার্চ্চিঃ, রুদ্ররমণী, রাগদ্বেষ-বিনাশিনী, রমা (নয়নমনোভিরামা), রামা, রম্যরূপা, রোগিজীবাতুরূপিণী, রুচিকৃৎ, রোচনী, রম্যা (লক্ষ্মীহিতকরী), রুচিরা, রোগহারিণী, রাজহংসা, রত্নবতী, রাজৎকল্লোলরাজিকা, রামণীয়করেখা, রুজারি, রোগশোষিণী, রাকা, রঙ্কার্ত্তিশমনী, রম্যা (রমণীয়া), রোলম্ব-রাবিণী, রাগিণী, রঞ্জিতশিবা, রূপলাবণ্যশেবিধি লোকপ্রসূ, লোকবন্দ্যা, লোলৎকল্লোল-মালিনী, লীলাবতী, লোকভূমি, লোক-লোচনচন্দ্রিকা, লেখস্রবন্তী, লটভা, লঘুবেগা, লঘুত্বহৃৎ, লাস্যত্তরঙ্গহস্তা, ললিতা, লয়-ভঙ্গিকা, লোকবন্ধু, লোকধাত্রী, লোকোত্তর-গুণোর্জ্জিতা, লোকত্রয়হিতা, লোকা, লক্ষ্মী, লক্ষণলক্ষিতা, লীলা, লক্ষিতনির্ব্বাণা, লাবণ্যামৃতবর্ষিণী, বৈশ্বানরী, (৯০০) বাস-বেড্যা, বন্ধ্যাত্বপরিহারিণী, বাসুদেবাঙ্ঘ্রি-রেণুঘ্নী, বজ্রিবজ্রনিবারিণী, শুভাবতী, শুভ-ফলা, শান্তি, শান্তনু-বল্লভা, শূলিনী,

শৈশববয়াঃ, শীতলামৃতবাহিনী, শোভাবতী, শিলবতী, শোষিতাশেষকিল্বিষা, শরণ্যা, শিবদা, শিষ্টা, শরজন্মপ্রসূ, শিবা, শক্তি, শশাঙ্কবিমলা, শমনস্বসৃসম্মতা, শমা, শমনমার্গঘ্নী, শিতিকণ্ঠমহাপ্রিয়া, শুচি, শুচিকরী, শেষা, শেষশায়িপদোদ্ভবা, শ্রীনিবাস-শ্রুতি, শ্রদ্ধা, শ্রীমতী, শ্রী, শুভব্রতা, শুদ্ধবিদ্যা, শুভাবার্ত্তা, শ্রুতানন্দা, শ্রুতিস্তুতি, শিবেতরঘ্নী, শবরী, শাম্বরীরূপধারিণী, শ্মশানশোধনী, শান্তা, শশ্বৎ শতধৃতিষ্টুতা, শালিনী, শালি, শুভাঢ্যা, শিখিবাহনগর্ভভৃৎ, শংসনীয়চরিত্রা, শাতিতাশেষপাতকা, ষড়্গুণৈশ্বর্য্যসম্পন্না, ষড়ঙ্গশ্রুতিরূপিণী, ষণ্ডতা-হারি-সলিলা, স্ত্যায়ন্নদনদীশতা, সরিদ্বরা, সুরসা, সুপ্রভা, সুরদীর্ঘিকা, স্বঃসিন্ধু, সর্ব্বদুঃখঘ্নী, সর্ব্বব্যাধিমহৌষধ, সেব্যা, সিদ্ধি, সতী, সূক্তি, স্কন্দসূ, সরস্বতী, সম্পত্তরঙ্গিণী, স্তুত্যা, স্থাণুমৌলিকৃতাস্পদা, স্থৈর্য্যদা, সুভগা, সৌখ্যা, স্ত্রীষু সৌভাগ্যদায়িনী (যিনি স্ত্রীগণের প্রতি সৌভাগ্যদানশীলা), স্বর্গনিঃশ্রেণিকা সূক্ষ্মা, স্বধা, স্বাহা, সুধাজলা, সমুদ্ররূপিণী, স্বর্গ্যা, সর্ব্বপাতকবৈরিণী, স্মৃতাঘহারিণী, সীতা, সংসারাব্ধিতরণ্ডিকা, সৌভাগ্যসুন্দরী, সন্ধ্যা, সর্ব্বসারসমন্বিতা, হরপ্রিয়া, হৃষীকেশী, হংসরূপা, হিরণ্ময়ী, হৃতাঘসঙ্ঘা, হিতকৃৎ, হেলা হেলাঘগর্ব্বহৃৎ, ক্ষেমদা, ক্ষালিতাঘৌঘা, ক্ষুদ্রবিদ্রাবণী এবং ক্ষমা" (১০০০)—হে কুম্ভযোনে! গঙ্গার এই নামসহস্র কীর্ত্তন করিলে মানব, গঙ্গাস্নানের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হয়। এই সহস্র নাম সর্ব্বপাপবিনাশক, সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক, সর্ব্বস্তোত্র-জপ অপেক্ষা এই স্তোত্রজপ শ্রেষ্ঠ এবং ইহা সর্ব্ববিধ পাবন বস্তুর পবিত্রতা-সম্পাদক। হে মুনে! ইহা শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হয়, চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তি হয়। একবার এই স্তোত্র জপ করিলে, এক যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থে স্নাত, সর্ব্বযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, তাহার যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, ত্রিসন্ধ্যা, এই স্তোত্রপাঠে সেই ফল হয়। হে ব্রহ্মন্! নিখিল ব্রত সম্পূর্ণরূপে আচরণ করিলে যে পুণ্য হয়, সংযতভাবে ত্রিসন্ধ্যা এই স্তোত্র পাঠ করিলে, সেই ফলপ্রাপ্তি হয়। হে মুনে। যে কোন জলাশয়ে স্নান করিবার সময়ে যেব্যক্তি এই স্তব পাঠ করে, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা নিশ্চয় তথায় সন্নিহিতা হন। একবৎসর শ্রদ্ধাসহকারে শুদ্ধচিত্তে ত্রিকাল এই স্তব পাঠ করিলে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি, মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন প্রাপ্ত হয়, কামনাসম্পন্ন পুরুষ, কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হয় এবং মোক্ষাভিলাষী—ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়, আর অপুত্র ব্যক্তি, পুত্রকামনায়, ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হইলে, পুত্র লাভ করিবে। হে মুনে! যে ব্যক্তি গঙ্গার সহস্র নাম জপ করে, তাহার অকালমৃত্যু হয় না, অগ্নি, চৌর এবং সর্পভীতি থাকে না। গঙ্গার সহস্র নাম জপ করিয়া গ্রামান্তরে গমন করিলে, তথায় তাহার কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন ঘটে। মানব যখনই এই স্তোত্র পাঠ করিয়া গ্রামান্তরে যায়, তখন তিথি, বার, নক্ষত্র এবং যোগের দুষ্টতা ক্ষমতাহীন হইয়া থাকে। এই গঙ্গার সহস্র নাম পুরুষের আয়ুষ্কর, আরোগ্যকর, সর্ব্বোপদ্রববিনাশক এবং সর্ব্বসিদ্ধিকর। সহস্রজন্মান্তরে যে পাপ সম্পূর্ণরূপে উপার্জ্জিত, গঙ্গার সহস্র নামজপে তৎ সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপ, সুবর্ণচৌর, গুরুপত্নীগামী, এই চতুর্ব্বিধ পাপীর সংসর্গী, ভ্রূণঘাতী, মাতৃঘাতী পিতৃঘাতী, বিশ্বাসঘাতী, বিষপ্রযোক্তা, কৃতঘ্ন, মিত্রঘাতী, অগ্নিদায়ী, গো-হত্যাকারী গুরুদ্রব্যাপহারী ইত্যাদি ব্যক্তি মহাপাতকযুক্তই হউক, আর উপপাতকযুক্তই হউক, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গঙ্গার এই সহস্র নাম জপ করিলে, সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। আধিব্যাধি-প্রপীড়িত, ঘোরতাপগ্রস্ত ব্যক্তিও এই স্তবকীর্ত্তনফলে, সমগ্র দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে। একাগ্রচেতাঃ এবং ভক্তিপরায়ণ হইয়া সংবৎসর এই স্তব পাঠ করিলে অভিলষিত সিদ্ধিপ্রাপ্তি এবং

সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। আর সংশয়াবিষ্টচিত্ত, ধর্ম্মদ্বেষী, হিংস্র, দাম্ভিক ব্যক্তির চিত্তও ধর্ম্ম-পরায়ণ হয়। কামক্রোধবিবর্জ্জিত জ্ঞানীর যে ফল হয়, বর্ণাশ্রমাচারনিরত ব্যক্তি, এই স্তব পাঠ করিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। অযুত গায়ত্রীজপে যে ফল হয়, একবার সম্যক্রূপে এই স্তব পাঠ করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদজ্ঞ ব্যক্তিকে গোদান করিলে, কুতীর্থে যে ফল হয়, এই স্তবরাজের একবার পাঠে সম্পূর্ণ সেই পুণ্য হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ, যাবজ্জীবন গুরু-শুশ্রূষা করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করেন, এক বৎসর ত্রিকালে এই স্তব পাঠ করিলে সেই পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। বেদপারায়ণে যে পুণ্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, ছয়মাস ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব কীর্ত্তনে সেই ফলপ্রাপ্তি হয়। প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তব অনুশীলন করিলে, শিবভক্তি অথবা বিষ্ণুভক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গঙ্গার সহস্র নাম পাঠ করিবে, গঙ্গাদেবী, সতত তাহার সমীপে সহচরী হইয়া থাকিবেন। এই জাহ্নবীস্তব পাঠ করিলে, সর্ব্বত্র পূজ্য, সর্ব্বত্র বিজয়ী এবং সর্ব্বত্র সুখভোগী হয়। যে ব্যক্তি এই স্তব কীর্ত্তন করে, তাহাকে সদাচারী, সর্ব্বদা পবিত্র এবং সর্ব্বদেবতার পূজক বলিয়া জানিবে। সেই ব্যক্তির তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলে গঙ্গা তৃপ্তিলাভ করেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে গঙ্গাভক্তের অর্চ্চনা করিবে। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তবরাজ শ্রবণ করে কি পাঠ করে, অথবা লোভদম্ভবিবর্জ্জিত হইয়া গঙ্গাভক্তদিগকে শ্রবণ করায়, সে মান-সিক, বাচিক এবং কায়িক এই ত্রিবিধ পাপ হইতে ক্ষণমধ্যে মুক্তিলাভ করিয়া নিষ্পাপ হয়, পিতৃলোকের প্রিয় হয়। সর্ব্বদেবতার প্রীতিভাজন হয় এবং ঋষিগণের প্রীতিপাত্র হইয়া থাকে। আর সেই ব্যক্তি দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্য-স্ত্রীশত-পরিবৃত, দিব্যাভ-রণসম্পন্ন এবং দিব্যভোগান্বিত হইয়া নন্দন প্রভৃতি বনে স্বচ্ছন্দে. প্রকৃত দেবতার ন্যায় আমোদ করে। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকালে, পাত্রীয় ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময়, পিতৃতৃপ্তিকর এই মহা-স্তোত্র জপ করিলে, পাত্রে যত অন্নকণা, যত জলকণা থাকে, তত বৎসর পিতৃগণ, স্বর্গে আমোদ করেন। পিতৃগণ, গঙ্গায় পিণ্ডদানে যেমন প্রীত হন, শ্রাদ্ধে এই স্তব শ্রবণ করিলে, তদ্রূপ তৃপ্তিই লাভ করেন। এই স্তোত্র যাহার গৃহে লিখিত হইয়া পরিপূজিত হয়, তাহার গৃহে পাপভীতি থাকে না এবং সে গৃহ সর্ব্বদা পবিত্র থাকে। অগস্ত্য! অধিক কি বলিব, আমার এই নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ কর, এ বিষয়ে সংশয় কর্ত্তব্য নহে; কেননা. সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির ফল হয় না। পৃথিবীতে যত সব নানাপ্রকার স্তব এবং মন্ত্রসমূহ আছে, তৎসমস্তই গঙ্গাস্তব-রাজের সমান নহে। যে ব্যক্তি, এই সহস্র নাম যাবজ্জীবন পাঠ করিবে, সে, মগধদেশে মৃত হইলেও আর গর্ভে বাস করে না। যে ব্যক্তি নিয়মযুক্ত হইয়া, নিত্য এই স্তোত্র পাঠ করে, অন্যত্র তাহার মৃত্যু হইলেও, গঙ্গাতীরে মৃত্যুর সমান হইবে। পূর্ব্বকালে শিব, নিজভক্ত বিষ্ণুর নিকট, এই রমণীয় স্তোত্ররাজ কীর্ত্তন করেন; এই স্তবের এক একটী অক্ষরই মুক্তির হেতু। গঙ্গাস্নানের প্রতিনিধি এই স্তোত্র আমি কীর্ত্তন করিলাম, অতএব গঙ্গাস্নানে অভিলাষী সুধী ব্যক্তি এই স্তোত্র জপ করিবে।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

বারাণসী রহস্য।

স্কন্দ কহিলেন,—হে মহাভাগ অগস্ত্য! শ্রবণ কর; রাজর্ষি-সত্তম রাজা ভগীরথ, ব্রাহ্মণ-শাপানলে দগ্ধ স্বীয় পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারবাসনায় মহাদেবের আরাধনা করিয়া কঠোর তপঃপ্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে গঙ্গা আনয়ন করেন। পরে তিনি ত্রিভুবনের পরম হিতের

জন্য যথায় মণিকর্ণিকা অবস্থিত, তথায় তাঁহাকে আনয়ন করেন। দিলীপনন্দন ভগীরথ অগ্রসর হইয়া অবলীলাক্রমে মুক্তিপ্রদ বিষ্ণুর চক্রপুষ্করিণী, পরমব্রহ্মস্বরূপ ক্ষেত্রপ্রধান দেবদেবের সেই আনন্দকাননে সেই গঙ্গাদেবীকে লইয়া যান, যথায় নির্ব্বাণ-পদপ্রকাশন হেতু কাশী নামে নগরী প্রথিত ছিল। হে মুনে! সতত শিবের সান্নিধ্য বশতঃ সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র পূর্ব্ব হইতে অমূল্য ছিল, এক্ষণে ভাগীরথী সম্পর্কে মণি কাঞ্চন যোগের ন্যায় সমধিক মূল্যবান্ হইল। চক্রপুষ্করিণী তীর্থ পূর্ব্বাবধি মুক্তিক্ষেত্র ছিল বটে, কিন্তু মহাদেবের মণিময় কর্ণভূষণযোগে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ হইল। শিবাশ্রিত আনন্দকানন সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তি, পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ থাকিলেও গঙ্গাসম্পর্কে স্থিরসিদ্ধ হইল। মণিকর্ণিকায় গঙ্গার সমাগম অবধি সেই সিদ্ধক্ষেত্র দেবদুর্লভ হইল। জীব, বিবিধ পাপ পুণ্য কর্ম্ম করিয়া কাশীতে দেহত্যাগ করিলে ক্ষণকালমধ্যে কর্ম্মবন্ধন উচ্ছেদ করত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মের নিদিধ্যাসন, সাংখ্যযোগ অথবা কর্ম্মপাশোচ্ছেদী তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন নাই, কাশীতে মরিলেই নরগণ, ভগবান শশিশেখরের প্রসাদে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। হে কুম্ভযোনে! যত্নে হউক, অযত্নে হউক, কাশীতে কলেবর ত্যাগ করিতে পারিলে তারকব্রহ্ম নামের উপদেশ দিয়া ভগবান তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। বহুজন্মসিদ্ধির মূলীভূত প্রাকৃত গুণপাশে বদ্ধ জীব ভেদজ্ঞানসত্ত্বেও কাশীতে জীবন ত্যাগ করিলে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগই তপস্যা, দান ও নির্ব্বাণ মুক্তিদায়ী পরম যোগস্বরূপ কীর্ত্তিত হয়। অতিপাতকীও কাশীতে উত্তর-বাহিনী গঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়া হেলায় দেহত্যাগ করত বিষ্ণুর পরম পদ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ইন্দ্র ও বহ্নি ভৃতি অমরগণ, যাবতীয় ব্যক্তিকেই মুক্তিমার্গোন্মুখ দেখিয়া এইরূপে পুরীর রক্ষাবিধান করিলেন। তাঁহারা পাপীদিগের দুর্ম্মতিদলনী দুষ্টপ্রবেশনিবারণী মহাসিরূপিণী অসিনদী এবং ক্ষেত্রবিঘ্ননাশিনী দুর্ব্বৃত্তগণের কুপ্রবৃত্তিরোধিনী বরণানদীকে নির্ম্মাণ করিয়া কাশীক্ষেত্রের দক্ষিণ ও উত্তর ভাগে স্থাপন করিলেন। দেবগণ এই উপায়ে ক্ষেত্রের মুক্তিদান রক্ষা করিয়া নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। ভগবান্ চন্দ্রমৌলি স্বয়ং কাশীক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে দেহলীগণপতিকে আদেশ করিলেন। স্বয়ং বিশ্বনাথ কৃপাপূর্ব্বক যাহাদিগকে প্রবেশের অনুমতি দান করেন, ইঁহারাও (অসি, বরণানদী এবং দেহলী-গণপতি) তাহাদিগকে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে কাশীর প্রতি ভক্তিবর্দ্ধক, অতিবিস্ময়াবহ একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে; কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভযোনে! পুরাকালে লবণসমুদ্রের তটে সেতুবন্ধ-সন্নিহিত প্রদেশে মাতৃভক্ত, কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ধনঞ্জয় নামে একজন বণিক্ বাস করিত। সে সৎপথে থাকিয়া বিত্ত উপার্জ্জন করত অর্থিগণের অভীষ্টদানে সন্তোষসাধন করিত। যাচকগণ নিজ অভীষ্টলাভে সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় যশোরাশি প্রচার করিয়া বেড়াইত। ধনঞ্জয়, অসীম সম্পত্তিসমুন্নত হইলেও বিনয়াবনত ছিল। অশেষ গুণগ্রামের আকর হইলেও গুণিগণের নিকট আত্মগোপন করিত। অতি রূপবান ও ধনবান্ হইয়াও পরদারবিমুখ ছিল। সমগ্র কলায় শোভমান হইলেও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র কলঙ্করেখা ছিল না। সে সত্যানৃতবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সর্ব্বদা সত্যপ্রিয় ছিল। স্বয়ং হীনবর্ণ হইলেও সংসারে উৎকৃষ্টবর্ণ তাহার বর্ণনা করিত। সদাচরণগামী হইলেও কৃতী ধনঞ্জয় সুখযানে বিচরণ করিত। মেধাবী সেই ধনঞ্জয় স্বয়ং অদরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি পাপদরিদ্র ছিল। হে মুনে! একদা এইরূপ গুণসম্পন্ন ধনঞ্জয়ের বর্ষীয়সী মাতা পীড়িত হইয়া কালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার

মাতা শারদীয়-মেঘচ্ছায়ার ন্যায় অতি চঞ্চল ও বর্ষাকালীন নদীর মত পরিপূর্ণ যৌবন কাল প্রাপ্ত হইয়া নিজ পতিকে ভোগ- সুখে বঞ্চনা করিয়াছিল। যে নারী অচির- স্থায়ী যৌবনমদে মত্ত হইয়া পতিবঞ্চনা করে, সে অক্ষয় নরকভোগ করিয়া থাকে। রমণীর চরিত্র রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহার চরিত্রদোষ ঘটিলে স্বয়ং বিষ্ঠাগর্ত্ত নরকে পতিত হইয়া থাকে, পরে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত গ্রাম্য-শূকরী, বা বৃক্ষে অধোমুখে লম্বমান স্ববিষ্ঠা-ভোজী বল্গুনী (বাদুড়), অথবা বৃক্ষকোটর-বাসিনী দিবান্ধ পেচকী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহার ধর্ম্মপরায়ণভর্ত্তারও সংকর্ম্ম বলে অর্জ্জিত স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব আপাতসুখকর পরপুরুষস্পর্শ হইতে পুণ্যৈকভাজন নিজ দেহকে সর্ব্বদা রক্ষা করা উচিত। পতিব্রতা নারী কি নিজদেহ পতির সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া উদয়োদ্যোত দিবাকরের উদয়রোধে সমর্থ নহে? অত্রিপত্নী সাধ্বী-প্রধানা অনসূয়া স্বামিভক্তিবলে সাক্ষাৎ বেদ-ত্রয়স্বরূপ সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। নারীগণ সতীত্ববলে ইহলোকে অক্ষয়কীর্ত্তি, পরলোকে স্বর্গবাস ও লক্ষ্মীদেবীর সতীত্ব লাভ করিতে পারে। সেই দুশ্চারিণী ধনঞ্জয়-প্রসূতি চিরন্তন সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বৈরচারিণী হওয়ায় দেহান্তে নরকগামিনী হইল। হে মুনে! ধনঞ্জয় এতাদৃশ দুশ্চরিত্রার তনয় হইয়াও স্বীয় সৌভাগ্য-প্রভাবে কোন শিবভক্ত যোগীর সঙ্গলাভে তপোবলে অতুল্য ধার্ম্মিক হইয়াছিল। জননীর দেহাবসান হইলে ধর্ম্মপরায়ণ মাতৃভক্ত ধনঞ্জয় কাশীতে গঙ্গায় তদীয় অস্থি নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রথমতঃ অস্থিগুলি পঞ্চগব্য দ্বারা, পরে পঞ্চামৃত দ্বারা শোধন করত কর্পূর-কুঙ্কুমাদি লিপ্ত করিয়া বিচিত্র কুসুমে পূজা করত প্রথমে গৌড়ীয় বস্ত্রে বেষ্টন করিয়া পরে পট্টবস্ত্র, সুরসবস্ত্র, মাঞ্জিষ্ঠবস্ত্র ও নেপাল-দেশজাত কম্বল দিয়া সুচারুরূপে যথাক্রমে বেষ্টন করত তদুপরি বিশুদ্ধ মৃত্তিকা লিপ্ত করিয়া তাম্রকৌটার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সেতুবন্ধ হইতে উত্তরদেশ-গমনো-পযোগী মার্গ অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিল। পথিমধ্যে সে হীনজাতিকে স্পর্শ করিত না, সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিত ও রাত্রিকালে মৃত্তিকাশয্যায় শয়ন করিত। এইরূপ ক্রমাগত অনভ্যস্ত কার্য্য করায় এক দিবস তাহার প্রবল জ্বর আসিল। তখন একাকী দ্রব্যাদি লইয়া পথ চলা বিষম কষ্টকর বোধ হওয়াতে উচিত বেতন দিয়া একজন ভারবাহীকে সঙ্গে লইয়া চলিল। হে কুম্ভযোনে! এইরূপে বহু-কষ্টে সে কাশীতে উপনীত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া ধনঞ্জয় স্বীয় দ্রব্যাদি রক্ষার ভার ভারবাহীকে দিয়া আবশ্যকমত খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য আপণে গমন করিল। ইত্যবসরে ভারবাহী নির্জ্জন দেখিয়া তদীয় দ্রব্যাদি সমস্ত অন্বেষণ করত "ইহার ভিতরে অবশ্য কোন মহামূল্য দ্রব্য আছে" ভাবিয়া, সেই অস্থিপূর্ণ তাম্রকৌটাটী গ্রহণপূর্ব্বক স্বভবনে প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে ধনঞ্জয় আবাসে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভারবাহীকে তথায় দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে দ্রব্যাদি অন্বেষণ করিয়া তন্মধ্যে সেই তাম্র-কৌটাটী দেখিতে পাইল না। তখন সে নিজবক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক হাহাকার করিয়া অতি কাতরভাবে বহুক্ষণ রোদন করিতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল রোদনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া ভারবাহীর অন্বেষ-ণার্থ তদীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিল। সে গঙ্গাস্নান ও বিশ্বপতি কাশীনাথকে দর্শন না করিয়াই দ্রুতপদে যথাসময়ে সেই ভারবাহীর গৃহে উপনীত হইল। এদিকে ভারবাহী কাশী হইতে প্রস্থান করিয়া গহনকানন মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অপহৃত তাম্রকৌটাটী উদ্ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলি অস্থিখণ্ড দেখিয়া, বিষণ্ণ অন্তঃকরণে নিজগৃহে প্রস্থান করিল। পিপা-সায় শুষ্ককণ্ঠ ধনঞ্জয়ও তদীয় ভবনে উপস্থিত

হইয়া একটী ভগ্নস্তম্ভ মধ্যে সেই তাম্রকৌটা-স্থিত বস্ত্রখণ্ড অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ আশা প্রাপ্ত হইয়া ভারবাহীর ভার্য্যাকে মৃদুতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "অরে! সত্য বল্, তোর কোন শঙ্কা নাই, আমি আরও অর্থ তোকে দিব। তোর পতি কোথায় গিয়াছে? মদীয় জননীর অস্থিগুলি প্রত্যর্পণ কর্। উহা প্রত্যর্পণ করিলে আমি তোকে নিশ্চয়ই অর্থ প্রদান করিব। তোদের কোন প্রকার কষ্ট দিব না। আর তোর স্বামী লোভে পড়িয়া মদীয় জননীর অস্থিপূর্ণ তাম্রপাত্রটী অপহরণ করিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন দোষ নাই, আমার মাতার দুষ্কর্ম্মফলেই ইহা ঘটিয়াছে। অথবা তাঁহারও কোন দোষ নাই, আমারই অভাগ্যবলে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। অরে শবরপত্নি! জননীর জন্য পুত্রের যাদৃশ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য আমার অদৃষ্টে তাহা নিশ্চিতই নাই। আমি যথাসাধ্য মাতৃকার্য্য সাধনের জন্য উদ্যত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা সম্পন্ন হইল না। তোর স্বামী নিঃশঙ্কচিত্তে সেই অস্থিগুলি দেখাইয়া দিক, তাহার শঙ্কার কোন কারণই নাই, সে আসিয়া অস্থিগুলি আমাকে দেখাইয়া দিলে তাহাকে অপর্য্যাপ্ত অর্থ প্রদান করিব।" ধনঞ্জয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শবরপত্নী নিজ স্বামীকে আহ্বান করিল। পরে তদীয় স্বামী তথায় আসিয়া বণিক্‌কে দেখিয়া লজ্জায় অবনতমস্তক হইল ও তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। হে মুনে! অদৃষ্টক্রমে ভারবাহী সেই স্থানটী বিস্মৃত হইয়াছিল। সে বনের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভ্রান্তচিত্ত ভারবাহী এক বন হইতে বনান্তরে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিয়া যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সেই বণিক্‌শ্রেষ্ঠকে নিবিড় অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পল্লীতে পলায়ন করিয়া আসিল। এইরূপে পরিত্যক্ত সেই বণিক্ ধনঞ্জয় দিবসত্রয় কানন মধ্যে পরিভ্রমণ করত পরিশেষে ক্ষুধায় কাতর ও তৃষ্ণায় শুষ্কতালু হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতে করিতে ম্লানবদনে কাশীতে প্রত্যাগমন করিল। কাশীতে প্রত্যাগত হইয়া ধনঞ্জয় নিজ মাতার পরপুরুষসংসর্গের কথা লোকমুখে শুনিয়া প্রয়াগ ও গয়াতীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বদেশে পুনরাগমন করিল। হে অগস্ত্য! সেই দুশ্চরিত্রা ধনঞ্জয়মাতার অস্থিসমূহ বিশ্বনাথের অনুমতি ব্যতিরেকে কাশীধামে প্রবেশলাভ করিয়াও তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পুনর্ব্বার বহির্নিঃসারিত হইল। এইরূপ ধর্ম্ম বোধে যদি পাপী ব্যক্তি কাশীতে কাশীশ্বরের বিনা অনুমতিতে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রফল লাভ করিতে পারে না এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্নিষ্কাশিত হয়। এই সমস্ত কারণ দেখিয়া নিশ্চিত বোধ হয় যে, একমাত্র বিশ্বনাথের অনুমতিই এই কাশীবাসের মূল। এই কাশীক্ষেত্রকে রক্ষা করিতে অসি ও বরণা নাম্নী নদী নির্ম্মিত হইয়াছে। হে মুনে! তদবধি অসি ও বরণার সহিত সঙ্গত হইয়া এই কাশী 'বারাণসী' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহলোকে বারাণসী সাক্ষাৎ দিব্য করুণারূপিণী; যেহেতু, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যগণ অক্লেশে বিশ্বেশ্বররূপ পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই লীন ও কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। বারাণসী জীবকে সদা এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন যে, হে জীব! তুমি এ জগতে অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও অনেকবার তীর্থ-স্নানাদি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছ, কিন্তু কোন মতেই ঐকান্তিক শান্তি লাভ করিতে পার নাই। যদি তুমি আমায় অবলম্বন করিয়া জীবনপাত করিতে পার, তাহা হইলে মোক্ষপদ লাভ করত শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে। অপরাপর তীর্থজলে প্রাণত্যাগ করিলে একমাত্র ব্রাহ্মণ, দেবাদি পদলাভ করিতে পারে; কিন্তু এই বারাণসীতে প্রাণত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাক,

চণ্ডাল পর্য্যন্তও পুনরাবৃত্তিরহিত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। এই কাশীপুরীই অপার-ভব-পারাবারের পারস্বরূপা। যথায় ভগবান ত্রিপুরারি নরগণকে পরম পুরুষার্থ স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করিয়া থাকেন। জীব অনন্ততীর্থস্নান-ফলে কলুষিত শরীর ত্যাগ করিয়া, দেবশরীর লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই কাশীক্ষেত্রের কোন স্থানে অকিঞ্চিৎকর কলেবর ত্যাগ করিয়া, সাযুজ্য মুক্তিস্বরূপ শিবমূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। জীবগণের ত্রিতাপ-সংহারিণী এই কাশীপুরী প্রাকৃত নরগণের দেহাবসানে, জীবব্রহ্মের ঐক্যরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকেও, সেই তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণগোচর করিয়া, পরম-পুরুষের সাক্ষাৎকার বিধান করিয়া থাকেন। তখন আর সংসারে আসিবার আশঙ্কা থাকে না। অভীষ্টপদপ্রাপ্তি আশায়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থসুখের নিলয় ইষ্টপ্রদ নিজদেহ বারাণসীক্ষেত্রে ত্যাগ না করিয়া, আনন্দ প্রকাশ করে, সে কি ভ্রান্ত! যদি তাহা না পায়, তাহা হইলে, অভীষ্টলাভের আশা দূরে থাকুক, মূল দেহ পর্য্যন্ত তাহার নষ্ট হয়। হে কাশীবাসী জনগণ! ভগবান অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি কপাল-লোচন সুকৃতৈকভাজন ইষ্ট দেহের পরিবর্ত্তে একমাত্র নির্ব্বাণপদ প্রদান করেন বলিয়া বঞ্চিত বোধ করিও না। তোমাদিগের জন্ম-যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবে না। বারাণসীক্ষেত্র, জাজ্জল্যমান অসীম গুণের একমাত্র ভূমি; কারণ, অত্রস্থিত দেহধারী মাত্রেই ইহ-কালে ভগবান্ চন্দ্রশেখর-প্রভাবে গলদেশে গরল ও কপালে নয়ন ধারণ করিয়া গৌরীমূর্ত্তি দ্বারা বিভূষিতবামাঙ্গ হইয়া সাক্ষাৎ শিবের ন্যায় বিরাজমান হয় এবং দেহান্তে পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয় না। বারাণসী পূর্ব্ব হইতেই সুখদ আনন্দ-কানন; তথায় চক্রসরসী মণি-কর্ণিকা, স্বর্ণদী গঙ্গার সংযোগ ও ভগবান্ বিশ্বনাথের সতত সান্নিধ্য থাকায় মুক্তির সমস্ত কারণই বিদ্যমান আছে। এই সংসারে অসি বরুণা নদীদ্বয়ের সঙ্গমে অতি গৌরববতী ও সুরনদীসম্পর্কে শোভমানা বারাণসীই অমল ও অচল মোক্ষলক্ষ্মীর বিশ্বস্ত স্থান। হায়! মূঢ়মতি জন্তুগণ এতাদৃশ ভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র কেন বৃথা ক্লেশ ভোগ করে? হায়! মূঢ় জীবগণ অবশ্যই গর্ভযন্ত্রণা ও কৃতান্ত দণ্ডের বন্ধনতাড়ন বিস্মৃত হইয়া থাকিবে; নচেৎ করস্থিত মুক্তিস্বরূপ শঙ্করের অনুগ্রহ-লভ্য কাশী ত্যাগ করিয়া কেন অন্যত্র গমন করিবে? পান, অবগাহন, অর্চ্চনা ও তনু-ত্যাগ করিলে অপরাপর তীর্থ সকল সদ্যঃ পাপ হরণ করে, বহুতর কল্যাণ দেয় ও স্বর্গফলদানে সমর্থ হয়; কিন্তু এই বারাণসী সংসারের মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। কাশী-পুরীর পরিসর মধ্যে মণিকর্ণিকায় দেহ ত্যাগ করিলে, মানবগণ গলদেশে নীলরেখা-লাঞ্ছিত ভাললোচনসম্পন্ন ও বামাঙ্গে নারীমূর্ত্তিবিরাজিত দেহ ধারণ করে। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকার অতুল মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া মলময় পূয়গন্ধি কলেবর ত্যাগ করে, সে তৎক্ষণাৎ আত্ম-জ্ঞানরূপ পরম জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া যায়; কল্প কল্পান্তরেও তাহার বিয়োগ ঘটে না। রাগাদি দোষে কলুষিতচিত্ত পাপিগণই অনুপম দিব্যপ্রভাবশালিনী কাশীপুরীকে অন্য-তীর্থের সমান বোধ করিয়া থাকে; তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করা উচিত নহে। রে মূঢ় নর! ভগবান স্মরহরের প্রিয় রাজধানী বারাণসী ত্যাগ করিয়া কোন দিগ্‌দিগন্তরে ভ্রমণ করিতেছ! বিধিপ্রভৃতি দেবদুর্লভ অচপল মোক্ষলক্ষ্মী পাইয়াও চপলস্বভাবা লক্ষ্মীর কামনা কেন বৃথা করিতেছ! যে ব্যক্তি উদ্যমশীল, তাহার বিদ্যা, ধন, জন, ভবন, গজ, অশ্ব, স্রক্, চন্দন, পরম রমণীয় বনিতা ও স্বর্গ, অধিক কি, মুক্তিও দুর্লভ নহে; কিন্তু একমাত্র বারাণসী দুর্লভ। পূর্ব্বে বিধাতা, তুলনা পরীক্ষা করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি লোকসমূহ এক কোটিতে ও কাশী-পুরী অপর কোটিতে স্থাপন করিয়া তুলাদণ্ডে তোল করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত লোক

সকল লব্ধ হইয়াছিল ও কাশীপুরী পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন গুরু হইয়াছিল। বিশ্বনাথের কৃপায় কাশীপুরীতে বাস করিতে পাইলে কি নর, কি অন্য জন্তু, সকলেই অদ্বিতীয় রুদ্রদেব ও মান্য হইয়া থাকে এবং সে নানা উপসর্গজনিত ও স্বাভাবিক দুঃখ-ভারে আক্রান্ত হইলেও দেহাবসানে কর্ম্মক্ষয় করিয়া শিবতেজে লীন হইয়া যায়। মূঢ় জন্তুগণ, ভগ্নকাংস্য তুল্য অকিঞ্চিৎকর, অবশ্য-নশ্বর, জন্মমৃত্যু ক্লেশের আশ্রয় দেহ কাশীতে ত্যাগ করিয়া, তদ্বিনিময়ে পরমানন্দসন্দোহভূমি তেজোময় মূর্ত্তি পরিগ্রহে কেন নিশ্চেষ্ট আছে? যথায় মরণকালে স্বয়ং ভগবান মহাদেব শ্রুতিমূলে তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ দিয়া, জননীজঠর-যন্ত্রণা দূর করেন, সেই কাশীপুরী ক্ষিতিতলে বিদ্যমান থাকিতেও কেন হতবুদ্ধি জীবগণ ধননাশ, বন্ধুনাশ বিপত্তি রাশিতে অভিভূত হইয়া শোক সহ্য করিয়া থাকে? কাশীবাসী হইয়া যদি কেহ দিবসে দুই তিনবার ভোজন করে ও স্বেচ্ছা-চারী হয়, তাহা হইলে সে বানপ্রস্থ, বায়ুভক্ষ, জিতেন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। এই কাশীতে মরিলে পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মার গতির কোন ইতরবিশেষ নাই; কারণ ঊষরক্ষেত্রে উপ্ত বীজের ন্যায় তাঁহাদিগের কর্ম্মজনিত বীজ সকল হরনেত্রসম্ভূত অনলে দগ্ধ হইয়া অঙ্কুরিত হইতে পায় না। অয়ি নগেন্দ্রনন্দিনি! শশক, মশক, শুক, বক, চটক, বৃক, জম্বুক, তুরগ, উরগ, বানর, নর, যে কেহ কাশীতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সে মুক্তিলাভ করে। যাহারা কাশীক্ষেত্রে নিরন্তর বাস করে, তাহারা অতি সৌম্য রুদ্রাক্ষমালারূপ ফণীন্দ্রভূষণে ভূষিত ও ত্রিপুণ্ড্ররূপ অর্দ্ধচন্দ্রধারী পৃথিবীস্থ মদীয় পারিষদরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এই কাশীতে জলচর, স্থলচর, মৎস্য, শৃগাল প্রভৃতি যাবতীয় জন্তু বাস করে, সে সমস্তই মদীয় কৃপায় রুদ্ররূপ ধারণ করে ও দেহান্তে আমাতে বিলীন হয়। হে দেবি! স্বর্গে বর্ষেষু নামে অন্তরীক্ষে বাতেষু নামে ও পৃথিবীতে অর্থেষী নামে যে রুদ্রগণ অবস্থিত আছেন এবং পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে দশ দশ সংখ্যা করিয়া যে রুদ্রগণ আছেন, বেদজ্ঞগণ ঊর্দ্ধস্থিত যে রুদ্রগণের বর্ণনা করিয়া থাকেন ও পাতালে যে অসংখ্য রুদ্র বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা কাশীবাসী রুদ্ররূপী জীবগণ শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। হে কুম্ভযোনে! তজ্জন্যই অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র "রুদ্রাবাস" নামে কীর্ত্তিত হয় এবং তজ্জন্যই কাশীস্থিত যে কোন বর্ণ বা তদিতর জীবকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলে মনুষ্য রুদ্রার্চ্চনার ফল লাভ করে। হে মুনে! শব্দশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা "শ্মন" শব্দের অর্থ শব ও "শান" শব্দের অর্থ শয়ন করিয়া থাকেন, সুতরাং "শ্মশান" শব্দের অর্থ শবের শয়নস্থান হইল। মহাভূতগণ কল্পান্ত কালেও এই কাশীতে শবরূপে শয়ন করিয়া থাকে, এইজন্য কাশীকে মহাশ্মশান বলে। প্রলয়কালে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ভূমি জলমধ্যে, জল তেজোরাশিতে, তেজ বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর, আকাশ অহঙ্কারতত্ত্বে, অহ-ঙ্কারতত্ত্ব ষোড়শ বিকারের সহিত বুদ্ধিসংজ্ঞক মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিমধ্যে লীন হইয়া যায়। পরে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নির্গুণ পুরুষে বিলীন হইয়া থাকে। উক্ত পুরুষই পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব, তিনিই জীব ও এই দেহরূপ গৃহের একমাত্র অধিপতি। হে মুনে! ইহাকেই প্রাকৃত প্রলয় বলে। এই প্রলয় কালে ব্রহ্মা, রুদ্র বা বিষ্ণু কেহই বিদ্যমান থাকেন না। পরে মহাকাল মূর্ত্তি পরমেশ্বর সেই জীবকেও স্বকীয়রূপে অন্তর্হিত করেন। উক্ত মহাকাল মূর্ত্তি পরমেশ্বরই মহাবিষ্ণু নামে কথিত হন, আবার উহাঁকেই মহাদেব বলিয়া থাকে। সেই কালরূপী পরমেশ্বর আদ্য-ন্তমধ্যহীন, ইনিই শিব, শ্রীপতি ও পার্ব্বতী-পতি। দৈনন্দিন প্রলয়কালে বিনষ্ট জীব-গণের অস্থিমালায় বিভূষিত ভগবান্ দেবাদিদেব

নিজ বিহারনগরী কাশীপুরীকে ত্রিশূলাগ্রভাগে স্থাপন করিয়া রক্ষা করেন। এই জন্য তথায় কলিকালের প্রভাব নাই। স্কন্দ কহিলেন,—হে দ্বিজ! দেবদেব শম্ভু পূর্ব্বকালে দেবীপার্ব্বতী ও বিষ্ণুর নিকট অবিমুক্তক্ষেত্রকে বারাণসী, কাশী, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান ও আনন্দকানন নামে এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট সেই কাশী-সংক্রান্ত মহারহস্য কীর্ত্তিত হইল। এই পবিত্র অধ্যায় পাঠ করিলে মহাপাতক নষ্ট হয় ও দ্বিজগণকে যথাবিধি শুনাইলে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। হে কলসোদ্ভব! ইহার পর কাশীবিষয়ে কি শুনিতে ইচ্ছা কর, বল; আমারও কাশী-বৃত্তান্ত বলিতে নিরতিশয় আনন্দ হইতে থাকে।"

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

ভৈরব প্রাদুর্ভাব।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ, হৃদয়ানন্দ, তারকনিসূদন, স্কন্দ! কাশীকথা শুনিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই, অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে ও আমাকে তৎশ্রবণযোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, কাশীর ভৈরবের কথা বলুন। কাশীতে ভৈরব নামে কে অবস্থিত আছেন? তাঁহার রূপ কি প্রকার? কার্য্যই বা কি? তাঁহার কত নাম আছে? আরাধনা করিলে কি প্রকারেই বা তিনি সাধকের সিদ্ধি দান করেন এবং সেই ভৈরব কোন্ সময়ে আরাধিত হইলে ঝটিতি অভীষ্টসিদ্ধি করেন? স্কন্দ কহিলেন,—হে মহাভাগ! বারাণসীর প্রতি তোমার যেরূপ প্রেম দেখিতেছি, বোধ করি, আর কাহারও তাদৃশ নাই, অতএব আমি অশেষরূপে মহাপাতকনাশন ভৈরবের কথা কীর্ত্তন করিতেছি; ইহা শ্রবণ করিলে কাশীবাসের ফল নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি সুপক্ব বৃহৎ রসালফল সদৃশ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পাণিদ্বয়ে দৃঢ় নিষ্পীড়িত করিয়া মুহুর্মুহুঃ দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার রস পান করিতেছেন ও সেই রসপানে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উদ্ধত নৃত্য করিতেছেন, সেই মহাভৈরব অপায় হইতে ত্রিভুবন রক্ষা করুন। হে কুম্ভযোনে! বিষ্ণু চতুর্ভুজ ও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা চতুর্মুখ হইলেও মহেশ্বরের মহিমা অবগত নহেন। ইহা বিচিত্র কথা নহে, কারণ মহাদেবের মায়া অনতিক্রমণীয়া। সেই মায়ায় মোহিত হইয়া সকলেই পরম পতিকে জানিতে পারে না। সেই পরমেশ্বরই যদি আপনাকে জানান, তবে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাকে জানিতে পারেন, নতুবা স্ব ইচ্ছায় জানিতে পারেন না। সেই আত্মারাম মহেশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; মূঢ়গণই বাক্যমনাতীত সেই মহেশ্বরকে সামান্য দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকে। হে বিপ্র! পূর্ব্বকালে সুমেরুশিখরে মহর্ষিগণ লোকেশ্বর পিতামহকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন যে, একমাত্র কোন্ তত্ত্ব অব্যয়? তাহাতে সেই লোকস্রষ্টা পিতামহ, মহেশ্বরের মায়ায় মোহিত হওয়ায় পরম তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আপনাকে এই রূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিতে থাকেন যে, "আমিই জগদ্‌যোনি, বিধাতা, স্বয়ম্ভু, একমাত্র ঈশ্বর ও অনাদি ব্রহ্মস্বরূপ। আমার অর্চ্চনা না করিলে কেহই মুক্তিলাভে সমর্থ নহে। আমিই ত্রিজগতের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা। আমা হইতে কেহই অধিক নহে, আমিই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ।" ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শুনিয়া নারায়ণের অংশোৎপন্ন ক্রতু হাস্য করিয়া ক্রোধরক্তলোচনে বলিতে লাগিলেন যে, "তুমি পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া কি বলিতেছ? ভবাদৃশ যোগীর এবংবিধ মোহ উচিত নহে। আমিই লোকত্রয়কর্ত্তা, যজ্ঞ ও পরাৎপর নারায়ণ। হে অজ! আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ত্রিজগতের জীবন থাকা অসম্ভব।

আমিই পরম জ্যোতিঃ ও পরম গতি। তুমি আমাকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই এই সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন কর।" এইরূপে মোহবশতঃ পরস্পর জয়েচ্ছায় বিরোধী হইয়া বিধি ও ক্রতু, প্রমাণজ্ঞ চতুর্ব্বেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে বেদগণ! আপনাদিগের সর্ব্বত্রই প্রমাণরূপে পরম প্রতিষ্ঠা আছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; অতএব বলুন, পরম তত্ত্ব কি অবগত আছেন?" তাহাতে শ্রুতিগণ বলিলেন,—"হে সৃষ্টিস্থিতিকারক দেবদ্বয়! যদি আমাদিগের কথা মান্য করেন, তাহা হইলে আপনাদিগের সংশয়চ্ছেদি প্রমাণ বলিতে পারি।" শ্রুতিগণের এই কথা শুনিয়া বিধি ও ক্রতু বলিলেন,—"আপনাদিগের কথাই প্রমাণ, অতএব পরম তত্ত্ব কি, তাহা বিশেষরূপে বলুন।" তখন ঋগ্বেদ বলিলেন,—"যাঁহার অন্তরে সমুদয় ভূতগণ অবস্থিত আছে, যাঁহা হইতে সমস্ত উদ্ভূত হইতেছে ও যাঁহাকে পণ্ডিতগণ "তৎ" শব্দের বাচ্য বলেন, সেই এক রুদ্রই পরম তত্ত্ব।" যজুর্ব্বেদ বলিলেন,—"যিনি নিখিল যাগ ও যোগ দ্বারা আরাধিত হইয়া থাকেন এবং যাঁহার বলে আমরা প্রমাণস্বরূপে গণ্য হইয়াছি, সেই সর্ব্বদর্শী শিবই পরমতত্ত্ব।" সামবেদ বলিলেন,—"যিনি এই বিশ্বমণ্ডলকে ভ্রমণ করাইতেছেন, যাঁহাকে যোগিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন ও যাঁহার জ্যোতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত, সেই ত্র্যম্বকই একমাত্র পরমতত্ত্ব।" অথর্ব্ববেদ বলিলেন,—"ভক্তিসাধনবলে মনুষ্যগণ যাঁহাকে দেখিতে পাইয়া থাকেন, সেই কৈবল্যরূপী দুঃখহর শঙ্করকেই একমাত্র পরমতত্ত্ব বলিয়া থাকেন।" হে মুনে! শ্রুতিগণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া মায়ামোহিত মোহান্ধ সেই বিধি ও ক্রতু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "পরম ব্রহ্ম সঙ্গমুক্ত, তবে কিরূপে শ্মশানভূমে শিবার সহিত নিরন্তর ক্রীড়ারত, ভস্মলিপ্তাঙ্গ, জটাজুটধারী, বৃষবাহন, সর্পভূষণ, বিকটবেশ, দিগম্বর সেই প্রমথনাথ সেই পরমব্রহ্ম হইতে পারেন? তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে নিরাশার প্রণবরূপী সনাতন মূর্ত্তিমান হইয়া হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। প্রণব বলিলেন,—লীলারূপধারী ভগবান্ রুদ্ররূপী এই হর নিজ আত্মাতিরিক্ত পত্নীর সহিত কদাপি ক্রীড়া করেন না। এই ভগবান ঈশ্বর স্বয়ং সনাতন জ্যোতিঃস্বরূপ। এই শিবা তাঁহারই আনন্দরূপ শক্তি, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন। প্রণব তখন এইরূপ বলিলেও শ্রীকণ্ঠেরই মায়া বশতঃ বিধি ও ক্রতুদেবের অজ্ঞান তিরোহিত হইল না। অনন্তর সেই উভয়ের মধ্যস্থলে নিজপ্রভায় দ্যুলোক ও ভূর্লোকের মধ্যভাগ পরিপূর্ণ করিয়া এক পরমজ্যোতি প্রাদুর্ভূত হইল। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যে এক পুরুষের আকার দেখা গেল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইল। তখন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, "আমাদিগের উভয়ের মধ্যে পুরুষাকৃতিধারী উনি কে?" এইরূপ মনে মনে ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে ত্রিশূলপাণি, কপাললোচন ভগবান মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন ও দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "তুমিই আমার ভালস্থল হইতে পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলে ও রোদন হেতু তোমায় "রুদ্র" নাম দিয়া ছিলাম, এক্ষণে হে পুত্র! তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমায় রক্ষা করিব।" অনন্তর ঈশ্বর, পদ্মযোনির এই সগর্ব্ব বাক্য শুনিয়া,কোপ হইতে এক ভৈরবাকৃতি পুরুষ সৃষ্টি করিয়া, সেই পুরুষকে বলিলেন,—"হে কালভৈরব! তুমি এই ব্রহ্মাকে শাসন কর। তুমি কালের ন্যায় বিরাজমান, অতএব তোমার "কালরাজ" নাম হইবে ও তুমি বিশ্বভরণে সমর্থ, এই জন্য তোমার নাম 'ভৈরব' হইবে। তোমাকে কালও ভয় করিবে বলিয়া, তোমার নাম 'কালভৈরব' হইবে। যেহেতু তুমি তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের মর্দ্দন করিবে, এই নিমিত্ত তুমি "আমর্দ্দক" নামে বিখ্যাত হইবে,আর তৎক্ষণাৎ ভক্তগণের পাপ ভক্ষণ করিবে বলিয়া, তোমার "পাপভক্ষণ" এই নাম হইবে। হে কালরাজ! আমার যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাশীপুরী আছে। তথায় তোমার সর্ব্বদা আধিপ

চিত্রগুপ্ত এ স্থানের পাপপুণ্যকর্ম্ম লিখিতে পাইবে না।" অনন্তর কালভৈরব মহেশ্বরের নিকট এই সকল বর প্রাপ্ত হইয়া, বামহস্তের অঙ্গুলিনখাগ্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ বিধাতার মস্তক ছেদন করিল। যে অঙ্গ অপরাধ করে, তাহারই শাসন করা উচিত। অতএব ব্রহ্মা যে অঙ্গে নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই পঞ্চম মস্তকই তাঁহা কর্ত্তৃক ছিন্ন হইল। ইহা দেখিয়া যজ্ঞমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু, শঙ্করের স্তুতি আরম্ভ করিলেন, হিরণ্যগর্ভও ভীত হইয়া "শতরুদ্রিয়" জপ করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, নিজ মূর্ত্ত্যন্তর কপর্দ্দী ভৈরবকে বলিলেন,—"হে নীললোহিত! এই যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও ব্রহ্মা তোমার মান্য। তুমি ব্রহ্মার এই কপাল ধারণ করিয়া, ব্রহ্মহত্যা পাপ অপনোদনের জন্য,কাপালিকব্রত অবলম্বন করত লোকশিক্ষার্থ নিজ ব্রত দেখাইয়া, নিয়ত ভিক্ষাপূর্ব্বক বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া তেজোরূপী সনাতন ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে শিবও রক্তবর্ণা, রক্তাম্বরধারিণী রক্তমাল্যানুলেপনা দংষ্ট্রাকরালবদনা, জিহ্বাললনভীষণা অম্বরীকৈকচরণা, বহুশোণিতপায়িনী, কর্ত্রিধারিণী, পিঙ্গলতারকা, ভৈরবেরও ভীতিপ্রদায়িনী, ব্রহ্মহত্যা নাম্নী কন্যা সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে কালভৈরবের অনুগমন করিতে আদেশ দিয়া ও 'বারাণসী ভিন্ন সর্ব্বত্রই তোমার গতি অব্যাহত হইবে', এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই ব্রহ্মহত্যা নাম্নী কন্যার সংসর্গে কালভাবন ভৈরব কৃষ্ণবর্ণ হইলেন ও দেবদেবের আদেশে কাপালিক ব্রত অবলম্বন করিয়া কপালহস্তে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুদারুণ ব্রহ্মহত্যা সত্যলোক, বৈকুণ্ঠলোক বা ইন্দ্রাদি-নগরীতে সেই কালভৈরবকে ত্যাগ করিল না। ত্রিজগৎপতি রুদ্ররূপী কালভৈরবও ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিভুবন বিচরণ ও প্রতিতীর্থে ভ্রমণ করিয়াও সেই ব্রহ্মহত্যামুক্ত হইলেন না! হে কুম্ভসম্ভব! ইহা দ্বারাই অনুমানে অবগত হও যে,ব্রহ্মহত্যাপনোদিনী কাশীর মাহাত্ম্য কতদূর। ত্রিলোকমধ্যে অনেক তীর্থ ও বহুতর পুণ্যায়তন আছে; কিন্তু সে সমস্ত কাশীর ষোড়শ কলার এক কলারও যোগ্য নহে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপসমূহ তাবৎ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া থাকে, যাবৎ তাহারা পাপরূপ পর্ব্বতের অশনিস্বরূপ কাশীর নাম শ্রবণ করে না। পরে প্রমথসেবিত কাপালিকব্রতধারী ভগবান্ কালভৈরব ত্রিভুবন বিচরণ করিয়া নারায়ণের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। ভগবান গরুড়ধ্বজ, সর্পকুণ্ডলধারী ত্রিনেত্র ভীষণাকৃতি মহাদেবাংশসম্ভূত কালভৈরবকে উপস্থিত দেখিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া অন্যান্য দেবগণ, মুনিগণ ও দেবপত্নী সকল চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর লক্ষ্মীপতি হরি প্রণতভাবে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বিবিধ স্তবে তাঁহার স্তব করিয়া, ক্ষীরোদমন্থনোদ্ভূত পদ্মালয়াকে বলিলেন, অয়ি প্রিয়ে কমললোচনে! দেখ, তুমি আজ ধন্যা, অয়ি সুভগে! অনঘে! সুশ্রোণি দেবি! আমিও আজ ধন্য; কারণ আমরা উভয়ে আজ ত্রিজগৎপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। ইনিই ধাতা, বিধাতা, লোকসমূহের প্রভু, ঈশ্বর, অনাদি, শান্ত, শরণ, পরাৎপর ও পরমাত্মা। ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বযোগীশ্বর, সর্ব্বভূতৈকভাবন, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও সকলের সর্ব্বদা সর্ব্বাভীষ্টদাতা। শান্ত যোগিগণ তন্দ্রাহীন নিরুদ্ধশ্বাস ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া জ্ঞানচক্ষে যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন, অদ্য তিনি এই আসিয়াছেন, নিরীক্ষণ কর। জিতেন্দ্রিয় বেদতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ যাঁহাকে জানিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অরূপ হইলেও অদ্য রূপবান্ হইয়া এই আসিয়াছেন। অহো! ভগবান্ পরমব্রহ্মের বিচিত্র লীলা! যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে দেহ ধারণ করিতে হয় না, তিনি অদ্য দেহধারী। যাঁহাকে দর্শন করিলে মনুষ্যের পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম হয় না, সেই শশিমৌলি ভগবান্ ত্রিলোচন এই

আসিয়াছেন। অদ্য আমার পদ্মদলের ন্যায় সুবিশাল নয়নদ্বয় সার্থক হইল, যেহেতু লীলা-রূপধারী ভগবানের দর্শন পাইয়াছি। দেব-গণের দেবত্বপদে ধিক্! যাহাতে ভগবান শঙ্করকে দর্শন করিয়াও সর্ব্বদুঃখহর নির্ব্বাণপদ লাভ হয় না। হে দেবি! জগতে দেবত্বপদ অপেক্ষা অশুভকর আর কিছুই নাই: যেহেতু সর্ব্বদেবপতিকে দর্শন করিয়াও আমরা মুক্তি-লাভ করিতে পারিতেছি না। আনন্দপুলকিত দেহে হৃষীকেশ লক্ষ্মীকে এইরূপ বলিয়া প্রণি-পাতপূর্ব্বক বৃষবাহন মহাদেবকে এই কথা বলিলেন যে, হে সর্ব্বপাপহর! বিভো! অব্যয় আপনি দেবদেব, সর্ব্বজ্ঞ ও ত্রিজগতের বিধাতা হইলেও আপনার এ কি আচরণ? হে দেব-পতে! মহাদ্যুতে! ত্রিলোচন! আপনার কি লীলা? হে স্মরান্তক! বিরূপাক্ষ! আপ-নার এইরূপ আচরণের কারণ কি? হে শক্তি-পতে! ভগবন! শম্ভো! কি কি নিমিত্ত ভিক্ষা করিয়া বিচরণ করিতেছেন? হে প্রণত-জনের ত্রৈলোক্যরাজ্যপ্রদ! জগৎপতে! এ বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিয়াছে। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া শম্ভু তাঁহাকে বলিলেন যে, হে বিষ্ণো! আমি অঙ্গুলির নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিয়াছিলাম, তদবধি এই শুভব্রত ধারণ করিয়াছি। মহেশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু অবনত-মস্তক হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক পুনরায় এইরূপ নিবেদন করিলেন, হে সর্ব্ববিঘ্ননায়ক! আপনি যথেচ্ছ ক্রীড়া করুন, কিন্তু হে মহাদেব! আমাকে মায়াবলে আপনার আচ্ছন্ন করা উচিত নহে। হে ঈশ! আপনার আদেশে আমি নাভিপদ্মকোষ হইতে কল্পে কল্পে কোটি কোটি ব্রহ্মা সৃজন করিতেছি। হে বিভো! মূঢ়-গণের অনুত্তরণীয় এই মায়াকে আপনি ত্যাগ করুন; হে মহাদেব! আমি ও অপরাপর সকলেই আপনার মায়ায় মোহিত; তাহা হইলে হে শিবাপতে! আপনার চেষ্টা যথাযথ অবগত হইতে পারি। হে হর! সংহারকাল উপস্থিত হইলে আপনি যখন সমস্ত দেবতা, মুনি ও বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট লোকগণকে সংহার করিবেন, তখন আপনার ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কোথায় রহিবে? হে শম্ভো! আপনি কাহারও পরতন্ত্র নহেন, এই নিমিত্ত আপনি যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে অনঘ! কত অতীত ব্রহ্মার অস্থিমালা আপনার কণ্ঠে শোভা পাইতেছে, তখন আপনার ব্রহ্মহত্যা কোথায় ছিল? হে ঈশ! মহাপাপ করিয়াও যে ব্যক্তি আপনাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করে, তাহার পাপ লীন হইয়া যায়। সূর্য্যের সন্নিকটে অন্ধকার যেমন আসিতে পারে না, সেইরূপ আপনার ভক্তের পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। যে পুণ্যবান ব্যক্তি আপনার চরণযুগল ধ্যান করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। হে জগৎপতে! যে ব্যক্তি আপনার নাম কীর্ত্তন করে, তাহার পাপ নিচয় গিরিশৃঙ্গ-পরিমিত হইলেও তাহাকে কষ্ট-দানে সমর্থ হয় না। হে লোকজীবন! রজোগুণ ও তমোগুণে বর্দ্ধিত এবং পরি-তাপদায়ক পাপরাশি কোথায়, আর জগ-দ্ব্যাপক রোগ-হারী আপনার মঙ্গলময় শিব-নামই বা কোথায়? হে অন্ধকরিপো! যদি কখনও মনুষ্যের ওষ্ঠপুট হইতে 'শিব', 'শঙ্কর', 'চন্দ্রশেখর'—এই কয়েকটা নাম বারংবার নিঃসৃত হয়, তাহার আর সংসারে আসিতে হয় হয় না। হে ঈশ! আপনি পরমাত্মা, পরম জ্যোতিঃ ও ইচ্ছামূর্ত্তিধারী; এই সমস্তই আপনার কৌতূহল মাত্র, নতুবা ঈশ্বরের পরা-ধীনতা কোথায়? হে দেবেশ! অদ্য আমি ধন্য। যাহাকে যোগিগণ দর্শন করিতে পারেন না, সেই অক্ষয় জগন্নিদান পরমেশ্বরের দর্শন পাই-লাম। আজ আমার পরম লাভ, আজ আমার পরম মঙ্গল। আপনার দর্শনরূপ অমৃতে পরি-তৃপ্ত হইয়া স্বর্গ ও মুক্তি পর্য্যন্ত তৃণজ্ঞান করি-তেছি। বিষ্ণু এইরূপ বলিলে পর স্বয়ং লক্ষ্মী মহাদেবের পাত্রে মনোরথবতী নামে পবিত্র ভিক্ষা প্রদান করিলেন। [illegible]

পরমানন্দে ভিক্ষাচরণের জন্য তথা হইতে নির্গত হইলেন। জনার্দ্দন বিষ্ণু, ব্রহ্মহত্যাকে তাঁহার অনুগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক ত্রিশূলীকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা কহিলেন, আমি এই প্রসঙ্গে বৃষধ্বজের সেবা করিয়া আপনাকে পবিত্র করিব, নতুবা মহাদেবের সাক্ষাৎকার কোথায় পাইব? ইহা বলিয়া ব্রহ্মহত্যা বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর শম্ভু সহাস্যমুখে বিষ্ণুকে বলিলেন, হে বহুমানদ গোবিন্দ! আমি তোমার বাক্য সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছি, অতএব হে অনঘ! আমি তোমায় বর দিতেছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা করিতে গিয়া সম্মান পাইলে যেরূপ সুখী ও আনন্দিত হইয়া থাকে, প্রচুর পবিত্র ভিক্ষা-দ্রব্যলাভেও তাহারা তদ্রূপ আনন্দিত হয় না। তাহা শুনিয়া বিষ্ণু কহিলেন,—ইহাই আমার শ্লাঘনীয় বর যে, আমি মনোরথপথের অতীত দেবগণের অধিপতি দেবদেবকে দর্শন করিতেছি। হে হর! আপনার দর্শন, সজ্জনের পক্ষে বিনামেঘে অমৃতবৃষ্টি, বিনা আয়াসে মহোৎসব ও বিনা যত্নে নিধিলাভের সদৃশ। অতএব হে দেবশম্ভো! আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের সহিত কখন যেন আমার বিচ্ছেদ না ঘটে, ইহাই আমার প্রার্থনা; অপর কোন বর আমি চাহি না! তখন শ্রীভৈরব বলিলেন,—"হে দেব মহামতে! তুমি যাহা চাহিলে, তাহাই হইবে ও তুমি সর্ব্ব দেবগণের বরদাতা হইবে"। দৈত্যারিকে এই বরদানে অনুগৃহীত করিয়া কালভৈরব, ইন্দ্রাদি-লোকে বিচরণ করত মুক্তিদায়িনী বারাণসী-নগরীতে গমন করিলেন; বিপদাকর ব্রহ্মাদি দেবগণের পদও যে কাশীস্থিত জীবগণের ষোড়শভাগের একভাগেরও তুল্য নহে। বারাণসীতে জটাধারী, মুণ্ডিতমুণ্ড ও দিগম্বর হইয়াও বাস করা ভাল, কিন্তু অন্যত্র একচ্ছত্র সসাগর ধরামণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াও থাকা ভাল নহে। বারাণসীতে ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াও বাস ভাল কিন্তু অন্যত্র লক্ষাধিপতি হইয়াও থাকা ভাল নহে; কারণ, লক্ষপতির, গর্ভে প্রবেশ করিতে হয়. কিন্তু ভিক্ষান্নভোজীর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কাশীতে আমলকী ফল-পরিমিত ভিক্ষা ভিক্ষুকগণকে দিলে তাহা সুমেরুতুল্য গুরু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দরিদ্র গৃহস্থকে বর্ষভোজ্য অন্ন প্রদান করে, সে যত বৎসরের জন্য দান করে, তত যুগ স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। যে জন নিরুপায় ব্যক্তিকে বর্ষভোজ্য দান করে, তাহার কস্মিনকালেও ক্ষুধাতৃষ্ণা-জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কাশীতে বাস করিলে যে পুণ্য জন্মে, তথায় কোন ব্যক্তিকে বাস করাইলেও অবিকল সেই ফল হইয়া থাকে। যাহার নাম করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহ-পাপিজনকে ত্যাগ করে, সেই কাশীর উপমা এ জগতে কাহার সহিত হইতে পারে? এবম্বিধ কাশীক্ষেত্রে ভীষণাকৃতি ভৈরব প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যা হাহাকার ধ্বনি করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। তাঁহার হস্ত হইতে ব্রহ্মার কপাল ভূতলে স্খলিত হইল। তাহাতে ভৈরব সর্ব্বসমক্ষে পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কালভৈরব নানাস্থান ভ্রমণ করিলেও তাঁহার হস্ত হইতে কুত্রাপি যে কপাল পতিত হয় নাই, কাশীতে আগমন করিবামাত্র তাহা পতিত হইল এবং যে ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে কুত্রাপি ত্যাগ করে নাই, তাহা ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হইল; অতএব কাশী কেন না দুর্লভ হইবে? যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা "বারাণসী" ও "কাশী" এই মহামন্ত্র জপ করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে জন দূরদেশান্তরে থাকিয়াও অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রের নাম স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহারও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা আনন্দকাননে রত, সেই ক্ষেত্র নাম শ্রবণে তাহারও পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ হয় না। যে জন পাপসম্ভার বহন করিয়াও নিয়তচিত্তে

রুদ্রাবাসে সর্ব্বদা বাস করে, সে ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তি মহাশ্মশানে আসিয়া দৈবাৎ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহার আর পুনরায় শ্মশানে শয়ন করিতে হয় না। যাহারা কাশীস্থিত কপালমোচন শিবের স্মরণ করিবে, তাহাদিগের ইহজন্মের ও পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হইবে। তীর্থপ্রবর এই কাশীতে আগমন করিয়া যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে লোকের ব্রহ্মহত্যা দূরীভূত হয়। যাহারা দেহাদি অনিত্য ভাবিয়া বারাণসীতে বাস করে, অন্তকালে ভগবান শঙ্কর তাহাদিগকে সেই পরমজ্ঞান প্রদান করেন। হে বিপ্র! এই কাশীপুরী সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের অনির্ব্বাচ্য পরমানন্দ মূর্ত্তি ও ইহা শিবদ্বেষীদিগের অপ্রাপ্য। এই কাশীর তত্ত্ব আমি এবং অত্যন্ত শিবভক্ত ব্যক্তিও জানে। এইস্থানে, যোগবলে যোগীর ন্যায়, জীবগণ অক্লেশে মুক্তি লাভ করে। এই কাশীই পরমপদ, পরমানন্দ ও পরমজ্ঞানস্বরূপ; এই জন্যই মোক্ষার্থীদিগের সেব্য। যে ব্যক্তি কাশীতে বাস করিয়াও শৈবগণের বিরুদ্ধাচরণ করে বা এই পুরীর নিন্দা করে, তাহার কোন স্থানেই সদ্গতিলাভ হয় না। তৎপরে কালভৈরব কপালমোচন তীর্থ সম্মুখে রাখিয়া ভক্তগণের পাপরাশি ভক্ষণ করিবার জন্য তথায় অবস্থিতি করিলেন। এই পাপভক্ষণকারী কালভৈরবের নিকট গিয়া যে তাঁহার সেবায় রত হয়, শত শত পাপ করিলেও তাহার ভয় কোথায়? ইনি পাপরাশি ও দুষ্টগণের মনোরথ সম্পূর্ণভাবে মর্দ্দন করেন বলিয়া ইঁহার নাম আমর্দ্দক হইয়াছে। কাশীবাসিগণের কলি ও কালভয় নিবারণ করেন, তজ্জন্য কালভৈরব নামে ইনি বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার ভক্তগণের নিকট নিদারুণ যমদূত আসিতে পারে না, এইজন্য ইঁহার নাম ভৈরব হইয়াছে। এই কালভৈরবের নিকট, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণ করিলে, মহাপাপ হইতে মনুষ্য মুক্তিলাভ করে। ইহাঁকে দর্শন করিলে মনুষ্যবুদ্ধিকৃত সমস্ত অশুভ কর্ম্ম ভস্মীভূত হয়। এই কালভৈরবের নিকট জাগরণ করিলে অনেকজন্মসঞ্চিত পাপসমূহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। মার্গশীর্ষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বিবিধ উপচারে ইহার পূজা করিলে মানবগণের সংবৎসরের বিঘ্ন দূর হইয়া যায়। রবি মঙ্গলবারে অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতিথিতে কালভৈরবের যাত্রা করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যে মূঢ় ব্যক্তি সদা কাশীবাসী কালভৈরব ভক্তগণের বিঘ্ন আচরণ করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে জীবগণ, বিশ্বেশ্বরে ভক্তিমান্ হইয়া কালভৈরবের প্রতি ভক্তি করে না, তাহারা কাশীতে পদে পদে বহু বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কালোদকতীর্থে স্নান করিয়া তর্পণ করত কালরাজকে দর্শন করিলে মনুষ্য নরক হইতে পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে! যে ব্যক্তি প্রত্যহ আটবার করিয়া পাপভক্ষণকে প্রদক্ষিণ করে, সে বাঙ্মনঃকায়সম্ভূত পাপে লিপ্ত হয় না। সাধক পুরুষ সেই আমর্দ্দকতীর্থে ছয়মাস কাল ইষ্টদেবতার জপ করিলে ভৈরবাজ্ঞায় সিদ্ধিলাভ করে। যে ব্যক্তি বারাণসীবাসী হইয়া কালভৈরবের ভজনা করে না, তাহার পাপ শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিবিধ বলি, পূজা ও উপহারে কালভৈরবের পূজা করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। কাশীতে যে ব্যক্তি প্রতি চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও মঙ্গলবারে কালরাজের অর্চ্চনা না করে, তাহার পুণ্য কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহত্যানাশকারী ভৈরবোৎপত্তি নামক এই পবিত্র ইতিহাস যে শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বপাপমোচন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ভৈরবের প্রাদুর্ভাব কথা শ্রবণ করে, সে কারাগারস্থিত হইলেও সঙ্কট হইতে মুক্ত হয় এবং কদাপি বিপন্ন হয় না।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

দণ্ডপাণি-প্রাদুর্ভাব।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে শিখিবাহন! এক্ষণে হরিকেশের উৎপত্তিকথা বলুন। সেই হরিকেশ কে ছিলেন? কাহার পুত্র, কিরূপ কঠোর তপস্যা বা করিয়াছিলেন ও কি প্রকারেই বা মহাদেবের প্রিয় হইয়াছিলেন? এই মহামতি হরিকেশ কিরূপেই বা কাশীবাসীর হিতাকাঙ্ক্ষী দণ্ডনায়ক ও অন্নদাতা হইয়াছিলেন? এবং কাশী-দ্বেষী মনুষ্যগণের সর্ব্বদা ভ্রমোৎপাদন-কারী সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামে গণদ্বয়ই বা কিরূপে তাঁহার অনুগত হইয়াছিল? হে বিভো! আমি এই সমস্ত শ্রবণেচ্ছু, কীর্ত্তন করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন। স্কন্দ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কুম্ভসম্ভব! তুমি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ, এই দণ্ডপাণির কথা কাশীবাসী লোকের মহা-হিতকরী; ইহা শ্রবণ করিলে বিশ্বনাথের কৃপায় কাশীবাসের ফল নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সুকৃতী শ্রীসম্পন্ন রত্নভদ্র নামে এক ধার্ম্মিক চূড়ামণি যক্ষ বাস করিতেন। তিনি পূর্ণভদ্র নামে পুত্রলাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি যথা-কাম বিষয়ভোগ করিয়া চরম-বয়সে শান্তাত্মা ও প্রশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয় হইয়া শৈবযোগবলে পার্থিব দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিময় শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে পিতার দেহান্তে মহাযশা পূর্ণভদ্র পুণ্যলভ্য অতুল বিভবরাশির অধিকারী হইয়া স্বর্গৈকসাধন, গৃহস্থাশ্রমের ভূষণ, পিতৃ-লোকের পরমপথ্য, সংসারতাপতপ্ত অঙ্গের অমৃতকণা ও অনন্ত ক্লেশসাগরে পতিত জন-গণের পোতস্বরূপ অপত্যলাভ ভিন্ন সকল মনোরথ লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর পুত্রমুখ অদর্শনে, বালকের মধুরালাপবর্জ্জিত তদীয় অট্টালিকা সর্ব্বজনদুর্লভ হইলেও তাঁহার পক্ষে অমঙ্গলময়, দরিদ্রহৃদয়ের ন্যায় শূন্য ও জীর্ণারণ্য প্রায় বোধ হইল এবং পথিকের পক্ষে প্রান্তরের ন্যায় ধূ ধূ করিতে লাগিল। হে কুম্ভযোনে। তখন সেই পূর্ণভদ্র অতীব খিন্ন হইয়া যক্ষিণী-শ্রেষ্ঠা কনককুণ্ডলা নাম্নী গৃহিণীকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রিয়ে! আমার এই অট্টালিকা আদর্শতলের ন্যায় সুন্দর। গবাক্ষ মুক্তাময়, প্রাঙ্গণভূমি চন্দ্রকান্তপাষাণ-নির্ম্মিত, গৃহকুট্টিম পদ্মরাগ ও নীলকান্ত মণি-প্রভায় উদ্ভাসিত, স্তম্ভ সকল প্রবালরচিত ও ভিত্তি স্ফটিকময়ী! ইহার উপরে পতাকা পত পত রবে উড়িতেছে, চারিদিকে মণিমাণিক্য শোভা পাইতেছে ও অগুরুধূপগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইতেছে। ইহাতে মহামূল্য আসন, রমণীয় পর্য্যঙ্ক, সুচারু অর্গল ও কপাট, দুকূলাচ্ছাদিত মণ্ডপ, সুরম্য রতিশালা বাজি-শালা এবং শত শত দাস-দাসী বিরাজমান রহিয়াছে। ইহার কোনস্থানে কিঙ্কিণী বাজি-তেছে,—শিখিগণ নূপুররবে উৎকণ্ঠিত হইয়া কেকারব করিতেছে,—পারাবতকুল কূজন করিতেছে,—সারী-শুক গাইতেছে,—মরাল মিথুন খেলিতেছে,—চকোরচকোরী নাচিতেছে ও মাল্যগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমর মধুর গুঞ্জন করি-তেছে। ইহার চারিদিকে কর্পূরবাসে সুবাসিত বায়ু বহিতেছে। এই অট্টালিকায় ক্রীড়ামর্কটের দন্তাগ্রভাগে মাণিক্যময় দাড়িম্বফল শোভা পাইতেছে ও দাড়িমীবীজভ্রমে শুকপক্ষিগণ চঞ্চুপুট দিয়া মুক্তা গ্রহণ করিতেছে। অয়ি কান্তে! এই হর্ম্ম্য উক্তরূপ সুখসম্পন্ন, দ্বিতীয় লক্ষ্মীভবনের ন্যায় ধনধান্যসমৃদ্ধ ও পদ্মগন্ধে আমোদিত হইলেও সন্তান বিনা আমার সুখ-কর বোধ হইতেছে না। অয়ি কনককুণ্ডলে! কিরূপে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিব, এ বিষয়ে যদি তোমার উপায় জানা থাকে, তবে বল। হায়! অপুত্রের জীবনে ধিক্! হে প্রিয়তমে! পুত্র না থাকাতে এই গৃহের সমস্তই শূন্য বোধ হইতেছে। এই সৌধসৌন্দর্য্যে ধিক্, এই ধন-সম্পদে ধিক্ ও আমাদিগের জীবনেও ধিক্। পতিকে এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে দেখিয়া সেই পতিব্রতা যক্ষিণী কনককুণ্ডলা অন্তরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে

বলিতে লাগিলেন,—অগ্নিকান্ত! আপনি জ্ঞানবান্ হইয়াও কি জন্য খেদ করিতেছেন? এই পুত্রলাভের উপায় আমি বলিতেছি, আপনি বিশ্বস্তভাবে শ্রবণ করুন। এই চরাচর মধ্যে উদ্যোগী পুরুষের দুর্লভ কি আছে? ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলে মনোরথ অগ্রে সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে কান্ত! কাপুরুষগণই দৈবকে কারণ বলিয়া থাকে! কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্ম ভিন্ন দৈব একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। অতএব তত্তৎকর্ম্মশান্তির জন্য পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ ঈশ্বরের শরণাগত হওয়াই মনুষ্যের উচিত। হে প্রিয়! শিবের প্রতি যাহার ভক্তি আছে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, ধন, অলঙ্কার, হর্ম্ম্য, গজ, অশ্ব, সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষ এই সমস্ত হস্তগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অখিল মনোরথ ও অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ সিদ্ধি ত তাহার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিক কি, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ নারায়ণও এই শ্রীকণ্ঠের সেবা করিয়া চরাচর জগতের পালনকর্ত্তা হইয়াছেন। ভগবান্ শম্ভুই ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা করিয়াছেন। এই মহাদেবেরই কৃপায় ইন্দ্রাদি দেবগণ লোকপাল হইয়াছেন। শিলাদমুনি নিঃসন্তান হইলেও মৃত্যুঞ্জয় পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু কালপাশে বদ্ধ হইয়াও ইঁহারই অনুগ্রহে জীবিত হইয়াছিলেন ও উপমন্যু ক্ষীরসমুদ্রের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। অন্ধক নামে অসুর ইঁহারই প্রসাদে ভৃঙ্গী হইয়া গণপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দধীচিমুনি এই শম্ভুর সেবা করিয়া যুদ্ধে বাসুদেবকে পরাস্ত করেন। দক্ষ এই মহেশ্বরের পূজা করিয়া প্রজাপতি হন। মহাদেবই দৃষ্টিপথের পথিক হইলে, বাক্যের অতীত ও মনোরথের অগোচর সেই মোক্ষপদ দিতে সমর্থ। সকল জীবের সর্ব্বাভীষ্টদাতা এই মহেশ্বরকে আরাধনা না করিলে কেহই কোন স্থানে কোনরূপ অভীষ্টলাভ করিতে পারে না। অতএব, হে প্রিয়! যদি তুমি সর্ব্বজনের হিতকারী প্রিয়পুত্র লাভ করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে, তবে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই শঙ্করের শরণাগত হও। পত্নীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সঙ্গীতজ্ঞ যক্ষরাজ একাগ্রচিত্তে গীতবিদ্যা দ্বারা আরাধনা করত কিয়দ্দিবসের মধ্যে ভগবান্ নাদেশ্বরের প্রসাদে সেই পত্নীর গর্ভে উচ্চ পুত্রকামনা প্রাপ্ত হইয়া সফলমনোরথ হইলেন। কাশীতে নাদেশ্বর শিবের উপাসনা করিলে কোন্ ব্যক্তি কোন অভীষ্ট প্রাপ্ত না হইয়া থাকে? অতএব ভগবান নাদেশ্বরকে সর্ব্বপ্রযত্নে মনুষ্যের সেবা করা উচিত। হে দ্বিজ! অনন্তর কালক্রমে তদীয় পত্নী গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলেন। পিতা পূর্ণভদ্র সেই পুত্রের নাম "হরিকেশ" রাখিলেন। হে অগস্ত্য! পূর্ণভদ্র সেই পুত্রের মুখদর্শনে প্রফুল্ল হইয়া বহুধন বিতরণ করিলেন এবং কনককুণ্ডলাও পরমানন্দিত হইলেন। মদনসুন্দর পূর্ণচন্দ্রানন সেই বালকটীও শুক্লপক্ষে চন্দ্রের ন্যায় প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। এইরূপে বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ হইতে না হইতেই তিনি শিব ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না;—পাংশুক্রীড়ার সময় ধূলিময় শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দূর্ব্বারাজি দ্বারা অতি কৌতুকে তাহার পূজা করিতেন; নিজের বন্ধুবান্ধবকে চন্দ্রশেখর, ভূতেশ, মৃত্যুঞ্জয়, মৃড়, ঈশ্বর, ধূর্জ্জটি, খণ্ডপরশু, মৃড়ানীশ, ত্রিলোচন, ভর্গ, শম্ভু, পশুপতি, পিনাকী, উগ্র, শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ, ঈশ, স্মরারি পার্ব্বতীপ্রিয়, কপালী, ভালনয়ন, শূলপাণি, মহেশ্বর, অজিনাম্বর, দিগ্বাস, স্বর্ধুনীক্লিন্নমূর্দ্ধজ, বিরূপাক্ষ ও অহিনেপথ্য এই এই শিবের নামে মুহুর্মুহুঃ আহ্বান করিতেন। তিনি কর্ণে মহাদেব ভিন্ন অন্য শব্দ শুনিতেন না। তাঁহার পদদ্বয় শিবমন্দির ভিন্ন অন্যত্র যাইত না। তাঁহার নয়নযুগল রূপান্তর দেখিত না; রসনা হরনামামৃত সেবন করিত। তাঁহার ঘ্রাণ, হরপাদপদ্মভিন্ন অন্যের সৌগন্ধ আঘ্রাণ করিত না; তাঁহারই কৌতুককার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিত;

মন অপর কাহাকেও জানিত না। তিনি ভক্ষ্য ও পেয়দ্রব্য মহাদেবকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ ও পান করিতেন। তিনি সকল অবস্থায় জগৎ শিবময় দেখিতেন;—কি গান, কি গমন, কি শয়ন, কি স্বপন, কি উপবেশন, কি পান, কি ভোজন—সকল সময়েই ত্রিলোচনকে নিরীক্ষণ করিতেন; অন্য ভাব গ্রহণ করিতেন না। রাত্রিকালে নিদ্রিত হইয়া "হে ত্রিনয়ন! কোথায় যান, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন" এই বলিয়া সহসা জাগরিত হইতেন। তাঁহার পিতা পূর্ণভদ্র পুত্রের এইরূপ চেষ্টা স্পষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন,—"বৎস হরিকেশ! তুমি গৃহকর্ম্মে রত হও। এই ঘোটক ঘোটকী, বিচিত্র বস্ত্র দুকূল, আকরশুদ্ধ নানাজাতীয়-রত্ন, স্বর্ণরৌপ্যাদি বহুবিধ ধন, মহামূল্য রৌপ্য কাংস্যময় পাত্র, নানাদেশের পণ্যদ্রব্য, বিচিত্র চামর, নানা গন্ধদ্রব্য —এই সমস্ত ও অপরিমিত ধান্যরাশি দেখিতেছ—এই সবই তোমার। হে পুত্র! তুমি ধনার্জ্জন বিদ্যা শিক্ষা কর ও ধূলিধূসরিতঅঙ্গ দরিদ্রগণের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। পরে তুমি সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিয়া উত্তম ভোগসুখে দিন যাপনপূর্ব্বক বৃদ্ধবয়সে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিও।" পিতা তাঁহাকে এইরূপ বারংবার শিক্ষা দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু হরিকেশ তাহা শুনিলেন না। একদা মহামতি সেই বালক, পিতাকে পদে পদে দোষদর্শী দেখিয়া ম্লান করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার দিগ্‌ভ্রম জন্মিল; তখন ভাবিতে লাগিলেন যে, হায়! কেন আমি মূঢ় বুদ্ধি বশতঃ গৃহ ত্যাগ করিলাম! কোথায় যাইতেছি, কোথায় গেলেই বা আমার শ্রেয় হইবে, হে শম্ভো! আমায় বলিয়া দিন; আমি এক্ষণে পিতৃপরিত্যক্ত,—কিছুই জানি না। পূর্ব্বে আমি একদিন পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন কোন সাধু পুরুষের মুখে আলাপপ্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম যে, পিতা ও বন্ধুবান্ধবগণ যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের বারাণসী ভিন্ন কুত্রাপি গতি নাই। জরাক্রান্ত ব্যাধিবিকলিত অনন্যগতি মানবের বারাণসী ভিন্ন গতি নাই। যাহারা পদে পদে বিপদে অভিভূত, পাপরাশিভরে আক্রান্ত, দারিদ্রদলিত, সংসারভয়ে ভীত, কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ, শ্রুতিস্মৃতিহীন, শৌচাচারবর্জ্জিত যোগভ্রষ্ট, তপোদানবিরহিত, তাহাদিগের অন্যত্র কুত্রাপি গতি নাই;—বারাণসীই একমাত্র গতি। বন্ধুজনের মধ্যে যাহাদিগের পদে পদে অপমান ঘটে, বিশ্বেশ্বরের আনন্দকাননই তাহাদিগের একমাত্র আনন্দধাম। কারণ এই স্থানে বাস করিলে বিশ্বনাথের অনুগ্রহে সতত আনন্দভোগই হইয়া থাকে। এই মহাশ্মশানে থাকিলে মহেশ্বরানলে কর্ম্ম-বীজ সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া যায়, এইজন্য ইহা অগতির পরম গতি। বালক হরিকেশ এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া, যথায় শিবপ্রসাদে পার্থিবতনু ত্যাগের পর আর দেহসম্বন্ধ হয় না, সেই আনন্দবন অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসী পুরীতে গমন পূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে কিছুকাল অতীত হইলে একদা ভগবান্ শম্ভু, আনন্দকাননে প্রবেশ করিয়া পার্ব্বতীকে স্বকীয় উত্তম উদ্যান দেখাইতে লাগিলেন;—দেখ দেখি, প্রিয়ে! কি উদ্যানের শোভা! এই উদ্যানে মন্দার, মালতী, গন্ধমল্লিকা, চূত, চম্পক, করবীর, কেতকী, বকুল, কুরুবক, পাটল ও পুন্নাগ বিকসিত হইয়া কেমন দশদিক্ আমোদিত করিয়াছে! ঐ নবমালিকার পরিমলসৌরভে আনন্দিত ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতেছে। কোন স্থানে রোলম্বমালা মালাকারে ভূতলে লম্বমান রহিয়াছে। ঐ চঞ্চল চন্দনবৃক্ষের শাখাগ্রে কোকিলকুল কলরব করিতেছে। ঐ বিশাল অগুরুবৃক্ষে উৎকৃষ্ট-জাতীয় পক্ষিগণ মদমত্তভাবে রহিয়াছে। ঐ নাগকেশর-শাখায় শালভঞ্জিকা চঞ্চুবিনোদন করিতেছে। ঐ রুদ্রাক্ষ-বৃক্ষের ছায়াতলে কিন্নর ক্রীড়া করিতেছে, কিন্নরীমিথুন গান্ধারস্বরে গাহিতেছে। ঐ কিংশুক-শাখায় শুকগণ গানে মত্ত। ঐ কদম্ব-

তরুনিকরে ভ্রমরগণ গুঞ্জনে রত। ঐ সুবর্ণ-বর্ণ কর্ণিকার, শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল ও লকুচরাজি বিরাজ পাইতেছে। দাড়িমীফল বিদীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। লবলীলতা, কদলী দল বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। সপ্তচ্ছদের আমোদে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। ঐ খর্জ্জুর, নারিকেল, জম্বীর, নারঙ্গ, মধূক, শাল্মলী, পিচুমর্দ্দ ও মদন-বৃক্ষশ্রেণী শোভা পাইতেছে। ভীলরমণীগণের গীতধ্বনির ন্যায় ঝিল্লীরব শুনা যাইতেছে। ঐ সরোবরে বরাহদল ক্রীড়া করিতেছে। ঐ মরাল, মরালীর গলনালীস্থিত মৃণাল অভিলাষ করিতেছে। আনন্দমত্ত চক্রবাকমিথুন ক্রেঙ্কার রব করিতেছে। বক-শাবক চরিতেছে, সারসসারসী ক্রীড়া করিতেছে। মত্তময়ূরগণ কেকারবে ডাকিতেছে। কারণ্ডব কপিঞ্জল ও জীবঞ্জীব-কুলের নিনাদে দিক্ নিনাদিত হইতেছে। দীর্ঘিকাজলসঞ্চারী শীতল মারুত ইহাকে বীজন করিতেছে। মৃদুমন্দ বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া কহ্লার-কুসুম-পরাগ ইহার চতুর্দ্দিক্ পিঙ্গলবর্ণ করিয়াছে। এই উদ্যানের—বিকসিত পদ্মই যেন বদনমণ্ডল, নীল ইন্দীবরই যেন নয়ন, তমাল-তরুই যেন কবরীভার, স্ফুটিত দাড়িমই যেন দশন, ভ্রমরই যেন নীল কুটিল ভ্রূরেখা, শুকনাসাই যেন নিজ নাসা ও বিশাল কূপই যেন শ্রবণরূপে শোভা পাইতেছে। কমল-পুষ্পের আমোদ ইহার নিশ্বাসস্থলাভিষিক্ত। বিম্বফল ইহার ওষ্ঠাধররূপে বিরাজমান। সুন্দর পদ্মদল ইহার রসনায়মান, কর্ণিকার ইহার ভূষণায়মান কমনীয় কম্বল ইহার কণ্ঠায়মান ও বিতুন্নক বৃক্ষ ইহার স্কন্ধের ন্যায় প্রতীত হই-হইতেছে। চন্দনবৃক্ষস্থিত সর্পরাজ এই উদ্যানের বাহুদণ্ডের ন্যায়, অশোক পল্লবগুলি ইহার অঙ্গুলীর ন্যায়, কেতকীপুষ্প ইহার নখের ন্যায় ও দুর্দ্ধর্ষ সিংহই ইহার বক্ষঃস্থলের ন্যায় বোধ হইতেছে। দেখ, ঐ গণ্ডশৈল ইহার উদরশোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ সলিলাবর্ত্ত, নাভির ন্যায় দেখাইতেছে। ঐ বটবৃক্ষ জঙ্ঘা

যুগলের ন্যায় বোধ হইতেছে। স্থলপদ্ম চরণস্থানীয় হইয়াছে। দেখ, ঐ মত্তমাতঙ্গে ইহার গতি প্রকাশ পাইতেছে। ঐ কদলী-দলই চীনাংশুকের কার্য্য করিতেছে। নানা-পুষ্পমালাই ইহার মালা হইয়াছে। এই উদ্যানে কণ্টকী বৃক্ষ নাই। হিংস্রজন্তুগণ হিংসা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রকান্তশিলায় উপবিষ্ট কৃষ্ণসার যেন মৃগলাঞ্ছনকে উপহাস করিতেছে। বৃক্ষের তলে কুসুমরাশি বিকীর্ণ থাকাতে স্বর্গের তারাও লজ্জা পাইতেছে। এইরূপে উদ্যান-ভূমি দেবীকে দেখাইতে দেখাইতে দেবদেব বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবদেব কহিলেন;—অয়ি সর্ব্বসুন্দরি, দেবি! এই যে আনন্দ-কানন দেখিতেছ, ইহা আমার প্রিয়তা-বিষয়ে তোমা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। এই স্থানে মরিতে পারিলে আমার অনুগ্রহে জীবের দেহ মুক্ত হয়, আর সংসারে পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় না ও আমার আজ্ঞায় এই শ্মশানে প্রজ্বলিত অগ্নি তাহাদের কর্ম্মবীজ ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। হে গিরিরাজসুতে! এই মহাশ্মশানে যাহারা মরে, তাহাদের আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মুক্তিলাভ তত্ত্বজ্ঞানসাপেক্ষ;—প্রয়াগই হউক আর এই তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্র কাশীই হউক সর্ব্বত্রই তত্ত্বজ্ঞান বিনা মুক্তিলাভ হয় না। আমি এইজন্য কাশীবাসীদিগকে চরমকালে তত্ত্ব-জ্ঞানের উপদেশ দিয়া থাকি, সেই তত্ত্বজ্ঞান-বলেই তাহারা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। যাহারা কাশীস্থ লোকের নিন্দা করে, তাহারা পাপ-গ্রহণ করে ও স্তুতিকারীরা পুণ্যগ্রহণ করে এবং এই স্থানে দেহত্যাগ করিয়া মুক্তি-প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! কলিপ্রভাবে মলিনবুদ্ধি ও স্বভাবতঃ চঞ্চলেন্দ্রিয় মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমি এই স্থানে তাহা উপদেশ দিয়া থাকি। যোগিগণ ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ হইলে যোগভ্রষ্ট হইয়া পতিত হয়, কিন্তু কাশীতে পতিত ব্যক্তির আর সংসারে পতিত

হইতে হয় না। একজন্মে বহু যোগসাধনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, কিন্তু কাশীতে দেহান্ত করিলে একই জন্মে মুক্তি পাওয়া যায়। হে গিরিজে! জীব যেমন আমার অনুগ্রহে এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে মুক্তি পায়, এমন আর কুত্রাপি নহে। যোগী বহু জন্ম ধরিয়া যোগাভ্যাস করিলে মুক্ত হইতে পারে অথবা নাও পারে; কিন্তু কাশীতে জীব, মৃত্যুমাত্রই একজন্মে মুক্তি পাইয়া থাকে। কলিকালে যোগ বা তপস্যা সিদ্ধি হয় না, কেবল ন্যায়পূর্ব্বক অর্জ্জিত-ধন দানেই সদ্যঃ পরমসিদ্ধি হইয়া থাকে। জপ, যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা ও দেবপূজা মুক্তির সাধন নহে; একমাত্র দানই মুক্তির কারণ; কারণ তাহাতে কাশীলাভ হইয়া থাকে। কলিকালে বিশ্বেশ্বরই একমাত্র দেবতা, বারাণসীই একমাত্র মোক্ষনগরী, ভাগীরথীই একমাত্র পুণ্যপ্রবাহিণী ও দানই একমাত্র বিশিষ্ট ধর্ম্ম। হে দেবি! এই কালে কাশীস্থিত উত্তরবাহিনী গঙ্গা ও আমার বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ—মুক্তির এই দুইটী কারণ দানবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার এই ক্ষেত্র সেবা করিলে পুণ্যবান বা পাপী নিশ্চিতই মুক্তিলাভ করে। তাহার শত-জন্মার্জ্জিত পাপপুণ্য এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে কোন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব শত শত বিঘ্ন-বাধায় আক্রান্ত হইলেও মুমুক্ষুজনের ইহা ত্যাগ করা উচিত নহে। দেবি! ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়া যাহারা এই স্থানে বাস করে, তাহারা জীবন্মুক্ত; আমি তাহাদিগের বিঘ্নহরণকারী। কাশীর প্রতি আমার যাদৃশ অনুরাগ আছে; যোগিজনের হৃদয়াকাশে, কৈলাস বা মন্দর পর্ব্বতে আমার তাদৃশ অনুরাগ নাই। দেবি! কাশীবাসী জন সর্ব্বদা আমারই গর্ভে বাস করে, অতএব অন্তকালে আমি তাহাদিগকে মোচন করিয়া থাকি; কারণ ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। দেবি! আমি প্রলয়কালে তামস প্রকৃতির আশ্রয়ে কালমূর্ত্তি ধরিয়া লীলাক্রমে চরাচর গ্রাস করি, কিন্তু যত্নপূর্ব্বক কাশীকে রক্ষা করি। দেবি! তপোধনে! তুমি ও এই আনন্দ-ভূমি কাশী—এই দুইটীই আমার নিতান্ত প্রেমপাত্র। কাশী বিনা আমার স্থান নাই; কাশী ভিন্ন কোথায়ও আমার অনুরাগ নাই; কাশী ব্যতীত কোন স্থানেই মুক্তি নাই,—আমি সত্য সত্য বলিতেছি। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কাশীতে যেরূপ অবলীলাক্রমে মুক্তি ব্যবস্থিত আছে, অন্যত্র অষ্টাঙ্গযোগেও তাদৃশ নাই। দেবদেব দেবীকে এইরূপ বলিতে বলিতে বনমধ্যে অশোকতরুমূলে দেখিলেন,—হরিকেশ, নিবাতনিষ্কম্প শরীরে তপস্যা করিতেছে। তাহার স্নায়ু শুষ্ক, তাহাতে অস্থিচয় আচ্ছাদিত রহিয়াছে; মাংস, শোণিত, বসা, বল্মীককীটে শোষণ করিয়াছে; অস্থিগুলিতে মাংস নাই; সমস্তই শঙ্খ, কুন্দ, ইন্দু, তুহিন ও মহাশঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে; প্রাণবায়ুকে সত্ত্বগুণ ধরিয়া রাখিয়াছে; আয়ুঃশেষই জীবন রক্ষা করিতেছে। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ায় তাহার জীবন উপলব্ধি হইতেছে; নিমেষ-উন্মেষসঞ্চারে জীব বলিয়া অনুমান হইতেছে; পিঙ্গলতারাশোভিত নেত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিতে দিক্ উজ্জ্বলিত হইয়াছে। তদীয় তপোনলের শিখাস্পর্শে কানন-ভূমি ম্লান ও সৌম্যদৃষ্টিসুধাবর্ষণে নিখিল বৃক্ষ সিক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যে, নিরাকার নিরাকাঙ্ক্ষ সাক্ষাৎ তপস্যাই যেন কোন আকাঙ্ক্ষা করিয়া মনুষ্য আকার ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে তাহার চতুর্দ্দিকে দলে দলে কুরঙ্গশাবক ভ্রমণ করিতেছে ও কেশরিগণ নিতান্ত ভীষণমুখে চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে। তখন দেবীও তাহাকে তাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া দেবদেবকে নিবেদন করিলেন,—হে ঈশ! এই যক্ষ তোমাতেই চিত্ত, জীবন ও কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া তীব্র-তপস্যায় দেহ শোষণপূর্ব্বক তোমার শরণাগত হইয়াছে; অতএব নিজভক্ত এই তপস্বীকে বর দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ

করুন। এই কথা শুনিয়া মহাদেব, নন্দীর হস্তধারণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর সহিত বৃষবাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সদয়চিত্তে ধ্যাননিমগ্ন-নেত্র সেই হরিকেশকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন। তখন যক্ষ নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক উদ্যদাদিত্যসন্নিভ ভগবান্ ত্রিলোচনকে সম্মুখে দেখিয়া আনন্দগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল,—হে ঈশ! শম্ভো! গিরিজেশ! শঙ্কর! ত্রিশূলপাণে! শশিখণ্ডশেখর! আপনার জয় হউক। হে কৃপালো! আপনার করকমল-স্পর্শে আমার দেহ সুধাসিক্ত হইল। ধীর, মহাতপস্বী সেই ভক্তের এইরূপ সরলতাপূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান মহেশ্বর আনন্দে অপর্য্যাপ্ত বর প্রদান করিয়া বলিলেন,—হে যক্ষ! মদীয় বরে তুমি আমার এই প্রিয়-ক্ষেত্রের দণ্ডধর হইলে, তুমি অদ্য হইতে এই স্থানে স্থির থাকিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবে। তোমার নাম "দণ্ড-পাণি" হইল; এই সমস্ত উৎকটগণ তোমার শাসনে থাকিবে; মনুষ্য মধ্যে যথার্থনামধারী সম্ভ্রম ও উদ্ভ্রম নামে এই গণদ্বয় সদা তোমর অনুসরণ করিবে। তুমি কাশীবাসী লোকের গলে নীলরেখা, করে ভুজগকঙ্কণ, কপালে নয়ন, পরিধানে কৃত্তিবাস, বৃষবাহনে গমন, বামভাগে বামনয়না, মস্তকে পিঙ্গল জটাজুট, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম ও চন্দ্রকলা বিধান করিয়া অন্তিমকালের ভূষা সম্পাদন করিয়া দিবে। তুমি কাশীবাসী জনগণের অন্নদাতা, প্রাণদাতা, জ্ঞানদাতা ও মন্মুখনির্গত উপদেশ-বলে মুক্তিদাতা হইয়া তাহাদিগের অচল সদ্ব-মতি বিধান করিবে। হে পিঙ্গল! তুমি পাপীদিগকে বহু বিঘ্ন প্রদানপূর্ব্বক ভ্রান্তি উৎ-পাদন করিয়া ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে ও ভক্তগণকে ক্ষণমধ্যে দূরদরান্তর হইতে আনয়ন করিয়া মুক্তিপ্রদান করাইবে। হে যক্ষরাজ! এই ক্ষেত্র তোমার সম্পূর্ণ অধীন হইল, এখানে মদীয় ভক্তমাত্রেই অগ্রে তোমার পূজা করিয়া আমার অর্চ্চনা করিবে; নতুবা মুক্তি পাইবে না। হে দণ্ড-নায়ক! তুমি এই পুরীতে অন্নবস্ত্রদাতা হইয়া, ত্রিলোচন হইয়া থাকিবে ও কাশী শত্রু দুষ্ট-লোকদিগকে উচ্চাটন করিয়া সদানন্দে এই পুরী রক্ষা করিবে। হে পূর্ণভদ্রাত্মজ! তোমার মনোরথ-তরু ফলিত হইবে; ভক্তি বিষয়ে তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণের ও উদাহরণপাত্র হইবে। হে পূর্ণভদ্রসুত! দণ্ডনায়ক! পিঙ্গল! ত্র্যক্ষ! যক্ষ! হরিকেশ! হে কাশীবাসিজনের অন্নজ্ঞান-মোক্ষদাতা! তুমি আমার সমস্তগণের প্রধান হইবে। আমাতে ভক্তিযুক্ত হইলেও মনুষ্য তোমার ভক্তি বিনা কাশীতে বাস করিতে পাইবে না। তুমি কি দেব, কি মনুষ্য, কি প্রমথ সকলেরই অগ্রে পূজনীয় হইবে। জ্ঞান-বাপী-তীর্থে স্নানাদি করিয়া যে তোমার আরা-ধনা করিবে, সে আমার অসামান্য কৃপাবলে পূর্ণমনোরথ হইবে। হে দণ্ডপাণে! তুমি আমার সম্মুখে দক্ষিণদিকে দুষ্টের দণ্ডবিধান ও শিষ্টের অভয়দানপূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান কর। স্কন্দ কহিলেন,—হে বিপ্র! ভগবান্ গিরীশ দণ্ডপাণিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া বৃষরাজে আরোহণ পূর্ব্বক আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। তদবধি যক্ষরাট দণ্ডনায়ক, দুষ্টগণ হইতে বারাণসীপুরী যথাবিধি পালন করি-তেছেন। আমি তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করি নাই বলিয়া, তাঁহার কোপে আমার এই স্থানে বাস করিতে হইয়াছে। হে মুনে আমি বোধ করি, তুমিও তাঁহারই প্রতিকূলতায় কাশীক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছ। হে দ্বিজ! হরিকেশ যদি কোন ব্যক্তির অল্পমাত্র ব্যতিক্রম দেখেন, তবে কাশীতে তাহার অবস্থান ও কপালে সুখ অতি দুর্ঘট। দণ্ডপাণির আরাধনা না করিলে কোন মতেই কাশী সুখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমি কাশীপ্রবেশকালে দূর হইতে এইরূপে তাঁহার ভজনা করি, "হে রত্নভদ্রসুতপূর্ণভদ্র-পুত্রশ্রেষ্ঠ! যক্ষ! শিবপ্রাপ্তির জন্য নির্ব্বিঘ্নে আমার কাশীবাস বিধান করুন। যক্ষ পূর্ণভদ্র ধন্য; কাঞ্চনকুণ্ডলাও ধন্য; হে মহামতে!

যাহার জঠরে তুমি দণ্ডপাণি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে যক্ষপতে! তোমার জয় হউক। হে পিঙ্গললোচন বীর। তোমার জয় হউক; হে পিঙ্গজটাভার, দণ্ডমহাযুধ! তোমার জয় হউক। হে অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রের সূত্রধর! উগ্রতাপস! হে দণ্ডনায়ক! ভীমাস্য! হে বিশ্বেশ্বরপ্রিয়! তোমার জয় হউক, হে সৌম্যের প্রতি সৌম্য! হে ভীষণের প্রতি ভীষণ! হে ক্ষেত্রস্থ পাপাচারীর কালান্তক! হে মহামহাপ্রিয়! হে প্রাণদ! হে যক্ষেন্দ্র! হে কাশীবাসীর অন্ন ও মুক্তিদায়িন তোমার জয় হউক। হে মহারত্নরশ্মিমালা-স্ফুরিতবিগ্রহ! হে অভক্তগণের মহাসম্ভ্রান্তিজনক ও মহোদ্‌ভ্রান্তিপ্রদায়ক! হে ভক্তগণের সম্ভ্রমোদ্‌ভ্রান্তিনাশক! হে চরমকালীন ভূষাচতুর! হে জ্ঞাননিধিপ্রদ! তোমার জয় হউক। হে গৌরীচরণসরোজমধুপ। মোক্ষদানৈকবিচক্ষণ! তোমার জয় হউক।" কাশীলাভের কারণ পবিত্র এই যক্ষরাজাষ্টক আমি নিত্য ত্রিসন্ধ্যাও পাঠ করিয়া থাকি। হে মৈত্রাবরুণে! যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই দণ্ডপাণির অষ্টক শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করে, সে কখনও বিঘ্নজালে আক্রান্ত হয় না ও কাশীবাসের ফললাভ করিয়া থাকে। এই দণ্ডপাণির প্রাদুর্ভাবকথা শ্রবণ বা পাঠ করিলে, ইহজন্মে না হউক, জন্মান্তরে কাশী লাভ করিয়া থাকে। পবিত্র এই দণ্ডপাণিপ্রাদুর্ভাব নামক অধ্যায় যে ব্যক্তি পাঠ করে বা পাঠ করায়, তাহাকে বিঘ্নবাধায় আক্রান্ত হইতে হয় না।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

জ্ঞানবাপী-বর্ণন।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে স্কন্দ! স্বর্গবাসী দেবগণেও জ্ঞানবাপীর যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব সম্প্রতি সেই জ্ঞানোদ তীর্থের মহিমা বর্ণন করুন। তাহাতে স্কন্দ কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ কুম্ভযোনে! আমি এক্ষণে কলুষনাশিনী তদীয় উৎপত্তিকথা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনে! পূর্ব্বে যখন দেবযুগে এই আবহমান সংসারে মেঘে বৃষ্টি করিত না: নদীর উৎপত্তি হয় নাই; স্নানদানাদি কার্য্যে কেহ জল চাহিত না; লবণ ও ক্ষীরসমুদ্র কেবল জল দৃষ্টিগোচর হইত ও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মনুষ্যসঞ্চার বর্ত্তমান ছিল, এমন সময়ে দিক্‌পাল ঈশান যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সমস্ত কল্মষাজের উষরক্ষেত্রে, মহানিদ্রায় নিদ্রিত জীবগণের প্রতিবোধক, সংসারসমুদ্রাবর্ত্তে পতিত জন্তুর অবলম্বনতরণী, যাতায়াতে খিন্নজীবের বিশ্রামভবন, বহুজন্মসঞ্চিত কর্ম্মসূত্রের ছেদনশস্ত্র, নির্ব্বাণলক্ষ্মীধাম, সচ্চিদানন্দনিলয়, পরব্রহ্মরসায়ন, সুখসন্তানজনক ও মোক্ষসাধন সিদ্ধিপ্রদ মহাশ্মশান শ্রীআনন্দকাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া জটিল ঈশান তখন ত্রিশূলের বিমল রশ্মিজালে আকুল হইয়া দেখিলেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অহমহমিকায় প্রাদুর্ভূত জ্যোতির্ম্মালামণ্ডিত সেই মহালিঙ্গ বিরাজ পাইতেছে। অমর, সিদ্ধ, যোগী, ঋষি ও প্রমথগণ নিরন্তর তাঁহার অর্চনা করিতেছে। গন্ধর্ব্ব গাহিতেছে; চারণগণ স্তব করিতেছে; অপ্সরা নাচিতেছে; নাগকন্যাগণ মণিময় প্রদীপ জ্বালিয়া নীরাজনা করিতেছে; বিদ্যাধরবধূ ও কিন্নরীগণ ত্রিকালীন মঙ্গল করিতেছে ও দেবনারীগণ ইতস্ততঃ চামর ব্যজন করিতেছে। সেই লিঙ্গ দেখিয়া তখন ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি কলস দ্বারা শীতল জলে এই মহালিঙ্গকে স্নান করাইব। তখন রুদ্রমূর্ত্তি ঈশান ত্রিশূল দ্বারা দক্ষিণ ভাগের অনতিদূরে এক কুণ্ড খনন করিলেন। হে মুনে! সেই কুণ্ড হইতে তখন পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত হইল। সেই জলে এই বসুধা আবৃত হইয়া পড়িল। হে কুম্ভযোনে! সেই ঈশান তখন

অন্য জীবের অস্পৃশ্য, সজ্জনচিত্তের ন্যায় স্বচ্ছ, আকাশ মার্গের ন্যায় অত্যুচ্চ, জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল, শিবনামের ন্যায় পবিত্র, অমৃতবৎ সুস্বাদু, বৃষাঙ্গের ন্যায় সুখস্পর্শ, নিষ্পাপজনের ন্যায় ধীর গম্ভীর, পাপিগণের মত চঞ্চল, নির্জ্জিত-পদ্মগন্ধ, পাটলপুষ্পগন্ধি, দর্শকবৃন্দের নয়ন-মনোহারী, অজ্ঞানতাপতপ্ত জীবের স্নিগ্ধতা-কারী, পঞ্চামৃতস্নানাপেক্ষা অতি ফলদায়ী, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্পর্শ করিলে হৃদয়ে লিঙ্গত্রিতয়ের জনক, অজ্ঞানতিমিরের সূর্য্যতুল্য, জ্ঞানদানের নিদান, উমাস্পর্শ অপেক্ষা বিশ্বেশ্বরের অতি সুখকারী, অমৃত পান হইতেও অতি শুদ্ধিবিধায়ক, শীতল, জাড্যাপহারী সেই জল দ্বারা সহস্রধারায় কলসে করিয়া হৃষ্টচিত্তে সহস্রবার সেই লিঙ্গকে স্নান করাইলেন। অনন্তর ত্রিশূলোচন বিশ্বাত্মা ভগবান প্রসন্ন হইয়া রুদ্রমূর্ত্তিধারী ঈশানকে বলিলেন,—হে সুব্রত ঈশান! অতি প্রীতিকর, অনন্যকৃতপূর্ব্ব গুরুতর তোমার এই কার্য্যে আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তোমায় কি বর দিতে হইবে বল, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই। তাহা শুনিয়া ঈশান বলিলেন,—"হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও আমি যদি আপনার বরলাভের যোগ্যপাত্র মধ্যে গণ্য হই, তবে হে শঙ্কর! এই তীর্থ অতুলনীয় হইয়া আপনার নামে প্রসিদ্ধ হউক। বিশ্বেশ্বর বলিলেন, ত্রিভুবন ও ভূর্ভুবঃস্বর্লোক মধ্যে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদয় হইতে ইহা প্রধান ও শিবতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। শিবশব্দার্থজ্ঞ পণ্ডিতগণ শিবশব্দের অর্থ "জ্ঞান" বলিয়া থাকেন, এই তীর্থে সেই জ্ঞান আমার মহিমবলে সলিলভাবে দ্রবীভূত হইয়া আছে, অতএব এই তীর্থ "জ্ঞানোদ" নামে ত্রিলোকী-মধ্যে বিখ্যাত হইল। ইহার দর্শনে সর্ব্বপাপ মোচন, স্পর্শনে অশ্বমেধের ফললাভ এবং আচমন ও স্পর্শনে রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তি হইবে। ফল্গুতীর্থে স্নান ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া মনুষ্যের যে ফল হয়, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, সেই ফল মিলিবে। গুরুবার পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে ব্যতীপাত-যোগ হইলে যদি কেহ এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তবে গয়াশ্রাদ্ধ অপেক্ষা সে কোটিগুণ ফল লাভ করিবে। পুষ্করতীর্থে পিতৃতর্পণে যে পুণ্য, এই তীর্থে তিলতর্পণে তাহা অপেক্ষা কোটি-গুণ পুণ্য হইবে। কুরুক্ষেত্রে রামহ্রদে সূর্য্য-গ্রহণ কালে পিণ্ডদানে যে ফল হয়, এই তীর্থে প্রত্যহ সেই ফল লাভ হইবে। যাহাদের পুত্র এই স্থানে পিণ্ডদান করে, তাহারা প্রলয়কাল যাবৎ শিবলোকে বাস করিবে। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া এই তীর্থে প্রাতঃ-স্নান ও ইহার জল পান করিলে, মনুষ্যের হৃদয় শিবময় হইয়া যাইবে। যে, একাদশীতে উপবাস করিয়া ইহার তিন গণ্ডূষ জল পান করে, নিশ্চিতই তাহার হৃদয়ে শিবলিঙ্গত্রয় উৎ-পন্ন হইবে। বিশেষতঃ সোমবারে যে ব্যক্তি এই শিবতীর্থে স্নান এবং ঋষি, দেব ও পিতৃ-তর্পণ করিয়া যথাসাধ্য দান করত যোড়শো-পচারে বিশ্বেশ্বরের পূজা করে, তাহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। যথাসময়ে সন্ধ্যা না করিলে যে পাপ হয়, এই তীর্থে সন্ধ্যোপাসনা করিলে সে পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইবে ও ব্রাহ্মণ জ্ঞানলাভ করিবে। ইহার নাম শিবতীর্থ, ইহাই শুভ-জ্ঞানতীর্থ, ইহারই নাম তারকতীর্থ ও ইহাই নিঃসন্দেহ মোক্ষতীর্থ হইল। এই তীর্থ স্মরণ করিলেও পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার দর্শন, স্পর্শন, জলপান ও ইহাতে স্নান করিলে মনুষ্য চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইবে। ইহার জল দর্শনে ডাকিনী, শাকিনী, ভূত, প্রেত, বেতাল, রাক্ষস, গ্রহ, কুষ্মাণ্ড, খেটিঙ্গ, কালকর্ণী, বালগ্রহ, জ্বর, অপস্মার, বিস্ফোট প্রভৃতি, সমুদয় শান্ত হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি এই তীর্থের জল দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করায়, সর্ব্বতীর্থজল দ্বারা স্নান করাইলে যাদৃশ ফল হয়, সেও তাদৃশ ফল পাইবে। জ্ঞানরূপী আমি এখানে দ্রবমূর্ত্তি, ধারণ করিয়া মনুষ্যের জড়তা নাশ ও জ্ঞান উপদেশ করিব। ভগবান্ শম্ভু

এইরূপ বর দান করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন; ত্রিশূলধারী, জটিল, ঈশানও আপনাকে কৃতার্থ মানিলেন এবং সেই পরম জল পান করিয়া পরম জ্ঞান লাভ করত সুখী হইলেন। স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভযোনে! এই জ্ঞানবাপীতে পূর্ব্বে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল; তদ্বিষয়ক ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এই কাশীতে হরিস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অসামান্যরূপলাবণ্যবতী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। সেই কন্যাটী চতুঃষষ্টি কলায়, শীলে ও সমস্ত লক্ষণে ভূষিত ছিল। তাহার কণ্ঠস্বরে কোকিল পরাস্ত হইত কি নারী, কি অমরী, কি কিন্নরী, কি বিদ্যাধরী, কি নাগকন্যা, কি গন্ধর্ব্বকন্যা, কি অসুরকন্যা, কেহই তাহার তুলনীয় হইত না। তাহার কেশ দেখিলে বোধ হইত, যেন অন্ধকার সূর্য্যভয়ে তদীয় মস্তকে আশ্রয় লইয়াছে। মুখ দেখিলে বোধ হইত, যেন শশী অমাবস্যাভয়ে তদীয় মুখের শরণাগত হইয়াছে ও চণ্ডমরীচিভয়ে ভীত হইয়া দিবসেও ত্যাগ করিতেছে না। তদীয় ভ্রূযুগচ্ছলে ভ্রমরমালা যেন গণ্ডপত্রলতামধ্যে উৎপতনপতনগতি অভ্যাস করিত। তাহার রমণীয় নয়নক্ষেত্রে খঞ্জনদ্বয় বিচরণ করিয়া স্ব-ইচ্ছায় সর্ব্বদা শারদী প্রীতি ভোগ করিত। তদীয় দন্তপংক্তিচ্ছলে পঞ্চবাণ যেন স্বর্ণরেখায় অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, চন্দ্রে এত কলা নাই। বিক্রমকান্তিবিজয়ী তাহার সুচারু ওষ্ঠাধর দেখিলে মনে হইত, যেন মদনরাজের প্রাসাদপতাকা উড্ডীন হইতেছে। তদীয়কণ্ঠে তিন রেখাচ্ছলে কামদেব যেন শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল— এই তিন ভুবনে রমণীর কণ্ঠে এ রেখা নাই। তদীয় স্তনদ্বয় দেখিয়া মনে হইত, যেন রাজা মনসিজের অমূল্য রত্নভাণ্ডারপূর্ণ পটমণ্ডপ দুইটী শোভা পাইতেছে। বিধাতা তাহাকে অনঙ্গদেবের আয়তন জ্ঞান করিয়াই যেন রোমাবলীচ্ছলে তাহার মধ্যদেশে উৰ্দ্ধযষ্টি বিধান য়াছেন। তাহার নাভিগুহায় পতিত হইয়া কন্দর্প অঙ্গহীন হইয়াছে, তাই তথায় থাকিয়া পুনরায় অঙ্গলাভের জন্য ঘোরতর তপস্যা করিতেছে। তদীয় গুরু নিতম্ব, মন্মথমহামন্ত্রদীক্ষায় জগতে কোন যুবককে না দীক্ষিত করিয়াছিল? তাহার উরুস্তম্ভে কাহার হৃদয় ন স্তব্ধ হইয়া যাইত? তাহার সচ্চরিত্রে কোন্ মুনিজনের বৃচরিত্র না স্তম্ভিত হইত? সেই মৃগনয়নার চরণাঙ্গুষ্ঠনখের জ্যোতির প্রভায় কাহার না তত্ত্বজ্ঞানজনিত প্রভা বিদরিত হইয়াছিল? হে মুনে! এতাদৃশ রূপগুণসম্পন্না সেই কন্যা প্রতিদিন জ্ঞানবাপীতে স্নান করিয়া একাগ্রমনে শিবমন্দিরে সম্মার্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্ম করিত। তদীয় পাদপ্রতিবিম্বে রেখারূপ নবতৃণাঙ্কুর ভক্ষণ করিতে পাইত বলিয়া কাশীস্থ যুবকের চিত্তহরিণ তাহা ছাড়িয়া বনান্তরে যাইত না। যুবকরূপ মধুপশ্রেণী তদীয় মুখপঙ্কজ ত্যাগ করিয়া, সুরভি কুসুমভরে ভরিত হইলেও লতান্তরের সেবা করিত না। সেই কন্যাও আকর্ণায়ত-লোচনা হইলেও কোন পুরুষের মুখ দেখিত না; সুন্দর কর্ণযুগলধারিণী হইলেও কাহারও কথায় কর্ণপাত করিত না এবং তদ্বিরহে কাতর, রূপশীলসম্পন্ন পুরুষগণ গোপনে বিবাহ প্রার্থনা জানাইলেও সে বিবাহবন্ধনে অভিলাষিণী হয় নাই, তাহার পিতাও যুবকগণ কর্তৃক বহু ধনদানপূর্ব্বক প্রার্থিত হইলেও তাহাকে তাহাদের হস্তে সম্পদান করিতে পারে নাই। যেহেতু তৎকালে কুমারী সুশীলা জ্ঞানোদতীর্থের সেবা বশতঃ বাহিরে ও অন্তরে সমস্ত জগৎই লিঙ্গময় দেখিত। একদা কোন বিদ্যাধর তাহাকে প্রাঙ্গণে রাত্রিকালে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া হরণ পূর্ব্বক যেমন আকাশপথে যাইবে, এমত সময়ে নরকপালভূষিত,বসারুধিরলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ শ্মশ্রুধারী পিঙ্গলনেত্র ভীমাকৃতি বিদ্যুন্মালী নামে এক রাক্ষস উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, অরে বিদ্যাধরকুমার! অনেক দিনের পর তোর দেখা পাইয়াছি। আজ তোকে এই নারীর সহিত,

যমসদনে প্রেরণ করিতেছি। রাক্ষসের কথায় সেই কন্যা ব্যাঘ্রগ্রস্ত মৃগীর ন্যায়, অতিত্রস্ত হইয়া কদলীপত্রের মত কম্পমানা হইল। এই কথা বলিয়াই রাক্ষস ত্রিশূল দ্বারা সেই বিদ্যাধরকে প্রহার করিল। মহাবলপরাক্রান্ত, মধুমূর্ত্তি বিদ্যাধরকুমারও তখন তাহার ত্রিশূলাঘাতে বিদীর্ণবক্ষঃস্থল হইয়া মনুষ্যবসামাংসে মত্ত সেই বিদ্যুন্মালী রাক্ষসকে বজ্রতুল্য মুষ্টি প্রহারে আঘাত করিল। সেই মুষ্টিপ্রহারে চর্ণিতশরীর হইয়া রাক্ষস বজ্রাহত মহীধরের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বিদ্যাধরও শূলাঘাতে বিকল হইয়া ঘূর্ণিতনয়নে গদ্গদস্বরে—"প্রিয়ে! সুধা আনিয়াছি; দান কর" এই অর্দ্ধোচ্চারিত কথা উচ্চারণ করিতে করিতে প্রিয়াকে স্মরণ করত প্রাণত্যাগ করিল। সেই কন্যাও তদীয় স্পর্শ-সুখ অনুভব করত তাহাকেই পতিবোধে দেহ অগ্নিসাৎ করিল। একদিকে রাক্ষস লিঙ্গত্রয়শরীরিণী সেই কন্যার সান্নিধ্য বশতঃ মরণান্তে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গবাসী হইল, অপরদিগকে বিদ্যাধরতনয় যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়া প্রিয়াকে স্মরণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া মলয়কেতুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিল এবং সেই কুমারীও বিদ্যাধরপুত্রকে ধ্যান করিতে করিতে বিরহানলে দেহ অর্পণ করায় কর্ণাট দেশে পুনর্জ্জন্মভাগিনী হইল। কালক্রমে মলয়কেতুর পুত্র সেই মদনসুন্দর মাল্যকেতু, সেই কন্যা কলাবতীকে বিবাহ করিল। সহজসুন্দরী কলাবতী জন্মান্তরীণ সংস্কারবলে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় রত হইল, চন্দনলেপন ত্যাগ করিয়া অঙ্গে বিভূতি ধারণ করিল এবং মণিমাণিক্য, মুক্তা ও পুষ্পরাগ অপেক্ষা রুদ্রাক্ষ-মালাকেই উত্তম নেপথ্য বোধ করিতে লাগিল। পতিব্রতা কলাবতী দিব্য ভোগ সুখে কালযাপন করিয়া ক্রমে মাল্যকেতুর ঔরসে তিনটী সন্তান লাভ করিল। একদা উত্তরদেশীয় কোন একজন চিত্রকর আসিয়া রাজা মাল্যকেতুকে একখানি বিচিত্র চিত্রপট দেখাইল। রাজা সেই চিত্রপট খানি লইয়া কলাবতীকে সমর্পণ করিলেন। কলাবতী সেই রমণীয় চিত্রপট খানিতে নির্জ্জনে নিজ প্রাণদেবতা বিশ্বনাথকে বারংবার দেখিতে দেখিতে আনন্দভরে সমাধিস্থ যোগিনীর ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইল। পরে নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক ক্ষণকাল চিত্রপটে নয়নপাত করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলিপ্রয়োগ করত এইরূপে আপনাকে বুঝাইতে লাগিল,—এই লোলার্ক সন্নিধানে অসিনদীসঙ্গম অঙ্কিত রহিয়াছে, আদিকেশবের পদতলে এই সরিদ্বরা বরণানদী দেখা যাইতেছে। স্বর্গের দেবগণও যাহার স্পর্শের জন্য লালায়িত,এই সেই স্বর্গতরঙ্গিণী উত্তরদিকে প্রবাহিত হইতেছেন। সজ্জনের মুক্তিদানহেতুক যাহাকে বেদান্তশাস্ত্রে অলক্ষ্য অব্যর্থ লক্ষ্মী বলিয়া থাকে; যথায় মরণে মঙ্গল ও জীবন সার্থক; যাহার কাছে স্বর্গ তৃণতুল্য, যতিজন যথায় মৃত্যুকামনা করিয়া নিজ বিভবরাশি বিতরণপূর্ব্বক কন্দমূলাশী হইয়া ব্রত অবলম্বনে অবস্থান করেন; যে স্থানে স্বয়ং শঙ্কর গঙ্গামার্গে মৃত ব্যক্তির অন্বেষণ করেন ও নিজ মৌলিস্থ চন্দ্রালোকে মুক্তিমার্গ দেখাইয়া দুস্তর সংসারসাগর উত্তীর্ণ করেন; যাহাকে কর্ণধার পাইয়া নরগণ মৃত হইয়াও অমৃতায়মান হইয়া থাকে, যথায় করুণানিলয় স্বয়ং মহেশ্বর কর্ণেজপ থাকায় সংসারপারের পন্থা অতি সুলভ ও বহুজন্মসঞ্চিত প্রভূত পুণ্যবলে মনুষ্য অন্তকালে ভবতাপহারী ভবানীপতিকে কর্ণেজপ পাইয়া থাকে; যাহার প্রভাবে বিশালবুদ্ধি জনগণ ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া যমকেও তৃণজ্ঞান করিয়া থাকে, যথায় রাজর্ষিবর হরিশ্চন্দ্র নিজ পত্নীর সহিত স্বকীয় দেহ তৃণবৎ বোধে বিক্রয় করিয়াছিলেন; যথাকার সৈকত-ভূমি পাইতে বৈকুণ্ঠবাসী লোকেও কোমল শয্যার ন্যায় বাঞ্ছা করিয়া থাকে; যেখানে জীবগণ কোটি কোটি জন্মসঞ্চিত কর্ম্মসূত্রবন্ধন উচ্ছেদ করিয়া মুক্তিলাভ করে এবং যাহাকে সত্যলোকবাসীও মৃত্যুর জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিয়া থাকে,

এই সেই শ্রীমণিকর্ণিকা রহিয়াছে। অন্যত্র-কৃত পাপ কাশীদর্শনে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু কাশীতে পাপ করিলে দারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয়; যথায় শ্রীকালভৈরব সেই যন্ত্রণা দিয়া থাকেন, এই সেই কুলস্তম্ভ। যে স্থানে ভৈরবের পাণি হইতে ব্রহ্মার কপাল পতিত হইয়াছিল, সেই এই পবিত্র কপালমোচন তীর্থ। যথায় নরগণ স্নান করিয়া ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয়, সে এই বিশোধন ঋণমোচন তীর্থ। এই সেই ভগবান্ ওঙ্কারেশ্বর বিরাজমান রহিয়াছেন,—এই স্থানে অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দু এই পঞ্চাত্মক প্রণবাখ্য পরমব্রহ্ম পঞ্চ আয়তনে পঞ্চমূর্ত্তিতে নিত্য প্রকাশ পাইতেছেন। স্নানমাত্রেমনুষ্যের জঠরযাতনা-নিবারিণী এই সেই সুরম্য মৎস্যোদরী তীর্থ। দেশান্তরস্থিত নিজ ভক্তের ত্রিলোচনত্ববিধাতা ইনি সেই কৃপালু ভগবান ত্রিলোচন রহিয়াছেন। ইনি সেই কামেশ্বরদেব—সজ্জনের অভীষ্টদাতা, দুর্ব্বাসামুনিরও মহোচ্চকামনাপূরয়িতা ইহাতে স্বয়ং মহেশ্বর ভক্তজনের কামনাসিদ্ধির জন্য লীন হইয়া আছেন, তাই ইহাঁর নাম "স্বলীন" হইয়াছে। বারাণসীতে ক্ষেত্রাভিমানী বলিয়া যে মহাদেব পুরাণে পঠিত হইয়া থাকেন, তাঁহার এই বিচিত্র প্রাসাদ দৃষ্ট হইতেছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দর্শনে আজন্মব্রহ্মচর্য্যের ফলদাতা ইনি সেই স্কন্দেশ্বর দেব রহিয়াছেন। ইনি সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিনায়কেশ্বর দেব; ইহাঁর সেবা করিলে বিঘ্নকারক বিনায়কগণ দূরে পলায়ন করে। এই সেই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী বারাণসীদেবী; ইহাঁর দর্শনে মানবের গর্ভযাতনা আর ভোগ করিতে হয় না। এই সেই পার্ব্বতীশ্বর লিঙ্গের বৃহৎ মন্দির; এই স্থানে মোক্ষদাতা ভগবান্ দেবদেব গৌরীর সহিত নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। ইনি সেই মহাপাতকনাশন ভগবান ভৃঙ্গীশ্বর; এই লিঙ্গের সেবায় ভৃঙ্গী জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁকে দেখিতেছি, ভগবান্ চতুর্ব্বক্ত্রধারী চতুর্ব্বেদেশ্বর; ইহাঁর দর্শনে ব্রাহ্মণ বেদপাঠের ফল পাইয়া থাকেন। যাঁহার অর্চ্চনায় মানবের সকল যাগফল লাভ হয়, ইনি সেই যজ্ঞস্থাপিত যজ্ঞেশ্বর লিঙ্গ। যাঁহার দর্শনে অষ্টাদশ বিদ্যায় অভিজ্ঞ হওয়া যায়, ইনি সেই অষ্টাদশাঙ্গুলি পরিমিত পুরাণেশ্বর লিঙ্গ। ইনি স্মৃতিপ্রতিষ্ঠিত ভগবান্ সর্ব্বশাস্ত্রেশ্বর; ইহাঁর দর্শনে স্মৃতিপাঠের ফল লাভ হয়। ইনি সর্ব্বজাড্যহারী সারস্বত লিঙ্গ। ইনি সদ্যোমুক্তিপ্রদ সর্ব্বতীর্থেশ্বর লিঙ্গ। ইহা শৈলেশ্বর লিঙ্গের বিবিধ রত্নখচিত পরমসুন্দর অতি বিচিত্র মণ্ডপ। ইনি মনোহর সপ্তসাগর লিঙ্গ; ইহাঁরই দর্শনে মানব সপ্তসমুদ্রস্নানের ফল পাইয়া থাকে। পূর্ব্বযুগে সপ্তকোটি মহামন্ত্রের স্থাপিত মন্ত্রজাপ্যের ফলদাতা এই শ্রীমন্ত্রেশ্বর। ত্রিপুরেশ্বর লিঙ্গের সম্মুখে ত্রিপুরারির পরম প্রিয় ত্রিপুরখাত এই বিদ্যমান রহিয়াছে। বাণ রাজা বিভুজ হইলেও তাঁহার সহস্র বাহু হইবার নিদানভূত ও তৎপূজ্য এই বাণেশ্বর লিঙ্গ। ইনি প্রহ্লাদকেশবের পূর্ব্বভাগে বৈরোচনেশ্বর। ইনি বলিকেশব ও ইনি আদিকেশব। ইহাঁর পূর্ব্বভাগে ঐ আদিত্যকেশব। ঐ ভীষ্মকেশব, এই দত্তাত্রেয়েশ্বর। এই তাঁহার পূর্ব্বভাগে আদিগদাধর। ঐ ভৃগুকেশব। এই বামনকেশব, নর, নারায়ণ, যজ্ঞবারাহকেশব, বিদারনরসিংহ ও গোপীগোবিন্দদেব। প্রহ্লাদ যাঁহার প্রসাদে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই লক্ষ্মীনৃসিংহের এই রত্নকেতন প্রাসাদ। পুরুষের অর্থসিদ্ধিদাতা এই অর্থবিনায়ক। ঐ শেষস্থাপিত শেষমাধব; ইহাঁর ভক্তগণ সংবর্ত্ত বহ্নিতেও দগ্ধ হয় না। শঙ্খাসুরকে বধ করিয়া এইস্থানে অবস্থিত ঐ শঙ্খমাধব। এই পরম ব্রহ্মরসায়ন সরস্বতীপ্রবাহ; এইস্থানে গঙ্গার সহিত ইহাঁর সঙ্গম হইয়াছে, এখানে স্নান করিলে মানব আর পুনরায় ভূতলে উৎপন্ন হয় না। এই শ্রীবিন্দুমাধব, ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি; শ্রদ্ধা সহকারে ইহাঁকে প্রণাম করিলে গর্ভবাস হয় না, দারিদ্র ও ব্যাধিপীড়ন ঘটে

না, যমও ইহাঁর ভক্তকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং ইনিই সেই নাদবিন্দু স্বরূপ প্রণবাত্মা ও অমূর্ত্ত পরব্রহ্ম। পঞ্চব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞক এই পঞ্চনদ তীর্থ; ইহাতে স্নান করিলে পঞ্চভূতময় দেহ ধারণ করিতে হয় না। যাঁহার প্রসাদে নর কাশীতে ইহকালে ও পরকালে পরম মঙ্গল লাভ করে, এই সেই মঙ্গলাগৌরী। ময়ূখমণ্ডিত, তমোহারী এই ময়ূখাদিত্য। ইনি দিব্যতেজোদাতা গভস্তীশ নামে মহালিঙ্গ। এইস্থানে মার্কণ্ডেয় মুনি নিজনামে আয়ুঃপ্রদ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্বে মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। ইনি ত্রিলোকীবিশ্রুত কিরণেশ্বর লিঙ্গ; ইহাঁকে প্রণাম করিলে সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি হয়। এই পাতকধাবন ধৌতপাপেশ্বর লিঙ্গ। এই ভক্তনির্ব্বাণকারী নির্ব্বাণ নরসিংহ। ইনি মহামুনিভূষণ মণিপ্রদীপ নাগ; ইহাঁকে অর্চ্চনা করিলে নাগভয় থাকে না। ইনি কপিলমুনি স্থাপিত কপিলেশ মহালিঙ্গ; ইহাঁর দর্শনে মানবের কথা দূরে থাকুক, কপি পর্য্যন্ত মুক্ত হইয়া যায়। এই প্রিয়ব্রতেশ্বর লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; ইহাঁর অর্চ্চনায়, লোকে সর্ব্বপ্রিয় হইয়া থাকে। কলি ও কালভয়নিবারক শ্রীকালরাজের মণি-মাণিক্যরচিত এই শ্রেষ্ঠ আয়তন রহিয়াছে; ভগবান্ কালরাজ নিজ ভক্তগণের পাপ ভক্ষণ করিয়া রক্ষা করেন ও ক্ষেত্রবিঘ্নকারী পাপাত্মাগণকে শত শত যাতনা দিয়া বিদরিত করিয়া দেন। এই রমণীয় মন্দাকিনী প্রবহমাণা, ইনি কাশীতে তপস্যা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু কাশীবাসের সুখে মুগ্ধ হইয়া, এক্ষণে স্বর্গগমনে বিরত; ইহাঁতে স্নান ও পিতৃতর্পণ যথাবিধি করিলে, পাপকারীরও নরকদর্শন করিতে হয় না। কাশীস্থ সকল লিঙ্গের রত্ন এই রত্নেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছেন; ইহাঁর প্রসাদে বহুরত্ন ভোগ করিয়া নির্ব্বাণ মহারত্ন কে না পাইয়া থাকে? এই কৃত্তিবাসেশ্বরের বৃহৎ প্রাসাদ; ইহা দূর হইতে দেখিলেও মনুষ্য কৃত্তিবাসের পদ লাভ করিয়া থাকে। এই কৃত্তিবাসেশ্বরই সকল শিবলিঙ্গের মৌলিস্থানীয়, ওঙ্কারেশই শিখা, ত্রিলোচনই লোচন, গোকর্ণেশ্বর ও ভারভূতেশ্বরই কর্ণ, বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর ইহাঁরা উভয় দক্ষিণকরদ্বয়, কুর্ণেশ্বর ও মণিকর্ণেশ্বরই বামকরদ্বয়, কালেশ্বর ও কপর্দ্দীশ্বরই সুন্দর চরণযুগল, জ্যেষ্ঠেশ্বর নিতম্ব, মধ্যমেশ্বর নাভি, মহাদেবই জটাজুট, শ্রুতীশ্বর শিরোভূষণ, চন্দ্রেশ্বর হৃদয়; বীরেশ্বর আত্মা, কেদারেশ্বর লিঙ্গ ও শুক্রেশ্বরকে শুক্র বলিয়া মহাত্মারা কীর্ত্তন করেন। অপরাপর কোটিপরিমিত যে শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহারা দেহের নখ, লোম ও ভূষণরূপে গণ্য। যাঁহারা এতন্মধ্যে দক্ষিণহস্তদ্বয়, তাঁহারা উভয়ে মোহসমুদ্রে পতিত, জীবগণের অভয়দাতা ও নিত্য মুক্তিবিধাতা। এই ভগবতী দুর্গা, এই পিতৃলিঙ্গ। এই চিত্রঘণ্টেশ্বরী, এই ঘণ্টাকর্ণহ্রদ, ইনি ললিতাগৌরী, এই অদ্ভুত বিশালাক্ষী, এই আশাবিনায়ক, এই পিতৃগণের পিণ্ডদানে পরম ব্রহ্মদাতা বিচিত্র ধর্ম্মকূপ, এই বিশ্বজননী বিশ্বভুজা দেবী ও নিয়ত ত্রিলোকীপূজিতা পাশমোচনী এই সেই বন্দীদেবী। এই ত্রিলোকপূজ্য দশাশ্বমেধ তীর্থ; এই স্থানে বারত্রয় আহুতিমাত্র অগ্নিহোত্রের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। সকল তীর্থোত্তম এই প্রয়াগস্রোতঃ এই অশোকতীর্থ, এই গঙ্গাকেশব, এই শ্রেষ্ঠ মোক্ষদ্বার ও ইহাঁকে স্বর্গদ্বার বলিয়া থাকে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

জ্ঞানবাপী-প্রশংসা।

স্কন্দ কহিলেন,—হে কুম্ভযোনে! কৃশাঙ্গী কলাবতী এইরূপে একে একে চিত্রপটে সমস্ত দেখিয়া স্বর্গদ্বারের সম্মুখভাগে পুনরায় শ্রীমণিকর্ণিকা দর্শন করিতে লাগিল। এই স্থানে স্বয়ং শঙ্কর সংসার-ভুজঙ্গ-দষ্ট জীবগণের,

দক্ষিণকর্ণ, দক্ষিণকরে স্পর্শ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন। যে গতি কাপিলযোগ বা সাংখ্যযোগ অথবা ব্রতকলাপেও অগম্য, তাহা এই মুক্তিভূমি অবলীলায় দিতে পারে। এই শ্রীমণিকর্ণিকার ধ্যান, বিষ্ণুভবন বৈকুণ্ঠ-ধামে বিষ্ণুভক্তগণ মুক্তির জন্য সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। দ্বিজগণ, যাবজ্জীবন অগ্নি হোত্র অথবা যথাবিধি ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও, চরমে মুক্তিলাভের জন্য এই শ্রীমণিকর্ণিকার শরণাগত হন। ক্ষত্রিয়-পুঙ্গবেরা, ভূরি দক্ষিণা দানে ভূয়ো যাগযজ্ঞ করিয়া অন্তিমে মুক্তির জন্য শ্রীমণিকর্ণিকারই পদতলে সুস্থিত হয়। নিয়ত পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-পালিনী রমণীরাও ভর্তার অনুগামিনী হইয়া মোক্ষের আশায় অন্তকালে এই মণিকর্ণিকার আশ্রয় লইয়া থাকে। ন্যায়োপার্জ্জিতধন বৈশ্য-গণও সংপাত্রে ধন দান করিয়া অন্তে মুক্তি পাইবার আশায় শ্রীমণিকর্ণিকার শরণ লয়, ন্যায়মার্গগামী সংশূদ্রগণও স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভের জন্য শ্রীমণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণে লালায়িত। জিতেন্দ্রিয় আজীবন ব্রহ্মচারিগণও মুক্তির জন্য এই মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। পঞ্চযজ্ঞব্রত গৃহস্থাশ্রমীরা অতিথিদিগকে সুতৃপ্ত করিয়াও অন্তে শ্রীমণিকর্ণিকার সেবা করিয়া থাকেন। সংযতেন্দ্রিয় বানপ্রস্থবাসিগণ মুক্তির উপায় জ্ঞাত হইয়াও পরিণামে শ্রীমণিকর্ণিকার ভজনা করেন। মুমুক্ষু একদণ্ডিমতাবলম্বীরা নানাশাস্ত্রে মণিকর্ণিকাকেই একমাত্র মুক্তির সাধন জানিয়া ইহাঁর সেবা-পরায়ণ হইয়া থাকেন। ত্রিদণ্ডি-গণও কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়াও মুক্তির অভিলাষে মণিকর্ণিকার শরণ লইয়া থাকেন। প্রব্রাজকগণও চঞ্চল চিত্ত সংযত করিয়া নিঃশ্রেয়সলক্ষ্মী লাভের জন্য মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। একদণ্ডব্রত-ধারীরা মুক্তির জন্য মণিকর্ণিকার ভজনা করিয়া থাকেন। মুক্তিলাভেচ্ছু, শিখা জটা বা কৌপীন-ধারী,—মুণ্ডিতমুণ্ড বা নগ্ন কোন্ ব্যক্তি না মুক্তিদায়িনী মণিকর্ণিকার সেবা করিয়া থাকেন? যাহাদিগের তপশ্চরণে বা দানে শক্তি নাই ও যোগাভ্যাস নাই, তাহাদিগেরও ইহা মুক্তি দান করিয়া থাকে। হে মুনে! মুক্তির সহস্র দ্বার থাকিলেও এই মণিকর্ণিকা যেমন অবলীলা-ক্রমে মুক্তি দান করে, এমন আর কোনটীই নহে; কি অনশনব্রতাবলম্বী, কি ত্রিসন্ধ্যাভোজী উভয়কেই মণিকর্ণিকা অন্তকালে নির্ব্বিশেষ মুক্তি দিয়া থাকেন। একজন যথাবিধি পাশুপত-ব্রত অবলম্বন করে, আর একজন হৃদয়ে মণি-কর্ণিকাকে নিরন্তর স্মরণ করে, এই দুজনের এই স্থানে দেহান্তে তুল্য গতি দৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সমস্ত ত্যাগ করিয়া ঝটিতি এই মণি-কর্ণিকার সেবা করিবে। যাহারা মণিকর্ণিকায় অবগাহন করিয়া স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করে, তাহা-দিগের পাপ ধৌত হইয়া যায় এবং স্বর্গও দূরে থাকে না। স্বর্গদ্বার স্বর্গভূমি ও মণিকর্ণিকা মোক্ষভূমি, অতএব এই পৃথিবীতেই স্বর্গ ও অপবর্গ বর্ত্তমান আছে;—উপরে বা নিম্নে নহে। যাহারা মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া বহু-তর দান করত স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করে, তাহারা নরকে গমন করে না। কবিগণ স্বর্গশব্দের অর্থ সুখ ও অপবর্গশব্দের অর্থ মহাসুখ, এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। মণিকর্ণিকায় উপবিষ্ট জনের যাদৃশ সুখলাভ হইয়া থাকে, সিংহা-সনাধিরূঢ় দেবরাজের তাদৃশ সুখ ঘটে না। সমাধি অবস্থায় লোকের যে মহাসুখ ঘটিয়া থাকে, শ্রীমণিকর্ণিকায় তাহা সহজেই মিলিয়া থাকে। স্বর্গদ্বারের পূর্ব্বদিকে ও দেবনদীর পশ্চিমে সৌভাগ্য ও ভাগ্যের একমাত্র আশ্রয় অনির্ব্বচনীয় এক মহাক্ষেত্র মণিকর্ণিকা অব-স্থিত আছে। সূর্য্যকরস্পর্শে যাবৎ পরিমিত বালুকাকণা উদ্ভাসিত হয়, তাবৎ পরিমিত ব্রহ্মা লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই মণিকর্ণিকা যেমন তেমনই আছে। মণিকর্ণিকার চতু-র্দ্দিকে এত অসংখ্য তীর্থ আছে যে, তিলমাত্র ভূমিও শূন্য নাই। যাহার বংশসম্ভূত কোন ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ

করিয়াছে, তাহার বংশে উৎপন্ন সন্তানগণ তদীয় প্রভাবে দেবগণের তর্পণ করে, সে ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্তপুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে। গঙ্গার মধ্যস্থান, হরিশ্চন্দ্রমণ্ডপ, গঙ্গাকেশব ও স্বর্গদ্বার এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থানই মণিকর্ণিকা; ত্রিভুবনও এই মণিকর্ণিকার ধূলাকণার তুল্য নহে। ইহা প্রাপ্ত হইবার জন্যই ত্রিলোকের সমস্ত লোকই যত্ন করিয়া থাকে। এইরূপে কলাবতী চিত্রপট বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া, শ্রীবিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে জ্ঞানবাপী দেখিতে পাইল। দণ্ডনায়ক এবং সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামক গণদ্বয় গুরুতর ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া দুর্বৃত্ত হইতে ইহার জল সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। পুরাণশাস্ত্রে মহাদেবকে যে অষ্টমূর্ত্তি বলিয়া কথিত আছে, এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপী তাঁহারই জলময়ী মূর্ত্তি। কলাবতী জ্ঞানবাপীকে নেত্রগোচর করিয়া, ক্ষণকাল মধ্যে রোমাঞ্চিততনু হইল। তাহার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, কপালে স্বেদ নির্গত হইল এবং চক্ষুর্দ্বয় আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইল। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, তাহার শরীর স্তম্ভিত হইল, মুখ ম্লান হইল, কণ্ঠ বাষ্পাবরুদ্ধ হইল; তখন চিত্রপটখানি তাহার হস্ত হইতে ভূতলে ভ্রষ্ট হইল। তৎকালে সে ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হইল, "আমি কে, কোথায় আমি" ইহা সে জানিতে পারে নাই। কেবল সুষুপ্তিদশায় পরমাত্মার ন্যায় সে নিশ্চলভাবে ছিল। অনন্তর তাহার পরিচারিকাগণ ত্বরান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ একি হইল! একি হইল! এই বলিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। চতুরা দাসীগণ তাহার সেই সেই অবস্থা দেখিয়া, সাত্ত্বিকভাব জাত হইয়া পরস্পরকে বলিতে লাকিল, "ইনি জন্মান্তরে কোন প্রণয়ী লোককে দেখিয়া থাকিবেন, তজ্জন্যই তাহার সহিত মিলনসুখে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছেন; নচেৎ ইনি সহসা অতি সুন্দর এই চিত্রপট নির্জ্জনে দেখিয়া কেন এইরূপ মূর্চ্ছিতা হইবেন? তাহারা এইরূপ তাহার মূর্চ্ছার কারণ সিদ্ধান্ত করিয়া স্নিগ্ধ উপাচার দ্বারা স্থিরভাবে পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কদলীপত্রের ব্যজন দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল, কেহ বা হস্তে মৃণালবলয় পরাইয়া দিল, অপরে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিল, কেহ বা অশোকপত্র দ্বারা তাহার শোক দূর করিল। কেহ বা প্রিয়বিরহে সন্তপ্ত তাহার দেহলতাকে ধারাযন্ত্রোত্থিত জলকণা দ্বারা সিক্ত করিল, কেহ বা আর্দ্রবস্ত্রে তাহার দেহ আবৃত করিল, অপরে তাহার অঙ্গে কর্পূরচূর্ণ লেপন করিয়া দিল। কেহ তাহার জন্য পদ্মপত্রের কোমল শয্যা রচনা করিল, কেহ তাহার অঙ্গ হইতে হীরকময় ভূষণ উন্মোচন করিয়া স্তনমণ্ডলে মুক্তাহার রচনা করিয়া দিল, কোন চন্দ্রাননা শীতলস্রাবী চন্দ্রকান্তশিলাতলে সেই কৃশাঙ্গীকে শয়ন করাইল। সখীগণকে এইরূপে পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া বুদ্ধিশরীরিণী নামে কোন একজন সখী অতি সন্তপ্ত হইয়া বলিল, আমি ইহার সন্তাপহর মহৌষধ জানি, তোমরা এই সকল উপচার শীঘ্র দূর করিয়া ফেল। আমি ইহাকে সদ্যঃ সন্তাপহীন করিতেছি, কৌতুক দেখ। ইনি চিত্রপট দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন, অতএব এই চিত্রপটে ইঁহার কোন প্রণয়ভূমি নিশ্চয়ই আছে; অতএব ইহার স্পর্শে ইনি সন্তাপ ত্যাগ করিবেন। তখন বুদ্ধিশরীরিণীর এই বাক্য শুনিয়া তাহার পরিচারিকাগণ তাহার সম্মুখে চিত্রপট ধরিয়া বলিল, সখি কলাবতি! তোমার নয়নানন্দকারী ইষ্টদেবতার চিত্রপট দেখ। সেই কলাবতীও 'ইষ্টদেবতা' নাম শ্রবণে ও চিত্রপট স্পর্শে অমৃতধারায় সিক্ত হইয়াই যেন চৈতন্য লাভ করিয়া উত্থিত হইল। অবগ্রহবিশোষিত ওষধি বৃষ্টিধারাসিক্ত হইলে যেমন প্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ প্রফুল্ল হইয়া কলাবতী পুনরায় জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপীকে দর্শন করিতে লাগিল। তখন চিত্রার্পিত সেই বাপীকে দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল ও মনে মনে জ্ঞানবাপীর অদ্ভুত মহিমা

পুনর্ব্বিচার করিয়া কলাবতী বলিল, ‘জ্ঞানবাপীর কি আশ্চর্য্য মহিমা! তাহার এই চিত্রদর্শনেও আমার জন্মান্তরের বৃত্তান্ত সমুদয় স্মরণ হইল।” এই বলিয়া কলাবতী সুন্দরী, জ্ঞানবাপীর প্রভাবে স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত সখীগণের সমক্ষে সহর্ষে বলিতে লাগিল। কলাবতী কহিল, “আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকন্যা ছিলাম। আমার পিতার নাম হরিস্বামী, মাতার নাম প্রিয়ংবদা ও আমার নাম সুশীলা ছিল। আমাকে একজন বিদ্যাধর হরণ করিয়া লইয়া যান। পথিমধ্যে নিশীথকালে মলয়াচলসমীপে এক রাক্ষস তাঁহাকে বিনাশ করে, তিনিও তাহাকে বধ করেন। তখন রাক্ষস শাপমুক্ত হইয়া দিব্য-দেহ ধারণ করে। সেই বিদ্যাধর এক্ষণে মলয়কেতুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমিও কলাবতী নামে কর্ণাটরাজের কন্যা হইয়াছি। জ্ঞানবাপী দর্শনে ক্ষণমধ্যে আমার এবংবিধ জ্ঞানসঞ্চার হইল।” সেই বুদ্ধিশরীরিণী ও অপরাপর পরিচারিকাগণ তাহার এই বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইল ও পুণ্যশীলা কলাবতীকে প্রণাম করিয়া বলিল, অহো জ্ঞানবাপীর কি অদ্ভুত মহাত্ম্য! এক্ষণে কিরূপে তাহা লাভ করা যায়? যাহারা জ্ঞান-জ্ঞানবাপী দেখে নাই, এই মর্ত্যলোকে তাহাদিগের জন্মে ধিক্! হে কলাবতি! আপনার চরণে নমস্কার, আপনি আমাদিগের কামনা পূর্ণ করুন। মহারাজকে বলিয়া আমাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া এই জন্ম সার্থক করুন। অয়ি কলাবতি! আমরা অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, সেই জ্ঞানবাপী দর্শন করিয়া মহা সুখভোগ করিবই করিব। তাহার নাম “জ্ঞানবাপী” হওয়া অবশ্যই উচিত; যখন তাহার চিত্রদর্শনে এইরূপ জ্ঞান আপনার সমুদ্ভূত হইয়াছে। কলাবতী “তথাস্তু” বলিয়া, অঙ্গীকার গোপনে রাখিয়া, একদিন প্রিয়কার্য্য সমাপনান্তে যথোচিত সময়ে রাজাকে কহিল, হে জীবিতনাথ! আপনা অপেক্ষা আমার প্রিয়বস্তু কোথায়ও নাই, আপনাকে পতিলাভ করিয়া আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে আর্য্যপুত্র! একটী মাত্র মনোরথ অপূর্ণ আছে, বিচার করিয়া দেখিলে তাহা আপনারও হিতকর বোধ হইবে। অধীনতা নিবন্ধন সেই মনোরথ আমার অতি দুর্লভ; কিন্তু আপনি স্বাধীন, আপনার পক্ষে তাহা সিদ্ধপ্রায় বলিতে হইবে। হে জীবিতেশ্বর! অধিক আর কি বলিব, যদি আমার জীবনে প্রয়োজন থাকে, তবে সেই মনোরথ পূরণ করুন; নতুবা আমার জীবন গত হইবে। রাজা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা সেই কলাবতীর বাক্য শুনিয়া তাহার ও নিজের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, অয়ি ভাবিনি প্রিয়ে! এই জগতে তোমাকে অদেয় কিছুই নাই; তুমি কলা ও শীলগুণে আমার জীবন পর্য্যন্তও ক্রয় করিয়াছ। অয়ি কলাবতি! অবিলম্বে বল, ইহা সম্পন্ন হইয়াছে; বোধ কর। ভবাদৃশ পতিব্রতাদিগের কিছুই দুর্লভ নহে। অয়ি প্রিয়ে কলাবতি! কাহার নিকট কি বা প্রার্থনা করিতে হইবে, প্রার্থয়িতাই বা কে? তোমার বা আমার আচরণ ইতরজনের ন্যায় নহে। হে ভাবিনি! কি দেশ, কি ধনরাশি, কি দুর্গ, কি বন ও অন্য কিছু যাহা আছে, সেই সমস্তই তোমার, আমার কিছুই নহে, আমি নামমাত্র তাহাদিগের অধীশ্বর। হে জীবিতেশ্বরি! তোমা ভিন্ন অন্য সমস্তেরই উপর আমার সেই প্রভুত্ব আছে। আমি তোমার বাক্যে রাজ্য তৃণবৎ ত্যাগ করিতে পারি। রাজা মাল্যকেতুর এই বাক্য শুনিয়া কলাবতী গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, হে নাথ! পূর্ব্বে বিধাতা নানাপ্রকার প্রজা সৃজন করিয়া তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটী পুরুষার্থের সৃষ্টি করেন। সেই পুরুষার্থহীন হইলে জন্ম জলবুদ্বুদের ন্যায় বিফল হয়, এই নিমিত্ত ইহলোকে ও পরলোকে সুখের জন্য তন্মধ্যে একটীরও অন্ততঃ সাধন করা উচিত। যথায় দম্পতিযুগলের পরস্পরের সদ্ভাব থাকে, তথায়

ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়, এই কথা যে পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন তাহা যথার্থই দৃষ্ট হয়। আপনার ভবনে আমার ন্যায় শত দাসী বিদ্যমান আছে বটে, তথাপি আমার প্রতিই আপনার নিতান্ত প্রেম দৃষ্ট হইতেছে। আপনার দাসী হওয়াই সৌভাগ্যের কথা, অঙ্কশায়িনী হওয়ার ত কথাই নাই। তাহাতে আবার পুত্ররত্নলাভ ও স্বাধীনভর্তৃতা; সুতরাং কোন্ রমণী আমার ন্যায় এইরূপ সৌভাগ্যশালিনী? বুদ্ধিমান্ লোক ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের জন্য অর্থ, তপশ্চরণের জন্য নির্ব্বিঘ্ন আয়ু ও অপত্যলাভের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিবে। হে প্রিয়! বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার এই সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে নাথ! যদি আমার অভিলাষ একান্ত পূরণীয় বোধ করেন, তবে বলি, শুনুন;—অবিলম্বে আমায় কাশীধামে প্রেরণ করুন, আমার প্রাণ তথায় পূর্ব্বেই গিয়াছে—এস্থানে কেবল শরীরমাত্র রহিয়াছে! মাল্যকেতু কলাবতীর এই স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া ক্ষণকাল মনে মনে বিচার করিয়া তাহাকে বলিলেন,—প্রিয়ে কলাবতি! যদি তোমার একান্তই গন্তব্য হইয়া থাকে, তবে তোমা বিহনে এই চঞ্চল রাজ্যলক্ষ্মীতে আমার প্রয়োজন কি? এই সপ্তাঙ্গি রাজ্য রাজ্যপদবাচ্য নহে, প্রিয়তমাই রাজলক্ষ্মী; অতএব তোমা বিনা ইহা আমার নিকট তৃণবৎ তুচ্ছ। প্রিয়ে! আমি রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছি, নিরন্তর বিবিধ ভোগে আমার ভোগেন্দ্রিয় সকল সফল হইয়াছে, সন্তোষ চরিতার্থ হইয়াছে ও পুত্র জন্মিয়াছে; আমার আর এ জগতে কর্ত্তব্য কি আছে? অবশ্যই আমরা উভয়ে বারাণসী গমন করিব। এইরূপে মাল্যকেতু প্রিয়তমাকে আশ্বস্ত করিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়া দৈবজ্ঞগণকে আহ্বান করত শুভদিন দেখাইলেন। পরে অমাত্যাদির নিকট বিদায় লইয়া পুত্রহস্তে রাজ্যভার দিয়া তাহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ ও রত্নাদি গ্রহণ করত কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা মাল্যকেতু, বিশ্বেশ্বরনগরী দর্শনে পুলকিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। রাজ্ঞী কলাবতীও পূর্ব্বজন্মসংস্কার বশতঃ নিকটস্থ-গ্রামাগত ব্যক্তির ন্যায় নগরীর পথ সমুদায় অবগত হইলেন। তথায় তাঁহারা উভয়ে মণিকর্ণিকায় স্নান, প্রচুর অর্থদান, বিবিধ রত্নসমূহে বিশ্বনাথের পূজা এবং রত্ন, গজ, অশ্ব, ধেনু, বিচিত্র দুকূল, বিবিধ পূজার উপকরণ, স্বর্ণ-রৌপ্যময় কলস, দীপ, দর্পণ, চামর, ধ্বজদণ্ড, পতাকা ও বিচিত্র চন্দ্রাতপ দান করিয়া প্রদক্ষিণানন্তর মুক্তিমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তথায় ধর্ম্মকথা শুনিয়া ধন বিতরণ করিয়া সায়ংকালীন মহাপূজাসমাপনান্তে নৃত্যগীত-বাদ্যাদি মহোৎসবে রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক প্রাতঃকালে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সমাধা করত রাজ্ঞী কলাবতীর নির্দ্দিষ্ট পথে, রাজা জ্ঞানবাপীতে গমন করিলেন। নৃপতি, কলাবতীর সহিত প্রফুল্লচিত্তে তথায় স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ ও পিণ্ডদানান্তে সৎপাত্রে রৌপ্যসুবর্ণাদি বিতরণপূর্ব্বক দীন, অন্ধ, কৃপণ ও অনাথগণকে ভোজন করাইয়া পারণ করিলেন। কলাবতী জ্ঞানবাপীর সোপানরাজি রত্নে বাঁধাইয়া দিয়া কখন একান্তরোপবাস, কখন বা তিন দিন, ছয়দিন, সপ্তাহ, পক্ষ ও একমাস কাল উপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া পতিশুশ্রূষায় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ক্ষণকালের ন্যায় যাপন করিলেন। একদা তাঁহারা উভয়ে জ্ঞানবাপীতে স্নান করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একজন জটাজুটধারী আসিয়া তাঁহাদিগের করে বিভূতি প্রদান করিয়া প্রসন্নমুখে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা উঠ, বেশভূষা কর, তোমাদিগের ক্ষণকাল মধ্যে তারকোদয় (মুক্তি) লাভ হইবে। যেমন তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বলোক সমক্ষে কিঙ্কিণী নিনাদিত করিয়া বিমান উপস্থিত হইল। ভগবান্ চন্দ্রমৌলি সেই বিমান হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদিগের কর্ণমূলে স্বয়ং কি মন্ত্র উপদেশ

করিলেন। তৎক্ষণাৎ অনাখ্যেয় এক পরম জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। ভগবানও আকাশ-পথ উদ্দীপিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। স্কন্দ বলিলেন,—হে মুনে! তদবধি এই জগতে জ্ঞানবাপী প্রত্যক্ষজ্ঞান দান করেন বলিয়া সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ হইল। এই এই জ্ঞানবাপী সর্ব্বজ্ঞানময়ী, সর্ব্বলিঙ্গময়ী ও সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তি। সদ্যঃ শুদ্ধিকর অনেক তীর্থ এই পৃথিবীতে আছে, কিন্তু তাহারা ইহার ষোল কলার এক কলারও যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি জ্ঞানবাপীর উৎপত্তিকথা অবহিত মনে শুনিবে, তাহার মৃত্যুকালেও জ্ঞানভ্রংশ হইবে না। মহাদেব ও গৌরীর প্রীতিবর্দ্ধক, পবিত্র, রমণীয় মহাপাপনাশক এই জ্ঞানবাপীর মহৎ উপাখ্যান শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পঠন, পাঠন বা শ্রবণ করিলে শিবলোকে গমন করে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সদাচার।

অগস্ত্য কহিলেন, মহাক্ষেত্র অবিমুক্তক্ষেত্র পরমনির্ব্বাণকারক, ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে পরম-ক্ষেত্র এবং মঙ্গলরাশিরও মঙ্গলস্বরূপ। সকল শ্মশানের মধ্যে অবিমুক্তক্ষেত্রই পরম মহৎ শ্মশান; সকল উষরক্ষেত্রের মধ্যে পরম-উষর। হে ময়ূরবাহন! অবিমুক্তক্ষেত্র, ধর্ম্মাভিলাষি-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পরমধর্ম্মরাশিসম্পাদক এবং অর্থপ্রার্থিগণের পরমার্থপ্রকাশক। ইহা কামিগণের কামসম্পাদক, এবং মুমুক্ষু ব্যক্তি-গণের মুক্তিপ্রদ। আপনার কথায় যেখানে সেখানে 'কাশীতে যে পরম মুক্তি' ইহা শুনা যায়। হে গৌরীহৃদয়ানন্দকর কার্ত্তিকেয়! অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের একদেশবর্ত্তিনী জ্ঞানবাপীর এই পরম কথা শ্রবণ করিয়া আমি স্থির করি-য়াছি যে, কাশীর মধ্যে অণুপ্রমাণ ভূমিও সিদ্ধি-মুক্তি-প্রদায়িনী এবং মহীয়সী; ব্যর্থভাগ কাশীতে কোন স্থানেই নাই। এই অখিল মহীতলে, কত না তীর্থ আছে? পরন্তু তৎসমস্ত কাশীর ধূলিকণাতুল্যও নহে। সাগরের আনন্দ-বিধায়িনী কতই না নদী আছে; কিন্তু তন্মধ্যে গঙ্গাসদৃশী কে হইতে পারে? হে ষড়ানন! ভূতলে কতই না মুক্তিক্ষেত্র আছে; কিন্তু তৎ-সমস্ত অবিমুক্তক্ষেত্রের কোটিভাগৈকভাগের সমানও নহে। যথায় গঙ্গা, বিশ্বেশ্বর এবং কাশী, এই তিন মূর্ত্তি জাগ্রত, সে স্থানে যে মুক্তি-লক্ষ্মী প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি আছে? হে স্কন্দ! মানবেরা—বিশেষতঃ কলিযুগে, নিতান্ত চঞ্চলেন্দ্রিয় মনুষ্যেরা এই মুক্তিত্রয়কে কিরূপে নিয়ত প্রাপ্ত হয়; কলিযুগে তাদৃশ তপস্যা কোথায়? তাদৃশ যোগানুষ্ঠান কোথায়? তাদৃশ ব্রত অথবা তাদৃশ দানই বা কোথায়? তবে কলিযুগে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে? হে ষড়ানন স্কন্দ! বিনা তপ-স্যায়, বিনা যোগে, বিনা ব্রতে এবং বিনা দানে কাশীতে মুক্তি হয়, ইহা আপনি বলিয়াছেন। হে স্কন্দ! কিরূপ কিরূপ আচার করিলে কাশী-প্রাপ্তি হয়, তাহা বলুন। আমি বিবেচনা করি, সদাচার ব্যতীত, মনোরথসিদ্ধি হয় না। আচার পরম ধর্ম্ম, আচার পরম তপস্যা, আচার হইতে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, আচার হইতেই পাপক্ষয় হয়। অতএব, হে ষড়ানন! প্রথমতঃ আচারপ্রসঙ্গই কীর্ত্তন করুন; দেবাদিদেব, আপনার নিকটে যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারেই বলুন। স্কন্দ বলিলেন, হে মিত্রাবরুণনন্দন! যাহা নিত্য আচরণ করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়, সজ্জন-গণের হিতকারী সেই সদাচার আমি কীর্ত্তন করিতেছি। স্থাবর, কৃমি, জলচর, জীব, পক্ষী, পশু এবং মনুষ্য—ইহারা যথাক্রমে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর অধিক) ধার্ম্মিক। দেবগণ, এতদপেক্ষাও ধার্ম্মিক। প্রথমকথিত স্থাবর অপেক্ষা দ্বিতীয়কথিত কৃমি ক্রমে সহস্রাংশের একাংশ, এইরূপে ক্রমে পূর্ব্বা-পেক্ষা উত্তরকথিত জীব সহস্রাংশের একাংশ, তথাপি সকলেই মহাভাগ;—অপেক্ষাকৃত অল্প

হইলেও সকলেরই শ্রেণীবিভাগ সুবিস্তৃত ;— মুক্তি পর্য্যন্ত তুল্যরূপে সকলেরই আশ্রয় সংসার। হে মুনে! স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর মধ্যে চেষ্টা-সম্পন্ন প্রাণিগণই অতি উত্তম, এতদপেক্ষাও জ্ঞানপূর্ব্বক চেষ্টাশালী জীবেরা শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ জীবগণের মধ্যে মানুষেরা প্রধান, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্বদ্গণ প্রধান, বিদ্বদ্গণ মধ্যে, শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্যাপারে কৃতনিশ্চয় ব্যক্তিগণ প্রধান। কৃতনিশ্চয় ব্যক্তি অপেক্ষা অনুষ্ঠাতারাই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ অপেক্ষা ব্রহ্মতৎপর ব্যক্তিগণ প্রধান। হে কুম্ভযোনে! ত্রিলোকে তাঁহাদের অর্চ্চনীয় অন্য কেহ নাই। তপোবিদ্যাবিশেষে, তাঁহারাই পরস্পরের পূজক। ব্রহ্মা যেহেতু সর্ব্বভূত-প্রভুরূপে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন, এইজন্য জগৎ-স্থিত সকল বস্তু পাইতেই ব্রাহ্মণ যোগ্য; অপরে নহে। কিন্তু সদাচার ব্রাহ্মণই সর্ব্বাধি-কারী, আচারচ্যুত ব্যক্তি নহে। অতএব ব্রাহ্মণ সতত আচারসম্পন্ন হইবে। হে মুনে! রাগদ্বেষরহিত হইয়া জ্ঞানী বিদ্বান বিপ্রের, ধর্ম্মমূল সদাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুলক্ষণবিবর্জ্জিত মানবও, অসূয়াপরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে সম্যক্ আচারপরায়ণ হইলে শত বৎসর জীবন লাভ করে। মানব, আলস্যবর্জ্জিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মে ধর্ম্মমূল শ্রুতিস্মৃতিকথিত সদাচার সেবন করিবে। দুরাচার পুরুষ লোকে নিন্দনীয়, সদা ব্যাধি-গ্রস্ত, অল্পায়ু এবং দুঃখভাগী হয়। পরাধীন কর্ম্ম পরিত্যাজ্য, সতত আত্মবশ কর্ম্মই করিবে। যেহেতু পরাধীনতাই দুঃখমূল এবং স্বাধীনতাই সুখহেতু। শাস্ত্রে যে স্থলে দুই বিরুদ্ধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথায়, যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, তাহাই কর্ত্তব্য; এতদ্ভিন্ন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। যম নিয়মই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব বলিয়া প্রথমতঃ উক্ত হইয়াছে, অতএব, ধর্ম্মাভিলাষীর যমনিয়মানুষ্ঠানেই যত্ন কর্ত্তব্য। সত্য, ক্ষমা, সারল্য, ধ্যান, অনৃশংসতা, অহিংসা, বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম, প্রসন্নতা, মধুরতা এবং কোমলতা এই দশবিধ যম। শৌচ, স্নান, তপস্যা, দান, মৌন, যাগ অধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস এবং ইন্দ্রিয়সংযম, এই দশবিধ নিয়ম। কাম ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য এবং লোভ এই ছয় রিপুকে জয় করিলে সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়। পরপীড়নপরাঙ্মুখ হইয়া বল্মীক-স্তূপের ন্যায় ধর্ম্মসঞ্চয় কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই পর-লোকের সহায়। পরলোকে ধর্ম্মই সহায়; পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী, বন্ধু লোকজন, হস্তী অশ্বাদি উপকরণ, পরলোকের সহায় নহে। প্রাণী একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মরে, একাকীই পাপপুণ্য ভোগ করে। পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত দেহকে কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় ভূতলে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুগণ ফিরিয়া যায়, ধর্ম্মই কেবল সেই গমনপরায়ণ প্রাণীর অনুগমন করে। অতএব, কৃতী ব্যক্তি, পরলোকসহায় ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্মকে সহায় পাইলে, দুস্তর তমঃ পার হইতে পারে। সুধী ব্যক্তি, অধম ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিয়া উত্তম উত্তম ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ করিবে, এইরূপে বংশের উত্তমত্ব সাধন করিবে? উত্তমোত্তম সম্বন্ধ করিয়া এবং অধমাধম ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহার বৈপরীত্যাচরণে শূদ্রত্ব লাভ হইয়া থাকে। অধ্যয়নহীন, সদাচারত্যাগী, অলস ও অভক্ষ্যভোজী ব্রাহ্মণকে মৃত্যু, আয়ত্ত করে। এই সমস্ত কারণে ব্রাহ্মণ, যত্নসহকারে সতত সদাচার করিবে। তীর্থগণও, সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের সমাগম অভিলাষ করেন। রজনীর শেষ যামার্দ্ধ (চারি দণ্ড) ব্রাহ্ম সময়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বকালেই সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া আপনার হিতচিন্তা করি-বেন। নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই গণেশের স্মরণ, অনন্তর অম্বিকার সহিত মহা-দেবের স্মরণ, পরে ক্রমে লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ ও ব্রহ্মাণীর-সহিত ব্রহ্মাকে স্মরণকরা কর্ত্তব্য। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবতা, বশিষ্ঠাদি মুনি, গঙ্গা

প্রভৃতি নদী শ্রীপর্ব্বত প্রভৃতি পর্ব্বত, ক্ষীরোদাদি সমুদ্র, মানসাদি সরোবর নন্দনাদি বন, কামধেনু প্রভৃতি ধেনু, কল্পদ্রুম প্রভৃতি বৃক্ষ, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু, উর্ব্বশীপ্রমুখ দিব্যরমণী, গরুড়াদি পক্ষী, অনন্তাদি নাগ, ঐরাবতপ্রমুখ হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি অশ্ব, কৌস্তুভাদি মঙ্গলকর মণি, অরুন্ধতীপ্রমুখ পতিব্রতা রমণী, নৈমিষাদি অরণ্য এবং কাশীপুরী প্রভৃতি পুরীগণকে স্মরণ করিবে। পরে বিশ্বেশ্বরপ্রমুখ লিঙ্গ, ঋক্ প্রভৃতি বেদচতুষ্টয়, গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র, সনকাদি যোগিগণ, প্রণবাদি মহাবীজ, নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণব, বাণ প্রভৃতি শিবভক্তগণ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত ভক্তগণ, দধীচি প্রভৃতি বদান্য মুনিগণও হরিশ্চন্দ্রপ্রমুখ ভূপতিসমূহকে স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তম জননীর চরণযুগল ধ্যান করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে পিতা এবং গুরুজনদিগকে মনে মনে চিন্তা করিবে। পরে মলত্যাগ করিবার নিমিত্ত গ্রাম হইতে শত ধনু দূরে এবং নগর হইতে তাহার চারিগুণ দূরে নৈঋ‍র্তদিকে গমন করিবে। তথায় তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন এবং বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া, দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া দিবাভাগে এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে উত্তরমুখ এবং নিশায় দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। দণ্ডায়মান হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। বিপ্র, গো, অগ্নি ও অনিলের অভিমুখীন হইয়া এবং জলে, ফালকৃষ্ট ভূমিতে, রথ্যায় ও সেব্যভূমিতে, মলমূত্র ত্যাগ করিবে না সে সময়ে কোন দিকে চাহিবে না এবং জ্যোতিশ্চক্র ও নির্ম্মল গগন অবলোকন করিবে না। অনন্তর বামকরে শিশ্ন ধারণপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে সাবধানে উঠিবে। মূষিক অথবা নকুলের উৎখাত মৃত্তিকা এবং শৌচোচ্ছিষ্ট মৃত্তিকা ব্যতীত কীট ও কর্কররহিত মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই মৃত্তিকা লিঙ্গে একবার, পায়ুতে পাঁচ বার, বামহস্তে দশ বার, হস্তদ্বয়ে সাত বার, দুই পদে এক এক বার এবং পরে করদ্বয়ে পুনর্ব্বার তিন বার লেপন করিয়া, জলে প্রক্ষালিত করিবে। গৃহী, যে পর্য্যন্ত মলগন্ধ ও মৃত্তিকালেপক্ষয় না হয়, তাবৎ এই প্রকারে শৌচক্রিয়া করিবে। ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তিন আশ্রমী, যথাক্রমে এতদপেক্ষা দুই দুই গুণ অধিক শৌচ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহীর দ্বিগুণ; বানপ্রস্থাশ্রমী, ব্রহ্মচারীর দ্বিগুণ এবং সন্ন্যাসী বানপ্রস্থাশ্রমীর দ্বিগুণ করিবে। এইরূপ শৌচ দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট। নিশায় ইহার অর্দ্ধেক করিবে, পীড়িতাবস্থায় অর্দ্ধেক করিবে, চৌরভয়াদিভীষণ পথে তাহারও অর্দ্ধেক শৌচ বিহিত। স্ত্রীলোকের পুরুষবিহিত পূর্ব্বোক্ত শৌচক্রিয়ার অর্দ্ধেক শৌচ বিহিত। সুস্থ অবস্থায় ইহার ন্যূন করিবে না। ভাবদুষ্ট ব্যক্তি, নিখিল নদী জল, মৃত্তিকারাশি ও গোময়সমূহ দ্বারা আপাদমস্তক শৌচ করিলেও শুদ্ধ হইতে পারে না। শৌচক্রিয়ায় সরস আমলকীফল পরিমাণে মৃত্তিকা গ্রহণ কর্ত্তব্য। যাবতীয় আহুতির এবং চান্দ্রায়ণব্রতে গ্রাসের পরিমাণও এই। পরে তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভস্ম বর্জ্জিত শুদ্ধ ভূমিভাগে, পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া উত্তমরূপে উপবেশনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা অনুষ্ণ, অফেন, হৃদয় পর্য্যন্ত গামী, দৃষ্টিপূত জল দ্বারা ত্বরাশূন্য হইয়া আচমন করিবে। ক্ষত্রিয়গণ, কণ্ঠগামী এবং বৈশ্যগণ তালুগামী জল দ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হয়। স্ত্রী-শূদ্র মুখে জলস্পর্শ করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। মস্তক বা কণ্ঠ আবৃত করিয়া বা জলে শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া বা মুক্তশিখ হইয়া অথবা পাদপ্রক্ষালন না করিয়া যে ব্যক্তি আচমন করে, তাহার শুদ্ধি হয় না। তিনবার জলপান করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র বিশোধিত করিবে। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবে; পরে, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই তিন অঙ্গুলী দ্বারা পুনরায় মুখস্পর্শ করিবে। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা দুই নাসিকারন্ধ্র স্পর্শ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ও

কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। অনন্তর কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভিরন্ধ্র স্পর্শ করিবে। পরে হস্ততল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে, পরে অঙ্গুলীসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণস্কন্ধ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। সর্ব্বত্র স্পর্শেই হস্ত সজল থাকিবে। রথোপসর্পণ, স্নান, ভোজন ও জলপান করিয়া এবং শুভকর্ম্মের প্রারম্ভে একবার আচমন করত পুনরায় আচমন করিবে। নিদ্রোত্থিত হইয়া, বস্ত্র পরিধান করিয়া, কোন অমাঙ্গলিক বস্তু অবলোকন করিয়া এবং প্রমাদ বশতঃ অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, দুইবার আচমন করিলে পবিত্র হওয়া যায়। এইপ্রকারে আচমন করত মুখশোধনের নিমিত্ত দন্তধাবন কর্ত্তব্য। বিনা দন্তধাবনে আচমন করিলেও শুদ্ধ হওয়া যায় না। প্রতিপদ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী এবং নবমী তিথিতে ও রবিবারে দন্তে দন্তধাবনকাষ্ঠ সংযোগ করিলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ-দিনে বা দন্তকাষ্ঠের অলাভে মুখপরিশুদ্ধির জন্য দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দিয়া মুখপ্রক্ষালন বিহিত। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, ঋজুক, নিব্রণ, সরল ও সাগ্র দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকল বর্ণে পূর্ব্বাপেক্ষা যথাক্রমে এক এক অঙ্গুলী কম পরিমাণ গ্রহণ করিবে। আম্র, আম্রাতক, আমলকী, কঙ্কোল, খদির, শমী, অপামার্গ, খর্জ্জুরী, শেলু, শ্রীপর্ণী, পীলু, রাজাদন, নারঙ্গ, কষায়, কটুবৃক্ষ, কণ্টকবৃক্ষ এবং ক্ষীরবৃক্ষ হইতে দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে এবং কাষ্ঠ দ্বারা চাপাকৃতি উত্তম জিহ্বোল্লেখনিকা নির্ম্মাণ করিয়া লইবে, তদ্দ্বারা জিহ্বা শোধন করিবে। অন্ন ভোজনের নিমিত্ত নির্ম্মলতা লাভ করিয়া স্থিরপংক্তিতে দৃঢ় হও; কারণ রাজা চন্দ্র, বনস্পতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আমার মুখ মার্জ্জন করত কীর্ত্তি ও ভাগ্য দ্বারা তাহা বিশোধিত করিবেন। হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ু, বল, যশ, তেজঃ, প্রজা, পশু, বসু, ব্রহ্ম-প্রজ্ঞা ও মেধা প্রদান কর।” এই অর্থের দুইটী মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি প্রত্যহ দন্তধাবন করে, বনস্পতিস্থিত সোম তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন। মুখ, পর্য্যুষিত থাকিলে মনুষ্য অপবিত্র থাকে, অতএব বিশুদ্ধ হইবার জন্য প্রযত্নসহকারে প্রত্যহ দন্তধাবন করিবে। উপবাসেও মুখপ্রক্ষালন, অঞ্জন, গন্ধ, অলঙ্কার, সদ্বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন দোষাবহ নহে। এই প্রকারে দন্তধাবন করিয়া, পবিত্র তীর্থে প্রাতঃস্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। অহোরাত্র নবচ্ছিদ্র দ্বারা মলস্রাবী মলসম্পন্ন শরীর প্রাতঃস্নানে শুদ্ধ হয়। প্রাতঃস্নান, মানবগণের উৎসাহ, মেধা, সৌভাগ্য, রূপ, সম্পদ এবং মনঃপ্রসন্নতার হেতু; এইজন্য মহাত্মারা প্রাতঃস্নানের প্রশংসা করেন। মানব, নিদ্রার বশবর্ত্তী হইয়া স্বেদ, লালা প্রভৃতি ক্লেদ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; প্রাতঃস্নান করিলে মন্ত্র স্তোত্র এবং জপাদিতে তাহার অধিকার জন্মে। অরুণোদয় কালে স্নান, প্রাজাপত্য-ব্রতের সমান এবং ঐ স্নানে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। প্রাতঃস্নান, মানবগণের পাপ, অলক্ষ্মী, গ্লানি, অপবিত্রতা এবং দুঃস্বপ্নদোষ বিনাশ করিয়া থাকে। প্রাতঃস্নান তুষ্টি-পুষ্টিপ্রদ। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তিকে কখন দোষসমূহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাতঃস্নানে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দ্বিবিধ ফল প্রাপ্তিই হয়। অতএব মনুষ্য অবশ্য প্রাতঃস্নান করিবে। হে কুম্ভযোনে! আমি প্রসঙ্গক্রমে স্নানবিধি কীর্ত্তন করিতেছি; কারণ, বিধিপূর্ব্বক স্নান, সাধারণ স্নান অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করেন। বিশুদ্ধ মৃত্তিকা, কুশ, তিল ও গোময় গ্রহণ-পূর্ব্বক পবিত্র স্থানে অবস্থান করিয়া স্নান করিতে হইবে। প্রথমতঃ কুশ গ্রহণ ও শিখা বদ্ধ করত জলে নামিয়া “উরুংহি” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জল আবর্ত্তিত করিবে। পরে “যে তে শতং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জলের আমন্ত্রণ করিয়া “সুমিত্রিয়া নঃ” ইত্যাদি মন্ত্র

উচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ব্বে জলাঞ্জলি প্রদান করত "দুর্ম্মিত্রিয়া" ইত্যাদি মন্ত্র শত্রুর উদ্দেশে পাঠ করিবে। অনন্তর "ইদং বিষ্ণু" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মৃত্তিকা লেপন করিবে। একবার মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক ক্ষালিত করিয়া, দুইবার মৃত্তিকা দ্বারা নাভির উপরিভাগ, তিনবার মৃত্তিকা দ্বারা নাভির অধোভাগ এবং ছয়বার মৃত্তিকা দ্বারা পাদদ্বয় বিশোধিত করিবে। পরে "আপো অস্মান" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রবাহাভিমুখ হইয়া ডুব দিবে। পরে "উদিদাভ্যঃ শুচিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত উন্মজ্জন করিয়া, "মা নস্তোক" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে গোময় লেপন করিবে। পরে "ইমং মে বরুণ" ইত্যাদি, "তত্ত্বায়ামি" ইত্যাদি, "ত্বন্নঃ" ইত্যাদি, "সত্বন্নঃ" ইত্যাদি, "উদুত্তমম্" "ধাম্নো ধাম্নঃ" ইত্যাদি, "মাপো মৌষধীঃ" ইত্যাদি, "যদাভরদ্যা" ইত্যাদি, "মুঞ্চন্তু মা" ইত্যাদি, "অবভৃথ" অব্দৈবত (জল যাহাদের দেবতা) মন্ত্রসমূহ দ্বারা আত্মাভিষেক করিয়া ব্রাহ্মণ, প্রণব, তৎপরে মহাব্যাহৃতি, তদনন্তর গায়ত্রী দ্বারা আত্মপাবন করিবে। 'আপোহিষ্ঠা' ইত্যাদি, মন্ত্রত্রয়ও আত্মবিশোধক, অতএব পরে তদ্দ্বারা অভিষেক করিবে। "ইদমাপঃ" ইত্যাদি, "হবিষ্মতীঃ" ইত্যাদি, "দেবীরাপঃ" ইত্যাদি, "অপো দেবাঃ" ইত্যাদি, "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি, "শন্নোদেবী" ইত্যাদি, "অপোদেবী" ইত্যাদী, "অপাং রসম্" ইত্যাদি এবং "পুনন্তু মা" ইত্যাদি, নয়টী পাবমানীসূক্তও আত্মশোধক বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সকল মন্ত্র দ্বারা আত্মশোধন করিয়া জলমধ্যে মগ্ন হইয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ অথবা "দ্রুপদাদিব" মন্ত্র জপ করিবে, অথবা বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম জপ করিবে, কিংবা তিন বার প্রণব জপ করিবে, অথবা বিষ্ণুস্মরণ করিবে এই প্রকারে স্নান করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়ন পূর্ব্বক ধৌত বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিবে। পরে কুশগ্রহণ ও আচমন করত প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। যে দ্বিজ, বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যার উপাসনা না করে, সে জীবিতাবস্থায় শূদ্রবৎ এবং মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই কুক্কুর হয়। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি সর্ব্বদা অপবিত্র ও সকল কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া থাকে এবং সে সকৃত কোন ক্রিয়ার ফলভাগী হয় না। প্রথমতঃ পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রণব স্মরণপূর্ব্বক কুশাসন বিছাইয়া "চতুস্রক্তিঃ" ইত্যাদি, মন্ত্র পাঠ করিয়া, তদুপরি পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক, বদ্ধশিখ, অনন্যচেতাঃ এবং অনন্যদৃষ্টি হইয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া জলধারা দ্বারা আত্ম-অভ্যুক্ষণ করত, প্রাণায়াম করিবে। "আপোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি শিরোমন্ত্র, সপ্তব্যাহৃতি এবং দশ প্রণবের সহিত গায়ত্রী তিনবার জপ করিবে, (পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে) ইহাই প্রাণায়াম। ব্রাহ্মণ, সংযতচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণায়াম করিলে, তৎক্ষণাৎ অহোরাত্রকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, মনঃসংযম করিয়া দশ কিংবা দ্বাদশ বার প্রাণায়াম করে, সে, মহৎ তপস্যার ফল প্রাপ্ত হয়। একমাস প্রতিদিন ষোড়শটী করিয়া প্রাণায়াম করিলে, ভ্রূণহত্যা পাপ হইতেও মুক্তিলাভ করা যায়। যেমন অগ্নিসংযোগে পার্থিবধাতুর মল দগ্ধ হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষসমূহ দগ্ধ হইয়া থাকে। একটী ব্রাহ্মণকে বিধিপূর্ব্বক ভোজন করাইলে, যে ফল লাভ হইয়া থাকে, শ্রদ্ধাসহকারে দ্বাদশটী মাত্র প্রাণায়াম করিলে সেই ফল লাভ হয়। বেদাদি নিখিল বাক্যস্বরূপই প্রণবে প্রতিষ্ঠিত; অতএব বেদজপপরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বদা সেই বেদাদিপ্রণব অভ্যাস করিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রণবাভ্যাস করে, সপ্তব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রীতে তাহার কদাচ ভয় হয় না। হে কুম্ভযোনে! প্রণব পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়াম পরম তপস্যা এবং গায়ত্রী অপেক্ষা কোন বিশুদ্ধিকর মন্ত্র আর নাই। নিশাকালে কর্ম্ম, বাক্য ও মন দ্বারা যে পাপ করা যায়, প্রাতঃসন্ধ্যায় উত্থিত হইয়া প্রাণায়াম করিলে সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং দিবায় কর্ম্ম, বাক্য ও মন দ্বারা যে পাপ করা যায়, সায়ং-

সন্ধ্যায় উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম করিলে সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। উত্থিত হইয়া গায়ত্রী জপ করত সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে এবং উপবিষ্ট হইয়া গায়ত্রী জপ করত সম্যক্‌রূপে নক্ষত্র দর্শন পর্য্যন্ত সায়ংসন্ধ্যা করিবে। উত্থিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যায় জপ করিলে রাত্রিকৃত পাপ নষ্ট হয় এবং উপবিষ্ট হইয়া সায়ংসন্ধ্যায় জপ করিলে দিনকৃত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। যে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা না করে, সে, শূদ্রবৎ, দ্বিজগণের সমস্ত কার্য্য হইতে বহিষ্কর্ত্তব্য! জলসমীপে উপস্থিত হইয়া, নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে এবং অরণ্যে গিয়া সমাহিত-চিত্তে গায়ত্রী জপ করিবে, কারণ গৃহের বাহিরে সন্ধ্যোপাসনায় গৃহের উপাসনা অপেক্ষা অনেক গুণ। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া মাত্র গায়ত্রী জপ করে, বরং সে ভাল, তবু ত্রিবেদী হইয়াও যে ব্যক্তি, সকল দ্রব্য ভোজন ও সকল বস্তু বিক্রয় করে, সে মান্য নহে। যাঁহার সূর্য্য দেবতা, অগ্নি মুখ, বিশ্বামিত্র ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সেই ত্রিপদা গায়ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাতঃকালে, "লোহিতবর্ণা, ব্রহ্মদৈবতা, হংসারূঢ়া, অষ্টবর্ষা, রক্তমাল্যানুলেপনা, ঋগ্বেদস্বরূপা, অভয়দা, অক্ষমালাবিভূষিতা, মহর্ষি ব্যাস কর্ত্তৃক স্তূয়মানা এবং অনুষ্টুপ্ ছন্দোযুক্তা" গায়ত্রীকে ধ্যান করিবে। প্রাতঃকালে গায়ত্রীর এই প্রকার ধ্যান করিলে রাত্রিকৃত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। পরে "সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমন করিবে এবং "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা মার্জ্জন করিবে। ভূমিতে, মস্তকে, আকাশে; আকাশে, ভূমিতে, মস্তকে; মস্তকে, আকাশে ভূমিতে, এই নয়বার জলক্ষেপ মার্জ্জনকালে করিবে। এস্থানে মার্জ্জনজ্ঞ ব্যক্তিগণ, ভূমি শব্দে চরণ, আকাশ শব্দে হৃদয় এবং মস্তক শব্দে যে অর্থ ব্যবহার, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বারুণস্নান হইতে আগ্নেয়স্নান শ্রেষ্ঠ, আগ্নেয় স্নান হইতে বায়ব্য-স্নান শ্রেষ্ঠ, বায়ব্য-স্নান হইতে ঐন্দ্র-স্নান শ্রেষ্ঠ, ঐন্দ্র-স্নান হইতে মন্ত্র-স্নান শ্রেষ্ঠ এবং মন্ত্র-স্নান হইতেও ব্রাহ্ম-স্নান শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্ম-স্নানে স্নাত ব্যক্তি বাহ্য ও অন্তরে শুদ্ধ হয় এবং দেবপূজা প্রভৃতি সকল কর্ম্মে অধিকারী হয়। ধীবর দিবারাত্রি জলে স্নান করিয়াও কি পবিত্র হয়? তদ্রূপ ভাবদুষ্ট ব্যক্তি শতবার স্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না। শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিবর্গই বিভূতিলেপনে পবিত্র হইতে পারে, নতুবা ভস্মধূসরিত বলিয়া রাসভগণকে কি কেহ পবিত্র বলে? এ জগতে নির্ম্মলচেতাঃ ব্যক্তিই সর্ব্বতীর্থে স্নাত, সর্ব্ববিধ মলবর্জ্জিত এবং শতযজ্ঞের ফলোপভোগী। হে মুনে! চিত্ত যেরূপে নির্ম্মল হয়, তাহা শ্রবণ কর। বিশ্বনাথ যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলেই চিত্ত নির্ম্মল হইয়া থাকে। অন্য প্রকারে কখন হয় না। অতএব চিত্তবিশুদ্ধির জন্য কাশীনাথের শরণাপন্ন হইবে। তাঁহার আশ্রয়ে আন্তরিক মল সকল নিয়ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে নষ্ট-মল মানব এই দেহ ত্যাগ করিয়া, মোক্ষলাভ করিতে পারে। একমাত্র সদাচারই মানবগণের সেই বিশ্বেশ্বরানুগ্রহ লাভের প্রতি কারণ; অতএব মানব, শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত উক্ত সদাচারসমূহের অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর "দ্রুপদাদি" মন্ত্র জপ করিয়া বিধিজ্ঞ ব্যক্তি, হস্তে জল লইয়া "ঋতঞ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অঘমর্ষণ করিবে। যে, জলে নিমগ্ন থাকিয়া, তিনবার অঘমর্ষণ জপ করে, অশ্বমেধের অন্তে অবভৃথ-স্নানে যে ফল প্রাপ্তি হয়, সে ব্যক্তিও সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, জলে অথবা স্থলে অঘমর্ষণ জপ করে, সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকাররাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহার পাপসমূহও বিনষ্ট হইয়া থাকে। "অন্তশ্চরসি" ইত্যাদি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিতে কোন কোন আচার্য্য উপদেশ করেন, অন্যে শাখাভেদে আচমন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পরে শিরোমন্ত্রহীন সপ্রণব মহাব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠ

করিবে। "ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য ও নৈঋতে যে সকল কাক আছে, ভূমিতে মৎ-প্রদত্ত এই অন্ন তাহারা গ্রহণ করুক। বৈবস্বত কুলে সমুৎপন্ন, শ্যাম ও শবল নামে যে দুই কুক্কুর আছে, আমি তাহাদিগকে পিণ্ডদান করিতেছি, তাহারা অহিংসক হউক। দেব, মনুষ্য, পশু, রাক্ষস, যক্ষ, উরগ, খগ, দৈত্য, সিদ্ধ, পিশাচ, প্রেত, ভূত, দানব, তৃণ, তরু, কৃমি ও কীট প্রভৃতি যাহারা কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, আমার প্রদত্ত অন্ন কামনা করে, আমি তাহাদিগের তৃপ্তির জন্য ভূমিতে অন্ন প্রদান করিতেছি; ইহা দ্বারা তাহাদিগের পরিতৃপ্তি হউক" এই বলিয়া ভূতবলি প্রদান করত গোদোহন মাত্র কাল অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, ভোজনগৃহে প্রবেশ করিবে। বায়সবলি প্রদান না করিয়াই নিত্যশ্রাদ্ধ করিবে। নিত্যশ্রাদ্ধে সামর্থ্য না থাকিলে, দরিদ্র ব্যক্তি, নিজের ভোজ্য অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক যথোক্ত বলি প্রদান করিবে। নিত্যশ্রাদ্ধে দেবপক্ষ নাই এবং তাহাতে অন্যান্য শ্রাদ্ধের ন্যায় বিশেষ বিশেষ নিয়মেরও প্রয়োজন নাই। এই নিত্য-শ্রাদ্ধ দক্ষিণারহিত, ইহাতে দাতা বা ভোক্তার ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন নাই। সুস্থমতি অনাতুর ব্যক্তি এই প্রকারে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, প্রশস্ত আসনে উপবেশন করত শোভন গন্ধ ও মাল্য ধারণ পূর্ব্বক, শুচিবস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিয়া, প্রশস্ত অন্তঃকরণে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজনের পর, শিশুগণ সমভিব্যাহারে আহার করিবে। আপোশন বিধান দ্বারা অন্নের উপরি ও অধোভাগে অনগ্নত্ব সম্পাদনপূর্ব্বক সুবুদ্ধি দ্বিজ, ভোজন করিবে। পতি, ভুবনপতি এবং ভূতপতিকে স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এক এক গ্রাস অন্ন ভূমিতে প্রদান করিবে। প্রথমে একবার আচমনপূর্ব্বক কুশহস্ত এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া জঠররূপ কুণ্ডের অগ্নিতে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে পাঁচবার অন্নাহুতি প্রদান করিবে (ইহাই আপোশনবিধি)। যে ব্যক্তি কুশহস্তে ভোজন করে, তাহার অন্নে কেশ ও কীটাদিপাতজন্য দোষ থাকে না; এতএব কুশহস্তে ভোজন করা বিধি। যতক্ষণ রুচি থাকে, ততক্ষণ অন্ন ভোজন করিবে এবং ভোজন সময়ে অন্নের গুণাগুণ বলিবে না। যতক্ষণ অন্নের গুণাগুণ কীর্ত্তিত না হয়, ততক্ষণ পিতৃলোক সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। এই কারণে যে ব্যক্তি মৌনী হইয়া ভোজন করে, সে কেবল অমৃতই ভোজন করে। অনন্তর দুগ্ধ, তক্র অথবা কেবল জলপান করিয়া "অমৃতাপিধান-মসি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত এক গণ্ডূষ জল পানপূর্ব্বক পীতাবশিষ্ট সেই জল বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। "যাহারা অনন্ত বৎসর রৌরব নামক নরকে বাস করেন এবং যাহারা অপ্রক্ষালিতহস্ত মনুষ্যের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলের উচ্ছিষ্ট জল ইচ্ছা করেন, আমার উৎসৃষ্ট এই জল তাঁহাদের পক্ষে অক্ষয় হউক। মেধাবী ব্যক্তি পুনরায় আচমন করত শুচি হইয়া যত্নসহকারে হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, "যে পুরুষ পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠমাত্র এবং যিনি অঙ্গুষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান, সকল জগতের অধীশ্বর, সেই প্রভু বিশ্বভুক্ প্রসন্ন হউন।" এইরূপে অন্ন ভোজন করত, হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া, ভুক্তান্ন পরিপাকের জন্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবে, "পবন প্রেরিত মদীয় জঠরাগ্নি, আমার পার্থিব ধাতু সকলের পরিপুষ্টির জন্য আকাশপ্রদত্ত অবকাশ লাভ করত ভুক্ত পদার্থ সকলকে জীর্ণ করুন, আমার সুখ হউক। এই ভুক্ত অন্ন, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক শরীরস্থিত বায়ুগণকে পরিপুষ্ট করুন এবং তাহাতে আমার অব্যাহত সুখ হউক। সমুদ্র, বাড়বাগ্নি, সূর্য্য ও সূর্য্যনন্দন ইঁহারা সকলে আমার ভক্ষিত অন্ন সকলকে জীর্ণ করুন।" অনন্তর মুখশুদ্ধি করিয়া, পুরাণ

শ্রবণাদি দ্বারা দিবসের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করত, সায়ংকালে সন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। গৃহে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে সন্ধ্যা এবং নদীতীরে সন্ধ্যায় যথাক্রমে দশগুণ অধিক ফল হয় এবং নদীসঙ্গমে সন্ধ্যা করিলে, তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল হয়; শিবসমীপে সন্ধ্যার ফল অনন্ত। বহিঃপ্রদেশে সন্ধ্যার উপাসনা করিলে, দিবাকৃত মৈথুনজন্য ও মিথ্যাকথনজন্য এবং মদ্যগন্ধ-আঘ্রাণজন্য প্রভৃতি পাপ বিনষ্ট হয়। "গায়ত্রী সরস্বতী এবং সামবেদস্বরূপা, বসিষ্ঠ ঋষিকর্তৃক সমন্বিতা, তাঁহার অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, পরিধানেও কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, তিনি ঈষৎ স্খলিতযৌবনা, গরুড়বাহনা, বিষ্ণুদৈবতা, বিঘ্নবিনাশিনী; তিনি জগতী নামক ছন্দের সহিত যুক্তা ও পরম একাক্ষরস্বরূপা" সায়ংকালে এইরূপে গায়ত্রীধ্যান করিবে। সুধীব্যক্তি, "অগ্নিশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া, পশ্চিমদিকে মুখ করত যাবৎকাল নক্ষত্র দর্শন না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে। সায়ংকালে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে মধুর বাক্য, স্থান, আসন ও জল প্রদান করিয়া সম্মানপূর্ব্বক আহারাদি করাইবে। সুধী ব্যক্তি, এইরূপে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিয়া, অনন্তর শয্যায় গমন করিবে। এইরূপে বেদাধ্যয়নাধ্যাপনাদি দ্বারা দৈনিক কর্ম্মসমাপন করিয়া অনতিতৃপ্তভাবে এককাষ্ঠময়ী শয্যায় শয়ন করিবে। এই আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট অতীব নিত্যকর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিলাম। এই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণ, কখনও অবসন্ন হন না।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মচারিসদাচার।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! যাহা শ্রবণ করিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির অজ্ঞানতিমিরে প্রবেশ করিতে হয় না, আমি পুনরায় সেই সদাচার সম্বন্ধে আরও কিছু বিশেষ বলিতেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে দ্বিজ বলা যায়। ইহাদিগের প্রথম জন্ম মাতা হইতে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন হইতে এই বর্ণত্রয়ের গর্ভাধান হইতে শ্মশানান্ত ক্রিয়াকলাপ, বেদবিহিত। সুবুদ্ধি ব্যক্তি, মূলা ও মঘা নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া, ঋতুকালে গর্ভাধান করিবে। গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন করিবে। অনন্তর ষষ্ঠ বা অষ্টমমাস গর্ভে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। অনন্তর পুত্রজন্ম হইলে, জাতকর্ম্ম করিবে। একাদশ দিনে নামকরণ করিবে। চতুর্থমাসে গৃহ হইতে নিষ্ক্রামণ করিবে। বালকের ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন দিবে। এক বৎসর পূর্ণ হইলে, অথবা কুলাচারানুসারে বালকের চূড়া-কর্ম্ম করিবে। এই সকল ক্রিয়া করিলে, বীজগর্ভজ দোষ বিনষ্ট হয়। স্ত্রীগণের এই সমস্ত ক্রিয়া অমন্ত্রক করিবে। বিবাহ কেবল তাহাদের সমন্ত্রক হইবে। সপ্তম বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন প্রদান করিবে এবং ক্ষত্রিয়ের একাদশ বৎসরে ও বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে কিংবা কুলাচারানুসারে উপনয়ন দিবে। ব্রহ্মতেজ-বৃদ্ধির অভিলাষী বিপ্র পঞ্চম বর্ষে এবং বলার্থী ক্ষত্রিয় ও কৃষ্যাদিবৃত্তিবৃদ্ধির অভিলাষী বৈশ্য যথাক্রমে ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়া থাকে। গুরু, শিষ্যের উপনয়নসংস্কার করিয়া, তাহাকে মহাব্যাহৃতি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করাইবেন এবং শৌচাচারে নিযুক্ত করিবেন। পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে, মলত্যাগ ও শৌচ করিয়া দন্ত জিহ্বা পরিশোধনপূর্ব্বক আচমন করিবে! অনন্তর "জলদৈবত" মন্ত্রসমূহ দ্বারা স্নান করিয়া যত্নসহকারে প্রাণায়ামপূর্ব্বক সন্ধ্যাদ্বয়ে সূর্য্যের উপস্থান করিয়া, অগ্নিকার্য্য সম্পাদন করত "অমুক গোত্র আমি, (আপনার নাম) আপনাকে অভিবাদন করি" এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিবে। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন ও বৃদ্ধগণের সেবা করে, প্রত্যহ তাহার আয়ু, যশ, বল ও

বৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। গুরুকর্তৃক আহূত হইয়া, বিদ্যাধ্যয়ন করিবে এবং প্রত্যহ লব্ধ দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন করিবে। কায়মনোবাক্যে সতত তাঁহার হিত করিবে। যাহারা সাধু, বিশ্বস্ত, জ্ঞানদাতা, বিত্তদাতা, শক্ত, কৃতজ্ঞ, শুচি, অদ্রোহক এবং অনসূয়ক, তাহাদিগকে ধর্ম্মত অধ্যয়ন করাইবে। অর্থের আশা করা উচিত নহে। ব্রহ্মচারী হইয়া দণ্ড, মেখলা, উপবীত ও অজিন ধারণ করিবে এবং আত্মজীবনের জন্য অনিন্দিত ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণের ভিক্ষাবাক্যে যথাক্রমে, আদি, মধ্য এবং অন্তে ভবৎশব্দ থাকিবে। (ব্রাহ্মণ বলিবে "ভবন্ ভিক্ষাং দেহি," ক্ষত্রিয় বলিবে, "ভিক্ষাং ভবন্ দেহি," বৈশ্য বলিবে, "ভিক্ষাং দেহি ভবন্") গুরুর অনুমতি পাইলে, মৌনী হইয়া অন্নভোজন করিবে। অন্নের প্রতি ঘৃণা করিবে না। একস্বামিক অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ; তবে শ্রাদ্ধে এবং আপৎকালে একান্নস্বামিক অন্ন ভোজন করিতে পারে। অতি ভোজন, রোগকর, আয়ুঃক্ষয়কর, পুণ্যগর্হিত, এবং লোকবিদ্বিষ্ট; অতএব তাহা পরিত্যাজ্য। দ্বিজোত্তম, এক দিবাভাগে দুইবার অন্নভোজন কদাচ করিবে না। অগ্নিহোত্রবিধিজ্ঞ দ্বিজ, দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার এই দুই বার ভোজন করিবে। মধুপান, মাংসভোজন, প্রাণিহিংসা, উদয়াদি, সময়ে সূর্য্যদর্শন, অঞ্জনরাগ, স্ত্রীসম্ভোগ, পর্য্যুষিত ভোজন উচ্ছিষ্টভোজন এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে ব্রাহ্মণের উপনয়নের চরমকাল পনর বৎসর দুইমাস পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের একুশ বৎসর দুইমাস এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর দুই মাস পর্য্যন্ত। এই নির্দ্দিষ্টকালের পরও যাহারা অনুপনীত থাকে, তাহারা পতিত এবং ধর্ম্মবর্জ্জিত। ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ দ্বারা তাহাদের পাতিত্য দূর হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সাবিত্রী-পতিত ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ-বদ্ধ হইবে না। দ্বিজতিনবর্ণের কৃষ্ণসারচর্ম্ম, রুরুচর্ম্ম এবং ছাগচর্ম্ম যথাক্রমে উত্তরীয়। আর শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র এবং মেষলোমসম্ভূত বস্ত্র দ্বিজাতিদিগের যথাক্রমে পরিধেয়। ব্রাহ্মণের মেখলা মৌঞ্জী, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী আর বৈশ্যের শণতন্তুময়ী। মেখলা গুলি ত্রিবৃত্ত (তিন পেঁচ), সম এবং শ্লক্ষ্ণ হইবে। মুঞ্জাতৃণাভাবে মৌঞ্জী দুর্ঘট হইলে, কুশ, অশ্মন্তক তৃণ, অথবা বল্বজ তৃণ দ্বারা মেখলা কর্ত্তব্য। মেখলা, এক গ্রন্থিযুক্ত, গ্রন্থিত্রয়যুক্ত অথবা পঞ্চগ্রন্থিযুক্ত হইবে। দ্বিজবর্ণত্রয়ের উপবীত যথাক্রমে কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত, শণসূত্রনির্ম্মিত এবং মেষলোমনির্ম্মিত হইবে। উপবীত ত্রিবৃত্ত হইবে এবং দক্ষিণাবর্ত্ত উপনীত আয়ুর্বৃদ্ধিকর। বিল্ববৃক্ষ অথবা পলাশবৃক্ষের দণ্ড ব্রাহ্মণের, ন্যগ্রোধ অথবা খদিরবৃক্ষের দণ্ড ক্ষত্রিয়ের এবং পীলু অথবা উড়ুম্বর বৃক্ষের দণ্ড বৈশ্যের হইবে। দণ্ডের ঊর্দ্ধে পরিমাণ—ব্রাহ্মণের মস্তক পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত। দণ্ড, ত্বক্‌যুক্ত হইবে এবং অগ্নি দ্বারা তাহা দূষিত হইবে না। অগ্নিপ্রদক্ষিণ এবং সূর্য্যোপস্থান করিয়া ব্রহ্মচারী দণ্ড, চর্ম্ম ও উপবীতযুক্ত হইয়া যথাকীর্ত্তিত ভিক্ষাচরণ করিবে। প্রথম ভিক্ষা—মাতা, মাতৃস্বসা, ভগিনী অথবা পিতৃস্বসৃ প্রভৃতির নিকট কিংবা যে রমণী 'না' বলিবে না, তাহার নিকট কর্ত্তব্য। যতকাল, বেদাধ্যয়ন এবং বেদব্রত করে, ততকাল ব্রহ্মচারী-পদবাচ্য থাকে; তাহার পর কৃতস্নান হইয়া গৃহস্থ হয়। এই প্রকার ব্রহ্মচারীর নাম 'উপকুর্ব্বাণক'। দ্বিতীয় প্রকার ব্রহ্মচারীর নাম 'নৈষ্ঠিক'; এই ব্রহ্মচারী আজীবন গুরুকুলে বাস করিবে। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া পুনরায় ব্রহ্মচারী হয়, সে না ব্রহ্মচারী, না যতি, না বানপ্রস্থ—কোন আশ্রমই তাহার নাই। দ্বিজ, অনাশ্রমী হইয়া একদিনও থাকিবে না. কারণ আশ্রম ব্যতীত থাকিলে, দ্বিজের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আশ্রমহীন ব্যক্তি, জপ, হোম, ব্রত, দান, স্বাধ্যায় এবং পিতৃতর্পণ যা কেন করুক না,

তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। মেখলা, চর্ম্ম এবং দণ্ড প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর চিহ্ন; ব্রহ্মযজ্ঞাদি গৃহস্থের চিহ্ন এবং নখলোমাদি বানপ্রস্থের চিহ্ন; আর ত্রিদণ্ড প্রভৃতি যতির লক্ষণ। এইসব লক্ষণহীন আশ্রমীরা প্রত্যহ প্রায়শ্চিত্ত করিবার যোগ্য হয়। কমণ্ডলু, দণ্ড, উপবীত এবং চর্ম্ম জীর্ণ হইলে, ব্রহ্মচারী তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অন্য কমণ্ডলু প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। গৃহস্থাশ্রম-প্রতিপত্তির জন্য, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের যথাক্রমে ষোড়শ বৎসর, দ্বাবিংশ বৎসর এবং চতুর্ব্বিংশ বৎসরে 'কেশান্ত' সংস্কার হইবে। তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার শুভকার্য্য অপেক্ষা দ্বিজগণের পক্ষে একমাত্র শ্রুতিই মোক্ষলক্ষ্মীর হেতু। বেদের আরম্ভে এবং অবসানে প্রণব-যোগ করিবে। কারণ উক্তরূপে প্রণবহীন বেদ পাঠ করিলেও তাহা সিদ্ধিপ্রদ হয় না। প্রণবাদি মহাব্যাহৃতিত্রয় সমন্বিত ত্রিপদা গায়ত্রী বেদের মুখ। প্রণব, মহাব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এতত্রয়, নিয়মপূর্ব্বক একমাস কাল প্রত্যহ গ্রামবহির্ভাগে কিঞ্চিদধিক সহস্র করিয়া জপ করিলে মহাপাতকাদি হইতেও মুক্তিলাভ হয় যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে, কিঞ্চিদধিক একবৎসর কাল প্রত্যহ ইহা জপ করেন, তিনি, আকাশ-স্বরূপ এবং নির্ম্মলাত্মা হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। তিন বর্ণাত্মক প্রণব, মহাব্যাহৃতিত্রয় এবং গায়ত্রীর তিনপাদ—তিন বেদ হইতে দোহন করা হইয়াছে। যে বেদজ্ঞ ব্যক্তি, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যায় এই অক্ষর (প্রণব) আর ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা এই গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহার সমগ্রবেদ-পাঠ-পুণ্য প্রাপ্তি হয়। বিধিযজ্ঞ অপেক্ষা জপের ফল দশগুণ পাওয়া যায়। কেননা, বিধিযজ্ঞ অপেক্ষা জপযজ্ঞ দশগুণ শ্রেষ্ঠ; ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে। জপযজ্ঞের মধ্যে আবার রহস্য জপযজ্ঞ পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ; মানস জপযজ্ঞ তদপেক্ষা সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ। দ্বিজ, আপনার শক্তি অনুসারে বেদত্রয়, বেদদ্বয় অথবা এক বেদ অধ্যয়ন করিলে, স্বর্ণপূর্ণ পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হন। দ্বিজোত্তম, তপস্যার্থ, সতত বেদাভ্যাসই করিবেন। ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তিত। বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করা আর দুগ্ধবতী ধেনু পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম্যশূকরীদোহনে ইচ্ছা করা তুল্য। যে দ্বিজ, শিষ্যকে উপনীত করিয়া সকল্প এবং সরহস্য বেদ অধ্যাপন করেন,' পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া থাকেন। যিনি বৃত্তির জন্য বেদের একদেশ অথবা বেদাঙ্গসমূহ অধ্যাপন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'উপাধ্যায়' বলেন। যে দ্বিজ, যথা-বিধি গর্ভাধানাদি কর্ম্ম করেন এবং অন্ন দ্বারা পালন করেন, সংসারে তিনি অর্থাৎ পিতা 'গুরু' বলিয়া কীর্ত্তিত। যে ব্যক্তি কর্ত্তা হইয়া যাহার অগ্ন্যাধেয়কর্ম্ম, পাকযজ্ঞ এবং অগ্নিষ্টো-মাদিযজ্ঞ করেন, সেই ব্যক্তি তাহার 'ঋত্বিক্' নামে সংসারে অভিহিত। উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য্যের গৌরব দশগুণ অধিক, আচার্য্য হইতে শতগুণ অধিক গৌরব পিতার, আর পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক গৌরবান্বিতা মাতা। জ্ঞানানুসারে বিপ্রগণের জ্যেষ্ঠতা, বাহুবীর্য্যানুসারে ক্ষত্রিয়গণের জ্যেষ্ঠতা, ধন-ধান্যানুসারে বৈশ্যগণের জ্যেষ্ঠতা, আর শূদ্র-গণেরই জন্মানুসারে জ্যেষ্ঠতা। কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ এবং অধ্যয়নবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ তুল্য। সেই তিন পদার্থই নামধারী মাত্র। ব্রহ্মচারী দ্বিজ, অনিচ্ছাক্রমে স্বপ্নাবস্থায় স্খলিতবীর্য্য হইলে, স্নান করিয়া সূর্য্য পূজা করিয়া তিনবার "পুনর্ম্মাম্" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। ব্রহ্মচারী, স্বধর্ম্মনিরত বেদযজ্ঞকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের গৃহে প্রত্যহ, প্রযতভাবে ভিক্ষা করিবে। আতুরতা ব্যতীত সাতদিন ভিক্ষাচরণ এবং অগ্নিসমিন্ধন না করিলে 'অবকীর্ণিপ্রায়শ্চিত্ত' করিতে হয়। গুরুর দৃষ্টিপথে যা-ইচ্ছা চেষ্টা করিবে না। যেখানে গুরুনিন্দা হয়, তথায় উপবেশন করিবে না। আর তাঁহার [illegible] নির্দ্দি-

শেষণ গ্রহণ গুরুনিন্দা হয় অথবা গুরুর পরিবাদ (বিদ্যমান দোষকীর্ত্তন) হয়, তথায় কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া থাকিবে অথবা সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। গুরুর পরিবাদ করিলে গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হয়, গুরুনিন্দা করিলে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। গুরুদ্বেষ্টা ক্ষুদ্র কীট হয় আর গুরুর অগ্রে ভোজন করিলে, কৃমি-যোনি প্রাপ্ত হয়। গুণদোষাভিজ্ঞ বিংশতি-বর্ষীয় শিষ্য, যুবতী গুরুপত্নী অতি সাধ্বী হইলেও কদাচ চরণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিবে না। স্ত্রীলোকের চঞ্চল স্বভাব, পুরুষগণেরও দোষ আছে; অতএব পণ্ডিতেরা প্রমদার পক্ষে কদাচ অসাবধান হইবেন না। কারণ, রমণীরা পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই অতিশয় মনশ্চাঞ্চল্য সম্পাদন করে, অথবা সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তাহাদিগকে আত্ম-বশবর্ত্তী করিয়া ফেলে। মাতা, দুহিতা এবং ভগিনীর সহিতও নির্জ্জন সেবা করিবে না। প্রবল ইন্দ্রিয়নিচয়, পণ্ডিতগণকেও মোহিত করে। যত্নপূর্ব্বক ভূমিখনন করিতে করিতে তাহা হইতে যেমন জল পাওয়া যায়, সেইরূপ শিষ্য, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা গুরু হইতে বিদ্যালাভ করিতে পারে। ব্রহ্মচারীর শয়নাবস্থাতেই যদি সূর্য্য উদয় হয় অথবা প্রমাদতঃ শয়নাবস্থাতেই যদি সূর্য্যাস্ত হয়, তাহা হইলে, উক্ত ব্রহ্মচারী গায়ত্রী জপ করত একদিন উপবাসী থাকিবে। পিতামাতা পুত্র হইলে, যে ক্লেশ সহ্য করেন, শতবৎসরেও সে ঋণ পরিশোধনীয় নহে। অতএব, পিতামাতার এবং গুরুর প্রিয়ানুষ্ঠান করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। সেই তিনজন তুষ্ট থাকিলে, সকল তপস্যাফলই পাওয়া যায়। সেই তিনজনের শুশ্রূষাই পরম তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাহা করিবে, তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না। যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি এই তিন জনের আরাধনা করে, সে ত্রিলোকজয়ী; তাঁহাদিগের সন্তোষ বৃদ্ধি করিলে, স্বর্গে [illegible] হয়। যে কর্ত্তী ব্যক্তি মাতৃভক্তিবলে, ভূর্লোক, পিতৃভক্তিবলে ভুবর্লোক, আর গুরুশুশ্রূষাবলে স্বর্লোক জয়ে সমর্থ হয়। ইহাঁদিগের সন্তোষসাধনই মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্য সমস্ত উপধর্ম্ম বলিয়া কথিত। ক্রমানুসারে বেদত্রয়, বেদদ্বয় অথবা এক বেদ অধ্যয়ন করিয়া অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজ, গৃহস্থা-শ্রমে প্রবিষ্ট হইবে। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহেই ব্রহ্মচর্য্য অস্খলিত থাকে, আর বিশ্বেশ্বরের পরম অনুগ্রহই কাশীপ্রাপ্তির হেতু। কাশী-প্রাপ্তি হইলে, জ্ঞান হয়, জ্ঞানপ্রভাবে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের সদাচার-প্রযত্ন নির্ব্বাণমুক্তিরই জন্য। গৃহস্থাশ্রমে যেমন সদাচার, অন্য আশ্রমে তেমনটী নাই। অতএব বিদ্যাসমূহ অধ্যয়ন করিবার পর গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিবে। পত্নী যদি অনু-কূলা হয়, তবে, গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা ভাল আর কিছু নাই। দম্পতির পরস্পর আনু-কূল্য, ত্রিবর্গপ্রাপ্তির হেতু। পত্নী যদি অনুকূলা হয়, তবে স্বর্গে প্রয়োজন কি? আর পত্নী যদি প্রতিকূলা হয়, তবে তদপেক্ষা আর নরক কি আছে? গৃহস্থাশ্রমের ফল সুখ, সেই সুখের মূল কিন্তু ভার্য্যা; বিনীতা ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা; তাহা হইতেই নিশ্চয় ত্রিবর্গপ্রাপ্তি হয়। মন্দবুদ্ধিগণ, প্রমদাগণকে জলৌকার সহিত উপমিত করিয়া থাকে। কিন্তু বিচার করিলে রমণীতে আর জলৌকাতে মহান প্রভেদ। ক্ষুদ্রা জলৌকা, কেবল রক্তই গ্রহণ করে, আর প্রমদা মন, ধন, বল, সুখ—সতত গ্রহণ করে। দক্ষতা, সন্তান-সম্পত্তি, সাধ্বীত্ব, প্রিয়বচন এবং পতির আনুকূল্য এই সকল গুণযুক্তা ভার্য্যা স্ত্রীরূপ-ধারিণী লক্ষ্মী। গুরুর অনুমতি ক্রমে ব্রত-সমাপন এবং বেদসমাপনান্তে স্নান করিয়া সবর্ণা সুলক্ষণা রমণীকে বিবাহ করিবে। পিতার অসগোত্রা এবং মাতামহের অসপিণ্ডা কন্যা, দ্বিজগণের ধর্ম্মবৃদ্ধিকর বিবাহ কার্য্যে যোগ্যা। যে বংশে অপস্মার রোগ, ক্ষয়রোগ

অথবা শ্বিত্র রোগ আছে, যে কুলে অপবাদ আছে এবং যে বংশে কন্যাই অধিক জন্মে, বিবাহ সম্বন্ধে সে সব কুল পরিত্যাজ্য। দ্বিজ, রোগহীনা, ভ্রাতৃমতী, সৌম্যবদনা, মৃদু-ভাষিণী এবং আপনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃ-কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবে। সুধী ব্যক্তি, পর্ব্বত, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, সর্প, পক্ষী, নাগ অথবা ভৃত্যবাচক নাম যাহাদের, সে সব কন্যাকে বিবাহ করিবে না; সৌম্যনাম্নী রমণীকে বিবাহ করিবে। হীনাঙ্গী অধিকাঙ্গী, অতিদীর্ঘা, অতিকৃশা, লোমহীনা এবং অতিলোমা, এই সব কন্যাকে আর যাহার কেশ রুক্ষ এবং স্থূল সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে না। কুলহীনা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। মোহ বশতঃ কুলহীনা কন্যাকে বিবাহ করিলে, আত্মসন্তানধারাও হীনতা প্রাপ্ত হয় প্রথম লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া তার পর কন্যা বিবাহ করিবে। সুলক্ষণা এবং সদাচারা ভার্য্যা পতির আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিয়া থাকে। হে কুম্ভ-যোনে! এই তোমাকে ব্রহ্মচারীর সদাচার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীলো-কের লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী-লক্ষণ।

স্কন্দ বলিলেন, স্ত্রী সুলক্ষণা হইলে, গৃহে সর্ব্বদা সুখভোগ করে, অতএব সুখসমৃদ্ধির জন্য প্রথমে স্ত্রীলোকের লক্ষণ পরীক্ষা করা উচিত। দেহ, দেহের আবর্ত্ত, গন্ধ কান্তি, অন্তঃকরণ, স্বর, গতি এবং বর্ণ—পণ্ডিতেরা লক্ষণের এই অষ্টবিধ স্থান কীর্ত্তন করেন। হে মুনে! পাদতল হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ ক্রমে বলি-তেছি, শ্রবণ কর। পদ, পদতল, পদতলরেখা, পাদাঙ্গুষ্ঠ, পদাঙ্গুলি, পদনখ, পাদপৃষ্ঠ, গুল্‌ফদ্বয়, পার্ষ্ণিদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, রোমসমূহ, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, কটিদ্বয়, নিতম্ব, স্ফিক্, স্ত্রী-অঙ্গ, জঘন, বস্তি, নাভি, কুক্ষিদ্বয়, পার্শ্ব, উদর, মধ্যভাগ, ত্রিবলি, রোমাবলী, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, স্তনদ্বয়, স্তনাগ্র, জত্রু, স্কন্ধ, কক্ষ, বাহুদ্বয়, মণিবন্ধ, করদ্বয়, পাণিপৃষ্ঠ পাণিতল, পাণি-তলের রেখা, করাঙ্গুষ্ঠ, করাঙ্গুলি, করনখ, পৃষ্ঠ, কৃকাটিকা, কণ্ঠ, চিবুক, হনুদ্বয়, কপোল-দ্বয়, মুখ, অধর, ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা, জিহ্বার অধোভাগ, তালু, হাস্য, নাসিকা, ক্ষুত (হাচি), চক্ষুর্দ্বয়, পক্ষ, ভ্রূযুগল, কর্ণ, ললাট, মস্তক, সীমন্ত এবং কেশ এই ষড়ধিক ষষ্টি অবয়ব রমণীর অঙ্গলক্ষণের উত্তম স্থান। স্ত্রী-লোকের স্নিগ্ধ, মাংসল, কোমল, সমবিন্যস্ত, স্বেদহীন, উষ্ণ এবং রক্তবর্ণ পদতল, বহুভোগের সূচক বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। রুক্ষ, বিবর্ণ, কর্কশ, খণ্ডিতপ্রতিবিম্ব (ভূমিতে যাহার দাগ সম্পূর্ণ ভাবে পড়ে না), সূর্পাকৃতি এবং বিশুষ্ক পদতল দুঃখ দুর্ভাগ্যের সূচক। চক্র, স্বস্তিক, শঙ্খ, পদ্ম, ধ্বজ, মীন এবং আতপত্ররেখা, যাহার পদতলে, সে রাজপত্নী হয়। যে রমণীর পদতলে ঊর্দ্ধরেখা মধ্যমাঙ্গুলির সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সুখভোগ হয়, আর ইন্দুর, সর্প এবং কাকের ন্যায় রেখা দুঃখদারি-দ্র্যের সূচক। উন্নত, মাংসল বর্ত্তুল অঙ্গুষ্ঠ অতুলনীয় সুখভোগের সূচক। বক্র, হ্রস্ব এবং চেপ্টা অঙ্গুষ্ঠ সুখসৌভাগ্যের বিনা-শক। বিশাল অঙ্গুষ্ঠ হইলে বিধবা হয় আর দীর্ঘাঙ্গুষ্ঠা নারী দুর্ভগা হয়। ঘনসন্নিবেশ সমুন্নত কোমল অঙ্গুলিই প্রশস্ত। দীর্ঘ অঙ্গুলি হইলে, কুলটা হয়, কৃশ অঙ্গুলি হইলে অতি নির্দ্ধনা হয়। হ্রস্ব অঙ্গুলি অল্প আয়ুর লক্ষণ, কুটিল অঙ্গুলি হইলে, কুটিলব্যবহারযুক্তা হয়। চেপ্টা অঙ্গুলি হইলে দাসী হয়, বিরলাঙ্গুলি দারিদ্র্যের সূচক। পদাঙ্গুলিচয় যদি পরস্পর উপর্য্যুপরি আরূঢ় হয়, তবে সে রমণী বহু পতিকে (রক্ষক) বিনষ্ট করিয়া পরের দাসী হইয়া থাকে। যে রমণীর গমনে মার্গভূমি হইতে ধূলি উত্থিত হয়,

সে কুলত্রয়-বিনাশিনী পাংশুলা হইয়া থাকে। যে রমণীর গমন সময়ে কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূমি স্পর্শ করে না, সে এক স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া দ্বিতীয় স্বামী পরিগ্রহ করে। যাহার অনামিকা অঙ্গুলি, ভূতলস্পৃষ্ট হয় না, সেই দুই স্বামীকে নিহত করে, আর যাহার মধ্যমা অঙ্গুলি ভূতল স্পর্শ না করে, সে তিন স্বামীকে নিহত করে। অনামিকা এবং মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলি যাহার নাই, অথবা ক্ষুদ্র, সে নারী পতিহীনা হয়; যাহার তর্জ্জনী অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠের সহিত একেবারে মিলিত, সে, কন্যা কালেই কুলটা হয়, ইহা নিশ্চিত প্রবাদ। স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, সুবৃত্ত পদনখ শুভসূচক। স্ত্রীলোকের উন্নত, স্বেদহীন, কোমল, মসৃণ, মাংসল এবং শিরাবিহীন পাদপৃষ্ঠ রাজ্ঞীত্বের সূচক। মধ্যনম পাদপৃষ্ঠ দারিদ্র্যের সূচক, আর শিরাবহুল পাদপৃষ্ঠ যাহার সে রমণী সর্ব্বদা পথিভ্রমণশীলা হইয়া থাকে। পাদপৃষ্ঠ রোমাঢ্য হইলে, দাসী হইতে হয়। মাংসহীন পাদপৃষ্ঠ দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। শিরাহীন সুবর্ত্তুল গুল্ফযুগল মঙ্গলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর দেখিতে নিম্ন বা শিথিল গুল্ফদ্বয় দুর্ভাগ্যের সূচক। যে রমণীর পার্ষ্ণিভাগ সমান, সে নারী শুভা; স্থূলপার্ষ্ণি নারী দুর্ভগা। যাহার পার্ষ্ণি উন্নত, সে নারী কুলটা হয়, দীর্ঘপার্ষ্ণিমতী নারী দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে। যাহার জঙ্ঘাদ্বয় সম, স্নিগ্ধ, রোমহীন, শিরাহীন, ক্রমবর্ত্তুল এবং অতি মনোহর হইবে, সে রাজপত্নী হইবে। এক এক রোমকূপে যাহার এক একটী রোম, সে নারী রাজপত্নী হয়। দুইটী রোমও সুখের লক্ষণ। কিন্তু যাহার তিনটী রোম থাকে সে বৈধব্যদুঃখ ভাগিনী হয়। বর্ত্তুল; মাংসল জানুযুগল প্রশস্ত। যাহার নিম্মাংস জানু, সে স্বৈরিণী হয়। অবর্ত্তুল জানু দারিদ্রের সূচক। যাহার উরুদ্বয়, শিরাহীন, করিশুণ্ডাকৃতি ঘন, মসৃণ, সুবর্ত্তুল, রোমরহিত, সে রমণী রাজপত্নী হয়। রোমশ উরু বৈধব্যের সূচক, চেপ্টা উরু দুর্ভাগ্যের সূচক, মধ্যে ছিদ্রযুক্তা উরু মহাদুঃখের সূচক এবং কর্কশত্বক্ উরু দারিদ্র্যের সূচক। রমণীগণের চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত, সমুন্নতনিতম্বশোভিত, চতুরস্র কটিই প্রশস্ত। নিম্ন, চেপ্টা, দীর্ঘ, মংসহীন, কর্কশ, হ্রস্ব এবং রোমযুক্ত কটি দুঃখবৈধব্যের সূচক। রমণীগণের উন্নত, মাংসল, বিশাল নিতম্ব, মহাভোগের সূচক বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন নিতম্ব অসুখকর জানিবে। যে নারীর স্ফিক্‌দ্বয় কপিত্থফলবৎ বর্ত্তুল, মাংসল, ঘন এবং বলিহীন, তাহার সন্তোষ এবং সুখবৃদ্ধি হয়। ....বিপুল, কোমল এবং অল্প উন্নত বস্তি প্রশস্ত। রোমশ, শিরাল ও রেখাঙ্কিত বস্তি শোভন নহে। গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত নাভি, সুখ সম্পদের সূচক। বামাবর্ত্ত, উত্তান এবং ব্যক্তগ্রন্থি নাভি, শুভসূচক নহে। বিশালকুক্ষিযুতা নারী সুখিনী হয় এবং অনেক পুত্র প্রসব করে। মণ্ডূকের উদরের ন্যায় যাহার কুক্ষি, তাহার পুত্র রাজা হয়। যাহার কুক্ষি উন্নত, সে বন্ধ্যা হয়; যাহার কুক্ষি বলিযুক্ত, সে প্রব্রজিতা হয় এবং যাহার কুক্ষি আবর্ত্তযুক্ত, সে দাসী হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের সম, মাংসল মগ্নাস্থি, কোমল এবং সুদৃশ্য, পার্শ্বদেশ সৌভাগ্য ও সুখের সূচক এবং যাহার পার্শ্বদ্বয়, দৃশ্যশিরা উন্নত রোমযুক্ত হয়, সে অপত্যহীনা, দুঃশীলা ও দুঃখযুক্তা হয়। যাহার উদর ক্ষুদ্র, শিরাহীন ও মৃদুত্বক্ সে ভোগাঢ্য হয় ও বহুতর মিষ্টান্ন সেবন করে এবং কুম্ভ, কুষ্মাণ্ড, মৃদঙ্গ ও যবাকার উদর কিছুতেই পূর্ণ হয় না এবং ঐ প্রকার উদর দারিদ্র্যের সূচক। যাহার উদর অতিশয় বিশাল, সে অপত্যহীনা ও দুর্ভগা হয়; যাহার উদর লম্বমান, সে শ্বশুরঘাতিনী ও দেবরঘাতিনী হয়। যাহার মধ্যেদেশ কৃশ, সে নারী সৌভাগ্যবতী হয় এবং যাহার মধ্যদেশ ত্রিবলীযুক্ত, সে রমণী ভোগসম্পন্না হয়। যাহার রোমাবলী, ঋজু ও সূক্ষ্ম, সেই স্ত্রী সুখের ক্রীড়াভূমি হয়। স্ত্রীগণের রোমাবলী, কপিলবর্ণ, কুটিল, স্থূল এবং বিচ্ছিন্ন হইলে

চৌর্য্য, বৈধব্য, দৌর্ভাগ্য সূচনা করে। যাহার হৃদয় রোমহীন, সম এবং নিম্নত্ববর্জ্জিত, সে ঐশ্বর্য্যবতী ও পতিপ্রেমভাগিনী হয় ও বিধবা হয় না। বিস্তীর্ণহৃদয়া রমণী নির্দ্দয়া ও পুংশ্চলী হইয়া থাকে। যে নারীর হৃদয়ে রোম থাকে, সে নিশ্চয়ই পতিঘাতিনী হয়। অষ্টাদশ অঙ্গুলি-পরিমিত, পীবর ও উন্নত বক্ষঃস্থলই সুখসূচক এবং উহা, রোমশ, বিষম ও পৃথু হইলে দুঃখসূচক হইয়া থাকে। রমণীগণের ঘন, বৃত্ত, দৃঢ়, পীন ও সম স্তনদ্বয়ই প্রশস্ত। স্থূলাগ্র, বিরল ও শুষ্ক স্তনদ্বয় দুঃখসূচক। যাহার স্তন দক্ষিণে উন্নত হয়, সে পুত্রবতী ও স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হয় এবং যাহার স্তন বামে উন্নত হয়, সে সৌভাগ্যসুন্দরী কন্যা প্রসব করে। স্তনদ্বয় ঘটীযন্ত্রস্থ ঘটীতুল্য হইলে দুঃশীলতার সূচক হইয়া থাকে। পীবরাস্য, সান্তরাল ও স্থূলোপান্ত স্তনদ্বয় শুভসূচক নহে। যাহার স্তনমূল স্থূল, ক্রমশঃ কৃশ ও অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, সেই নারী প্রথমতঃ সুখভাগিনী হইয়া, পশ্চাৎ অতিশয় দুঃখ ভোগ করে। সুদৃঢ়, শ্যামবর্ণ ও সুবর্তুল চুচুকদ্বয়ই প্রশস্ত। অন্তর্ম্মগ্ন, দীর্ঘ ও কৃশ চুচুকদ্বয় ক্লেশের সূচক। যে নারীর জত্রুদ্বয় পীবর, সে, বহুতর ধন-ধান্যবতী হয় এবং যাহার জত্রু, শ্লথাস্থি, বিষম ও নিম্ন, সে দুঃখিনী হয়; অবদ্ধ, অনত, অদীর্ঘ ও অকৃশ স্কন্ধদ্বয়, শুভকর হয় এবং বক্র, স্থূল ও রোমযুক্ত স্কন্ধদ্বয় বৈধব্য ও দাসত্বের সূচক। নিগূঢ়সন্ধি স্রস্তাগ্র ও সুসংহত স্কন্ধদ্বয় শুভকর এবং সমুন্নতাগ্র স্কন্ধদ্বয়, বৈধব্য ও নির্ম্মাংস স্কন্ধদ্বয় অতিশয় দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। সূক্ষ্মরোমবিশিষ্ট, তুঙ্গ, স্নিগ্ধ ও মাংসল কক্ষদ্বয় প্রশস্ত। গম্ভীর, শিরাল, স্বেদমেদুর কক্ষদ্বয় প্রশস্ত নহে। রমণীগণের গূঢ়াস্থি গূঢ়গ্রন্থি, কোমল, শিরাহীন, রোমহীন ও সরল বাহুদ্বয় প্রশস্ত। স্থূলরোমযুক্ত বাহুদ্বয় বৈধব্যের সূচক আর হ্রস্ব বাহুদ্বয় দুর্ভাগ্যের সূচক হইয়া থাকে। দৃশ্যমান-শিরাযুক্ত নারীগণের বাহুদ্বয়, বহু ক্লেশের সূচক। অঙ্গুষ্ঠ এবং সমস্ত অঙ্গুলি মিলাইয়া সম্মুখে আকুঞ্চিত করিলে যাহাদিগের হস্ত-যুগল কমলকোরকের ন্যায় হয়, সেই মৃগাক্ষী-দিগের বহু সুখভোগ হইয়া থাকে। কোমল মধ্যোন্নত, রক্তবর্ণ, অরন্ধ্র, সুশ্রী এবং প্রশস্ত-স্বল্পরেখাযুক্ত করতলদ্বয় প্রশস্ত। বহুরেখাযুক্ত করতল বৈধব্যের সূচক। রেখাহীন করতল দারিদ্র্যের সূচক। শিরাযুক্ত করতলবিশিষ্টা নারী ভিক্ষুকী হয়। রোমহীন, শিরাহীন এবং সমুন্নত করপৃষ্ঠ শুভসূচক। শিরাযুক্ত, রোমযুক্ত এবং নির্ম্মাংস করপৃষ্ঠ বৈধব্যের সূচক। রক্তবর্ণ, ব্যক্ত, গভীর, স্নিগ্ধ, বর্ত্তুল ও পূর্ণ কররেখা রমণীর শুভভাগ্যের সূচক। করতলে মৎস্যরেখা থাকিলে, রমণী সৌভাগ্য-বতী হয়। স্বস্তিক-রেখা থাকিলে ধনসম্পন্না হয় এবং পদ্মাকার রেখা থাকিলে রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়। স্ত্রীলোকের করতলে চক্রা-বর্ত্ত রেখা, প্রদক্ষিণ নন্দ্যাবর্ত্ত রেখা, শঙ্খরেখা, আতপত্ররেখা এবং কমঠাকার রেখা রাজ-মাতৃত্বের সূচক। যাহার হস্তে তুলামানাকার রেখাদ্বয় থাকিবে, সে বণিকের পত্নী হয়। যে স্ত্রীলোকের বামকরে গজ, বাজী, বৃষ, প্রাসাদ এবং বজ্রাকার রেখা থাকে, সে তীর্থ-পর্য্যটক পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। যাহার হস্তে শকট বা যুগকাষ্ঠাকৃতি রেখা থাকে, সে কৃষকের পত্নী হইয়া থাকে। যাহার হস্তে চামর, অঙ্কুশ ও ধনুরেখা থাকে, সে নিশ্চয় রাজপত্নী হয়। যে স্ত্রীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নির্গত হইয়া একটী রেখা কনিষ্ঠার মূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, সেই স্ত্রী পতিঘাতিনী হয়; অতএব সুধী ব্যক্তি দূর হইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার হস্তে ত্রিশূল, অসি, গদা, শক্তি এবং দুন্দুভির ন্যায় রেখা থাকে, সেই রমণী, দান দ্বারা পৃথিবীতে কীর্ত্তিমতী হয়। করতলস্থিত কঙ্ক, শৃগাল, ভেক, বৃক, বৃশ্চিক, সর্প, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বিড়ালাকৃতি রেখা স্ত্রীলোকের দুঃখসূচক।

সরল, বৃত্ত, বৃত্তনখ এবং কোমল অঙ্গুষ্ঠ শুভ-সূচক, উত্তম পর্ব্বযুক্ত, দীর্ঘ, বৃত্ত এবং ক্রমশঃ কৃশ অঙ্গুলিনিচয় শুভ ফলের সূচক। চেপ্টা, সঙ্কুচিত, রুক্ষ এবং পৃষ্ঠে রোমযুক্ত অঙ্গুষ্ঠ অশুভসূচক হয়। অতিশয় হ্রস্ব, কৃশ, বক্র এবং বিরল অঙ্গুলিসমূহ রোগের সূচক। বহু পর্ব্বযুক্ত অঙ্গুলিনিচয় দুঃখের সূচক। রক্তবর্ণশিখ এবং তুঙ্গ নখসমূহ, রমণীগণের শুভসূচক হয় এবং নিম্ন, বিবর্ণ শুক্তিসদৃশ ও পীতবর্ণ নখসমূহ, দরিদ্রতার সূচক। যে সমস্ত স্ত্রীর নখসমূহে শ্বেতবর্ণ বিন্দু থাকে, তাহারা প্রায় স্বৈরিণী হয় এবং পুরুষগণেরও নখ এইরূপ হইলে তাহারা দুঃখী হয়। অন্ত-র্নিমগ্ন ও মাংসল পৃষ্ঠের বংশদণ্ড শুভসূচক হয়। রোমযুক্ত পৃষ্ঠ বৈধব্যের সূচক। ভুগ্ন, বিনত এবং শিরাযুক্ত পৃষ্ঠদেশ দুঃখসূচক। সরল, সমাংস ও সমুন্নত কৃকাটিকা শুভসূচক হয়। শুষ্ক, শিরাযুক্ত, রোমাঢ্য, বিশাল এবং কুটিল কৃকাটিকা অশুভসূচক। মাংসল, বর্ত্তুল এবং চতুরঙ্গুলিপরিমিত কণ্ঠদেশ প্রশস্ত। রেখাত্রয়াঙ্কিতা, অব্যক্তাস্থি এবং সুসংহত গ্রীবাই প্রশস্ত। মাংসহীন, চেপ্টা, দীর্ঘ ও সঙ্কুচিত গ্রীবা অশুভ-সূচক। যাহার গ্রীবা অতিশয় স্থূল, সে বিধবা হয়; যাহার গ্রীবা বক্র, সে কিঙ্করী হয়; যাহার গ্রীবা চেপ্টা, সে বন্ধ্যা হয় এবং যাহার গ্রীবা হ্রস্ব, সে অপুত্রক হয়। বৃত্ত, পীন, সুকোমল এবং অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত চিবুক প্রশস্ত। যে রমণীর স্থূল, দ্বিধাবিভক্ত, আয়ত এবং রোমযুক্ত চিবুক, তাহাকে গ্রহণ করিবে না। চিবুকের সহিত সংলগ্ন, নির্লোম ও সুঘন হনু শুভ-সূচক। বক্র, স্থূল, কৃশ, হ্রস্ব এবং রোমশ হনু শুভসূচক নহে। বৃত্ত, পীন ও সমুন্নত কপোলদ্বয় শুভসূচক। রোমযুক্ত, পরুষ, নিম্ন ও নির্ম্মাংস কপোলদ্বয় অশুভকর, ভ্রূবে অগ্রাহ্য। সম, সমাংস, সুস্নিগ্ধ, সুগন্ধযুক্ত, বর্ত্তুল এবং পিতৃবদনানুকারী বদন, ধন্যাদিগেরই হয়। পাটলবর্ণ, বর্ত্তুল, স্নিগ্ধ এবং মধ্যস্থলে রেখা বিভূষিত অধর, ভূপতিপত্নীত্বের সূচক। কৃশ, প্রলম্ব, স্ফুটিত এবং রুক্ষ অধর দুর্ভাগ্যের সূচক। যে স্ত্রীলোকের নিম্ন ওষ্ঠ শ্যাব ও স্থূল; সে বিধবা ও কলহকারিণী হয়। বরবর্ণিনীর উত্তরোষ্ঠ মসৃণ, মধ্যে কিঞ্চিৎ উন্নত এবং রোম-হীন হইলে শোভনভোগপ্রদ হইয়া থাকে এবং ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফল প্রদান করে। গোদুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, দ্বাত্রিং-শৎ পরিমিত, নীচে ও উপরে সমভাবে অব-স্থিত এবং অল্প উন্নত দন্তসমূহ শুভসূচক। পীতবর্ণ, শ্যাব, স্থূল, দীর্ঘ, দ্বিপংক্তি, শুক্ত্যাকার ও বিরল দন্তসমূহ দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের সূচক। নিম্ন পংক্তিতে অধিক দন্ত থাকিলে, সে নিশ্চয় মাতৃনাশিনী হয়; বিকট দন্ত থাকিলে পতি-হীনা হয় ও দন্তসমূহ বিরল হইলে নারী কুলটা হইয়া থাকে। উপরিভাগে রক্তবর্ণ, নিম্নে অসিতবর্ণ এবং কোমল জিহ্বা হইলে অভীষ্ট মিষ্টদ্রব্য ভোগ করিয়া থাকে। মধ্যস্থলে সঙ্কীর্ণ ও পুরোভাগে বিস্তীর্ণ জিহ্বা দুঃখের সূচক। যাহার জিহ্বা শুক্লবর্ণ, তাহার জলে মৃত্যু হয়; যাহার জিহ্বা শ্যামবর্ণ, সে কলহপ্রিয় হয়; যাহার জিহ্বা মাংসল, সে দরিদ্র হয়; যাহার জিহ্বা লম্বিত, সে অভক্ষ্য ভক্ষণ করে এবং যাহার রসনা বিশাল, সে অত্যন্ত প্রমাদভাগিনী হয়। স্নিগ্ধ, কোকনদতুল্য এবং কোমল তালু প্রশস্ত। তালু সিতবর্ণ হইলে বিধবা, পীতবর্ণ হইলে প্রব্রজিতা কৃষ্ণবর্ণ হইলে অপত্যবিয়োগ-পীড়িতা হয় এবং উহা রুক্ষ হইলে বহুকুটুম্বিনী হইয়া থাকে। অস্থূল, সুবৃত্ত, ক্রমতীক্ষ্ণ, সুলোহিত ও অপ্রলম্ব কণ্ঠঘণ্টা (আলজিব) শুভসূচক। স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ কণ্ঠঘণ্টী দুঃখের সূচক। হাস্যকালে যাহার দন্তনিচয় বহির্গত না হয়, গণ্ডস্থল কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠে ও নয়নদ্বয় নিমীলিত হয় না, তাহার হাস্যই শুভ-সূচক। সমবৃত্ত ও সমপুট এবং স্বল্পচ্ছিদ্র-বিশিষ্ট নাসিকা শুভসূচক। স্থূলাগ্র, মধ্যনম্র এবং সমুন্নত নাসিকা প্রশস্ত নহে। আকুঞ্চিত ও

অরুণবর্ণ নাসিকাগ্র বৈধব্য-ক্লেশের সূচক। নাসিকা চেপ্টা ও হ্রস্ব হইলে পরপ্রেষ্যা হয়। নাসিকা যাহার দীর্ঘ, সে কলহপ্রিয়া হয়। যে রমণীর ক্ষুত (হাঁচি) দীর্ঘ ও তিন চারিটী একত্রে হয়, সে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণতারকাযুক্ত, গোদুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ, সুস্নিগ্ধ এবং কৃষ্ণবর্ণপক্ষ্মযুক্ত লোচনদ্বয় শুভকর হইয়া থাকে। যে উন্নতনয়না সে অল্পায়ু হয়। বৃত্তনয়না রমণী কুলটা হয়। যাহারা মেষাক্ষী, মহিষাক্ষী ও কেকরাক্ষী, তাহারা দুঃখভাগিনী হয়। যাহার চক্ষু গোরুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, সে অতিশয় কামুকী হয়। পারাবতাক্ষী নারী দুঃশীলা হয়; রক্তাক্ষী স্ত্রী পতিনাশিনী হয়; কোটরাক্ষী নারী, অতি দুষ্টা হয়; গজনেত্রা রমণী শোভনা হয় না। যাহার বামচক্ষু কাণ হয়, সে পুংশ্চলী হয় এবং যাহার দক্ষিণ চক্ষু কাণ হয়, সে বন্ধ্যা হয়। মধুর পিঙ্গলবর্ণ নয়না রমণী ধনধান্যশালিনী হয়। সুঘন, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও সূক্ষ্ম পক্ষ্মাবলী সৌভাগ্যের সূচক। কপিলবর্ণ, বিরল এবং স্থূল পক্ষ্মাবলী থাকিলে নারী নিন্দনীয় হয়। সুবর্ত্তুল স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, অমিলিত, কোমলরোমযুক্ত এবং কার্ম্মুকাকৃতি ভ্রূদ্বয়ই প্রশস্ত। খররোমযুক্ত, বিকীর্ণ, সরল, মিলিত, দীর্ঘরোমবিশিষ্ট এবং পিঙ্গলবর্ণ ভ্রূদ্বয় অমঙ্গলসূচক হয়। লম্ববান এবং শুভাবর্ত্ত কর্ণদ্বয় সুখকর ও শুভসূচক। শষ্কুলীবর্জ্জিত, শিরাযুক্ত, কুটিল ও কৃশ কর্ণদ্বয় নিন্দনীয়। শিরাবিহীন, নির্লোম, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, অনিম্ন এবং অঙ্গুলিত্রয়-পরিমিত ভালদেশ নারীর সৌভাগ্য এবং আরোগ্যের কারণ। স্বস্তিকরেখা সম্পন্ন ললাট রাজ্যসম্পৎসূচক। যাহার মস্তক লম্বভাবে অবস্থিত, সে নিশ্চয় দেবরঘাতিনী হয়। রোমশ শিরাল ও উন্নত মস্তক হইলে রোগিণী হইবে জানিবে। সরল সীমন্তদেশ প্রশস্ত। সমুন্নত করিকুম্ভাকার ও সুবৃত্ত মৌলি সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের সূচক। যাহার মস্তক স্থূল, সে বিধবা হয়; যাহার মস্তক দীর্ঘ, সে বেশ্যা হয় এবং যাহার মস্তক বিশাল, সে দুর্ভাগা হইয়া থাকে। অলিকুলের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ, কোমল, কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাগ্র কুটিল-কুন্তল অতি শুভসূচক। পরুষ স্ফুটিতাগ্র, বিরল, পিঙ্গলবর্ণ, লঘু ও রুক্ষ কেশসমূহ দুঃখ, দারিদ্র্য এবং বন্ধের সূচক। স্ত্রীলোকের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে বা ললাটে মশকরেখা থাকিলে, তাহা রাজ্যের সূচক হয়। রমণীর বাম কপোলে শোণবর্ণ মশকরেখা বহুতর মিষ্টান্ন ভোগের সূচক। রমণীর হৃদয়ে তিলক কিংবা পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, ধ্বজ বা ত্রিশূলাদি-চিহ্ন সৌভাগ্যসূচক। যাহার দক্ষিণস্তনে শোণবর্ণ তিলক বা পদ্মাদি-চিহ্ন থাকে, সে চার কন্যা এবং তিন পুত্র প্রসব করে। যাহার বামস্তনে তিলক বা পদ্মাদি-চিহ্ন থাকে, সে প্রথমে একটী পুত্র প্রসব করিয়া বিধবা হয়। যাহার গুহ্যের দক্ষিণ ভাগে তিলক থাকে, সে রাজপত্নী হয়, অথবা রাজমাতা হয়। রাজমহিষীরই নাসিকার অগ্রভাগে রক্তবর্ণ মশক-চিহ্ন দেখা যায়। নাসিকার অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ মশক-চিহ্ন পতিবিনাশের এবং অসতীত্বের সূচক। নাভির নিম্নে তিলক, মশক ও পদ্মাদি চিহ্ন শুভসূচক। গুল্ফদেশে মশক বা তিলক-চিহ্ন দরিদ্রতার সূচক। কর, কর্ণ কপোল অথবা বামকণ্ঠে তিলক, মশক এবং পদ্মাদি-চিহ্নের মধ্যে যে কোন একটী চিহ্ন থাকিলে নারী প্রথমগর্ভে পুত্র প্রসব করে। যাহার ললাটে বিধিলিখিত ত্রিশূলচিহ্ন থাকে, সে বহুসহস্র স্ত্রীর উপর আধিপত্য লাভ করে। যে স্ত্রী নিদ্রাবস্থায় দন্তে দন্তে কট কট শব্দ করে বা প্রলাপ করে, সুলক্ষণা হইলেও তাহাকে বিবাহ করা উচিত নহে। হস্তের রোমসমূহ প্রদক্ষিণাবর্ত্ত হইলে ধর্ম্মসূচক হয়; এবং বামাবর্ত্ত হইলে শুভসূচক হয় না। নাভি, কর্ণ ও বক্ষঃস্থলের দক্ষিণাবর্ত্ত রোম শুভসূচক। পৃষ্ঠবংশের দক্ষিণে দক্ষিণাবর্ত্ত রোম সুখ-সূচক। পৃষ্ঠের মধ্যস্থল নাভির ন্যায় বর্ত্তুলা-

কার হইলে, রমণী দীর্ঘায়ুঃ ও পুত্রবতী হইয়া থাকে। রাজমহিষীরই স্ত্রী-অঙ্গের উপরে দক্ষিণাবর্ত্ত রোম থাকে। শকটাকৃতি দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে, বহু অপত্য এবং বহু সুখও হয়। কটির রোমাবর্ত্ত যদি গুহ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে, পতি এবং অপত্য-নাশ হইয়া থাকে। পৃষ্ঠের রোমাবর্ত্তদ্বয় যদি উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে শুভকর হয় না। সেই একটী আবর্ত্ত নারীকে পতি-ঘাতিনী করে, অন্যটী তাহাকে পুংশ্চলী করিয়া থাকে। রোম দক্ষিণাবর্ত্ত কণ্ঠস্থিত হইলে দুঃখ ও বৈধব্যের সূচক হয়। যাহার সীমন্তে কিংবা ললাটে দক্ষিণাবর্ত্ত থাকে, তাহাকে প্রযত্নসহকারে দূর হইতেই পরিত্যাগ করা বিধি। যাহার কৃকাটিকার মধ্যস্থলে বামাবর্ত্ত বা দক্ষিণাবর্ত্ত রোমসমূহ থাকে, সে বৎসরের ভিতর পতিকে বিনষ্ট করে। মস্তকে একটী ও বামভাগে দুইটী বামাবর্ত্ত দশ দিনের মধ্যেই পতিবিনাশের সূচক। অতএব সুবুদ্ধি-ব্যক্তি দূর হইতেই সেই আবর্ত্তবতী নারীকে পরি-ত্যাগ করিবে। যাহার কটিতে আবর্ত্ত থাকে, সে কুলটা হয়; যাহার নাভিতে আবর্ত্তক থাকে সে পতিব্রতা হয় এবং যাহার পৃষ্ঠে থাকে, সে পতিনাশিনী অথবা কুলটা হয়। স্কন্দ বলিলেন, যে স্ত্রী সুলক্ষণা হইয়াও দুঃশীলা হয়, সে কুলক্ষণার শিরোমণি; যে স্ত্রী অল-ক্ষণা হইয়াও সাধ্বী হয়, সেই স্ত্রী সকল সুলক্ষণের আশ্রয়। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে, সুলক্ষণাক্রান্তা, সুচরিত্রা, নিজের বশবর্ত্তিনী ও পতিদেবতা স্ত্রী গৃহস্থাশ্রমে পাওয়া যায়। পূর্ব্বজন্মে কুমারীগণকে যাহারা বিবিধ অল-ঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছে, সেই সকল রমণীই ইহজন্মে সুরূপা হইয়া থাকে। যাহারা পূর্ব্বজন্মে কোন পুণ্যতীর্থে স্নান বা দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই ইহজন্মে লাবণ্যময়ী ও সুলক্ষণা হয়। যাহারা পূর্ব্বজন্মে জগমাতা ভবানীর পূজা করিয়াছে, তাহারাই সুন্দর চরিত্রযুক্তা হয় এবং পতি তাহাদের বশবর্ত্তী হয়। পতি যাহাদের অনু-কূল, সেই সকল সুশীলা হরিণনয়না রমণী-গণের এই স্থানেই স্বর্গ ও মুক্তিসুখ; কেননা, সুলক্ষণের ফলই তাই। প্রমদাগণ, স্বীয় সুচরিত্র এবং সুলক্ষণসমূহের ফলে স্বল্পায়ু স্বামীকেও দীর্ঘ-জীবী করিয়া আনন্দভাজন করেন। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ প্রথমে লক্ষণসমূহ পরীক্ষা করিয়া, দুর্লক্ষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সুলক্ষণা স্ত্রীকেই বিবাহ করিবে। হে কুম্ভযোনে! আমি গৃহিগণের সুখের জন্য স্ত্রীলক্ষণ-সমূহ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে বিবাহসমূহ বলিতেছি শ্রবণ কর।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

গৃহি-সদাচার।

স্কন্দ কহিলেন,—হে অগস্ত্য! ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ কথিত আছে। তন্মধ্যে, বরকে আহ্বান করিয়া সালঙ্কারা কন্যা প্রদান করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে; এই বিবাহে বিবাহিত কন্যার গর্ভজাত পুত্র এক-বিংশতি পুরুষ উদ্ধার করে। যজ্ঞকর্ম্মে রত ঋত্বিক্‌কে কন্যা দান করিলে দৈব বিবাহ বলে; তদ্গর্ভজাত সন্তান চতুর্দ্দশ পুরুষ পবিত্র করে। বরের নিকট গো-মিথুন লইয়া কন্যা দিলে আর্ষ বিবাহ কহে; তদুৎপন্ন পুত্র ছয় পুরুষ উদ্ধার করে। "তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন কর" এই কথা বলিয়া বরকে কন্যা প্রদত্ত হইলে প্রাজাপত্য কহে; এই কন্যার তনয় ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত পূত করে। এই চারি-প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মানুগত। ধন দ্বারা ক্রয় করিলে আসুর, পরস্পরের অনুরাগে গান্ধর্ব্ব, বলপূর্ব্বক কন্যাহরণে রাক্ষস—এই বিবাহ সজ্জননিন্দিত ও কোন ছলে কন্যা হরণ করিলে পৈশাচ বিবাহ—ইহা গর্হিত কথিত;

হয়। এতন্মধ্যে গান্ধর্ব্ব, আসুর ও রাক্ষস এই তিন বিবাহ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু অষ্টম পৈশাচ বিবাহ অতি পাপময়, পাপিষ্ঠদিগেরই মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে। সজাতীয় বিবাহ কালে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ করিবে; কিন্তু ক্ষত্রিয়কন্যা শর, বৈশ্যকন্যা প্রতোদ (পাঁচন বাড়ি) ও শূদ্রকন্যা বসনাঞ্চল যে গ্রহণ করিবে, ইহা অসবর্ণপরিণয় স্থলেই উক্ত হইল ও তাহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমান সমান বর্ণের বিবাহ স্থলে সকলেই পাণিগ্রহণ করিবে, এই বিধি জানিও। ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহে ধর্ম্মিষ্ঠ শতবর্ষজীবী সন্তান হয় ও অধর্ম্ম্য বিবাহে অধার্ম্মিক, হতভাগ্য, নির্দ্ধন, অল্পজীবী সন্তান হইয়া থাকে। ঋতুকালে পত্নীগমনই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম অথবা নারীদিগের প্রতি যে বর আছে, তাহা স্মরণ করিয়া কামনানুসারে গমন করাও ধর্ম্মমধ্যে গণ্য। দিবসে স্ত্রীগমন পুরুষের পরমায়ুঃক্ষয়কর; অতএব মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি দিবাভাগ ও সমস্ত পর্ব্বদিন যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ষোড়শরাত্রি; তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি গর্হিত; যুগ্ম রাত্রিতে গমনে পুত্র ও অযুগ্ম রাত্রিতে গমনে কন্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুঃস্থচন্দ্র, মঘা ও মূলা নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া, বিশেষতঃ পুংনক্ষত্রে, শুচি হইয়া পত্নীতে উপগত হইবে, তাহা হইলে পুরুষার্থসাধক শুচি পুত্র জন্মিবে। আর্ষ বিবাহে যে গোমিথুন দানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রশস্ত নহে; কারণ কন্যা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ শুল্কেও কন্যাবিক্রয়জনিত পাপ হইয়া থাকে। অপত্যবিক্রয়ী প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিট্‌কৃমিভোজন নামক নিরয়ে বাস করে; অতএব পিতা, কন্যার কিঞ্চিন্মাত্র ধনেও জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না। পিত্রাদি বান্ধবগণ মোহবশতঃ স্ত্রীধন উপজীবিকা করিলে, তাহারা কেবল নরকগামী হয় না, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও নরকে গমন করে। যথায় পতি, পত্নীর উপরে সন্তুষ্ট ও পত্নী, পতির উপরে তুষ্ট, তথায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও বিষ্ণু সন্তুষ্টচিত্তে বাস করেন। বাণিজ্য, রাজসেবা, বেদপাঠবর্জ্জন, কুবিবাহ ও কর্ম্মলোপ এই কয়েকটী কুলের অধঃপতনের কারণ। গৃহস্থ প্রতিদিন বৈবাহিক বহ্নিতে গৃহ্যকর্ম্ম, পঞ্চযজ্ঞ ও দৈনন্দিন পাকক্রিয়া সমাধা করিবে। উদূখল, মূষল, পেষণী (শিলনোড়া), চুল্লী (আখা), জলকুম্ভ ও সংমার্জ্জনী এই পাঁচটি গৃহস্থের দৈনিক সূনা (জীবহিংসার স্থান)। এই পাঁচটী সূনাদোষ নিরাকরণের জন্য গৃহস্থের শ্রেয়স্কর বক্ষ্যমাণ পঞ্চযজ্ঞ নির্দিষ্ট হইয়াছে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, ব্রহ্মযজ্ঞ; অন্নাদি দ্বারা পিতৃতর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ ও; হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বৈশ্বদেব বলির নাম ভূতযজ্ঞ ও অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ। গৃহস্থ পিতৃলোকের প্রীতির জন্য অন্ন, জল, দুগ্ধ, ফল ও মূল দ্বারা প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে। সৎপাত্রে গোদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, ভিক্ষুককে যথাবিধি সম্মান করিয়া ভিক্ষা দিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। তপস্যা ও বিদ্যারূপ ইন্ধনে প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণের মুখরূপ অনলে হব্যকব্যের আহুতি দিলে, দুস্তর পাপসমুদ্র ও বিঘ্নরাশি হইতে গৃহস্থ উদ্ধার লাভ করে। অতিথি সংকৃত না হইয়া যাহার গৃহ হইতে হতাশ ভাবে প্রতিগমন করে, সে তৎক্ষণাৎ আজন্মসঞ্চিত পুণ্যের বহির্ভূত হয়। অতএব অতিথির সন্তোষের জন্য প্রিয়বাক্য, শয়নার্থ তৃণ, বিশ্রামভূমি ও পাদপ্রক্ষালনার্থ জল অন্ততঃ দেওয়া উচিত। যে গৃহস্থ আতিথ্যলোভে পরান্ন ভোজন করে, সে মৃত হইয়া সেই অন্নদাতার পশুরূপে জন্ম গ্রহণ করে, এবং ঐ অন্নদাতা তাহার পুণ্য প্রাপ্ত হয়। অতিথি সূর্য্য অস্তমিত করিয়া গৃহে আসিলেও তাহাকে যত্নপূর্ব্বক সংকার করিবে; অন্যথা অসংকৃত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে গৃহস্থকে পাপরাশি প্রদান করিয়া থাকে। এই জগতে অতিথির অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে দীর্ঘায়ু ও ধনবান্ হইয়া থাকে আর অতিথিকে প্রত্যাখ্যান

করিয়া অন্নভোজন করিলে গৃহস্থ পাপগ্রস্ত হয়। বৈশ্বদেব বলির অন্তে অথবা সূর্য্যাস্ত-কালে আসিলে অতিথি কহে; তৎপূর্ব্বে আগত কিংবা কোন স্থানে দৃষ্টপূর্ব্ব ব্যক্তি অতিথি মধ্যে গণ্য নহে। ব্রাহ্মণ হস্তে বলি-পাত্র গ্রহণ করিয়াছে, ইত্যবসরে যদি অন্য অতিথি আসে, তাহা হইলে তাহাকে সেই বলি প্রদান করিয়া যথাশক্তি অন্নপাক করিয়া দিবে। নববিবাহিতাস্ত্রী, পুত্রবধূ, দুহিতা, বালক, গর্ভিণী ও রুগ্ন ব্যক্তিকে অতিথির অগ্রে ভোজন করাইবে; এতদ্বিষয়ে কোন বিচার করিবে না। গৃহস্থ পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যকে অন্ন দিয়া অবশিষ্ট ভোজন করিলে অমৃত ভোজন করে আর যে উদরপরায়ণ ব্যক্তি আপনার নিমিত্ত পাক করিয়া ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। গৃহস্থ ব্যক্তি মধ্যাহ্ন-কালীন বৈশ্বদেব বলি স্বয়ং করিবে ও তাহার পত্নী সায়ংকালে সিদ্ধ অন্ন অমন্ত্রক বলি দিবে। ইহাকেই সায়ংকালীন বৈশ্বদেব-বলি বলা যায়। ইহা সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিহিত। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করিলেও যদি বৈশ্বদেব ও অতিথিসংস্কার বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বৃষল বলে। যাহারা বৈশ্ব-দেববলি না করিয়া ভোজন করে, তাহারা ইহ-লোকে নিরন্ন হয় ও দেহান্তে কাকযোনি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ অনলস ভাবে প্রতিদিন বেদোক্ত স্বকীয় কর্ম্ম করিবে; যথাশক্তি তাহা করিলে স্বর্গগামী হইয়া থাকে। ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশী তিথিতে তৈল, মাংস, মৈথুন ও ক্ষৌরকর্ম্মে পাপ নিয়ত আশ্রয় করিয়া থাকে। রাহুগ্রস্ত, উদয় ও অস্তগমনোন্মুখ, নভোমধ্যগত ও জলে প্রতি-বিম্বিত সূর্য্যকে অবলোকন করিবে না। জল-মধ্যে আত্মরূপ দেখিবে না, বারি বর্ষণকালে ধাবমান হইবে না, বৎসবন্ধন রজ্জু লঙ্ঘন করিবে না ও নগ্নাবস্থায় জলমধ্যে প্রবেশ করিবে না। দেবগৃহ, বিপ্র, ধেনু, মধু উদ্ধৃত মৃত্তিকা, ঘৃত, জন্মবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ, তপস্বী অশ্ববৃক্ষ চৈত্যবৃক্ষ, গুরু জলপূর্ণ কুম্ভ, সিদ্ধান্ন, দধি ও সর্ষপ ইহাদিগকে গমনের সময়ে দক্ষিণাবর্ত্তে করিবে। রজোদর্শন কালে তিন দিন পত্নীতে উপগত হইবে না। পত্নীর সহিত একপাত্রে ভোজন করিবে না এবং একবস্ত্রে ও উৎকট আসনে বসিয়া আহার করিবে না। তেজো-লাভের ইচ্ছা থাকিলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পত্নীর ভোজন করিবার কালে তাহাকে দর্শন করিবে না। দীর্ঘজীবনের প্রার্থী হইলে দেবতা ও পিতৃগণকে নিবেদন না করিয়া কখনই নবান্ন ভোজন করিবে না ও পশুযাগ না করিয়া মাংস ভক্ষণ করিবে না। গোষ্ঠ বল্মীক, ভস্ম ও যাহাতে প্রাণী বিদ্যমান আছে এতাদৃশ গর্ত্তে, কিংবা গমন করিতে করিতে ও দণ্ডায়মান ভাবে অথবা গো, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র জল ও গুরুজনকে দর্শন করত মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, তৃণ ও পত্র প্রভৃতি দ্বারা ভূমি আবৃত করিয়া বস্ত্রে মস্তক আচ্ছাদন করত মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বিণ্মূত্র পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে ও দিবসে ছায়ায় ও অন্ধকারস্থলে, ভয়স্থানে এবং প্রাণবাধ সময়ে যে কোন দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারে। মুখ দ্বারা অগ্নিতে ফুৎকার করিবে না, নগ্নাবস্থায় নারী দর্শন করিবে না, অগ্নিতে পদদ্বয় উত্তপ্ত করিবে না ও অমেধ্যবস্তু নিক্ষেপ করিবে না। প্রাণিহিংসা, দ্বিসন্ধ্য ভোজন ও সন্ধ্যাকালে বা পশ্চিমাস্য ও উত্তরাস্য হইয়া শয়ন করিবে না। দীর্ঘজীবনে কামনা থাকিলে জলমধ্যে বিণ্মূত্র ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না, বৎসের দুগ্ধপান কালে বলিয়া দিবে না ও ইন্দ্রধনু কাহাকেও দেখাইবে না। নির্জ্জন গৃহে একাকী শয়িত হইবে না, নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে না একাকী পথে চলিবে না ও অঞ্জলি সহ-যোগে বারি পান করিবে না। যে ব্যক্তি স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া অজ্ঞান বশতঃ পরকীয় শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে পাপভাগী হয় ও দাতা, শ্রাদ্ধফল লাভে বঞ্চিত হয়। দিবাভাগে উদ্ধৃত-সার দুগ্ধ প্রভৃতি ও রাত্রিকালে দধিভক্ষণ

নিষিদ্ধ। ঋতুমতীর সহিত একত্র বাস করা উচিত নহে ও রাত্রিকালে আকণ্ঠ ভোজন অবৈধ। নৃত্যগীতবাদ্যে আসক্ত হইবে না ও কাংসপাত্রে পাদ প্রক্ষালন করিবে না, ভগ্নপাত্রে ভোজন করিবে না। অস্থি প্রভৃতি অশুচি পদার্থ সম্পর্কে অপবিত্রস্থানে অবস্থান করিবে না। গোপৃষ্ঠে আরোহণ, চিতাধূম, নদীসন্তরণ নবোদিত সূর্য্যের রৌদ্র ও দিবানিদ্রা দীর্ঘজীবনেচ্ছু ব্যক্তির ত্যাগ করা উচিত। স্নানান্তে গাত্র মার্জ্জনা, পথে শিখাত্যাগ, মস্তক কম্পন, পাদ দ্বারা আসনাকর্ষণ, দন্ত দ্বারা নখলোমোৎপাটন এবং নখ দ্বারা নখ ও তৃণচ্ছেদন করা কর্ত্তব্য নহে। শুভাকাঙ্ক্ষায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা কদাচ ত্যাগ করিবে না, নিজগৃহে কিংবা পরগৃহে অদ্বার দিয়া গমন নিষিদ্ধ, পণ ব্যতিরেকে অক্ষক্রীড়া করিবে না এবং রোগী কিংবা অধার্ম্মিকদিগের সহিত একত্র উপবেশন করিবে না, নগ্নাবস্থায় শয়ন ও পাণিতলে বহু অন্ন লইয়া ক্রমশঃ ভোজন করা বিধেয় নহে। আর্দ্রে চরণ করমুখে ভোজন করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে দীর্ঘজীবী হয়। আর্দ্র চরণে শয়ন, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ইতস্ততঃ গমন এবং শয্যাতলস্থিত হইয়া অশন, পান ও জপ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। পাদুকা ধারণ করিয়া বা দণ্ডায়মান হইয়া আচমন ও ধারাজল পান করা উচিত নহে ও সুখাভিলাষী ব্যক্তির রাত্রিকালে তিলোৎপন্ন খাদ্য ভক্ষণ গর্হিত। মলমূত্র দর্শন, উচ্ছিষ্টাবস্থায় মস্তক স্পর্শ এবং তুষ, অঙ্গার, ভস্ম, কেশ ও মৃন্ময়পাত্রের ভগ্নখণ্ডের উপর আরোহণ করা অবৈধ। পতিতের সহিত বাস করিলে নিজে পতিত হইতে হয়; অতএব তাহা করিবে না। শূদ্রকে কদাচ বৈদিকমন্ত্র শ্রবণ করাইবে না, তাহা করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যহানি ও শূদ্রের ধর্ম্ম হানি হয়; শূদ্রকে ধর্ম্ম উপদেশ দিবে না; তাহা হইলে শ্রেয়োহানি হইয়া থাকে। কারণ দ্বিজশুশ্রূষাই শূদ্রগণের পরমধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। মস্তককণ্ডূয়ন, মস্তকে করাঘাত, ক্রোশন ও কেশোল্লুঞ্চন শুভদায়ক নহে। লোভ বশতঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী ভূপালের প্রতিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মণ সবংশে তামিস্র প্রভৃতি একবিংশতি নরকে গমন করে। অকালে বিদ্যুদ্‌গর্জ্জন, বর্ষাকালে দিবাভাগে পাংশুবর্ষণ ও রাত্রিকালে মহা বায়ুধ্বনি হইলে অনধ্যায় কীর্ত্তিত হয়। উল্কাপাতে, ভূমিকম্পে, দিগ্‌দাহে, ধূমকেতূদয়ে, সায়ং ও প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ে, শূদ্রসন্নিধানে, রাজার সূতকাশৌচে, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে, অষ্টকা, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও প্রতিপদ্ তিথিতে, শ্রাদ্ধীয় পকান্ন ভোজনে, হস্তী ও উষ্ট্রের মধ্যগমনে, শৃগাল গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের নিনাদে, রোদনধ্বনি শ্রবণে, বহুলোকের সমাগমে, উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ নামক কর্ম্মে, নৌকায়, পথে, বৃক্ষোপরি, জলমধ্যে আরণ্যক নামক বেদৈকদেশের অধ্যয়নান্তে এবং বাণ ও সামবেদের নিনাদ শ্রবণে অনধ্যায় জানিবে। এই সকল অনধ্যায় কালে ব্রাহ্মণ কদাচ বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে না। ভেক, মার্জ্জার, কুক্কুর, সর্প ও নকুল গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করিলে অধ্যয়নে নিবৃত্ত থাকিবে। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতিথিতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। এই জগতে পরস্ত্রীগমন জীবনহানিকর, অতএব, তাহা দূরে পরিহার করিবে। পূর্ব্ববিভব গত হইয়াছে বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে; কারণ, উদ্যোগী পুরুষের পক্ষে বিদ্যা কি সম্পদ কিছুই দুর্লভ নহে। হে কুন্তযোনে! লোকে সত্য অথচ প্রিয় কথা বলিবে, সত্য অথচ অপ্রিয় বলিবে না ও মিথ্যা অথচ অপ্রিয়ও বলিবেনা, ইহাই ধর্ম্ম জানিবে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভদ্র (ভাল) এই কথা বলিবে, লোকের ভালই চিন্তা করিবে, ভদ্রসংসর্গ করিবে ও অভদ্রসঙ্গ কদাচ করিবে না। বুদ্ধিমান্ লোকে রূপহীন, নির্দ্ধন ও নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিকে নিন্দা করিবে না এবং অপবিত্র অবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য কি গ্রহনক্ষত্রাদি

দেখিবে না। বাক্যবেগ, মানসিক বেগ, লোভ, উৎকোচ, দ্যূত, দৌত্য ও আর্ত্তজনের দ্রব্য দূরে পরিহার করিবে। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় পাণি দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে। অনাতুর অবস্থায় অকারণে নিজ ইন্দ্রিয়ও স্পর্শ করিবে না। ব্রাহ্মণ অহোরাত্র শ্রুতিজপ, শৌচ ও আচার সেবন এবং পরের অনিষ্টবুদ্ধি না করিলে জাতিস্মর হইয়া থাকে। বৃদ্ধগণকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিবে, স্বকীয় আসন ছাড়িয়া দিবে, নিজে নীচে বসিবে ও গমনকালীন তাহাদিগের অনুগামী হইবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, বেদ, নৃপতি, সাধু, তপস্বী ও পতিব্রতা নারীর নিন্দা কদাচ করিবে না। মনুষ্যের স্তুতিবাদে বিরত থাকিবে, আত্মাবমাননা মনে স্থান দিবে না, উপস্থিত ত্যাগ করিবে না ও পরমার্থ উদ্ঘাটনে নিরস্ত হইবে। অধর্ম্ম করিলে প্রথমে বৃদ্ধি, শত্রুজয় ও সর্ব্বতোভাবে ভাল হয় বটে, কিন্তু পরিণামে সবংশে বিনষ্ট হইতে হয়। পরকীয় জলাশয়ে পাঁচ বার মৃৎপিণ্ড উদ্ধার করিয়া স্নান করিবে; নতুবা জলাশয়খননকর্ত্তার দুষ্কৃতের চতুর্থভাগ প্রাপ্ত হইতে হয়। দেশ ও কাল বিশেষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রে যথাবিধি দান করিলে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, সে রাজচক্রবর্ত্তী হয়। অন্ন দিলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী, জল দান করিলে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, রৌপ্য দিলে রূপবান্, দীপদান করিলে নির্ম্মলদৃষ্টি, গোদান করিলে সূর্য্যলোকবাসী, সুবর্ণ দিলে দীর্ঘজীবী, তিল দান করিলে সৎপুত্রবান, গৃহ দান করিলে অত্যুচ্চ সৌধপতি, বস্ত্র দিলে চন্দ্রলোকগামী, অশ্ব দিলে দিব্যবিমানস্বামী, বৃষ দান করিলে লক্ষ্মীবান্, শিবিকা পর্য্যস্তক দান করিলে সুভার্য্যাবান, ধান্য প্রদান করিলে সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী, অভয় দান করিলে ঐশ্বর্য্যবান্ ও বেদ দান করিলে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। বেদদান ও সর্ব্বস্বদান উভয়ই তুল্য। যে ব্যক্তি কোন উপায়ে বেদ দান করায় সে ব্যক্তিও দাতার সমান ফল প্রাপ্ত হয়। যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ ও দান করে, তাহারা উভয়েই স্বর্গীয় পুরুষ। অশ্রদ্ধায় দান কিংবা প্রতিগ্রহ করিলে অধঃপতিত হয়। অনৃতভাষণে যজ্ঞ, গর্ব্বে তপস্যা, কীর্ত্তনে দান ও ব্রাহ্মণনিন্দায় আয়ুহানি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গন্ধ, পুষ্প, কুশ, শয্যা, শাক, মাংস, দুগ্ধ, দধি, মণি, মৎস্য, গৃহ ও ধান্য এই সমস্ত উপস্থিত মাত্রেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। মধু, উদক, ফল, মূল, কাষ্ঠ ও অভয়দক্ষিণা এই সকলও অযাচিত উপস্থিত হইলে, নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকটে লইতে পারে। শূদ্রের মধ্যে দাস, নাপিত, গোপালনকারী, বংশের মিত্র, কৃষিকার্য্যকারী ও আত্মসমর্পক ইহাদিগের পক্ব অন্ন ভোজন বিধিবোধিত। এইরূপে মানব, দেব ঋষি ও পিতৃঋণ হইতে আত্মমোচন করিয়া পুত্রের হস্তে সমস্ত অর্পণপূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে। গৃহে থাকিয়াও জ্ঞান অভ্যাস করিবে অথবা কাশী আশ্রয় করিবে। সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভে কিংবা বারাণসী আশ্রয়ে মুক্তি হইতে পারে। একজন্মে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কাশীতে শরীর ত্যাগমাত্রে মুক্তি স্থিরকল্প আছে। আজ, কাল, পরশ্ব অথবা শতাধিক বৎসরে হউক, দেহের অবশ্যই পতন হইবে; কিন্তু কাশীতে হইলে মোক্ষলাভ করিবে। সেই কাশী সকলের লভ্য নহে, যে সদাচারী, তাহারই লভ্য; অতএব, বিদ্বান লোকে সেই সদাচারকে লঙ্ঘন করিতে হৃদয়ে স্থান দিবে না। স্কন্দের এই কথা শুনিয়া অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! সদাচারপ্রাপ্য সেই কাশার মাহাত্ম্য পুনরায় বল, হে স্কন্দ! আমি জিজ্ঞাসা করি, কাশীতে কোন কোন্ লিঙ্গ জ্ঞানদায়ক? কাশীতেই আমার মতি, কাশীতেই আমার রতি। কাশী বিনা আমি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় আছি; জাগরণ নাই, নিদ্রা নাই, ভোজন পান নাই,—কেবলমাত্র "কাশী" এই দুই অক্ষরসুধাপান করিয়া জীবনধারণ করিতেছি। অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া

তখন স্কন্দ কাশীমাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

অবিমুক্তেশ্বরাবির্ভাব।

স্কন্দ বলিলেন, হে মহাত্মন অগস্ত্য! মুক্তি-সম্পদ্দায়িনী কলুষনাশিনী কাশীর কথা শ্রবণ কর। অহো কি বিচিত্র! যাঁহাকে নিষ্প্রপঞ্চ, নিরাত্মক, নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, নিরঞ্জন, স্থূল, সূক্ষ্ম, পরমব্রহ্ম কহে, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও এই ক্ষেত্র ব্যাপিয়া বিরাজমান আছেন। তিনি কি অন্যত্র জীবগণের সংসারমোচনে সমর্থ নহেন? তাহা নহে; তবে যে এই স্থানেই তিনি স্থিরমুক্তি দিয়া থাকেন, তাহার কারণ শ্রবণ কর। অন্য স্থানে সেই পরমব্রহ্ম ভগবান্ শিব মহাযোগ, নিষ্কাম মহাদান কিংবা মহাতপস্যায় মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু স্থানে তিনি বিনা সেই মহাযোগে, বিনা সেই মহাদানে, বিনা সেই অতিদীর্ঘ তপস্যায় মুক্তি প্রদান করেন। তিনি যে, বহু বিঘ্নবাধাসত্ত্বে কাশী হইতে অন্তরিত করেন না, ইহাই মহাযোগ মধ্যে গণ্য; তপোযোগ ইহার অপর কারণ বটে। নিয়মপূর্ব্বক সুভক্তিসহকারে, বিশ্বনাথের মস্তকে যে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল দত্ত হইয়া থাকে, তাহাই এই স্থানে মহাদান। বিশুদ্ধ গঙ্গাজলে স্নান করিয়া মুক্তিমণ্ডপে ক্ষণকাল যে স্থিরভাবে উপবেশন করা হয়, তাহাই এই স্থানে অতিদীর্ঘ তপস্যা। কাশী-ক্ষেত্রে ভিক্ষুককে সৎকারপূর্ব্বক যে ভিক্ষা দেওয়া হয়, তুলাপুরুষদান তাহার ষোল কলার এক কলারও যোগ্য নহে। বিশ্বনাথকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, ক্ষণকাল যে ভগবানের দক্ষিণ ভাগে নেত্র-নিমীলন করিয়া থাকে, ইহাই মহাযোগ—সর্ব্বযোগের প্রধান। ক্ষুধা, তাপ বিগলিত করিয়া ও ইন্দ্রিয়চাপল্য দমন করিয়া কাশীতে অবস্থান করাই কঠোর তপস্যা। অন্য স্থানে প্রতিমাসে চন্দ্রায়ণ ব্রত করিলে যে ফল, এই স্থানে চতুর্দ্দশী তিথিতে নক্ত-ভোজনে সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে। অন্যত্র একমাস উপবাসে যে ফল উপার্জ্জিত হয়, এখানে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একাহ উপবাস করিলে নিশ্চিতই তাদৃশ ফল হইয়া থাকে। অন্যত্র চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে যে মহাফল হয় বলিয়া কথিত আছে, এই কাশীতে একাদশীর উপবাসে তাহা নিঃসংশয় হইবেই হইবে। ছয়-মাস অন্নত্যাগ করিলে অন্য স্থানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাশীতে এক শিবরাত্রি উপবাসে তাহা নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে। অন্যত্র মানব ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সংবৎসর উপবাস করিয়া যাদৃশ ফললাভে সমর্থ হয়, কাশীতে ত্রিরাত্র উপবাসে অবিকল তাদৃশ ফল হইয়া থাকে। হে মুনে! অধিক কি, প্রতি-মাসে কুশাগ্রভাগের জলপানে অন্যত্র যে ফল কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গার এক গণ্ডূষ জল-পান করিলে তাহাই হইয়া থাকে। কাশীর মহিমা অনন্ত, কোন্ ব্যক্তি তাহার বর্ণনে সমর্থ? যথায় ভগবান্ শিব মুমূর্ষু-ব্যক্তির কর্ণে মন্ত্র দিয়া থাকেন। আহা! ক্ষণকাল কি অনির্ব্বচনীয়ই মন্ত্র দিয়া থাকেন, যাহা শুনিয়া মরিলেও অমরত্বলাভ করিয়া থাকে। আহা! স্মররিপু স্বয়ং শঙ্কর, মন্দরপর্ব্বতে গমনকালে এই কাশীপুরী পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া পুনরায় তল্লাভের জন্য তোমার ন্যায় কি না সন্তপ্ত হইয়াছিলেন? অগস্ত্য কহি-লেন, হে প্রভো! নিদারুণ দেবগণ স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য আমাকে কাশীত্যাগ করাইয়া-ছেন, ভগবান হর কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন? সেই পিনাকধারী দেব আমার ন্যায় কি পরাধীন? তবে তিনি, নির্ব্বাণরত্নরাশি কাশী কি জন্য ত্যাগ করিলেন, বলুন। স্কন্দ বলিলেন, হে মুনে মিত্রাবরুণ-তনয়! তুমি যেমন দেব-গণের অনুরোধে পরোপকারের জন্য কাশী ত্যাগ করিয়াছ, তদ্রূপ ব্রহ্মার উপরোধে স্ব-

রক্ষার জন্য ভগবান্ রুদ্র কাশী ত্যাগ করিতে কেন বাধ্য হইয়াছিলেন, এতদ্বিষয়িণী কথা বলিতেছি; শ্রবণ কর। অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন। ব্রহ্মা, কৃপাসাগর ভগবান রুদ্রের নিকট কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কেনই বা প্রার্থনা করিয়াছিলেন,তাহা আমাকে বলুন। স্কন্দ কহিলেন, বিপ্র! পুরাকালে পাদ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ষষ্টিবর্ষ ধরিয়া সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল; তাহাতে নিখিল প্রাণী উৎপীড়িত হইল। কেহ সমুদ্র-তীরে, কেহ গিরিগুহায়, কেহ বা অতি নিম্ন জলপ্রায় ভূমিতে মুনিবৃত্তি অবলম্বনে কাল-যাপন করিতে লাগিল। ইহাতে পৃথিবী, গ্রাম-নগরশূন্য অরণ্যে পরিণত হইল সর্ব্বত্র নগরে পুরে পিশিতাশনের প্রাদুর্ভাব হইল; ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই অভ্রভেদী বৃক্ষমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ মহাচোরেরা আসিয়া চোরের উপরেও উৎপাত করিতে লাগিল। প্রাণরক্ষার্থ মাংস-ভোজন করিয়া প্রাণিগণের জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপে অরাজকতানিবন্ধন মর্ত্ত্যলোকের অনিষ্টাপাত-সূচনা হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সৃষ্টিচেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। তখন জগদ্যোনি ব্রহ্মা, প্রজাক্ষয় দেখিয়া মহা-চিন্তান্বিত হইয়া ভাবিলেন, "এই প্রজাক্ষয়ে যজ্ঞাদি কার্য্য লোপ পাইবে; তাহাতে দেখি-তেছি, যজ্ঞভুক্ দেবগণ ক্ষীণপ্রায় হইবেন।" তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিতে পাইলেন, সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের ন্যায় রিপুঞ্জয় নামে বজ্রপুরজয়ী বীর মনুবংশীয় রাজা অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিতেছেন। ব্রহ্মা তাঁহার নিকট গমন করিয়া সগৌরবে বলিলেন, "হে মহামতে! রাজন্, রিপুঞ্জয়! তুমি এই সমুদ্রপর্ব্বত-কাননবেষ্টিত ইলাবর্ষ পালন কর; তোমাকে নাগরাজ বাসুকি, শীলসম্পন্না অনঙ্গমোহিনী নাম্নী নাগকন্যা ভার্য্যার্থে প্রদান করিবেন। হে মহারাজ! স্বর্গের দেবগণও ত্বদীয় প্রজা-পালনে সন্তুষ্ট হইয়া রত্ন ও পুষ্পরাশি দিবেন; এই নিমিত্ত তোমার নাম 'দিবোদাস' হইবে; তুমি আমার প্রসাদে দিব্য সামর্থ্য লাভ করিবে।" অনন্তর রাজসত্তম রিপুঞ্জয়, ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তাঁহার বহু স্তব করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন, হে ত্রিভুবন-সৃজন-ক্ষম, মহামান্য পিতামহ! অপরাপর অনেক রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে বলুন; আমাকে কেন এই কথা বলিতেছেন? ব্রহ্মা কহিলেন, তুমি রাজ্য করিলে দেবতা বৃষ্টি করিবেন, কিন্তু পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কদাচ করেন না; এই-জন্যই তোমায় বলিতেছি। রাজা বলিলেন, হে পিতামহ! ইহা আপনার মহান অনুগ্রহ; অতএব আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম বটে, কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তাহা যদি করেন, তবে আমি নিষ্কণ্টকে পৃথি-বীতে রাজত্ব করিতে পারি। "হে পার্থিব! তোমার মনোগত অভিলাষ অবিলম্বে প্রকাশ কর, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে মনে ভাবিও, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।" রাজা বলিলেন, হে সর্ব্বলোক-পিতামহ! যদি আমায় পৃথিবীপতি হইতে হয় তবে দেবগণ মর্ত্ত্যলোকে না থাকিয়া স্বর্গে অবস্থান করুন। তাঁহারা তথায় থাকিলে ও আমি ভূতলে থাকিলে রাজ্য নিঃসপত্ন হইবে, তাহা হইলে প্রজালোক সুখ-প্রাপ্ত হইবে। তাহা শুনিয়া বিশ্বস্রষ্টা "তথাস্তু" বলিলে, নরেশ্বর দিবোদাস পটহ দ্বারা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "দেবতারা স্বর্গে গমন করুন, মদীয় পৃথিবীশাসন কালে তাঁহারা স্বর্গলোকে অবস্থান করুন, নাগগণ নাগলোকে প্রস্থান করুক, মনুষ্য সুস্থ হউক।" অত্রান্তরে ব্রহ্মা প্রণামপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরকে যেমন এই সমস্ত নিবেদন করিবেন, অমনি ভগবান্ ঈশান তাঁহাকে বলিলেন "হে লোকনাথ! আইস, মন্দর নামক ভূধর কুশদ্বীপ হইতে আসিয়া এই স্থানে বহুকাল ঘোরতর তপস্যা করিতেছে চল, তাহাকে বর দিতে যাই" ইহা বলিয়া পার্ব্বতীনাথ নন্দীভৃঙ্গীকে অগ্রসর করিয়া বৃষ

আরোহণে যথায় মন্দর তপস্যা করিতেছিল, তথায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রসন্নাত্মা দেবদেব বৃষধ্বজ তাহাকে বলিলেন, "হে পর্ব্বতরাজ! তোমার মঙ্গল হউক. উঠ উঠ, বর গ্রহণ কর। তাহা শুনিয়া সেই পর্ব্বত দেবদেব ত্রিলোচন মহেশ্বরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল, হে লীলাবিগ্রহধারিন্! প্রণতৈককৃপানিধে, শম্ভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও আমার অভিলষিত জানিতেছেন না—এ কি? হে শরণাগতপালক হে সর্ব্ববৃত্তান্তজ্ঞ! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকর্ত্তা ও আপনিই সর্ব্ব। হে প্রণতার্ত্তিভঞ্জক! যদি এই অতি শোচনীয়, যাচক পাষাণময়কে বর আপনার অবশ্যদেয় হইয়া থাকে, তবে আমি অবি-মুক্ত ক্ষেত্রের সমান হইতে ইচ্ছা করি,—অদ্য, নাথ! কুশদ্বীপে আমার মস্তকোপরি উমার সহিত সপরিবারে বাস করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। ইহা শুনিয়া সকলের সর্ব্বাভীষ্টদাতা শম্ভু যেমন ক্ষণকাল চিন্তা করিবেন, অমনি ব্রহ্মা অবসর বুঝিয়া প্রণাম পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, হে প্রভো! জগৎপতে! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমিও আপনার অনুজ্ঞাক্রমে যত্নপূর্ব্বক সেই সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাতে আবার ভূলোকে ষাট বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় প্রজা নষ্ট হইয়াছে; অতীব অরাজকতা ঘটিয়াছিল ও জগৎ ঘোর-দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া আমি মনুবংশীয় রিপুঞ্জয় নামক রাজর্ষিকে প্রজাপালনের জন্য রাজত্বে অভিষিক্ত করি-য়াছি। অভিষেক কালে মহাতপা মহাবীর্য্য সেই রাজর্ষি আমাকে এই সময়পাশে বদ্ধ করেন, "যদি আপনার আজ্ঞায় দেবগণ স্বর্গে থাকেন, নাগলোকে নাগেরা থাকে, তাহা হইলে রাজ্য করিব, নতুবা নহে।" আমি তাহাতে "তথাস্তু" বলিয়াছি, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন। তবে, হে কৃপানিধে! মন্দরকে এইরূপ বরপ্রদান করুন ও সেই নৃপতিও যাহাতে প্রজাপালন করেন, এই কামনা সিদ্ধ হউক। বিবেচনা করিয়া দেখুন, শতক্রতু ও তাঁহার রাজ্য, আমার দুই দণ্ড কালমাত্র স্থায়ী; নিমেষার্দ্ধ মধ্যে নিমিলনশীল মর্ত্ত্য ত গণ্যমধ্যে নহে। ইহা শুনিয়া ভগবান্ হর, বিধিরও গৌরব রক্ষা করিলেন এবং চারুকন্দরশোভিত মন্দরপর্ব্বতকে নির্ম্মল বোধ করিয়া তাহার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন। জম্বুদ্বীপ মধ্যে কাশী যেমন সদা নির্ব্বাণদায়িনী, কুশদ্বীপে সেইরূপ মন্দরগিরি বহুকাল নির্ব্বাণ-দায়ক হইয়াছিল। মন্দরপর্ব্বতে গমনকালে ভগবান শিব, সাধকগণকে সর্ব্বসিদ্ধি ও কাশীস্থ মৃত জন্তুদিগকে মোক্ষসম্পদ্ দিবার জন্য এবং ক্ষেত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধিরও অগোচর নিজ মূর্ত্তিময় লিঙ্গ স্থাপন করিয়া রাখিলেন; সুতরাং মন্দরাদ্রিতে গমন করিলেও পিনাক-পাণি এই কাশী ত্যাগ করেন নাই, বরং লিঙ্গরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন; অতএব ইহার নাম "অবিমুক্ত" হইল। পূর্ব্বে ইহার নাম "আনন্দবন" ছিল, কিন্তু তদবধি এই কাশী অবিমুক্ত নামে ভূতলে বিখ্যাত হইল। এইরূপে ক্ষেত্রের নাম অবিমুক্ত হওয়াতে লিঙ্গেরও নাম তাহাই হইল। এতদুভয়কে প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের পুনরায় গর্ভবাস করিতে হয় না। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গকে দেখিয়া জীবগণ সমুদয় কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। জগতে সকলেই বিশ্বেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, কিন্তু বিশ্বকর্ত্তা সেই বিশ্বেশ্বর, ভক্তিমুক্তিদাতা এই অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে কেহ কোন স্থানে কাহারও লিঙ্গ স্থাপন করেন নাই, অতএব লিঙ্গের আকার কিরূপ, ইহা আমা-দিগের মধ্যে কেহ জানিত না। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ অবিমুক্তের আকার দেখিয়া অপরাপর লিঙ্গ স্থাপন করিয়া-ছিলেন। এই অবিমুক্ত লিঙ্গই আদি লিঙ্গ,

ইহা হইতে ভূতলে লিঙ্গান্তরের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গের নাম শ্রবণে মনুষ্য আজন্মসঞ্চিত পাপ হইতে ক্ষণকাল মধ্যে অসংশয়ে মুক্ত হইয়া থাকে। দূরস্থিত ব্যক্তি যদি ইহাঁর নাম স্মরণ করে, তাহা হইলে জন্মদ্বয়ার্জ্জিত পাপ হইতে সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে। অবিমুক্তক্ষেত্রে অবিমুক্ত লিঙ্গ দেখিলে ত্রিজন্মকৃত পাপ বিদূরিত হয় ও পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। ইহাঁর স্পর্শে পাঁচ জন্মের অজ্ঞানকৃত পাপরাশি ধ্বংস হয়। ইহাঁর অর্চ্চনা করিলে মনোভীষ্ট সিদ্ধি হয়। আর জন্মভাগী হইতে হয় না; যথাশক্তি ও যথামতি যে ইহাঁর স্তব, অর্চ্চনা ও প্রণাম করে, সে ব্যক্তি জগতে অর্চ্চিত, স্তুত ও বন্দিত হইয়া থাকে। কাশীতে স্বয়ং বিশ্বনাথার্চ্চিত এই অনাদি অবিমুক্ত লিঙ্গকে মুক্তির জন্য ভক্তিসহযোগে মানবের সেবা করা কর্ত্তব্য। এই পৃথিবী মধ্যে নানা তীর্থস্থানে নানা লিঙ্গ আছেন, তাঁহারা মাঘ মাসের চতুর্দ্দশীতে এই অবিমুক্ত লিঙ্গের নিকট আসিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই লিঙ্গের নিকট, মাঘমাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীরাত্রি জাগরণ করে, সে সর্ব্বদা জাগরূক যোগিজনের গতিভাজন হইয়া থাকে। নানা তীর্থের লিঙ্গ সকল চতুর্ব্বর্গ ফলদায়ক হইলেও মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে এই স্থানে আসিয়া অবিমুক্ত লিঙ্গের উপাসনা করেন। অবিমুক্ত লিঙ্গের উপর দৃঢ় ভক্তিরূপ বজ্র যদি মনুষ্যের সংগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সঞ্চিত পাপরূপ পর্ব্বতের ভয়ে তাহাকে ভীত হইতে হয় না। এই লিঙ্গ চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং পাপিগণের অর্জ্জিত পাপশৈলমালা ক্ষয় পাইতে সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশ্বেশ্বরের পীঠস্থান এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে যাহারা অবিমুক্ত লিঙ্গকে দেখে নাই, তাহারা মোহান্ধ ও যে ব্যক্তি দর্শন করে, তাহাকে দেখিয়া কৃতান্তদেব দূর হইতে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই মহালিঙ্গকে দর্শন করিয়াছে ও হস্তে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার নেত্রনির্ম্মাণ ধন্য ও হস্ত সার্থক। যে জন পবিত্র হইয়া নিয়মপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা ইহাঁর জপ করে, সে স্থানান্তরে মৃত হইলেও কাশীমৃত্যুর ফল লাভ করিয়া থাকে। যে জন এই মহালিঙ্গকে দর্শন করিয়া গ্রামান্তরে যায়, অবিলম্বে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হয় ও নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া থাকে।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়

গৃহস্থধর্ম্ম।

স্কন্দ কহিলেন, আমি অবিমুক্তেশ্বরের মাহাত্ম্য তোমার অগ্রে বর্ণনা করিলাম; এক্ষণে যদি আর কিছু শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা পুনরায় বলিব। অগস্ত্য বলিলেন, হে ষণ্মুখ! অবিমুক্তের মাহাত্ম্য পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণদ্বয় সার্থক হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি আমার পরিতৃপ্তি হয় নাই। অতএব বল, কি উপায়ে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ ও অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়? স্কন্দ কহিলেন, হে মহামতে কুম্ভজ! যাহাতে এই শ্রেয়োদাতা অবিমুক্তের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে বিপ্র! যে পুণ্যপ্রভাবে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে, সেই পুণ্যের মূল স্মৃতিমার্গসেবা। হে মুনে! যে পুরুষ সেই স্মৃতিবিহিত পথে বিচরণ করে, তাহার সংস্পর্শে কলি ও কালভয় নষ্ট হইয়া যায় উক্ত কলি ও কাল, বধের জন্য সর্ব্বদা ছিদ্রান্বেষণে রত। যে ব্রাহ্মণ, নিষিদ্ধ আচরণ করে ও বৈধ কার্য্য করে না, তাহাকেই উহারা ঐ ছিদ্র পাইয়া বিনাশ করিয়া থাকে! অতএব, অগ্রে তোমায় নিষিদ্ধ আচরণের কথা বলিতেছি; উহা দূরে পরিহার করিতে পারিলে মনুষ্যের নরকগতি হয় না। গৃহস্থ ব্যক্তি পলাণ্ডু, বিড়বরাহ, বহুবারক ফল, (১) লশুন, গৃঞ্জন,

গোপেয়ূষ, (২) তণ্ডুলীয়, (৩) ও ছত্রাক (৪) ভক্ষণ করিবে না। ছেদনাধীন বৃক্ষনির্য্যাস, পায়স, অপূপ, (১) শস্কুলী, দেবতা (২) ও পিতৃলোকে অনিবেদিত মাংস এবং বৎসহীনা বা স্থানান্তরিতবৎসা গাভীর দুগ্ধ ভক্ষণে বিরত হইবে। অশ্বাদি একখুরবিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ, উষ্ট্র ও মেষদুগ্ধ পান করিবে না। রাত্রিকালে দধি ও দিবসে নবনীত ভক্ষণ করিবে না। টিটিভ, চটক, হংস, চক্রবাক, প্লব, (৩) বক, সারস, গ্রাম্যকুক্কুট, শুক, খঞ্জন এবং শরারি (৫) প্রভৃতি জালপাদ, মদ্গু (৬) প্রভৃতি মৎস্যভক্ষক ও শ্যেনাদি (৭) মাংসাশী পক্ষী ভোজন করিবে না। মৎস্য ও সমস্ত জীবের মাংস উভয়ই তুল্য, অতএব মৎস্য সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। কিন্তু বোয়াল ও রোহিত মৎস্য, দৈব ও পৈত্রাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ভোজন করিতে পারিবে। যাহারা মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারা, শশক, শল্যক, (৮) কচ্ছপ, সেধাখ্য, পশু,গোধা ও বিজ্ঞাত পশুপক্ষী ভোজন করিতে পারিবে। যদি দীর্ঘায়ু হইতে ও স্বর্গলাভ করিতে কামনা থাকে, তাহা হইলে যত্ন পূর্ব্বক মাংস ত্যাগ করিবে; কারণ যজ্ঞকার্য্যে পশুবধই স্বর্গের অনুকূল, অপর কার্য্যে কদাচ নহে। খণ্ড (৯) ও তৈলাদিস্নেহনির্ম্মিত ভিন্ন সমস্ত পর্য্যুষিত দ্রব্য ত্যাগ করিবে। মাংসভক্ষণ কদাপি অভিপ্রেত নহে, তথাপি শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে, ঔষধ রূপে, প্রাণাত্যয় স্থলে কিংবা ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাক্রমে মাংস ভক্ষণ করিলে দোষগ্রস্ত হইতে হয় না। লোভ বশতঃ মাংস ভক্ষণ করিলে গুরুতর পাপ হয়; এমন কি, যে মৃগয়া দ্বারা জীবিকা করিতে চাহে, তাহারও তাদৃশ পাপ হয় না। ব্রহ্মা যজ্ঞের নিমিত্ত মৃগ, পশু, বৃক্ষ ও ওষধির সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে হনন করিলে হিংসাপাপে লিপ্ত হইবে না, তাহাদিগেরও সদ্গতি হইবে। দেবতা, পিতৃলোক, মধুপর্ক ও যজ্ঞের নিমিত্ত প্রাণিহিংসা হিংসামধ্যে গণ্য নহে; কিন্তু ইহার অন্যত্র হিংসা করিলে নিস্তার নাই। যে মূঢ় ব্যক্তি আত্মপুষ্টির জন্য প্রাণিহিংসা করে, সেই দুরাচারের ইহকাল ও পরকাল, কোথায়ও সুখ হয় না। অনুমতিদাতা, বধকারী, অস্ত্র দ্বারা খণ্ডখণ্ডকারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেষ্টা ও ভোক্তা এই আট জনকে ঘাতক বলা যায়। যে জন শতবর্ষ ধরিয়া প্রতিবর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ও যে জন অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে না, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিরই বিশিষ্ট ফল হইয়া থাকে। সুখৈষী ব্যক্তি পরকে আপনার ন্যায় দেখিবে; সুখদুঃখ নিজের পক্ষে যেমন, পরের পক্ষে তদ্রূপই বিবেচনা করিবে। পরের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ করিলে, নিজের জন্য পরেরও তদ্রূপ করার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এই জগতে বিনাদুঃখে অর্থাগম হয় না; অর্থহীন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের সম্ভাবনা নাই; ক্রিয়াকলাপ না করিলে ধর্ম্মার্জ্জন ঘটে না; ধর্ম্মহীন হইলে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? সুখ সকলেরই বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি; অতএব যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের তাহা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ন্যায়ার্জ্জিত অর্থে পরলোকের কার্য্য করিবে এবং বিশুদ্ধকালে ও বিশুদ্ধভাবে যথাশাস্ত্র সৎপাত্রে দান করিবে। যে জন অবিধিক্রমে সৎপাত্রে দান করে, তাহার দান কেবল বৃথা হয় না, ফলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে জন বিপদুদ্ধার, ঋণমোচন ও কুটুম্বপালনের জন্য দান করিয়া থাকে, তাহার সেই দান নিঃসংশয় ইহকাল ও পরকালে অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজ অর্থে পিতৃমাতৃহীন লোকের উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার করিয়া দেয়, তাহার অনন্ত শ্রেয়োলাভ হয়। একজন দ্বিজ স্থাপন করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, তাহা অসংখ্য অগ্নিহোত্র বা অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে জন অনাথ ব্রাহ্মণযুবার বিবাহ দেয়, সে ইহকালে সুখী ও পরকালে অক্ষয় স্বর্গে বাস করে। পিত্রালয়ে যে কন্যা অপরি-

গীত অবস্থায় রজোদর্শন করে, তাহার পিতা ভ্রূণহত্যা পাপে পাপী হয় ও সেই কন্যা বৃষলী (শূদ্রা) হইয়া যায়। যে জন অজ্ঞান বশতঃ উক্ত কন্যাকে বিবাহ করে, সে বৃষলীপতি হয়; তাহার সহিত সম্ভাষণ কিংবা পংক্তিভোজন কদাচ করিবে না। কন্যা ও বর উভয়ের দোষ জানাইয়া পিতা সম্বন্ধ প্রণয়ন করিবে, নতুবা পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। নারীগণ সর্ব্বদাই পবিত্র, ইহাদিগের কোনমতে দোষ হয় না; কারণ, প্রতিমাসে যে রজঃ হইয়া থাকে, তাহা ইহাদিগের পাপরাশি বিনষ্ট করে। অগ্নি, চন্দ্র ও গন্ধর্ব্ব এই তিন জন প্রথমে তাহাদিগকে ভোগ করেন; পশ্চাৎ মনুষ্যে ভোগ করিয়া থাকে; এ মতে ইহারা কিছুতেই দোষগ্রস্ত হয় না। সোম স্ত্রীগণকে শুচিত্ব, অগ্নি সর্ব্বমেধ্যতা ও গন্ধর্ব্বেরা কল্যাণরাশি দিয়াছেন; অতএব তাহারা সদাই পবিত্র। অগ্নি রজঃকালে, চন্দ্র রোমোদ্গমে ও গন্ধর্ব্বেরা স্তনোদ্ভেদ সময়ে কন্যাকে ভোগ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাহার পূর্ব্বে ইহাকে সম্প্রদান করা উচিত। রোমদর্শন কালে বিবাহে সন্তান নষ্ট হয়, যৌবনচিহ্নপ্রকাশে বংশ থাকে না ও রজঃপ্রকাশ কালে পিতৃমরণ ঘটে, তজ্জন্য ঐ ঐ অবস্থা পরিত্যাগ করিবে। অতএব কন্যাদানের ফলপ্রার্থী হইলে রজোদর্শনের পূর্ব্বে কন্যাদান করিবে; নতুবা দাতা ফল প্রাপ্ত হয় না ও গ্রহীতা অধঃপতিত হইয়া থাকে। সোম প্রভৃতি দেবতাগণের ভোগের পূর্ব্বে কন্যদানের ফল হইয়া থাকে; তৎপরে দান করিলে দাতার স্বর্গলাভ হয় না। শয্যা, আসন, শণ, নেপালদেশীয় কম্বল, নারীর মুখ, কুশ ও সমস্ত যজ্ঞপাত্র, ইহাদিগকে পণ্ডিতেরা কদাচ দুষ্য বলেন না। দোহনকালে গোবৎসের মুখ, পক্ষিমুখভ্রষ্ট ফল, রতিকালে নারীর মুখ ও বধের জন্য মৃগগ্রহণকালে কুক্কুরের মুখ শুচি জানিবে। ছাগ ও অশ্ব-মুখ, গোপৃষ্ঠ, ব্রাহ্মণচরণ ও স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র। বলপূর্ব্বক উপভোগ করিলে বা চৌরহস্তগত হইলেও নারীকে ত্যাগ করিবে না; ইহার ত্যাগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। অম্লযোগে তাম্রপাত্রের, ভস্ম দ্বারা কাংস্যের রজো দ্বারা নারীর ও প্রবাহ থাকিলে নদীর শুদ্ধি হইয়া থাকে। যে নারী মনেও অন্য পুরুষ চিন্তা করে না, সে ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালে উমার সহিত একত্র সুখভোগ করে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, জননী, ইহারা কন্যাদানের অধিকারী। ইহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাশে পর পর ব্যক্তি কন্যাদান করিবে; না করিলে প্রতি ঋতুতে ভ্রূণহত্যাপাতক হইবে। ইহাদিগের অভাবে কন্য স্বয়ংবরা হইবে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে যতদিন না ঋতু হইতেছে, তাবৎ তাহাকে সকল অধিকারচ্যুত করিয়া, মলিন বস্ত্র পরাইয়া পিণ্ডমাত্র দিয়া ঘৃণিতভাবে অধঃশয্যায় বাস করাইবে; পরে ঋতু হইলে তাহার শুদ্ধি হইবে। কিন্তু গর্ভ কি বা গর্ভপাত ও পতিবধ প্রভৃতি মহাপাতক স্থলে তাহাকে ত্যাগ করা বৈধ। শূদ্র কেবল শূদ্রাকে; বৈশ্য শূদ্রা ও বৈশ্যাকে; ক্ষত্রিয় শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়াকে এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ও এই তিনবর্ণেরই কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে। বিপ্র, শূদ্রাকে শয্যায় তুলিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয় ও তাহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যাহার দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিকে দেয়বস্তু শূদ্রাই সম্পাদন করে, তাঁহারা তাহা ভোজন করেন না, সে ব্যক্তিও স্বর্গলাভে বঞ্চিত হয়। যে গৃহে ভগিনী প্রভৃতি কুলস্ত্রীগণ সম্মান প্রাপ্ত হয় না। তাহা অভিচারহতের ন্যায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া, কি সম্পদ্, কি বিপদ্, সকল সময়েই সম্মান করিবে; তাহা করিলে সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে। যথায় নারীগণ ঐ সমস্ত লাভে প্রফুল্ল হইয়া থাকে, তথায় দেবতারা বিহার করেন ও ক্রিয়াকলাপ সমস্তই সফল,

হয়। যে গৃহে পতি পত্নীতে ও পত্নীপতিতে সন্তুষ্ট থাকে, তথায় কল্যাণ পদে পদে ঘটিয়া থাকে। জপের নাম অহুত, হোমের নাম হুত, ভূতবলির নাম প্রহুত, পিতৃসন্তৃপ্তির নাম প্রাশিত ও ব্রাহ্মণপূজার নাম ব্রাহ্মাহুত কহে; এই পঞ্চযজ্ঞ যে ব্রাহ্মণ করে, সে কদাচ অবসন্ন হয় না; কিন্তু ইহাদিগের অননুষ্ঠানে পঞ্চসূনাদোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে দেখিলে কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে সুখ ও শূদ্রকে সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিবে। জন্মাবধি অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত শিশু বলা যায়, উহার যাবৎ না উপনয়ন হয়, তাবৎ খাদ্যাখাদ্য দোষ নাই। পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফল হইয়া থাকে, কিন্তু না করিলে প্রত্যবায় আছে, অতএব যত্ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে। মাতা, পিতা, গুরু, পত্নী, সন্তান, অনুজীবিবর্গ, অভ্যাগত, অতিথি ও অগ্নি এই নয় জন মাত্র পোষ্যবর্গ, মধ্যে গণ্য। বহু লোকে যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার জীবনই সার্থক; নচেৎ যে ব্যক্তি আপন উদরমাত্র ভরণ করে, তাহাকে জীবন্মৃত জ্ঞান করিবে। বিভূতিপ্রার্থী ব্যক্তির দীন, অনাথ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দান করা উচিত, নতুবা দান না করিলে পরভাগোপজীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গৃহস্থ সুশীল, দয়ালু, ক্ষমাশীল এবং দেবতা ও অতিথির প্রতি ভক্তিমান্ হইলে ধার্ম্মিক নামে কথিত হয়। যে ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে মধ্যম দুই প্রহর মাত্র নিদ্রায় যাপন করে ও হুতাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করে, তাহার কদাপি অবসাদ ঘটে না। কোন ব্যক্তি গৃহে আগত হইলে সর্ব্বদা এই নয়টী অমৃত ব্যয় করিবে—সামবাক্য, সৌম্যদৃষ্টি, সৌম্যমুখ, সৌম্যচিত্ত, অভ্যুত্থান, স্বাগতপ্রশ্ন, সস্নেহ সম্ভাষণ, সমীপে উপবেশন ও পশ্চাদ্‌গমন—ইহাদিগকে গৃহস্থের উন্নতিকারণ জানিবে। আসন, পাদপ্রক্ষালনের জল, যথাশক্তি ভোজন, ভূমি, শয্যা, তৃণ, পানীয় জল, তৈল ও দীপ এই নয়টি অল্পব্যয়ের কার্য্য ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য; তাহাতে সিদ্ধি হইয়া থাকে। পিশুনতা, পরদাসসেবা, ক্রোধ, পরাপকার, অপ্রিয়, অনৃত, দ্বেষ, দম্ভ ও মায়া এই নয়টী স্বর্গপথের প্রতিবন্ধক, অতএব গৃহস্থের ত্যাজ্য। স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, বৈশ্বদেববলি, অতিথিসেবা ও পিতৃতর্পণ এই নয়টি কার্য্য গৃহস্থ প্রতিদিন অবশ্য করিবে। হে মুনে! গোপনীয় নয়টী কি?—বলিতেছি, শ্রবণ কর;—জন্মনক্ষত্র, মৈথুন, মন্ত্র, গৃহচ্ছিদ্র, বঞ্চনা, আয়ু ধন, অপমান ও স্ত্রী এই সকল কোন মতেই প্রকাশ করিবে না। গোপনে কৃত পাপ, নিষ্কলঙ্কতা, ঋণদান, ঋণশোধ, নিজবংশ, ক্রয়, বিক্রয়, কন্যাদান ও গুণগরিমা এই নয়টা প্রকাশ করিবে; তদ্ভিন্ন কিছুই কোন স্থানে প্রকাশ করিবে না। মাতা, পিতা, গুরু, দীন, অনাথ, উপকারক ব্যক্তি, সৎপাত্র, মিত্র ও বিনীত এই নয় জনকে দান করিলে অনন্ত ফলদায়ক হয়। চাটুকার, কুশীলব, তস্কর, কুবৈদ্য, ধূর্ত্ত, শঠ, কিতব, বন্দী ও মন্দলোক, এই নয় জনকে দান করা কোন ফলদায়ক নহে। সন্তানসত্ত্বে সর্ব্বস্ব, পত্নী, শরণাগত ব্যক্তি, অল্পকালের জন্য গচ্ছিত বস্তু, বন্ধক দ্রব্য, কুলবৃত্তি, দীর্ঘকালের জন্য গচ্ছিত বস্তু, স্ত্রীধন ও পুত্র এই নয়টী বস্তু বিপদে পতিত হইলেও কদাপি দেয় নহে; যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ দান করে, বিনা প্রায়শ্চিত্তে তাহার শুদ্ধি হয় না। এই নয়টী নবক অর্থাৎ একাশীতি বিষয়ে যাহার জ্ঞান হয়, সে লক্ষ্মীবান্ হইয়া থাকে। আর একটী নবকের কথা বলিতেছি, ইহা সর্ব্বজনের স্বর্গফলদায়ক ও ধর্ম্মসাধন; যথা—সত্য, শৌচ, অহিংসা, ক্ষমা, জ্ঞান, দয়া, দম, অস্তেয় ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। গৃহস্থ ব্যক্তি স্বর্গমার্গদায়িনী, সজ্জনাভিমতা, পবিত্র, সমুদয়ে এই নবতি (নব্বুই) অভ্যাস করিলে অবসাদ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি রসনা, ভার্য্যা, পুত্র, ভ্রাতা, মিত্র, ভৃত্য ও আশ্রিত ইহারা বিনয়সম্পন্ন; তাহার গৌরব

নীত অবস্থায় রজো থাকে। মদ্যপান, অসৎসঙ্গ, ভ্রূণহত্যা পাপে প ইতস্ততোভ্রমণ, অকালে শয়ন ও (শূদ্রা) হইয়া বাস—এই ছয়টী নারীগণের ব্যভি- উক্ত কন্যাকে কারণ। যে জন উচিত মূল্যে ধান্য- তাহার সর্ করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহাকে কদাচ বার্দ্ধুষিক কহে; তাহার অন্ন ভক্ষণ করিবে দোষ না। অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি ও নহে অন্তে বার্দ্ধুষিককে দেখিয়া পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন। ব্যভিচারিণী রমণীকে মহিষী বলা যায়; সেই দুষ্টা নারীকে যে পুরুষ কামনা করে, তাহাকে মাহিষিক বলিয়া থাকে। যে নারী নিজ বৃষ পরিত্যাগ করিয়া পরবৃষে রমণ করে, তাহাকে বৃষলী কহে, নতুবা শূদ্র- পত্নী বৃষলী নহে। অন্ন যাবৎকাল উষ্ণ থাকে ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করা হয় এবং যাবৎকাল হবির্গুণ ব্যক্ত না করা হয়, তাবৎ- কাল পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন। বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন শ্রোত্রিয় গৃহে আগত হইলে পরমগতি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া ওষধিগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং শৌচাচারভ্রষ্ট বেদ- বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ আসিলে "আমি কি পাপ করি- য়াছি আমায় ইহার উদরে যাইতে হইল" এই বলিয়া রোদন করিয়া থাকে। যাহার উদরগত অন্ন বেদাভ্যাসপরিশ্রমে জীর্ণ হয়, সে ব্যক্তি দাতার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন দশপুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকে সর্ব্বমুণ্ডন, গোবৃষের অনুগমন, রাত্রিকালে গোষ্ঠে বাস ও বৈদিক মন্ত্র শ্রবণ করিবে না। স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন করিতে গেলে অঙ্গুলিদ্বয়পরিমিত কেশ ছেদন করিবে, আর সমস্ত কেশ রাখিবে। কিন্তু কি রাজা, রাজপুত্র বা বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ, সকলেরই সর্ব্বমুণ্ডন করিতে হইবে; না করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কেশরক্ষা করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ হইবে ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দ্বিগুণ দক্ষিণা দিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিবাহাগ্নি গ্রহণ না করিয়া আপনাকে গৃহস্থ বোধ করে, তাহার অন্নভোজন করা উচিত নহে ও তাহাকে বৃথাপাক বলিয়া থাকে। অনগ্নিক অকৃতদার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্ত্বে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ করে, তাহাকে পরিবেত্তা ও তদীয় জ্যেষ্ঠকে পরিবিত্তি কহে। উক্ত পরিবেত্তা, পরিবিত্তি ও যে নারীকে বিবাহ করে, সেই পরিবিন্না স্ত্রী, ইহারা সকলে দাতা ও যাজকের সহিত নরক- গামী হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি ক্লীব, দেশান্তরস্থ, মূক, সন্ন্যাসী, জড়, কুব্জ, খর্ব্ব ও পতিত হয়, তবে ঐরূপ বিবাহে দোষ নাই। যে জন অর্থের লোভে বেদবিক্রয় করে। সে তাহার যত অক্ষর দেয়, তত ভ্রূণ হত্যা পাপে পাপী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পুনরায় মৈথুনসেবা করে, সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ কাল বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। শূদ্রান্ন, শূদ্র- সহবাস, শূদ্রসহ একত্র উপবেশন ও শূদ্র হইতে কোন বিদ্যালাভ এই সমস্তই জলন্ত ব্রাহ্মণকেও পতিত করিয়া থাকে। যে অজ্ঞানান্ধ ব্রাহ্মণগণ, শূদ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পাক করে, তাহারা ব্রহ্মতেজোভ্রষ্ট হইয়া ভীষণ নরকে গমন করে। ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ, ব্যঞ্জন ও লবণ হস্তে করিয়া দিবে না; দিলে দাতার ফল হয় না ও ভোজনকর্ত্তা পাপ ভোগ করিয়া থাকে। লৌহময় পাত্রে করিয়া অন্ন দিবে না; দিলে ভোজনকারী বিষ্ঠা ভোজন করে ও দাতা নরক- গামী হয়। অঙ্গুলি দ্বারা দন্তধাবন, (দুগ্ধের সহিত) কেবল লবণ ভোজন ও মৃত্তিকাভক্ষণ গোমাংস ভক্ষণের তুল্য জানিবে। জল, পায়স, ভিক্ষা, ঘৃত ও লবণ হস্তে করিয়া দিলে গ্রহণ করিবে না; কারণ তাহা গোমাংস তুল্য অভক্ষ্য। যদি এক জন মূর্খ সম্মুখে থাকে ও গুণবান্ ব্যক্তি দূরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই দান করিবে; মূর্খকে অতিক্রম করার জন্য কোন পাপ হইবে না। আর যদি বেদজ্ঞানশূন্য বিপ্র তথায় থাকে, তাহাকেও অতিক্রম করিয়া দিলে কোন দোষ হইবে না; কারণ প্রজ্বলিত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া কেহ কখন ভস্মে আহুতি দিয়া থাকে না। যে ব্যক্তি সন্নিহিত

এই মহাপাতককে দর্শন করিবে। বঙ্গবাবর

বেদাধ্যয়নপর ব্রাহ্মণকে ভোজন ও দান বিষয়ে অতিক্রম করে, তাহার সপ্তকুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যায়। গোপালক (রাখাল), বণিক্‌বৃত্তি, শিল্পজীবী, নটবৃত্তিজীবী, ভৃত্যভাবাশ্রিত ও বৃদ্ধিজীবী (সুদখোর) ব্রাহ্মণের প্রতি শূদ্রবৎ ব্যবহার করিবে। দেবদ্রব্যের বিনাশে ব্রহ্মস্ব হরণে ও ব্রাহ্মণের অতিক্রমে কুল আশু বিনষ্ট হইয়া যায়। "গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে দান করিও না" যে ব্যক্তি বলে, সে শতবার তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া চাণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বাক্যে "দিব" বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত না করিলে, তাহা ইহলোকের ও পরলোকের ধর্ম্মসঙ্গত ঋণ জানিবে। যজ্ঞশেষকে অমৃত ও ভোজনশেষকে বিঘস কহিয়া থাকে: প্রতিদিন সেই অমৃত ও বিঘস ভোজন করিবে। বস্ত্র নাম অংশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নাভিদেশে অবস্থান করিলে একবস্ত্র কহে; দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে তাহা বর্জ্জন করিবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স্নানান্তে যে পিতৃতর্পণ করে, তাহাতেই সে সম্পূর্ণ পিতৃযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভোজনের মধ্যে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া এক গণ্ডূষ জলপান করে, সে দৈব, পৈত্র ও আপনাকে দূষিত করে। গণ, গণিকা, গ্রামযাজী ও প্রথম গর্ভকালে স্ত্রীলোকের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হয়। যে দুরাত্মার গৃহে ব্রাহ্মণ, পক্ষ ও মাস মধ্যে ভোজন করে না, তাহার অন্ন ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে। যজ্ঞকারী, যজ্ঞে, দীক্ষিত, যতি, ব্রহ্মচারী ও কর্ম্মকারী ঋত্বিক্‌গণের জননাশৌচ হয় না। অজীর্ণ প্রকাশ, বমন, শ্মশ্রুবপন, মৈথুন, দুঃস্বপ্নদর্শন ও দুর্জ্জনস্পর্শ ঘটিলে স্নান করা কর্ত্তব্য। শ্মশানবৃক্ষ, শ্মশানযূপ, শিবনির্ম্মাল্যভোজী ও বেদবিক্রয়ী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে সবস্ত্র জলপ্রবেশ করিবে! অগ্নিগৃহে, গোস্থানে ও দেবব্রাহ্মণ-সন্নিধানে বেদাধ্যয়ন, ভোজন, পান ও পাদুকা পরিত্যাগ করিবে। খল ও ক্ষেত্রগত ধান্য, বাপী ও কূপস্থিত জল এবং গোষ্ঠগত দুগ্ধ এই সকল অগ্রাহ্য লোকের হইলেও গ্রহণ করিতে পারিবে। মস্তক প্রাবরণে বেষ্টন করিয়া, দক্ষিণাস্য হইয়া ও পাদুকা পরিধান করিয়া যাহা ভোজন করা হয়, তাহা রাক্ষসেরা ভোজন করিয়া থাকে। মণ্ডল না করিয়া ভোজন করিলে, রাক্ষসপিশাচাদি নৃশংসেরা অন্নের রস হরণ করিয়া লয়। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ মণ্ডল আশ্রয় করিয়া থাকেন; অতএব ভোজন কালে মণ্ডল করিবে। মণ্ডল করিতে হইলে ব্রাহ্মণে চতুষ্কোণ করিবে; ক্ষত্রিয়ের ত্রিকোণ, বৈশ্যের বর্ত্তুল ও শূদ্রের অভ্যুক্ষণ করিলেই হইবে। ক্রোড়দেশে, পাণিতলে এবং জীর্ণবস্ত্র, আসন ও শয্যার উপরে ভোজনপাত্র রাখিয়া ও মলাদিদূষিত হইয়া ভোজন করিবে না। ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রথারোহী, বেদখড়্গধারী ব্রাহ্মণগণ, ক্রীড়ার্থেও যাহা বলিবেন, তাহা পরম ধর্ম্ম জানিবে। ধর্ম্মকামনাপর ব্যক্তি রাত্রিকালে দধিসংযুক্ত ভৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না; ভোজন করিলে তাহার ধর্ম্মহানি ও ব্যাধিপীড়া হইয়া থাকে। ফাণিত, দুগ্ধ, জল, লবণ, মধু ও কাঞ্জিক (কাঁজি) হস্তে করিয়া দিলে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। যে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি গন্ধ, আভরণ ও মাল্য প্রদান করে, সে, যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তথায় সন্তুষ্ট ও উত্তম গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। নীলীবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র দূরে পরিহার করিবে; কিন্তু শয্যায় স্ত্রীলোকের ক্রীড়ার্থ সংযোগে দোষ ঘটে না। পালনে, বিক্রয়ে ও তদ্ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে ব্রাহ্মণ অপবিত্র হইয়া থাকে; তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত না করিলে শুদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তি নীলাবস্ত্র ধারণ করে, তাহার স্নান, দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, পিতৃতর্পণ ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ বৃথা হয়। যে ব্রাহ্মণ নিজ অঙ্গে নীলীবস্ত্র ধারণ করে, সে বস্ত্রে যত পরিমাণে সূত্র থাকে, তাবৎ সে নরকে বাস করে এবং অহোরাত্র উপবাস করিয়া গব্যগব্য ভক্ষণে তাহার শুদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের

অন্ন পয়ঃ, বৈশ্যের অন্ন অন্ন ও শূদ্রের অন্নকে রুধির বলিয়া থাকে। বৈশ্যদেব কার্য্য, হোম, দেবার্চ্চনা, জপ ও ঋকৃযজুঃসামবেদসংযোগে ব্রাহ্মণের অন্ন 'অমৃত' হইয়া থাকে। ব্যবহারানুরূপ ও ন্যায়ানুসারে অর্জ্জন হয় বলিয়া প্রজাপালন নিবন্ধন ক্ষত্রিয়ের অন্নকে 'পয়ঃ' বলিয়া থাকে। কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য প্রভৃতি হইতে হলকর্ষরূপ যজ্ঞ করিয়া বৈশ্যের অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব তাহাকে "অন্ন" নাম দিয়া থাকে। অজ্ঞানতিমিরান্ধ মদ্যপানরত ও বেদবর্জ্জিত হওয়ায় শূদ্রের অন্ন "রুধির" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি সামান্য কারণে বৃথা শপথ করিবে না; বৃথা শপথ করিলে তাহার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহ বিষয়ে, গোভক্ষ বিষয়ে, ধনক্ষয়কালে ও ব্রাহ্মণাদির উপকার স্থলে শপথ করিলে পাপ হয় না। ব্রাহ্মণকে সত্যপ্রমাণে, ক্ষত্রিয়কে যান ও অস্ত্রস্পর্শে, বৈশ্যকে গো, বীজ ও কাঞ্চনস্পর্শে এবং শূদ্রকে সমস্ত পাতক দ্বারা শপথ করাইবে। ইহাকে অগ্নি আহার করাইবে, জলে নিমগ্ন করিবে অথবা স্ত্রী পুত্রের মস্তক স্পর্শ করাইবে। যম যমপদবাচ্য নহে, আত্মাকে যম বলিয়া থাকে; যে ব্যক্তি সেই আত্মসংযম করিয়াছে, তাহার যমেও কিছু করিতে পারে না। তীক্ষ্ণ অসি, বিষধর সর্প অথবা নিত্য ক্রুদ্ধ শত্রু তাদৃশ ভয়াবহ নহে, যেমন অসংযত আত্মা ভয়প্রদ হইয়া থাকে। লোকে যে ক্ষমাশীলকে অসমর্থ বোধ করে, এই একমাত্র দোষ তাহার আছে, দ্বিতীয় দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দশাস্ত্রে রত, রমণীয়গৃহপ্রিয়, ভোজনাচ্ছাদনপরায়ণ অথবা লৌকিকবৃত্তিগ্রহণাসক্ত ব্যক্তির মুক্তিলাভ হয় না। যে ব্যক্তি সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, বেদাধ্যয়নে রত ও অহিংসক তাহারই নিঃসংশয়ে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কাশীতে শীল, ইন্দ্রিয়জয়, যোগ বা দেবার্চ্চনা কিছুই চাই না; এই সকল বিনা, অনায়াসে মুক্তি হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের সেবাই যোগ, কাশীপুরীতে নিবাসই তপস্যা, তথায় দানই ব্রত ও উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নানই নিয়ম। স্কন্দ কহিলেন, যে ব্যক্তি ন্যায়ার্জ্জিতধন, তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, অতিথিসেবাপরায়ণ, শ্রাদ্ধকারী, ও সত্যবাদী, সে গৃহস্থ হইলেও এই কাশীতে মুক্তি পাইয়া থাকে। এই কাশীতে গৃহস্থ দীন, অন্ধ, কৃপণ ও যাচকগণকে বিশেষতঃ অন্ন দিলে ও গৃহস্থোচিত কর্ম্ম করিলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এইরূপ আচরণশীল মনুষ্যের প্রতি কাশীনাথ প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে কাশীপ্রাপ্তি হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। এই কাশীর সেবা করিলেই সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অশেষবিধ দান করা হইয়া থাকে।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪০॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

যোগাভ্যাসকীর্ত্তন।

স্কন্দ কহিলেন, গৃহস্থের এইরূপ সদাচার সকল প্রতিপালিত হইলে, তিনি যখন দেখিবেন যে, তদীয় দেহের মাংস সমুদায় লোল-হইয়াছে, কেশ পরিপক্ব হওয়ায় মস্তক শুভ্র হইয়াছে তখন তিনি তৃতীয় (বানপ্রস্থ) আশ্রম আশ্রয় করিবেন। গৃহী, পুত্রের পুত্র পরিদর্শন করিয়া, পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার উপযুক্ত পুত্রে সমর্পণপূর্ব্বক অথবা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বনবাসী হইবেন। তখন ঐ বানপ্রস্থী, চর্ম্ম-বাস পরিধান করিয়া স্বীয় নিত্যহোম-সাধন অগ্নির রক্ষা করিবেন। মুনিজনোচিত বন্য ফলমূলাদি দ্বারাই তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। তিনি, নখ লোম শ্মশ্রু প্রভৃতি কর্ত্তন না করিয়া মস্তকে বিপুল জটাভার বহন করত সায়ং ও প্রভাত সময়ে স্নান করিবেন এবং শাক মূল ফলাদি দ্বারাই নিত্য পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠায়ী হইয়া, তাহা দ্বারাই ভিক্ষুক বা অতিথিদিগের পরিতোষ

করিবেন। বানপ্রস্থাশ্রমী কাহারও সমীপে কিছু গ্রহণ করিবেন না, কাহাকে কোন বস্তু সঙ্কল্প করিয়া দানও করিবেন না; তিনি নিয়ত দান্ত ও বেদপাঠতৎপর থাকিয়া স্বীয় বৈবাহিক অগ্নিতে প্রত্যহ যথাবিধি আহুতি প্রদান করিবেন এবং নিজায়াসে সমাহৃত ফলমূলাদি দ্বারা হবনীয় হবির প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়া স্বয়ংকৃত লবণ ও ফলোদ্ভূত স্নেহদ্রব্যই ভক্ষণ করিবেন। বানপ্রস্থাশ্রমী সর্ব্বপ্রকার মাংসাহারে বিরত থাকিয়া বর্ষমধ্যে আশ্বিনমাসে পূর্ব্বাহৃত. শাকমূফলাদিভক্ষণ হইতেও নিবৃত্ত হইবেন এবং গ্রাম্য ফল মূল ও কর্ষণজাত অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। দন্তোলূখলিক বা অশ্মকুট্টী হইয়াই দিন যাপন করিবেন। প্রাত্যহিক অন্নই প্রতিদিন সঞ্চয় করিবেন, অথবা একমাসোপযোগী অন্ন পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত রাখিবেন, কিংবা স্বীয় সাধ্যানুসারে ভাবী মাসত্রয়ের বা ছয়মাসের উপযোগী ফলমূলাদি পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত রাখিবেন। তিনি রাত্রিতে আহার কি এক দিবস অন্তর আহার, কিংবা তিন দিন অন্তর আহার, চন্দ্রায়ণব্রত ও পক্ষান্তে বা মাসান্তে আহার করিবেন কিংবা বৈখানসবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কেবল শাকমূলফলাশী হইয়া তপশ্চরণে দেহকে শুষ্ক করিয়া সর্ব্বদাই পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তি সাধন করিবেন। নিত্যহোমীয় অগ্নিকে সঙ্গে লইয়া কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট, বাসস্থান রূপে আশ্রয় না করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন, প্রাণ ধারণের জন্য কেবল বনবাসী তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষা করিবেন কিংবা আহার কালে কেবল গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া অষ্টগ্রাস মাত্র অন্ন ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিবেন। বনবাসী এইরূপে নিজ আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে ব্রহ্মলোকেও পূজিত হইবেন। এইরূপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহন করিয়া চতুর্থভাগের প্রারম্ভেই সর্ব্ববিধ সঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। দেবঋণ, পিতৃঋণ ও মনুষ্যঋণ পরিশোধ ও পুত্রোৎপাদন না করিয়া কিংবা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া, যে ব্যক্তি, প্রব্রজ্যা-আশ্রয়ে অভিলাষ করে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি, অন্ত্যাশ্রমী হইয়া প্রাণিগণের কোনরূপ ভয়ের কারণ না হয়, যাবৎ জীবই তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া থাকে বলিয়া অন্ত্যাশ্রমী আত্মজ্ঞানলিপ্সু হইয়া অগ্নি ও গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী অসহায় অবস্থায় নিয়ত বিচরণ করিতে সমর্থ হন। তিনি কেবল আহারার্থে গ্রামে প্রবেশ করিবেন। এবং কদাচ জীবন বা মৃত্যুকামনা না করিয়া, ভৃত্য যেরূপ প্রভুনিদেশানুবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ, কেবল কালের প্রতীক্ষা করিবেন। এক মুক্তির অভিলাষী থাকিয়া, বিশ্বে সমজ্ঞান রাখিয়া, সর্ব্বত্র মমতাশূন্য বৃক্ষমূলে বাস করিবেন। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং নির্জ্জনবাস, এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ব্যতীত যতির অপর পঞ্চম কর্ম্ম কিছুই নাই। উক্ত অন্ত্যাশ্রমী আষাঢ়াদি মাস-চতুষ্টয় কোন স্থানে গমন করিবেন না; কারণ ঐ সময় গমনা-গমনে বীজাঙ্কুর ও বহুতর জীবের হিংসা হয়। যতি, জন্তুগণের উপর পাদন্যাস না করিয়া গমন করিবেন, বস্ত্রশোধিত জল পান করিবেন, অনুদ্বেগকর বাক্য কহিবেন এবং কদাচ কিছুতেই ক্রুদ্ধ হইবেন না; আর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া, নির্দ্দিষ্ট আবাসবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মানুধ্যানপর ও আত্মমাত্রসহায় হইয়া, কেশ-নখাদি ছেদন না করিয়া, সর্ব্বদা অবস্থান করিবেন। ভিক্ষু, কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান, দণ্ডধারণ ও ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভক্ষণ করিয়া, যশোলাভবাসনা পরিহারপূর্ব্বক অলাবু, দারু, মৃত্তিকা বা বেণুনির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করিবেন; কদাচ তৈজস পাত্র গ্রহণ করিবেন না। যতি ব্যক্তি যদি একটীমাত্র কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন, তবে, তাঁহার প্রতিবার সহস্র গোবধের পাপ হয়; ইহা শ্রুতিতে কথিত আছে এবং যদি কোন কামিনীকে কামুক হই হৃদয়ে ধারণ করেন, তাহা হইলে দুই কোটি ব্রহ্মকল্পকাল কুম্ভীপাক নরক ভোগ করেন।

যতি দিবারাত্রির মধ্যে একটী বার ভিক্ষার্থ বিচরণ করিবেন, তাহাতেও অধিক গ্রহণ করিবেন না। যখন গৃহস্থের গৃহ, পাকধূম-রহিত মুশলধ্বনিশূন্য ও পাকযোগ্য অঙ্গারবিহীন হইবে এবং আহারান্তে উচ্ছিষ্ট শরাব সকল পরিত্যক্ত হইবে, নিত্য ঐ সময় যতি ভিক্ষা করিবেন। যতি আহারসঙ্কোচ ও নির্জ্জনবাস করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও রাগদ্বেষাদিশূন্য হইলে, নির্ব্বাণপদ সহজে লাভ করিতে পারেন। যাহার গৃহে যতি ক্ষণকাল বিশ্রাম করেন, তাহার অন্য পুণ্যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সে উহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া থাকে; এবং যতি যাহার গৃহে একরাত্র বাস করেন, সেই গৃহস্থের আজীবনসঞ্চিত পাপপুঞ্জ দগ্ধ হইয়া যায়। যিনি যে আশ্রমীই হউন না কেন, সকলেই দেহের বার্দ্ধক্য, উৎকট রোগযাতনা, মৃত্যু, পুনরায় গর্ভপ্রবেশ, গর্ভে দারুণ ক্লেশ, অনন্তযোনিতে বাস, প্রিয়জনের সহিত বিয়োগ, অপ্রিয়জনের সহিত মিলন, অধর্মানুষ্ঠান জন্য দুঃখ, পুনরায় নরকবাস, নরকে অশেষ যাতনা-ভোগ, স্ব স্ব কর্ম্মদোষে বিবিধ অসদ্গতি, দেহের অস্থায়িত্ব এবং একমাত্র ব্রহ্মের নিত্যতা এই এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া মুক্তির জন্য যত্ন করিবেন। যে সকল যতি, ভিক্ষাপাত্র পরিত্যাগ করিয়া, নিজ করতলকেই ভিক্ষাধার করেন, তাঁহাদের দিন দিন শতগুণ পুণ্যসঞ্চয় হয়। সাধু এইরূপে ক্রমিক চারি আশ্রমের সেবা করিয়া রাগদ্বেষাদি ও সঙ্গ পরিহার করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। বুদ্ধিহীন মানবের অবশ আত্মা কেবল সংসারমায়ায় বদ্ধ হয়; কিন্তু সেই আত্মা বুদ্ধিমান্ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সদ্গতি লাভ করে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, উপনিষদ্বিদ্যা, ভাষ্য, সূত্র, ও অন্য যে কিছু বেদানুসারী বাঙ্ময়শাস্ত্র—এই সকলের বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস ও অনাসক্তি, ইহারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি কারণ। সেই আত্মরূপী ব্রহ্ম সকল আশ্রমীরই জিজ্ঞাস্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও অতি যত্নে দ্রষ্টব্য। আত্ম-জ্ঞানেই মুক্তি হয়, যোগ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান হয় না, সেই যোগও বহুকাল অভ্যাসেই সিদ্ধ হয়। অরণ্যবাস বা শাস্ত্রাভ্যাস, কিংবা দান, ব্রত, যজ্ঞ, তপস্যা, পদ্মাসন, নাসাগ্রদর্শন, আচার, মৌনীভাব অথবা নিয়ত মন্ত্রজপ করিলে যোগ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু তদ্বিষয় অতি আগ্রহসহকারে পুনঃপুনঃ বিফল হইয়াও বিরক্ত না হইয়া একমাত্র অভ্যাস করিলে, তাহা সুসিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি আত্মাকেই এক-মাত্র আশ্রয় বিবেচনা করিয়া, নিয়ত তাহাতেই ক্রীড়া করে ও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে; তাহার নিকট যোগসিদ্ধি অতি সুলভ। এই সংসারে যাহার নিকট আত্মেতর কিছুই নাই, সেই আত্মজ্ঞানী যোগিবরই ব্রহ্মপদ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক, আত্মার সহিত মনের সংযোগই যোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; কেহ বা প্রাণের সহিত অপানবায়ুর সংযোগকে যোগ বলেন। অপর ব্যক্তিগণ বিষয়ে ইন্দ্রিয়-যোগকেই যোগ বলেন! সেই বিষয়াসক্তচিত্ত মূঢ়গণ কদাচ জ্ঞান বা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত মনোবৃত্তির নিরোধ না হয়, তাবৎ যোগসম্বন্ধী অলীক প্রবাদেরও সম্ভাবনা নাই। যিনি মনের বৃত্তি সকল রোধ করিয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মায় মিলিত করেন; তিনিই যোগী ও মুক্তি তাঁহার করস্থা। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বৃত্তিশূন্য করিয়া, মনে লীন করিবে; সেই মনকে জীবাত্মায় লীন করিয়া, ঐ জীবের ভাব সকল দূর করত তাঁহাকে ব্রহ্মে বিলীন করিবে, ইহারই নাম ধ্যান এবং যোগ! এতদ্ভিন্ন যে কিছু, সকলই গ্রন্থের বাহুল্য পরিচায়ক মাত্র। সকলে ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব বাদের বিরোধী হয়; কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না। যেমন অবিবাহিতা কুমারী, পুরুষসঙ্গমজনিত সুখ জানিতে পারে না এবং জন্মান্ধ নিকটে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিতা হইলেও জানিতে পারে না, অযোগী পুরুষের নিকট ব্রহ্মও তদ্রূপ। পরমাত্মা নিত্য

ও অতিসূক্ষ্ম বলিয়া সহজে তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায় না; তিনি যোগাভ্যাসরত পুরুষের নিকটই অতি সুলভ। বাতাহত সলিলের মত জীবের চিত্ত নিয়ত অস্থির বলিয়া তাহাকে সর্ব্বথা অবিশ্বাস করিবে। অস্থির চিত্তকে স্থির করিবার উপায়,—প্রাণ বায়ুর নিরোধ। বায়ুনিরোধের উপায়,—আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই ষড়ঙ্গ যোগের নিয়ত অভ্যাস। সংসারে যত জীব-যোনি আছে, তৎপরিমাণ আসনপ্রকারও আছে। তন্মধ্যে সিদ্ধাসন ও পদ্মাসন এই দুইটী শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদান করে। মেঢ় পীড়া না দিয়া বাম উরুতে দক্ষিণ উরু বিন্যাস করিয়া উপবেশনকে সিদ্ধাসন কহে; উহা যোগে সম্যক্ সিদ্ধিদান করে এবং উহার অভ্যাসে দেহ দৃঢ় হয়। দক্ষিণচরণ বাম উরুতে কিংবা বামচরণ দক্ষিণ উরুতে বিন্যাস করিয়া উপবেশন করিলে পদ্মাসন হয়। পদ্মাসনে বসিয়া পশ্চাদ্ভাগ দিয়া করদ্বয় দ্বারা পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, ইহাতে শরীর অতি সুদৃঢ় হয়। অথবা স্বস্তিকাদি আসনসমূহের মধ্যে যে আসনে বসিয়া যোগীর সুখানুভব হইবে, তিনি তাহাতে বসিয়াই যোগাভ্যাস করিবেন। জল বা অগ্নির সন্নিকটে, জীর্ণ অরণ্য বা গোষ্ঠে দংশ বা মশকাকীর্ণ স্থানে, গ্রামস্থ প্রধান বৃক্ষমূলে বা চত্বরে কিংবা কেশ ভস্ম অঙ্গার তুষ বা অস্থি প্রভৃতিতে দূষিত স্থানে, কিংবা পূতিগন্ধময় বা বহুজনাকীর্ণ স্থানে যোগাভ্যাস করিবে না। যে স্থানে কোনরূপ বিঘ্নসম্ভাবনা নাই, পরন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের সুখবোধ হয় ও মনের আনন্দ হয়, সেই ধূপমাল্যাদির গন্ধে আমোদিত স্থানে যোগাভ্যাস করিবে। অত্যন্ত আহারে ক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত্ত, মলমূত্রের বেগধারক, পথশ্রান্ত, অথবা চিন্তিত না হইয়াই যোগাভ্যাস করিতে হয়। চরণদ্বয় উরুদ্বয়ের উপর উত্তানভাবে রাখিয়া, দক্ষিণ উরুর উপরে বামকর দিয়া, দক্ষিণহস্ত উন্নত করিয়া এবং বক্ষস্থলে মুখ রাখিয়া, নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া, দন্তে দন্ত স্পর্শ না করিয়া, জিহ্বা তালুতে স্থিরভাবে রাখিয়া, সংবৃতবদন হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক অনতি নিম্ন বা অনতি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া, উত্তম, মধ্যম ও লঘুভেদে প্রাণায়াম করিবে। বায়ু চঞ্চল থাকিলে, সমস্তই চঞ্চল হয় ও উহা স্থির থাকিলে সকল ইন্দ্রিয়ই স্থির থাকে; এ কারণ যোগী স্থিরতা লাভ করিবার বাসনায় বায়ু-রোধ করিবেন। যাবৎ দেহে প্রাণবায়ু থাকে, সে পর্য্যন্তই লোক জীবিত থাকে এবং ঐ প্রাণবায়ুর নির্গমনকে মরণ বলে; অতএব উহাকে অতি যত্নে রক্ষা করিবে। যাবৎ শরীরে প্রাণবায়ু আবদ্ধ থাকে, যে পর্য্যন্ত মন বাহ্যবৃত্তিশূন্য হইয়া স্থির থাকে এবং যাবৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি নিবিষ্ট থাকে; সে পর্য্যন্ত জীব মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি পায়। ব্রহ্মাও কালভয়ে নিয়ত প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। যোগিগণও প্রাণবায়ু রোধ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ঐ সময় দ্বাদশ মাত্রা মন্ত্রের জপকে লঘু এবং তাহার দ্বিগুণ মাত্রা মন্ত্রজপকে মধ্যম ও তাহার ত্রিগুণ মাত্রা মন্ত্রজপকে উত্তম প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ স্বেদ, কম্প ও বিষাদ উৎপন্ন হয়। লঘু প্রাণায়ামে স্বেদ, মধ্যমে কম্প ও উত্তমে বিষাদ হইয়া থাকে; কিন্তু নিয়ত অভ্যাস করিতে থাকিলে, ঐ সকলও অন্তর্হিত হয়। এইরূপে যোগী ক্রমশঃ প্রাণ নিরোধ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং ইহার অভ্যাসে যোগী যথায় গমনে ইচ্ছা করেন, তথায় বায়ুভরে গমন করিতে পারেন। প্রাণবায়ুকে হঠাৎ রোধ করিলে, উহা রোমকূপ দিয়া নিঃসৃত হইয়া, দেহকে বিদীর্ণ করে ও কুষ্ঠাদি রোগের কারণ হয়; অতএব বন্যহস্তীর মত ইহাকে ক্রমশঃ রোধ করিবে। বন্যগজ বা সিংহ যেমন শাসকের শাসনে থাকিয়া ক্রমশঃ মৃদু হয়, পরে তাহার কোন আজ্ঞাই লঙ্ঘন করে না; তদ্রূপ, যোগীর হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ুও ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে নিরুদ্ধ হইয়া আজ্ঞাবহ হয়। এই বায়ু দক্ষিণ ও বামমার্গে নাসারন্ধ্র দিয়া ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল পর্য্যন্ত বাহিরে

প্রয়াণ করিয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম "প্রাণ"। যে সময় সকল নাড়ীচক্র অনাকুলভাবে বিশুদ্ধি লাভ করে, তখনই যোগী প্রাণায়াম করিতে সমর্থ হন। প্রথমে আসনসিদ্ধ হইবেন, পরে চন্দ্রনাড়ী (ইড়া) দ্বারা বায়ুপূরণ করিবেন, তৎপরে সূর্য্যনাড়ী (পিঙ্গলা) দ্বারা রেচন করিলে প্রাণায়াম হয়। যোগী চন্দ্রবীজসংযুক্ত গলিত সুধারাশি চিন্তা করত প্রাণায়াম দ্বারা তৎক্ষণাৎই বিমল সুখ অনুভব করেন। সূর্য্যনাড়ীতে ঐ বায়ুকে আকৃষ্ট করত তাহা-দ্বারা জঠরগুহা পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমশঃ কুম্ভকানুষ্ঠানে চন্দ্রনাড়ী দ্বারা রেচন করিবে। জ্বলিত বহ্নিরাশি তুল্য সূর্য্যকে হৃদয়ে চিন্তা করত এই বাম দক্ষিণ প্রাণায়াম দ্বারা সুখ লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকার মাসত্রয় প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে, যোগীর নাড়ীচক্র সকল বিশুদ্ধ হয়। তাহাতে তিনি প্রাণসিদ্ধ হন। সিদ্ধপ্রাণ হইলে ইচ্ছানুসারে প্রাণ ধারণ করিতে পারেন এবং তদীয় জঠরানল প্রদীপ্ত ও নাদধ্বনির অভিব্যক্তি হয় এবং কদাচ কোন রোগ তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। দেহস্থ বায়ুকে প্রাণ কহে ও তদ্ঘটিত শ্বাসময়ী মাত্রা প্রাণায়ামরূপে কথিতা হয়। অধম প্রাণায়ামে শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও মধ্যম প্রাণায়ামে শরীর কম্পমান হয়। বদ্ধপদ্মাসন হইয়া উত্তম প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, দেহ ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; প্রাণায়াম করিলে শারীরিক দোষসমূহ ও প্রত্যাহার করিলে সঞ্চিত পাপরাশি বিলুপ্ত হইয়া থাকে; ধারণাবলে মন ধৈর্য্য ধারণ করে; ধ্যানবলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হয়; সমাধিবলে শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয়ে মুক্তিলাভ হয় এবং আসনবলে শরীর দৃঢ় হয়। এই ছয়টীই যোগের অঙ্গ। দ্বাদশটী প্রাণায়ামে একটী প্রত্যাহার হয়, দ্বাদশ প্রত্যাহারে একটী ধারণা হয়, দ্বাদশ ধারণায় একবার একবার ধ্যান হয়; ইহাতেই ঈশ্বরসাক্ষাৎকার লাভ হয়। দ্বাদশ ধ্যানে একবার সমাধি হয়, সমাধির পর অনন্ত স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হয়; উহাকে যিনি দেখিতে পান, তাঁহার কোনরূপ কার্য্যে অধিকারিতা থাকে না ও পুনরায় সংসারে গমনাগমন করিতে হয় না। যে সময় প্রাণ-বায়ু আকাশে অবস্থিত হয়, তখন ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যের মধুরধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় ও পরেই সিদ্ধি লাভ হয়। যোগীর প্রাণায়ামানুষ্ঠানে সকল ব্যাধি দূর হয় এবং ঐ প্রাণায়াম অযোগী পুরুষ কর্তৃক বলপূর্ব্বক অভ্যস্ত হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, এবং মস্তকে, নেত্রে ও কর্ণে বেদনা প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে; অতএব পরিমিতরূপে বায়ুত্যাগ, তদ্রূপে বায়ুর পূরণ ও তদ্রূপেই বায়ুকে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলে, যোগী সত্বর সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। বাহ্যবিষয়ে যদৃচ্ছায় বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণকে যোগ দ্বারা তাহা হইতে প্রত্যাহরণকে প্রত্যাহার কহে। কচ্ছপ যেমন স্বীয় অঙ্গসমূহ প্রত্যাহৃত করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রত্যাহার-বিধানে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহরণ করেন; তিনি নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। চন্দ্র তালুদেশে থাকিয়া অধোমুখে অমৃত বর্ষণ করেন ও সূর্য্য নাভিদেশে থাকিয়া ঊর্দ্ধমুখে সেই অমৃত গ্রাস করেন। এমত কার্য্য করিবে, যাহাতে ঊর্দ্ধে নাভি ও অধোদেশে তালু থাকে তাহা হইলে সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে ও চন্দ্রকে অধো-দেশে রাখিতে পারা যায়। এই বিপরীতাখ্য কার্য্য অভ্যাসসাহায্যেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাণায়ামবিধানজ্ঞ যোগী কাকচঞ্চুনিভ নিজমুখ দ্বারা অত্যন্ত শীতল প্রাণধারক বায়ু পান করিয়া দেবত্ব লাভ করেন। তালু মধ্যে জিহ্বা রাখিয়া ঊর্দ্ধমুখে অমৃত পান করিলে, ছয় মাসের মধ্যেই দেবতা হইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে যোগী ঊর্দ্ধজিহ্ব হইয়া স্থিরভাবে অমৃত পান করেন, তিনি পক্ষমধ্যেই মৃত্যুকে জয় করেন এবং জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা মূলভাগস্থ ছিদ্র স্পর্শ করিয়া সুধাময়ী দেবীকে ধ্যান করিলে ছয়মাস মধ্যে কবি হইয়া থাকেন। যে যোগীর দেহ অমৃতে পরিপূর্ণ, তিনি দুই তিন বর্ষ মধ্যেই

ঊর্দ্ধরেতা ও অণিমাদিসিদ্ধিসম্পন্ন হন। যোগী আসনসিদ্ধ, প্রাণায়ামানুষ্ঠায়ী ও প্রত্যাহারসম্পন্ন হইয়া ধারণা অভ্যাস করিবেন। মনকে স্থির করিয়া হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চভূতের ধারণাকেই ধারণা বলা যায়। হরিতালবর্ণা লকারযুক্তা ব্রহ্মময়ী চতুষ্কোণ ভূমিকে হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিবে, ইহাকে ক্ষিতিধারণা কহে। অর্দ্ধচন্দ্র-সন্নিভ, বিষ্ণুদৈবত, বকারসংযুক্ত ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র অম্বুতত্ত্বের কণ্ঠদেশে ধ্যান করিলে, অম্বু জয় করা যায়। তালুস্থিত ইন্দ্রগোপ কীট-বিশেষের ন্যায় দৃশ্যমান রকারসংযুক্ত রুদ্রদৈবত ত্রিকোণ তেজ চিন্তা করিলে বহ্নি বিজিত হন। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে গোলাকৃতি অঞ্জনাভ যকারসংযুক্ত ঈশদৈবত তত্ত্বের ধ্যান করিলে, বায়ুকে জয় করা যায়। ব্রহ্মরন্ধ্রে সদাশিবসংযুক্ত হকার-বীজী শান্ত আকাশতত্ত্ব চিন্তা করত তথায় পঞ্চ-ঘটিকা পরিমিত কাল প্রাণবায়ুকে মনঃসংযোগে নিরোধ করিলে, ব্যোমধারণা করা হয়; ইহা মোক্ষদ্বারের কপাটস্বরূপ বিঘ্নরাশিকে উৎপাটন করিতে সমর্থা হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের ধারণা, যথাক্রমে স্তম্ভনী, প্লাবনী, দহনী, ভ্রামণী এবং শমনী, এই পাঁচ নামে কথিতা হয়। যথার্থ বিষয়ে মনের স্থিরতার নাম চিন্তা, 'ধ্যৈ' ধাতুর অর্থও তাহাই, অতএব চিন্তাই উক্ত ধাতুসিদ্ধ ধ্যান শব্দের অভিধেয়। সেই চিন্তা সগুণ নিগুর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। বর্ণভেদে চিন্তা সগুণ, কেবল চিন্তা নিগু‍র্ণ এবং সমন্ত্রক চিন্তা সগুণ ও মন্ত্ররহিত চিন্তা নিগু‍র্ণ বলিয়া খ্যাত হয়। সুখাবহ আসনে উপবিষ্ট হইয়া অন্তরে মনকে, বাহিরে চক্ষুকে রাখিয়া, শরীরের সমতাসম্পা-দনকে অতি সিদ্ধিপ্রদ ধ্যানমুদ্রা কহে। স্থিরা-সন যোগী কর্ত্তৃক একটীবার ধ্যান করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও সে পুণ্য লাভ হয় না। যে পর্য্যন্ত কর্ণাদিতে শব্দাদিতন্মাত্রা থাকে, তাবৎ ধ্যানা-বস্থা। অতঃপর সমাধিদশা বলে। পাঁচদণ্ড কাল চিত্তের স্থিরতাকে ধারণা, ষষ্টিদণ্ড কাল চিত্তের স্থিরতাকে ধ্যান এবং দ্বাদশ দিন চিত্তের স্থিরতাকে সমাধি বলিয়া থাকে। যেমন জলে সৈন্ধব যোগ করিলে একাকার হয়, তদ্রূপ আত্মা ও মনের একীভাব সমাধি নামে কথিত আছে। যে সময় প্রাণ ক্ষীণ হয়, চিত্ত বিলীন হয়, সেই সমরসতাকেই পণ্ডিতগণ সমাধি বলেন। এই দেহে জীবাত্মা পরমাত্মার সমতা পাইলে, যাবৎ বাসনা তিরোহিত হয়, উহাকে সমাধিদশা বলে। সমাধিস্থ যোগীর, আত্মীয় বা পর, শীত বা গ্রীষ্ম, কিছুই অনুভব হয় না এবং কাল তাঁহার সীমা করিতে পারেন না। কৃতকর্ম্ম তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না, শস্ত্র বা অস্ত্র তদীয় দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। যে যোগী মিতাহারী হইয়া বিহার, নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত করিয়া সকল কার্য্যের সাধনচেষ্টাকে পরিমিতভাবে করেন, তিনি সহজে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যিনি হেতু ও দৃষ্টান্তের অলক্ষ্য, বাক্য ও মনের অগোচর এবং বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম; তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞানীরা তত্ত্ব বলিয়া অবগত আছেন। যোগীর ষড়ঙ্গ যোগাভ্যাসে নির্ভীক নিরাময় নিরালম্ব পরমব্রহ্মে বিলয় হয়; যেমন ঘৃত ঘৃতমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ঘৃতই হয় এবং ক্ষীরে ক্ষীর দিলে সকলই ক্ষীরময় হইয়া থাকে, তদ্বৎ যোগী পরব্রহ্মে বিলয় হইলে তন্ময়তাই লাভ করেন। সর্ব্বদা শ্রমসম্ভূত ঘর্ম্ম-জলে শরীর মর্দ্দন করিবে এবং ক্ষীরভোজী হইয়া কটু বা উষ্ণদ্রব্য ও লবণ ভক্ষণ করিবে না। জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করত ক্রোধ, লোভ ও মাৎসর্য্য পরিহার করিয়া একবর্ষ কাল এইরূপ অভ্যাস করিলে যোগী নামে অভিহিত হন। যিনি মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা উড্ডিয়ান, জালন্ধর ও মূলবন্ধ পরি-জ্ঞাত হন; তিনি যোগে সিদ্ধিলাভ করেন। নাড়ীসমূহের শোধন, চন্দ্রনাড়ী ও সূর্য্যনাড়ীর মিলন এবং উত্তমরূপে রসশোষণকেই মহী-মুদ্রা বলিয়া থাকে। বামপদ দ্বারা জননেন্দ্রিয় পীড়ন করত বক্ষঃস্থলে চিবুক রাখিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা লম্বিতদক্ষিণচরণ ধরিয়া,প্রাণবায়ুতে উদর-

পূর্ণ করিয়া, পরে তাহা রেচন করিলে মহামুদ্রা করা হয়; ইহাতে মহাপাতকরাশিও বিনষ্ট হয়। এইরূপে প্রাণায়াম ইড়াতে অভ্যস্ত হইলে, পিঙ্গলায় অভ্যাস করিবে। যখন পূরকাদির সংখ্যা সমান হইবে, তখন মুদ্রা পরিত্যাগ করিবে। ইহার অভ্যাসে যোগীর পথ্যাপথ্যের অবিচারে কোন ক্ষতি নাই। অপকারী রস সকল তাহার দেহে নিজশক্তি দেখাইতে পারে না, এমন কি কঠোর বিষপান করিলেও অমৃতের মত জীর্ণ হয়। মহামুদ্রার অভ্যাসে ক্ষয়, কুষ্ঠ, অর্শ, গুল্ম ও অজীর্ণ প্রভৃতি কঠিন রোগ বিনষ্ট হয়। কপালকুহরে জিহ্বাকে বিপরীতগামিনী রাখিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিশ্চল-দৃষ্টিস্থাপনকে খেচরী মুদ্রা কহে; যিনি উক্ত মুদ্রা বিশেষ অবগত আছেন, তিনি কর্ম্মবিপাকে লিপ্ত হন না ও কদাচ কাল বা রোগ তাঁহাকে অধীন করিতে পারে না। ইহার অভ্যাসকালে জিহ্বা ও মন খে অর্থাৎ শূন্যে বিচরণ করে, এইজন্য এই মুদ্রার নাম খেচরী; সিদ্ধগণের নিকট ইহার যথেষ্ট আদর আছে! যাবৎ দেহে বিন্দু স্থিরভাবে থাকে, সে পর্য্যন্ত মৃত্যুভয় থাকে না বলিয়া এই বিন্দুনির্গমনিবারণী খেচরী-মুদ্রা অতি প্রশংসনীয়া! দিবারাত্র মহাপ্রাণ উড্ডীন করেন বলিয়া, বক্ষ্যমাণ বন্ধের নাম উড্ডিয়ান; ইহাতে হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ দিয়া জানুদ্বয় জঠরে ও নাভির উর্দ্ধদেশে ক্রমিক অবস্থাপিত করিবে। ইহার অভ্যাসে মৃত্যুভয় বিদূরিত হয়। যাহাতে অধোগামী জলাদিকে কণ্ঠদেশে শিরাসমূহ দ্বারা রক্ষা করা যায়, তাহা সকল দুঃখবিনাশন জালন্ধরবন্ধ নামে অভিহিত হয়। কণ্ঠের সঙ্কোচসূচক এই জালন্ধরবন্ধ অভ্যস্ত হইলে ললাটসম্ভূত অমৃত আর জঠরাগ্নিতে পতিত হয় না এবং শরীরস্থ বায়ুও চঞ্চল হয় না। পার্ষ্ণিভাগ দিয়া যোনি সম্পীড়িত করিয়া পায়ু সঙ্কোচ পূর্ব্বক অপান বায়ুকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিলে মূলবন্ধ হয়; ইহা দ্বারা প্রাণের সহিত অপান অভিন্ন হইলে, ক্ষয় হয়; তাহাতে বৃদ্ধও অল্প-কালে যুবার ন্যায় শক্তিধারণ করে। জীব প্রাণ ও অপান বায়ুর বশে থাকিয়াই নিয়ত চঞ্চল হইয়া বাম ও দক্ষিণ মার্গে উর্দ্ধ ও অধোভাগে গমন করে; ক্ষণকালও স্থির হইতে পারে না। যেমন রজ্জুবদ্ধ পক্ষী উড়িলেও পূর্ব্বস্থানে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বাদি গুণে আবদ্ধ জীব প্রাণায়ামকালে প্রাণ ও অপান কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দেহেই অবস্থিত হয়। অপানবায়ু কর্তৃক প্রাণ আকৃষ্ট হয় ও প্রাণবায়ু অপানকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই বায়ুদ্বয় ক্রমিক উর্দ্ধে ও অধো-ভাগে অবস্থিত আছে; যোগীই ইহাদের মিলন করিতে সমর্থ হন। জীব, হকার বীজ দ্বারা নির্গত হইয়া পুনরায় সকার বীজে প্রবেশ করেন বলিয়া, সর্ব্বদাই 'হংস' এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; জীব এক অহোরাত্রে ষট্শতাধিক একবিংশতি সহস্র বার এই মন্ত্র জপ করেন, ইহাকে "অজপা" গায়ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইহার সঙ্কল্পমাত্রেই মানবকে পাপ আশ্রয় করিতে পারে না। যোগীর যে সকল উপস্থিত হইলে যোগের হানি হয়, সেই বিঘ্ন সকল কহিতেছি। দূরগত বার্ত্তা শ্রবণ বা দূরস্থিত পদার্থ দর্শন ও নিমিষার্দ্ধ মধ্যে শতযোজন পথ চলিবার ক্ষমতা হয় এবং অদৃষ্ট অশ্রুত শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ সকল স্বপ্নরূপে পরিজ্ঞাত হয়, অতিশয় মেধাশক্তি ও গুরুতর ভার লঘু বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ং কখন কৃশ, কখন স্থূল, ক্ষণে মহান্, ক্ষণে অণু হন এবং পরদেহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন; পশুপক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারেন, দেহ দিব্যগন্ধশালী হয়, দিব্য দেহধারী হইয়া দিব্য বাক্য কহিতে থাকিয়া দিব্য কন্যাগণের প্রার্থনীয় হন; এই প্রকার বিঘ্নসমূহ যোগসিদ্ধির সূচনা করিয়া থাকে। যোগীর চিত্ত যদি এই সকল বিঘ্নে অভিভূত না হয়, তবেই তাঁহার পরকালে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ পরম পদ লাভ হয়। যাহা পাইলে সংসারে আর আসিতে হয় না বা কিছুরই জন্য শোক করিতে হয় না, হে কুম্ভ-

যোনে! ষড়ঙ্গযোগবলে তাহা লাভ করা যায়। একজন্মে কিরূপে ঈদৃশ যোগসিদ্ধি হইবে এবং যোগসিদ্ধি ব্যতিরেকেও কিরূপে এ সংসারে নির্ব্বাণপদ লাভ হয়? হে কুম্ভযোনে! এতাদৃশ যোগ কিংবা কাশীতে দেহত্যাগ, এই দুইটাই মুক্তির উপায়। এই কলিকালে জীবের চিত্ত অতিশয় চঞ্চল ও পাপস্পর্শে মলিন এবং আয়ুও অতি অল্পকাল বলিয়া এরূপ যোগাভ্যাস দুর্ঘট; তদ্দর্শনে দয়াময় বিশ্বেশ্বর কাশীক্ষেত্রে মুক্তিদাতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। কাশীতে যেমন অতি সুখে মুক্তিলাভ হয়, অন্যত্র যোগাদি নানা উপায়েও তেমন অল্পায়াসে জীব মুক্তি পায় না। কাশীতে অবস্থান সম্পূর্ণ যোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; এ যোগে যেমন শীঘ্র মুক্তি হয়, তেমন অন্য কোন উপায়ে হয় না। কাশীতে বিশ্বেশ্বর, বিশালাক্ষী গঙ্গা, কালভৈরব ঢুণ্ঢিরাজ ও দণ্ডপাণি এই ছয়টা যোগের অঙ্গ। এখানে এই ষড়ঙ্গযোগের নিয়ত সেবা করিলেই দীর্ঘ যোগনিদ্রার সহায়ে মুক্তিপদ লাভ হয়। ঐ স্থানে ওঙ্কারনাথ কৃত্তিবাসাঃ, কেদারেশ্বর, ত্রিপিষ্টপেশ্বর, বীরেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর, এই ছয়টীও যোগের অন্যবিধ অঙ্গ। অসি ও বরণাসঙ্গম, জ্ঞানবাপী, মণিকর্ণিকা, ব্রহ্মহ্রদ ও ধর্ম্মহ্রদ, এই ছয়টীও সেই যোগের অন্যবিধ অঙ্গ। হে নরবর! কাশীতে এই ষড়ঙ্গের সেবা করিলে জীবের পুনরায় জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কাশীতে গঙ্গায় অবগাহনই মহাপাপনাশিনী মহামুদ্রা; ইহার অভ্যাসে মুক্তিলাভ হয়। কাশীর পথে বিচরণকে খেচরী মুদ্রা কহে; ইহা অভ্যস্ত হইলে নিশ্চয় খেচর অর্থাৎ দেবতা হয়। দূরদেশ হইতে উড্ডীন হইয়া কাশীতে আগমনের নাম উড্ডিয়ানবন্ধ; ইহা অভ্যস্ত হইলে মুক্তিদান করে এবং বিশ্বেশ্বরের স্নানসম্ভূত দেবদুর্লভ জল মস্তকে ধারণ করিলে জালন্ধরবন্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শতবিঘ্নে ব্যাকুল হইয়াও সুধী ব্যক্তি কাশীকে পরিত্যাগ করেন না, ইহারই নাম মূলবন্ধ; ইহাতে সকল দুঃখের মূল বিনষ্ট হয়। হে মুনে! মহাদেব কথিত মুক্তির উপায়ভূত বিবিধ যোগ তোমাকে কহিলাম। যে পর্য্যন্ত জীবের ইন্দ্রিয় বিকল না হয়, যাবৎ ব্যাধি আশ্রয় না করে ও যাবৎ মৃত্যুর বিলম্ব থাকে, তাবৎকাল যোগাভ্যাস করিবে। এই উভয় যোগের মধ্যে কাশীযোগই উত্তম, ইহা অভ্যাস করিলে পরম যোগ সহজে পাওয়া যায়। মৃত্যুর চিহ্নভূত আধিব্যাধিসহায়িনী জরা উপস্থিত হইলে মৃত্যুকে নিকটস্থ জানিয়া কাশীশ্বরকে আশ্রয় করিবে। কাশীনাথের শরণাগত হইলে মানবের কালভয় বিদূরিত হয়; কারণ কাল কুপিত হইয়া জীবন হরণ করেন, তাহাও কাশীতে অতি মঙ্গলের বিষয়। ধার্ম্মিক ব্যক্তি অতিথিসৎকার সময়ে যেমন অতিথির প্রতীক্ষায় থাকেন, তদ্রূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক কাশীতে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষিত হইয়া থাকে। কলি, কাল ও কৃতকর্ম্ম, এই তিনটীকে শুভের কণ্টক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কাশীবাসীর উপর ইহাদের কোনই প্রভুতা নাই। অন্যত্র কাল অতর্কিত ভাবে আসিয়া স্বসামর্থ্য প্রকাশ করেন; যাহার কালভয় দূর করিবার বাসনা আছে, সেই সুকৃতী পুরুষ, কাশীকে আশ্রয় করুক।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

কালবঞ্চনোপায়।

অগস্ত্য কহিলেন, কিরূপে মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার কিরূপ লক্ষণ, তাহা আমাকে বলুন। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! যে সকল চিহ্ন দেখিয়া মৃত্যু সন্নিহিত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহার কেবল দক্ষিণ নাসাপুটে দিবারাত্রি নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সে দীর্ঘায়ু হইলেও বর্ষত্রয়ের মধ্যে মরিয়া যায়— দুই বা তিন দিবারাত্রি যাহার নিশ্বাস দক্ষিণ নাড়ীতে

বহিয়া থাকে, সে ব্যক্তি তদবধি একবর্ষকাল মাত্র জীবিত থাকে। দশদিন নিরন্তর যাহার দুই নাসাপুট দিয়াই নিশ্বাস প্রবাহিত হয় ও মধ্যে মিলিত হয়, তাহার তিন দিন মাত্র জীবনের কাল। শ্বাসবায়ু নাসাপুটে না আসিয়া যাহার মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়, সে দুই দিবসের ভিতর পথিমধ্যে মরিয়া যায়। যেকালে অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, মৃত্যুভীত ব্যক্তিরা সেই কালকে পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিবে। সূর্য্য যৎকালে সপ্তম রাশি ও চন্দ্রমা জন্মনক্ষত্র আশ্রয় করেন, তখন দক্ষিণ নাসাপুট দিয়াই নিশ্বাস বহিতে থাকে; ঐ সূর্য্যাধিষ্ঠিত কালের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যৎকর্তৃক অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয় ও পরক্ষণেই ঐ পুরুষের রূপান্তর লক্ষিত হয়, সে বর্ষদ্বয় মাত্র বাঁচিয়া থাকে। যাহার দৃষ্টিপথে আকাশে বিচরণকারী মরকতাভ গজরাজি নিপতিত হয়, সে ছয় মাস মধ্যেই মরিয়া যায় এবং যিনি মুখে জল লইয়া সূর্য্যাভিমুখ না হইয়া আকাশে ফুৎকার প্রদান করত তাহাতে ইন্দ্রধনু দেখিতে পান না, তিনিও ঐ পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। যে ব্যক্তি, অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুপদ ও মাতৃমণ্ডল দেখিতে পায় না, তাহার মৃত্যু নিকটস্থ জানিবে। জিহ্বাকে অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্রভাগকে ধ্রুব, ভ্রূমধ্যকে বিষ্ণুপদ ও নেত্রদ্বয়ের মধ্যভাগকে মাতৃমণ্ডল কহিয়া থাকে। যাহার নীলাদি বর্ণের এবং কটু অম্ল প্রভৃতি রস সকলের যাথার্থ্য অন্যরূপে জ্ঞান হয়, ছয় মাস মধ্যেই মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। যাহার ছয়মাস মাত্র আয়ুর কাল অবশিষ্ট থাকে, তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত এবং তালু সতত শুষ্ক হইতে থাকে এবং যাহার শুক্র, হস্তের অঙ্গুলী ও নেত্রের কোণ নীলাভ হয়, ছয় মাসের ভিতরই সে যমালয় উপগত হয়। মৈথুনকালে কিংবা তাহার পরক্ষণে যাহার হাঁচি হয়, সে পাঁচমাস কাল জীবিত থাকে। নানাবর্ণের কৃকলাস [illegible]কে অতর্কিত ভাবে আসিয়াই চলিয়া যায়, সে ছয়মাস মধ্যে মরিয়া যায়। যাহার স্নানের পরই বক্ষঃস্থল, পদযুগল ও হস্তদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়, সে তিনমাসের অধিক বাঁচে না। ধূলি বা কর্দ্দমে যাহার পদচিহ্ন খণ্ডিতভাবে লক্ষিত হয়, তাহার পঞ্চমাস পর্য্যন্ত আয়ুঃকাল থাকে। দেহ চঞ্চল না হইলেও যাহার ছায়া চঞ্চল হয়, চারিমাসের ভিতর সে যমদূতের বন্ধনে পতিত হয়। যে ব্যক্তি কর্তৃক স্বচ্ছ দর্পণাদিতে নিজ প্রতিবিম্বে মস্তক লক্ষিত না হয়, সে মাসমধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। বুদ্ধিভ্রংশ, বাক্যের স্খলন, আকাশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবামাত্রেই ইন্দ্রধনু দর্শন, রাত্রিতে দুইটী চন্দ্র, দিবসে দুইটা সূর্য্য ও নক্ষত্র এবং রাত্রিতে নক্ষত্রহীন আকাশ, এক সময়ে চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু এবং বৃক্ষোপরি বা পর্ব্বতশিখরে গন্ধর্ব্বনগর ও দিবাভাগে পিশাচদিগের নৃত্য, এই সকল দেখিতে পাইলে শীঘ্র মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যদি একটা চিহ্নও লক্ষিত হয়, তবে মাস মধ্যেই যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। যৎকর্তৃক অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণ রুদ্ধ করিয়া কোনরূপ শব্দ শ্রুত না হয় এবং যে স্থূল থাকিয়াও হঠাৎ কৃশ ও কৃশ থাকিয়া সহসা স্থূল হয়, সে একমাস মধ্যে মৃত্যুবশে উপনীত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পিশাচ, অসুর, কাক, ভূত, প্রেত, কুক্কুর, গৃধ্র, শৃগাল, শূকর, খর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর, শ্যেন পক্ষী, অশ্বতর বা বকের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া তাহাদের ভক্ষ্য হয়, সে একবর্ষ পরেই যমালয় উপগত হয়। যৎকর্তৃক নিজ পাটলবর্ণ দেহ, গন্ধ পুষ্প বা বস্ত্র দ্বারা ভূষিত হইতেছে লক্ষিত হয়, তাহার আয়ুঃকাল অষ্টমাস মাত্র অবশিষ্ট থাকে। স্বপ্নে যাহার ধূলিরাশিতে, বল্মীকরাশিতে বা যূপদণ্ডে আরোহণ ঘটিয়া থাকে; তাহার ছয় মাসের অধিক কাল জীবন থাকে না। যে আপনাকে স্বপ্নে গর্দ্দভে উঠিতে, তৈলমর্দ্দন করিতে, মুণ্ডিত হইয়া যমালয় যাইতে দেখে এবং নিজের মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগকে ও মস্তকে বা দেহে তৃণ বা কাষ্ঠরাশি অবলোকন করে, সে ছয় মাসে

অধিক বাঁচে না। যাহার সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কৃষ্ণ-বসন পরিধান করিয়া লৌহদণ্ড ধারণ-পূর্ব্বক উপস্থিত হয়, তাহার তিন মাস মধ্যেই মৃত্যু হয়। স্বপ্নে যাহাকে কৃষ্ণবর্ণকুমারী আলিঙ্গন করে, সে মাস মধ্যে যমালয়ে গমন করে। স্বপ্নে যে বানরে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে, সে পাঁচ দিন মধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কৃপণ ব্যক্তিও অকস্মাৎ দাতা হইলে অথবা দাতা হঠাৎ কৃপণ হইলে, কিংবা অন্য কোনরূপে স্বভাব সহসা বিকৃত হইলে, শীঘ্রই মরিয়া যায়। এই সকল ও অন্যান্য বহুতর কালচিহ্ন পরিজ্ঞাত হইয়া যোগাভ্যাস বা কাশীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। হে মুনে! জঠরযাতনানিবারক মৃত্যুঞ্জয় কাশীনাথ ভিন্ন কালকে ছলিবার অন্য কোন উপায় আছে কিনা, তাহা আমি জানি না। মানব যাবৎ বিশ্বেশ্বরের শরণাগত না হয়, তাবৎ তাহার নিমিত্ত পাপরাশি ও দণ্ডধর গর্জ্জন করিয়া থাকে। কাশীতে বাস, তথায় গঙ্গাজল পান ও বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ স্পর্শ করিলে, জীব কাহার নিকট পূজা প্রাপ্ত না হয়? যে কাশীতে মরণকালে স্বয়ং শিব, জীবের কর্ণে মন্ত্রোপদেশ করেন, তথায় সেই জীবের উপর কালের কোন প্রভুতাই থাকে না. বাল্য ও কৌমারদশা যেমন অল্পদিন মধ্যে অতিবাহিত হয়, ঐরূপ যৌবন ও বার্দ্ধক্যও অল্পদিনেই চলিয়া যায়; এজন্য যাবৎ জরা আসিয়া ইন্দ্রিয়-গণকে বিকল না করে, তাহারই মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি তুচ্ছ বিষয়সুখ পরিহারপূর্ব্বক কাশীবাসী হইবেন। হে অগস্ত্য! অন্যান্য মৃত্যুচিহ্নের কথা দূরে থাকুক, জরাই মৃত্যুর প্রথম চিহ্ন; সেই জরা কাহারই ভয়হেতু হয় না, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। জরা যাহাকে আক্রমণ করে, সকলের নিকটই দরিদ্রের ন্যায় তাহার পরাভব আছে এবং বৃদ্ধের পুত্রেরা আদেশ অবহেলা করে, পত্নী প্রেমপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, বন্ধুগণ তাহাকে আদর করে না। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া প্রণয়িনী প্রমদাও পরস্ত্রীর ন্যায় শঙ্কিতা হইয়া স্থানান্তরে যায়। জরার মত পীড়া বা দুঃখ আর কিছুই নাই। মানবগণ জরা হইতে অপমানিত হয় এবং জরা কর্তৃকই তাহারা মৃত্যুগ্রাসে চালিত হয়। কাশীবাসে যেমন অল্পকাল মধ্যে কালকে দূর করা যায়, তপস্যা বা যোগাভ্যাসে তেমন অল্প সময়ে কালজয় হয় না। অশেষ যজ্ঞ, দান, ব্রত ও তপশ্চর্চ্চাজনিত পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে কেহই কাশীলাভ করিতে পারে না। কাশীপ্রাপ্তিই যোগ, কাশীপ্রাপ্তিই তপ, কাশীপ্রাপ্তিই দান ও কাশীপ্রাপ্তিই শিবৈকতা। কাশীকে যদি আশ্রয় করিতে পারা যায়, তবে তৎসন্নিধানে কলিই বা কি, কালই বা কি, জরাই বা কি, দুষ্কৃতই বা কি?—সকলই তুচ্ছ; কেহ অগ্রসর হইতে পারে না! যৎ-কর্তৃক কাশী আশ্রিতা না হয়, কলি তাহারই ক্লেশদায়ক হয়; কালগ্রাসে সে ব্যক্তিই নিপ-তিত হয়; পাপরাশি তাহাকেই কষ্ট দিতে থাকে। যাহারা কাশী আশ্রয় করিয়া বিশ্বে-শ্বরের আরাধনা করে, তাহাদের অন্তকালে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও তজ্জন্য কর্ম্মসূত্র ছেদন হইয়া থাকে। কাশীতে মরিলে যে অক্ষয় সুখলাভ হয়, ধনী মানব কখন এসংসারে তদ্রূপ সুখী হইতে পারে না। কাশীতে যে ব্যক্তি যথাবিধি অবস্থান করে, সে স্বর্গপদে সমাসীন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ; কারণ কাশীবাসীর দুঃখের অবসান হয় ও স্বর্গবাসীর সুখেরই অবসান লাভ হইয়া থাকে। এই, রাজা দিবোদাস-প্রতিপালিতা, কাশী ব্যতিরেকে ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের সুন্দর মন্দর-গুহাতে অবস্থানেও তাদৃশী প্রীতিলাভ হয় না।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দিবোদাস নৃপতির প্রতাপবর্ণন।

অগস্ত্য বলিলেন, হে কার্ত্তিকেয়! ভগবান কাশীনাথ কর্ত্তৃক কিরূপে রাজা দিবোদাস কা

হইতে দূরিত হইয়াছিলেন এবং কোন্ উপায়েই বা পুনরায় মন্দরাচল হইতে কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন কর। স্কন্দ কহিলেন, আদিদেব মহাদেব, ব্রহ্মবাক্য লঙ্ঘন না করিয়া মন্দর পর্ব্বতের তপস্যায় সন্তোষ লাভ করিয়া, কাশীধাম শূন্য করত মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলেন। সমস্ত দেবগণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন নারায়ণও বৈষ্ণবক্ষেত্র সকল পরিহারপূর্ব্বক পার্ব্বতীনাথের অধিষ্ঠিত মন্দরাচলে উপস্থিত হইলেন। গণপতি ও সূর্য্যদেব, ইঁহারাও স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণও মর্ত্ত্যের নিজ নিজ ধাম শূন্য করিয়া ঐ মন্দরপর্ব্বতেই গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবগণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে, প্রতাপশালী সার্ব্বভৌম দিবোদাস, নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি কাশীতে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া প্রজাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে থাকিয়া, দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দুষ্টদিগের হৃদয় ও নেত্রে সূর্য্যের মত তেজস্বী ও তীক্ষ্ণদণ্ড ছিলেন এবং সুহৃদ্ ও আত্মীয়গণের নয়নে ও হৃদয়ে সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া প্রীতিসম্পাদন করিতেন। রাজা দিবোদাস ইন্দ্রধনুর মত ধনুকের টঙ্কার করত রণস্থলে পলায়নপর শত্রুসেনারূপ মেঘবৃন্দ কর্তৃক বারংবার লক্ষিত হইতেন এবং সজ্জনের সংকারক ও দুষ্টের দণ্ডকারী ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচক সেই রাজাকে লোকে ধর্ম্মরাজের ন্যায় বোধ করিত। তিনি অর্জ্জুনের মত বহুবার অরিকুলরূপ অরণ্যসমূহ দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং বরুণের ন্যায় দুরন্ত হইয়াও শত্রুগণকে বন্ধন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরূপ রাক্ষসের ছেদক ও পুণ্যকর্ম্মাদিগের শ্রেষ্ঠ সেই রাজা জগৎপ্রাণনতৎপর হইয়া জগৎপ্রাণ (বায়ু) সদৃশ ছিলেন এবং সকল সাধুগণ তাঁহার নিকট অমূল্যরত্নাদি পাইয়া তাঁহাকে কুবের বলিয়া বুঝিত। শত্রুগণ সংগ্রামস্থলে তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি সহ করিতে পারিত না। তিনি তপোবলে সমস্ত দেবগণেরই রূপধারণে সমর্থ ছিলেন বলিয়া দেবতারা তাঁহাকে স্তব ও ভজনা করিতেন। ধনসামর্থ্যে বসুগণ হইতেও অধিকতর সেই রাজার মহিমা দেবগণের নিকটও দুর্ব্বিজ্ঞেয় ছিল। অশ্বিনীকুমার হইতেও সমধিক রূপবান্ সেই রাজার গ্রহগণ বিরুদ্ধ হইয়া অনিষ্টকারী হইলে, তিনি যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দূর করিতেন। বিদ্যাধরগণের ভিতরও অধিক বিদ্যাধর হইয়া মরুদ্গণকে উপেক্ষা করিয়া তৃষিতদিগকে নিজগুণে পরিতুষ্ট করিতেন। গীতবিদ্যায় গন্ধর্ব্বগণেরও গর্ব্বখর্ব্বকারী ঐ রাজার স্বর্গোপম দুর্গ যক্ষ ও রাক্ষসগণ নিয়ত রক্ষা করিত। নাগগণ তদীয় সামর্থ্য সন্দর্শন করিয়া কদাচ তাঁহার অনিষ্ট করিতে সাহসী হইত না। দৈত্যেরাও তাঁহার সেবা করিত এবং গুহ্যকগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা বেষ্টন করিয়া থাকিত। "আপনি রাজ্য হইতে দেবগণকে দূর করিয়াছেন, এ কারণ আমরা স্ব স্ব বিভবানুসারে আপনার সেবা করিব," এইরূপ কহিয়া অসুরগণ তাঁহার স্তব করিত। বায়ু, অশ্বগতি শিক্ষা-শাস্ত্রের শিক্ষকপদে অবস্থিত হইয়া এই রাজার অশ্বগণকে শীঘ্রগতি শিক্ষা দিতেন। এই রাজার পর্ব্বতদেহবৎ বিপুলদেহসম্পন্ন পার্ব্বতগজরাজিকে অজস্র দান (মদ জল) সম্পন্ন দেখিয়া অপরেও দানসম্পন্ন (দাতা) হইয়াছিল। সভাপ্রাঙ্গণে তদীয় পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে এবং রণাঙ্গণে তদীয় যোদ্ধারা শস্ত্রে, কখন কাহারও নিকট পরাজিত হয় নাই। তাঁহার রাজ্যমধ্যে দ্বেষ্যগণকে কেহ পদস্থ দেখে নাই এবং তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে অপদস্থ দেখে নাই। স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে একজন কলানিধি আছেন; কিন্তু তাঁহার সময় ভূলোকে সকলেই কলার (নৃত্যগীতাদির) নিধি (আকর) ছিল। স্বর্গলোকে একজন কামদেব, তিনিও অনঙ্গ; কিন্তু তাঁহার রাজ্যে সমস্ত লোকই অঙ্গ-উপাঙ্গের সহিত বিরাজ করিত। তাঁহার রাজ্যে কেহ গোত্রভিৎ

(কুলনাশক) ছিল বলিয়া শুনা যাইত না; কিন্তু স্বর্গে স্বয়ং দেবরাজই গোত্রভিৎ নামে অভিহিত হন। স্বর্গে চন্দ্রমা প্রতি কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার প্রজা মধ্যে কেহই ক্ষয়ী ছিল না। স্বর্লোক, নবগ্রহের বাসভূমি; কিন্তু তাঁহার সময় মর্ত্ত্যে কোন গ্রহই ছিল না। স্বর্গে একজন মাত্র হিরণ্যগর্ভ থাকেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত পুরজনের ভবনই হিরণ্যগর্ভ (সুবর্ণপূর্ণ) ছিল। স্বর্গে এক অংশুমান, তিনিই সপ্তাশ্ব; কিন্তু তাঁহার নগরবাসী সকলেই সদংশুক ও বহ্বশ্ব ছিল। ঐ রাজার নগরীও স্বর্গের ন্যায় অপ্সরা সমূহে সুশোভিতা ছিল। বৈকুণ্ঠ একটী মাত্র পদ্মার আবাসভূমি, কিন্তু তাঁহার রাজ্যে বহুশত পদ্মাকর ছিল। সেই রাজার তাবৎ সাম্রাজ্যই ঈতি (অনাবৃষ্টি প্রভৃতি) হইতে ভয় জানিত না, সকল গ্রামই রাজপুরুষেরা রক্ষা করিত। স্বর্গে একজন অলকানাথই ধনদ নামে বিখ্যাত আছেন, কিন্তু তাঁহার সময় গৃহে গৃহে ধনদগণ শোভা পাইতেন। রাজা দিবোদাস এইরূপে রাজ্য করিতে থাকিয়া আট অযুত বৎসর একদিনের ন্যায় অনায়াসে অতিবাহিত করিলেন। ঐ কালে দেবতারা, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক ঐ রাজার অপকার-করণাভিপ্রায়ে বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। হে মুনিবর! ভবাদৃশ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই দেবগণ বহুতর বিপদে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই ভূমিপতি দিবোদাস কত শত দুষ্কর যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যজ্ঞভুক্ দেবগণের সন্তোষ করিয়াছেন, তথাচ তাঁহারা ইঁহার বিপক্ষ হইতেছেন। অথবা দেবগণের এইরূপই স্বভাব যে, তাঁহারা পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না। নচেৎ বলি, বাণ ও দধীচি প্রভৃতিরা অনপরাধী থাকিয়াও কেন তাঁহাদের নিগ্রহভাজন হইলেন? ধর্ম্মানুষ্ঠানে বহুতর বিঘ্ন পাইয়াও ধার্ম্মিকগণ কদাচ ধর্ম্মচ্যুত হন না! অধার্ম্মিক ব্যক্তিরা প্রথমে ধনধান্যসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধি পায় এবং অধর্ম্মপ্রভাবে অন্তকালে সমূলে বিনষ্ট হইয়া অধোগমন করে। রাজা দিবোদাস অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালক ছিলেন বলিয়া অধর্ম্মের কণামাত্রও তাঁহাকে আশ্রয় করে নাই। দেবতারা, ষাড়্গুণ্যবেত্তা শক্তিত্রয়শালী ধর্ম্মাদিচতুর্ব্বর্গের সদুপায়বেত্তা সেই রাজার কোন ছিদ্রই পাইলেন না। অপচিকীর্ষু দেবগণের হৃদয়ে সেই রাজার অপকার করিতে কোনরূপ শঙ্কা হইল না। ঐ রাজার অধীনস্থ যাবৎ পুরুষেরই ধর্ম্মাচরণে বাসনা ও একটী করিয়া সহধর্ম্মিণী ছিল। তত্রত্য স্ত্রীলোকমাত্রেই সতী ছিল। তাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণ সকল পণ্ডিত, ক্ষত্রিয়গণ বলশালী, বৈশ্যগণ অর্থোপার্জ্জনের উপায়াভিজ্ঞ এবং শূদ্রগণ অন্যবৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক দ্বিজশুশ্রূষায় আসক্ত ছিল। তাঁহার সময় ব্রহ্মচারিগণ অস্খলিতব্রহ্মচর্য্যে, গুরুর অধীনে থাকিয়া বেদপাঠ করিতেন। গৃহস্থগণ আতিথ্যধর্ম্মাভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে বানপ্রস্থীরা বনবাসী হইয়া গ্রামবাসসমূহে স্পৃহাহীন থাকিয়া বেদোদিত পথের অনুসরণ করিতেন এবং যতিরা সঙ্গ ও স্ত্রীপরীহারপূর্ব্বক বাক্য, মন ও শরীরের প্রভুত্ব পাইয়া নিস্পৃহ হইয়া থাকিতেন। ঐরূপ অপরাপর অনুলোমজাত ব্যক্তিরাও পরম্পরাগত স্ব স্ব কুলমার্গ অতিক্রম করিত না। তাঁহার রাজ্যে কেহই অপুত্রক বা দরিদ্র ছিল না, সকলেই বৃদ্ধের সেবা করিত ও কালে মৃত্যুর অধীন হইত। ঐ রাজ্যে কেহ চঞ্চলস্বভাব, বাচাল, হিংসক, বঞ্চক, পাষণ্ড, ভণ্ড, রণ্ড বা শৌণ্ডিক ছিল না। রাজ্যের সকল স্থানেই বেদধ্বনি, শাস্ত্রালাপ, সদালাপ, মঙ্গলগীতি এবং সতত বীণা বেণু মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যের সুমধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত। ঐ রাজ্যে যজ্ঞেতেই সোমপান হইত, অন্য কুত্রাপি পানসভা ছিল না এবং পুরোডাশযজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোন সময়ে কেহই মাংস ভক্ষণ করিত না। ঐ রাজ্যে কেহ দ্যূতশালী, অধর্ম্ম বা তস্কর ছিল না। সকলেই পিতৃপদসেবা, দেবার্চ্চনা, উপবাস, ব্রত ও তীর্থসেবা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ

করিত। স্ত্রীগণ স্বামিসেবা ও স্বামিবাক্য পালন ভিন্ন অন্য কর্ম্ম জানিত না। মানবগণ স্বীয় অগ্রজের সেবা করিত। ভৃত্যগণ কর্তৃক প্রভু সর্ব্বদা সেবিত হইতেন। হীনজাতি ব্যক্তিরা উৎকৃষ্টজাতীয় পুরুষের গুণগৌরব সর্ব্বদাই বর্ণন করিত। কাশী ও কাশীস্থ দেবগণ সকলের নিকটই পূজা পাইতেন। পণ্ডিতেরা সকলের নিকটেই ভক্তি সহকারে সম্মান পাইতেন। পণ্ডিতগণ কতৃক তপস্বিগণ, তপস্বিগণ কর্তৃক জিতেন্দ্রিয়গণ, জিতেন্দ্রিয়গণকর্তৃক জ্ঞানিগণ এবং জ্ঞানিগণ কর্তৃক শিবভক্তগণ নিয়ত পূজিত হইতেন। তদীয় রাজ্যে ধনবান্ মাত্রেই বাপী, কূপ, তড়াগ ও উপবনসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং সমস্তজাতিই হৃষ্টপুষ্ট ছিল। ব্যাধ ও পশুঘাতী ভিন্ন সকলেই প্রশংসনীয় কার্য্য করিত। একারণ দেবগণ বহুতর অনুসন্ধান করিয়াও অশেষগুণাধার পুণ্যকর্ম্মা সেই রাজার অপকার করিবার কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না। তৎপরে দেবগুরু বৃহস্পতি, দেবগণকে ঐ ধর্ম্মিষ্ঠ বরিষ্ঠ ও মন্ত্রবিৎ রাজার অপচিকীর্ষু দেখিয়া তদ্বিষয় বলিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি কহিলেন, সেই রাজা মন্ত্র, বিগ্রহ, প্রয়াণ, অবস্থান, সংশয় এবং ভেদবিষয়ে যেরূপ জ্ঞাত আছেন, এমন আর কেহই নাই। সামাদি উপায়চতুষ্টয় মধ্যে আমি একমাত্র ভেদকেই উপায় দেখিতেছি; কিন্তু তপোবলশালী সেই রাজাতে উহাও কার্য্যসিদ্ধিকর হইবে কিনা, জানি না। যদিচ সমস্ত দেবগণই ঐ রাজা কর্তৃক পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তথাপি তথায় দেবপক্ষীয় অনেকেই এখনও অবস্থান করিতেছেন। যাঁহাদের এক নিমিষকাল অভাব হইলে, সেই নৃপতির ও আমাদিগের কষ্টের অবধি থাকে না, তাঁহারা জীবগণের অন্তশ্চর ও বহিশ্চর হইয়া তথায় পরমসম্মানে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সকলে তদীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিলেই তোমাদের অভীষ্ট পরিপূর্ণ হইতে পারে। দেবগণ, বৃহস্পতির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার সদর্থ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে বন্দনা করত কহিলেন "এইরূপই করিতে হইবে।" তখন দেবরাজ, সমীপস্থিত অগ্নিকে আহ্বান করত মধুর ভাবে কহিলেন, হে হব্যবাহন! আপনি মর্ত্ত্যভূমিতে যে মূর্ত্তিতে অবস্থিত আছেন, ঐ মূর্ত্তি, শীঘ্র দিবোদাসের রাজ্য হইতে অপসারিত করুন; আপনার মূর্ত্তি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত হইলে, প্রজাগণের অগ্ন্যভাব নিবন্ধন হব্যকব্যক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে; তাহাতে তাহারা রাজার প্রতি বিরক্ত হইবে। রাজা প্রজাদিগের বিরাগভাজন হইলে, তাহার বহু ক্লেশে অর্জ্জিত রাজশব্দ নিরর্থক হইবে; প্রজারঞ্জক বলিয়া লোকে ভূপালকে 'রাজা' কহে, কিন্তু তদীয় প্রজারঞ্জন বিনাশ পাইলে, রাজশব্দ ও রাজ্য ধ্বংস পাইবে। বিরক্ত প্রজাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত রাজার কোষ, দুর্গ ও বলসম্পত্তি থাকিলেও নদীর কূলস্থিত বৃক্ষের মত সত্বর বিনাশ পায়। প্রজাই রাজার ত্রিবর্গসাধনের প্রধান সহায়; সেই প্রজা ক্ষীণ হইলে রাজার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গও ক্ষীণ হয়। রাজার ত্রিবর্গ ক্ষয় হইলে ইহলোকে ও পরলোকে কষ্টের সীমা থাকে না। অগ্নিদেব ইন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ত্বরায় পৃথিবী হইতে যোগসাহায্যে স্বদেহ অন্তর্হিত করিলেন। তিনি ইন্দ্রবাক্যে আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণরূপ নিজ মূর্ত্তিত্রয় মাত্র সংহার করিয়া স্বীয় দাহিকাশক্তির সহিত জঠরাগ্নিকেও আকৃষ্ট করিলেন। এইরূপে অগ্নি ভূর্লোক পরিত্যাগ করিলে, মধ্যাহ্ন সময়ে দিবোদাস রাজা তাৎকালিক উপাসনা সমাপন করিয়া ভোজনগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন, পাচকেরা মুহুর্ম্মুহুঃ কাঁপিতেছে ও তাঁহাকে ক্ষুধিত জানিয়াও নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। পাচকগণ কহিল—হে সূর্য্যাধিকতেজস্বিন্! তেজোজিতানল! রণপণ্ডিত! হে নৃপতে! যদি আমাদিগের আপনা হইতে কোন ভয় না থাকে, তবে বলিবার ইহা সময় না হইলেও আমরা নম্রভাবে নিবেদন করি-

তেছি। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, অনন্তর সৌম্য-মূর্ত্তি রাজাকর্ত্তৃক কটাক্ষক্ষেপে তাহারা বলিতে আদিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! আপনার দুঃসহ প্রতাপ সহ্য করিতে অপারগ হইয়া কিংবা অন্য কোনরূপে ভবদীয় মহিমানভিজ্ঞ হইয়া অগ্নিদেব পাকশালাদি শূন্য করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। অগ্নির অভাবে কোন-রূপেই পাককার্য্য হইতে পারে না, তথাপি আমরা সূর্য্যতেজে কিঞ্চিৎ বস্তু পাক করিয়াছি; আপনার আজ্ঞা পাইলেই তাহা আনয়ন করি এবং বিবেচনা হয়, সে পাক উত্তমই হইয়াছে। অসীম-বলশালী ধীমান রাজা পাচকগণের তাদৃশ বাক্য শুনিয়া বিবেচনা করিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ দেবতাদের কার্য্য। পরে ক্ষণকাল স্থির হইয়া চিন্তা করত দেখি-লেন যে, অগ্নি কেবল তদীয় পাকশালা ও ও জঠরগুহাই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি সমস্ত পৃথিবী শূন্য করিয়া স্বর্লোকে গমন করিয়াছেন। তখন ভাবিলেন, অগ্নি গিয়াছেন, উত্তম, ইহাতে আমার কোন অপকার হয় নাই; আমি অগ্নিকে সহায় করিয়া রাজ্যেশ্বর হই নাই; ব্রহ্মার নিকটেই এই রাজ্য গৌরবের সহিত পাই-য়াছি। প্রত্যুত সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ইহাতে দেবগণেরই হানি হইবে। এমত সময় রাজার পুরদ্বারে জনপদবাসীদিগের সহিত পুরবাসিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, দ্বারপাল রাজাজ্ঞায় তাহাদিগকে পুরমধ্যে লইয়া চলিল। পুর-বাসিগণ রাজসন্নিধানে স্ব স্ব বিভবানুরূপ উপঢৌকন রাখিয়া তাঁহাকে যথোচিত অভি-বাদন করিল। রাজা—কাহাকেও মধুর বাক্যে, কাহারও প্রতি সানন্দ দৃষ্টি সঞ্চালনে, কাহাকেও বা হস্তপীড়ন দ্বারা সমাদৃত করিলেন। অনন্তর তাহারা, রাজাদেশে মহার্হ আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা তাহাদের মুখের আকৃতি দেখিয়া মনোভিপ্রায় অবগত হইতে পারিয়া কহিলেন,—হে পুরবাসি প্রজাগণ! তোমরা ভয় পাইও না; যদিচ দেবগণ আমার অপচিকীর্ষু হইয়া অগ্নিকে স্থানান্তরিত করিয়া-ছেন, তথাপি আমার ইহাতে কিছুই পরাভব হয় নাই। হে প্রকৃতিপুঞ্জ! আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু করিবার অভিলাষী হইয়াও উপেক্ষাই করিয়াছিলাম। অদ্য বহুদিনান্তে দেবতারা আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। অনল প্রস্থান করিয়াছেন, উত্তমই হইল। বায়ুও এস্থান পরিত্যাগ করুন; বরুণ, চন্দ্র ও সূর্য্য সঙ্গী করিয়া সত্বর অন্তর্হিত হউন; আমি তপস্যাবলে জনপদবাসীদিগের আনন্দবর্দ্ধক শস্যসমূহ উৎপাদন করিয়া ইন্দ্রকার্য্য নির্ব্বাহ করিব। আমিই তপস্যা ও যোগের সাহায্যে আপনাকে বহ্নিরূপে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া পাক, যজ্ঞ ও দাহকার্য্য সম্পাদন করিব। আমি অন্তর্ব্বহিশ্চর বায়ুরূপী হইয়া জীবের জীবন রক্ষা করিব ও অন্তর্ব্বৃত্তি জ্ঞাত হইব এবং আমিই জীবের জীবনরক্ষিণী জলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাদিগের জীবন রক্ষা করিব। এই সকল পদার্থ আমার রাজ্য হইতে দূর হউক। যে সময় সূর্য্য বা চন্দ্রকে রাহু আসিয়া গ্রাস করে, তখন তাহাদের অভাবেও আমরা জীবনধারণ করিয়া থাকি। ক্ষয়ী ও কলঙ্কী চন্দ্রমা আমার রাজ্য হইতে প্রস্থান করুন, আমিই চন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রজাদের আনন্দবর্দ্ধন করিব। সূর্য্যদেব আমার বংশের আদিপুরুষ বলিয়া মাননীয়, তিনিই কেবল থাকুন ও সুখে গমনাগমন করুন; যেহেতু তিনিই একমাত্র জগতের প্রাণভূত ও বিশেষ আমাদের কুলদেবতা। তিনি জগতের অনপকারী. ইহাই তাঁহার একমাত্র ব্রত। পৌরপ্রজাগণ শ্রুতিপুট দ্বারা রাজার এবম্বিধ বাক্যামৃত পান করিয়া সানন্দহৃদয়ে প্রসন্নমুখে রাজাকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলে, রাজা দিবোদাসও তপোবলে ঐ সকল দেবতার রূপধারণপূর্ব্বক তদপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী হইয়া দেবগণের মর্ম্মস্থান শত শত শল্য দ্বারা

বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অহো! ত্রিভুবনে তপস্যায় সিদ্ধ না হয়, এমন কিছুই নাই।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

শিবের কাশীবিরহ-সন্তাপ ও যোগিনী-প্রয়াণ।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—মহাদেব মন্দরাচলে যে মন্দিরে অবস্থিত হইলেন, তাহার অতি সমুচ্চ চূড়া সকল অসামান্য কান্তিশালী রত্নরাজি দ্বারা সুশোভিত ছিল। শশিশেখর ঐ স্থানে নিরন্তর দেবগণে বেষ্টিত থাকিয়াও একমাত্র কাশীবিরহে সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন; কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি অসহ্য সন্তাপ দূর করিবার জন্য শরীরে পঙ্কীভূত চন্দন লেপন করিলে তাহাও ক্ষণমধ্যে শুষ্ক হইতে লাগিল এবং অতি শীতল ও কোমল মৃণালদল হস্তে কঙ্কণের মত ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিরহবহ্নি দ্বিগুণতর হইল দেখিয়া তিনি খেদ করিয়া কহিলেন, "ইহারা মৃণাল নয়, কিন্তু সর্প।" বস্তুতঃ ঈশ্বরের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে বলিয়া তাহারা সর্পরূপী হইয়া অদ্যাপি তদীয় হস্তে বিরাজ করিতেছে। ক্ষীরসাগর-মন্থনে সুরগণ অতি কোমল শীতল ও ষোড়শ-কলায় পূর্ণ যে চন্দ্রমাকে পাইয়াছিলেন, কাশীবিয়োগব্যাকুল আদিদেবের সন্তাপ দূরীকরণাভিলাষে মস্তকোপরি দিবামাত্র সেই পূর্ণচন্দ্র তীব্রসন্তাপে ক্ষীণদেহ হইয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন এবং তৎকালে বিরহী হইয়া মস্তকে জটাভার মধ্যে স্বচ্ছতোয়া সুরনদীকে ধারণ করিয়াছিলেন, এখনও তিনি সেই ভাবে রহিয়াছেন। কাশীবিরহবিধুর কাশীপতি কাশীবিরহে অসহ্য যাতনা ভোগ করিলেও সভাসদগণের নিকট তাহা গোপন করিতেন বলিয়া তাঁহারা কিছুই জানিতে বিষয় কি আছে, স্বয়ং জগদীশ নিজেরই মূর্ত্তি-বিশেষ অগ্নি দ্বারা নিজেই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন এবং তিনি যে শশীকে তাপনাশক জানিয়া ভালদেশে আশ্রয় দিলেন, সেই আশ্রিত শশীই তাঁহার সন্তাপকারণ হইল? নীলকণ্ঠ সর্ব্বদাই গলদেশে গরলধারণ করিয়া কোনরূপে সন্তাপ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু বিরহ-কালে সুধাকরের সুধাময় কিরণেও সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। বিরহের কি অসামান্য সামর্থ্য! সর্ব্বদাই শরীরাশ্রয়ী সর্পগণের বিষময় নিশ্বাসও যাঁহার কোনরূপ ক্লেশদায়ক হয় না, অদ্য সেই দুর্জ্জেয়বিভব মহাদেবের তাপশান্তির জন্য হৃদয়নিহিত হরিচন্দনপঙ্কও সন্তাপদায়ক হইতে লাগিল; যিনি কৃপা করিলে, জীব সংসারের তাবৎ ভ্রমচক্র অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, সেই কাশীনাথেরও তৎকালে বিরহযাতনার শান্তিবাসনায় গৃহীত পুষ্পমালাতেও সর্পভ্রম হইয়াছিল। যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীবের তাবৎ সন্তাপ বিনষ্ট হয়, সেই জগৎপতিও কাশীবিরহ সন্তাপে একাকী নির্জ্জন আশ্রয় করিয়া প্রলাপীর মত কহিতে লাগিলেন, আমার এই অসহ্য সন্তাপ কাশীস্থ বায়ুর স্পর্শ ভিন্ন যাইবার নহে; কারণ হিমরাশির মধ্যে অবগাহন করিলেও শান্ত হইবে না। দক্ষসুতা পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিলে, আমার যে অসহ্য সন্তাপ হইয়াছিল, সতী পুনরায় হিমালয়গৃহে জন্মিয়া সে সন্তাপ দূর করিয়াছেন; হায়! তদপেক্ষায় অধিক যাতনাকর এই কাশীবিরহ কিরূপে শান্ত হইবে? হে দেবি! কাশি! আমার এমন সুদিন হউক, যে দিনে তোমার অঙ্গস্পর্শ-জনিত সুখসাগরে অবগাহন করিয়া এই বিরহানলে দগ্ধপ্রায় দেহ শীতল করিতে পারি। হে জীবগণের পাপবিনাশিনি কাশি! তোমার বিরহজাত অনল, ভালস্থ চন্দ্রের অমৃত-কিরণেও ঘৃতসংপৃক্ত বহ্নির ন্যায় প্রবৃদ্ধ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে সতীবিরহবহ্নি যেমন হিমালয়সুতারূপ সঞ্জীবনৌষধিলাভে নির্ব্বাপিত,

হইয়াছিল, তদ্রূপ এই বিরহসন্তাপের তোমার দর্শনই পরমৌষধি। হায়! তাহা কেমনে ঘটিবে? দেবগণের নিকট এই সন্তাপ গুপ্ত রাখিয়া নির্জ্জনে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সর্ব্বসাক্ষিণী জগন্মাতাই কেবল বুঝিলেন, আশুতোষ কাহারও বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন; কিন্তু তিনি এরূপ ভাবে গোপন করিয়াছেন যে, ঐ দেবী পার্ব্বতী তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী হইয়াও এই যাতনাকর বিরহ কিংনিবন্ধন তাহা জানিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিবস শ্রীপার্ব্বতী বিবিধ সুচারু-বাক্যে তাঁহার সন্তোষবিধান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! দেবদেব! জগতে কোন বস্তুই আপনার দুর্লভ নহে, বরঞ্চ আপনার বিভূতি হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও ঐশ্বর্য্য হয়! নিখিলজীবের বিপদ্ বিনষ্ট হইয়া রক্ষাবিধান হয়। হে নাথ! আপনি সর্ব্ব-শক্তিমান হইলেও কাহার বিরহ আপ-নাকে ঈদৃশ ব্যাকুল করিয়াছে? নাথ! এই চরাচর ক্ষণকাল আপনার দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে প্রলয় উপস্থিত হয় এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে আপনার সেবক বলিয়াই সৃজনপালন করিতেছেন; নচেৎ স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য হারাইয়া ফেলেন। হে নাথ! চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি ইহাঁরা তিন জন, তিন-নেত্ররূপ ধারণ করিয়া আপনার দেহেই অবস্থিত আছেন; সুতরাং কখন ইহাঁরা পরিতাপজনক হইবেন না এবং ভগবতী গঙ্গা সর্ব্বসন্তাপনাশিনী জলময়ী মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক ভবদীয় জটাজূটে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি আপনার এই অহৈতুক সন্তাপ কেমনে উপস্থিত হইল? হে মহে-শ্বর! যে সকল সর্প আপনার দেহে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের এরূপ সামর্থ্য কোথায় যে, তাহারা আপনার শরীর বিষসংযোগে সন্তপ্ত করে? হে সতীসর্ব্বস্বধন! আমি সর্ব্বদাই আপনার সেবা করিতেছি, কিন্তু কোন রূপই সন্তাপকারণ দেখিতে পাই না; তবে কি জন্য আপুনি এই অসহ্য সন্তাপ বহন করিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন। বিশ্বভূতা ভগবতীর এইরূপ সদর্থসম্পন্ন বাক্য সকল সমাপ্ত হইলে পর, বিশ্বপতি মহাদেবও বলিতে লাগিলেন,—হে কাশি! "অষ্টমূর্ত্তিতে সংসারে প্রমাণ স্বরূপ মহাদেবেরও তোমার বিরহে অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে" ইহা বিরহের মহীয়সী শক্তিপ্রভাবেই পার্ব্বতীও জানিতে পারিয়াছেন। তখন সতী মহাদেবের বাক্যেই তদীয় তাপ কাশীবিরহজনিত, ইহা বুঝিয়া স্বয়ংই সাদরে কাশীবিষয়ক বাক্য কহিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন, হে নাথ! যৎকালে সমুদ্রের জলরাশি উচ্ছলিত হইয়া নভস্তল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে, সেই প্রলয়েও, মৃণালদণ্ডোপরি রক্তকমলের ন্যায়, আপনি যে কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে রক্ষা করেন, এক্ষণে চলুন, তথায় গমন করি। হে কাশীপতে! পৃথিবীস্থা হইয়াও পৃথিবীমধ্যে অগণনীয়া কাশীদর্শনে যে আনন্দ অনুভব করি, এই মন্দরাদ্রি পরম সুন্দর হইলেও আমার মন এ স্থানে কোন সুখ পাইতেছে না এবং যে স্থানে কলি বা পাপ হইতে কোনরূপ ভয় নাই, যেখানে মরিলে পুনরায় জঠরযন্ত্রণা ভুগিতে হয় না, হে দেব! কবে আমরা সেই কাশী দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব? হে দেব! এই পর্ব্বতে বহুতর সুরম্য সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ রহিয়াছে, সত্য; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কাশীর মত সর্ব্বগুণসম্পন্না কোন পুরীই দেখিতে পাই না। হে ভবভয়নাশন! সংসারে কত শত নগরী আছে, যাহাদের দর্শনমাত্রে অন্তর বিস্ময়রসে পুলকিত হয়; কিন্তু এই আপনার নগরী কাশীর সৌন্দর্য্য দেখিলে তাহা-দিগকে অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। হে নাথ! কাশীবিরহ আমাকে আপনা অপেক্ষা অধিক সন্তাপ দিতেছে, সেই মনোহারি কাশীর বা আমার জন্মভূমি হিমালয়ের দর্শন ব্যতীত এ ঘোর তাপ কিছুতেই নিবারিত হইবে না। হে দেব! পূর্ব্বে আমি সর্ব্বসন্তাপনাশিনী শান্তি-দায়িনী কাশীতে আসিয়াই জন্মা...

ভুলিয়া তথা হইতেও সমধিক শান্তি পাইয়াছিলাম। এক্ষণে এক কাশীর বিরহে জন্মভূমিবিরহ-জনিত সন্তাপও আসিয়া আমাকে ক্লেশ দিতেছে। এই সংসারে কেহই কখন কোন স্থানে সাক্ষাৎ মুক্তি পায় নাই; কিন্তু আপনার প্রসাদে এই কাশীতে জীব সকল সুখভোগ করিয়া চরমে মূর্ত্তিমতী মুক্তির আশ্রয় লাভ করিতে পায়। এই কাশীতে মরিলে বিনা ক্লেশে যে মুক্তি পাওয়া যায়, অন্য কোন স্থানেই ব্রহ্মচারী হইয়া একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মসাধন বা বহুতর যজ্ঞ কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানেও তাদৃশ সুখে মুক্ত হওয়া যায় না। এ স্থানে ধনহীন দরিদ্রও যে সুখ অনুভব করে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয়ের ভিতর কুত্রাপি তাদৃশ সুখ লাভ করা যায় না। হে শিব! আপনার অবিমুক্তক্ষেত্রে সর্ব্বদাই মুক্তিস্বরূপা লক্ষ্মী বিরাজমানা রহিয়াছেন। যদি জীব ভ্রমক্রমেও একবার তাহা চিন্তা করে, তবে তাহার ষড়ঙ্গযোগের ফল অনায়াসে করস্থ হয়। হে নাথ! কাশী প্রবেশ করিবামাত্র জীবের চিত্তচাঞ্চল্য নিদূরিত হইয়া যাদৃশী দেহসিদ্ধি লাভ হয়, অন্যত্র ষড়ঙ্গযোগের পুনঃপুনঃ অভ্যাসেও তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। যে মনুষ্য কাশীদর্শনজন্য পুণ্যসঞ্চয় না করে, তাহার জলবুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী জন্ম নিতান্ত নিষ্ফল। তাহাদের অপেক্ষা কাশীস্থ পশু-পক্ষীরাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। যে ব্যক্তি কাশীসম্মুখীন হইয়া একাগ্রচিত্তে বিস্ফারিতলোচনে কাশী সন্দর্শন করিয়া তথায় বাস করে, তাহার সেই নেত্রদ্বয়, মুখ, শরীর ও মন, সকলই কৃতার্থ হইয়া থাকে। কাশীস্থ মণিকর্ণিকার ধূলি অতি পবিত্র, দেবদুর্লভ ও তমোগুণের বিনাশক; যে ব্যক্তি ঐ স্থানে আপনাকে প্রণাম করিয়া তত্রত্য সমুজ্জ্বল রজঃ ললাটদেশে ধারণ করে, তাহার মনুষ্যজন্ম সফল হয়। মণিকর্ণিকায় যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে, আপনি তাহার কর্ণকুহরে তারকব্রহ্ম নামরূপ সুধা ঢালেন বলিয়া ঐ স্থান দেবলোক, ব্রহ্মলোক ও সত্যলোক হইতেও অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। উহাতে গমন করিবামাত্র জীবের তমোরাশি বিদূরিত হয় এবং অগ্নি ও চন্দ্রের কিরণপরাভবকারিণী মণিকর্ণিকাকে বহু জন্মের তপস্যা না থাকিলে লাভ করা যায় না। আমার বিবেচনা, ঐ স্থানে মৃত জীবগণকে নিত্যানন্দময় সুখসাগরে ভাসাইবার জন্য নির্ব্বাণ স্বয়ং শরীরী হইয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যে স্থানে মৃত্যুকে পরম লাভ বিবেচনায় জীবগণ গমন করিয়া তত্রত্য বালুকারাশিদ্বারা পূর্ব্বমৃত মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণের গণনা করিতেছে, সেই মণিকর্ণিকার শোভা কি অপূর্ব্বরমণীয়! স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! জগদম্বিকা এইরূপে কাশীপুরীর বর্ণনা করিয়া তথায় যাইবার জন্য পুনরায় মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রমথেশ! হে জগদীশ! নিত্যস্বাধীনবৃত্তে! বরদ! হে প্রভো! যাহাতে সেই আনন্দকানন কাশীধামে পুনরায় যাইতে পারি, সত্বর তাঁহার উপায় বিধান করুন। মহাদেব এইরূপ অমৃত অপেক্ষা তৃপ্তিসাধক কাশীস্তাবক সুন্দর সতীবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়ে! গৌরি! তোমার বচনামৃত পানে সাতিশয় তৃপ্ত হইয়াছি। এই মুহূর্ত্তেই কাশী যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতাম, কিন্তু হে দেবি! তুমি আমার কঠোরব্রতের কথা বিশেষ জ্ঞাত আছ যে, আমি অন্যোপভুক্ত বস্তু উপভোগ করি না। সম্প্রতি ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ রাজা দিবোদাস কাশীশ্বর হইয়া তাঁহাকে রাজনীতি অনুসারে ভোগ করিতেছে; সুতরাং তাহার অধীন হইয়া কাশীতে অবস্থান লজ্জাকর বলিয়া, তথায় যাইবার কোনই উপায় দেখিতেছি না। যদি সেই ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক রাজাকে কোন প্রকারে কাশী হইতে অপসারিত করা যায়, তবেই গমনের সদুপায় হয়। পাপিষ্ঠের কাশীবাসের বিঘ্ন করা যায়, কিন্তু সে অতি ধার্ম্মিক; তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি থাকিতে সহজে কাশী হইতে বহিষ্কৃত করা যাইবে না। যদি কোন লোক তথায় যাইয়া দিবোদাসকে ধর্ম্ম

হইতে স্খলিত করিতে পারে, তবেই কাশী হইতে তাহাকে দূর করা যাইবে। হে প্রিয়ে! ধর্ম্মপথের পথিকদিগের বলপূর্ব্বক বিঘ্ন করিলে তাহাদের কিছুই হয় না, প্রত্যুত বিঘ্নকারীই বিপন্ন হয়। হে শিবে! আমি তাহার কোন-রূপ ধর্ম্মস্খলন না দেখিলে কাশী হইতে তাহাকে নিষ্কাশিত করিতে পারিব না; কারণ ধার্ম্মিকগণ আমাকর্ত্তৃকই সর্ব্বদা রক্ষিত হইয়া থাকে। এই সংসারে ধার্ম্মিকগণকে জরা আক্রমণ করিতে পারে না, মৃত্যু গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না এবং কোনরূপ ব্যাধিতে তাহারা পীড়িত হয় না। মহাদেব এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে সম্মুখে স্বকার্য্যসাধনক্ষম অতি প্রৌঢ় যোগিনীগণকে অবলোকন করিলেন। হে মুনে! অতঃপর মহেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন যে, হে যোগিনীগণ! তোমরা শীঘ্র কাশীধামে গমন কর। তথায় রাজা দিবোদাস ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতেছে; যাহাতে সেই রাজা ধর্ম্মচ্যুত হইয়া কাশী হইতে দূরীকৃত হয়, তাহা কর। তোমরা সকলে যোগবলে মায়াবিনী হইয়া সহজেই এ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে। হে যোগিনীগণ! যাহাতে আমি পুনরায় কাশীপুরীকে নূতন ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে পারি, তাহার উপায় কর। যোগিনীগণ মহাদেবের এইরূপ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাহারা অতিশয় আনন্দে পরস্পর আলাপ করিতে করিতে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া মনের ন্যায় বেগ ধারণপূর্ব্বক কাশী অভিমুখে গমন করিল। পথে যাইবার সময় তাহারা এইরূপ আলাপ করিতে লাগিল,—অদ্য আমরা কৃতার্থ হইলাম; কারণ স্বয়ং মহাদেব অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কাশীতে প্রেরণ করিয়াছেন। অদ্য আমরা দুইটী দুর্লভ বস্তু পাইলাম,—একটী ভগবানের অনুগ্রহ, অপরটী কাশীসন্দর্শন। এইরূপে যোগিনীগণ আনন্দিতমনে মন্দরাচল হইতে আকাশপথে উঠিয়া অতিক্রতগতি অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষণ-কালমধ্যে দূর হইতে শিবপুরী কাশী দেখিতে পাইল।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

চতুঃষষ্টি যোগিনীর কাশীতে আগমন।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, অতঃপর যোগিনীগণ দূর হইতে দৃষ্টি প্রসারণপূর্ব্বক কাশীপর্য্য-বেক্ষণ করত স্ব স্ব নেত্রের বিশালতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। কাশীর সমুচ্চ অট্টালিকাসমূহের উপরিভাগে উড্ডীয়মান পতাকা সকল ও তত্রত্য রত্নরাজির বিমল কিরণে সমুদ্ভাসিত নির্ম্মল নভস্থল নিরীক্ষণ করিয়া, তাহারা বিবেচনা করিল যে, নগরী দূরস্থ পথিকদিগকে সাদরে আহ্বান করি-তেছে। তখন যোগিনীগণ মায়াবলে স্ব স্ব দিব্যরূপ অন্তর্হিত রাখিয়া ধূর্ত্তবেশ ধারণপূর্ব্বক কাশীতে প্রবেশ করিল। কেহ যোগিনীর, কেহ তপস্বিনীর, কেহ সৈরিন্ধ্রীর, কেহ বা মালিনীর, কেহ নাপিতপত্নীর বেশধারণ করিল। কেহ বা চান্দ্রায়ণব্রতিনী, কেহ সূচিকর্ম্মকুশলা, কেহ চিকিৎসানিপুণা হইল। কেহ ধাত্রীর, কেহ বা ব্যালগ্রাহিণীর, কেহ ক্রয়াদিকার্য্যে সুনিপুণা বৈশ্যার, কেহ বা দাসীর বেশ ধরিল। কেহ নর্ত্তকী, কেহ গায়িকা, এবং কেহ বেণুবাদ্যে, কেহ বীণাবাদ্যে, কেহ বা মৃদঙ্গবাদ্যে অভিজ্ঞা হইল। কেহ বশী-করণকারিণী, কেহ কলাবিদ্যায় কুশলা, কেহ মুক্তামালাগ্রথিকা, কেহ গন্ধবিভাগবিধিজ্ঞা, কেহ আলাপকুশলা হইল। আর কেহ বা গন্ধবিভাগ বিধান জানিয়া যাইতে লাগিল। কেহ রজ্জুতে, কেহ বা বংশে আরোহণনিপুণা হইয়া লোকানুরঞ্জন করিতে লাগিল। কেহ ছিন্নবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পথিমধ্যে উন্মত্তের

হার দেখাইতে লাগিল। কেহ বা অপুত্রকের পুত্রদা হইল। কেহ গণকপত্নী সাজিয়া লোকের হস্তপদের রেখা দেখিয়া শুভাশুভ চিহ্ন বলিতে লাগিল। কেহ চিত্রকারিণী হইয়া জনগণের মন হরণ করিতে লাগিল। কেহ বশীকরণমন্ত্রজ্ঞা, কেহ গুটিকাসিদ্ধিদায়িনী, কেহ অঞ্জনসিদ্ধিদা হইল। কেহ পাদুকাসিদ্ধা, কেহ ধাতুপরীক্ষায় সুনিপুণা; কেহ জলস্তম্ভন, অগ্নিস্তম্ভন, কেহ বা বাক্যস্তম্ভন কার্য্যে কুশলা হইল। কেহ খেচরী, কেহ বা অদৃশ্যা হইবার সদুপায় প্রচার করিতে লাগিল। কেহ আকর্ষণ, কেহ বা উচ্চাটন বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিল। কেহ বা জ্যোতিঃশাস্ত্রে পণ্ডিতা সাজিয়া, কেহ বা লোকের চিন্তিত বিষয় প্রদান করিয়া কেহ বা নিজ শরীরলাবণ্যে যুবকদিগের চিত্তহরণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই যোগিনীগণ নানারূপ বেষভূষাদ্বারা বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া সকল গৃহস্থেরই গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে একবর্ষ অতীত হইলেও তাহারা রাজা দিবোদাসের অনিষ্ট করিবার কোন ছিদ্র না পাইয়া সকলের পরামর্শ মতে "অকৃতকৃত্য হইয়া মন্দর গমন শ্রেয়স্কর নহে" বিবেচনায় কাশাতেই অবস্থান করিল; কারণ প্রভুর নিকট ক্রিয়াদক্ষ বলিয়া লব্ধসম্মান কোন ব্যক্তিই প্রভুকার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া তৎসন্নিধানে যাইতে সাহস করে না। হে মুনে! যোগিনীগণ আরও দেখিল যে, আমরা প্রভুর অসন্নিধানেও থাকিতে পারি; কিন্তু কাশীকে ত্যাগ করিলে বাঁচিতে পারিব না। কুপিত প্রভু, সাধু ভৃত্যের জীবিকা মাত্র উচ্ছেদ করেন; কিন্তু কাশী হারাইলে লোক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই হারাইয়া ফেলে। তাহারা এইরূপ ভাবিয়া সেই দিন হইতে অদ্যাবধি ত্রিভুবনসঞ্চারিণী হইয়া কাশীতেই অবস্থান করিতেছে। যে ব্যক্তি একবার কাশীকে পাইয়া উপেক্ষা করে, নিশ্চয়ই সেই মূঢ়ের চতুর্ব্বর্গ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি মুক্তিপ্রদা শ্রীমতী কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া অন্যত্রগমনে অভিলাষী হয়, তাহার সকলই নিষ্ফল। আমরা ঈশ্বরের দয়ার পাত্র না হইলেও অদ্য কাশী সন্দর্শন করিয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করিলাম, তাহার প্রভাবেই তিনি সদয় হইবেন। ইহাতেই আমরা সকলে কৃতার্থ হইলাম। কিছুদিন মধ্যেই সর্ব্বজ্ঞ দেব সতীনাথ কাশীতে আসিবেন; কারণ কাশী ভিন্ন কুত্রাপি তাঁহার সন্তোষ নাই। এই কাশীক্ষেত্রে ভগবানের অদ্ভুত শক্তিমাত্র, তাহা সকলের দৃষ্টির বহির্ভূত; একমাত্র মহাদেবই সে সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। যোগিনীগণ এইরূপ স্থির করিয়া মায়াবলে স্ব স্ব মূর্ত্তি আবৃত রাখিয়া সেই অবিমুক্তক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে লাগিল। ব্যাস কহিলেন, মুনিবর অগস্ত্য, এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! কার্ত্তিকেয়! সেই যোগিনীদিগের কি নাম? কাশীতে তাহাদিগের পূজা করিলে কিরূপ ফললাভ হয় এবং কোন্ কোন্ বিশেষদিনে তাহাদের পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা বল। দেব ষড়ানন, এইরূপে অগস্ত্য কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মুনে! ঐ সকল কথা কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! আমি যোগিনীগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, যাহা শুনিলে জীবের সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। গজাননা, সিংহমুখী কাকতুণ্ডিকা, গৃধ্রাস্যা, হয়গ্রীবা, উষ্ট্রগ্রীবা, বারাহী, শরভাননা, উলূকিকা, শিবারাবা, ময়ূরী, বিকটাননা, অষ্টবক্রা, কোটরাক্ষী, কুব্জা, বিকটলোচনা, শুষ্কোদরী, লোলজিহ্বা, শ্বদংষ্ট্রা, বানরাননা, ঋক্ষাক্ষী, কেকরাক্ষী, বৃহত্তুণ্ডা, সুরাপ্রিয়া, কপালহস্তা, রক্তাক্ষী, শুকী, শ্যেনী, কপোতিকা, পাশহস্তা, দণ্ডহস্তা, প্রচণ্ডা, চণ্ডবিক্রমা, শিশুঘ্নী, পাপহন্ত্রী, কালী, রুধিরপায়িনী, বসাধরা, গর্ভভক্ষা, শবহস্তা, অন্ত্রমালিনী স্থূলকেশী, বৃহৎকুক্ষী, সর্পাস্যা, প্রেতবাহনা, দন্দশূককরা, ক্রৌঞ্চী, মৃগশীর্ষা, বৃষাননা ব্যাত্তাস্যা, ধূমনিশ্বাসা, ব্যোমৈকচরণা, ঊর্দ্ধদৃক্,

তাপনী, শোষণীদৃষ্টি কোটরী, স্থূলনাসিকা, বিদ্যুৎপ্রভা, বলাকাস্যা, মার্জ্জারী, কটপূতনা, অট্টাট্টহাসা, কামাক্ষী, মৃগাক্ষী, মৃগলোচনা, এই চতুঃষষ্টি নাম যে ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্য জপ করে, তাহার দুষ্টবাধা দূর হয়। এই সকল পাঠ করিলে ডাকিনী, শাকিনী, কুষ্মাণ্ড বা রাক্ষসগণ কোনরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। এই সকল নাম উচ্চারণ করিলে শিশুগণের পীড়া ও গর্ভিণীর গর্ভবেদনা শান্তি হয় এবং যুদ্ধে, রাজসভায় ও বিচারে জয়লাভ হয়। যে ব্যক্তি যোগিনীপীঠের সেবা করে, তাহার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়। যোগিনীপীঠে অন্য মন্ত্রের জপেও বিশেষ সিদ্ধিলাভ করা যায়। ধূপ, দীপ, বলি ও উপহারাদি দ্বারা যোগিনীগণের পূজা করিলে, তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট প্রদান করেন। শরৎকালে যে ব্যক্তি যথাবিধি যোগিনীপীঠে পূজা করিয়া ঘৃত দ্বারা হোম করে, তাহার সকল প্রকারে সিদ্ধিলাভ হয়। আশ্বিন মাসের শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত যোগিনীগণ পূজিত হইলে, অভীষ্ট প্রদান করেন। যিনি কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া যোগিনীপীঠে রাত্রিজাগরণ করেন, তাঁহার অনন্তফল লাভ হয়। যিনি ভক্তিসহকারে প্রত্যেক নামের আদিতে প্রণব ও অন্তে চতুর্থীবিভক্তি দিয়া রাত্রিকালে সূক্ষ্মবদরী প্রমাণ ঘৃতাক্ত গুগ্‌গুল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম উল্লেখ করিয়া হোম করেন, তাঁহার অনন্তসিদ্ধি লাভ হয়। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপ্রতিপদে, পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ক্ষেত্রবিঘ্ন শান্তিমানসে যোগিনীগণের যাত্রা করিবেন। যে ব্যক্তি ঐ দিনে অবজ্ঞা করিয়া যোগিনীযাত্রা না করে, যোগিনীগণ সেই কাশীবাসীর বিঘ্ন করিয়া থাকেন। যোগিনীগণ কাশীতে মণিকর্ণিকার উপরেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে মানবের সকল বিঘ্ন দূর হয়।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

লোলার্ক-বর্ণন।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! যোগিনীগণ কাশীতে আসিলে পর মহাদেব নিতান্ত অধীর হইয়া পুনরায় তথায় সূর্য্যকে পাঠাইবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে দিবাকর! শরীরিধর্ম্মরূপী রাজা দিবোদাস যেখানে রাজত্ব করিতেছে, সেই পুণ্যক্ষেত্র কাশীতে তুমি শীঘ্র গমন কর। তথায় ঐ রাজার পাপবুদ্ধি হইয়া যাহাতে সত্বর সেই ক্ষেত্রের বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা করিবে; কদাচ তাহাকে অপমানিত করিবে না; কারণ ধার্ম্মিকের অসম্মান করিলে স্বয়ংই অবমানিত হইতে হয় ও গুরুতর পাপরাশি বহন করিতে হয়। যদি তুমি নিজ বুদ্ধিবলে কোনরূপে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলে ঐ নগরে দুঃসহ কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক সানন্দে চিরদিন বিরাজ করিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, ইহারা কেহই তাহাকে বশে আনিতে পারে না। অধিক কি, স্বয়ং কালও তাহার নিকট পরাজিত আছেন; যে পর্য্যন্ত জীবের বুদ্ধি ও মন ধর্ম্মে স্থির থাকে, তাবৎ কোনরূপ বিপদ হইতেই তাহার ভয় থাকে না। হে রবে! সংসারে কাহারও চেষ্টিত তোমার অজ্ঞাত থাকে না; অতএব তুমি শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধির জন্য গমন কর। স্কন্দ কহিলেন, দিবাকর, শিবের এই আদেশ গ্রহণ করিয়া নিজ গগনচারিণী মূর্ত্তির সহায়ে কাশী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার মানস কাশীদর্শনোৎসুক হওয়ায় স্বয়ং সহস্রপাদ থাকিয়াও অসংখ্যচরণ হইবার জন্য অভিলাষী ছিলেন। কাশীদর্শনলালসায় তিনি অবিশ্রান্ত গমন করিয়া নিজের "হংস" নাম সার্থক করিয়াছিলেন। জীবগণের অন্তশ্চর ও বহিশ্চর সূর্য্যদেব কাশীতে আসিয়া সেই রাজার কিছুমাত্র অধর্ম্ম দেখিতে না পাইয়া এক বৎসর ঐ কাশীতেই তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধানে থাকিলেন। সূর্য্য কোন

দিন অতিথির বেশে সেই রাজার রাজ্যে দুর্লভ বস্তুর প্রার্থনায় নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার প্রার্থিত বস্তু দুর্লভ হইত না। কোন দিন দাতা হইয়া দীন-দুঃখীদের অভীষ্টপূরণ করিতেন, কোন দিন বা স্বয়ং দীন সাজিয়া বিচরণ করিতেন। কোন দিন গণক হইতেন; কোন দিন বা প্রজা-মধ্যে শাস্ত্রের কুটিল অর্থ করিয়া অবিধিকার্য্য প্রতিপন্ন করিতেন। কোন দিন নাস্তিক সাজিয়া অপ্রত্যক্ষ বস্তু বা কার্য্য অস্বীকার করিতেন। কোন সময় জটাধারী, কখন বা দিগম্বর, কখন বিষবিদ্যাবিশারদ, কখন পাষণ্ডধর্ম্মজ্ঞ হইয়া বিচরণ করিতেন। কোন সময় ব্রহ্মবাদী হইয়া ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করিতেন; কখন ঐন্দ্রজালিক সাজিয়া সাধারণের মন মোহিত করিতেন। কখন নানাবিধ ব্রতাদির উল্লেখ ও পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ করিয়া পতিব্রতাদিগের হৃদয় আনন্দ-রসে ডুবাইতেন। কখন কাপালিক হইতেন; কখন ব্রাহ্মণ হইয়া সদনুষ্ঠান করিতেন; কোন সময় ব্রহ্মজ্ঞানী, কোন সময় ধাতুবাদী, কখন বা রাজপুত্র সাজিয়া লোকের মন আকর্ষণ করিতেন। কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন গৃহস্থ, কখন ব্রহ্মচারী, কখন বানপ্রস্থী, কখন প্রব্রজ্যাশ্রমী, কখন সর্ব্ববিদ্যানিপুণ, কখন বা সর্ব্বজ্ঞ সাজিয়া সাধারণের চিত্ত বিস্ময়পূর্ণ করিতেন। গ্রহরাজ সূর্য্য এইরূপ নানাপ্রকারে কাশীতে দিবারাত্র ভ্রমণ করিয়াও কাহারও কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে না পাইয়া বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজের নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরাধীন হওয়া কি অনির্ব্বচনীয় কষ্টকর, যাহাতে কোন দিনই যশোলাভের আশা নাই! সূর্য্য কহিলেন, যদি আমি এক্ষণে অকৃতকার্য্য হইয়া সামান্য ভৃত্যের মত মহাদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হই, তাহা হইলে তিনি, স্বকার্য্য কিছুই সিদ্ধ হইল না দেখিয়া অবশ্য ক্রোধ করিবেন। তাঁহার ক্রোধ স্বীকার করিয়াই বা কিরূপে তথায় যাইয়া তাঁহার সম্মুখে নীচ ভৃত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইব? যদি এ অপমানও আমার স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে জগৎপতি রুদ্রদেব যদি একবার ক্রোধ-ভরে আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তবে ত আমি তখনই হরকোপানলে পতঙ্গের মত দগ্ধ হইব; সে সময় স্বয়ং বিধাতাও আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। সুতরাং তথায় গমন কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে, এক্ষণে ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক কাশীক্ষেত্রেই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করি। ইহাকে কোন মতেই পরিত্যাগ করা হইবে না। এবঞ্চ প্রভুর নিকট তদীয় কার্য্যের সদসদবস্থা নিবেদন না করিলে যে পাপ অর্জ্জিত হইবে, কাশীবাসে অবশ্য সে পাপ বিনষ্ট হইবে; কারণ কাশী-বাসে গুরু লঘু সকল পাপই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ আমি স্বেচ্ছায় এ পাপসঞ্চয় করিতেছি না; যেহেতু মহাদেবের ঈদৃশ আজ্ঞা আছে যে, স্বধর্ম্ম রক্ষা অগ্রে কর্ত্তব্য; এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিলে ত্রিভুবন তাহাকে রক্ষা করে। অর্থ ও কামের রক্ষণ নিস্প্রয়োজন; যদি উহাই প্রয়োজন হইবে, তবে ভুবনত্রয়ের সুখ সাধন সেই কামকে ভগবান্ কিজন্য অনঙ্গ করিলেন এবং যদি অর্থই সার হইত, তবে রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বভূমির অধীশ্বর হইয়াও কেন বিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা রাখেন নাই? এবঞ্চ দধীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের ও শিবি প্রভৃতি রাজগণের ব্যবহার স্মরণ করিয়া ধর্ম্মকেই সার বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। অবশ্য আমি কাশী-সেবাসম্ভূত ধর্ম্মপ্রভাবে শিবকোপানল হইতে রক্ষা পাইব, ইহাতে সন্দেহ নাই। যেমন লোকে করস্থ রত্ন উপেক্ষা করিয়া কাচ গ্রহণ করে না, তদ্রূপ কোন সচেতন ব্যক্তিই দুর্লভ কাশীধাম লাভ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি বারাণসীতে আসিয়া অন্যত্র গমনে অভিলাষী হয়, সে অমূল্যনিধিকে পায়ে ঠেলিয়া ভিক্ষা দ্বারা ধনসঞ্চয় বাসনা করে। সংসারে সকলেই পুত্র, মিত্র, কলত্র,

ক্ষেত্র ও ধন পাইয়া থাকে ; কিন্তু কাশীলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যে অদৃষ্টবান্ পুরুষ, ত্রিলোকের উদ্ধরণকর্ত্রী কাশীকে লাভ করে, সেই অসুলভ অনুপম সুখসাগরে সর্ব্বদাই ভাসিয়া থাকে। সতীনাথ কোপ করিলে আমার বাহ্যতেজেরই হানি করিবেন ; কিন্তু আমি কাশীবাসী হইলে আত্মজ্ঞান জন্য সুবিমল তেজ লাভ করিব। যাবৎ কাশীসেবা জন্য তেজঃপ্রকাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত খদ্যোতের ন্যায় অপরাপর তেজোরাশি দীপ্তি পাইয়া থাকে। বিদিতকাশীপ্রভাব তমোনাশক সূর্য্য, এই প্রকার চিন্তা করিয়া দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়া কাশীতেই অবস্থান করিলেন ; তদবধি কাশীধামে লোকার্ক, উত্তরার্ক, সাম্বাদিত্য, দ্রৌপদাদিত্য, ময়ূখাদিত্য, অরুণাদিত্য, খখোল্কাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য ও গঙ্গাদিত্য, এই দ্বাদশ আদিত্য কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পাপিগণ হইতে রক্ষিত হইতেছে। কাশীবিলোকনে দিবাকরের চিত্ত লোল হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার "লোলার্ক" নাম হয়। কাশীতে দক্ষিণদিকে অসিসঙ্গমের নিকট লোকার্ক অবস্থিত আছেন, তাঁহা হইতে কাশীবাসীর সর্ব্বদাই মঙ্গল হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণমাসের রবিবারে ষষ্ঠী বা সপ্তমী তিথিতে লোলার্কের বার্ষিকী যাত্রা করিলে, মানবের সকল পাপ বিদূরিত হয়। মানবের একবর্ষে যে পাপসঞ্চয় হয়, ঐ দিনে লোলার্ক দর্শন করিলে সেই পাপ মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হয়। মানব অসিসঙ্গমে স্নান করিয়া শাস্ত্রানুসারে পিতৃ ও দেবগণের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিলে, পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং লোকার্কসঙ্গমে স্নান, দান,হোম ও দেবতার্চ্চনা প্রভৃতি যে কিছু পুণ্যকার্য্য করা হয়, সমস্তই অনন্ত ফল প্রদান করে। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে ঐ স্থানে ব্রাহ্মণকে দান করিলে তৎকালে কুরুক্ষেত্রে দান অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ফল লাভ করা যায়। মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে অসিগঙ্গাসঙ্গম স্থলে লোলর্কে স্নান করিলে, মানবের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ বিদূরিত হয়। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া প্রতি রবিবারে লোলার্ক সন্দর্শন করে, তাহার ইহলোকে কোনরূপ দুঃখই থাকে না এবং প্রতি রবিবারে যে ব্যক্তি লোলার্কের পাদোদক সেবা করে, তাহাকে কখন দদ্রু প্রভৃতি রোগ আক্রমণ করে না। যে ব্যক্তি কাশীতে থাকিয়াও তাঁহার সেবা না করে, সে নিরন্তর ক্ষুধা ও রোগসম্ভূত ক্লেশসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। ঐ তীর্থ কাশীস্থ যাবতীয় তীর্থের শিরোভাগ। অন্যান্য তীর্থচয় ইহারই অঙ্গমাত্র, কেহই অসিসঙ্গম তীর্থের ষোড়শাংশের একাংশ যোগ্যও নহে। সমুদয় তীর্থে স্নান করিলে যে ফল পাওয়া যায়, কেবল এই সঙ্গম স্থানে অবগাহন করিলেও মানব সেই ফললাভ করিয়া থাকে। হে মুনিবর! ইহাকে অর্থবাদ বা স্তুতিবাদ বলিয়া বিবেচনা করিও না ; ইহা যথার্থ বাক্য বলিয়াই সাধুগণ অতি সমাদরে ইহাঁর উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা রাখিয়া থাকেন। যেখানে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ও দেবনদী গঙ্গা বিরাজ করিতেছেন, সেই পুণ্যক্ষেত্রে আত্মাভিমানী মূঢ় তার্কিকগণই এই বাক্যকে মিথ্যাদোষে কলুষিত করে! তর্কবলে অসংস্কৃত মূঢ়েরা কাশীর এই বাক্য সকলকে অর্থবাদে কল্পনা করিয়া যুগে যুগে বিষ্ঠার কীটরূপে জন্মিয়া কদাচ সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। হে মুনিবর! ত্রিলোকীমণ্ডপও অপূর্ব্বমহিমায় যাহার তুলনা লাভ করিতে পারে না, সেই কাশীর মহিমা কদাচ নাস্তিক, বেদনিন্দক, অন্ত্যজাতি, অবিধিকার্য্যকারী কিংবা যাহারা শিশ্ন বা উদরের জন্য নিতান্ত লালায়িত, ইহাদিগের নিকট বর্ণন করিবে না। কাশীতে দক্ষিণদিকে পাপরাশি প্রবেশে সমর্থ হয় না ; কারণ তথায় লোলার্কের অসহ্য সন্তাপ ও অসিধারার প্রখর ধার সর্ব্বদাই তাহাকে দূর করিবার জন্য উদ্যুক্ত আছে। এই লোলার্কের মহিমা, জীবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, দুঃখময় সংসারে তাহার কিছুই কষ্ট থাকে না।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

উত্তরার্ক বর্ণন।

স্কন্দ কহিলেন, কাশীর উত্তরদিকে অর্ক নামক যে কুণ্ড আছে, তাহাতেই উত্তরার্ক নামক সূর্য্য অবস্থান করেন। মহাতেজা উত্তরার্ক সুকৃতী জীবগণের দুঃখরাশি দূর করিয়া অনুপম আনন্দ বিধান করত সর্ব্বদা কাশীকে রক্ষা করিতেছেন। হে মুনিবর! এই সূর্য্য সম্বন্ধীয় একটী অতীব সুন্দর ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আত্রেয়বংশ-সম্ভূত শুভব্রত নামক এক ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। তিনি নিয়ত সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন; তাঁহার শুভব্রতা নামিকা পত্নীও তাঁহারই অনুরূপাঃ হইয়া পতিসেবাকে প্রধান-রূপে গণ্য রাখিয়া সর্ব্বদাই ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভে শুভ-ব্রতের ঔরসে মূলানক্ষত্রের প্রথম পাদে ও বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থিত হইলে শুভক্ষণে এক অতি সুলক্ষণা সুন্দরী কন্যা উৎপন্ন হইল। সেই কন্যা পিতৃগৃহে লালিতা হইয়া শুক্লপক্ষীয় শশীর ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পিতামাতার প্রিয়কারিণী হইয়া অতি নিপুণভাবে গৃহকার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। যতই তাহার বয়স অধিক হইয়া যৌবন উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই মাতাপিতার মানস, প্রবল চিন্তাস্রোতে অনিয়ত ভাসিতে লাগিল; তাহাদের সর্ব্বদাই চিন্তা—কি উপায়ে এই সুলক্ষণা কন্যার বিবাহ দিব। কুলীন, যুবা, সুশীল, বিদ্বান্, ধনী এই প্রকার সর্ব্বগুণাধার বর ইহার উপযুক্ত, তাহার হস্তে পড়িলেই সুখভাগিনী হইতে পারিবে; কিন্তু কোথায় বা ঈদৃশ সুপাত্র মিলিবে? এই প্রকার চিন্তায় নিয়ত আসক্ত থাকায় শুভব্রত একদিন দারুণ জ্বরে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন; কোন ঔষধেই সে চিন্তাজ্বর উপশান্ত হইল না। কন্যার মূলানক্ষত্রে জন্মনিবন্ধনদোষ প্রযু-তিনি দারুণ চিন্তা-জ্বরে অভিভূত হইয়া গৃহ, স্ত্রী, ধন সকলই পরিত্যাগ করিয়া ইহ-লোক হইতে অপসৃত হইলেন। তখন শুভ-ব্রতা স্বামীর দেহান্ত দেখিয়া, স্নেহের কন্যাকেও ভুলিয়া জগৎকে সতীধর্ম্ম শিখাইয়া তাঁহার অনুমৃতা হইলেন। স্বামী জীবিত বা মৃত হউন সকল অবস্থায়ই পতিব্রতা নারী তাঁহার অনু-সরণ করিয়া নিজ পরম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। পতিচরণসেবিকা স্ত্রী কদাচ বিপদ্-গ্রস্তা হন না বলিয়া পুত্র, পিতা, মাতা বা অন্য কোন বন্ধুরই সেই পতিব্রতার রক্ষাভার গ্রহণ করিতে হয় না। অতঃপর সেই কন্যা অতি দুঃখ সহকারে মৃত পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া শোককাতরা হইয়া কোনরূপে দশদিন অতিবাহন করিল। তখন সুলক্ষণা আপনাকে দরিদ্রা ও অনাথা দেখিয়া চিন্তাসাগরে ভাসিতে থাকিয়া ভাবিতে লাগিল যে আমি পিতৃমাতৃহীনা একাকিনী কেমনে এ সংসার-সমুদ্র পার হইব? আমার কেহই অভিভাবক নাই, পিতামাতাও কাহারও হস্তে আমাকে অর্পণ করেন নাই, এক্ষণে অদত্তা আমি কি প্রকারেই বা নিজের ইচ্ছায় অভীষ্ট ব্যক্তির গলে বরমাল্য দিয়া তাহাকে অভি-ভাবক করিব? যদি কাহাকে বিবাহই করি, সে যদি গুণবান্ বা সংকুলসম্ভূত না হয় কিংবা আমার মনের সহিত তাহার অনৈক্য হয়, তাহা হইলেই বা তাহাকে লইয়া কিরূপে সংসার করিব? এইরূপে সেই সর্ব্বগুণশালিনী সুলক্ষণা মহাচিন্তায় ব্যাকুলা হইয়াও প্রত্যহ অসংখ্য যুবজনের প্রার্থনা অবহেলা করিয়া কাহাকেও স্বদেহ দান করিল না। অকালে পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় সময়ে, সময়ে নিতান্ত শোকে অধীরা হইয়া সুলক্ষণা জনক-জননীর তাদৃশ স্নেহ স্মরণ করিয়া, সংসারকে অসার ভাবিয়া আপনাকে নিন্দা করিত;—হায়! আমার সেই পিতামাতা আমায় ফেলিয়া কোথায় যাইলেন; যাঁহারা আমাকে উৎপাদন করিয়া পালন করিয়াছেন? এই অনিত্য সংসার নহে, আমার সাক্ষাতে আমার জনক-

জননী যে গতি লাভ করিয়াছেন, এই মুহূর্ত্ত মধ্যে আমিও এই নশ্বর দেহ হইতে অপসারিত হইয়া সেই দশা পাইতে পারি। অতএব অনিত্য দেহ পাত করিয়া নিত্যধন ধর্ম্ম সঞ্চয় করিব। জিতেন্দ্রিয়া কুমারী সুলক্ষণা মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কঠোর ব্রহ্ম-চর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত উত্তরার্ক সূর্য্যের সন্নিধানে স্থিরচিত্তে ঘোর তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার তপস্যারম্ভের দিবস হইতে প্রত্যহ এক কৃশাঙ্গী ছাগী তথায় আসিয়া স্থিরনেত্রে তদীয় তপোব্যাপার নিরীক্ষণ করিত। ঐ ছাগবধূ তত্রত্য যে কিছু অনায়াসলভ্য তৃণ পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া সেই অর্ককুণ্ডের জল পান পূর্ব্বক পুনরায় নিজ পালকের আলয়ে গমন করিত; আবার প্রভাত হইবামাত্র সুলক্ষণার নিকট আসিয়া সেইরূপে প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিত। এইরূপে পাঁচ কিংবা ছয় বৎসর অতীত হইলে পর একদা মহেশ্বর পার্ব্বতীসহ পাদচারী হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ তথায় আসিয়া উত্তরার্কের সন্নিধানে উগ্র তপ-স্যায় নিযুক্তা তপঃকৃশা স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলা সেই সুলক্ষণাকে অবলোকন করিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র পার্ব্বতী দয়ার্দ্রচিত্তা হইয়া অনা-থাকে বরদানে অনুগৃহীত করিবার জন্য জগৎপতিকে অনুরোধ করিলেন। দয়াময় বিশ্বনাথও পার্ব্বতীর বাক্যে ও সুলক্ষণার তপস্যায় একাগ্রতা দেখিয়া বরপ্রদানাভিলাষী হইয়া কহিলেন, হে সুব্রতে সুলক্ষণে! তোমার কঠোর তপস্যায় আমি প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছি; তুমি কোন বস্তুর অভিলাষিণী তাহা আমাকে বল। মহাদেবের এইরূপ অমৃতোপম তাপহারক বাক্য শ্রবণ করিয়া সুলক্ষণা নয়ন উন্মীলন করিলেন; তখন দেখেন, সম্মুখে তাঁহার চিরারাধ্য ধন শঙ্কর, পার্ব্বতীকে বামভাগে রাখিয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছেন। সুলক্ষণা তদ্দর্শনে কৃতাঞ্জলিভাবে নমস্কার করত ভাবিতে লাগিল, "কি বর প্রার্থনা করিব?" এত সময়ে পুরোভাগে সেই ছাগীকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তা করিল "এ সংসারে সকলেই নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জীবন ধারণ করিতেছে, কিন্তু যিনি পরোপকারার্থে আত্মজীবন উৎসর্গ করেন, তিনিই সার্থকজন্মা হইয়া থাকেন। এই অনাথা ছাগী আমার তপঃসাক্ষিভূতা থাকিয়া বহুকাল সেবা করিয়া আসিতেছে; আমার উচিত, ইহার জন্যই বর প্রার্থনা করা। সুলক্ষণা এইরূপ স্থির করিয়া মহাদেবকে কহিল, হে দেব! দয়াময়! যদি আপনার আমাকে বর দিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে অগ্রে এই বরাকী ছাগীর প্রতি অনুগ্রহ করুন; কারণ এই ছাগী আমার বহুতর সেবা করিয়াছে; কিন্তু এ পশু বলিয়া কোন অভি-লাষই ব্যক্ত করিতে পারে না। ভক্তভয়ভঞ্জন ভগবান্ মহেশ্বর, সুলক্ষণার নিঃস্বার্থ পরোপ-কারবুদ্ধি দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে দেবি! গিরিজে! একবার দেখ, —সাধুব্যক্তির কিরূপ পরোপকারকারিণী মহতী বুদ্ধি হইয়াছে! সংসারে তাহারাই ধন্য ও সকল ধর্ম্ম তাহাদেরই করস্থ, যাহারা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে পরোপকারের চেষ্টা পাইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! উহা ব্যতীত সঞ্চিত যাবৎ পুণ্যই চিরস্থায়ী নহে; একমাত্র পরো-পকাররূপ সুমহৎ পুণ্যই দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে। হে দেবি! এই সুলক্ষণা সর্ব্বপ্রকারে প্রশংসার পাত্রী। এক্ষণে ইহাকে এবং ছাগীকে কোন বর দিয়া সন্তোষ বিধান করিব, তাহা তুমি বল। পার্ব্বতী কহিলেন, হে সৃষ্টিকর্ত্তৃগণেরও বিধাতঃ! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে ভক্তার্ত্তিহারিন্! এই সুলক্ষণা আমার সখীরূপে পরিগণিতা হউক। কর্পূরতিলকা, গন্ধধারা, অশোকা, বিশোকা, মলয়গন্ধিনী, চন্দননিশ্বাসা, মৃগমদোত্তমা, কোকিলালাপা, মধুরভাষিণী গদ্যপদ্যনিধি, অনুকূল্জা, দৃগঞ্চলেঙ্গিতজ্ঞা, কৃতমনোরথা ও গানচিত্তহরা প্রভৃতি সখীগণ হইতে যেমন আমি সর্ব্বদা

আনন্দ পাইয়া থাকি বলিয়া উহাদিগকে অতিশয় ভালবাসি, সেইরূপ এই সুলক্ষণাও আমার প্রীতিপাত্রী হউক। সুলক্ষণা বাল্যাবধি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে বলিয়া এই পার্থিবশরীরেই দিব্য বসন, দিব্য ভূষণ, দিব্য গন্ধ ও দিব্য মাল্য পরিধান করিয়া দিব্যজ্ঞানবতী হইয়া চিরকাল আমার সহচরী হইয়া থাকুক এবং এই ছাগসুতা কাশীরাজসুতারূপে জন্ম লাভ করিয়া মর্ত্যধামে শ্রেষ্ঠ বিষয়সুখ ভোগ করিয়া চরম সময়ে নিত্যানন্দময় নির্ব্বাণপদ লাভ করুক। হে দেব! কাশীপতে! এই ছাগী পৌষমাসের রবিবারে দারুণ শীতজন্য ক্লেশ সহ্য করিয়া সূর্য্যোদয় না হইতেই এই অর্ককুণ্ডে স্নান করিয়াছে, সেই পুণ্যে আমার বরপ্রভাবে কাশীরাজের স্নেহময়ী কন্যা হইয়া জন্মলাভ করুক। হে নাথ! অদ্যাবধি এই কুণ্ডের নাম "বর্করীকুণ্ড" হউক এবং সংসারে এই ছাগী সকলের পূজ্যা হউক। পৌষমাসের রবিবারে কাশীস্থ ব্যক্তিমত্রেই ভক্তিভাবে এই কুণ্ডে উত্তরার্কদেবের যাত্রা করুক। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য! এই তোমার নিকট লোলার্ক ও উত্তরার্কের মহিমা বর্ণন করিলাম; অতঃপর সাম্বাদিত্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনিবর! যে ব্যক্তি এই অর্কদ্বয়ের পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করে, তাহার কখন ব্যাধিভয় বা দারিদ্র্যনিবন্ধন ক্লেশ উপস্থিত হয় না।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাম্বাদিত্য-মাহাত্ম্য কথন।

স্কন্দ কহিলেন, হে মৈত্রাবরুণে! শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যদুবংশে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে, অগ্নির মত অতি তেজস্বী স্বয়ং দেব বাসুদেব, দৈত্যনাশ দ্বারা ভূমণ্ডলের ভারহরণার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে মুনিবর! সূর্য্যবৎ অতি তেজঃশালী সেই ভগবান্ বাসুদেবের, স্বর্গবাসী অপেক্ষাও অধিক সুশীল, অতি মনোহর সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, অতিশয় বীর ও বলবান্ কল্যাণ-সূচক লক্ষণসমন্বিত অনেকানেক শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ অশীতিলক্ষ সংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। একদিন ব্রহ্মতনয় তপোনিধি গগনচারী দেবর্ষি, নারদ, বাসুদেবতনয় সন্দর্শনার্থ, বিশ্বকর্ম্মার কৌশলময় শিল্পের ফলস্বরূপা, স্বর্ণপুরী অপেক্ষাও সৌন্দর্য্যশালিনী দ্বারকাতে আগমন করিলেন। বল্কলের কৌপীন তাঁহার পরিধান; কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্মাম্বর তাঁহার গাত্রে শোভিতেছে; তাঁহার হস্তে ব্রহ্মদণ্ড; মুঞ্জানির্ম্মিত সূত্র তাঁহার কটিতে বদ্ধ ছিল; বক্ষঃস্থলধৃত তুলসীমালায় শরীর ভূষিত, গোপীচন্দনে দেহ চর্চ্চিত, অতি দীর্ঘকালব্যাপী তপশ্চরণে শরীর কৃশ ও তিনি মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান দেখাইতেছিলেন। যাদবতনয়েরা তদ্রূপ দেবর্ষি নারদকে সন্দর্শন করিয়া, বিনয়সহকারে অংসদেশ অবনত ও মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া অতিশয় নম্রতাসহকারে নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা দেহশোভায় অতি অহঙ্কারী সাম্ব, নারদের সৌন্দর্য্যসম্পৎকে উপহাস করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, সাম্বের সেই মনোভাব জানিতে পারিলেন এবং কিছু ব্যক্ত না করিয়া ধীরভাবে কৃষ্ণের মন্দিরাভ্যন্তরে গমন করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব, নারদকে আসিতে দেখিয়া অতি আদরের সহিত প্রত্যুত্থান (অভ্যর্থনা) করিলেন এবং মধুপর্ক দ্বারা পূজা করণান্তর আসনে উপবেশন করাইলেন। বাসুদেবের সহিত অনেকানেক কথোপকথনের পর যখন নারদ দেখিলেন যে, ভগবানের সন্নিকটে আর কেহই নাই, তখন এই প্রকারে সাম্বের কার্য্য তাঁহাকে জানাইলেন;—"হে যশোদানন্দদায়িন্! সাম্বের চরিত্র ও সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়া বোধ হইতেছে,

ঐ সাম্ব হইতে নিশ্চয়ই, নিতান্ত সম্ভব হইলেও সকল সাধ্বী স্ত্রীগণের ধর্ম্মরক্ষা করা কঠিন হইবে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ নারীগণ কুল, শীল, বিদ্যা ও ধনের অপেক্ষা না করিয়া কামবিমোহিত হইয়া কেবল রূপেরই পক্ষপাতিনী হয়। এই ত্রিলোকীমধ্যে সাম্বই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও হরিণ-লোচনাগণও স্বভাবত চঞ্চলহৃদয় হইয়া থাকে। হে নাথ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনার প্রধান আটটী মহিষী ব্যতিরিক্ত সমস্ত যাদবললনাগণ এই সাম্বের রূপে মোহিত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নারদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও স্ত্রীলোকের চঞ্চলচিত্ততা ভাবিয়া, উহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যে পর্য্যন্ত স্বপ্রণয়াভিলাষী পুরুষের সহিত নির্জ্জনে একত্রবাস না হয়, তাবৎই স্ত্রীগণের ধৈর্য্য ও মৌখিক বিবেকশক্তি থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বিবেচনা করিয়া বিবেকরূপ সেতু বাঁধিয়া ক্রোধরূপ নদীর প্রবল বেগ রোধ করিয়া নারদকে বিদায় প্রদান করিলেন। দেবর্ষির গমনের পর প্রভু নানা অনুসন্ধানেও সাম্বের কোনরূপ দোষ দেখিতে পাইলেন না। কিছুকাল অতীত হইলে পর দেবর্ষিনারদ পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন। তিনি, তৎকালে ভগবান্ ক্রীড়াপরায়ণা যাদববধূগণের সহিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত আছেন জ্ঞাত হইয়া, বহির্দ্দেশে ক্রীড়ায় ব্যাপৃত সাম্বকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃষ্ণসমীপে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। "স্ত্রীগণপরিবৃত নির্জ্জনস্থিত পিতার নিকট গমন উচিত হয় না; পুনশ্চ ব্রহ্মচারী দেবর্ষির বাক্য অবহেলনই বা কিপ্রকারে করি?" এইরূপ চিন্তা তৎকালে সাম্বের মনকে বিচলিত করিল। "দেবর্ষির সমুদয় অঙ্গই জলদঙ্গারবৎ অতিশয় তেজঃশালী বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে আর একদিন দেবর্ষি দ্বারকায় আগমন করিয়াছিলেন; সেই দিন যদুবংশের সকল তনয়েরাই ইহাঁকে প্রণাম করে, আমি তাহা করি নাই। এই পূর্ব্বকৃত অপরাধের উপর, আবার এখন যদি পিতার নিকট না যাইয়া দেবর্ষির আদেশ অমান্য করি, তবে আমার এই দুইটী বিষম অপরাধ দেখিয়া নিশ্চয়ই আমার বিষম অনিষ্ট করিবেন। এরূপ সময়ে পিতার নিকট গমন করিলে, তাঁহার ক্রোধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু তাহাও আমার এক্ষণে শ্লাঘার বিষয় হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মকোপাগ্নিতে পড়িলে আমার উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ শাস্ত্রেই বলে যে, যে কুল ব্রাহ্মণের কোপাগ্নিতে পতিত হয়, তাহাতে আর কখনই অঙ্কুর হয় না; কিন্তু দাবানলদগ্ধ বনে যেমন পুনর্ব্বার অঙ্কুর হইবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ, অপর ব্যক্তির কোপদগ্ধ কুলে, অঙ্কুর কখন হইলেও হইতে পারে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সাম্ব পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। সাম্ব, ভীতচিত্তে পিতৃমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, স্ত্রীগণপরিবৃত ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম করত দেবর্ষির আগমন সংবাদ জানাইবেন, ইত্যবসরে দেবর্ষি স্বকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সাম্বের পশ্চাতেই কৃষ্ণসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ নারদকে আসিতে দেখিয়া সম্ভ্রমসহকারে নিজ পরিধেয় পীত বসনাদি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। কৃষ্ণপত্নীগণ স্বামীর ঐরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই সাতিশয় লজ্জিত হইয়া স্ব স্ব বস্ত্র যথাস্থানে নিবেশিত করিলেন। তখন ভগবান্ দেবকীনন্দন সমাদর করিয়া দেবর্ষির হস্তধারণ পূর্ব্বক স্বীয় মহামূল্য শয্যায় বসাইলেন। তদ্দর্শনে সাম্ব অবনতমস্তকে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, নিজ ক্রীড়াস্থানে উপস্থিত হইলেন। মহামুনি নারদ, সাম্বদর্শনেই কৃষ্ণপত্নীগণের তাদৃশ সলজ্জ ভাব বুঝিতে পারিয়া ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নারায়ণ! আমি পূর্ব্বে সাম্ববিষয়ক যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য কিনা দেখুন। এক্ষণে সাম্বের অসামান্য রূপ দর্শনেই এই যাদবললনাদের হৃদয়ে জননীবিরুদ্ধ লজ্জাভাব আশ্রয় করিয়াছে। বাসুদেব, দেবর্ষির বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া সহসা সাম্বকে আহ্বান করিয়া ক্রোধে

শাপ দিলেন ; কিন্তু এ বিষয়ে শাম্ব বাস্তবিকই নির্দ্দোষী, কারণ বাসুদেবের স্ত্রীসমূহকে তিনি তখন স্বীয় মাতা জাম্ববতীর মতই দেখিতেছিলেন। ভগবান সাম্বকে অভিসম্পাত করিলেন যে "সাম্ব ! যেমন তোমার অসময়ে আগমনজনিত দুষ্কার্য্যের নিমিত্ত তোমার মাতৃবর্গ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া বিচলিতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি এই মুহূর্ত্তেই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হও।" এইরূপ ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত শুনিয়া কুষ্ঠব্যাধিভয়ে সাম্বের শরীর কম্পমান হইল এবং পাপশমনের নিমিত্ত তিনি ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন। অতনয় সাম্বকে কার্য্যতঃ নির্দ্দোষী জানিয়া ভগবান তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিতা বারাণসীতে যাইতে বলিলেন এবং বলিলেন, মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ বারাণসী ভিন্ন অন্য কোন স্থানে হইতে পারে না বলিয়া, তথায় গমন করিয়া বিহিতরূপে সূর্য্যের উপাসনা করিলে শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ! যাহা হইতে উদ্ধারের উপায় মুনিগণও চিন্তা করিয়া আনিতে পারেন না, যথায় সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর ও গঙ্গা নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তথায় এমন সকল পাপও অনায়াসে প্রশমিত হয়। কেবলমাত্র স্বয়ং যে সকল পাপ করা যায়, তাহা হইতেই যে বারাণসীতে উদ্ধার পাওয়া যায়, এমন নহে, বিশ্বেশ্বরের প্রজ্ঞাপ্রভাবে তথায় প্রাণিগণ স্বভাবকার্য্য পাপময় সংসার হইতেও উদ্ধার হয় ও হইতেছে। মৃত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত কৃপা পরবশ ভগবান্ পুরারি পুরাকালে সেই বারাণসীক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে জীব সেই স্থানে দেহ ত্যাগ করে, তাহার আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। অতএব হে সাম্ব ! তুমি মহাদেবের আনন্দবন বারাণসীধামেই এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, শীঘ্র তথায় প্রস্থান কর ; বারাণসী ব্যতীত অন্য কোথাও তোমার পাপ-শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। সকল প্রকার শুভাশুভ কার্য্য হইতে বিরত, কৃতকার্য্য নারদও কৃষ্ণের আদেশ গ্রহণ করিয়া গগনপথে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সাম্ব বারাণসীতে আগমন করিলেন। তথায় একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং শাপ হইতে সম্পূর্ণরূপ উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন। বারাণসীস্থিত, সাম্ব কর্ত্তৃক উপাসিত সাম্বাদিত্য নামক সূর্য্য বিগ্রহ তৎকাল হইতে সমস্ত উপাসকবৃন্দকে সর্ব্বপ্রকার বিপৎশূন্য ঐশ্বর্য্য দিয়া আসিতেছেন। যে ব্যক্তি রবিবারে অরুণোদয় কালে সাম্বকুণ্ডে স্নান করিয়া ভক্তিভাবে সাম্বাদিত্যের পূজা করে, সে কখনও রোগাক্রান্ত হয় না। যে নারী তাঁহার সেবা করে, সে কখনও বিধবা হয় না এবং বন্ধ্যা স্ত্রীও ইঁহার উপাসনা করিলে সচ্চরিত্র, সুন্দর ও গুণবান্ পুত্রলাভ করিতে পারে। হে দ্বিজ ! শাস্ত্র বলে মাঘমাসে শুক্লপক্ষের সপ্তমী রবিবারে হইলে, মঙ্গলকর সূর্য্যগ্রহণ তুল্য একটী মহা পর্ব্বদিন হয় ! তদ্দিবসে অরুণোদয়কালে সাম্বকুণ্ডে স্নানানন্তর সাম্বাদিত্যকে যে অর্চ্চনা করে, তাহার অতি উৎকট রোগ শান্তি হয় এবং তিনি বিপুল ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যও লাভ করিতে সক্ষম হন। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে পুণ্যজলাশয়ে স্নান করিলে, মানব যে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে, মাঘ মাসে সপ্তমী তিথিতে কাশীধামে সাম্বকুণ্ডে স্নান করিলেও সেই পুণ্যসঞ্চয় হয়। মাঘ মাসের রবিবারে সেই সাম্বকুণ্ডের সাংবৎসরিক উৎসব হয় ; যে মনুষ্য সেই দিবসে সাম্বকুণ্ডে স্নান করত অশোকপুষ্প দ্বারা সাম্বাদিত্যের পূজা করে, সে কখনও দুঃখে পতিত হয় না ; পরন্তু সেই ক্ষণেই তাহার সংবৎসরকৃত পাপ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়। মহাত্মা সাম্ব বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে সম্যক্‌প্রকারে সূর্য্যদেবের পূজা করেন। হে অগস্ত্য ! আমি তোমার নিকট এই আদিত্যবিগ্রহের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ইঁহাকে উপাসনা করিলে, প্রণাম করিলে ও আটবার প্রদক্ষিণ করিলে মনুষ্যের সকল পাপ নষ্ট হয়

এবং সমগ্র কাশীবাসের ফললাভ হয়। হে মহামুনে! তৎসমীপে এই সাম্বাদিত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; যে নর এই উপাখ্যানটী শ্রবণ করে, তাহাকে আর যমলোকে থাকিতে হয় না। হে মুনিবর! অতঃপর তোমাকে দ্রৌপদাদিত্যের বিষয় শ্রবণ করাইব, যাঁহার আরাধনায় ভক্তগণ অভীষ্টফল লাভ করিয়া থাকেন।

অষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

দ্রৌপদাদিত্য ও ময়ূখাদিত্য বর্ণন।

সূত কহিলেন, হে মুনিবর ব্যাস! যে সময় কার্ত্তিকেয়, অগস্ত্যমুনিকে এই সকল বলিয়াছিলেন, তৎকালে, দ্রৌপদী কোথায় ছিলেন? ব্যাস বলিলেন, হে সূত! পুরাণশাস্ত্রে ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান, ত্রিকালের বৃত্তান্তই অবগত হওয়া যায়; একারণ সেই বেদোপম পুরাণশাস্ত্রের উপর কোনরূপ সন্দেহ রাখা উচিত নহে। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! অবহিত হও। পূর্ব্বে দেব পঞ্চানন, জগতের হিতার্থ, স্বয়ং পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া মহীপতি পাণ্ডুর পঞ্চ তনয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং জগদম্বিকা সতীও পতিবিচ্ছেদ সহিতে না পারিয়া, যজ্ঞশীল রাজার যজ্ঞকুণ্ড হইতে উৎপন্না হইয়া, তাঁহাদের পত্নী হইয়াছিলেন। রুদ্রদেব, দুষ্ট দমন করিবার কারণ পঞ্চপাণ্ডবরূপে ধরাতলে শরীর গ্রহণ করিলে পরে বৈকুণ্ঠনাথও পঞ্চপাণ্ডবের সহকারী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া দুষ্টের নিগ্রহ,শিষ্টের রক্ষা করিয়াছিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ যথাক্রমে ভোগ করিয়াছিলেন। কোন সময় ঐ বীরগণ জ্ঞাতিকৃত বিপদে পড়িয়া বনবাসী হইলে, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপরায়ণা পাঞ্চালতনয়া পতিগণের বিপদে ব্যথিতা হইয়া সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব দ্রৌপদীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি হাতা ও আচ্ছাদন সহিত একটী স্থালী দিয়া কহিয়াছিলেন যে, হে সুভগে! যাবৎ তুমি ভোজন না করিবে, তাবৎ যত ব্যক্তিই ক্ষুধিত হইয়া আসুক না, সকলেই এই স্থালীজাত অন্নে তৃপ্তিলাভ করিবে; ইহা হইতে ইচ্ছাধীন বস্তু লাভ করা যাইবে। কিন্তু তোমার ভোজনের পর এই সরসদ্রব্য পরিপূর্ণ স্থালী শূন্য হইয়া যাইবে। হে মুনিবর! সূর্য্যদেব কাশীতে দ্রৌপদীকে এইরূপ বর দিয়া পুনরায় আর একটী বর দিলেন! সূর্য্য কহিলেন, বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণদিকে তুমি থাকিবে, তোমার সম্মুখেই আমার অধিষ্ঠান হইবে। ঐ স্থানে আমাকে ভজনা করিলে জীব কদাচ ক্ষুধায় পীড়িত হয় না। হে রতিপরায়ণে! প্রভু বিশ্বনাথ আমার উপর সন্তুষ্ট হইলে আমি তাঁহার নিকটে যে বর পাইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। বিশ্বেশ্বর কহিয়াছেন, হে দিবাকর! যে ব্যক্তি অগ্রে তোমাকে পূজা করিয়া আমায় দর্শন করে,তুমি তাহার সকল দুঃখ দূর করিবে। হে দ্রৌপদি! বিশ্বেশ্বর হইতে এই বর পাইয়া অবধি আমি কাশীবাসী জীবগণের পাপনাশ করিতেছি; এই স্থানে আমি যাহাদিগের কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছি, তাহারা আমা হইতে পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে আমার ও দণ্ডপাণির নিকটে তুমি থাকিবে। কাশীস্থ যে পুরুষ বা স্ত্রী শ্রদ্ধাসহকারে তোমার মূর্ত্তির পূজা করিবে, তাহারা কদাপি প্রিয়জনবিরহ জন্য দুঃখ পাইবে না। হে নিষ্পাপে; ধর্ম্মশীলে! কাশীতে তোমাকে দর্শন করিলে লোকের ব্যাধি, ক্ষুধা বা তৃষ্ণাসম্ভূত দারুণ কষ্ট দূর হয়। ভক্তাভীষ্টপ্রদাতা ভগবান্ দিবাকর, পাঞ্চালরাজপুত্রীকে এইরূপ বরদানে আশ্বস্তা করিয়া স্বয়ং শিবোপাসনায় আসক্ত হন; তখন দ্রৌপদীও কৃতার্থ হইয়া পতিগণ সন্নিধানে গমন করেন। এই দ্রৌপদী-দিবাকরসংবাদ ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিলে,

লোকের সকল পাপ বিনষ্ট হয়। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! তুমি এই দ্রৌপদাদিত্যের মহিমা শ্রবণ করিলে; এক্ষণে ময়ূখাদিত্যের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রিভুবনখ্যাত পঞ্চনদ তীর্থে দেব দিবাকর 'গভস্তীশ্বর' নামে এক ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শিবলিঙ্গ ও মঙ্গলাগৌরী নামে সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী দুর্গার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় দারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন। হে মুনিবর! স্বভাবতেজে জগত্তপন তপনদেব, দেবমানে লক্ষবর্ষ কাল কৈলাসনাথের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিয়া, তপস্যার তেজে শতগুণ তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অগ্নিময় কিরণে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যদেশ একান্ত পীড়িত হইতে লাগিল। দেবতারা পতঙ্গদেবের তেজে সামান্য পতঙ্গের মত দগ্ধ হইবার ভয়ে গগনপথে গমনাগমন পরিহার করিলেন। স্ফুটিত কদম্বদলের যেমন কলিকাচয়ই পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সূর্য্যদেবের কিরণজালে আহতদৃষ্টি লোক সকল তদীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইত না। তখন সূর্য্যের তেজ ও তপঃসঙ্কল্প দর্শন করিয়া সকলেরই অন্তর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। "বেদ সূর্য্যকে জগতের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই আত্মাই যদি দেহকে তাপিত করেন, তবে আর কে তাহাকে রক্ষিতে সমর্থ হইবে? এই সূর্য্যই জগতের চক্ষু, এই সূর্য্যই জগতের আত্মা; যেহেতু প্রতিদিন প্রভাতকালে ইনি উঠিয়াই মৃতপ্রায় ভুবনকে জাগরিত করেন। প্রতিদিন ইনি উঠিয়া করজাল বিস্তার করিলে পর, অন্ধকার কূপে নিপতিত জীবগণ চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া থাকে এবং ইনি উঠিলেই আমরা উঠিয়া থাকি আর ইনি অস্ত গমন করিলেই আমরাও অস্তমিত হই; সুতরাং সূর্য্যই আমাদের উদয়ানুদয়ের একমাত্র কারণ।" বিশ্বস্থিত যাবৎ প্রাণীর ঈদৃশ আক্ষেপবাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, বিশ্বরূপ শম্ভু, সূর্য্যকে বর দিবার জন্য আগমন করিলেন; তখন দিবাকর বাহ্যজ্ঞানশূন্য একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতেছিলেন। ভক্তবৎসল উমাপতি তদ্দর্শনে বিস্মিত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে তেজোরাশে সূর্য্য! তপস্যায় বিরত হইয়া মৎসমীপে বর প্রার্থনা কর।" এই বাক্য দুই তিনবার বলিলেও ধ্যানমগ্ন সূর্য্যের কর্ণকুহরে তাহা প্রবিষ্ট হইল না; তখন মহাদেব তাঁহার স্থাণুভাব জানিতে পারিয়া সুধাস্রাবী করতল দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। তাহাতে পদ্মিনী যেমন সূর্য্য-করস্পর্শে বিকসিত হয় এবং অনাবৃষ্টিপ্রভাবে শুষ্ক তৃণ যেমন বৃষ্টির জল পাইলে অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ সূর্য্যও শিব-পাণিস্পর্শে বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত ও বিগততাপ পাইয়া, সম্মুখে অভীষ্টদেব ত্রিনয়নকে দেখিতে পাইয়া,সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, স্তব করিতে লাগিলেন। সূর্য্য কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগদীশ্বর! হে বিভো! হে ভর্গ! হে ভব! হে শশাঙ্কশেখর! হে ভূতনাথ! আপনি জীবের ভবভয় দূর করিয়া থাকেন। হে চন্দ্রচূড়! হে মৃড়! আপনি লোকের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে ধূর্জ্জটে! হে হর! হে ত্রিনয়ন! আপনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন। হে শান্ত! হে শাশ্বত! হে শিবেশ! হে শিব! হে নীললোহিত! হে বিরূপাক্ষ! হে ব্যোমকেশ! হে পশুপাশনাশন! হে বামদেব! হে শিতিকণ্ঠ! হে শূলিন! হে মহেশ্বর! হে ত্র্যম্বক! হে ঈশ্বর! হে ত্রাণকারিন! হে ফণিভূষণ! হে কামকৃৎ! হে পশুপতে! হে ত্রয়ীময়! হে ত্রিনয়ন! আপনি ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে কালকূটপায়িন্! আপনি অন্তকেরও অন্তক। হে শর্ব্বরী রহিত! হে শর্ব্ব! হে সর্ব্বগ! হে স্বর্গমার্গ! হে মোক্ষপ্রদ! হে সুখদায়িন্! হে কপর্দ্দিন্! হে শঙ্কর! হে উগ্র! হে গিরিরাজপতে! হে অন্ধকজিৎ! হে বিশ্বনাথ! হে বিশ্বরূপ! হে সর্ব্বজ্ঞ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বেদ আপনার মহিমা জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন। হে পর! হে রূপহীন! হে ব্রহ্মন্! হে অকুটিল! হে সুধাপ্রদ! হে দুর্গ! আপনি বাক্য ও

মনের অগোচর আপনাকে আমি বারবার প্রণাম করিতেছি। দিবাকর, মহাদেবকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক এইরূপ স্তব করত প্রমুদিত-মানসে শিবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী পার্ব্বতীরও স্তব করিতে লাগিলেন। রবি কহিলেন, হে দেবি! যে ব্যক্তির ভালদেশে আপনার পাদপদ্মের রেণুচয় সংলগ্ন হয়, জন্মান্তরেও তাহার ললাট-স্থল চন্দ্রকলায় ভূষিত থাকে। হে মঙ্গলে! আপনি সকল মঙ্গলের আলয় ও সকল পাপ-রূপ তূলরাশি দগ্ধ করিতে বহ্নিস্বরূপা; আপনি দানবদল দলন করিয়া, বিশ্বকে রক্ষা করিয়াছেন; হে বিশ্বময়ি! আপনি বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনার নাম কীর্ত্তনরূপ পুণ্যনদী, জীবের পাপরূপ তীরস্থ বৃক্ষনিচয়কে হরণ করিয়া থাকে। হে মাতঃ ভবানি! সংসারে একমাত্র আপনার শরণাগত হইলে, লোকের ভবভয় দূর হইয়া যায়; যাহাদের উপর আপনি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সংসারে তাহারাই ধন্য ও মান্য হইয়া থাকে। ভক্তের মোক্ষদাত্রী স্বপ্রকাশা কাশীস্থা, আপনাকে যে শুদ্ধমতি স্মরণ করেন, ভগবান্ মহাদেবও স্বয়ং সেই মোক্ষরক্ষার উপায়জ্ঞ ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া থাকেন। হে মাতঃ! যাহার হৃৎপদ্মে ভবদীয় চরণযুগল অবস্থিত হয়, সমস্ত জগৎ তাহার করস্থ হয়। হে গৌরি! যে ব্যক্তি আপনার নাম জপ করে, তাহার গৃহে অষ্টবিধ সিদ্ধি সতত অবস্থান করেন। হে দেবি! আপনিই বেদমাতা প্রণবরূপিণী, দ্বিজাতিগণের সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী গায়ত্রী; আপনিই ব্যাহৃতিত্রয়; আপনিই সকল কর্ম্মসাধিকা দেবগণতৃপ্তিকারিণী স্বাহা ও পিতৃগণতৃপ্তিজনিকা স্বধা। আপনি মহাদেবের গৌরী, ব্রহ্মার সাবিত্রী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী ও কাশীতে মোক্ষলক্ষ্মী হইয়া বিরাজ করিতেছেন! হে মাতঃ! আপনি আমার শরণ্যা হউন। সূর্য্য-দেব এই মঙ্গলাষ্টক নামক স্তোত্র দ্বারা শিবা-র্দ্ধাঙ্গরূপিণী দুর্গার স্তব করিয়া, গৌরী ও শিবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত তাঁহাদের সন্নিধানে মৌনভাব ধরিয়া অবস্থান করিলে, দেবদেব বলিতে লাগিলেন, হে মতিমন্ সূর্য্য! আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই, আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি আমার নেত্রস্থানীয় হইয়া বিশ্ব সংসার অবলোকন কর। হে সূর্য্য! তুমি আমারই মূর্ত্তি, এ কারণ তুমি সমস্ত তেজের আধার ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া, সর্ব্বত্র বিচরণ করত সমস্ত ভক্ত-জনের দুঃখ নিবারণ কর। তুমি আমাকে যে স্তোত্র দ্বারা স্তব করিলে, সেই স্তব যে পাঠ করিবে, তাহার আমাতে নিশ্চলা ভক্তি হইবে এবং পার্ব্বতীর যে মঙ্গলাষ্টক নামে স্তব করিলে, তাহা দ্বারা পার্ব্বতীর স্তব করিলে, জীবের সকল অমঙ্গল দূর হয়। এই আমার চতুঃষষ্টি নামক স্তোত্র ও দুর্গার মঙ্গলাষ্টক স্তোত্র অতি শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও সর্ব্বপাপবিনাশন! মানব দূর-দেশস্থ হইয়াও প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় বিশুদ্ধ মানসে এই স্তোত্র পাঠ করিলে, দুর্লভ কাশী-লাভ করিতে পারিবে! যে মনুষ্য প্রতিদিন এই স্তোত্রদ্বয় পাঠ করে, সে নিষ্পাপ হয়; তাহার শরীরে কোনরূপ পাপ আশ্রয় করিতে পারে না। ত্রিসন্ধ্যায় এই স্তোত্র যাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার অন্য কোন স্তোত্রে প্রয়োজন হয় না। কাশীধামে মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ অন্য স্তোত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া, যত্নসহকারে এই দুই স্তোত্র পাঠ করিবেন; তাহাতে তাহার মোক্ষধাম করস্থ হয়। এই বিশ্বসংসার আমাদের দুই জনের প্রপঞ্চ, সুতরাং উভয়ের এই স্তোত্র পাঠ করিলে, জীবের আর প্রপঞ্চে আসিতে হয় না। এই স্তব পাঠ করিলে, মানব পুত্র, পৌত্র ও ধনে সমৃদ্ধিশালী হইয়া, অন্তকালে মুক্ত হইয়া থাকে, হে গ্রহাধিপ; যে ব্যক্তি তোমার প্রতিষ্ঠিত গভস্তীশ্বর নামক এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। এই লিঙ্গ, পদ্মকান্তি-গভস্তিমালা দ্বারা তোমাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন, বলিয়া, গভস্তীশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন। মানব পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া, এই লিঙ্গের পূজা করিলে, নিষ্পাপ হইয়া পুনরায়

জঠরযাতনা ভোগ করে না; আর যে নারী বা নর চৈত্রমাসের শুক্ল তৃতীয়াতে উপবাসী থাকিয়া নিশীথকালে বস্ত্রালঙ্কারাদি বিবিধ উপচার দ্বারা এই মঙ্গলা গৌরীর পূজা করিবে; পরে ঐ রাত্রি গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জাগরিত থাকিয়া, প্রভাতে দ্বাদশ কুমারীকে সংস্থা করিয়া তাহাদিগকে পরমান্নাদি ভোজন করাইবে আর দক্ষিণা প্রদান করত অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও সদক্ষিণ ভোজন করাইয়া, "জাতবেদস" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠে সতিল ঘৃত দ্বারা অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদান করিবে; তৎপরে একজন গৃহস্থকে গোমিথুন দক্ষিণা দিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে দ্বিজদম্পতীকে ভূষণালঙ্কৃত করিয়া, "মঙ্গলা ও মহেশ্বর প্রীত হউন" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজনানন্তর পরদিন প্রাতঃকালে পারণ করে, তাহার কখন অসৌভাগ্য বা দারিদ্র্য উপস্থিত হয় না, কদাচ তাহাকে অপত্যবিরহ-যাতনা ভোগ করিতে হয় না; সর্ব্বদাই সে বিবিধ ভোগসুখ অনুভব করে। স্ত্রীলোক হইলে বিধবা হয় না; পুরুষ হইলে, স্ত্রীবিয়োগী হয় না। পাপরাশি দূর হইয়া পুণ্যসমূহ আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে। এই মঙ্গলাব্রতের অনুষ্ঠানে বন্ধ্যাও পুত্রবতী, কুরূপও সুন্দর হয়। কুমারী এই ব্রত করিয়া রূপবান ও গুণবান্ পুত্র লাভ করিয়া থাকে এবং কুমার এই ব্রত করিয়া, উৎকৃষ্ট স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া থাকে। জগতে যত কিছু অর্থকর ও অভীষ্টপ্রদ ব্রত আছে, তাহারা কেহই মঙ্গলাব্রতের তুল্য নহে। কাশীস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই চৈত্রমাসের শুক্লাতৃতীয়াতে ইহাঁর বার্ষিকী যাত্রা করা উচিত। হে দিনমণে! অপর একটী কথা শ্রবণ কর। তপস্যাকালে আকাশপথে তোমার ময়ূখ-চয়ই দৃষ্ট হইয়াছিল, দেহ লক্ষিত হয় নাই বলিয়া, অদ্যাবধি তোমার ময়ূখাদিত্য নাম হইল। তোমার অর্চ্চনায় লোকের ব্যাধিভয় থাকে না এবং রবিবারে এস্থানে তোমাকে দর্শন করিলে, লোক দরিদ্র হয় না। মহাদেব ময়ূখা-দিত্যকে এইরূপ বর দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন; সূর্য্যও তথায় অবস্থান করিলেন। দ্রৌপদা-দিত্যের সহিত এই ময়ূখাদিত্যের পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করিলে জীবের নরকভয় থাকে না।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

গরুড়েশ্বর ও খখোল্কাদিত্যবৃত্তান্ত।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! কাশীতে অন্যান্য যে সকল আদিত্য রহিয়াছেন, আমি সাগরে তাঁহাদের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিশ্বেশ্বরের উত্তরভাগে খখোল্ক-নামক আদিত্য বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার উপাসনা করিয়া লোক নির্ব্ব্যাধি হইয়া থাকে। ইহাঁর খখোল্ক নাম হইবার কারণ কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দক্ষপ্রজা-পতির কদ্রু ও বিনতা নামে কন্যাদ্বয়কে, মরীচিসম্ভব কশ্যপ, বিবাহ করেন। একদা সপত্নীদ্বয়ের ক্রীড়াকৌতুক করিতে করিতে, পরস্পর কথোপকথন হইতে লাগিল। কদ্রু কহিলেন, ভগিনি! বিনতে! আকাশ মণ্ডলে সর্ব্বত্রই তুমি গমন করিয়া থাক; তোমাকে ঐ স্থানের একটী প্রশ্ন করি; যদি তাহা জানা থাকে, তবে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। এই যে দিনমণি গগনে বিচরণ করিতেছেন, ইহাঁর রথে উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব আছে, শুনা যায়। এক্ষণে তুমি বলিতে পার, তাহার বর্ণ শ্যাম অথবা শ্বেত? কিন্তু এ বিষয়ে তুমি পণবন্ধ পূর্ব্বক একপক্ষ অবলম্বন কর; আমিও সেই পণ স্বীকার করিয়া ভিন্ন পক্ষ আশ্রয় করি। তোমার অভিরুচি অনুসারেই পণরক্ষা হউক। এই প্রকার কোনরূপ ক্রীড়া না করিলে দিন আর অতিবাহন করা যায় না। বিনতা কহি-লেন, হে কল্যাণি! কদ্রু! এ বিষয়ে কোন পণ করিবার প্রয়োজন নাই; আমি বিনা পণেই স্বীকৃত আছি। এ বিষয়ে আমাদের

মধ্যে কেহ জয়লাভ করিয়াও অপরের পরাজয়ে সুখলাভ করিতে পারিবে না; কারণ একজন জয়ী হইলে, অপরের ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বিবেচনায়, পরস্পর স্নেহবান ব্যক্তিরা আপনাদিগের মধ্যে কোনরূপ পণ করেন না। কদ্রু কহিলেন, হে ভগিনি! বিনতে! ইহা অতি তুচ্ছক্রীড়া, ইহাতে কোনই ক্রোধের কারণ দেখি না; এবং সামান্য ক্রীড়াতেও পণ ধার্য্য করা, একটা উহার ব্যবহার মাত্র। বিনতা কহিলেন, হে শুভে! তোমার যাহা অভিমত হয়, তাহাই কর। বিনতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, কুটিলমতি কদ্রু কহিলেন, "এই ক্রীড়াতে যিনি পরাজিতা হইবেন, তিনি পরাজয়কারিণীর দাসী হইবেন" এইরূপ পণবন্ধই স্থির করিলাম এবং এই পণে আমাদের চিরসঙ্গিনী সখীগণ সাক্ষী হইয়া থাকুক। সর্পিণী কদ্রু ও পক্ষিণী বিনতার এই প্রকার পণ হইলে পর, কদ্রু বলিলেন, আমি বলিতেছি যে, 'উচ্চৈঃশ্রবা কর্ব্বুরবর্ণ'। বিনতা কহিলেন, আমার বিবেচনায় 'উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ শ্বেত'। এইরূপ বলিয়া, কাহার বাক্য সত্য, তাহার পরীক্ষার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন উচ্চস্থানে গমন করত উভয়েই দেখিব ইহা স্থির করিয়া, উভয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে কদ্রু নিজালয়ে প্রবেশ করিয়া নিজ সন্তান সর্পগণকে ডাকিয়া, আদেশ করিলেন, হে পুত্রগণ! সুরাসুরগণ মন্দরাচলকে মন্থনদণ্ড করিয়া, ক্ষীরসাগর মন্থন করত যে অশ্বরাজকে পাইয়াছিলেন, সম্প্রতি আমার আদেশে তোমরা সেই সূর্য্যাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার সমীপে গমন কর। আমি নিশ্চয়ই জানি কার্য্যমাত্রেই কারণগুণ পাইয়া থাকে; সুতরাং শুভ্রসলিল ক্ষীর সমুদ্রসম্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা শুভ্রবর্ণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমরা তথায় যাইয়া শ্বেতবর্ণ অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া ফেল। তোমরা তাহার পুচ্ছদেশে থাকিয়া, অসিত কুন্তলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইবে এবং তোমাদের বিষফুৎকার দ্বারা তাহার শরীরের যাবৎ লোমই কৃষ্ণবর্ণ হইবে। কুরূপ কদ্রু-সন্তানেরা ঈদৃশ মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া, জননীকে অভিবাদন করত কহিতে লাগিল, হে মাতঃ! আমরা আপনার আহ্বান শুনিয়া, "বুঝি আমাদের জননী কোন মিষ্টখাদ্য লইয়া ডাকিতেছেন," এই ভাবিয়া, সকলেই খেলা ছাড়িয়া শীঘ্র এখানে আসিয়াছি; কিন্তু কোথায় মিষ্টান্ন! আজ তাহার বিনিময়ে দুরন্ত আদেশ পাইলাম। ইহা বিষ হইতেও অধিকতর কটু বলিয়া বোধ হইতেছে। হে জননি! কখনও যাহা আমাদের চিন্তাপথে আসে নাই, আপনার প্রসাদে অদ্য তাহাই ঘটিল। হে মাতঃ! আপনি যদি কোন খাদ্যবস্তু প্রদান করেন, তাঁহাতে আমারা পরম আনন্দিত হইব; কিন্তু এতাদৃশ আজ্ঞা আমাদিগের প্রতি করিবেন না। খলবুদ্ধি সর্পেরা এইরূপে মাতৃনিদেশ অবহেলা করিল। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! এই সর্পগণের ন্যায় যাহাদের বুদ্ধি কুটিলা, হৃদয় কাপট্যপূর্ণ ও চিত্ত সর্ব্বদাই পরচ্ছিদ্রে প্রবেশের জন্য ব্যস্ত হয়; তাহাদিগের কর্তৃকই জনকজননীগণ অবজ্ঞাত হইয়া লজ্জা পাইয়া থাকেন। যাহারা অহঙ্কারী হইয়া পিতামাতার বাক্য অতিক্রম করে, তাহারা অল্প সময় মধ্যেই অধোগতি লাভ করে। তখন কদ্রু, তনয়গণের দুর্ব্যবহার পরিদর্শন করিয়া, তাহাদের প্রতি কুপিতা হইয়া, তাহাদের অপরাধের শাস্তির জন্য, এই শাপ প্রদান করিলেন, "রে দুষ্টমতিগণ! তোরা আমার বাক্য উল্লঙ্ঘনজনিত পাপে গরুড়ের ভক্ষ্য হইবি এবং তোদের নারীগণ সদ্যোজাত নিজ সন্তানগণকেই ভক্ষণ করিবে।" সর্পগণ জননীর এবং প্রকার শাপানলে ভীত হইয়া, প্রায় সকলেই পাতালে পালায়ন করিল, অবশিষ্ট কেহ কেহ মাতৃশাপ হইতে প্রাণরক্ষা করিবার আশায়, তাঁহার আদেশপালনের জন্য উদ্যোগী হইল। তাহারা আকাশপথে উঠিয়া, উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ আশ্রয়পূর্ব্বক, ফুৎকার বিনিঃসৃত করিয়া,

তীব্রবিষসম্পর্কে সেই অশ্বের রূপান্তর সম্পাদন করিল। তথায় সূর্য্যদেব, সেই মাতৃ-আজ্ঞা-পালনকারীদিগের প্রখর কিরণে কোনরূপ ক্লেশ দিতে সমর্থ হন নাই। ঐ সময় কদ্রু, বিনতার পৃষ্ঠদেশে আরোহণপূর্ব্বক নভস্তল ভূষিত করত অতি সমুচ্চপ্রদেশে উঠিয়া সহস্রকিরণশালী সূর্য্যের মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে কদ্রু, সূর্য্যের প্রখর তেজ সহিতে না পরিয়া, বিনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভগিনি! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমার দেহ, তপনতাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে. তুমি একাকিনীই গমন কর, আমি আর যাইতে পারিব না; তুমি স্বভাবে পতঙ্গী, এই সূর্য্যও পতঙ্গ; সুতরাং তুমি অনায়াসে উর্দ্ধমুখে যাইতেছ, তোমার কোন ক্লেশই হইতেছে না। আকাশ রূপ সরোবরের, এই সূর্য্য হংস স্বরূপ এবং তুমিও হংসগামিনী, এই কারণেই প্রচণ্ডকিরণ সূর্য্য হইতে তোমার কোনরূপ পীড়া হইতেছে না। কদ্রু এইরূপে বারংবার বলিলেও বিনতা আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কদ্রু অতি কাতরা হইয়া, পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে বিনতে! হে ভগিনি! এস, আমরা এ স্থান হইতে প্রত্যাগমন করি; আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি, আমায় রক্ষা কর; আমি সহ্য করিতে পারি না। তুমি কেন এমন করিতেছ? তুমি আমায় রক্ষা করিলে, আমি যতদিন বাঁচিব, তাবৎ তোমার দাসী হইয়া আদেশ প্রতিপালন করিব। হে সখি! আমার মাথায় নিশ্চয় উল্কা পড়িতেছে। এইরূপ বলিতে গিয়া কদ্রু, ভয়ে কণ্ঠের জড়তা হওয়ায়, খখোল্ক পড়িতেছে, এই প্রকার অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ করিয়াই বিনতাপৃষ্ঠে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তৎকালে কদ্রুর মুখ হইতে ভয়-জাড্যনিবন্ধন খখোল্ক এই বাক্যটী নির্গত হইয়াছিল বলিয়া, বিনতা সূর্য্যকে খখোল্ক নাম করিয়া বহুতর স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সহস্ররশ্মি, বিনতার স্তবে প্রসন্ন হইয়া, কিছু-কালের নিমিত্ত স্বকিরণের উষ্ণতা সঙ্কোচ করিলেন। অনন্তর কদ্রু ও বিনতা সূর্য্যের রথে আবদ্ধ সেই উচ্চৈঃশ্রবার শরীর কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পাইলেন। সত্যবাদিনী জগন্মান্যা বিনতা, দূর হইতেই উহা দেখিতে পাইয়া, কদ্রুকে কহিলেন, হে ভগিনি! উচ্চৈঃশ্রবা চন্দ্রকিরণের মত ধবল হইলেও আজি আমার অদৃষ্টে উহার বর্ণবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে: তোমরই জয় হইল। ভাগ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কখন কপটীর জয় ও অকপটীর পরাজয় হয়। বিনতা বিনীতভাবে কদ্রুকে এইরূপ বলিয়া স্বালয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যথাবিধানে কদ্রুর দাসী হইয়া থাকিলেন। ঐরূপ দাসীভাবে কিছুদিন অতীত হইলে, একদিবস বৈনতেয় গরুড়, নিজ জননী বিনতাকে অশ্রুপূর্ণনয়না ও মলিনকান্তি দেখিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! প্রত্যহ প্রভাত হইবামাত্র আপনি কোথায় যাইয়া থাকেন? সমস্ত দিন কাটাইয়া সায়ং-কালে যখন বাটী আগমন করেন, তখন আপনার দেহকান্তি অতি মলিন ও হৃদয় অতি বিষণ্ণ দেখিতে পাই এবং ক্লীনসন্ততি বা পতি-বিমানিতার ন্যায় সর্ব্বদাই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকেন; হে মাতঃ! আপনার কিসের দুঃখ, তাহা বলুন। কালেরও ভয় বিধাতা আমার মত পুত্র থাকিতে আপনি কিহেতু সর্ব্বদা রোদন করিয়া থাকেন? হে জননি! সচ্চরিত্রা স্ত্রীগণ কদাচ দীর্ঘ অশুভ ভোগ করেন না এবং যে সকল সন্তান জীবিত থাকিয়া জননীর দুঃখ দূর না করে, তাহাদের জীবনে ধিক্ ও তদীয় মাতৃগণের বন্ধ্যা হওয়াই ভাল। বিনতা, মাতৃভক্ত গরুড়ের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমুদিতহৃদয়ে কহিলেন, বৎস গরুড়! আমি কঠিনহৃদয়া কদ্রুর দাসী হইয়া তাহাকে ও তদীয় সন্তানদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া, প্রতিদিনই নানা স্থানে বিচরণ করিয়া থাকি। তাহারা যেখানে লইয়া যাইতে আদেশ করে, আমি দীনমানসে সেই সেই স্থানে লইয়া যাই। গরুড় কহিলেন, হে, মাতঃ! আপনি

কশ্যপের ভার্য্যা, দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও স্বয়ং নিষ্পাপা হইয়াও কেন এরূপভাবে সপত্নীর দাসী হইলেন? এবংবিধ গরুড়বাক্য শ্রবণে বিনতা, সূর্য্যাশ্বদর্শনাবধি নিজ পণানুযায়ী এবংবিধ দাসীত্বপ্রাপ্তিবিবরণ সম্যক্‌রূপে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন গরুড় কহিলেন, হে জননি! আপনি সেই দুর্ব্বৃত্ত-দিগের সন্নিধানে যাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, "এই জগতে তোমাদের যাহা একান্ত দুর্লভ এমত যে কোন বস্তুতে তোমাদের অভিলাষ হয়, তাহা দিলে তোমরা আমার দাসীত্বমোচন করিবে কি না?" গরুড়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ-মাত্রেই কদ্রু ও তৎসন্তানদিগের সমীপে গমন করিয়া বিনতা এই প্রস্তাব করিলে পর নাগেরা সকলে পরামর্শ করিয়া সানন্দমানসে তাঁহাকে কহিল, যদি তুমি আমাদের মাতার দাস্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়া থাক, তবে আমাদিগকে স্বর্গ হইতে একমাত্র অমৃত আনিয়া দিলে আমরা তোমার দাসীত্ব মোচন করিয়া দিব; নচেৎ এই ভাবেই থাকিবে। বিনতা তাহাদিগের বাক্যেই অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কদ্রুকে সম্ভাষণপূর্ব্বক নিজ-গৃহে আসিয়া গরুড়কে সকল কথা জ্ঞাপন করিলে পর, গরুড় চিন্তাকুলা জননীকে কহি-লেন, হে মাতঃ! আমি অমৃত আনিয়াছি বলিয়া আপনি অবগত হউন, আমার অসাধ্য কিছুই নাই; এক্ষণে কিছু খাদ্য আমাকে দিন। ইহা শুনিয়া বিনতা পুলকিতদেহা হইয়া কহিলেন, বৎস গরুড়! তুমি মঙ্গল লাভ কর এবং সমুদ্রতীরে যাইয়া তত্রত্য মৎস্য-ঘাতী দুর্ব্বৃত্ত নিষাদগণকে ভক্ষণ করিয়া বহু জীবের উপকার সাধন কর। যাহারা পরের প্রাণ নষ্ট করিয়া নিজপ্রাণ রক্ষা করে, সেই দুর্ব্বৃত্তদিগের শাসন করিলে পরমমঙ্গলময় বিধাতার অভিপ্রেত কার্য্য করা হইবে ও স্বয়ং সকল মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে। যাহারা জীবহিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ করিলে স্বর্গলাভ হয়; কারণ জীবঘাতীদিগের বিনাশে বহুতর জীবই মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষিত হয়। তবে যদি সেই নিষাদদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ থাকেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে; কদাচ তাঁহাকে ভক্ষণ করিও না। গরুড় কহিলেন, জননি! আপনি আদেশ করিলেন, "যদি তাহাদের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ দেখিতে পাও তাহাকে ভক্ষণ করিবে না"; কিন্তু আমি কি উপায়ে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে জানিতে পারিব? বিনতা কহিলেন, হে বৎস! যাঁহার গলদেশে যজ্ঞসূত্র; যিনি সর্ব্বদাই নির্ম্মল উত্তরীয় বস্ত্র ও ধৌত অধোবাস ধারণ করেন; যাহার ললাটদেশ তিলকশোভিত; যাহার হস্তে কুশাঙ্গুরীয়, কটিদেশে কুশময়ী মেখলা ও মস্তকে গ্রন্থিবদ্ধ শিখা দেখিতে পাইবে; তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিও। কিংবা বেদত্রয়ের অন্তর্গত একটী মন্ত্রও যাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় এবং যিনি গায়ত্রী ভিন্ন অপর মন্ত্রের উপাসনা করেন না, তাঁহা-কেও ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। গরুড় কহিলেন, হে জননি! যে ব্রাহ্মণ নিয়ত পাপচারী নিষাদ-গণের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার ব্রাহ্মণত্ব-পরিচায়ক কোন চিহ্নই থাকিবার সম্ভাবনা নাই; তবে অন্য একটী ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক লক্ষণ নির্দ্দেশ করুন, যাহা ঐ সকল ব্রাহ্মণেও থাকিতে পারে; তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ কণ্ঠগত হইলেও পরিত্যাগ করিতে পারিব। তনয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনতা উত্তর করিলেন, বৎস! যিনি কণ্ঠস্থ হইলে তোমার কণ্ঠ জ্বলিতখদিরাঙ্গারের মত দগ্ধ করিবেন তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ জানিয়া পরিত্যাগ করিবে; কারণ জাত্যাচাররহিত ব্রাহ্মণকেও বিনাশ করিলে বিনাশকের দেশ, কুল, ঐশ্বর্য্য ও ক্রমশঃ শরীরও ক্ষয় পাইয়া থাকে। গরুড়, মাতৃমুখে ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক চিহ্ন জানিয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্ব্বক তদীয় আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করত শীঘ্র আকাশপথে উড্ডীয়-মান হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ যাইয়াই দূর হইতে সেই মৎস্যঘাতী নিষাদগণকে দেখিতে

পাইলেন এবং কম্পিত পক্ষদ্বয় দ্বারা ধূলিরাশি উত্থাপিত করিলেন। তাহাতে ভূতল ও নভস্তল আচ্ছাদিত করিয়া সাগরতটে উপবিষ্ট হইয়া, নিষাদকুল উদরসাৎ করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিলেন। নিষাদগণ পক্ষীর পক্ষকম্পনে দিঙ্মণ্ডল ধূলিসমাচ্ছন্ন ও বাত্যাকুল দেখিয়া ভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা গরুড়ের কণ্ঠদেশকেই সুগম পলায়নপথ বিবেচনা করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে এক নিষাদসংস্পর্শী আচারহীন ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হওয়ায় গরুড়ের কণ্ঠে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। তখন গরুড় পূর্ব্বপ্রবিষ্ট নিষাদগণকে ভক্ষণ করিয়া, সেই অগ্নির ন্যায় দাহকারীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞাত হইয়া, মাতৃবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাহাকে উদ্গিরণ করিলেন এবং সেই উদ্গীর্ণ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, হে মৎকণ্ঠদাহক! আমি তোমাকে কোন্ জাতি বলিয়া জানিব, তাহা সত্য বল। গরুড়, ব্রাহ্মণকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল, আমি ব্রাহ্মণ, নিজের জাতিকেই মাত্র উপজীবিকা করিয়া এই নিষাদপল্লীতে অবস্থান করি। তৎশ্রবণে পক্ষিরাজ গরুড় তাহাকে সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই সকল মৎস্যঘাতকুকে নিঃশেষ করিয়া, বায়ুর ন্যায় বেগধারণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উড্ডীন হইলেন। তৎকালে দেবগণ, স্বর্গাভিমুখে ধাবমান মহাতেজস্বী গরুড়ের পর্ব্বতপ্রমাণ দেহবিস্তার ও তদীয় তেজে সমাচ্ছাদিত দিঙ্মণ্ডল অবলোকন করিয়া, অত্যন্ত ভয়প্রযুক্ত সকলেই নিজ নিজ বল ও অস্ত্র সজ্জিত রাখিয়া স্ব স্ব বাহনে অধিরূঢ় হইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন এবং মহামহিম বিশালকায় পক্ষিরাজ গরুড়ের স্বর্গাভিমুখে আগমন দেখিয়া সকলেরই মনে এইরূপ হইতে লাগিল, এই কুটিলগামী প্রদীপ্তপদার্থ কখনই সূর্য্য, অগ্নি কিংবা বিদ্যুৎ নহেন; দৈত্যদিগেরও এরূপ তেজঃ কোনমতেই সম্ভব হয় না ও তাহাদের আকারও এতদূর বিশাল হইতে পারে না; অথচ ইহা প্রবলবেগে এইখানেই আসিতেছে; এ ব্যক্তি কে?—যাহাকে দেখিয়া অবধি আমাদের হৃৎকম্প ও ভয় উপস্থিত হইয়াছে। দেবগণ এইরূপ তর্ক করিতেছেন, এই অবসরে মহাবলিষ্ঠ পক্ষিবর গরুড় এরূপ বেগে একবার নিজ পক্ষদ্বয় কম্পিত করিলেন যে, সেই কম্পনজাত বায়ু, সশস্ত্র সবাহন দেবগণকে সামান্য তৃণের ন্যায় তাড়না করিয়া কোথায় লইয়া গেল, তখন তাহার কোন সন্ধানই হইল না। গরুড় অমৃতান্বেষী হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে অমৃতস্থানের গৃহদ্বার, সশস্ত্র রক্ষিগণে রক্ষিত আছে দেখিয়া, তাহাদিগকে পরাভব করত দেখিলেন, অমৃতভাণ্ড একটী ক্ষুরধারযন্ত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে। সেই চক্র মনের ন্যায় বেগে ঘুরিতেছে ও নিকটে একটী মশক আসিলেও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। পক্ষিরাজ গরুড় তদ্দর্শনে বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে কি উপায় করি? ঐ চক্রকে স্পর্শ করা অতিদুরূহ; কারণ বায়ুর ক্ষমতাও উহার নিকট বৃথা হইতেছে। এস্থলে বলপ্রয়োগ করা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। দেখিতেছি, আমার এতদূর আয়াস সকলই নিষ্ফল হইল; দেবতারা কি অদ্ভুত প্রকারেই সুধা রক্ষা করিতেছে! যদি যাথার্থ ভগবান্ মহাদেবে আমার ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য তিনি আমার অমৃতসংগ্রহ বিষয়ে সদ্বুদ্ধি প্রদান করিবেন এবং যদি বিশ্বনাথ অপেক্ষাও মাতৃচরণে আমার একান্ত ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য জননীপ্রসাদে আমার মানসে অমৃতসংগ্রহের সদুপায় উদ্ভাবিত হইবে। দয়াময় বিশ্বেশ্বর জানিতেছেন, আমার এই আয়াস স্বার্থসাধনের জন্য নহে। আমার উদ্দেশ্য, জননী যাহাতে দাস্যভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বৃদ্ধ, পীড়িত, পিতা, মাতা, শিশুসন্তান ও সাধ্বী ভার্য্যা, ইহাদিগকে যে কোন অসদুপায় অবলম্বন করিয়াও পালন করা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। মহাশয় গরুড় এইরূপ চিন্তাকুল থাকিয়া এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি

নিজ দেহকে পরমাণুর সহস্রাংশের একাংশ পরিমাণ করিয়া, দেহের লঘুতাপ্রযুক্ত সহজেই সেই যন্ত্রের নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়া ভীতভীত মনে বক্রভাবে দেহরক্ষাপূর্ব্বক অতি ক্ষিপ্রহস্তে যন্ত্রমূল উৎপাটনপূর্ব্বক অমৃত লইয়া আকাশে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে "অমৃত হরণ করিল" এই বলিয়া চীৎকারকারী দেবগণ গোলোকবিহারী সন্নিধানে গমন করত কহিলেন, হে চক্রপাণে! গরুড় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া আমাদিগের প্রাণতুল্য অমৃত-ভাণ্ড অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন নারায়ণ কর্ত্তৃক দেবগণ আশ্বস্ত হইয়া সত্বর গরুড়ের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। পূর্ব্বে শুম্ভাসুরের সহিত ভগবতীর যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, তৎকালে গরুড়ের সহিত দেব গণেরও তাদৃশ একাহোরাত্রব্যাপী তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাহাতে ভগবান্ কেশব গরুড়েরই অধিক বলবত্তা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে পক্ষিরাজ! হে বিজিতদেবগণ গরুড়! তুমি কুশলে থাক, এক্ষণে কোন বর প্রর্থনা কর? ঈদৃশ বিষ্ণুবাক্য শ্রবণে গরুড় হাসিয়া বিশ্বময়কে কহিলেন, আমিই আপনার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার নিকট যে কোন দুইটা বর লইতে পারেন। তখন বিষ্ণু তদ্বিষয়ে সম্মতিপ্রকাশ করিলে, গরুড় কহিলেন, হে বিশ্বরূপ! আপনার অভিলাষানুরূপ বরদ্বয় অবিলম্বে প্রার্থনা করুন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অলব্ধ বস্তু লাভ করিলে বা দ্যূতাদিতে জয়ী হইলে কোন অভীষ্টপাত্রে তাহা অর্পণ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি অদ্য তাহাই করিব। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে গরুড়! তোমার ন্যায় বলবান্ অতি দুর্লভ, অদ্যাবধি তুমি আমার বাহন হও; ইহা আমার প্রথম বর; এবং নাগগণকে অমৃত দেখাইয়াই স্বজননীর দাস্যদশা দূর কর; তাহারা যাহাতে অমৃত পান করিতে না পায়, তাহার উপায় করিয়া সত্বর দেবগণকেই এই অমৃত প্রত্যর্পণ কর; ইহাই আমার দ্বিতীয় বর। পক্ষিরাজ এইরূপে বিষ্ণুর প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গরুড় নিমিষমধ্যে নাগগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, সুধাভাণ্ড প্রদান করিয়া জননীর দাসীত্ব মোচন করিলে পর সর্পেরা অমৃত পান করিতে উদ্যোগী হইল। তদ্দর্শনে গরুড় তাহাদিগকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমারা পবিত্র হইয়া অমৃত পান করিও; নচেৎ অস্নাত অপবিত্র ব্যক্তি ইহাকে স্পর্শ করিলেই দেবরক্ষিত এই অমৃত অন্তর্হিত হন। দেখ, সামান্য ভোজ্যবস্তুতেও যদি অশুচি স্পর্শ হয়, তবে, তদীয় রস দেবগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায় ঐ দ্রব্য নীরসভাবে রহিয়া থাকে। গরুড়, বাক্য সমাপ্ত করিয়া, সর্পদিগের আজ্ঞানুসারে কুশোপরি সুধাপাত্র রাখিয়া জননীকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। অনন্তর সর্পেরা স্নানার্থে নদীতে অবতরণ করিল, সেই অবকাশে গোলোকনাথ হরি সেই অমৃতভাণ্ড অপহরণ করত দেবগণকে প্রদান করিলেন। এদিকে সর্পেরা স্নাত হইয়া অমৃতভাণ্ড দেখিতে না পাইয়া, "হায় কি প্রতারণাই করিল! অমৃতভাণ্ডটী কে চুরি করিল?" এইরূপে বারংবার আক্ষেপ করিয়া, "কণামাত্র সুধাও পাইতে পারিব" ভাবিয়া সেই কুশরাশি লেহন করিতে লাগিল। তাহাতে তাহাদের অমৃতপ্রাপ্তির কথা কোথায়! পরন্তু সকলেরই জিহ্বা কুশধারে দ্বিখণ্ড হইল। যাহাদের অন্যায়লব্ধ বস্তু ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহারা ভোগ করিতেই পায় না, অথবা ভোগ হইলেও উহা পরিপাক হয় না। গরুড় ন্যায্যপথ অবলম্বন করিয়াই অমৃতাস্বাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যায়পথের পথিক সর্পেরা সেই অমৃতে দৃষ্টি করিবামাত্রেই তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইল। এইরূপে দাসীত্বমুক্তা বিনতা, গরুড়কে কহিলেন, হে বৎস! আমি দাসী হইয়াছিলাম বলিয়া যে পাপরাশি আমার দেহ আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহা দূর করিতে কাশী আশ্রয় করিব; কারণ জীবের হৃদয়ে

যাবৎ মুক্তিদায়িনী কাশী প্রকাশ না পান, তাবৎই পাপরাশি আধিপত্য করে। যে কাশীতে থাকিলে বিশ্বনাথের প্রসাদে জীবের পুনর্জ্জন্মযাতনা দূর হয়, সেই কাশীর স্মরণমাত্রে পাপধ্বংস হইবে, ইহা বিস্ময়কর নহে ; এবং ঐ স্থানে বিশ্বেশ্বর চরম সময়ে জীবকে তারক-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, ভবসাগর হইতে পার করেন। যাঁহারা বিশ্বনাথকে আশ্রয় করিয়া স্বকর্ম্মসূত্র ছেদন করিতে বাসনা করেন, এ সংসারে তাঁহাদেরই কাশীর প্রতি অচলা ভক্তি থাকে এবং যাঁহাদের কাশীর প্রতি অচলা ভক্তি আছে, তাঁহাদিগকেই 'মনুষ্য" বলে ; অপর সকল নরাকার পশুমাত্র। যাঁহাদিগের কর্তৃক কাশী আশ্রিতা হন, তাঁহারাই সহজে কালকে জয় করিয়া নিষ্পাপ শরীরে অবস্থান করেন ও কদাচ গর্ভযাতনা ভোগ করেন না। 'সকল মঙ্গনিলয় দেবদুর্লভমানবজন্ম পাইয়া কাশীদর্শন না করিয়া বৃথা অতিবাহন করা অনুচিত; কারণ আনন্দধাম কাশীক্ষেত্র দর্শন করিতে পারিলে কাল, কলি বা কর্ম্মফল, কেহই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঐ স্থানে বরণা বা অসির সেবা করিলে, পুনরায় গর্ভ-বাসক্লেশ ভুগিতে হয় না। গরুড় এইরূপ মাতৃবাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মহাদেবাধিষ্ঠিত কাশীক্ষেত্র দর্শন করিতে যাইবার জন্য স্বীকার করিলেন। তৎপরে মাতৃ-আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে লইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে মোক্ষধাম বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বিনতাও খখোল্ক নামক সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয়েই ঘোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ কৈলাসনাথ, গরুড়তপস্যায় সন্তোষ লাভ করিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া গরুড়কে দুর্লভ বর দিলেন। মহাদেব কহিলেন, হে পক্ষিরাজ! তুমি পরমজ্ঞানী ও মদ্ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ ; দেবতাদিগেরও অবিদিত রহস্য তোমার অজ্ঞাত থাকিবে না। এই তৎ-প্রতিষ্ঠিত গরুড়েশ্বর নামক লিঙ্গের দর্শন স্পর্শন বা পূজা করিলে লোক তত্ত্ববোধ লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ; ইহা তোমার পক্ষে অতি হিত-বাক্য। আমিই সেই বিষ্ণু, আমাকে তাঁহা হইতে কোনরূপে ভিন্ন ভাবিও না। হে পতগ-রাজ! তুমি অসুরদিগকেও বলে পরাজয় করিতে পারিবে ও সর্ব্বদা বিষ্ণুর বাহন হইয়া জগতে সকলের নিকট পূজা পাইবে। ভগ-বান্ শিব নিজভক্ত গরুড়কে এইরূপ বর দিয়া তথাই অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে বৈনতেয়ও বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করত তাঁহার বাহন হইয়া জগন্মান্য হইলেন। কাশীস্থ ব্যক্তিদিগের পাপ-নাশক মহেশ্বরই মূর্ত্তিভেদে ভগবান্ খখোল্ক নামক আদিত্য, বিনতার ঘোর তপশ্চরণ দর্শন করিয়া তাঁহার দেহ নিষ্পাপ করত শিবজ্ঞান-সমন্বিত করিয়া তদবধি বিনতাদিত্য নামে অভিহিত হইয়া কাশীবাসীর বিঘ্নসমূহ দূর করিতে লাগিলেন। কাশীক্ষেত্রে পিলিপিলা তীর্থে খখোল্কাদিত্যকে দর্শন করিলে, মানব সকল পাপ ও রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অভীষ্টবিষয় লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

অরুণ, বৃদ্ধ কেশব, বিমল, গঙ্গা ও যমাদিত্য বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে উমা-হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন! শিবাত্মজ! আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি-তেছি, তাহার উত্তর প্রদান করুন। পতিব্রতা বিনতা, দক্ষের কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের পত্নী হইয়াও কোন কর্ম্মসূত্রে দাসীত্ববন্ধনে পড়িয়া-ছিলেন? স্কন্দ কহিলেন, হে মতিমন্! সেই দীনা বিনতা যে কারণে দাসী হইয়া-ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ঋষিবর কশ্যপ কদ্রুতে শতপুত্র ও বিনতাগর্ভে উলূক,

অরুণ ও গরুড়, এই তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। বৈনতেয়দিগের মধ্যে উলূক পক্ষিরাজ বলিয়া রাজ্য পাইবার পাত্র হইলেও পক্ষীরা সকলে পরামর্শ করিয়া তাহাকে নির্গুণ বলিয়া রাজা করিল না এবং "উলূক স্বয়ং দিবান্ধ, উহার ক্রূরদর্শনে ও বক্রনখে আমরা সকলেই উদ্বেজিত হই" এইরূপে নিন্দা করত তাহারা কাহাকেও প্রভু না করিয়া তদবধি ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। বিনতা জ্যেষ্ঠ সন্তান কৌশিকের তাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া পুত্রদর্শন-বাসনায় মধ্যম অণ্ডটী ভগ্ন করিলেন; ঐ অণ্ড তৎকালে অষ্টশত বর্ষমাত্র প্রসূত হইয়াছিল। আর দুই শত বর্ষ পূর্ণ হইলে উহা যথোচিত কালেই প্রস্ফুটিত হইত; কিন্তু বিনতা প্রবল ঔৎসুক্যেই অপক্কাবস্থায় বিদারিত করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে একটী শিশু; তাহার উরুর উপরিভাগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল হইয়াছে, সেই অর্দ্ধনিষ্পন্নদেহ শিশু নির্গত হইয়া ক্রোধে মুখ রক্তবর্ণ করিয়া জননীকে অভিসম্পাত দিল। হে মাতঃ! আপনি সপত্নীক্রোড়ে তদীয়পুত্রগণকে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া ঈর্ষ্যায় আমার সকল অবয়ব পূর্ণ না হইতেই এই অণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়াছেন। হে কল্যাণি! এই পাপে আপনি সপত্নীপুত্রগণের দাসী হইয়া থাকিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। পুত্রশাপে ভীতা বিনতা সবিনয়ে কহিলেন, হে বৎস! বল, আমি কোন্ উপায়ে শাপবিমুক্তা হইব। অনূর কহিলেন, হে মাতঃ! তোমার এই তৃতীয় অণ্ড পরিপক্ক না হইলে আর বিদীর্ণ করিও না। অতঃপর ইহাতে যে বীর জন্মিবেন, তিনিই তোমার দাসীত্ব মোচন করিবেন। এইরূপ বলিয়া অরুণ আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া আনন্দকাননে উপস্থিত হইলেন, যেখানে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে পঙ্গুব্যক্তিরও জঙ্গম চরণ হইয়া থাকে। মুনিবর! এই বিনতার দাসীত্বের কারণ শুনিলে; এক্ষণে অরুণাদিত্যের উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ কর। অপক্কডিম্বোৎপন্ন বৈনতেয় উরুহীন বলিয়া "অনূরু" এবং জন্মিয়াই ক্রোধে মুখ রক্তবর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া 'অরুণ' নামে অভিহিত হইয়া ঐ কাশীতে সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যও ভক্তের নামসাদৃশ্যে অরুণাদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়া তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন। সূর্য্য কহিলেন, হে বৈনতেয় অনরো! তুমি আজি অবধি ত্রিলোকের হিতার্থে আমার রথে অবস্থান কর এবং এই কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের উত্তরদিকে তোমাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির যাহারা আরাধনা করিবে, তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না; এই মূর্ত্তিতে আমি অরুণাদিত্যনামে অবস্থিত হইলাম। যাহারা ঐ নামে আমার পূজা করিবে, তাহারা কদাচ কোনরূপ দুঃখ দারিদ্র পাপ বা কোনরূপ পীড়াদি উপসর্গে আক্রান্ত হইবে না। অরুণাদিত্যসেবককে কোন শোকানলই দগ্ধ করিতে পারে না। দিবাকর এই সকল বলিয়া অরুণকে নিজরথে লইয়া চলিলেন। তদবধি আজও প্রভাতে সূর্য্যরথে অরুণ উদয় পাইয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া সূর্য্যকে ও অরুণকে প্রণাম করেন, তাঁহার কোন দুঃখই থাকে না কিংবা যাহার কর্ণকুহরে অরুণাদিত্যের মাহাত্ম্যবাদ প্রবেশ করে, সে কোনরূপ দুষ্কৃতভাগী হয় না! কার্ত্তিক কহিলেন, হে মুনিবর! অতঃপর বৃদ্ধাদিত্যের মহিমা বর্ণন করিতেছি; যাহা শ্রবণ করিলে, জীবের বহুজন্মসঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। পুরাকালে এই কাশীতে বৃদ্ধহারীতনামা এক তপস্বী নিজতপঃসিদ্ধির জন্য বিশালাক্ষীর দক্ষিণভাগে শুভপ্রদ শুভলক্ষণাক্রান্ত এক সূর্য্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অতিভক্তি সহকারে সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপোবিলোকনে সন্তুষ্ট দিবাকর উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে তপোধন। আমি তোমার অভীষ্টদেব, বরদান করিতে আসিয়াছি, অবিলম্বে অভিলষিত প্রার্থনা কর। তখন তপস্বী কহিলেন, হে প্রভো! যদি আপনার অনুগ্রাহ্য হইয়া থাকি, তবে, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়া আর

তপস্যা করিতে সামর্থ্য নাই, সুতরাং এরূপ বর দিন যাহাতে পুনরায় যুবা হইতে পারি; তাহা হইলে তপস্যায় বিশিষ্ট মনোনিবেশ করিতে পারিব। তপস্যাই পরম ধর্ম্ম, তপস্যাই পরম কাম, তপস্যাই পরম মুক্তি; তপস্যা ভিন্ন কিছুতেই ঐশ্বর্য্যসম্পৎ লাভ করা যায় না। ধ্রুবাদি মহাত্মগণ তপঃপ্রভাবেই মহৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং আপনার অনুগ্রহে আমি যুবা হইয়া উভয়লোকহিতকর তপস্যার অনুষ্ঠান করিবার মানস করিয়াছি। যাহা হইতে জীবগণ সর্ব্বদা বিরক্ত হইয়া থাকে, সেই জরাকে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। নিজ সহধর্ম্মিণীও প্রিয়তম পতি জরাজীর্ণ হইলে উপেক্ষা করিয়া থাকে। অশেষ দুঃখদায়িনী জরা অপেক্ষা জীবের মৃত্যু শ্রেয়স্কর; কারণ জীব মৃত্যুযন্ত্রণা অল্পক্ষণমাত্র ভোগ করে, কিন্তু জরা প্রতিক্ষণেই যাতনা দিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মানবগণ দীর্ঘকাল তপস্যা করিবার জন্য দীর্ঘ আয়ু, দান করিবার কারণ অর্থ, পুত্রের জন্য পত্নী ও মুক্তির জন্য উত্তম বুদ্ধি অভিলাষ করিয়া থাকেন। এইরূপ বৃদ্ধবাক্য শ্রবণ করিয়া, সূর্য্য তাঁহার বৃদ্ধদশা দূর করিয়া তাঁহাকে যুবা করিলেন। এইরূপে বৃদ্ধহারীত কাশীধামে সূর্য্যের প্রসাদে যৌবন পাইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেবও বৃদ্ধহারীতের বার্দ্ধক্য হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধাদিত্য নামে অভিহত হইয়া থাকেন ও ঐ নামে ভক্তকর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া তদীয় জরাদুর্গতি ও পীড়া দূর করিয়া সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা কাশীতে বৃদ্ধাদিত্যের বন্দনা করে, তাহাদের দুর্গতি দূর হয়। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! অতঃপর কেশবাদিত্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। কেশবকে পাইয়া সূর্য্যের যে জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহাও কহিতেছি। একদা সূর্য্য আকাশচারী হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান্ আদিকেশব ভক্তিভাবে শিবলিঙ্গের পূজা করিতেছেন। তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার কারণ জানিতে কৌতূহল হওয়ায় ভূপৃষ্ঠে আসিয়া নিঃশব্দ ও নিশ্চলভাবে বিষ্ণু-সন্নিধানে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। হরির পূজা সাঙ্গ হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুও অতি সমাদরে সূর্য্যকে স্বাগত প্রশ্নাদি করিয়া নিজাসনে বসাইলেন। সূর্য্যও অবসর পাইয়া পুনরায় প্রণাম করত বলিলেন, হে বিশ্বম্ভর! হে জগদীশ! আপনা হইতেই এই চরাচর উদ্ভূত হইয়া আপনাতেই প্রকাশিত আছে এবং আপনাতেই বিলীন হইবে। হে জগদাধার! আপনি বিশ্বপালক বলিয়া জগতের পূজনীয়, আপনি আবার কাহার অর্চ্চনা করিতেছেন? ইহা দেখিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া আপনার সন্নিধানে আসিলাম। হে দেব! হৃষীকেশ! সংসারের তাপহারক হইয়াও আপনি কেনই বা পূজা করিতেছেন? ভগবান্, সূর্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া সঙ্কেত দ্বারা এইরূপ বাক্য বলিতে নিষেধ করিয়া কহিতে লাগিলেন। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, যিনি নীলকণ্ঠ, সতীনাথ এবং সকল কারণেরও কারণরূপী, সেই মহাদেবই একমাত্র পূজনীয়। যাহারা শিবেতর দেবতার অর্চ্চনা করে, সেই মূঢ়েরা নয়ন থাকিতেও অন্ধ হইয়া আছে। একমাত্র জন্মজরামৃত্যুহারী মৃত্যুঞ্জয়কে পূজা করিবে। রাজা শ্বেতকেতু মৃত্যুঞ্জয়ের উপাসনা করিয়া মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কালেরও কালরূপী ঐ মহাকালের আরাধনা করিয়াই ভৃঙ্গী কালজেতা হইয়াছিলেন। শিলাদপুত্রেরা মৃত্যুঞ্জয়ের ভক্ত বলিয়াই মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যাহার একটীমাত্র বাণের আঘাতে মহাবলী ত্রিপুর পরাজিত হইয়াছিল, সেই ভূতনাথের যিনি অর্চ্চনা করেন, সকলে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। কারণেরও কারণরূপী জগদীশ্বর ত্রিনয়নের উপাসনাতেই পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। হে দিবাকর! যিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলে জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় ও যিনি নয়ন উন্মীলন করিলে জগৎ প্রকাশিত হয়, সেই কামনাশন ভগবান্ উমাপতি কাহার আরাধ্য

নহেন? শিবলিঙ্গপূজায় পুরুষের পুরুষার্থ-চতুষ্টয় সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইস্থলে শিবলিঙ্গপূজা করিলে বহুজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে সূর্য্য! এইস্থানে শিবলিঙ্গের উপাসনা করিলে, মানবের পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রভৃতি সকল ফলই লাভ হয়। আমি শিবের আরাধনা করিয়াই ত্রিজগদীশ্বর হইয়াছি, ইহা জানিও। শিবলিঙ্গের পূজাই পরম যোগ, পরম জ্ঞান ও পরম তপস্যা। এইস্থানে যৎকর্ত্তৃক একবারও মহাদেব পূজিত হন, এই দুঃখময় সংসারে তাহাদের কোন দুঃখই থাকে না। হে সূর্য্য! যাহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া শিবের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের শরীরে কোনকালে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। যাহাদের ভববন্ধন দূর করিবার বাসনা মহাদেবের হৃদয়ে হয়, তাহাদেরই শিবপূজায় বুদ্ধি হইয়া থাকে। শিবলিঙ্গের পূজা ভিন্ন অপর কিছুই জীবের পুণ্যকর্ম্ম নাই। লিঙ্গের স্নানীয় সলিল মস্তকে ধারণ করিলে যাবতীয় তীর্থাভিষেকের ফলভাগী হওয়া যায়। হে দিবাকর! তোমায়ও উপদেশ দিতেছি, তুমি শিবলিঙ্গের আরাধনা কর; পরম তেজস্বী ও সুন্দর, হইতে পারিবে। সূর্য্য এইরূপ বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবের স্ফাটিকলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদবধি পূজা করিয়া আসিতেছেন এবং আদিকেশবকে গুরু করিয়া অদ্যাপিও তাঁহার উত্তরদিকে অবস্থিত আছেন। এই কারণে ভক্তাজ্ঞাননাশী প্রভু সূর্য্য তদবধি কেশবাদিত্যনামে অভিহিত হইয়া ভক্তের আরাধনায় সন্তোষ লাভ করত তাঁহাদিগকে পূর্ণকাম করিয়া থাকেন। যাঁহার প্রভাবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাশীতে সেই কেশবাদিত্যের আরাধনা করিয়া মানবে তত্ত্বজ্ঞানালাভ করিয়া থাকে। মানব কাশীধামে পাদোদকতীর্থে অভিষেকাদি যাবতুদককার্য্য সমাপন করিয়া কেশবাদিত্যকে বিলোকন করিলে আজন্মসঞ্চিত পাপবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। হে মুনিবর! যদি রবিবারে রথসপ্তমী হয়, তবে ঐ দিনে প্রভাতে মৌনী হইয়া আদিকেশবের সন্নিহিত পাদোদকতীর্থে স্নাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কেশবাদিত্য পূজিত হইলে, তাহার সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপরাশি দূর করিয়া থাকেন। "সাতজন্মে আমি আজন্ম যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, মাকারী সপ্তমী আমার সেই সকল পাপ, রোগ ও শোক দূর করুন।" যিনি শ্রদ্ধাপূত মানসে কেশবাদিত্যের মহিমা শ্রবণ করেন, তদীয় হৃদয়ে পাপ দূর করিয়া শিবভক্তি অবস্থান করেন। কার্ত্তিক কহিলেন, হে মুনিবর! অতঃপর কাশীতে হরিকেশবনে অবস্থিত বিমলাদিত্যের সুন্দর ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পর্ব্বতপ্রদেশে বিমল নামে এক ক্ষত্রিয় থাকিতেন। তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মবিষয়িণী হইলেও জন্মান্তরীণ পাপের ফলে তিনি কুষ্ঠরোগী হইয়াছিলেন। পরে তিনি আত্মীয়স্বজন বিষয়বৈভব পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়া, সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা করবীর, জপা, বন্ধুক, কিংশুক, রক্তকমল, অশোক প্রভৃতি পুষ্প ও চম্পকাদি পুষ্পের বিচিত্র মালা এবং যাহাদের সৌরভে দিগন্তর আমোদিত হয় সেই দেববিমোহন কুঙ্কুম আর রক্তচন্দন, ধূপ, কর্পূরদীপ ও ঘৃতপায়সসংযুক্ত বিবিধ নৈবেদ্য এবং অর্ঘ্যদান ও স্তুতিপ্রণতি প্রভৃতি দ্বারা সূর্য্যোপাসনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য তাঁহার উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া আগমন করত কহিলেন, হে বিমলচেতঃ! বিমল! আমি প্রসন্ন হইয়া কহিতেছি, তুমি কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হও। অন্য তোমার কি অভিলাষ, তাহা প্রার্থনা কর। সূর্য্যবাক্য শ্রবণে বিমলের দেহ রোমাঞ্চিত হইল এবং তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অতি ধীরে কহিতে লাগিলেন, হে অমেয়াত্মন্! অন্ধকারনাশক! আপনি বিশ্বের নয়ন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আসিয়া থাকেন, তবে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার ভক্তগণের বংশে কেহ কখন কুষ্ঠরোগী, দরিদ্র বা সন্তাপী না হয়।

সূর্য্য কহিলেন, হে বিচক্ষণ! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, এক্ষণে তোমাকে অপর একটী বর দিতেছি, শ্রবণ কর। হে মতিমন্! এই কাশীধামে তুমি যে মূর্ত্তিতে আমার পূজা করিলে আমি এই মূর্ত্তিতে তোমারই নামে বিমলাদিত্যনামা হইয়া সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করত সর্ব্ববিধ ব্যাধি ও পাপভয় দূর করিব। এই বলিয়াই সূর্য্য তথায় অন্তর্হিত হইলে, বিমলও নীরোগদেহ হইয়া স্বধামে প্রত্যাগমন করিল। এই প্রকারে আবির্ভূত শুভদায়ী ভগবান্ বিমলাদিত্যের দর্শন মাত্রেই জীবের কুষ্ঠরোগ দূর হয়। যিনি ভক্তিভাবে এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার শরীরের পাপরাশি ও মানসিক মলচয় বিদূরিত হইয়া থাকে ও অন্তর বিশুদ্ধ হয়। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,— হে মুনে! ঐ কাশীতে বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে গঙ্গাদিত্যনামা অপর এক আদিত্যদেব বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার দর্শনে মানবের চিত্তশুদ্ধি হয়। যৎকালে ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করেন, ঐ সময় দিবাকর গঙ্গার স্তব করিবার কারণ তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও সেই ভাবে গঙ্গাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গাভক্তদিগের বরপ্রদ হইয়া রাত্রিদিন গঙ্গার স্তব করিতেছেন। এইস্থানে গঙ্গাদিতের উপাসনা করিলে জীবের কোন দুর্গতি বা রোগ ভুগিতে হয় না। কার্ত্তিক কহিলেন, হে মহাত্মন্! অতঃপর যমাদিত্যের বিষয় বর্ণন করিতেছি, যাহার শ্রবণে জীবের যমালয় যাইতে হয় না। ঐ যমাদিত্য, যমেশ্বরের পশ্চিমে এবং বীরেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থান করিতেছেন। উহাঁকে দেখিলে পুনরায় যমলোক দেখিতে হয় না। মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী তিথিতে যমতীর্থে অবগাহন করিয়া যমেশ্বরের দর্শন করিলে, সেই ক্ষণেই জীবের সকল পাপ দূর হয়। পূর্ব্বে বৈবস্বত যম যমতীর্থে স্নাত হইয়া স্বহস্তে ঐ যমেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও যমাদিত্য নামক সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ আদিত্য যমস্থাপিত বলিয়াই যমাদিত্য নামে অভিহিত হন। ইহাঁর সেবায় ভক্তের যমযাতনা দূর হয়, এবং এই উভয়ের দর্শনে যমলোকদর্শন করিতে হয় না। মঙ্গলবার ভরণীনক্ষত্রযুক্ত চতুর্দ্দশীতে পিতৃপুরুষেরা এই কাশীতে যমতীর্থে স্নাত, অধস্তন জীবিত পুরুষের হস্তে তিলতর্পণ ও গয়াপিণ্ডদান তুল্য এই যমতীর্থে ভূরিদক্ষিণ শ্রাদ্ধ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যমতীর্থে স্নান করিয়া যমেশ্বরকে দর্শন করত যমাদিত্যকে নমস্কার করে, তাহার পিতৃঋণ মোচন হয়। কার্ত্তিক কহিলেন, হে মুনিবর! এই তোমাকে দ্বাদশ আদিত্যের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে জীবের নরকগমন করিতে হয় না। হে অগস্ত্য! এই কাশীতে সূর্য্যভক্তগণ, এতদ্ভিন্ন গুহ্যকার্ক প্রভৃতি অনেক আদিত্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই দ্বাদশাদিত্যজ্ঞাপক অধ্যায় সকল শ্রবণ করিলে বা শুনাইলে, মানবের কখনই কোন দুর্গতি থাকে না।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

দশাশ্বমেধ বর্ণন।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনিবর! এদিকে মন্দরবাসী ভগবান মহাদেব সূর্য্যের বিশ্ববিমোহিনী কাশী হইতে প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন; যোগিনীগণ অদ্যাপি ফিরিল না; তৎপরে সূর্য্যকে পাঠাইলাম, তিনিও আসিলেন না। কাশী আমার মানস যেরূপ চঞ্চল করিতেছে, অন্যান্য দেবগণের চিত্ত তাদৃশ অস্থির করিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। আমি, বিশ্বজেতা কামকে নয়নানলে দগ্ধ করিয়াছি, কিন্তু কাশীদর্শনবাসনা আমাকে দগ্ধ করিতেছে। এতদপেক্ষা আশ্চর্য্যকর কি আছে? এক্ষণে কাশীসংবাদ জানিতে চতুর্মুখকেই প্রেরণ করি; ব্রহ্মা ভিন্ন আর কেহই কাশীতত্ত্ব জানিতে পারিবে না। মহাদেব এই

স্থির করিয়া চতুরাননকে আহ্বান করত তাঁহাকে বহুসম্মানে নিজাসনে বসাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে কমলযোনে! বহুদিন যাবৎ যোগিনী-গণকে, আর তদনন্তর সূর্য্যকেও কাশীতে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের কোন সংবাদই পাইলাম না। হে লোকনাথ! স্বপ্ন ললনাদর্শনে সামান্য ব্যক্তির মানস যাদৃশ উৎকণ্ঠিত হয়, তদ্রূপ কাশীবিরহে আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। যেমন ক্ষুদ্র সরোবরে নির্ম্মল ও অগাধ সলিল থাকিলেও, তাহা কূম্ভীরের প্রীতিকর নহে, সেই মত এই মন্দরাচলে সুরম্য কন্দরাদি থাকিলেও আমার চিত্ত সুখী নহে। পূর্ব্বে কালকূট পান করিয়াও তাদৃশ কষ্ট পাই নাই, যেমন অদ্য কাশীবিরহে অসহ্য যাতনা পাইতেছি। অধিক কি, আমি এই শীতাংশুকে মস্তকে ধরিয়া ইঁহার সুধাময় কিরণসম্পর্কেও কাশীবিরহানল নির্ব্বাণ করিতে পারিতেছি না। হে মতিমন্! হে জগমান্য! হে বিধাতঃ! তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ত্বরায় কাশীতে গমন কর! আমার কাশীপরিত্যাগের কারণ তোমার অবিদিত নাই। যাহারা কাশীমহিমাভিজ্ঞ, তাহাদের কথায় ত প্রয়োজনই নাই; মূর্খ-দিগেরও কাশী ছাড়িবার বাসনা হয় না। হে বিধে! আমি মায়ার সাহায্যে এই মুহূর্ত্তেই তথায় গমন করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মময় রাজা দিবোদাসকে উল্লঙ্ঘন করিব না বলিয়াই যাইব না। হে বিধে! তুমি যখন সকল বিধির মূল, তখন তথায় যাইয়া যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা তোমাকে উপদেশ করা নিরর্থক মাত্র। তুমি নির্ব্বিঘ্নে কাশীতে গমন কর, কাশীগমন ত্বদীয় শুভফল প্রদান করুক। ব্রহ্মা এইরূপে মহাদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সানন্দে আনন্দধামে উপস্থিত হইলেন। বিধাতা অতিশীঘ্র কাশীতে আসিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া ভাবিলেন, অদ্য আমার হংসনাম সার্থক হইল; কারণ কাশীতে আসিবার পদে পদে বিঘ্ন আসিয়া ব্যাঘাত করে। আজি আমার নয়ন কাশীতে দৃশি ধাতুর অর্থ পাইয়া সার্থক হইল, যেহেতু সর্ব্বদা যে স্থানে পুণ্যতোয়া ভগবতী গঙ্গা প্রবাহিত আছেন, আজি নয়ন সেই আনন্দধাম দর্শন করিল। অন্যত্রসম্ভূত কটু তিক্ত ফলাদি কাশীতে আসিয়া আনন্দময় হয়, কিন্তু মহেশ্বর অবিরত এই আনন্দভূমি কাশীতে থাকিয়াই জীবগণকে আমোদিত করেন। যাহার চরণযুগল এই শিবপুরীতে বিচরণ করে, সুকৃতী মানবের সেই চরণদ্বয়ই বিশ্ববিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যে কর্ণ একবার কাশীনাম শ্রবণ করে, সেই বহুশ্রুত কর্ণই জগতে শ্রবণ করিতে জানে। যে মানসে কাশীচিন্তা উপস্থিত হয়, এই সংসারে মনীষিগণের সেই চিত্তেই সকল মনন হইয়া থাকে। এই শিবধাম বারাণসী যে বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধিই এ জগতে সকল পদার্থ নিশ্চয় করিতে জানে। পবননীত তৃণ ধান্যাদিও কাশীস্থ হইলে প্রশংসনীয় হয়, কিন্তু কাশীদর্শনবিহীন চেতন মানবগণও ঘৃণার পাত্র। পরার্দ্ধদ্বয়জীবী আমি অদ্য পূর্ণকাম হইলাম, আয়ুও সফল হইল; যে আয়ু থাকিয়াছে বলিয়া এই দুর্লভ কাশী প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অসামান্য ধর্ম্মবলে ভাগ্যবলেই ও এই চিরাভিলষিত কাশীকে পাইলাম। আজ আমার শিবভক্তিরূপ সলিলসিক্ত তপোবৃক্ষ হইতে এই সুবৃহৎ অভীষ্টফল উৎপন্ন হইল। আমি যদিচ সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু এই শিবসৃষ্টি কাশীর সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ব্রহ্মা কাশীদর্শনে আনন্দিত হইয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশধারণপূর্ব্বক দিবোদাসের সন্নিধানে গমন করত তাঁহাকে সজল সাক্ষত হস্তে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাজা প্রণাম করিয়া স্বহস্তে আসন দিলে তাহাতে তিনি উপবেশন করিলেন। রাজা দিবোদাস অভ্যুত্থান ও আসনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের সৎকার করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দ্বিজরূপধারী বিধাতা কহিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজন্! বহুকাল হইতে আমি তোমার রাজ্যে বাস করিতেছি। হে আরতি-সূদন! তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমাকে সবিশেষ জ্ঞাত

আছি। আমি বহুতর রাজাকেই দেখিয়াছি. যাঁহারা সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদিগকর্তৃক সদক্ষিণ যজ্ঞচয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে; যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, জিতষড়্বর্গ, সুশীল সাত্ত্বিক, বিদ্বান্, রাজনীতিজ্ঞ, দয়া ও দাক্ষিণ্যগুণের আধার, সত্যব্রতপরায়ণ, সহিষ্ণুতায় পৃথিবীতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরসদৃশ, শূর, সৌম্য, জিতক্রোধবেগ ও পরম সুন্দর ছিলেন। হে মহারাজ! তোমার মত কোন রাজাই প্রজাগণকে আত্মপরিবারের ন্যায় বোধ করেন না। ব্রাহ্মণদিগের উপর দেবতাবুদ্ধি ও নিয়ত তপস্যার অনুষ্ঠান তোমা ভিন্ন কোন রাজারই দেখি না। হে দিবোদাস! তুমিই ধন্য, মান্য ও অশেষগুণাধার; যেহেতু তোমার শাসনে দেবগণও অপথে পদার্পণ করেন না। হে রাজন্! আমরা নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ, কোন স্বার্থ রাখিয়া তোমার স্তব করিতেছি না, তোমার সাধুগীত গুণরাশিই আমাকে স্তব করাইতেছে। এক্ষণে সে সকল কথা নিষ্প্রয়োজন, সম্প্রতি আমার আগমনের কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে নৃপাল! আমার একটী যজ্ঞ করিবার বাসনা হইয়াছে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে তোমার সাহায্যকেই অপেক্ষা করিতেছে। হে রাজন্! এই জগৎ তোমার অবস্থানেই সরাজক ও সুসমৃদ্ধ হইয়া আছে। অধিক কি, আমি ক্ষুদ্রপ্রজা হইয়াও তোমার রাজ্যে ন্যায়ানুসারে ধনার্জ্জন করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছি। তোমার এই নগরী কাশী, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ; কারণ এই স্থানে যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, বহুযুগেও তাহার ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। কাশীতে মানবগণ সুনীতিরূপ সুমার্গে বিচরণ করিয়া ন্যায়ার্জ্জিত ধন সৎপাত্রে প্রতিপাদন না করিলে, কদাচ চরম সময়ে শুভফল লাভ করিতে পারে না। হে মহারাজ! ত্বদীয় নগরী এই কাশীর মহিমা একমাত্র জ্ঞানদাতা সতীনাথই অবগত আছেন। হে মহারাজ! আমার বিবেচনায় এ সংসারে তোমার মত ধন্য পুরুষ নাই; কারণ তুমি জন্মান্তরীণ পুণ্যপ্রভাবে ইহজন্মে দ্বিতীয় কাশীনাথের ন্যায় এই কাশীনগরীর পালক হইয়াছ। ত্রিজগন্মান্যা এই পুরীকে আর্য্যগণ বেদত্রয়ের সার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সংসারের সারভূমি এই কাশী ত্রিবর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট মোক্ষ প্রদান করেন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কাশীস্থ এক ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিতে পারিলে, ত্রিভুবনরক্ষার ফললাভ হয়। তুমি একক সেই সমগ্র কাশীকে প্রতিপালন করিতেছ, ইহা বিশ্বনাথের দয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে মহারাজ! আমি আরও একটী হিতকর বাক্য বলিতেছি, যদি তাহা তোমার অভিমত হয়, তবে অবশ্য অনুষ্ঠান করিবে। তুমি পরম পুরুষার্থ বোধ করিয়া যে কোন প্রকারে সেই সর্ব্বভূতেশ্বর মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবে। সেই জগদীশ্বরকে অসাধারণ বলিয়া জানিও; কারণ তিনিই ক্রীড়োপকরণের জন্য এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সৃজন করিয়াছেন। হে মহারাজ! ব্রাহ্মণদিগের, রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহাকে সদ্বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত বিবেচনায় আমি আপনাকে এই সকল হিতকর বাক্য কহিলাম, অথবা আমার মত সামান্য ব্যক্তির এ সকল বিষয়ে বিবেচনা করায় কোনই ফল নাই। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বাক্যাবসান করিলে রাজা দিবোদাস তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি যাহা বলিলেন, সে সকল আমি হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আপনি জানুন, আমি আপনার দাস। আপনি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাহাতে যাহা যাহা প্রয়োজন হয়, সকলই আমার কোষাগার হইতে লইয়া যান। আমার সপ্তাঙ্গরাজ্য মধ্যে যে কিছু আছে, সে সকলেরই আপনি প্রভু। আপনি যজ্ঞারম্ভ করুন ও তাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করুন। হে দ্বিজ! আমি নিজ স্বার্থানুসন্ধান না করিয়াই এই সাম্রাজ্য পালন করিতেছি, আমি

পুত্র, স্ত্রী ও স্বদেহের দ্বারা সর্ব্বদা পরকে উপকৃত করিবার জন্যই চেষ্টা পাইয়া থাকি। মনস্বিগণ নৃপতিদিগের যজ্ঞানুষ্ঠান ও তীর্থ-সেবাদি হইতে প্রজাপালনকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রজাগণের সন্তাপানল রাজার পক্ষে বজ্রাগ্নি হইতেও বিষম কারণ; বজ্রাগ্নি দুই বা তিন জনকে দগ্ধ করিয়া শান্ত হয়, কিন্তু প্রজাসন্তাপানল রাজ্য, কুল ও শরীরকে দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। হে দ্বিজবর! আমার অবভৃথ স্নান করিবার ইচ্ছা হইলে ব্রাহ্মণের পাদোদকেই স্নান করিয়া থাকি, আমি হোম করিতে অভি-লাষী হইয়া বিপ্রমুখেই তর্পণ করিয়া থাকি ও ঐ হবনকেই যজ্ঞকার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিয়া থাকি। আমার বহুদিন হইতে অভিলাষ ছিল, কোন যাচক আসিয়া আমার প্রাণপর্য্যন্ত প্রার্থনা করিলেও বিমুখ হইব না, আজ সামান্য বস্তুর যাচক হইয়াও আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করায়, আমার সেই মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। হে দ্বিজবর! আপনি ভূরিদক্ষিণ যাগের আরম্ভ করুন, সকল বিষয়েই আমার সাহায্য পাইয়াছেন বলিয়া বোধ করুন। বিধাতা, মতিমান্ রাজা দিবো-দাসের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ-লাভ করত যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ আহরণ করিতে লাগিলেন! তৎকালে দিবোদাসের সাহায্যে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কাশীতে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ অনু-ষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার যাজ্ঞীয় হোমের ধূমরাশি অন্তরীক্ষে উঠিয়া নভস্তলকে যে নীলবর্ণ করিয়াছিল, অদ্যাপি সেই কারণেই আকাশ নীলবর্ণ রহিয়াছে। বারাণসীতে যে স্থানে ব্রহ্মার অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই স্থান পরম পবিত্র দশাশ্বমেধ তীর্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হে মুনে! অগস্ত্য! পূর্ব্বে ঐ স্থানের 'রুদ্রসরোবর' তীর্থ নাম ছিল, ব্রহ্মার যজ্ঞাবধি দশাশ্বমেধ নাম হইয়াছে। তাহার পরে ভগীরথানীতা ভগবতী গঙ্গা আসিয়া ঐ স্থানকে পবিত্র করিয়াছেন। ব্রহ্মাও যজ্ঞান্তে ঐ স্থানে দশাশ্বমেধ নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতে লাগি-লেন। তদবধি তিনি কাশী ছাড়িয়া কুত্রাপি গমন করেন না। ব্রহ্মা, দিবোদাসের কোন দোষ না দেখিয়া কিরূপে শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইবেন, এই ভাবিয়া এবং কাশীর মহিমা তাঁহার অবিদিত ছিল না, সুতরাং তিনি বিশ্বে-শ্বরের ধ্যান করত ব্রহ্মেশ্বর নামক অপর এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া কাশীতেই থাকিলেন। ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন, এই বিশ্বনাথেরই মূর্ত্ত্যন্তর কাশীকে আশ্রয় লইলে, কখন বিশ্বনাথ কোপ করিতে পারিবেন না। যে কাশীতে আসিলে জীবের বহুজন্মসঞ্চিত কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হয়, সেই কাশীকে ত্যাগ করিতে কাহারই বা ইচ্ছা হয়? বিশ্বসন্তাপনাশন বিশ্বনাথের দেহও কাশী-বিরহানলে সন্তপ্ত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। সর্ব্বথা পাপনাশিনী কাশী প্রাপ্ত হইয়াও যৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন, লোকে তাহাকে নৃ-পশু বলিয়া থাকে। যাহার সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া মোক্ষধাম লাভের বাসনা থাকে, তাহার ভাগ্যে যদি কাশীলাভ ঘটে, তবে কদাচ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যে মূর্খ কাশী ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে, সে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়াও চ্যুত হইয়া থাকে। জগতে এরূপ মূঢ় কে আছে, যে এই পাপহারিণী, পুণ্যদায়িনী ও মোক্ষসুখবিধাত্রী কাশীকে পাইয়াও পরিত্যাগ করে? ক্ষণার্দ্ধ-কালও কাশীতে থাকিয়া জীবের যে সুখ হয়, সত্যলোকে বা বিষ্ণুলোকে বাস করিলেও সেরূপ সুখ পাওয়া যায় না। হে মুনে! বিধাতা, কাশীর এই সকল গুণাবলি পর্য্যা-লোচনা করিয়া মন্দরাচলে প্রত্যাগমন করিলেন না। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মৈত্রাবরুণে! এক্ষণে কাশীস্থ যাবতীয় তীর্থের সারভূত দশাশ্বমেধের মহিমা বর্ণন করিতেছি। ঐ স্থানে স্নান, জপ, দান, হোম, বেদপাঠ, দেব-পূজা, সন্ধ্যাবন্দনা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি যে কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, সকলেই অক্ষয় ফল

পাওয়া যায়। দশাশ্বমেধে অবগাহন করত দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে জীবের সকল পাপ বিনষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ তিথিতে ঐখানে স্নান করিলে আজন্ম-সঞ্চিত পাপ দূর হয়। জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে ঐ স্থানে স্নান করিলে জন্মদ্বয়ার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এইরূপে ঐ মাসের ঐ পক্ষের দশমী পর্য্যন্ত যথাক্রমে স্নান করিলে, তিথিসংখ্যা পরিমিত জন্মসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। দশজন্মার্জ্জিত পাপনাশিনী দশহরা তিথিতে, দশাশ্বমেধে স্নান করিলে আর তাহাকে যমযাতনা ভুগিতে হয় না এবং ঐ দিনে দশাশ্বমেধেশ্বরের দর্শনও দশজন্মের পাপ-রাশি দূর করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দশহরাদিনে, দশাশ্বমেধে স্নাত ব্যক্তি কর্তৃক যদি ভগবান্ দশাশ্বমেধেশ্বর বিলোকিত হন, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহার ভবযন্ত্রণা মোচন করেন। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষ ব্যাপিয়া প্রত্যহ রুদ্রসরোবরের বার্ষিকী যাত্রা করিলে কদাচ বিঘ্নপীড়িত হয় না। দশটী অশ্বমেধের যাগ করিয়া তদন্তে অবভৃত স্নান করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, ঐ দশাশ্বমেধে দশহরাদিনে স্নান করিলে সেই পুণ্যে পরিপুষ্ট হওয়া যায়। গঙ্গার পশ্চিমতটে ভগবান্ দশহরেশ্বর বিরাজিত আছেন, তাঁহাকে নমস্কার করিলে জীবের দুর্দশা ঘুচিয়া থাকে। কাশীতে যে স্থানকে অন্তর্গৃহের দক্ষিণদ্বার বলে, তথায় বিরাজিত ব্রহ্মেশ্বরের দর্শনেও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। মহামতি ব্রহ্মা এইরূপে কাশীতে বিশ্বনাথের আগমনপ্রতীক্ষায় বৃদ্ধব্রাহ্মণ বেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা দিবোদাসও ব্রাহ্মণ-রূপী ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাধা হইলে তাঁহার বাসার্থ এক ব্রহ্মশালা প্রস্তুত করিলেন। ব্রহ্মা তথায় বেদনাদে নভস্তল উদ্ঘোষিত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। হে মুনিবর! তুমি আমার নিকট হইতে এই মহাপাতকনাশন দশাশ্ব-মেধ তীর্থের সুন্দর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে। যে মানব শ্রদ্ধাপূত হইয়া এই অধ্যায় শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে ব্রহ্মলোকে যাইয়া থাকে।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

বারাণসী-বর্ণন ও গণপ্রেষণ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! আপনার মুখে অশ্রুতপূর্ব্ব ব্রহ্মোপাখ্যান শুনিয়া অতি সন্তোষ পাইলাম; কিন্তু ব্রহ্মার কাশীতে অবস্থানের পর মহাদেব কি করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। কার্ত্তিক কহিলেন, হে মুনিবর! শ্রবণ কর। মহাদেব ব্রহ্মার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বেগ পাইতে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কাশীপুরীর মত সাধারণের চিত্তবিমোহিনী এমন কোন ভূমিই নাই। যে ব্যক্তিই তথায় গমন করে, সে আর ফিরিতে চাহে না। প্রথমে যোগিনীগণ কাশীতে যাইয়া আর আসিলেন না, পরে সহস্রকর সূর্য্য তথায় যাইয়াও কিছুই করিতে পারিল না, তৎপরে ব্রহ্মা সকল বিধানে সমর্থ হইয়াও কাশীতে আমার কোন কার্য্যেরই বিধান করিতে পারিলেন না। মহাদেব এই-রূপ চিন্তা করত স্বানুচর প্রমথদিগকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন, "তোমরা শীঘ্র কাশী-ধামে উপস্থিত হও; তথায় মৎপ্রেরিত যোগিনী-গণ, সূর্য্য ও ব্রহ্মাই বা কি করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান লইবে।" মহাদেব এইরূপ আদেশ করিয়া প্রমথদিগের নামোচ্চারণপূর্ব্বক কহিলেন, হে শঙ্কুকর্ণ! হে মহাকাল! হে ঘণ্টাকর্ণ! হে মহোদর! হে সোম! হে নন্দিন্! হে নন্দিষেণ! হে কাল! হে পিঙ্গল! হে কুক্কুট! হে কুম্ভোদর। হে ময়ূরাক্ষ! হে বাণ! হে গোকর্ণ! হে তারক! হে তিলপর্ণ! হে স্থূলকর্ণ! হে দ্রুমিচণ্ড! হে প্রভাময়! হে সুকেশ! হে বিন্দতে! হে ছাগ! হে কপ-দ্দিন্! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে বীরভদ্র! হে কিরাত! হে চতুর্ম্মুখ! হে নিকুম্ভ! হে পঞ্চাক্ষ!

হে ভারভূত! হে ত্র্যক্ষ! হে ক্ষেমক! হে লাঙ্গলিন্! হে সুমুখ! হে বিরাধ! হে আষাঢ়! আমার কার্ত্তিক ও গণপতিতে যেরূপ মমতা আছে, তাদৃশ অপত্যস্নেহ তোমাদিগের প্রতিও আছে আমি নৈগমেয়, শাখ, বিশাখ, নন্দী ও ভৃঙ্গীকে যেমন ভালবাসি, তোমরাও আমার তাদৃশ প্রীতির পাত্র জানিবে। তোমরা থাকিতে আমি কাশীর, দিবোদাস রাজার, যোগিনীগণের দিবাকরের ও ব্রহ্মার কোন সংবাদই জানিতে পারিলাম না, ইহা অতি লজ্জার কথা। যাহা-হউক, তোমাদিগের মধ্যে কালেরও ভয়ঙ্কর শঙ্কুকর্ণ ও মহাকাল। তোমরা উভয়ে কাশীতে গমন করত তত্রত্য সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শীঘ্র আগমন কর। শঙ্কুকর্ণ ও মহাকাল উভয়ে শিবা-দেশ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক কাশীতে গমন করিলেন। যেরূপ ঐন্দ্রজালিকমায়া, বুদ্ধিমানকেও মোহিত করে, তদ্রূপ উহাঁরাও কাশীদর্শন মাত্রে সূর্য্যা-দির ন্যায় মোহিত হইলেন। মোহের মোহিনী-শক্তি ও ভাগ্যের বৈপরীত্য বড়ই অদ্ভুত! দেখ, মূঢ়গণ মোক্ষভূমি কাশীকে পাইয়াও পরিহার করে, যাহারা সর্ব্বসুখাধার কাশীতে আসিয়াও অন্যত্র গমন করে, তাহারা মুক্তিকে করতলে পাইয়াও দূরে নিক্ষেপ করে। যে স্থানের উষ্ণ জলে স্নানকে সাধুগণ অবভৃথস্নান সদৃশ বলিয়া থাকেন, যথায় শিবলিঙ্গোপরি একটী পুষ্প প্রদান করিলে দশ হৈমপুষ্পদানের ফল হয় এবং যে স্থানে শিবলিঙ্গসন্নিধানে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে ইন্দ্রত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ লাভ হয়; সেই কাশীকে কোন চেতন ব্যক্তিই পরিত্যাগ করেন না। যে স্থানে একটী ব্রাহ্মণকে যথাভি-লষিত ভোজন করাইলে, বাজপেয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়; যথায় ব্রাহ্মণকে যথাবিধি একটী গো-দানের পরিণামে অযুত গোদানের পুণ্য হয় এবং যে স্থানে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে ব্রহ্মাণ্ডপ্রতিষ্ঠার পুণ্যসঞ্চয় হয়; কোন মতি-মান্ ব্যক্তিই সেই প্রাণপ্রিয়া কাশীকে পরি-ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রত্যেকে এক একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করতঃ কাশীতেই রহিলেন; অদ্যাপি ঐ স্থান হইতে গমন করেন নাই। বিশ্বেশ্বরের নৈঋতে কোণে শঙ্কুকর্ণ স্থাপিত শঙ্কু-কর্ণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে জীব পুনরায় জঠর যাতনা ভোগ করে না এবং মহা-কালস্থাপিত মহাকালেশ্বর নামক লিঙ্গের পূজা স্তব ও নমস্কারাদি করিলে কালভয় থাকে না। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, এদিকে তাঁহাদের কাশী হইতে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ আদিদেব তাহার কারণ বুঝিয়া পুনরায় অপর দুইগণকে কাশীতে যাইবার আদেশ করি-লেন; হে মতিমন্! ঘণ্টাকর্ণ এবং মহোদর! তোমরা সত্বর কাশীতে যাইয়া তত্রত্য বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হও। উহারা এইরূপে শিবের আদেশে কাশীতে গমন করত তথায়ই অবস্থিত হইয়া অদ্যাপি কোথাও গমন করেন না। গণাধিপ ঘণ্টাকর্ণ তথায় থাকিয়া ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার স্নানার্থ একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারাই পূর্ব্বদিকে মহোদর ও মহোদরেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া নিয়ত শিবারাধনাপর হইয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন। হে মুনে! কাশীতে মহোদরে-শ্বর লিঙ্গের দর্শনে মানব আর কখন জননী জঠরে প্রবেশ করে না। ঘণ্টাকর্ণকুণ্ডে স্নান করিয় বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে যত্রতত্রমৃত মান-বের কাশীমৃত্যুর ফল হইয়া থাকে। ঐ তীর্থে যথাবিধি শ্রাদ্ধকারী নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার করিয়া থাকে। অদ্যাপি ঐ কুণ্ডে ক্ষণকাল নিমগ্ন হইয়া শিবের ধ্যান করিলে, ভগবানের পূজার ঘণ্টানিনাদ শ্রবণ করা যায়। পিতৃগণ সর্ব্বদাই নিজ অধস্তন পুরুষের হস্তে ঐ তীর্থে তিলোদক প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হে মুনে! বহুতর লোক ঐ তীর্থে পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়াছেন বলিয়া তদ্বংশজাত ব্যক্তিরা কাশীতে ঐ স্থানে পিতৃপুরুষের উদককার্য্য করিয়া অভি-লাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! মহাদেব ঘণ্টাকর্ণ ও মহোদরেরও

বিলম্ব দেখিয়া অতি বিস্ময়সহকারে পুনঃ পুনঃ শিরশ্চালনা করিয়া মৃদুহাস্যপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, হে কাশি! তোমাকে আমি মহামোহন বিদ্যা বলিয়াই জানি। প্রাচীনগণ তোমাকে মহামোহহারিণী বলিয়া নির্দ্দেশকরেন, কিন্তু তুমি যে মহামোহকারিণী, ইহা তাঁহারা বিদিত নহেন। আমি যাহাকেই তোমাতে পাঠাইতেছি, সকলেই তোমার মায়ায় মোহিত হইতেছে; ইহা জানিয়াও আমি ক্রমশঃ সকলকেই পাঠাইব। হে কাশি! বিধি প্রতিকূল থাকিলেও নিয়ত অধ্যবসায়বলে অনুকূলতা করিয়া থাকেন বলিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কদাচ উদ্যম ত্যাগ করেন না। তাহার দৃষ্টান্ত গমনোদ্যত চন্দ্র ও সূর্য্য, পুনঃপুনঃ রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াও গমনে অবহেলা করেন না! বিধি প্রতিকূল হইয়াও একদিকে নিয়ত কার্য্য ব্যাহত করিয়াও, অত্যন্ত অধ্যবসায়ীর পক্ষে স্বয়ংই অনুকূল হইয়া থাকেন। পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মকেই দৈব বলে। বিচক্ষণ ব্যক্তির সেই দৈবকে খণ্ডাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত। পাত্রস্থ ভোজ্য, ভোক্তার হস্তের ও মুখের ক্রিয়া ব্যতিরেকে যখন দৈবের সাহায্যে স্বয়ং মুখে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাদেব এই প্রকারে উদ্যমকেই দৈবজেতা বলিয়া নিশ্চয় করত সোমনন্দী, নন্দিষেণ, কাল, পিঙ্গল ও কুক্কুট নামক অপর পঞ্চপ্রমথকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। যেমন কাশীমৃত জীব আর সংসারে আসে না, তদ্রূপ তাঁহারা পাঁচজনও কাশী হইতে না ফিরিয়া মহাদেবের সন্তোষার্থে স্ব স্ব নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া মোক্ষধাম কাশীতেই অবস্থান করিলেন। ভক্ত মানব, আনন্দবনে সোমনন্দীশ্বরকে দর্শন করিলে সোমলোকে পরমানন্দ ভোগ করে। তাহারই উত্তরদিকে নন্দিষেণেশ্বরের দর্শনে জীবের আনন্দসেনা প্রাপ্তি ও মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকে। গঙ্গার পশ্চিমোত্তরভাগে স্থাপিত কালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের নিকট প্রণত হইলে কালভয় দূর হয়। উহারই উত্তরে প্রতিষ্ঠিত পিঙ্গলেশ্বরের পূজা করিলে মানবের, শিবের সহিত তন্ময়তা হইয়া থাকে। ঐরূপ কুক্কুটাণ্ডাকৃতি কুক্কুটেশ্বরের প্রতি ভক্তি করিলে আর কখন গর্ভযন্ত্রণা ভুগিতে হয় না। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনিবর! মহাদেব কাশী হইতে সোমনন্দী প্রভৃতি পঞ্চপ্রমথেরও কোন বার্ত্তা না পাইয়া বলিতে লাগিলেন, বিশেষ বিবেচনায় দেখা যাইতেছে ইহাতে আমার কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে, আমার সকল পরিজনেরা তথায় গমন করুক, কারণ মায়াবী ও বীর্য্যশালী প্রমথগণ তথায় যাইলে, নিঃসন্দেহে আমরই গমন করা যাইবে। যাহারাই আমার আত্মীয়, তাহাদের সকলকেই তথায় ক্রমশঃ পাঠাইব, সকলের শেষে আমিও গমন করিব। আদিদেব এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কুম্ভোদর, ময়ূর, বাণ ও গোকর্ণ, এই চারিটী গণকে তথায় পাঠাইলেন। তাঁহারা মায়ার সাহায্যে শীঘ্র কাশীতে আসিয়া নানা উপায়ে রাজা দিবোদাসকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পরে তাহাতে অপার হইয়া কাশীতেই থাকিলেন এবং প্রভুর সন্তোষ, ভৃত্যের সহস্র অপরাধভঞ্জক বিবেচনা করিয়া শিবলিঙ্গের আরাধনা করিতে লাগিলেন! আর বিবেচনা করিলেন, কাশীতে যথাবিধি শিবলিঙ্গের উপাসনা করিয়া প্রভুর নিকট সহস্র অপরাধ হইতে মুক্তি পাইব। একবার শিবলিঙ্গের যথাশাস্ত্র পূজা করিলে শিবের যাদৃশ সন্তোষ হয়, বহুল দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রতাদি করিলেও তাদৃশ সন্তুষ্ট হন না। যিনি লিঙ্গার্চ্চনবিধান অবগত হইয়া লিঙ্গার্চ্চনেই সর্ব্বদা আসক্ত থাকেন, তাঁহার দুইটী মাত্র নয়ন থাকিলেও তিনি সাক্ষাৎ ত্রিনয়ন হন। শত শত গোদান বা সুবর্ণদানে যে ফল পাওয়া যায় না, একমাত্র শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় সেই ফল লাভ করা যায়। অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরও তাদৃশ ফল নহে, শিবলিঙ্গের পূজায় যাদৃশ ফল হইয়া থাকে। যথাবিধানে স্নাপিত শিবলিঙ্গের স্নানীয় জল যাহার উদরে তিনবার প্রবেশ করে, তাহার ত্রিবিধ পাপ বিনষ্ট হয়।

লিঙ্গস্নপনজলে যাহার মস্তক অভিষিক্ত হয়, সেই নিষ্পাপ মানবের গঙ্গাস্নানে প্রয়োজন থাকে না। অর্চ্চিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি প্রণত হয়, এ জগতে আর সে আসিবে কিনা, এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে। ভক্তিসহকারে শিবলিঙ্গস্থাপক মানব সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। প্রমথগণ এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া শিবের ক্রোধশান্তির জন্য নিজ নিজ নামে সর্ব্বপাতকনাশন লিঙ্গ সকল স্থাপন করিলেন। লোলার্কের সন্নিধানে কুম্ভোদরেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন, তাঁহার দর্শনে জীবের শিবলোক গমন নিশ্চিতই হইয়া থাকে তাঁহার পশ্চিমে অসিসন্নিকটে অবস্থিত ময়ূরেশ্বরের পূজা করিলে আর জঠরযাতনা ভুগিতে হয় না। তৎপশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই সকল পাপ দূর হয়। অন্তর্গৃহের পশ্চিমদ্বারে গোকর্ণেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। কাশীতে সেই মহালিঙ্গের পূজায় সকল বিঘ্ন দূরীভূত হয়। ঐ গোকর্ণেশ্বরে ভক্তিমান্ ব্যক্তির মৃত্যুকালে সকল স্থানেই সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, গণনায়ক ভগবান্, এ চারি জনেরও প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া কাশীর অপারমহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। মহাদেব কহিলেন, যিনি এই চরাচর বিশ্বকে ভ্রমণ করাইতেছেন, কাশীই সেই শরীরিণী বিষ্ণুমায়া। লোকে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত যে কাশীর উপাসনা করিয়া থাকে এবং যথায় মরিলেও লোক ভীত হয় না, সেই কাশীতে অবস্থিত প্রমথগণ কার্য্যে অবহেলন করিয়াও কি হেতু ভীত হইবে ? যথায় মৃত্যুই মঙ্গল, ভস্মই দেহের ভূষণ, কৌপীনই বসন ; যে স্থানে শ্রীমতী মোক্ষলক্ষ্মী—মৃত, দরিদ্র, ধনী, ব্রাহ্মণ বা চাণ্ডালকেও তুল্যপ্রেমে আলিঙ্গন করেন ; এ জগতে সেই কাশীর তুল্য কেহই নাই। ইন্দ্রাদিদেবগণও যে কাশীমৃত অতএব মুক্ত জীবের কোটি অংশের একাংশেরও উপযুক্ত নহে ; যে কাশীতে মরিলে জীবগণ, কৃতাঞ্জলি ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট হইতেও প্রণাম পাইয়া থাকেন ; যে কাশীতে শবও পবিত্র বলিয়া আমি স্বয়ং তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া থাকি। যাহার কণ্ঠ হইতে বারত্রয় কাশীনাম উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা এ জগতে পবিত্র পদার্থ আর কিছুই নাই। যাহারা কাশীকে ধ্যান করে বা সেবা করে, তাহারা আমারই ধ্যান ও আমারই সেবা করিয়া থাকে। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা কাশীসেবায় অনুরক্ত, তাহাকে আমি সযত্নে হৃদয়মধ্যে রাখিয়া থাকি। যে স্বয়ং কাশীবাসে অপারক হইয়া অপর ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করিয়া বাস করায়, তাহাকেও কাশীবাসের ফল দিয়া থাকি। যাহারা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করে, তাহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া লোকে পূজা ও বন্দনা করিয়া থাকে। মহাদেব এইরূপে কাশীগুণাবলি বর্ণন করত অবশিষ্ট প্রমথদিগকে আহ্বান করিয়া সাদরে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। মহাদেব কহিলেন, হে পবিত্রহৃদয় তারক ! যথায় দিবোদাস রাজ্যপালন করিতেছেন, তুমি সেই কাশীধামে গমন কর। হে তিলপর্ণ! হে স্থূলকর্ণ! হে দৃমিচণ্ড! হে প্রভাময়! হে সুকেশ! হে বিন্দতে! হে ছাগ! হে কপর্দ্দিন! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে বীরভদ্র! হে কিরাত! হে চতুর্ম্মুখ! হে নিকুম্ভ! হে পঞ্চাক্ষ! হে ভারভূত! হে ত্র্যক্ষ! হে ক্ষেমক! হে লাঙ্গলিন! হে বিরাধ! হে সুমুখ! এবং হে আষাঢ়! তোমরা সকলেই কাশীতে গমন কর। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! তখন প্রভুভক্ত মহাত্মা কার্য্যজ্ঞ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রমথগণ, শিবের আদেশ পাইয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্রে গমন করত নানারূপ মায়ার সাহায্যে বহুবিধ রূপধারণপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে দিবোদাসের ছিদ্রানুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বহু আয়াসেও সেই রাজার

কোন ছিদ্রই না পাইয়া নিজ নিজ বহুকাল-সঞ্চিত যশ মলিন হইল দেখিয়া "আঃ! ইহা কি হইল" এই কথা বলিয়া আপনাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। গণসমূহ কহিতে লাগিলেন, আমরা এতাবৎ এখানে আসিলাম কাহাকেও বশীভূত করিতে পারিলাম না; এতকাল যে প্রভুর নিকট সম্মান পাইয়াছি, তাহাকে ধিক্! মহাদেব আমাদিগকে বহু সম্মানে, বহু দানে ও বহুআদরে দয়া করিতেন; শেষে সেই দয়ার প্রতিফল কি এই হইল! এক্ষণে প্রভুকার্য্যে অবহেলা করিয়া শেষে তমোময় দুরন্ত লোকে বাস করিতে হইবে। যাহারা প্রভুর আদেশ সুসম্পন্ন না করিয়া স্বচ্ছন্দশরীরে অবস্থান করে, তাহাদিগের দুর্গতির সীমা থাকে না। যে ভৃত্যেরা পূর্ব্বে প্রভুর নিকট সম্মানিত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনবধান করে, তাহাদের অভিলাষ কদাচ পূর্ণ হয় না; অথবা প্রভুকার্য্য না করিয়া প্রভুসমীপে যে লজ্জাহীন ভৃত্য মুখ দেখায়, তাহা হইতেই এই ধরার যাদৃশ অধিক ভার হইয়া থাকে, তাদৃশ ভার পর্ব্বত, সাগর বা বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ থাকিয়াও হয় না। আমরা পুরাণবার্ত্তা শুনিয়াছি, সুতরাং এই কাশী কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। শুনিয়াছি, যাহারা পাপী অথবা ধন ও আয়ু যাহাদের অল্প হইয়াছে, সেই নিরুপায় জীবের কাশী ভিন্ন উপায় নাই। যাহারা কৃত পাপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া থাকে, তাহারা কাশীতে আসিলেই সকল অনুতাপানল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে এবং যাহারা প্রভুহিংসা করিয়াছে কিংবা কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক তাহাদের এই কাশীক্ষেত্র ব্যতীত অপর উপায় নাই। প্রমথগণ এইরূপ পৌরাণিক বার্ত্তার উপর বিশ্বাস রাখিয়া রাজা দিবোদাসকর্তৃক প্রজ্ঞাত থাকিয়া কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন। সেই রাজা দিবোদাস অসামান্যবুদ্ধিজীবী হইয়াও শিবপ্রভাবে নানারূপে অবস্থিত দেবগণকে জ্ঞাত [illegible] ইহা কিছুই বিচিত্র নহে;

যেহেতু স্বয়ং চিত্রগুপ্ত যে কাশীবাসীর অনুসন্ধান প্রাপ্ত হন না, তথায় সামান্য মনুষ্যের সে বিষয় জানা অতি দুঃসাধ্য এবং এই কাশীতে যাঁহারা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া অবস্থান করেন, স্বয়ং ধর্ম্মরাজও সেই অসীমতেজাদিগের অন্ত প্রাপ্ত হন না। হে মুনিবর কুম্ভযোনে! এইরূপে কাশীতে থাকিয়াই প্রমথগণ শিবলিঙ্গের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তদবধি তাহারা কাশীতেই থাকিলেন। হে মুনে! তাঁহাদের মধ্যে গণাধিপ তারক, জীবের জ্ঞানপ্রদ তারকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই সেবায় অদ্যাপি আসক্ত রহিয়াছেন। মানবগণ তারকেশ্বরভক্ত হইলে সহজেই তারক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। তিলপর্ণ নামক গণশ্রেষ্ঠ তিলপ্রমাণ 'তিলপর্ণেশ্বর' নামক শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাঁহার দর্শনমাত্রে লোক নিষ্পাপ হইয়া থাকে। তাঁহারই নিকটে শূলকর্ণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন, যাঁহার পূজা করিয়া জীবগণ সদ্গতি লাভ করে। তাঁহার পশ্চিমে 'দুমিচণ্ডেশ্বর' নামক কান্তিময় শিবলিঙ্গের আরাধনা করিলে পাপভয় থাকে না। 'প্রভাময়েশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে জীব অন্যস্থানে মরিলেও প্রভাময় বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করে এবং হরিকেশবনে, 'সুকেশেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে জীব পুনরায় জঠরযাতনা ভোগ করে না। ভীমচণ্ডীর সমীপে, 'বিন্দতীশ্বর' নামে প্রতিষ্ঠিত শিবের পূজা করিলে জীবের উৎকট পরাশিও দূর হয় এবং চরমকালে মোক্ষপদ তাহার করস্থ হয়। ঐরূপ পিত্রীশ্বর নামক শিবলিঙ্গের সন্নিধানে 'ছাগেশ্বর' নামে এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে আর কখন জীবের সংসারে আসিয়া অনুক্ষণ পাপী হইতে হয় না।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

পিশাচমোচন।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভসম্ভব! আমি কপার্দীশ লিঙ্গের পরম মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মহাদেবের অতি প্রিয়পাত্র, কপর্দী নামে এক গণনায়ক ভগবান্ পিত্রীশের উত্তরভাগে এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া ইহাঁর সম্মুখে বিমলোদক নামক কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের জলস্পর্শে মনুষ্যের মালিন্য দর হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে এক ইতিহাস আছে, বলিতেছি শুন; ইহা শুনিলে পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে বাল্মীকি নামে একজন পরমশৈব, ভগবান কপর্দীশের অর্চ্চনারূপ তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। একদা তিনি হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ মাসে বিমলোদক মহাতীর্থে মধ্যাহ্নস্নান সমাধা করিয়া আপদমস্তক ভস্ম স্নান করিলেন। পরে শিবলিঙ্গের দক্ষিণভাগে মধ্যাহ্নকৃত্য ও মস্তকে ভস্মম্রক্ষণ করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাপনান্তে "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ ও কপর্দীশ দেবের ধ্যান করত প্রণাম করিতে করিতে বামাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। যতিগণ দক্ষিণাবর্ত্তে, ব্রহ্মচারীরা বামাবর্ত্তে এবং গৃহস্থ বাম ও দক্ষিণাবর্ত্তে মহাদেবের নিত্য প্রদক্ষিণ করিবে। যথায় সোমসূত্রদ্বয় ও বিষ্ণুমন্দির বর্ত্তমান আছে, তথায় দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিবে না—বৃষ, চণ্ড, বৃষ, সোমসূত্র পুনরায় বৃষ, চণ্ড, সোমসূত্র এবং চণ্ড ও বৃষ এই ক্রমে শম্ভুর প্রদক্ষিণ করিবে; সোমসূত্র কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। সেই মহাতপস্বী এইরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া ওঁ ভং ডুং হুং ডুং ভুং ডুং এই মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ পূর্ব্বক ষড়্জাদি স্বরে অঙ্গভঙ্গীক্রমে নৃত্য ও হস্ততালের সহিত আবী রাগিণীতে আনন্দে গান করিয়া সেই সরোবরতীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন—তথায় এক ভীষণাকার ঘোর রাক্ষস দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার ললাট দেশের অস্থি, কপোলস্থল ও মুখ শুষ্ক; লোচনদ্বয় ঈষৎপিঙ্গল ও কোটরে প্রবিষ্ট; কেশ উর্দ্ধস্থ ও তাহার অগ্রভাগ রুক্ষ ও বিদীর্ণ। রাক্ষসের গ্রীবা স্থূল ও দীর্ঘ, নাসিকা অতি নিম্ন, ওষ্ঠ শুষ্ক, দন্ত অতি দীর্ঘ, মস্তক দীর্ঘ ও বিস্তৃত, কর্ণের উপরিভাগ লম্বমান, শ্মশ্রুরাজি পিঙ্গল বর্ণ, জিহ্বা দীর্ঘ লক্লক্ করিতেছে, ঘাটিকা (ঘাড়) অতি বিকৃত, কণ্ঠের অধোভাগের অস্থিদ্বয় বাহির হইয়াছে। স্কন্ধদ্বয় দীর্ঘ হওয়ায় তাহাকে উৎকট দেখাইতেছে, বাম ও দক্ষিণ বাহুমূলের বিবর নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। খর্ব্ব হস্তদ্বয় শুষ্ক, তাহাতে অঙ্গুলিগুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট, তদগ্রে স্থূল নখাবলী নতমুখ রহিয়াছে। তদীয় ক্রোড়দেশ রুক্ষ ও ধূলিধূসরিত, উদরচর্ম্ম পৃষ্ঠসংলগ্ন, কটীদেশের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগ মাংসরহিত, কটিদ্বয় লম্বিত, মুষ্ক, শুষ্ক, মেঢ্র ক্ষুদ্র, উরুদেশ দীর্ঘ তাহাতে মাংস নাই, জানুদ্বয় স্থূল, জঙ্ঘাদেশ দীর্ঘ ও শিরাল, গুল্ফ স্থানের অস্থি মোটা, পদদ্বয় অতি বিস্তৃত—তাহাতে কৃশ দীর্ঘ বক্র অঙ্গুলি রহিয়াছে। সেই বৃদ্ধ-তপস্বী এইরূপ বিকট ভীষণাকৃতি, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট, শিরালদেহ, অতি লোমশ, মূর্ত্তিমান্ ভয়ানকরসের ন্যায় সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর, হৃদয়াকম্পী, দাবদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চল-নয়ন ক্ষুধার্ত্ত ও অতি বিস্তৃতমুখ সেই রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? এই স্থানে কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার এতাদৃশ দশা কেন ঘটিয়াছে? হে রাক্ষস! আমি কৃপাজ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিতেছি, নির্ভয়ে বল; নতুবা আমরা বিভূতি বর্ম্ম পরিধান করি, শিবনাম মহাস্ত্র ধারণ করি—আমরা তাপস; তাদৃশ রাক্ষসের নিকট আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই। তখন রাক্ষস, কৃপালু তপোধনের এই বাক্য শুনিয়া প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, হে ভগবন্ তাপসবর! যদি

আপনার অনুকম্পা হইয়া থাকে, তবে আত্ম-বৃত্তান্ত বলিতেছি, ক্ষণকাল অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। গোদাবরী-তীরে প্রতিষ্ঠান নামে এক দেশ আছে; তথায় আমার বাস ছিল। আমি ব্রাহ্মণ, তীর্থস্থানে প্রতিগ্রহ করিতাম। সেই কর্ম্মফলে আমি ঈদৃশ গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। বৃক্ষজলশূন্য অতিভীষণ মরুভূমে আমায় বহুতর কালযাপন করিতে হইয়াছিল। হে মুনে! সেই মরুভূমে কালযাপন কালে অসহ্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও আতপ সমস্তই সহ্য করিয়াছিলাম;—অধিক কি, গাত্রীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না। বর্ষাকালের মুষলধারে দিবারাত্র বৃষ্টি ও প্রবল ঝড় আমার পৃষ্ঠের উপর দিয়া গিয়াছে। যাহারা তীর্থস্থলে দান গ্রহণ করে ও পর্ব্বকালে দান করে না, তাহারা মহাদুঃখের মূলীভূত এই রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনে! এইরূপে তথায় বহুতর কাল অতিবাহিত হইলে আমি একদা সূর্য্যোদয়কালে সন্ধ্যাবিধি-বর্জ্জিত মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচাচমনশূন্য এক ব্রাহ্মণকুমারকে আসিতে দেখিলাম। আমি তাহাকে মুক্তকচ্ছ, অশুচি ও সন্ধ্যাবর্জ্জিত দেখিয়া ভোগ-বাঞ্ছায় তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলাম। হে মুনে! আমার অভাগ্য বশতঃ সেই ব্রাহ্মণপুত্র অর্থলোভে কোন একজন বণিকের সহিত এই কাশীনগরীতে প্রবেশ করিল। হে মুনিসত্তম! সে পুরীমধ্যে যেমন প্রবেশ করিল, অমনি আমি তদীয় পাপরাশি-সহ ক্ষণকাল মধ্যে তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে থাকিলাম। কারণ, হে তপোনিধে! শিবের আজ্ঞায় বারাণসীতে মাদৃশ প্রেতজনের ও মহাপাতকের প্রবেশাধিকার নাই। অদ্যাপি সেই পাপগুলি তাহার বহির্গমন অপেক্ষায় সীমাস্থ প্রমথের বাহিরেই অবস্থান করিতেছে। হে তপোধন! 'এই আজ, কাল বা পরশ্ব সে বহির্গত হইবে' এইরূপ আশা করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমরা রহিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি সে বহির্গত হইল না। তথাপি আমরা নিরাশ হই নাই, কেবল আশা-পাশে বদ্ধ হইয়া নিরবলম্বনে অবস্থান করিতেছি। হে তপস্বিন্! অদ্যকার অদ্ভুত ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই ঘটনায় বোধ হইতেছে, অচিরে অতি শুভ ঘটিবে। আমরা প্রতিদিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহারান্বেষণে প্রয়াগ-পর্য্যন্ত গমন করি, কিন্তু কোথায়ও কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হই না। সর্ব্বত্র প্রতি কাননে ফলবান্ অসংখ্য বৃক্ষ, প্রতি পদক্ষেপে ভূতলে নির্ম্মল সলিলাধার বহুতর জলাশয়, সর্ব্বজনসুলভ অপ-রূপর অসংখ্যেয় ভক্ষ্যদ্রব্য ও বিচিত্র ভূরি ভূরি পানীয় দ্রব্য রহিয়াছে; কিন্তু তাহা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র দূরে—বহুদূরে চলিয়া যায়। হে মুনে! আজ দৈবাৎ একজন চীরধারী সন্ন্যাসীকে আসিতে দেখিয়া ক্ষুধায় পীড়িত থাকায় তাহাকে 'বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করিব' ইহা ভাবিয়া সত্বর তাহার নিকটে গমন করিলাম। যেমন তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইব, অমনি তাহার মুখকমল হইতে বিঘ্নহারী পবিত্র শিবনাম নির্গত হইল। সেই শিবনাম শ্রবণমাত্র মদীয় পাপ দূরীভূত হইল, আমি তৎক্ষণাৎ এই পুরীতে প্রবেশ লাভ করিলাম; সীমারক্ষক প্রমথগণ একবার দৃক্‌পাতও করিল না। শিবনাম যাহাদের শ্রবণে প্রবেশ করে, যমরাজও তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। আমি এই মাত্র তাঁহার সহিত পুরীর মধ্যসীমায় উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু সেই চীরধারী মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমি এই স্থানেই অবস্থিত আছি। হে মুনে! এক্ষণে আপনাকে দেখিতে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। হে কৃপালো! এই দারুণ রাক্ষসযোনি হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। তখন কৃপালু তপোধন, রাক্ষসের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, স্বার্থপরায়ণ মনুষ্যগণে ধিক্! পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি সকলেই আপন উদর ভরণ করিয়া থাকে। যে পরোপকারী, এই সংসারে সেই ধন্য। অদ্য আমি এই শরণাগত রাক্ষসকে নিজ তপোব্যয়ে নিঃসংশয় উদ্ধার করিব। তিনি

মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, হে পিশাচ! পাপাপনোদনের জন্য এই বিমলোদক সরোবরে স্নান কর, এই তীর্থের প্রভাবে ও ভগবান্ কপর্দ্দীশকে দর্শন করিলে অদ্য ক্ষণকাল মধ্যে তোমার পিশাচত্ব দূর হইয়া যাইবে। সেই রাক্ষস, মুনির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে নাথ মুনিসত্তম! দেবতারা ইতস্ততঃ জল রক্ষা করিতেছেন, স্নানের কথা দূরে থাকুক, জলপান—অধিক কি, জলস্পর্শই আমার দুর্লভ বোধ হইতেছে। রাক্ষসের এই কথা শ্রবণে অতি প্রীত হইয়া জগদুদ্ধারক্ষম সেই তপস্বী কহিলেন, ধর এই বিভূতি, লালাটফলকে মুক্ষণ কর; ইহার এতাদৃশ আশ্চর্য্য মহিমা যে, স্বয়ং প্রেতনাথ কোন মহাপাতকী জনেরও কোন বাধা করেন না, তাঁহার কিঙ্করগণ—কপালে ভস্ম দেখিলে পাশুপাতাস্ত্রভয়ে অস্থিধ্বজাঙ্কিত জলাশয় দর্শনে পথিকের ন্যায় দূরে পলায়ন করে, যে ব্যক্তি শিবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গে বিভূতিরূপ বর্ম্ম ধারণ করে, হিংস্র জন্তুগণ তাহার নিকটে আসে না। যে জন শিবমন্ত্রপূত ভস্ম কপাল, বক্ষঃস্থল ও বাহুমূলে ধারণ করে, তাহাকে হিংস্রকগণ হিংসা করে না। সকল দুষ্ট জন্তু হইতে অহর্নিশ রক্ষা করে বলিয়া রক্ষা; ভূতিকারিণী বলিয়া বিভূতি, ভাসন ও ভর্ৎসন হেতু ভস্ম; প্রাংশুকারক বলিয়া পাংশু ও পাপক্ষারণ হেতু ক্ষার—ইহাকে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। তিনি এই কথা বলিয়া কৌটা মধ্য হইতে ভস্ম গ্রহণ করিয়া রাক্ষসহস্তে অর্পণ করিলেন। সেই রাক্ষসও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা লইয়া কপালে মাখিল। তখন জলরক্ষক দেবতাগণ তাহাকে ভস্মধারণপূর্ব্বক পান ও অবগাহন করিতে দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র বারণ করিল না। পরে স্নান ও সলিল পান করিয়া সেই জলাশয় হইতে উঠিবামাত্র তাহার পিচাশত্ব অপগত হইয়া দিব্যদেহপ্রাপ্তি হইল। সে দিব্য মাল্য দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়া দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পবিত্র মার্গ অনুসরণ করিল। আকাশপথে গমনকালে সে তখন সেই তপস্বীকে নমস্কারপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমি অতি ঘৃণিত পিশাচযোনি হইতে মুক্ত হইয়াছি ও এই তীর্থের মহিমাবলে দিব্যদেহ লাভ করিয়াছি। অদ্যাবধি এই তীর্থের নাম পিশাচমোচন হইল, ইহাতে স্নান করিলে অপরেরও পিশাচত্ব দূর হইবে। যে মানবগণ মহাপুণ্যজনক এই তীর্থে স্নানপূর্ব্বক সন্ধ্যা ও তর্পণান্তে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে, তাহাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ যদি দৈবাৎ পিশাচভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহারাও তাহা ত্যাগ করিয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে। হে তপোধন! অদ্য অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লচতুর্দ্দশী, অদ্য ইহাতে স্নানাদি কার্য্যে পিশাচত্ব মোচন হইবে। যাহারা এই তিথিতে বর্ষে বর্ষে স্নানাদি করিবে, তাহারা তীর্থ-প্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্পাপদেহ হইবে। এই পিশাচমোচন তীর্থে স্নান, কপর্দ্দীশদেবের পূজা ও তথায় অন্নদান করিলে মনুষ্যের অন্য স্থানেও পাপভয় থাকিবে না। অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে কপর্দ্দীশ্বরের সন্নিধানে স্নান করিয়া মনুষ্যের যদি অন্যত্র মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইবে না। সেই দিব্যপুরুষ এই কথা বলিয়া সেই মুনিকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিয়া দিব্যগতি প্রাপ্ত হইল। হে ঘটোদ্ভব! সেই তপোধনও এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া কপর্দ্দীশ্বরের আরাধনায় কালক্রমে নির্ব্বাণপদ লাভ করিলেন। হে মুনে! তদবধি বারাণসী মধ্যে পিশাচমোচন তীর্থ সর্ব্বপাপহারী বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ হইল। যে জন নিয়তচিত্তে এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করে, তাহার ভূতপ্রেত পিশাচ ভয় কদাচ থাকে না। এই মহৎ উপাখ্যানটী বালগ্রহ পীড়িত বালকগণের রোগকালে যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলে রোগশান্তি হইয়া যাইবে। ইহা শ্রবণ করি

দেশান্তরে গমন করে, তাহার কুত্রাপি ব্যাঘ্র-চৌরপিশাচাদির আশঙ্কা থাকিবে না।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

গণেশপ্রেরণ।

স্কন্দ বলিলেন, সেই কাশীতে অন্য যে সমস্ত শিবপারিষদ গণেরা লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বলিতেছি। হে কুম্ভযোনে! শ্রবণ কর। পিঙ্গলাক্ষ নামক গণ (পারিষদ) কপর্দীশ শিবের উত্তরদিকে পিঙ্গলাক্ষেশ নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই শিবলিঙ্গের দর্শনমাত্রে পাপসমূহের ক্ষয় হয়। বীরভদ্র, মহা প্রীতিসহকারে, বীরভদ্রেশ্বর নামক দেবদেবশিবলিঙ্গের, অদ্যাপি নিশ্চলভাবে ধ্যান করিতেছেন। তাহার দর্শনমাত্রে বীরসিদ্ধি হয়। মানুষ, অবিমুক্তেশ্বর মহাদেবের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত বীরভদ্রেশ্বর শিবের পূজা করিলে কদাচ তাহাকে রণে ভঙ্গ দিতে হয় না। হে মুনে! স্বয়ং বীরভদ্র সাক্ষাৎ বীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করত অবিমুক্তক্ষেত্রনিবাসিগণের বিঘ্নসমূহ সংহার করিতেছেন। শুভকারিণী ভার্য্যা ভদ্রা ভদ্রকালীর সহিত যুক্ত বীরভদ্রকে মানব পূজা করিলে কাশীবাসফল প্রাপ্ত হয়। কিরাত নামক গণ, কেদারের দক্ষিণভাগে ভক্তগণের অভয়প্রদ কিরাতেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীমান্ চতুর্ম্মুখ নামক গণ, বৃদ্ধকালেশ্বর শিবের সমীপে চতুর্ম্মুখেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া নিশ্চলভাবে অদ্যাপি তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। চতুর্ম্মুখেশ্বর শিবের ভক্তবৃন্দ, স্বর্গলোকে সর্ব্বভোগাঢ্য হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় সর্ব্বদেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। নিকুম্ভ নামক গণের প্রতিষ্ঠিত কুবেরেশ্বর শিবসমীপস্থ নিকুম্ভেশ্বর শিবপূজা করিয়া গ্রামান্তর গমন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং অন্তে শিবলোকে সাদরে গৃহীত হয়। মহাদেবের দক্ষিণে অবস্থিত পুণ্যাক্ষেশ মহালিঙ্গ কাশীতে পূজা করিলে মানব জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। ভারভূত নামক গণের প্রতিষ্ঠিত ভারভূতেশ্বর শিবলিঙ্গকে অন্তর্গৃহের উত্তরদ্বারে ধ্যান করিলে শিবলোকে বাস হয়। যাহারা কাশীতে ভারভূতেশ্বর শিবলিঙ্গ অবলোকন না করিয়াছে, তাহারা ফলহীন বৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীর ভারভূত। হে কুম্ভযোনে! ত্র্যক্ষ নামক গণ, ত্র্যক্ষেশ্বর নামক পরম লিঙ্গ, ত্রিলোচনের সম্মুখভাগে স্থাপন করিয়া অদ্যাপি তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। সেই লিঙ্গের যাহারা ভক্ত, তাহারা দেহাবসানে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে বিতর্ক নাই। ক্ষেমক নামক গণাধিপতি, কাশীতে স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হইয়া নিশ্চলভাবে অদ্যাপি সর্ব্বত্রগ বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করিতেছেন। যে ব্যক্তি বারাণসীতে গণশ্রেষ্ঠ ক্ষেমকের পূজা করে, তাহার বিঘ্নরাশি বিনষ্ট হয় এবং পদে পদে মঙ্গল হয়। দেশান্তরগত ব্যক্তির আগমনাভিলাষে, ক্ষেমকের পূজা করিবে, তাহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মঙ্গলে মঙ্গলে প্রত্যাগমন করে। বিশ্বেশ্বরের, উত্তরে অবস্থিত লাঙ্গলী নামক গণের প্রতিষ্ঠিত লাঙ্গলীশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে মানব রোগযুক্ত হয় না। একবার মাত্র লাঙ্গলীশ্বর শিবপূজা করিলে, পঞ্চ লাঙ্গলদানসম্ভূত সর্ব্বসম্পত্তিকর পরম ফল অবিকল প্রাপ্ত হয়। বিরাধ নামক গণের প্রতিষ্ঠিত বিরাধেশ্বর শিবের আরাধনা করিলে, সর্ব্বাপরাধ-সন্বিত হইলেও কোন স্থলেই অপরাধদণ্ড প্রাপ্ত হয় না। কাশীবাসিগণ, দিনে দিনে, যে অপরাধ করে, বিরাধেশ্বর শিবপূজা করিলে, সে অপরাধ শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দণ্ডপাণির নৈর্ঋতভাগে অবস্থিত বিরাধেশ্বর শিব যত্নপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, সর্ব্ব অপরাধ হইতে মুক্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সুমুখ নামক গণের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমাভিমুখ সুমুখেশ্বর মহালিঙ্গ দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। পিলিপিলাতীর্থে স্নান করিয়া সুমুখেশ্বর শিবকে

দর্শন করিলে, অন্তে যমরাজকে সর্ব্বদাই প্রসন্নমুখ অবলোকন করে, তাহাকে যমের অপ্রসন্ন মুখ দেখিতে হয় না। আষাঢ়ি নামকগণের প্রতিষ্ঠিত আষাঢ়ীশ্বরলিঙ্গ, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ভক্তিপূর্ব্বক অবলোকন করিলে মানুষের সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি হয়। ভারভূতেশ্বরের উত্তরদিকে আষাঢ়ীশ্বর শিবকে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতে পূজা করিলে, পাপ কর্তৃক পরিতপ্ত হইতে হয় না। আষাঢ় মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে অথবা পূর্ণিমাতে এই শিবের বার্ষিকযাত্রা করিলে, মানব নিষ্পাপ হয়। স্কন্দ বলিলেন, হে মুনে! এই সকল গণ, বিশ্বেশ্বরের তুষ্টির জন্য স্ব স্ব নামে লিঙ্গ স্থাপন করিয়া বারাণসীতে অবস্থিত হইলে, পুনরায় কাশীপ্রাপ্তির জন্য বিশ্বেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন্ হিতকর ব্যক্তিকে আজ প্রেরণ করিয়া আমি পরমা নির্ব্বৃতি ভজনা করি। যোগিনীগণ, সূর্য্য, বিধাতা, শঙ্কুকর্ণ প্রভৃতি গণসমূহ, সমুদ্রগত নদীর ন্যায় কাশীতে গিয়া আর ফিরিল না। কাশীতে যাহারা প্রবিষ্ট, তাহারা নিশ্চয়ই আমার উদরে প্রবিষ্ট; প্রদীপ্ত অনলে প্রবিষ্ট ঘৃতের ন্যায় তাহাদের আর নির্গম নাই। যাহারা লিঙ্গ-পূজাপরায়ণ হইয়া কাশীতে অবস্থিত, তাহারা আমারই জঙ্গম লিঙ্গস্বরূপ, সংশয় নাই। কাশীতে স্থাবর জঙ্গম, অচেতন সচেতন যা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমার লিঙ্গস্বরূপ। দুর্ব্বুদ্ধিগণ তাহাদিগের প্রতি দ্রোহাচরণ করে। বাক্যে যাহাদের কাশী, শ্রবণে যাহাদের বিশ্বেশ্বরচরিত কথা, আমার ন্যায় তাহারাও শ্রেষ্ঠ পূজনীয় মদীয় লিঙ্গস্বরূপ। বারাণসী, কাশী, এবং রুদ্রাবাস এই বাক্য যাহাদের মুখ হইতে সুস্পষ্ট নির্গত হয়, যম, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। যাহারা আনন্দ-কাননে আসিয়াও নিরানন্দভূমি অন্যস্থান মনে মনেও বাঞ্ছা করে, তাহারা কাশীতে সর্ব্বদা নিরানন্দ হইয়া থাকে। মরণ আজিও হইতে পারে, আর বহুকাল পরেও হইতে পারে, কলিকালভীত পুরুষগণ, কাশী পরিত্যাগ কদাচ করিবে না। অবশ্যম্ভাবি পদে পদেই ফলে। নতুবা, লক্ষ্মীনিকেতন-শোভিতা কাশীকে নির্ব্বুদ্ধিগণ কেন পরিত্যাগ করে? বরং কাশীতে পদে পদে সহস্র সহস্র বিঘ্ন সহ্য করিবে, তথাপি অন্যত্র কোন স্থানে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যও কামনা করিবে না। ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ কয় নিমেষের কার্য্য? পরন্তু কাশীতে ইহপরকালে নিরন্তর সুখ পদে পদে হয়। আমি বিশ্বনাথ স্বয়ং নাথ; কাশী মুক্তিপ্রকাশিনী; গঙ্গা অমৃততরঙ্গিনী,—এই তিন বস্তু কি দিতে না পারেন? পঞ্চক্রোশ-পরিমিতা অপরিমিতৈশ্বর্য্যশালিনী অপ্রমেয়া আমার দেহ; ইহা ভক্তগণের নির্ব্বাণকারণ। আমার নগরী কাশীই সংসার-ভার-খিন্ন সদাযাতায়াতকারী প্রাণিগণের নিশ্চিত একমাত্র বিশ্রামভূমি। এই কাশীই সংসার-পান্থগণের পক্ষে, মনোরথফলে অত্যন্ত ফলিত কল্পলতামণ্ডপ। চক্রবর্ত্তী নির্ব্বাণরাজার এই কাশীই সর্ব্বতাপহর বিচিত্র ছত্র, এই ছত্রের উচ্চদণ্ড আমার শূল। যে পবিত্র মানবগণ, নিরন্তর সুখপ্রাপ্তির জন্য অবলীলাক্রমে নির্ব্বাণলক্ষ্মী লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা কাশী পরিত্যাগ করিবে না। আমার এই আনন্দকাননে যাহারা বন-বাসী, তাহারা এইখানে সুস্বাদু মোক্ষলক্ষ্মীফল-সমূহ প্রাপ্ত হয়। নির্ম্মম নির্ম্মোহ আমাকেও যে কাশী মুগ্ধ করিয়াছেন, সেই বিশ্বমোহনী কাহার না স্মরণীয়? পরমানন্দ-প্রকাশক বলিয়া যে কাশীর নামও মধুর, কোন্ পবিত্র ব্যক্তিগণ তাঁহার নাম 'কাশী' 'কাশী' বলিয়া জপ না করে? যাহারা নিরন্তর কাশীনামসুধা পান করে, তাহাদিগের পৃথিবীব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় পথ হয়। আমি মমতারহিত এবং সর্ব্বাত্মা হইলেও কাশীনামজপকারী জনগণ নিশ্চয়ই মদীয় বারাণসীর এই রহস্য অবগত হইয়াই ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণশ্রেষ্ঠসমূহ এবং যোগিগণ, সেই স্থানেই আছেন; অন্য কারণে বা অন্যত্র নহে। নতুবা, সেই সকল যোগিনী, সেই সূর্য্য, সেই

ব্রহ্মা এবং সেই সকল গণ, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিবে কিরূপে? তাহারা কাশীতে থাকাতে বড়ই ভাল হইয়াছে। বিপক্ষরাজ্যের এক ব্যক্তিও রাজ্যে ভেদপ্রয়োগ করিতে পারে। মৎস্বরূপী সেই সকল ব্যক্তি. সকলেই কাশীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; তবে, নিশ্চয়ই আমার গমনের জন্য তাঁহারা যত্ন করিবেন। অন্য কতিপয় আমার পার্শ্বচরকেও তথায় প্রেরণ করি। সেই সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তথায় থাকিলে; পশ্চাৎ আমিও যাইতে পারিব। মহাদেব ইহা বিচার করিয়া গজাননকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "পুত্র! এই স্থান হইতে কাশী যাও, তথায় থাকিয়া গণসমূহের সহিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্ন কর; আমাদের বিঘ্ন পরিহার এবং. রাজার বিঘ্ন কর।" এই বলিয়া কাশীতে প্রেরণ করিলেন। স্থিতিবেত্তা গণপতি ধূর্জ্জটির শাসন মস্তকে লইয়া শিবস্থিতির জন্য সত্বর কাশী প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

গণেশের মায়াবিস্তার।

স্কন্দ কহিলেন, অনন্তর গজানন মহাদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মূষিকপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, তাঁহার কাশী আগমনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে মন্দরাচল হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে বারাণসীনগরে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক চারিদিকে শুভলক্ষণ দর্শন করত পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি বৃদ্ধ দৈবজ্ঞবেশে নগর মধ্যে প্রতি অন্তঃপুরে বিচরণপূর্ব্বক পুরবাসীবর্গের প্রীতি বিধান করিতে লাগিলেন ও স্বয়ং নিশাভাগে নগরবাসীদিগকে স্বপ্ন দর্শন করাইয়া প্রভাতে তাহাদিগের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাহার দোষগুণ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে পৌরগণ! তোমাদিগের মধ্যে গত রজনীযোগে যে যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছে, তাহা তোমাদিগেরই কৌতুহলের জন্য বলিয়া দিতেছি। তুমি, রাত্রি চতুর্থ প্রহর সময়ে এক মহাহ্রদের স্বপ্ন দেখিয়াছিলে ও তাহাতে যেন ডুবিতে ডুবিতে তীরে উঠিতেছিলে; কিন্তু তাহার এতাদৃশ পিচ্ছিল পঙ্ক যে, বারংবার উঠিয়াও নিমগ্ন হইতেছিলে;— এই স্বপ্ন প্রশস্ত নহে, ইহার পরিণাম অতি ভয়াবহ। তুমি যে, স্বপ্নে কাষায়বসনধারী মুণ্ডিত মুণ্ড পুরুষ দেখিয়াছ, তাহা তোমার দারুণ সন্তাপ উৎপাদন করিবে। তুমি রাত্রিকালে সূর্য্যগ্রহণ হইতে দেখিয়াছিলে, ইহা তোমার পক্ষে নিশ্চিতই মহা অনিষ্টকারী হইবে। তুমি দুইটী ইন্দ্রধনু উঠিতে দেখিয়াছ, ইহা তোমার শুভ নহে। তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে যে, পশ্চিম দিকে সূর্য্য আসিয়া, গগনে উদয়োন্মুখ চন্দ্রকে ভূতলে পাতিত করিল—ইহাতে রাজ্যের ভয়সূচনা হইতেছে। তুমি যে, এককালে দুইটী কেতুগ্রহ উদিত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছ; ইহা শুভ নহে, কেবল রাজ্যভঙ্গের কারণ। তুমি যে, স্বপ্নে শীর্ণকেশ, বিশীর্ণদর্শন আত্মাকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলে, তাহা নিজের ও আত্মীয়স্বজনের ভয়প্রদ জানিবে। তুমি রাত্রিশেষে রাজপ্রাসাদের ধ্বজ ভগ্ন হইয়াছে—স্বপ্নে দেখিয়াছিলে, তাহার ফল মহা-উৎপাত ও রাজ্যক্ষয় জানিও। তুমি যে, স্বপ্নে ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গে নগরী-প্লাবিত দেখিয়াছ; তাহাতে জানিবে, তিন চারি পক্ষ কালের মধ্যে পৌরগণের মহতী শঙ্কা উপস্থিত হইবে। তুমি যে স্বপ্নে দেখিয়াছ, যেন বানরযানে তোমায় দক্ষিণদিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহাতে জানিও, তোমায় অচিরে পুরত্যাগ করিতে হইবে। তুমি যে, নিশাশেষে—মুক্তকেশী বিবসনা এক নারী রোদন করিতেছে,—স্বপ্ন দেখিয়াছ; তিনি রাজলক্ষ্মী, এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তুমি যে, দেবালয়ের কলস ভগ্ন হইয়া পড়িতে

দেখিয়াছিলে, তাহাতে কতিপয় দিবসমধ্যে রাজ্যভঙ্গ নিশ্চিতই হইবে। তুমি দেখিয়াছিলে,—মৃগযূথ, নগরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া মহাশব্দ করিতেছে; তাহাতে এক মাসের মধ্যে বাসোচ্ছেদ হইবে। গৃধ্র, বক, চিল প্রভৃতি পক্ষিগণ নগরের উপরিভাগে উড়িতেছে, এই স্বপ্ন যে তুমি দেখিয়াছিলে; ইহাতে অধিবাসিবর্গের বিশেষ অমঙ্গল জানিবে। এইরূপে বিঘ্নরাজ বহুতর দুঃস্বপ্নের কথা ইতস্ততঃ বলিয়া বেড়াইয়া অনেক নগরবাসার মন উচ্চাটন করিলেন। তিনি কাহারও বা সম্মুখে গ্রহগতি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—এই যে শুক্র, শনি, মঙ্গল তিন গ্রহ একরাশিতে অবস্থান করিতেছেন, ইহা শুভজনক নহে। এই যে ধূমকেতু গগনে সপ্তর্ষিমণ্ডল ভেদ করিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছে, ইহাতে রাজার বিনাশ ঘটিবে। শনিগ্রহ যে, অতীচারে গমন করিয়া পুনরায় বক্রচারী হইয়া পাপগ্রহের সহিত যুক্ত হইয়াছে, ইহা শুভপ্রদ নহে। গত দিবসে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহা আমার ও নগরবাসীদিগের হৃৎকম্পের কারণ জানিবে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে যে উল্কা প্রচণ্ডরবে ধাবিত হইয়া আকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা শুভ নহে। যখন চত্বরস্থিত বৃহৎমূল এই চৈত্যবৃক্ষ, প্রচণ্ড বাত্যাবেগে উন্মূলিত হইয়াছে, তখন মহা উৎপাত অবশ্যম্ভাবী। সূর্য্যোদয়কালে শুষ্কবৃক্ষের উপরে বসিয়া পশ্চিমদিগকে এই যে বায়স, কঠোর শব্দ করিতেছে, ইহা মহা ভীতিজনক হইবে। বিপণিমধ্য দিয়া যে অরণ্যচারী মৃগদ্বয়, অন্বেষণকারীদিগের সমক্ষে বেগে পলায়ন করিল, উহা পৌরবর্গের সম্পূর্ণ অলক্ষণ। আম্র ও সাল বৃক্ষের মুকুলের উপর হিংসা যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন পুরবাসিগণের অকালেও কালভয় উপস্থিত প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপে ভয়প্রদর্শন করাইয়া কপটদ্বিজমূর্ত্তিধারী সেই বিঘ্ননায়ক, কতিপয় পুরবাসীকে নগর হইতে উচ্চাটিত করিলেন।

অনন্তর তিনি নিজ মায়াবলে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া স্ত্রীগণের বিশ্বাসভাজন হইলেন। তিনি কোন নারীকে বলিলেন। অয়ি সুলক্ষণে! তোমার ত্রিনবতি পুত্র জন্মিয়াছে, তন্মধ্যে একটী পুত্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া মরিয়া গিয়াছে। কাহারও গর্ভলক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, ইনি পরমা সুন্দরী এক কন্যা প্রসব করিবেন। ইনি পূর্ব্বে পতিসৌভাগ্যে বঞ্চিতা ছিলেন, এক্ষণে তাহার সোহাগিনী হইয়াছেন; উনি রাজা ও রাজ্ঞীগণের পরম প্রেমাস্পদ; ইহাঁকে রাজা নিজ কণ্ঠ হইতে মুক্তাহার দিয়াছেন ও আনুমানিক পাঁচ ছয় দিন হইবে ইহাঁকে রাজা প্রসন্ন হইয়া "দুইটী গ্রাম দিব" বলিয়াছেন,—এইরূপে প্রত্যক্ষ ফল বলায়, তিনি রাজ্ঞীগণের অতি শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন। তাহারা অসাক্ষাতে তাহার বহু গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল;—আহা! এই ব্রাহ্মণটী কেমন সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী, সুশীল, রূপবান্, সত্যবাদী, মিতভাষী, নির্লোভী, উদারপ্রকৃতি, সদাচারী, জিতেন্দ্রিয়, অল্পে সন্তুষ্ট, প্রতিগ্রহবিমুখ ও সর্ব্বদা প্রসন্নমুখ! ইহাঁর অসূয়া কি বঞ্চনাবুদ্ধি নাই; শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, জ্যোতিষ ও চতুঃষষ্টি কলা ইহাঁর কণ্ঠস্থ; ইনি কৃতজ্ঞ, পরনিন্দাবিরত, সদুপদেষ্টা, পুণ্যাত্মা, বিশুদ্ধচরিত্র, ক্ষমাশীল, ধীর, কুলীন, দাতা, ভোক্তা ও নির্ম্মলচিত্ত। এতাদৃশ বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আমরা কুত্রাপি দেখি নাই। এইরূপে অন্তঃপুরমহিলারা পদে পদে তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণনা করত কালযাপন করিতে লাগিল। একদিন রাজ্ঞী লীলাবতী অবসর বুঝিয়া, রাজা দিবোদাসের নিকট তাঁহার কথা নিবেদন করিল। বলিল, মহারাজ! একজন অতিগুণবান সুলক্ষণাক্রান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মনিধি, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। রাণী এই কথা বলিলে, রাজা অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যতেজের ন্যায় তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণকে আনয়ন

করিবার জন্য একজন বিচক্ষণা দাসীকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রাজা দূর হইতে সেই ভূদেবকে আসিতে দেখিয়া "যথায় আকার, তথায় গুণ" এই কথা মনে মনে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন নৃপতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মান করিলে তিনি চতুর্ব্বেদোক্ত আশীর্ব্বাদ-বাক্যে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। রাজাও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তিনি, আদরসহকারে প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্য-প্রয়োগে কুশল সেই রাজা ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরস্পরে কুশলপ্রশ্ন ও তদুত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর রাজার কথাবসানে তিনি সম্মান ও পূজাপ্রাপ্ত হইয়া বিদায় লইয়া স্বকীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন। রাজা দিবোদাস তাঁহার প্রস্থানান্তে রাজ্ঞী লীলাবতীর অগ্রে সেই ব্রাহ্মণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—অয়ি গুণবতি দেবি, লীলাবতি! তুমি যেরূপ ব্রাহ্মণের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলে, তদপেক্ষায় অধিক গুণবান্ আমার বোধ হইল! ইনি কি বর্ত্তমান, কি অতীত ঘটনা, সমস্তই বলিতে পারেন ; এক্ষণে প্রাতঃকালে আহ্বান করিয়া কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। পরে বিবিধ ভোগ বিভবে রাত্রি অতিবাহিত হইলে রাজা প্রভাতে সেই ব্রাহ্মণকে আনয়ন করাইলেন। তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক বস্ত্রাদি প্রদানে সৎকৃত করিয়া একান্তে রাজা নিজ অবস্থাঘটিত প্রশ্ন করিলেন। রাজা বলিলেন,—আপনিই একমাত্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে ; আপনার বুদ্ধিই যথার্থ তত্ত্বদর্শিনী, অপরের তাদৃশ নহে, ইহা আমার ধারণা। হে বিপ্র! আপনাকে শান্ত, দান্ত, মহামতি ও কৃপাসাগর দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিবার অভিলাষ করিয়াছি, তাহা যথাযথ বলুন। আমি অনঙ্গপার্থিবসদৃশ এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছি, বিবিধ দিব্যভোগ এবং বিভবরাশিও আমার অভুক্ত নাই। আমি অহোরাত্র জ্ঞান না করিয়া দুষ্টের দমন করত নিজ পুত্র অপেক্ষা অধিকভাবে এই প্রজাবর্গ পালনে সতত নিযুক্ত ছিলাম। দ্বিজচরণ-সেবা ভিন্ন আমার কিঞ্চিন্মাত্র পুণ্যবল নাই। সে যাহা হউক, এই সমস্ত অবক্তব্য বিষয় বলায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আমার চিত্ত সকল কার্য্যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছে কেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য। অতএব হে আর্য্য! এই বিষয় বিচার করিয়া আপনি ভাবী ফল প্রকাশ করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, নৃপতিবর্গের যৎসামান্য কার্য্যও, একান্তে জিজ্ঞাসিত হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদা বক্তব্য ; না জিজ্ঞাসা করিলে আমাত্যেরও মহাপমান ভয়ে নৃপসম্মুখে কিছুই বলা উচিত নহে। অতএব আপনি যখন নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই বলিব ; তাহা করিলে আপনার চিত্তনির্ব্বেদের কারণ দূরীভূত হইবে। হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন নৃপতে! আমি সত্য বলিতেছি, আপনি সর্ব্বতোভাবে সৌভাগ্যশালী মহাপরাক্রান্ত বীর ; আপনি যেরূপ পুণ্যবান, যশস্বী ও বুদ্ধিমান্ ; বোধ হয়, অমরাবতীর ইন্দ্রও তাদৃশ নহেন। আপনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, প্রসন্নতায় সুধাকর, তেজে সূর্য্য, প্রতাপে অগ্নি, বলে প্রভঞ্জন ও ধনদানে ধনদ। আপনি শাসনে রুদ্র, রণস্থলে নিঋতি, দুষ্টশাসনে পাশভৃৎ, দুর্জ্জনের পক্ষে যম, ইন্দ্রত্বে ইন্দ্র, ক্ষমাগুণে সর্ব্বংসহা, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, উদারতায় হিমালয়, নীতিশাস্ত্রে শুক্রাচার্য্য ও রাজ্যপালনে সাক্ষাৎ মনু। আপনি জলধরের ন্যায় সন্তাপহারী, গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র ও বারাণসীর ন্যায় সকল জীবের সদ্গতিদাতা। আপনি সংহারে রুদ্র, পালনে চতুর্ভুজ ও বিধানে বিধাতা! আপনার মুখপদ্মে সরস্বতী, পাণিপদ্মে কমলা ও ক্রোধে হলাহল বিদ্যমান রহিয়াছে। আপনার বাক্য অমৃত ও ভুজদ্বয় অশ্বিনীকুমার রূপে বিরাজ করিতেছে। হে ভূপতে। আপনি সর্ব্ববেদময়, আপনাতে

সমস্তই বর্ত্তমান আছে। অতএব আপনার ভাবী শুভফল আমি যথার্থ জানিয়াছি। হে রাজন্! আজ হইতে অষ্টাদশ দিবসে কোন ব্রাহ্মণ উত্তরদেশ হইতে আসিয়া আপনাকে উপদেশ প্রদান করিবেন; আপনি তাঁহার বাক্য অবিলম্বে পালন করিলে আপনার সমস্ত মনোভীষ্টসিদ্ধি হইবে। এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদায় লইয়া রাজার অনুমতিক্রমে নিজ আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। রাজাও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বিঘ্নরাজ এইরূপে নিজমায়া প্রভাবে, পৌরজন, অন্তঃপুর মহিলা এবং রাজার সহিত সমগ্র নারীকে বশতাপন্ন করিয়াছিলেন। অনন্তর বিঘ্নরাজ আপনাকে যেন কৃতার্থ বিবেচনা করত আপনাকে বহু প্রকারে বিভক্ত করিয়া কাশীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে কুম্ভযোনে! যখন দিবোদাস ছিলেন না, সেই পূর্ব্বকালে যে যে নিজের স্থান ছিল, গণেশ সেই সেই স্থান অলঙ্কৃত করিলেন। নরপতি দিবোদাস বিষ্ণু কর্ত্তৃক উচ্চাটিত হইলে পর বিশ্বকর্ম্মা কাশীনগরীকে পুনরায় নূতন করিয়া গঠন করিলে, দেব বিশ্বনাথ, মন্দরপর্ব্বত হইতে সুন্দরপুরী বারাণসীতে স্বয়ং আসিয়া, প্রথমে গণপতিকে স্তব করিয়াছিলেন। অগস্ত্য বলিলেন, ভগবান্ দেবদেব, বিঘ্নরাজকে কিরূপে স্তব করিয়াছিলেন? আর সেই বিঘ্নরাজ বিনায়ক, আপনাকে কোন্ কোন্ রূপে বিভাগ করিয়াছিলেন এবং কাশীপুরীতে তিনি কোন কোন্ নামে অবস্থিত?—হে ষড়ানন! এতৎসমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। ষড়ানন, কুম্ভযোনির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মঙ্গলময় গণেশকথা যথাযথ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঢুণ্ঢিবিনায়ক-প্রাদুর্ভাব।

স্কন্দ বলিলেন, হে মুনিসত্তম! রুদ্রগণপরিবেষ্টিত দেবর্ষিগণযুক্ত পার্ব্বতীসহ বিশ্বেশ্বর, নাগাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক নীরাজিত হইয়া শুভা বারাণসী পুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাশাখ, বিশাখ এবং নৈগমেয় আমরা সকলে সঙ্গে চলিলাম। নন্দী ভৃঙ্গী অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। সনকাদি ঋষিগণ বিশ্বেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। সকল দেবায়তনের অধিপতি এবং দিক্‌পালগণ তাঁহার অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। মূর্ত্তিমান তীর্থগণ, তীর্থ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গলগান করিতে লাগিলেন। অপ্সরোগণ, নর্ত্তিতকরপল্লবে তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ লাগিল। আকাশের অনাহত বাদ্যধ্বনি চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুমোদন করিতে লাগিল। ঋষিগণ বেদোচ্চারণঘোষে দিঙ্মণ্ডল বধির করিয়া ফেলিলেন। চারণগণ স্তব করিতে লাগিলেন; বিমানসমূহ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল। মহাদেবের ইতস্ততঃ সুরবধূগণের মুষ্টিভ্রষ্ট লাজবৃষ্টি হইতে লাগিল। ভগবানের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। বহুতর বিদ্যাধরীগণ তাঁহাকে মাল্যোপহার প্রদান করিতে লাগিল। যক্ষ, গুহ্যক, সিদ্ধ প্রভৃতি গগনচরগণ, তাঁহার অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। নিমিত্তসূচক মৃগগণ, অগ্রেই কাশীপ্রবেশের সুনিমিত্ত সূচনা করিয়া দিতে লাগিল। হৃষ্টমুখ কিন্নর কিন্নরীগণ, বর্ণনা করিতে লাগিল। বিষ্ণু, মহালক্ষ্মী ব্রহ্মা, বিশ্বকর্ম্মা, নন্দী এবং গণেশ, মহোৎসব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃষধ্বজ, বৃষরাজ হইতে অবতরণ করিয়া সর্ব্বদেবগণের সমক্ষে গণপতিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আমার অতি দুর্লভা এই শুভা বারণসী নগরী আমি যে প্রাপ্ত হইলাম, তাহা এই বালকেরই প্রসাদ। জগন্মণ্ডলে পিতার যাহা দুঃসাধ্য, তাহা পুত্র কর্ত্তৃক সুসাধ্য হয়, এ বিষয়ে আমি দৃষ্টান্তস্থল। এই গজানন আমার যাহাতে কাশীসমাগম হয়, এবিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে কি অনুষ্ঠান করিয়াছিল। আমিই পুত্রবান্ হইয়াছি। যে বিষয় আমি বহুদিন চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কার্য্যত কিছু

করিতে পারি নাই; আমার পুত্র স্বীয় পৌরুষ-প্রভাবে সেই অভিলষিত বিষয় আমার করস্থিত করিয়া দিয়াছে। ইন্দ্রাদিস্তুত ত্রিপুরান্তক এই কথা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে স্পষ্টবচনে স্তব করিতে লাগিলেন, হে বিঘ্নকারকাদ্য! হে ভক্তনির্বিঘ্নকারিন্! তুমি বিঘ্নহীন ব্যক্তিগণের বিঘ্নবিনাশক এবং মহাবিঘ্নসম্পন্ন ব্যক্তিগণের একমাত্র বিঘ্নকর্তা; তোমার সর্বোৎকর্ষলাভ হউক। হে সর্বগণাধিপতি সর্বগণাগ্রগণ্য! গণসমূহ তোমার চরণকমলে প্রণত। হে অগণিতসদ্গুণ! তোমার সর্বোৎকর্ষ লাভ হউক। হে সর্বগ! সর্বেশ! সর্ববুদ্ধির একমাত্র আশ্রয়! সর্বমায়াপ্রপঞ্চাভিজ্ঞ সর্ব-কর্মাগ্রে পূজিত গণেশ! তোমার সর্বোৎকর্ষ লাভ হউক। হে সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্য! হে সর্বমঙ্গল! হে অমঙ্গলোপশমন! মহামঙ্গল-হেতো! তোমার সর্বোৎকর্ষ হউক। হে সৃষ্টিকর্তার বন্দনীয়। তোমার জয় হউক; হে স্থিতিকর্তার নমস্কারভাজন! তোমার জয় হউক; হে সংসারকারীর স্তবনীয়! তোমার জয় হউক; হে সজ্জনগণের কর্মসিদ্ধিদাতা! তোমার জয় হউক। হে সিদ্ধিবিধায়ক! তোমার পাদপদ্ম সিদ্ধগণের বন্দনীয়। তুমি সর্বসিদ্ধির অদ্বিতীয় আশ্রয়, তুমি মহাসিদ্ধি-ঐশ্বর্য্যের সূচক; তোমার জয় হউক। হে গুণাতীত! তুমি অশেষগুণের আকর। গুণ দ্বারাই তুমি সকলের অগ্রগণ্য। হে পরি-পূর্ণচরিত্র! হে পূর্ণপ্রয়োজন! হে গুণবর্জিত! তোমার জয় হউক। হে সর্বসৈন্যাধ্যক্ষ! হে ইন্দ্রপরাক্রমবর্দ্ধক! হে মহাপরাক্রম বালক! তোমার দন্তাগ্র বলাকার ন্যায় উজ্জ্বল; তোমার জয় হউক। হে অনন্তমহিমার আধার! হে পর্বতবিদারণ! তুমি দিগ্‌হস্তী-দিগকে নিজ দন্তাগ্রে গ্রথিত করিয়াছিলে, হে নাগভূষণ! তোমার জয় হউক হে করুণাময়! হে দিব্যমূর্ত্তে! তোমাকে যাহারা নমস্কার করে, পৃথিবীতে সর্বপাপে আশ্রয় হইলেও [illegible] ভাগী হইয়া থাকে। সর্বদাই তুমি তাহাদের মহান্ উপসর্গসমূহ হরণ কর এবং তাহাদিগকে তুমি, স্বর্গ ও মুক্তিপ্রদানও করিয়া থাক। হে বিঘ্নরাজ! এই পৃথিবীর মধ্যে যাহারা ক্ষণকাল মাত্র তোমার করুণা-কটাক্ষে অবলোকিত হইয়াছে, সেই সকল পুরুষপ্রধানের সকল কল্মষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারা লক্ষ্মীর কটাক্ষপাত্র হন। হে প্রণত-জনগণের বিঘ্নবিনাশদক্ষ! হে দাক্ষা-য়ণী-হৃদয়কমলের আদিত্যস্বরূপ! তোমাকে যাঁহারা স্তব করেন, এ জগতে তাঁহারা যে বিখ্যাত বলিয়া শ্রুতিগোচর হন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু তাঁহারাই যে এখানে গণনায়ক হন, ইহাই বিচিত্র। যাহারা তোমার পদযুগল সেবা করে, তাহারা পুত্রপৌত্রধনধান্যে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং বহু ভৃত্যগণ তাহাদিগের চরণকমল সেবা করে; তাহারা রাজভোগ্য নির্মল লক্ষ্মীর অধিকারী হয়। পরম কারণ! তুমি কারণ-সমূহের কারণ, বেদবেত্তৃগণের একমাত্র তুমিই জ্ঞেয়; হে বাক্যসমূহের মূল! হে বাক্যের অগোচর! চরাচর স্বরূপ! দিব্যমূর্ত্তে! তুমিই অনির্বচনীয় অন্বেষণীয় পদার্থ। হে চরাচরনাটকসূত্রধার! চতুর্বেদ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও যথার্থরূপে তোমাকে জানিতে পারেন নাই। এক তুমিই সমস্ত জগতের সংহার পালন এবং সৃষ্টি করিতেছ। হে হৃদয়েরও অগম্য! তোমার আবার কতিপদবিন্যাস কি? ত্রিপুর, অন্ধক, জলন্ধরপ্রমুখ দৈত্যগণ, তোমার দুষ্টদৃষ্টিশরনিকরেই নিহত হইয়া থাকে, পরে আমি (নামমাত্রে) তাহাদিগকে হত করি। হে সিদ্ধিপ্রদ! তোমা বিনা অভীষ্ট তুচ্ছকার্য্যও সাধন করিতে কাহার শক্তি আছে? অন্বেষণ অর্থে ঢুঢ়ি (ঢুনঢ়) ধাতু প্রসিদ্ধ আছে; তুমি সকল পুরুষার্থেই অন্বেষণীয় বলিয়া তোমার নাম 'ঢুণ্টি'। হে বিনায়ক ঢুণ্টিরাজ! এজগতে তোমার সদ্ভাব ব্যতীত কোন প্রাণী কাশীপ্রবেশ লাভ করিতে পারে? হে ঢুণ্টে! যে কাশীবাসী

মানব, তোমার পাদপদ্মে অগ্রে প্রণাম করিয়া পরে আমাকে নমস্কার করে, আমি তাহার কর্ণমূলের নিকটবর্ত্তী হইয়া পশ্চাৎ সেই এক বস্তু উপদেশ করি, যদ্দ্বারা তাহাকে পুনরায় আর সংসারী হইতে না হয়। মানব, মণি-কর্ণিকায় সচেলস্নানানন্তর দেবতা ঋষি, মানব এবং পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, ধূলি-ধূসরিত চরণে জ্ঞানবাপী তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে ভজনা করিবে; কাশীনগরী ফলদানে দক্ষা। তোমাকে সদগন্ধসম্পন্ন মোদকসমূহ, উত্তম ধূপ, দীপ, এবং সুগন্ধবহুল অনুলেপন দ্বারা প্রথমে প্রীতিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ আমাকে প্রীত করিলে, হে ঢুণ্ডে! কে সিদ্ধি প্রাপ্ত না হয়? তারপর সেই ব্যক্তি, অযথাক্রমে এই কাশীর অন্যান্য তীর্থ সমস্ত পর্য্যটন করিলেও তোমার করুণাকটাক্ষে হিত-প্রতি-ঘাতক উপসর্গ বিদূরিত করিয়া এই কাশীর অবিকল ফল প্রাপ্ত হয়। হে ঢুণ্ঢিগণেশ! কাশীতে প্রাতঃকালে প্রত্যহ যে তোমাকে নমস্কার করিবে, তাহার অখিল বিঘ্নরাজি বিনষ্ট হয় এবং ইহকালে ও পরকালে জগ-ন্মণ্ডলস্থ কোন বস্তুই তাহার দুর্লভ হয় না। হে ঢুণ্ঢিগণেশ! যে ব্যক্তি, তোমার নাম জপ করেন, অষ্টসিদ্ধি, হৃদয়ে প্রতিদিন তাহাকে জপ করে; সেই ব্যক্তি, বিবিধ দেবভোগ্য ভোগের পর, অন্তে নির্ব্বাণলক্ষ্মী কর্ত্তৃক বৃত হয়। হে সকল সিদ্ধিপ্রদ ঢুণ্ঢিরাজ! যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও প্রত্যহ তোমার পাদপীঠ স্মরণ করে, সে ব্যক্তি, কাশীস্থিতির অবিকল সাফল্য প্রাপ্ত হয়; নতুবা হয় না। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। হে মহা-ভাগ! আমি জানি, তুমি এই কাশীক্ষেত্রের প্রসংখ্য বিঘ্ন অনেক প্রকারে বিনষ্ট করিতে নানারূপে এই স্থানে অবস্থান করিতেছ। হে অনঘ! যেখানে যেখানে তোমার যে যে রূপ আছে, সেই সেই স্থান এবং সেই সেই রূপ কীর্ত্তন করিতেছি, এই দেবতাগণ তাহা শ্রবণ করুন। প্রথম, আমার অল্প দক্ষিণাংশে, তুমি ঢুণ্ঢিরাজরূপে অবস্থিত; খুঁজিয়া খুঁজিয়া সকল ভক্তকে সকল পুরুষার্থই প্রদান করিয়া থাক। হে পুত্র গণেশ! যাহারা মঙ্গলবার চতুর্থী প্রাপ্ত হইয়া সদগন্ধসম্পন্ন মোদকসমূহ, গন্ধ এবং মাল্য দ্বারা তোমার বিবিধ পূজা বিধান করে, আমি সেই কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে পারিষদগণ মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করি। হে গজানন! ঢুণ্ঢে! প্রতি চতুর্থীতে যাহারা তোমাকে সম্যক্‌প্রকারে পূজা করে, তাহারাই গাঢ়বুদ্ধি এবং কৃতী; আর তাহারাই সকল প্রকার বিপদের মস্তকে সম্পূর্ণরূপে বামাপদ স্থাপন করিয়া পরিশেষে গজাননত্ব প্রাপ্ত হয়। হে ঢুণ্ঢে! মাঘমাসের শুক্লচতুর্থীতে নক্তব্রত-পরায়ণ হইয়া যাহারা তোমার পূজা করে, তাহারা দেবতাগণেরও পূজ্য হইয়া থাকে। ব্রতাবলম্বন পুরঃসর একবৎসরব্যাপী যাত্রা করিয়া মাঘমাসের শুক্লচতুর্থীতে শুক্লতিল-নির্ম্মিত কন্দুক ভোজন করিতে হয়। হে ঢুণ্ঢে! ক্ষেত্রসিদ্ধিপ্রার্থিগণ, মাঘ শুক্লচতুর্থীতে, তোমার প্রীতির জন্য যত্নসহকারে যাত্রা করিবে! এই ত্বদীয় যাত্রা সর্ব্ব উপসর্গ হরণ করে। এই কাশীতে যে ব্যক্তি, নৈবেদ্য, তিল এবং লড্ডুকসমূহ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যাত্রা না করে, আমার আজ্ঞাক্রমে সহস্র সহস্র উপসর্গ তাহাকে পীড়িত করে। যে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, সেই চতুর্থীতে তিলাজ্যদ্রব্য দ্বারা হোম করিবে, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। হে গজানন ঢুণ্ঢে! তোমার বৈদিক অথবা অবৈদিক যে মন্ত্রই হউক না কেন, তোমার নিকট তাহা জপ করিলেই ইষ্টসিদ্ধি প্রদান করে। ঈশ্বর বলিলেন, যে সদ্‌বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, মৎকৃত তোমার এই স্তব পাঠ করিবে, তাহাকে কখনই বিঘ্নরাশি পীড়িত করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। এই পবিত্র ঢুণ্ঢিস্তুতি ঢুণ্ঢিসমীপে যে ব্যক্তি পাঠ করে, সর্ব্ববিধ সিদ্ধি সতত তাহার সান্নিধ্য ভজনা করে। মানব, অত্যন্ত সংযতচিত্তে এই স্তব পাঠ করিলে, মানসপাপ কর্ত্তৃকও তাহাকে কখন আক্রান্ত হইতে হয় না।

ঢুণ্ডিস্তোত্র পাঠ করিলে মানব,—পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, প্রধান প্রধান অশ্ব, উৎকৃষ্ট গৃহ, ধন এবং ধান্য প্রাপ্ত হয়। মোক্ষপ্রার্থী ব্যক্তি, আমার কথিত এই সর্ব্বসম্পত্তিসম্পাদক স্তব সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবে। পূর্ব্বে এই স্তোত্র পাঠ করিয়া পশ্চাৎ কোন কার্য্যোদ্দেশে যাইলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধি নিয়ত তাহার অগ্রবর্ত্তী থাকে। ঢুণ্ডি, ক্ষেত্ররক্ষার জন্য আর যথায় যথায় আছেন, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, এই দেবগণ শ্রবণ করুন। কাশীতে, অসিগঙ্গাসঙ্গম-সমীপে, অর্কবিনায়ক নামে গণেশ অবস্থিত। রবিবারে তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্বপাপ শান্তি হয়। এই কাশীক্ষেত্রের দক্ষিণভাগে অবস্থিত সর্ব্বদুর্গতিবিনাশী দুর্গ নামক গণেশকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। ভীমচণ্ডীসমীপে কাশীক্ষেত্রের নৈঋ‌তকোণে অবস্থিত ভীমচণ্ড বিনায়ক (গণেশ) অবলোকিত হইলে মহাভয় শান্তি করেন। এই ক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে অবস্থিত "দেহলিবিনায়ক" ভক্তগণের সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণ করেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কাশীক্ষেত্রের বায়ুকোণে অবস্থিত উদ্দণ্ড নামক গণেশ, ভক্তগণের উদ্দণ্ড (প্রচণ্ড) বিঘ্নসমূহও সর্ব্বদা দণ্ড করেন। কাশীর উত্তরদিকে অবস্থিত পাশপাণি বিনায়ক, ভক্তিসহকারে কাশীবাসীজনগণের বিনায়কগ্রহাদিকে পাশবদ্ধ করেন। গঙ্গা এবং বরণার সঙ্গমসমীপে অবস্থিত রমণীয় 'খর্ব্ববিনায়ক" ভক্তসজ্জনগণের মহা মহা বিঘ্নসমূহকেও খর্ব্ব করেন। কাশীর পূর্ব্বভাগে যমতীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ 'সিদ্ধিবিনায়ক" সাধকদিগকে শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন। কাশীতে বাহ্য-আবরণস্থিত এই অষ্টবিনায়ক, অভক্তগণকে উচ্চাটিত করেন এবং ভক্তগণকে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় আবরণে স্থিত যে সকল বিনায়ক, এই অবিমুক্তক্ষেত্রকে রক্ষা করেন, আমি অতঃপর তাহা বলিতেছি। গঙ্গার পশ্চিম-তীরে 'অর্ক-বিনায়কের' উত্তরে অবস্থিত লম্বোদর নামক গণপতি [illegible] কর্দম প্রক্ষালিত করেন। তৎপশ্চিমে এবং দুর্গবিনায়কের উত্তরে অবস্থিত দুর্গম উপসর্গের বিনাশক কূটদন্ত নামে গণেশ এই ক্ষেত্রকে সতত রক্ষা করেন। 'ভীমচণ্ড' বিনায়কের কিঞ্চিৎ পরে ঈশানকোণে অবস্থিত 'শালকটঙ্কট' গণপতিকে পূজা করিবে। এই গণেশ, ক্ষেত্রস্থিত রাক্ষসগণের অধ্যক্ষ। দেহলিবিনায়কের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত কুষ্মাণ্ড নামে বিনায়ক, মহোৎপাত শান্তির জন্য ভক্তগণের সতত পূজনীয়। উদ্দণ্ডবিনায়কের অগ্নিকোণে অবস্থিত মহাপ্রসিদ্ধ মুণ্ডবিনায়ক, ভক্তগণের পূজনীয়। মুণ্ডবিনায়কের দেহ পাতালে আর মুণ্ড কাশীতে অবস্থিত, এইজন্য কাশীতে সেই দেবের মুণ্ডবিনায়ক সংজ্ঞা। 'পাশপাণি' গণেশের দক্ষিণদিকে অবস্থিত 'বিকটদ্বিজ' গণেশকে পূজা করিলে গাণপত্যপদপ্রাপ্তি হয়। 'খর্ব্ব' বিনায়কের নৈঋ‌তকোণে অবস্থিত 'রাজপুত্র' বিনায়কের পূজা করিলে, রাজ্যভ্রষ্ট রাজাও পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হয়। গঙ্গার পশ্চিমতীরে এবং রাজপুত্র গণেশের পশ্চিম দিকে অবস্থিত 'প্রণব' নামক গণেশকে প্রণাম করিলে, স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। কাশীতে দ্বিতীয় আবরণে অবস্থিত এই অষ্ট বিনায়ক, কাশীবাসীদিগের বিঘ্নসমূহ উৎপাদন করেন। কাশীক্ষেত্রে, তৃতীয়াবরণে, ক্ষেত্ররক্ষক যে সকল বিঘ্নরাজ আছেন, আমি এক্ষণে তাঁহাদিগের কথা বলিব। উত্তরবাহিনী গঙ্গার রমণীয় তীরে লম্বোদর গণেশের উত্তরদিকে অবস্থিত 'বক্রতুণ্ড' গণেশ, পাপসমূহ বিনাশ করেন। কূটদন্ত গণপতির উত্তরদিকে একদন্ত গণেশ, উপসর্গসম্বন্ধ হইতে সতত আনন্দকাননকে রক্ষা করেন। শালকটঙ্কট গণেশের ঈশানকোণে ত্রিমুখ নামক বিঘ্নরাজ, সতত কাশীর ভয় নিবারণ করিতেছেন। ত্রিমুখ গণেশের তিন মুখ,—একটী মুখ বানরমুখের ন্যায়, একটী মুখ সিংহমুখের ন্যায় এবং অপর মুখ হস্তিমুখের ন্যায়। কুষ্মাণ্ড গণেশের পূর্ব্বদিকে পঞ্চাস্য নামে বিঘ্নরাজ বারাণসী নগরীকে রক্ষা করেন। এই গণপতির পঞ্চাস্যযুক্ত উৎ-

কুষ্ট রথ আছে। মুণ্ড বিনায়কের অগ্নিকোণে অবস্থিত 'হেরম্ব' গণেশ শতত পূজনীয়। তিনি মাতার স্থায় সকল কাশীবাসিগণের কামনা পূর্ণ করেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, বিকটদন্তের পশ্চিমদিকে অবস্থিত 'বিঘ্নরাজ' নামক সর্ব্ব-বিঘ্নবিনাশক গণপতিকে সিদ্ধির জন্য পূজা করিবে। রাজপুত্র গণেশের কিঞ্চিৎ পরে নৈঋতকোণে অবস্থিত ভক্তবরপ্রদ 'বরদ' নামক গণেশের পূজা করিতে হয়। 'প্রণব' গণেশের দক্ষিণদিকে, গঙ্গার পবিত্র তীরে পিশঙ্গিলা তীর্থে অবস্থিত মোদকপ্রিয় গণেশের পূজা করিতে হয়। কাশীতে চতুর্থ আবরণে অবস্থিত, ভক্তবিঘ্নবিনাশক অষ্ট বিনায়ককে হৃষ্টচিত্তে সুব্যক্তরূপে দর্শন করা বিধি। বক্রতুণ্ড গণেশের উত্তরদিকে গঙ্গাতীরে 'অভয়দ' নামক গণপতি আছেন। তিনি সকলের ভয় বিনাশ করেন। একদন্ত গণেশের উত্তরদিকে অবস্থিত 'সিংহতুণ্ড' নামক গণেশ, কাশীবাসীদিগের উপসর্গস্বরূপ করিকুল বিনষ্ট করেন। ত্রিমুখ গণেশের ঈশানকোণে অবস্থিত কূণিতাক্ষ নামক গণেশ দুষ্টগণের কুদৃষ্টি হইতে মহাশ্মশান কাশীকে সতত রক্ষা করেন। পঞ্চাস্য বিনায়কের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত 'ক্ষিপ্রপ্রসাদন' গণপতি, নগরী রক্ষা করেন. ক্ষিপ্রপ্রসাদনের পূজা করিলে, শীঘ্রই সিদ্ধিসমূহ লাভ হয়। হেরম্ব গণপতির অগ্নিকোণে সাক্ষাৎ চিন্তিত-প্রয়োজনসম্পাদক ভক্তচিন্তামণি 'চিন্তামণি' বিনায়ক অবস্থিত। বিঘ্নরাজ বিনায়কের উত্তরদিকে 'দন্তহস্ত" গণেশ অবস্থিত। তিনি কাশীদ্রোহীদিগের বহু সহস্র বিঘ্ন লিপিবদ্ধ করেন। বরদ গণেশের নৈঋতকোণে স্থিত রাক্ষসগণাবৃত পিচিণ্ডিল নামক গণপতিদেব এই পুরীকে দিবারাত্র রক্ষা করেন। পিলিপ্পিলা তীর্থে মোদকপ্রিয় গণপতির দক্ষিণে 'উদ্দণ্ডমুণ্ড' নামক গণপতি ভক্তগণকে কি প্রদান করেন? কাশীতে পঞ্চম আবরণে অবস্থিত যে অষ্ট বিনায়ক এই ক্ষেত্র রক্ষা করেন, আমি এক্ষণে তাঁহাদের কথা বলিতেছি। গঙ্গাতীরে অভয়প্রদ গণেশের উত্তর দিকে অবস্থিত স্থূলদন্ত গণেশ, সজ্জনগণকে স্থূলসিদ্ধি প্রদান করেন। সিংহতুণ্ড গণেশের উত্তরদিকে অবস্থিত 'কলিপ্রিয়' বিনায়ক, তীর্থবাসি-দ্রোহকারীদিগের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদন করেন কূণিতাক্ষ গণেশের ঈশানকোণে চতুর্দ্দন্ত বিনায়ক অবস্থিত; তাঁহার দর্শনমাত্রে বিঘ্নসমূহ, স্বয়ং ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 'ক্ষিপ্রপ্রসাদন' গণেশের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত 'দ্বিতুণ্ড' নামক গণপতি, সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয় দিকেই তুল্য শোভা ধারণ করিয়া থাকেন। সেই গণপতির দর্শনমাত্রে সর্ব্বতোমুখী শ্রীপ্রাপ্তি হয়। আমার পুত্রসম্পদে জ্যেষ্ঠ 'জ্যেষ্ঠ' নামক গণপতি, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে জ্যেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির জন্য পূজনীয়। জ্যেষ্ঠ গণেশ, চিন্তামণি গণেশের অগ্নিকোণে অবস্থিত। তাঁহার পূজা করিলে বহু সম্পত্তি, এমন কি, হস্তী পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। পিচিণ্ডিল গণপতির দক্ষিণদিকে কালবিনায়ক; কালবিনায়কের সেবা করিলে মানুষের কালভীতি থাকে না। 'উদ্দণ্ডমুণ্ড' গণপতির দক্ষিণদিকে অবস্থিত নাগেশ গণপতিকে দর্শন করিলে, নাগলোকে সাদরবসতিপ্রাপ্তি হয়। অনন্তর ষষ্ঠাবরণস্থিত বিঘ্নরাজদিগের কথা বলিতেছি, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ মাত্রেই সিদ্ধিলাভ হয়। বিঘ্নবিনাশক, 'মণিকর্ণ' নামক গণপতি পূর্ব্বদিকে; ভক্তের আশাপূরক আশাবিনায়ক অগ্নিকোণে; সৃষ্টিসংহার সূচক সৃষ্টিগণেশ দক্ষিণদিকে; সর্ব্ববিঘ্নহারী পূজ্য 'যক্ষবিঘ্নেশ্বর' নৈঋতকোণে; সকলের মঙ্গলকারক গজকর্ণ পশ্চিমদিকে এবং চিত্রঘণ্ট গণেশ বায়ুকোণে অবস্থিত হইয়া নগরী পালন করেন। উত্তরদিকে অবস্থিত স্থূলজঙ্ঘ গণপতি, শান্ত ব্যক্তিগণের পাপ দূর করেন। ঈশানকোণে অবস্থিত মঙ্গলবিনায়ক শিবপুরীকে পালন করেন। যমতীর্থের উত্তরে, মিত্রবিনায়ক গণেশকে পূজা করিবে। সপ্তমাবরণস্থিত গণপতিদিগের কীর্ত্তন করিতেছি। মোদাদি

পঞ্চগণেশ, ষষ্ঠ—জ্ঞানবিনায়ক। সপ্তম—দ্বারবিনায়ক, এই গণেশ মহাদ্বারের সম্মুখে অবস্থিত। অষ্টম গণেশ—অবিমুক্তবিনায়ক, মদীয় অবিমুক্তক্ষেত্রস্থিত নম্রচেতা জনগণের সর্ব্বদুঃখসমূহ দূর করেন। যে, এই ষট্‌পঞ্চাশৎ গজাননের স্মরণ করিবে, সে ব্যক্তি, দেশান্তরে মরিলেও মৃত্যুকালে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। যে পুণ্যাত্মা, এই ষট্‌পঞ্চাশৎ গজাননকথাসম্বলিত মহাপবিত্রা ঢুণ্ঢিস্তুতি পাঠ করিবে, তাহার পদে পদে সিদ্ধিলাভ হইবে। এই গণপতিগণকে যেখানে সেখানে স্মরণ করিবে, মহাবিপৎসমুদ্র মধ্যে পতনোন্মুখ মানবকেও ইঁহারা রক্ষা করেন। এই মহাপবিত্র স্তব এবং এই সকল বিনায়কের কথা শ্রবণ করিলে কখন তাহার বিঘ্নবাধা হয় না এবং পাপহানি হয়। ঔচিতীবেত্তা দেবদেব, মহোৎসবপূর্ণচিত্তে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকৃত অভিষেকপ্রাপ্তির পর, তাঁহাদিগকে অভীষ্ট প্রদান এবং যথাযোগ্য তাঁহাদের সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। স্কন্দ বলিলেন, বিঘ্নরাজ, ভগবান দেবাদিদেব কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত স্তবানুসারে আত্মাকে তিনি বহুপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। হে কুম্ভযোনে! সেই ঢুণ্ঢিরাজের এই সকল নাম; ইহা কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য নিজ অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন ঢুণ্ঢিগণপতির আরও ভক্তপূজিত অসংখ্য সহস্রপ্রকারের বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। ভগীরথ-গণেশ, হরিশ্চন্দ্রগণেশ, কপর্দ্দগণেশ, বিন্দুবিনায়ক ইত্যাদি নানা গণেশ, এক-এক-ভক্তপ্রতিষ্ঠিত :—কাশীতে আছেন। তাঁহাদিগের পূজাতেও মানবগণের সর্ব্বসম্পত্তি হয়। মানব, শ্রদ্ধাসহকারে এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে সর্ব্ববিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অভীষ্টপদ লাভ করে।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

দিবোদাসের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।

অগস্ত্য বলিলেন, হে স্কন্দ! তখন সেই গণপতিও বিলম্ব করিতে থাকিলে, মন্দরগিরিস্থিত শিব কি করিয়াছিলেন? স্কন্দ বলিলেন, হে অগস্ত্য! একমাত্র কাশীবিষয়িণী অশেষপাপসমূহ-বিনাশিনী কথা আমি অধুনা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ক্ষেত্রপ্রধান অবিমুক্তক্ষেত্রে গজেন্দ্রবদন বিলম্ব করিতে থাকিলে, ত্র্যম্বক সত্বর বিষ্ণুকে প্রেরণ করিলেন এবং তিনি সমাদরপূর্ব্বক বিষ্ণুকে বহুবার বলিয়া দিলেন, পূর্ব্বপ্রস্থিত ব্যক্তিরা যেমন করিয়াছে, তুমিও যেন সেইরূপ করিও না। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, বুদ্ধি এবং বলাবল অনুসারে প্রাণিগণের উদ্যম করা কর্ত্তব্য। পরন্তু হে শঙ্কর! কার্য্যের সফলতা তোমার আয়ত্ত। কর্ম্ম সকল অচেতন, প্রাণিগণও স্বাধীন নহে। তুমিই কর্ম্মের সাক্ষী এবং তুমিই প্রাণিগণের প্রবর্ত্তক। পরন্তু ভবদীয় চরণসেবকগণের তাদৃশ সদ্‌বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহাতে তোমাকেই বলিতে হয়, "এ ব্যক্তি উত্তম কর্ম্ম করিয়াছে।" হে গিরিশ! অল্পবিস্তর যা কিছু কর্ম্ম এ জগতে আছে, তোমার চরণস্মরণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে তাহা সিদ্ধ হইবেই। উত্তম বিবেচনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সুসিদ্ধপ্রায় কর্ম্ম ও তোমার চরণ স্মরণ না করিয়া অনুষ্ঠান করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা বিনষ্টই হয়। আমি অদ্য শিবপ্রেষিত হইয়া উত্তম উদ্যম করিতেছি; তোমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন আমাদিগের সে উদ্যমের ফলসিদ্ধি প্রায় হইয়াই আছে। স্বীয় বুদ্ধি বল পৌরুষে যাহা অতীব অসাধ্য হে শিব! তোমার অনুধ্যানমাত্রে তৎকার্য্য সুসিদ্ধ হয়। হে বিভো! ভব! যাহারা তোমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কোন কার্য্যোদ্দেশে গমন করে, সেই সব কর্ম্মফল তোমার ভয়েই যেন তাহার সম্মুখবর্ত্তী হয়। হে মহাদেব! এ কার্য্য নিষ্পন্ন

হইয়াই গিয়াছে, ইহা সুনিশ্চিতরূপে জানিবে। পরন্তু এক্ষণে কাশীপ্রবেশের উপযোগী শুভলগ্ন স্থির কর। অথবা কাশীপ্রবেশে শুভাশুভ সময় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, যখনই কাশীতে প্রবেশ করা যায়, তখনই শুভ কাল। অনন্তর গরুড়ধ্বজ, শিবকে প্রদক্ষিণ এবং বারংবার প্রণাম করিয়া লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে মন্দর পর্ব্বত হইতে কাশীযাত্রা করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু, বারাণসী অবলোকন করিয়া আনন্দাধিক্যে আপনার 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম সার্থক করিলেন। বিষ্ণু, গঙ্গাবরণার সঙ্গমস্থলে নির্ম্মলচিত্তে হস্তপাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক সবস্ত্রে স্নান করিলেন। পীতাম্বর, প্রথমে মঙ্গলপ্রদ স্বীয় চরণদ্বয় তথায় প্রক্ষালিত করা অবধি সেই তীর্থ "পাদোদক নামে" অভিহিত হইয়াছে। যে সকল মানুষ, সেই 'পাদোদক' তীর্থে স্নান করিবে, তাহাদের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হইবে। মনুষ্য তত্তীরে শ্রাদ্ধ এবং তথায় তিলতর্পণ করিলে তাহার স্ববংশীয় একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। গয়ায় পিতৃকার্য্য করিলে, পিতৃলোক যে প্রকার তৃপ্তিলাভ করেন, কাশীর পাদোদকতীর্থেও তাদৃশ তৃপ্তিলাভ তাঁহাদের নিশ্চয় হইয়া থাকে। যে মানব, পাদোদকতীর্থে স্নান, পাদোদকতীর্থজলপান এবং পাদোদকতীর্থজলদান করিয়াছে, তাহার সহিত নরকের কোন সম্বন্ধ থাকে না। বিষ্ণু-পাদোদকতীর্থে একবার পাদোদক পান করিলে, তাহার আর কখন মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না, ইহা নিশ্চয়। শঙ্খস্থিত পাদোদকতীর্থ-জলে শালগ্রাম শিলাচক্রকে স্নান করাইয়া সেই জল পান করিলে অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়। বিষ্ণুপাদোদকতীর্থে যদি বিষ্ণুপাদোদক পান করা যায়, তাহা হইলে সেই বহুকালের পুরাতন অমৃতে আর কি ফল? যাহারা কাশীতে পাদোদকতীর্থে উদক-কার্য্য করে নাই, জলবুদ্বুদসন্নিভ জন্মই তাহাদের বিফল। লক্ষ্মী এবং গরুড় সমভিব্যাহারী আদিকেশব বিষ্ণু, নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া, ত্রৈলোক্য-ব্যাপিনী স্বীয় মূর্ত্তি উপসংহৃত করিয়া স্বহস্তে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পুরঃসর, সর্ব্বসিদ্ধি-সমৃদ্ধিপ্রদায়িনী সেই মূর্ত্তির পূজা করিলেন। আদিকেশবনাম্নী সেই পরমেশ্বরের শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে মানব, বৈকুণ্ঠকে আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণের ন্যায় বোধ করিতে পারে। কাশীর সীমান্তে সেই স্থান শ্বেতদ্বীপ নামে খ্যাত। সেই আদিকেশবমূর্ত্তিসেবকগণ, শ্বেত-দ্বীপেই বাস করে। তথায় আদিকেশবের অগ্রে ক্ষীরসমুদ্র নামক অপর তীর্থ আছে, তথায় উদককার্য্য করিলে ক্ষীরসাগরতীরে বাস হয়। মানব তথায় শ্রাদ্ধ করিলে এবং যথোক্তাভরণে অলঙ্কৃতা পয়স্বিনী গো দান করিলে তাহার পিতৃগণ ক্ষীরোদতীরে বাস করেন। তথায় ভক্তিপূর্ব্বক একটী ধেনু দান করিলে, সেই পুণ্যাত্মা স্ববংশীয় একশত এক পুরুষকে পায়সকর্দ্দমযুক্ত ক্ষীরোদতীরে নীত করে। এই তীর্থে দক্ষিণাসহ বহু উত্তম ধেনু দান করিলে, এক এক ধেনুতে শতাধিক বর্ষ করিয়া তদীয় পিতৃগণ ক্ষীরোদতীরে বাস করে। ক্ষীরোদতীর্থের দক্ষিণে অনুত্তম শঙ্খতীর্থ। তথায় পিতৃগণকে তর্পিত করিলে বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হয়। তাহার দক্ষিণে চক্রতীর্থ পিতৃগণেরও দুর্লভ। তথায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ হয়। তাহার নিকটে গদাতীর্থ এই সকল মনঃপীড়ার নাশক, পিতৃগণের নিস্তারক এবং পাপসমূহের ক্ষয়-কারক। তৎসমীপে পদ্মতীর্থ; নরশ্রেষ্ঠ, সেই স্থানে স্নান এবং বিধিপূর্ব্বক পিতৃতর্পণ করিলে কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হয় না। ত্রৈলোক্য-হর্ষপ্রদায়িনী মহালক্ষ্মী স্বয়ং যথায় স্নান করিয়া-ছিলেন, সেই ত্রৈলোক্যবিখ্যাত মহালক্ষ্মী-তীর্থ সেই স্থানেই। সেই তীর্থে স্নান এবং রত্নকাঞ্চন ও পট্টবস্ত্রসমূহ ব্রাহ্মণোদ্দেশে দান করিলে 'লক্ষ্মীছাড়া' হইতে হয় না; আর যেখানে যেখানে তাহার জন্ম হয়, সেখানে সেখানেই সে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। তীর্থপ্রভাবে তাহার পিতৃগণ শ্রীসম্পন্ন হয়। তথায় ত্রিলোকবন্দিতা

মহালক্ষ্মীমূর্ত্তি আছেন; মানব ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলে কদাচ রোগী হয় না। উপবাসনিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মহালক্ষ্মীপূজা এবং রাত্রিজাগরণ করিলে ব্রতফল প্রাপ্ত হয়। তথায় গরুড়-কেশবসমীপে তার্ক্ষ্যতীর্থ আছে; ভক্তিসহকারে তথায় স্নান করিলে সংসারসর্প অবলোকন করিতে হয় না। নারদ যথায় কেশবসন্নিধানে ব্রহ্মবিদ্যা-উপদেশ প্রাপ্ত হন, মহাপাতকনাশন সেই নারদতীর্থ তাহারই সম্মুখে। মানব, তথায় স্নান করিলে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য কাশীতে সেই কেশব, নারদ-কেশব নামে অভিহিত। মানব, ভক্তিসহকারে নারদকেশবদেবের পূজা করিলে, কদাচ তাহার আর জননীজঠরপীঠে বাস করিতে হয় না। তাহার অগ্রে প্রহ্লাদতীর্থ; তথায় প্রহ্লাদ-কেশব বর্ত্তমান আছেন। তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে বিষ্ণুলোকে সাদর-বসতি প্রাপ্ত হয়। তৎসমীপে পাপবিনাশক 'আম্বরীষ' মহাতীর্থ; তথায় উদককার্য্য করিলে মানব নিষ্পাপ হয়। আদিকেশবের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আদিত্য-কেশবের পূজা করিতে হয়। আদিত্যকেশবের দর্শন মাত্রে উচ্চ উচ্চ পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ হয়। সেই স্থানেই দত্তাত্রেয়েশ্বর তীর্থ এবং আদিগদাধর বর্ত্তমান। সেইস্থানে পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলে জ্ঞান-যোগপ্রাপ্তি হয়। ভৃগুকেশবের পূর্ব্বে পরম-তীর্থ ভার্গবতীর্থ বর্ত্তমান, মানুষ তথায় স্নান করিলে ভার্গবের ন্যায় সুবুদ্ধি এবং প্রাজ্ঞ হইয়া থাকে। তথায় বামন কেশবের পূর্ব্বদিকে বামন তীর্থ; তথায় সেই বিষ্ণুকে পূজা করিলে বামন সমীপে বাস হয়। নরনারায়ণের সম্মুখে নরনারায়ণ তীর্থ, সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎসমীপে পাপবিনাশক যজ্ঞবারাহ তীর্থ; প্রতিমজ্জনে তথায় রাজসূয়যজ্ঞের ফল হয়। তৎসমীপে 'বিদারনারসিংহ' নামক, সুনির্ম্মল তীর্থ; তথায় স্নান করিলে শতজন্মা-র্জ্জিত পাপ বিদীর্ণ হয়। গোপীগোবিন্দমূর্ত্তির পূর্ব্বদিকে গোপীগোবিন্দ-তীর্থ; তথায় স্নান করিয়া যে বিষ্ণুপূজা করে, সে, বিষ্ণুপ্রিয় হয়। গোপীগোবিন্দের দক্ষিণদিকে লক্ষ্মীনৃসিংহ নামক তীর্থ, সে তীর্থে স্নান করিলে, "লক্ষ্মীছাড়া" হইতে হয় না। তদগ্রে শেষমাধবসমীপে শেষতীর্থ: তথায় পিতৃগণ তর্পিত হইলে, তাঁহাদের তৃপ্তির আর শেষ হয় না। তাহার পশ্চিমে শঙ্খমাধব নামক সুনির্ম্মল তীর্থ; পাপিষ্ঠ মানবও তথায় স্নানতর্পণ—উদককার্য্য করিলে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। তদগ্রে পরম-পাবন হয়গ্রীবতীর্থ। সেই তীর্থে স্নান, হয়-গ্রীবরূপী কেশবের পূজা এবং হয়গ্রীবসমীপে পিণ্ডদান করিলে, হয়গ্রীবশ্রী-প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত তাহার মুক্তি হয়। স্কন্দ বলিলেন, প্রসঙ্গক্রমে উদ্দেশে আমি এই সব তীর্থ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; যেহেতু কাশীতে তিলতিলান্তর ভূমিতেই অনেকানেক তীর্থ আছে। হে কুম্ভযোনে! কথিত এই সকল তীর্থের নামমাত্র শ্রবণ করিলেও মানব নিষ্পাপ হয়। হে বিপ্র! শঙ্খচক্রগদাধর বৈকুণ্ঠনাথ যাহা করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তুত বিষয় তোমার নিকটে অধুনা কীর্ত্তন করিতেছি। অনন্তর, কেশব, সেই কেশব-মূর্ত্তিতে সমাবিষ্ট হইলেন, পরে শিবকার্য্য করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া অংশাংশের অংশে চতুর্ভুজরূপে নির্গত হইলেন। অগস্ত্য বলিলেন, ভো ষড়ানন! চক্রপাণি, অংশাংশের অংশে কেন নির্গত হইলেন? কাশীতে উপস্থিত হইয়া হরি, কোথায় সেইরূপে নির্গত হইয়াছিলেন? স্কন্দ বলিলেন, হে মুনে! বিষ্ণু সমগ্ররূপে যে কারণে তথা হইতে নির্গত হন নাই, তাহার কারণ বলিতেছি, ক্ষণকাল মাত্র শ্রবণ কর। পুণ্যপুঞ্জবলে কাশীতে উপস্থিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, মহামহা লাভ স্বয়ং আসিয়া স্তব করিলেও সর্ব্বতোভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। হে কুম্ভযোনে! এইজন্য মুরারি, কাশীতে স্বীয় প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অল্পাংশে

নির্গত হইলেন। দেব চক্রপাণি, কাশীর কিঞ্চিৎ উত্তরে গিয়া আপনার স্থিতির জন্য স্থান কল্পনা করিলেন; সেই স্থান 'ধর্ম্মক্ষেত্র' নামে খ্যাত। অনন্তর স্বয়ং শ্রীপতি, ত্রৈলোক্য-মোহন অতীব সুন্দর বৌদ্ধরূপ গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মী, অতি সুন্দরাকৃতি পরিব্রাজিকা হইলেন; হস্তাগ্রে-পুস্তক-বিন্যস্ত এই পরিব্রাজিকারূপিণী বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়া সমগ্র জগৎ চিত্রন্যস্তবৎ অবস্থিত হইয়াছিল। গরুড়ও, লোকাতীত আকৃতিসম্পন্ন, অত্যদ্ভুত মহাপ্রাজ্ঞ, সর্ব্ববস্তুনিস্পৃহ, গুরুশুশ্রূষারত এবং হস্তাগ্রে-বিন্যস্ত-পুস্তক তদীয় শিষ্যরূপী হইলেন। প্রসন্নবদন, প্রসন্নাত্মা, ধর্ম্মার্থশাস্ত্র-বিচক্ষণ, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন সুস্বর শোভনপদযুক্ত সুস্নিগ্ধ কোমলবচনভাষী, স্তম্ভন উচ্চাটন আকর্ষণ এবং বশীকরণাদি কার্য্যে পণ্ডিত, ধর্ম্মব্যাখ্যা সময়ে বক্তৃতাকৃষ্ট পক্ষিকুলেরও রোমাঞ্চসম্পাদনকুশল, তদীয় গীতসুধাপায়ী মৃগগণ কর্তৃক উপাসিত, মহানন্দভারের আক্রমণহেতু বুঝি পবনেরও চাঞ্চল্যহরণে কৃতী, পতৎকুসুমাবলীচ্ছলে বুঝি বৃক্ষগণ কর্তৃকও পুজিত সেই আচার্য্য-প্রধানকে শিষ্য, সংসারমোচক পরমধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন; পুণ্যকীর্ত্তি নামক পুণ্যাত্মা বৌদ্ধ, বিনয়কীর্ত্তি নামক মহাবিনয়-ভূষণ শিষ্যকে বলিলেন, হে বিনয়কীর্ত্তে! তুমি যে সনাতনধর্ম্মের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, হে মহামতে! আমি অশেষ প্রকারে তাহা বলিতেছি, "তুমি শ্রবণ কর। সংসার অর্থাৎ জগৎ অনাদিসিদ্ধ; সংসারের কেহ কর্ত্তা নাই এবং সংসার কাহারও কৃতিসাধ্য নহে। সংসারের প্রাদুর্ভাবও আপনা হইতে, বিলয়ও আপনা হইতে। ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছপর্য্যন্ত স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়ঘটিত এই জগৎ। এক আত্মাই ইহার ঈশ্বর। আত্মার নিয়ন্তা আর কেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র প্রভৃতি প্রাণি-গণেরই সংজ্ঞা; অস্মদাদির সংজ্ঞা যেমন পুণ্য-কীর্ত্তি প্রভৃতি বলিয়া কথিত হয়। অস্মদাদির দেহও যেমন যথাকালে বিনষ্ট হয়, ব্রহ্মাদি মশকান্ত সকল প্রাণীর দেহই তদ্রূপ যথাকালে বিনষ্ট হয়। এই দেহ সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে, কোথাও কিছুমাত্র অধিক পাওয়া যায় না। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই সর্ব্বপ্রাণীতে যাহা সমান, তাহাই এই দেহে। আপনার আপনার অনুরূপ আহার পাইলে সকল প্রাণীই একরূপ প্রীতি প্রাপ্ত হয়; কাহারও ন্যূন, কাহারও অধিক প্রীতি হয় না। আমরা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে যেমন আনন্দে পানীয় পান করিয়া তৃষ্ণাহীন হই, অন্যেও তদ্রূপ হয়। অল্প বা অধিক কোনরূপই পার্থক্য নাই। রূপলাবণ্যবতী সহস্র সহস্র রমণী থাকুক, কিন্তু মৈথুনসময়ে এক রমণীই প্রয়োজনীয়া। শতা-ধিক অশ্ব, বহুতর হস্তী থাকুক, কিন্তু আরোহণ সময়ে একটীই আপনার উপযোগী, দ্বিতীয় নহে। পর্য্যঙ্কশায়িগণের নিদ্রায় যে প্রকার সুখ লাভ হয়, ইহজগতে ভূমিশায়ী ব্যক্তিগণের নিদ্রাতেও সেই প্রকার সুখ। অস্মদাদি শরীরিগণের মৃত্যুভয় যেরূপ, ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্রকীট পর্য্যন্ত সকলেরই মৃত্যুভয় তদ্রূপ। সকল প্রাণীই তুল্য, বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া ইহা স্থির করিলে কোন প্রাণীকেই কেহ কোথাও মারিতে পারে না। জীবে দয়ার তুল্য ধর্ম্ম জগন্মণ্ডলে কোথাও নাই; অতএব মানবগণ সর্ব্ব প্রকার প্রযত্নে জীবে দয়া করিবে। একটী জীব রক্ষা করিলে, ত্রৈলোক্যরক্ষার ফল হয়; সেইরূপ একটীমাত্র প্রাণীকে বধ করিলে ত্রৈলোক্যবধের পাপ হয়। অতএব প্রাণিরক্ষাই করিবে, প্রাণিবধ করিবে না। পূর্ব্বপণ্ডিতেরা এইরূপ প্রসঙ্গে প্রাণীর অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন। অতএব নরকভীরু মানবেরা হিংসা করিবে না; সচরাচর ত্রৈলোক্য হিংসার তুল্য পাপ নাই। হিংসক নরকে যায় এবং অহিংসক স্বর্গে গমন করে। অনেক প্রকার দানধর্ম্ম আছে, তুচ্ছফলপ্রদ সেই সকল দান-ধর্ম্মে প্রয়োজন কি। পরন্তু অভয়দানের সদৃশ কোন একটী দান ইহজগতে আর নাই। নানাশাস্ত্র বিচার করিয়া পরমর্ষি-

গণ বলিয়াছেন, এ জগতে চারিটী মাত্র দান, ইহ-পরকালের সুখজনক। ভীত ব্যক্তিগণকে অভয়দান করিবে, পীড়িতদিগকে ঔষধ দিবে, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা দিবে, আর ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিবে। মণি, মন্ত্র এবং ঔষধির প্রভাব, চিন্তারও অগোচর; নানা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য যত্নসহকারে তৎসমস্ত শিক্ষা করিবে। বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে পুজনীয় দ্বাদশ আয়তনের পূজা করা বিধি। "অন্যের পূজায় ফল কি? পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়,মন এবং বুদ্ধি, ইহাই জগতে শুভ দ্বাদশ আয়তন বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রাণিগণের স্বর্গ নরক ইহলোকেই, অন্য কোথাও নহে। সুখের নাম স্বর্গ, আর দুঃখের নাম নরক। সুখভোগ করিতে করিতে যে দেহত্যাগ, ইহাই পরম মোক্ষ; অন্য আর মোক্ষ কোথাও নাই। বাসনাসহিত ক্লেশের উচ্ছেদ হইলে যে বিজ্ঞানোপরম হয়, তাহাকেই তত্ত্বচিন্তকেরা মোক্ষ বলিয়া জানিবেন। বেদবাদিগণ এই প্রামাণিক শ্রুতি কীর্ত্তন করেন, 'কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না'; অগ্নিষোমীয় পশুবধ ইষ্টসাধন' এই অর্থে যে হিংসাপ্রবর্ত্তিনী শ্রুতি আছে, তাহা প্রামাণীকী নহে। তাহা সংসারে অসজ্জনগণের ভ্রমজনিকা। সেই পশুবধসূচিকা শ্রুতি অভিজ্ঞগণের পক্ষে প্রমাণ নহে। কি আশ্চর্য্য! বৃক্ষচ্ছেদন, পশুহত্যা, শোণিতকর্দ্দম এবং অগ্নিতে ঘৃততিলদাহ এই সমস্ত করিয়া কিনা লোকে স্বর্গ অভিলাষ করে! পুণ্যকীর্ত্তি এইরূপে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে থাকিলে, পৌরগণকে ধারাবাহিক তাহা শুনিতে শুনিতে 'যাত্রা' করিতে হইত। এদিকে সর্ব্ববিদ্যাবিচক্ষণা পরিব্রাজিকা বিজ্ঞানকৌমুদীও পুরনারীগণকে এইরূপে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তারপর, পরিব্রাজিকা, তাহাদিগের সমক্ষে, প্রত্যক্ষফল বিশ্বাসী একমাত্র দেহসৌখ্যসাধক বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম শ্রুতিতে এই যে কীর্ত্তিত আছে, তাহাই ঠিক জানিবে; নানাত্বকল্পনা মিথ্যামাত্র। যতদিন এই দেহ সুস্থ থাকে, যতদিন ইন্দ্রিয়শৈথিল্য না হয়, যতদিন জরা নিকটে না আসে, ততদিন সুখ যাহাতে হয়, তাহাই করিবে। অস্বাস্থ্য এবং ইন্দ্রিয়শৈথিল্যকর বার্দ্ধক্য অবস্থায় সুখ নাই। অতএব সুখাভিলাষী ব্যক্তি যাচকব্যক্তিকে শরীরও দান করিবে। যাচমান ব্যক্তির মনোবৃত্তি পরিপূর্ণ করিতে যাহার জন্ম নহে, তাহারাই ভূমণ্ডলের ভারভূত, সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ ভূভার নহে। দেহ সত্বর গমনশীল, সঞ্চয়ও ক্ষয়বহির্ভূত নহে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ইহা জানিয়া শারীরিক সুখসম্পাদন করিবে। এই দেহ অন্তে, কাক, কুক্কুর এবং কৃমি প্রভৃতির ভোজ্য, অথবা এই শরীরের পরিণাম হইতেছে—ভস্ম। বেদের এই কথা সত্য। লোকে এই যে জাতিভেদ কল্পিত হইয়াছে, ইহা অলীক মাত্র। মনুষ্যত্ব সাধারণ ধর্ম্ম; ইহাতে আবার অধম কে, উত্তমই বা কে? বৃদ্ধপুরুষেরা বলেন, ব্রহ্মা হইতে এই সৃষ্টির আরম্ভ। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার দক্ষ এবং মরীচি নামে দুই বিখ্যাত পুত্র। মরীচির পুত্র কশ্যপ, সুনয়না ত্রয়োদশ দক্ষনন্দিনীকে ধর্ম্মপথে বিবাহ করিয়াছিলেন। অথচ অল্পবুদ্ধি অল্পবিক্রম ইদানীন্তন মানুষেরা, 'ইনি গম্য' 'ইনি অগম্য' এইপ্রকার ব্যর্থ বিচার করিয়া থাকে। সংসারে কথিত আছে, মুখ বাহু, উরু এবং পদ হইতে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি। পূর্ব্বতন মানবেরা এইরূপ কল্পনা করিয়াছে। বিচার করিলে ইহা অসঙ্গতই বোধ হয়। যদি একব্যক্তির একদেহ হইতেই চারিপুত্র হইবে, তবে তাহার বিভিন্নরূপ হইল কেন? অতএব এই বর্ণাবর্ণ-বিচার সঙ্গত নহে। সুতরাং মনুষ্যের মধ্যে কেহ কখন ভেদজ্ঞান করিবে না। পুরনারীগণ বিজ্ঞানকৌমুদীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে উত্তমা ভর্ত্তৃশুশ্রূষণবুদ্ধি পরিত্যাগ করিল। মোহপ্রাপ্ত পুরুষেরা আকর্ষণী বিদ্যা এবং বশীকরণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরস্ত্রীতে তাহার সাফল্য সম্পাদন করিতে লাগিল। অন্তঃপুর-

চারিণী, রমণী, রাজকুমার, পৌর এবং পুরনারী সকলকেই তাঁহারা দুইজনে মোহিত করিলেন। পরিব্রাজিকা বিজ্ঞানকৌমুদী, কর্ম্মবিশেষ দ্বারা বন্ধ্যাদিগের বন্ধ্যাত্ব দূর করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যশালিনী রমণীদিগকে তত্তৎ উপায় দ্বারা সৌভাগ্যশালিনী করিতে লাগিলেন। তিনি কোন রমণীকে অঞ্জন দিলেন, কাহাকে তিলক ঔষধ প্রদান করিলেন। অনেক রমণীকে বশীকরণমন্ত্র শিক্ষা দিলেন। কতিপয় রমণী, মন্ত্রজপে নিযুক্ত হইল, অপর কেহ কেহ যন্ত্রলিখনে ব্যাপৃত রহিল, কেহ কেহ বা স্থিরভাবে, কুণ্ডস্থিত অনলে, নানাদ্রব্য হোম করিতে লাগিল। এইরূপ সকল পুরবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে নিজধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইলে, অধর্ম্ম অত্যন্ত উল্লাসযুক্ত হইল। বিনা কর্ষণে শস্য উৎপত্তি প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধি ছিল, পাপের প্রবেশে তৎসমস্ত নষ্ট হইল; রাজা দিবোদাসেরও সামর্থ্য অল্পে অল্পে কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বিঘ্নেশ্বর ঢুণ্ডিরাজ, দূরে থাকিয়াও রিপুঞ্জয় রাজাকে, রাজ্য পালনে নির্ব্বিণ্ণচিত্ত করিলেন। দিবোদাস, নির্দ্দিষ্ট সীমা অষ্টাদশদিন গণনা করত ভাবিতে লাগিলেন, সেই ব্রাহ্মণ কবে আসিবেন, কবে আমাকে উপদেশ দিবেন? —এইরূপ সপ্তদশদিন অতীত, অষ্টাদশদিন উপস্থিত; দিবাকর মধ্যগগনে আরূঢ় হইলে এক দ্বিজোত্তম দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পুণ্যকীর্ত্তি নামধারী সেই বিষ্ণুই দ্বিজবেশ অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে রাজসমীপে আসিয়াছিলেন। 'জয়" "জীব" ইত্যাদি কথনশীল বহুতর পবিত্র দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে সেই ব্রাহ্মণ, মূর্ত্তিমান্ অনলের ন্যায় তথায় সমাগত হইলেন। উৎকণ্ঠাযুক্ত রাজা, দূর হইতে তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া মনে করিলেন, এই ব্রাহ্মণই আমার উপদেশ প্রদান করিতে উদ্যত গুরু হইবেন। তখন, রাজা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া এবং পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া, আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক, দ্বিজকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। জনাধিপ দিবোদাস, মধুপর্ক বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর অপগতপথিশ্রম, উল্লসিতমুখকমল, অনুষ্ঠিতক্রিয়াকলাপ সেই ব্রাহ্মণকে খাদ্য বস্তু নিবেদন করিয়া, পরিশেষে ভোজনপরিতৃপ্ত সুখাসীন সেই দ্বিজকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্রবর্য্য! আমি রাজ্যভার বহন করত খিন্ন হইয়াছি; প্রকৃত খেদও নহে, পরন্তু যেন বৈরাগ্য জন্মিতেছে। হে দ্বিজ! আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার নির্ব্বৃতি হইবে কিরূপে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার দুইপক্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। হে দ্বিজ! মহাদেবের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় সুব্যক্ত অসীম সুখসমূহসম্পাদক নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ আমি করিয়াছি। আমি আত্মসামর্থ্যে মেঘ, অগ্নি এবং বায়ুস্বরূপী হইয়াছি। আর আমি প্রজাগণকে ঔরসপুত্রের ন্যায় সম্যক্প্রকারে পালন করিয়াছি। ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন আমি প্রতিদিন করিয়াছি। আমি রাজ্যশাসন করিবার সময়ে একটীমাত্র অপরাধ করিয়াছি, আমি স্বীয় তপোবলদর্পে দেবগণকে তৃণজ্ঞান করিয়াছি। আপনার দিব্য করিতেছি, তাহাও কিন্তু প্রজাগণের উপকারের জন্য, স্বার্থের জন্য নহে। অধুনা আমার ভাগ্যোদয়ে আপনি আসিয়াছেন, আমার গুরু হউন। আমি এইরূপ রাজ্য করিতেছি, আমার রাজ্যে যমভয় নাই, কোথাও অকালমৃত্যু নাই, জরা ব্যাধি এবং দারিদ্র্য হইতে আমার রাজ্যে ভয় নাই। আমার শাসনকালে, কেহই অধর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করে নাই, সকল লোকেই ধর্ম্মোন্নত, সকলেই সুখোন্নত। সকলেই সংবিদ্যাচর্চ্চায় অনুরক্ত, সকলেই সৎপথচারী। অথবা আমার আয়ু যদি কল্পান্তপর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহা হইলেও বা ফল কি! সকল ভোগ্যভোগই চর্ব্বিতচর্ব্বণবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। হে দ্বিজপুঙ্গব! এই পিষ্টপেষণতুল্য রাজ্যভোগে ফল কি? হে প্রাজ্ঞ! গর্ভবাস যাহাতে আর না হয়, এমন কিছু একটা উপদেশ করুন। অথবা আমি আপনার

আশ্রিত হইয়াছি, আমার এ সব চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি যাহা বলিবেন, আমি নিঃসন্দেহ অদ্যই তাহা করিব। আপনার দর্শনমাত্রেই আমার সকল মনোরথ সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে, অপরেরও সিদ্ধ হয়। আমি জানি, দেবতার সহিত বিরোধ করিয়া কত লোক না পর্য্যদস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে নিজ প্রজাপালক, স্বধর্ম্মানুরক্ত, বীর ত্রিপুরবাসী অসুরেরা শিবভক্তিপরায়ণ হইলেও শিব অবলীলাক্রমে এক বাণপাতে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন। তখন শিব, পৃথিবীকে রথ, চতুর্ব্বেদকে চারি অশ্ব, চন্দ্র-সূর্য্যকে রথচক্রদ্বয়, প্রণবকে প্রতোদ (চাবুক), তারাগ্রহ সমূহকে রথশঙ্কু, আকাশকে রথগুপ্তি, সুমেরুকে ধ্বজদণ্ড, উচ্চ কল্পবৃক্ষকে ধ্বজ, প্রধান প্রধান সর্পকে যোক্ত্র, বেদাঙ্গ ছন্দঃ সকলকে রক্ষক, ব্রহ্মাকে সারথি, হিমালয়কে ধনু, বাসুকিকে ধনুর্জ্যা, কালাগ্নিরুদ্রকে ভল্ল, বিষ্ণুকে বাণ এবং বায়ুকে শরপুঙ্খ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে হরি, কপট-বামনতা অবলম্বন পুরঃসর ত্রিবিক্রম দ্বারা যজ্ঞকৃৎপ্রবর বলিকে পাতালপ্রবিষ্ট করেন। বৃত্র সচ্চরিত্র হইলেও ইন্দ্রকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। বিষ্ণু, জয়ার্থী হইয়া দধীচির সহিত যুদ্ধ করত, দধীচির নিকট কুশাস্ত্র দ্বারা রণস্থলে পরাজিত হন; সেই পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া দেবগণ, অস্থির জন্য দধীচিকে বিনষ্ট করেন। পূর্ব্বে শিবভক্ত বাণরাজার সহস্র বাহু যুদ্ধস্থলে ছেদন করেন, কিন্তু সেই সচ্চরিত্র বাণের অপরাধ কি ছিল? অতএব দেবগণের সহিত বিরোধ মঙ্গলকর নহে। তবে আমি সৎপথে আছি, দেবগণের নিকট হইতে আমার অল্পমাত্রও ভয় নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণ, যজ্ঞপ্রভাবে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা দ্বারা দেবগণাপেক্ষা আমার আধিক্য আছে। আমার তাহাতে ন্যূনত্বই থাক বা আধিক্যই থাক, এখন তাহাতে আমার কি? আপনার দর্শনে এখন আমি সুখদায়ক শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। হে তাত! হে উপায়জ্ঞ! যাহাতে আমি নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হই, কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষম সেই উপায় আমাকে এখন উপদেশ করুন। স্কন্দ বলিলেন, গণেশের আদেশক্রমে রাজা যাহা বলিলেন, ব্রাহ্মণবেশধারী হৃষীকেশ, তাহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! নিষ্পাপ! নৃপচূড়ামণে! আমি যাহা উপদেশ করিব, তাহা তুমি আপনিই নিরূপণ করিয়াছ। তুমি প্রথম হইতেই নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াই আছ; পরন্তু এক্ষণে আমার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া আমার মানবৃদ্ধি করিতেছ। তুমি শোভন তপস্যারূপ স্বচ্ছসলিলে ইন্দ্রিয়পঙ্ক প্রক্ষালন করিয়াছ। হে রাজন্! তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই সত্য। হে মহামতে! তোমার শক্তি এবং বৈরাগ্য আমি অবগত আছি। তোমার সদৃশ রাজা ভূতলে হয় নাই, হইবে না। কি প্রকার রাজ্যভোগ করিতে হয়, তাহা তুমি জানিয়াছ; এক্ষণে যে মুক্তি ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অতি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। দেবগণের সহিত বিরোধ থাকিলেও তুমি কাহারও অপকার কর নাই। তোমার রাজ্যেও অধর্ম্মপ্রবেশ হয় নাই। হে স্বধর্ম্মজ্ঞ! তোমা কর্তৃক ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত প্রজাগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছে, দেবগণ তাহাতে পরিতৃপ্ত। তুমি কাশী হইতে বিশ্বেশ্বরকে যে দূর করিয়াছ, এই একমাত্র তোমার দোষ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। হে রাজসত্তম! ইহাই তোমার মহাপরাধ বলিয়া বিবেচনা করি। সেই পাপশান্তির জন্য আমি মহত্তর এই উপায় কীর্ত্তন করিতেছি। মানুষের দেহে যত রোম, যদি তাবৎ সংখ্যক পাপ থাকে ত, তাহাও একমাত্র শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায় দূর হয়। যে ব্যক্তি শিবের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সে আত্মার সহিত জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সংখ্যাবেত্তৃগণ, বরং সমুদ্রের রত্ন সংখ্যা করিতে পারেন, তবু লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাপুণ্যের সংখ্যা করিতে পারেন না। অতএব সর্ব্বতোভাবে সযত্নে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা কর;

সেই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা দ্বারা কৃতার্থ হইবে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্থিরচিত্তে ক্ষণকাল ধ্যান করিলেন। অনন্তর করতল দ্বারা রাজাকে স্পর্শ করত হৃষ্টমুখে বলিলেন, হে প্রাজ্ঞসত্তম! ভূপাল! জ্ঞাননেত্র দ্বারা আরও কিছু দেখিতেছি, অবধান সহকারে তাহাও শ্রবণ কর। তুমি ধন্য হইয়াছ, কৃতার্থ হইয়াছ, মহান্ ব্যক্তিগণেরও মান্য হইয়াছ; শুভফলার্থিগণ, প্রাতঃকালে তোমার নামজপ করিবে। হে দিবোদাস! আমরা তোমার সমীপ্য লাভ করিয়া ধন্যতর হইলাম। যাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করে, সেই মানবেরাও ধন্যতর। ব্রাহ্মণ, বারংবার ঈষৎ হাস্য করত, সহর্ষে রোমাঞ্চিতশরীরে বারংবার মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে মনে মনে অনেক কথা বলিলেন, ওঃ! এই রাজার কি ভাগ্য! এই রাজার কি নির্ম্মলতা! নিখিল জনগণের ধ্যেয় বিশ্বেশ্বর কিনা ইহাঁর বিষয় ভাবিয়া থাকেন। এ রাজার কি আশ্চর্য্য পরিণাম! এরূপ পরিণাম কাহারও হয় না; যে ফল আমাদের দূরবর্ত্তী, এ রাজার কিনা তাহাও অদূরতর। ব্রাহ্মণ, হৃদয়ে এই সব আলোচনা করিয়া, রাজাকে বর্ণনা করিয়া, সমাধিদৃষ্ট সকল বিষয়ই প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! তোমার মনোরথমহাবৃক্ষ আজ ফলবান্ হইয়াছে। তুমি এই শরীরেই পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বেশ্বর, তোমার বিষয় যেমন সর্ব্বদাই মনে করেন, তাঁহার চরণসেবক অস্মদাদি বিপ্রগণকে সেরূপ মনে রাখেন না। তুমি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া তোমাকে লইতে শিবকিঙ্করেরা আসিবেন। রাজন্! ইহা তোমার কোন্ পুণ্যের ফল, তাহা কি তুমি জান? সম্যক্প্রকারে, বারাণসীনগরী সেবারই এই ফল, ইহা আমি জানি। যে ব্যক্তি কাশীস্থিত এক জনেরও পালক হয়, হে রাজসত্তম! দেহান্তে তাহারও এইরূপ পুণ্যভোগ হইয়া থাকে। প্রতাপবান্ রাজর্ষি দিবোদাস, ইহা শুনিয়া সশিষ্য ব্রাহ্মণকে প্রীতিসহকারে অভিলষিত বস্তু দান করিলেন। অনন্তর প্রীণিত ব্রাহ্মণকে মুহুর্ম্মুহু প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে রাজা বলিতে লাগিলেন, আমাকে আপনি ভবসমুদ্র হইতে পার করিলেন। পরিপূর্ণমনোরথ, হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণও মহীপতির নিকট বিদায় লইয়া আপনার অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। মায়াক্রমে ব্রাহ্মণশরীরধারী হরি, কাশীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত, পুনঃপুনঃ বিচার করিতে লাগিলেন, "আমি যেস্থানে থাকিয়া নিজ ভক্তবৃন্দকে, বিশ্বেশ্বরের পরমানুগ্রহে নিঃশেষে পরমস্থানে লইয়া যাইব, তাদৃশ অতীব পাবনস্থান কোনটী?' ভগবান্ শ্রীপতি ইহা মনে করিয়া পাঞ্চনদ হ্রদ অবলোকনপূর্ব্বক তথায় বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া শীঘ্র ত্র্যম্বকসমাগম প্রতীক্ষায় সেই স্থানেই রহিলেন। তারপর রাজবৃত্তান্তাভিজ্ঞ গরুড়কে শিবসমীপে পাঠাইলেন। রাজেন্দ্র দিবোদাসও বিপ্রশ্রেষ্ঠের গুণবর্ণনা করত সকল প্রকৃতিপুঞ্জ, অমাত্যবৃন্দ, মণ্ডলেশ্বরসমূহ, কোষ, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতির সমগ্র অধ্যক্ষ, পঞ্চ শত পুত্র, জ্যেষ্ঠপুত্র সমরঞ্জয়, পুরোহিত, প্রতীহারী, ঋত্বিক্বৃন্দ, গণকসমূহ, দ্বিজগণ, প্রিয় রাজকুমারগণ, সূপকারগণ, চিকিৎসকগণ, নানা কার্য্যের জন্য সমাগত বৈদেশিকবৃন্দ, অন্তঃপুরচারিণীগণ সমভিব্যাহারিণী মহিষী, বৃদ্ধ, বালক এবং গোপালগণ সকলকে আহ্বানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণোক্ত সপ্তাহ মাত্র আপনার এ রাজ্যে অস্তিত্বের কথা কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার আহুত ব্যক্তিগণ শ্রবণ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মুখ বিষণ্ণ হইতেছিল, ইত্যবসরে, পুণ্যাত্মা মহামতি রাজা, স্বয়ং রাজগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্র সমরঞ্জয়কে অভিষিক্ত করিয়া পরিশেষে পৌরজানপদগণকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কাশীতে গেলেন। সেই মেধাবী রাজা রিপুঞ্জয় কাশীতে আসিয়া গঙ্গার পশ্চিমতীরে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজা সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যাবৎ

সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাবৎ সম্পত্তি দ্বারা শিবালয় করাইলেন। সমগ্র রাজসম্পত্তি তথায় ব্যয়িত হইয়াছিল বলিয়া সেই শুভস্থান 'ভূপালশ্রী' বলিয়া খ্যাত হইল। নরনাথ রিপুঞ্জয় 'দিবোদাসেশ্বর' নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে যেন কৃতার্থ বোধ করিলেন। অনন্তর একদিন রাজা সেই লিঙ্গকে বিধিপূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করিয়া যখন সন্তোষকর স্তব পাঠ করেন. তখন, গগনপ্রাঙ্গণ হইতে দ্রুত-বেগে দিব্যযান অবতীর্ণ হইল। শূলখট্টাঙ্গধারী, সূর্য্যতেজ এবং অগ্নিতেজ অপেক্ষা অধিক তেজঃসম্পন্ন, ত্রিলোচন, জটাজূটধারী, নির্ম্মল-স্ফটিকবৎ শুভ্রকান্তি, গগনপ্রাঙ্গণের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদক অঙ্গসমন্বিত, সর্প-অলঙ্কারের ফণা-স্থিত রত্নজ্যোতির্নিচয়ে সুশোভিত দেহ নীলকণ্ঠ শিবপারিষদগণ, বিমানের উপরে চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। তমোরাশি, নিত্যপ্রকাশে সন্ত্রাস্ত হইয়াই যেন সেই শিবপারিষদগণের কণ্ঠদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। চামরান্দোলনপরায়ণা শত শত রুদ্রকন্যা বিমানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। অনন্তর শিবপারিষদেরা, আনন্দ-যুক্ত হইয়া, দিব্যমাল্য, দিব্য অনুলেপন, দিব্য-বস্ত্র এবং দিব্যবেশভূষায় রাজাকে অলঙ্কৃত করিলেন। তাঁহারা দিবোদাসের উত্তম ললাটকে তৃতীয়নেত্রযুক্ত করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ নীলীময় করিলেন, সর্ব্বাঙ্গ অতি গৌরবর্ণ করিলেন। মস্তকের কেশ জটাজূট করিলেন। তদীয় দেহে ভুজচতুষ্টয়ের সমাবেশ করিলেন, সর্পসমূহকে অলঙ্কার করিলেন এবং মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র দিলেন। তারপর পারিষদেরা তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। তদবধি সেই তীর্থ 'ভূপালশ্রী' নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। তথায় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান, যথাশক্তি দান, দিবোদাসেশ্বর দর্শন, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজন এবং রাজা দিবো-দাসের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলে. মানবের আর গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হয় না। দিবোদাস রাজার এই পবিত্র আখ্যান পাঠ কি পাঠন করিলে, মানব পাপমুক্ত হয়। দিবোদাসের পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সমরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার কখন কোথাও শত্রুকৃত ভয় হয় না। মহোৎপাত-বিনাশিনী পবিত্রা এই দিবোদাস-কথা, সর্ব্ববিঘ্নশান্তির জন্য যত্নসহকারে পঠ-নীয়। যথায় সর্ব্বপাতকনাশিনী দিবোদাস-কথা হয়, তথায় অনাবৃষ্টি হয় না, অকালমরণের ভয় হয় না। শিবধ্যানসম্পাদক এই আখ্যান পাঠ করিলে বিষ্ণুর ন্যায় মনোরথ পূর্ণ হয়।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

পঞ্চনদাবির্ভাব।

অগস্ত্য বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞের হৃদয়ানন্দন নন্দন! হে গৌরীচুম্বিতশীর্ষ, তারকান্তক, ষড়ানন! হে সর্ব্বজ্ঞাননিধে! তুমিই সর্ব্বতো-ভাবে জিতমার মহাত্মা কুমার; তোমায় নমস্কার। তুমি কুমার হইলেও কামারিকে কামকৃত অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি দেখিয়া কন্দর্পকে জয় করিয়াছিলে, তোমায় নমস্কার। হে স্কন্দ! তুমি বলিয়াছিলে. কাশীস্থ অতি পবিত্র পঞ্চ-নদতীর্থে স্বয়ং হরি মায়াবলে দ্বিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাস করিয়া আছেন এবং ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক মধ্যে কাশী পরম পবিত্র; তন্মধ্যে আবার পঞ্চনদ পরমতীর্থ,—ইহা ভগবান্ হরির উক্তি। হে ষন্মুখ! তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই তীর্থের নাম পঞ্চনদ কেন হইল? কেনই বা ইহা সকল তীর্থ অপেক্ষা পরম পবিত্র হইয়াছিল? আর যিনি লীলাক্রমে ত্রিভুবনের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও পাতা; যাঁহার রূপ নাই, তথাপি যিনি রূপবান্, অব্যক্ত ও ব্যক্ত, নিরাকার হইয়াও সাকার, নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াও সপ্রপঞ্চ, জন্ম ও নামরহিত, তথাপি বহু জন্ম ও নামধারী, স্বয়ং নিরাশ্রয় অথচ সকলের আশ্রয়, নির্গুণ হইয়াও সগুণ, স্বয়ং বিষয়েন্দ্রিয়শূন্য অথচ তাহাদিগের অধিপতি; যাঁহার চরণ নাই, তথাপি সর্ব্বত্রগ, সেই

অন্তর্য্যামী ভগবান্ বিষ্ণু, স্বকীয় সর্ব্বব্যাপক রূপ উপসংহার করিয়া সর্ব্বাত্মভাবে এই পঞ্চনদ নামক পরম তীর্থে কেনই বা আছেন? এতদ্বিষয়ে দেবদেব পঞ্চাননের মুখে যাহা শুনিয়াছ, তাহা বল। স্কন্দ কহিলেন, মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি অশেষকল্যাণদায়িনী ও সর্ব্বপাপ-প্রশমনী এই কথা বলিতেছি, যেরূপে কাশীতে পঞ্চনদ তীর্থ প্রসিদ্ধ হইল। সাক্ষাৎ হরির অবস্থানক্ষেত্র প্রয়াগও তীর্থরাজ বটে, ইহাঁরই বলে সকল তীর্থ নিজ শক্তিক্রমে পাপিগণের পাপ হরণ করিয়া থাকে ও ইহাঁরই সমাগমে মাঘ মাসে মকররাশিস্থ সূর্য্যে সর্ব্বতীর্থ প্রত্যহ নির্ম্মল হইয়া থাকে; কিন্তু তীর্থরাজ প্রয়াগ, এই পঞ্চনদতীর্থের বলে সর্ব্বতীর্থার্পিত মল ও মহাপাতকিগণের মহাপাপ হরণ করিয়া থাকেন। তীর্থরাজ সংবৎসর ধরিয়া যে পাপরাশি সঞ্চয় করেন, তাহা কার্ত্তিক মাসে পঞ্চনদতীর্থে একবার মজ্জনে ত্যাগ করিয়া থাকেন। হে মহাভাগ মিত্রাবরুণনন্দন! এই পঞ্চনদের কিরূপে উৎপত্তি হইল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বেদশিরা নামে মূর্ত্তিমান দ্বিতীয় বেদের ন্যায় মহাতপস্বী ভৃগুবংশোৎপন্ন একজন মুনি ছিলেন। তিনি তপস্যা করিতেছেন ইত্যবসরে রূপলাবণ্যশালিনী শুচি নামে এক প্রধান অপ্সরা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র মুনির মন চঞ্চল ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। অনন্তর শাপভয়ে থরহরি কম্পমানা সেই অপ্সরঃপ্রধানা শুচি দূর হইতে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বলিল,—হে তপোনিধে! হে ক্ষমাধার! আমার এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অপরাধ গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা করিবেন; কারণ, তপস্বিগণ ক্ষমাশীলই হইয়া থাকেন। হে তাপসসত্তম! মুনিদিগের চিত্ত স্বভাবতঃ প্রায়ই মৃণাল অপেক্ষা কোমল ও স্ত্রীগণ স্বরূপতঃ কঠিনহৃদয়া হইয়া থাকে। তখন মুনি তাহার এই কথা শুনিয়া বিবেকরূপ সেতু দ্বারা মহাক্রোধরূপ নদীবেগ সংরোধ করিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—অয়ি শুচে! তোমাকে যথার্থই শুচি দেখিতেছি। অয়ি সুন্দরি! এ বিষয়ে আমার অন্য কিছু দোষ নাই, তোমারও দোষ দেখিতেছি না। অনভিজ্ঞ লোকেরাই বলিয়া থাকে যে, 'রমণী বহ্নিস্বরূপ ও পুরুষ নবনীত সমান" কিন্তু বিচারে মহান্ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। নবনীত অনল সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইলে গলিয়া যায়, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য, পুরুষ দূরে থাকিলেও নারীনাম গ্রহণে আর্দ্র হইয়া থাকে। অতএব অয়ি ভাবিনি! তুমি অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হওয়ায় যে, আমি স্খলিত হইয়াছি, তজ্জন্য ভীত হইও না। ক্ষণকালের জন্য কোপান্ধ হইলে মুনিজনের যাদৃশ তপস্যার হানি হইয়া থাকে, অকামতঃ স্খলনে তাদৃশ হয় না। জলদজাল উপস্থিত হইলে চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ যেমন ক্ষীণ হইয়া যায়, তদ্রূপ ক্রোধ করিলে কৃচ্ছ্রসঞ্চিত তপস্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ খলজন হৃদয়ে অনিষ্টচিন্তা করিলে সাধুদিগের অভ্যুদয়-আশা তিরোহিত হয়; যাহা চিত্তাকর্ষক নয়, তাহা চিত্ত আকর্ষণ করিলে মনসিজের উদয় হয় না; রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিলে কৌমুদী থাকে না; দাবানল সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইলে স্নিগ্ধ স্থান মিলে না ও সিংহের কাছে করিশাবকের সুস্থতালাভ হয় না; তদ্রূপ অনর্থকারী ক্রোধের উদয় হইলে কোনমতেই শুভ দেখা যায় না। অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চতুর্ব্বর্গ ও দেহের প্রতিবন্ধী ক্রোধকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিবে। অয়ি কল্যাণি! এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ কর;—আমাদিগের বীর্য্য অমোঘ, অতএব এই বীজ ধারণ কর। তোমার দর্শনে স্খলিত এই বীর্য্য তুমি ভক্ষণ করিলে তোমার গর্ভে এক বিশুদ্ধ কন্যারত্ন উৎপন্ন হইবে। সেই মুনি এই কথা বলিলে 'পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলাম' বোধ করিয়া "অহো! মহান্ অনুগ্রহ" এই কথা বলিয়া শুচি, মুনির সেই শুক্র ভক্ষণ করিল। অনন্তর

কালক্রমে সেই দিব্যাঙ্গনা অতি নয়নানন্দকর রূপসাগর এক কন্যারত্ন প্রসব করিল ও তাহাকে সেই বেদশিরা মুনির আশ্রমে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। বেদশিরা মুনি স্বকীয় আশ্রমস্থিত হরিণীর দুগ্ধ পান করাইয়া সেই কন্যাটীকে স্নেহপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং নাম উচ্চারণে পাপরাশি কম্পমান হইয়া থাকে বলিয়া "ধূতপাপা" এই অর্থযুক্ত তাহার নাম রাখিলেন। মুনি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন অনবদ্যাঙ্গী সেই কন্যাকে ক্রোড় হইতে ক্ষণমাত্রও ভূতলে নামাইতেন না ও তাহাকে নিশাকালে রমণীয় চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধমান হইতে দেখিয়া ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় সাতিশয় আমোদলাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিবর তাহাকে অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিতে দেখিয়া 'কোন্ পাত্রে সম্প্রদান করিব' এই চিন্তা করিয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদশিরা বলিলেন অয়ি পুত্রি! সুনয়নে! মহাভাগে! ধূতপাপে! কোন্ বরের হস্তে তোমাকে অর্পণ করিতে হইবে বল। তখন কন্যা ধূতপাপা অতি স্নেহার্দ্রচিত্ত পিতার এই বাক্য শুনিয়া বিনম্রমুখে বলিতে লাগিল, হে পিতঃ! যদি আমায় সুন্দর বরের হস্তে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি যাঁহার কথা বলি, তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করুন; আপনারও তাহাতে প্রীতিলাভ হইবে। অতএব অবহিত মনে শ্রবণ করুন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও সর্ব্বজনের নমস্কারযোগ্য, সকলে যাঁহাকে পাইতে বাঞ্ছা করে, যাঁহা হইতে সকল সুখের উদয় হয়, যিনি কদাপি বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন না, সর্ব্বদা অনুবর্ত্তী হইবেন—ইহলোকে ও পরলোকে মহা বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ, যাঁহার নিকট সকল মনোরথ পরিপূর্ণ ও সৌভাগ্য প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিলে কোন ভয় থাকে না, যাঁহার নাম গ্রহণে, সকল বাধা দূর হয় ও যাঁহাতে চতুর্দ্দশ ভুবন বর্ত্তমান আছে, এইরূপ যে বরের গুণগ্রাম আছে, হে তাত! সেই বরের হস্তে আপনার ও আমার সুখের জন্য আমাকে প্রদান করুন। পিতা বেদশিরা কন্যার এই কথা শ্রবণে অতি প্রীত হইলেন এবং আপনাকে ও পূর্ব্বপুরুষগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; এই কন্যা যথার্থই ধূতপাপা বটে, অন্যথা এইরূপ মতি হইবে কেন? এক্ষণে ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ও মহিমান্বিত পাত্র কোথায় মিলিবে? সমধিক পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকেই বা তাঁহাকে কেমনে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি ক্ষণকাল সমাধিমগ্ন হইলেন। পরে জ্ঞাননেত্রে তাদৃশ গুণসম্পন্ন বর নিরীক্ষণ করিয়া কন্যাকে বলিতে লাগিলেন, —অয়ি বৎসে কল্যাণি! শ্রবণ কর। অয়ি বিচক্ষণে! তুমি বরের যে কয়েকটী গুণ বলিলে, সেই সমস্ত গুণের আধার অতি সুন্দরাকৃতি বর সত্য আছে বটে, কিন্তু অনায়াসলভ্য নহে; তবে সুতীর্থরূপ বিপণিমধ্যে তপস্যামূল্যে ক্রয় করিতে পাওয়া যাইতে পারে। অয়ি কন্যে! অর্থ কি কৌলীন্যে, বেদশাস্ত্রাভ্যাসে কি ঐশ্বর্য্যবলে, রূপে কি বুদ্ধিপ্রভাবে, অথবা পরাক্রমসহকারে তিনি সুলভ নহেন; কেবল চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জয়, দম, দান, দয়া ও কঠোর তপস্যার সাহায্যে তাঁহাকে লাভ করিতে পার; অন্যথা তোমার অনুরূপ পতি দুর্ঘট। তখন কন্যা ধূতপাপা পিতার এই বাক্য শুনিয়া তপস্যা করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিল ও পিতাকে প্রণাম করিয়া তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিল। স্কন্দ কহিলেন;—সেই কন্যা, পিতার অনুমতিক্রমে পরমপবিত্র কাশীক্ষেত্রে তপস্বিগণেরও অসাধ্য কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। মনস্বিজনের কি অসাধারণ ধৈর্য্য! সেই বালিকা নিজ সুকুমার অঙ্গের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কঠোরদেহসাধ্য তাদৃশ ঘোরতপস্যায় নিমগ্ন হইল। তিনি বর্ষাকালের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও মুষলধারে বৃষ্টি নগণ্য করিয়া শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়াই বহু নিশা যাপন করিলেন। জীমূতের ঘোর গর্জ্জনে, বিদ্যুচ্চকিতে ও ধারাজলসিক্তাঙ্গী হইয়াও তিনি স্বল্পমাত্র কম্পিত

হইলেন না। অন্ধকারময়ী রজনীতে তড়িৎ স্ফুরিত হইয়া যেন তাঁহার তপস্যা দেখিবার জন্য তপোবনে যাতায়াত করিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালে সাক্ষাৎ গ্রীষ্মঋতু যেন পঞ্চ অগ্নি স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে কুমারীব্যাজে তপোবনে তপস্যা করিতেছে বোধ হইল। সেই বালিকা পঞ্চাগ্নিতাপে সন্তপ্ত হইয়াও তুমুলয় গ্রীষ্মঋতুতে কুশাগ্রভাগের জলবিন্দুপানেও বিরত ছিল; অনাবৃতগাত্রে কম্পমান ও কণ্টকিতকলেবর হইয়া তপঃকৃশাঙ্গী সেই কন্যা হেমন্তকালের শর্ব্বরী যাপন করিল। শিশিরকালে রজনীতে তিনি সরোবরের সলিল আশ্রয় করিয়া থাকিলেন, তাহাতে তত্রস্থ সারস পক্ষিগণ তাঁহাকে পদ্মিনী বলিয়া মনে করিল। বসন্তকালে মনস্বিজনেরও চিত্তরাগ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সহকারপল্লব তাঁহার ওষ্ঠপল্লবের রাগ হরণ করিয়া লইল। সেই বসন্তে চতুর্দ্দিকে কোকিলের কাকলীরব শ্রবণেও তাঁহার চিত্ত তপস্যা হইতে অণুমাত্র বিচলিত হইল না। শরৎকালে সেই তপস্বিনী ধূতপাপা বন্ধুজীব (বাঁধুলি) পুষ্পের নিকট অধরকান্তি ও কলহংসের কাছে মন্দগতি নিক্ষেপের ন্যায় স্থাপন করিয়া সমস্ত ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বায়ুভক্ষণ করিয়া রহিলেন। মণি যেরূপ শাণযন্ত্রঘর্ষণে কৃশ হইয়াও সমুজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ তাঁহার দেহ তপস্যায় ক্ষীণ হইলেও সাতিশয় দীপ্তি ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর ব্রহ্মা, তাঁহাকে সংযতচিত্তে তপস্যা করিতে দেখিয়া তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন, অয়ি সুমতে! আমি তোমার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। তখন সেই কন্যা হংসবাহনস্থ ভগবান্ চতুর্ম্মুখকে আগত দেখিয়া প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে পিতামহ! যদি আমায় বর আপনার দেয় হইয়া থাকে, তবে যাহাতে আমি পবিত্র হইতেও পবিত্রতমা হই, তাহা করুন। বিধাতা তাঁহার এইরূপ মনোরথ শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—অয়ি ধূতপাপে! এই পৃথিবীতে পবিত্র যে সমস্ত আছে, তুমি আমার বরে সেই সকল হইতে অতুল পবিত্র হও। অয়ি কন্যে! দ্যুলোক, ভূর্লোক ও অন্তরীক্ষে যে উত্তরোত্তর পবিত্র সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ আছে, আমার বাক্যে সেই সমস্ত তীর্থ তোমার শরীরের প্রতিলোমে বাস করুক ও তুমি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র হইয়া থাক। এই কথা বলিয়া বিধাতা অন্তর্হিত হইলেন ধূতপাপাও নিষ্পাপা হইয়া পিতা বেদশিরা মুনির পর্ণশালায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর একদা ভগবান্ ধর্ম্ম, তপঃক্লিষ্ট সেই কন্যাকে পর্ণকুটীরের অঙ্গণদেশে খেলা করিতে দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্ম বলিলেন,—অয়ি সুশ্রোণি! কৃশোদরি! শুভাননে! আমি তোমার রূপসম্পদে ক্রীত হইয়াছি, এক্ষণে আমার প্রার্থনা সফল কর; অয়ি সুলোচনে! তোমার উদ্দেশে কন্দর্পবাণে আমি নিতান্ত পীড়িত হইতেছি। সেই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি এইরূপ বারংবার প্রার্থনা করিলে পর কন্যা ধূতপাপা বলিলেন,—"রে দুর্ম্মতে! পিতা আমার সম্প্রদানকর্ত্তা, তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা কর; 'কন্যা পিতারই দেয়' এই সনাতন শ্রুতি আছে। তখন ধর্ম্ম এই কথা শ্রবণ করিয়া অধৈর্য্য হইয়া ভবিতব্যের বলবত্তা বশতঃ সেই ধৈর্য্যশালিনী কন্যাকে নির্ব্বন্ধসহকারে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন,—অয়ি সুন্দরি! আমি তোমার পিতার নিকটে প্রার্থনা করিতে পারিব না, তুমি গান্ধর্ব্ববিবাহ বিধানে আমার মনোরথ পূর্ণ কর। এই নির্ব্বন্ধবাক্য শ্রবণে কুমারী ধূতপাপা পিতাকে কন্যাদানের ফল প্রদান করিতে অভিলাষিণী হইয়া পুনরায় সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—অরে জড়মতে! তুমি এইরূপ কথা পুনরায় বলিও না, এ স্থান হইতে চলিয়া যাও। তথাপি মদনাতুর সেই দ্বিজ বিরত হইল না। তৎপরে তপোবলে বলবতী কন্যা তাঁহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, তুমি যেহেতু সাতিশয় জড়ের মত কার্য্য করিয়াছ, অতএব তুমি জড়ের

আধার নদ হইয়া থাক। ঐরূপে অভিশপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণও ক্রোধে তাঁহাকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন,—অয়ি কঠোরহৃদয়ে! তুমিও অচেতন পাষাণ হইয়া থাক। স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনে! এইরূপে কন্যাশাপে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, নদরূপে পরিণত হইলেন; পরে কাশীক্ষেত্রে ঐ নদ 'ধর্ম্মনদ' নামে বিখ্যাত হইল। এদিকে কন্যা ভীত হইয়া নিজ পিতাকে পাষাণ হইবার কারণ বলিলেন। অনন্তর মুনি ধ্যানবলে সমস্ত জ্ঞাত হইয়া কন্যাকে বলিলেন, অয়ি পুত্রি! ভীত হইও না, আমি তোমার অশেষ শুভ করিতেছি; সে শাপ অন্যথা হইবার নহে, তবে তুমি চন্দ্রকান্তশিলা হও। হে সাধ্বি! চন্দ্রোদয়ে তোমার তনু দ্রবীভূত হইলে ধূতপাপা নামে প্রসিদ্ধ নদী হইবে। অয়ি কন্যে! সেই ধর্ম্মনদই তোমার অনুরূপ ভর্ত্তা। কারণ, তুমি যে যে গুণের কথা বলিয়াছিলে, ইনি সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। অয়ি সুমতিসম্পন্নে! আরও বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমার তপঃপ্রভাবে প্রাকৃত ও দ্রব এই দুই রূপ তোমার হইবে। পিতা বেদশিরা চন্দ্রকান্তশিলাময়ী সেই ধূতপাপা কন্যাকে এইরূপ আশ্বাসপ্রদানে অনুগৃহীত করিলেন। হে মুনে! তদবধি কাশীতে ধর্ম্মনদ নামে হ্রদ বিখ্যাত হইল। দ্রবরূপী ধর্ম্ম ও সর্ব্বতীর্থময়ী ধূতপাপা নদী, তটজাত বৃক্ষের ন্যায় মহাপাতকরাশি উন্মূলন করিয়া থাকেন। ধূতপাপা নদীর সহিত মিলিত সেই ধর্ম্মনদ-তীর্থে যখন গঙ্গা আগত হন নাই, তখন ভগবান্ গভস্তিমালী সূর্য্য গভস্তীশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলাগৌরীর অর্চ্চনা করত উগ্রতপস্যা করিতে লাগিলেন। ময়ূখাদিত্য নামক তীর্থে তাঁহার তপস্যাকালে অতিশ্রমনিবন্ধন কিরণরাশি হইতে প্রবল স্বেদ নির্গত হইয়াছিল, তাহা পুণ্যনদীরূপে পরিণত হইল। তজ্জন্য তাহার নাম কিরণা হইল। এই কিরণাখ্যা নদী ধূতপাপার সহিত মিলিত হইয়া স্নানমাত্রে মহাপাপান্ধকার ধ্বংস করিয়া থাকে। যে ধূতপাপা সর্ব্বতীর্থময়ী হইয়া পাপরাশিকে কম্পিত করেন, তাঁহার সহিত প্রথমতঃ পুণ্য ধর্ম্মনদ মিশ্রিত হয়। তৎপরে যাঁহার নাম শ্রবণে মহামোহ দূর হইয়া যায়, সেই রবিবৰ্দ্ধিত কিরণানদী আসিয়া মিলিত হয়। সেই পুণ্য ধর্ম্মনদে মিলিত কিরণা ও ধূতপাপা নদীদ্বয় কাশীতে আপসংহার করিয়া থাকে। অনন্তর ভগীরথের সহিত গঙ্গা আগত হন ও তৎসঙ্গে যমুনা ও সরস্বতী আসিয়া মিলিত হন। কিরণা ধূতপাপা, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই পঞ্চনদী কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা হইতেই পঞ্চনদতীর্থ ত্রিভুবনে বিখ্যাত হয়। এই তীর্থে মনুষ্য স্নান করিলে পাঞ্চভৌতিক দেহ পুনরায় ধারণ করে না। পাপরাশিখণ্ডক এই পঞ্চনদীসঙ্গমে স্নান করিবামাত্র মানব ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ ভেদ করিয়া গমন করে। কাশীতে প্রতি পদক্ষেপে বহুতর তীর্থ আছে বটে, কিন্তু সেই সকল তীর্থ এই পঞ্চনদ তীর্থের কোটি ভাগের একভাগেরও তুল্য হইবে না। প্রয়াগক্ষেত্রে মাঘমাসে স্নান করিলে যে ফল হইয়া থাকে, ইহাতে একদিন মাত্র স্নানে সেই ফল লাভ হয়। পঞ্চনদতীর্থে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া এবং বিন্দুমাধবের অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। পবিত্র পঞ্চনদতীর্থে তর্পণকালে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে যত সংখ্যায় তিল প্রদত্ত হইয়া থাকে, তত বৎসর তাহাদিগের তৃপ্তি লাভ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহারা এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাদিগের পিতামহগণ নানাযোনিগত হইলেও মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতৃগণ পঞ্চনদের মহিমা দেখিয়া যমলোকে এই গাথা গান করিয়া থাকেন, "আমাদিগেরও কেহ না কেহ অধস্তন পুরুষ শ্রদ্ধালু হইয়া এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিবে, যাহাতে আমরা মুক্ত হইব।" এই গাথা প্রতিদিন শ্রাদ্ধদেবের সন্নিধানে কাশীস্থিত পঞ্চনদের উদ্দেশে পিতৃলোক গান করিয়া থাকেন। এই পঞ্চনদতীর্থে যৎকিঞ্চিৎ

ধদদান করিলে প্রলয়কালেও তাহার পুণ্য ক্ষয় হয় না। বন্ধ্যা স্ত্রী যদি সংবৎসর পঞ্চনদ হ্রদে স্নান ও মঙ্গলাগৌরীর অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহার সন্তান, নিশ্চয় হইয়া থাকে। বস্ত্রশোধিত পুণ্য এই পঞ্চনদের জলে ইষ্ট-দেবতার স্নান করাইলে, মনুষ্য মহাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অষ্টোত্তর শত পঞ্চামৃত-পূর্ণ কলসের সহিত তৌল করিলে, পঞ্চনদের এক বিন্দু জল অধিক হইয়া থাকে। পঞ্চকূর্চ্চ পান করিলে যে শুদ্ধি কথিত হয়, শ্রদ্ধা-সহকারে একবিন্দু পঞ্চনদের জল পান করিলে তাদৃশ শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথস্নান করিলে যাদৃশ ফল হয়, এই পঞ্চনদ জলে অবগাহন করিলে তাহার শতগুণ ফল হইয়া থাকে। কারণ, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যাগ ব্রহ্মার দুই দণ্ড কাল যাবৎ স্বর্গফল প্রদান করে, কিন্তু পঞ্চনদে অবগাহনে মুক্তিফল দিয়া থাকে। স্বর্গরাজ্যে অভিষেকও তাদৃশ সজ্জন সম্মত নহে, পঞ্চনদতীর্থে অভিষেক যাদৃশ হইয়া থাকে। এই পঞ্চনদতীর্থে উজ্জ্বল কাশীধামে ভৃত্য হইয়া থাকা ভাল, কিন্তু অন্য স্থানে কোটি কোটি ভূপতির অধীশ্বর হইয়াও অবস্থান ভাল নহে। যাহারা কার্ত্তিক-মাসে পাপহারী পঞ্চনদতীর্থে স্নান করে নাই, তাহারা অদ্যাপি গর্ভে অবস্থান করিতেছে ও পুনরায় গর্ভে বাস করিবে। সত্যযুগে ধর্ম্মনদ, ত্রেতাযুগে ধূতপাপা, দ্বাপরে বিন্দুতীর্থ ও কলিযুগে পঞ্চনদতীর্থ প্রশস্ত জানিবে। যাগ ও বাপী-কূপ-খননাদি ধর্ম্মকার্য্য যাবজ্জীবন করিলে অন্যত্র যে ফল হইয়া থাকে কার্ত্তিকমাসে এই পঞ্চনদে একবারমাত্র স্নানে তাদৃশ ফললাভ হয় ধূতপাপা সদৃশ তীর্থ ভূতলে নাই; কারণ, ইহাতে সকৃৎ স্নান করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপ খণ্ডন হইয়া থাকে। বিন্দুতীর্থে যে ব্যক্তি গুঞ্জা পরিমিত সুবর্ণ দান করে, সে কখন দরিদ্র ও সুবর্ণহীন হয় না। এই বিন্দুতীর্থে ধেনু, ভূমি, তিল, হিরণ্য অশ্ব, অন্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কার যে ব্যক্তি দান করে, তাহার অক্ষয়ফল হইয়া থাকে। পবিত্র ধর্ম্মনদতীর্থে, প্রজ্বলিত অনলে যথা বিধি একবার আহুতি প্রদান করিলে, মানব কোটিহোমের ফল লাভ করিয়া থাকে। চতুর্ব্বর্গফলদায়ী পঞ্চনদতীর্থের অপারমহিমা বর্ণনা করিতে কেহ সমর্থ নহে। এই পুণ্য-আখ্যান ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে, সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া মনুষ্য বিষ্ণুলোকে সংকৃত হইয়া থাকে।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হিন্দুমাধবের আবির্ভাব।

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণনন্দন! পঞ্চনদতীর্থের উৎপত্তিকথা বর্ণিত হইল; এক্ষণে মাধবের আবিষ্কারের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে ধীমান্ ব্যক্তি, ক্ষণকাল মধ্যে পাপমুক্ত হইয়া থাকে, শ্রী ও ধর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করে না। ভগবান্ উপেন্দ্র চন্দ্রশেখরের নিকট বিদায় লইয়া, গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক মন্দর পর্ব্বত হইতে ক্ষণমধ্যে বারাণসী পুরীতে আগমন করিলেন। নিজমায়াপ্রভাবে তত্রত্য রাজা দিবোদাসকে উচ্চাটন করিয়া, কেশবাখ্যস্বরূপী পাদোদক-তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক কাশীর পরম মহিমা মনে মনে বিচার—সুবিচার করিয়া পঞ্চনদতীর্থ দর্শনে পরম আনন্দলাভ করিলেন। তখন প্রসন্নচিত্ত পুণ্ডরীকাক্ষ নিজ মনে বলিতে লাগিলেন যে, বৈকুণ্ঠলোকের অগণ্য গুণও আমার বিগুণ বোধ হইতেছে। এই কাশীস্থিত পুণ্য পঞ্চনদতীর্থের যে গুণ দেখিতেছি, ক্ষীরসমুদ্রে তাদৃশ নির্ম্মল গুণ দৃষ্ট হইতেছে না। শ্বেতদ্বীপে গুণের সে গুরুতর সামগ্রী নাই। এই কাশীতে যাদৃশ অতি পবিত্র ধূতপাপা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার কৌমোদকী গদাস্পর্শ তাদৃশ আনন্দকর হইতেছে না, ধূতপাপার জলস্পর্শে আমার যাদৃশ আনন্দ হইতেছে।

ধূতপাপার স্পর্শে যেরূপ সুখ হইতেছে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আলিঙ্গনে তদ্রূপ সুখলাভ ঘটে কৈ? এই সব মনে করত ত্র্যম্বকের নিকট বৃত্তান্ত-নিবেদনের জন্য গরুড়কে প্রেরণ করিয়া দিবোদাস রাজার, আনন্দকানন কাশীর এবং পবিত্র পঞ্চনদতীর্থের গুণগ্রাম বর্ণনা করত পঞ্চনদ-তীর্থে হৃষ্টমনে সুখোপবিষ্ট, সুদৃষ্টিসম্পন্ন, বিষ্টরশ্রবা মাধব, কৃশাবয়ব তপঃসেবিত এক তপোধনকে দেখিতে পাইলেন। সেই ঋষি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া, বেদচতুষ্টয় যাঁহার আকার অবগত নহেন, উপনিষদ যাহার তত্ত্বকথনে অসমর্থ, ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহাকে অবগত নহেন, সমীপে পদ্মাসনে আসীন সেই অখিল-দানবঘাতী, মধুকৈটভবিনাশক, কংসধ্বংসকারী পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতকে নয়নগোচর করিলেন। দেখিলেন, অচ্যুত, বনমালাবিভূষিত, করচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভিত, বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ মণি দ্বারা উদ্ভাসিত, পীত কৌষেয় বস্ত্র পরিধান; তাঁহার বর্ণ নীলেন্দীবর সদৃশ, আকার সুস্নিগ্ধ মধুর, তাঁহার নাভিপদ্ম এবং চরণপদ্ম অতিসুন্দর, ওষ্ঠাধর অতিশয় রক্তবর্ণ, দশনাবলী দাড়িমীবীজ সদৃশ। ঋষি দেখিলেন, তাহার কিরীটশোভায় আকাশ উদ্ভাসিত, দেবেন্দ্র তাঁহার চরণবন্দনা করিতেছেন, সনকাদি ঋষিগণ স্তব করিতেছেন, নারদাদি দেবর্ষিবৃন্দ তাঁহার মহোদয়কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহার হৃদয়ের আনন্দবিধান করিতেছেন, শার্ঙ্গধনু তিনি ধারণ করিয়া আছেন। যিনি অবাঙ্মনসগোচর অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তিনি ভক্তগণের ভক্তিবলে এই পুরুষমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। সেই মহাতপা অগ্নিবিন্দু ঋষি, ভগবদ্দর্শনে আনন্দিত হইয়া অবনিতলবিলুণ্ঠিতমস্তকে হৃষীকেশকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তিনি বিস্তীর্ণ-শিলায় উপবিষ্ট বলিধ্বংসী অচ্যুতকে, পরমভক্তি সহকারে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপুরঃসর স্তব করিলেন। অগ্নিবিন্দু, মার্কণ্ডেয়াদিসেবিত সেই শ্রীপতি হৃষ্টমনে গোবিন্দকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি বাহ্য অন্তরের শুদ্ধিপ্রদ, সহস্রশীর্ষা, সহস্রনেত্র এবং সহস্রচরণ পুরুষ; ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর-স্বরূপ তোমাকে নমস্কার। হে ইন্দ্রাদিসুরগণবন্দিত! বিশ্বেশ! সর্ব্বদ্বন্দ্বনিবারক তোমার পদযুগলে আমি একাগ্রমনে প্রণাম করি। বাচস্পতির বাক্যও যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে স্তব করিতে কে সমর্থ? তবে আমি যে স্তবে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ বিষয়ে ভক্তির প্রাবল্য। যে ভগবান্ ঈশ্বর, বাক্যমনের অগোচর, সেই বাক্যাতীত পুরুষ মাদৃশ অল্পবুদ্ধি জনগণের স্তবনীয় হইবেন কিরূপে? বাক্য যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে অসমর্থ, মন যাঁহাকে মনন করিতে অপারগ, বাক্য এবং মনের অতীত সেই বস্তুকে স্তব করিতে কাহার শক্তি আছে? ষড়ঙ্গ-পদক্রম-সমন্বিত বেদসমূহ যাঁহার নিশ্বাস, (নিশ্বাসবৎ অনায়াসে উৎপন্ন) সেই দেবের মহামহিমা অবগত হইতে কে পারে? তৎপরমনা, তৎপরবুদ্ধি এবং তৎপরেন্দ্রিয় সনকাদি ঋষিগণ, যাঁহাকে হৃদয়াকাশে ধ্যান করতও যথাযথতঃ জানিতে পারেন নাই, আবাল্যব্রহ্মচারী নারদাদি মুনিবরগণেরা সতত চরিত্র গান করিয়াও যাঁহাকে সম্যক্প্রকারে বিদিত হইতে পারেন নাই, ব্রহ্মাদির অগোচর, অজেয়, অনন্তশক্তি, অব্যয়, এক, আদ্য, অজ, সূক্ষ্মরূপ, নিত্য, নিরাময়, নিরাকার, অচিন্ত্যস্বরূপ সেই তোমাকে—হে চরাচর! হে চরাচর-ভিন্ন! সেই তোমাকে কে জানিতে পারে? হে হরে! হে মুরারে! তোমার এক একটী নামই পাপিগণের জন্মান্তরসঞ্চিত মহাপাতকাদি পাপও হরণ করেন, "মুকুন্দ"! "মধুসূদন"! "মাধব!" এই সকল পূজিত নাম জপ করিলে উত্তম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। "নারায়ণ" 'নরকার্ণব-তারণ' 'দামোদর' 'মধুসূদন' 'চতুর্ভুজ' 'বিশ্বম্ভর' 'বিরজ' এবং 'জনার্দ্দন' এই নাম জপ করিলে, যমভয়ও থাকে না এবং জন্মও আর হয় না। হে ত্রিবিক্রম! হে সৌদামিনীসদৃশ-পীতবসন-

পরিধান! যাঁহারা তোমার নবঘনচয়সুন্দর শ্যামল বর্ণ পুণ্ডরীকাক্ষমূর্ত্তি হৃদয়ে অনুশীলন করেন, তোমার অচিন্ত্যরূপ সারূপ্য তাঁহারাও লাভ করেন। হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন! হরে! অচ্যুত! কৈটভারে! গোবিন্দ! গরুড়ধ্বজ! কেশব! হে চক্রপাণে! লক্ষ্মীপতে! শার্ঙ্গধর! দৈত্যসূদন! তোমার ভক্ত পুরুষের কোথাও ভয় নাই। হে ভগবন! মৃগমদ (মৃগনাভি)-সৌরভ-বিজয়ি-দিব্যগন্ধসম্পন্ন তুলসীকুসুম দ্বারা তোমাকে যাঁহারা পূজা করিয়াছেন, স্বর্গে দেবগণ সকলে, মন্দারমাল্য দ্বারা সেই নির্ম্মল-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে পূজা করেন। হে কমললোচন! অভিলাষপ্রদ ত্বদীয় নাম যাহা-দিগের কণ্ঠে, তোমার মধুরাক্ষর কথা যাহা-দিগের কর্ণে, আর তোমার রূপ যাঁহাদের চিত্তভিত্তিতে লিখিত হইয়া আছে, নিরাকার ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিও তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট নহে। হে স্বর্গ-মোক্ষ-সুখসম্প্রদানদক্ষ! অনন্তশায়িন! শ্রীনাথ! পৃথিবীতে যাহারা তোমাকে ভজনা করেন, ইন্দ্র, যম, কুবেরপ্রমুখ দেবগণ, স্বর্গে সদাই তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন। হে কমলপাণে! কমলায়তলোচন! যাঁহারা সতত তোমার স্তব করেন, সিদ্ধগণ, অপ্সরো-গণ এবং দেবগণ, স্বর্গে তাঁহাদিগকে স্তব করেন। হে অখিলসিদ্ধিপ্রদ! নির্ব্বাণশ্রীর রুচিরলক্ষ্মীবিতরণ তুমি বিনা আর কাহার কার্য্য? হে লীলামূর্ত্তে! হে বিরিঞ্চিনমস্কৃত-চরণযুগল! আপনার লীলাক্রমে ক্ষণমধ্যে জগৎসৃষ্টি, জগৎপালন এবং জগৎসংহার তুমিই করিয়া থাক; হে পরম! তুমি জগৎ, তুমিই জগৎপতি এবং তুমিই জগতের বীজ, অতএব তোমাকে নিত্য প্রণাম করিতেছি। হে দনুজেন্দ্ররিপো! তুমিই স্তোতা, তুমিই স্তুতি এবং তুমিই স্তবনীয়; এক আপনিই সকল। হে বিষ্ণো! কিছুই তোমা হইতে অতিরিক্ত বোধ করি না। হে ভবশমনকর! আমার সংসার-তৃষ্ণা দূর কর। মহাতপা অগ্নিবিন্দু, হৃষীকেশকে এইরূপ স্তব করিয়া তুষ্ণীম্ভূত হইলেন, অনন্তর বরদাতা বিষ্ণু মুনিকে বলি-লেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহাতপোনিধে! অগ্নি-বিন্দো! আমি উত্তম প্রীতিলাভ করিয়াছি, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই; বর প্রার্থনা কর। অগ্নিবিন্দু বলিলেন, হে বৈকু-ণ্ঠেশ! জগৎপতে! ভগবন! কমাকান্ত! যদি প্রীত হইয়াছেন ত আমি এখন যাহা প্রার্থনা করি, তাহা প্রদান করুন। হরি, ভ্রূভঙ্গী দ্বারা সেই তাপসকে অনুমতি করিলে তিনি প্রণাম করিয়া হৃষ্টমনে, কেশবের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বত্রগ হইলেও সর্ব্বপ্রাণিগণের, বিশেষতঃ মুমুক্ষুগণের হিতের জন্য এই পঞ্চনদহ্রদতীর্থে অবস্থান করুন। হে মাধব! বিচার না করিয়া এই বরই আমাকে দিতে হইবে। আর আপনার পদকমলে ভক্তি প্রার্থনা করি; অন্য বর চাহি না। শ্রীপতি মধুসূদন, অগ্নি-বিন্দুর এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতচিত্তে পরোপকারের জন্য "তথাস্তু" বলিয়াছিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দো! কাশীভক্ত মানবগণের মুক্তিপথ উপদেশ করত এই স্থানে আমি নিশ্চয় থাকিব। মুনে! তুমি আমার অত্যন্ত দৃঢ়ভক্ত, আমাতে তোমার দৃঢ় ভক্তি থাকুক। আমি প্রসন্ন হইয়াছি, পুনরায় বর প্রার্থনা কর; তোমাকে তাহা প্রদান করিতেছি। হে তপোনিধে! প্রথম হইতেই আমি এখানে থাকিতে অভিলাষী হইয়াছি, তারপর তুমি প্রার্থনা করিলে; আমি সর্ব্বদাই এ স্থানে থাকিব। জ্ঞান যদি থাকে ত কাশীতে উপস্থিত হইয়া কোন্ দুর্ম্মেধা মানব, তাহা পরিত্যাগ করে? অমূল্য মাণিক্য প্রাপ্ত হইয়া তাহা পরি-ত্যাগপূর্ব্বক কাচের জন্য কে চেষ্টা করে? অতি অল্পশ্রম—অবশ্য-নশ্বর শরীরপাত মাত্র; —ইহাতে অবিলম্বে মুক্তি এমন আর কোথায় হয়? প্রাজ্ঞগণ, এই স্থানে জরাজীর্ণ পার্থিব-দেহের বিনিময়ে জরাশূন্য অমৃতদেহগ্রহণে কি পরাঙ্মুখ হয়? কাশীতে দেহত্যাগমাত্রে

লাভ হয়, অন্যত্র তপস্যা, দান এবং বহু দক্ষিণা-সম্পন্ন যজ্ঞসমূহ দ্বারাও সেরূপ লাভ—সে মুক্তিলাভ হয় না। যোগনিষ্ঠ সংযতচিত্ত যোগীরাও একজন্মে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না; কিন্তু কাশীতে দেহত্যাগমাত্রেই মুক্তি হয়। কাশীতে মৃত্যুই মহাদান, মহাতপস্যা এবং মহৎ ব্রত। যে ব্যক্তি কাশীতে আসিয়া তাহাকে পুনরায় ত্যাগ না করে, জগতে সে-ই বিদ্বান্, সে-ই জিতেন্দ্রিয়, সে-ই পুণ্যবান্ এবং সে-ই ধন্য। হে মুনে! যতদিন কাশী, আমি ততদিন এইখানে থাকিব। আর শিবশূলাগ্রে উত্তমরূপে স্থিত কাশীর নাশ প্রলয়েও নাই। মগ্নমুনি অগ্নিবিন্দু, বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিতশরীরে বলিলেন, আমি পুনরায় অন্য বর প্রার্থনা করিতেছি। হে মাধব! এই শুভ পঞ্চনদতীর্থে থাকিয়া ভক্তগণকে এবং অভক্তগণকে আমার নাম দ্বারা মুক্তি প্রদান করুন। আর যে মানবেরা এই পঞ্চনদ তীর্থে স্নান করিয়া দেশান্তরে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকেও মুক্তি প্রদান করুন। যে মানবেরা পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া আপনাকে ভজনা করিবে, চঞ্চলা এবং স্থিরা, যেরূপাই হউন, লক্ষ্মী তাহাদিগকে যেন ত্যাগ না করেন। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, হে মুনে! অগ্নিবিন্দো! মান্যবর তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে, আমার নামের সহিত তোমার নামার্দ্ধ মিলিত হইবে। কাশীতে আমার ত্রিলোক-বিখ্যাত 'বিন্দুমাধব' নাম হইবে। এই নামে মহাপাপসমূহ বিনষ্ট হয়। যে পবিত্র মানবেরা এই পবিত্র পঞ্চনদহ্রদে আমাকে সর্ব্বদা পূজা করিবে, তাহাদিগের সংসারভয় কোথায়? পঞ্চনদতীর্থস্থিত আমি যাহাদিগের হৃদয়ে; ধনধান্যরূপিণী লক্ষ্মী এবং মোক্ষলক্ষ্মী সতত তাহাদের পার্শ্বচরী! যাহারা পঞ্চনদতীর্থে আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দ্বারা প্রীত না করে, অচিরেই যখন তাহারা পঞ্চত্ব পাইবে, তখন তাহাদের সেই ধন ক্রন্দন করিতে থাকিবে। [আমার নিকট] আসিয়া আমাকে ধন দিয়া গিয়াছে, ইহলোকে তাহারাই ধন্য, তাহারাই কৃতার্থ। হে সর্ব্বপাতকনাশন! মুনিবর অগ্নিবিন্দো! তোমার নামে ইহার নাম হইবে,—বিন্দুতীর্থ! যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ থাকিয়া কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই বিন্দুতীর্থে স্নান করিবে, তাহার যমভয় কোথায়? মানব, মোহ বশতঃ সহস্র সহস্র পাপকার্য্য করিয়াও কার্ত্তিক মাসে ধর্ম্মনদে স্নান করিলে, ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হয়। যতদিন দেহ সুস্থ থাকে, যতদিন ইন্দ্রিয়বিপ্লব না হয়, তত দিন ব্রত করিবে; যেহেতু ব্রতই দেহের ফল। এই অশুচি পাত্র দেহকে, একভক্ত, নক্ত, অযাচিতব্রত এবং উপবাস দ্বারা সংশোধিত করিতে হয়। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত যত্নসহকারে অনুষ্ঠেয়। যেহেতু, স্বভাবতঃ অপবিত্র দেহ, ব্রত করিলে পবিত্র হয়। ব্রতসমূহ দ্বারা সংশোধিত দেহে, ধর্ম্ম স্থিরভাবে বাস করেন। যথায় ধর্ম্ম থাকেন, নির্ব্বাণমুক্তির সহিত অর্থ কাম তথায় বর্ত্তমান থাকেন। অতএব চতুর্ব্বর্গফলপ্রার্থী মানবেরা সতত ব্রতাচরণ করিবে। কেননা, ব্রত, ধর্ম্মের সান্নিধ্যকর। মানব যদি সর্ব্বদা ব্রত করিতে না পারে, তাহা হইলে, চাতুর্ম্মাস্য প্রাপ্ত হইয়া সযত্নে তাহা করিবে। ভূমিতে শয়ন, এক ভক্ত, কোন এক প্রকার খাদ্য-পরিত্যাগ, একভক্তাদি নিয়ম, যথাশক্তি নিত্যদান, পুরাণ শ্রবণ, পুরাণের উপদেশ মত আচরণ, অখণ্ডদীপদান বা ইষ্টদেবতার মহাপূজা কর্ত্তব্য। ধীমান্ মানব, প্রচুর অঙ্কুরবীজযুক্ত ভূমিতে গমনাগমন যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। এই বর্জ্জন করিলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাবলম্বীরা অসম্ভাষ্য ব্যক্তিগণের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। সতত মৌনাবলম্বন করিবে অথবা সত্য কথাই বলিবে। ব্রতী ব্যক্তি, নিষ্পাব, মসুর এবং কোদ্রব বর্জ্জন করিবে। সদা পবিত্রভাবে থাকিবে; অব্রতী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না। ব্রতী, দন্তশোধন, কেশশোধন এবং বস্ত্রাদিশোধন সযত্নে প্রত্যহ

করিবে। ব্রতী কখন মনেও অনিষ্টচিন্তা করিবে না। সম্পূর্ণ দ্বাদশ মাস ব্রত করিলে যে ফল হয়, চাতুর্ম্মাস্যব্রতীদিগের সম্পূর্ণ সেই ফল হয়। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতেও যদি শক্তি না হয়, তাহা হইলে সংবৎসরব্রতফলাভিলাষী ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রত করিবে। যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি-গণের কার্ত্তিকমাস বিনাব্রতে যায়, সেই শূকর-স্বরূপ জনগণের লেশমাত্র পুণ্য নাই। অত্যন্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তি, কার্ত্তিকমাস আগত হইলে, তপ্তকৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র অথবা প্রাজাপত্য ব্রত যথাশক্তি করিবে। কার্ত্তিকমাস আসিলে ব্রতী মানব, একান্তরব্রত, ত্রিরাত্রব্রত, পঞ্চরাত্র-ব্রত, সপ্তরাত্রব্রত, পক্ষব্রত, অথবা মাসোপ-বাসব্রত করিবে। অব্রতী হইয়া কেহ কখন কার্ত্তিকমাসকে বিফল করিবে না। কার্ত্তিক-মাস আসিলে, ব্রতী মানব, শাকাহার, পয়ো-মাত্রাহার, ফলাহার অথবা যবান্নাহার করিবে। ব্রতী ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে নিত্য নৈমিত্তিক স্নান করিবে। মহাব্রতফলার্থী মানব, কার্ত্তিকমাসে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি, পবিত্র-চিত্তে কার্ত্তিকমাস ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করে, তাহার সম্পূর্ণ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করার ফল হয়। যে ব্যক্তি উপবাস দ্বারা সমস্ত কার্ত্তিকমাস কাটাইয়া দেয়, তাহার সম্পূর্ণ এক বৎসর উপ-বাস করার ফল হয়। যাহারা শাকমাত্র ভোজন কি পয়োমাত্র আহার দ্বারা সমস্ত কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করে, তাহাদিগের সেই সেই বস্তু-মাত্র ভোজনে সম্পূর্ণ বৎসর যাপন করার ফল হয়। কার্ত্তিকমাসে পাতায় খাইবে; যত্নসহ-কারে কাংস্যপাত্র পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রতী কাংস্যপাত্রে ভোজন করিবে, তাহার সেই ব্রতের ফল হইবে না। কাংস্যবর্জ্জন নিয়ম করিলে, পরে ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র প্রদান করিবে। কার্ত্তিকমাসে মধু ভোজন করিবে না; মধু ভোজন করিলে ক্ষুদ্রগতি প্রাপ্তি হয়। মধু ত্যাগ করিলে, ঘৃত দিবে এবং শর্করাযুক্ত পায়স দিবে। কার্ত্তিকমাসে, মর্দ্দনে এবং ভক্ষণে তৈল পরিত্যাগ করিবে। হে অনঘ! কেননা, কার্ত্তিকে তৈলমর্দ্দন করিলে, সেই দেহী নারকী হয়! তৈল ত্যাগ করিলে কঙ্কনখণ্ডযুক্ত দ্রোণপরিমিত তিল দিবে। কার্ত্তিকমাসে মৎস্যভোজী ব্যক্তি, তিমিমৎস্য-যোনি প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিকমাসে মাংসভোজী ব্যক্তি, পূয়শোণিতে কৃমি হয়। ক্ষত্রিয়দিগের মাংসভোজনবিধি আছে বটে, কিন্তু তাহারাও কার্ত্তিকমাসে মাংস ভোজন করিবে না। কার্ত্তিকমাসে মৎস্যমাংস ত্যাগ করিলেই ব্রত-তৎপর হওয়া হয়। কার্ত্তিকে মৎস্যমাংস-ভোজনরূপ দোষে নিশ্চয় সর্প হইতে হয়। কার্ত্তিকে মৎস্যমাংসপরিত্যাগ ব্রত করিলে, শেষে মাষযুক্ত এবং স্বর্ণযুক্ত দশটী কুষ্মাণ্ড প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে মৌনাবলম্বনে ভোজনকারী, সে অমৃতই ভোজন করে। মৌনব্রতী, ব্রতশেষে, তিল এবং স্বর্ণ-সহ উত্তম ঘণ্টা প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি ব্রতাবলম্বী হইয়া কার্ত্তিকমাসে লবণ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার সর্ব্বরস পরিত্যাগের ফল হয়। লবণত্যাগী শেষে গোদান করিবে। কার্ত্তিকে ভূমিশয্যা ব্রত করিলে, সেই ব্রতীর আর সংসারবন্ধন থাকে না। ভূমিশায়ী ব্যক্তি সতুল এবং সোপধান পর্য্যঙ্ক প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি ঘৃতবর্ত্তিযুক্ত অখণ্ডদীপ সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাসে প্রদান করে, মোহান্ধতমস প্রাপ্ত হইয়া তাহার দুর্গতি পাইতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে দীপজ্যোৎস্না (আকাশ-প্রদীপ অথবা দীপমালা) করে, তাহাকে কদাচ তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র নরক দর্শন করিতে হয় না। কার্ত্তিকে দীপদান করিলে পাপান্ধ-কারের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়; কার্ত্তিকে দীপদাতা ব্যক্তি যমের ক্রোধান্ধকারিত মুখ অবলোকন করে না। যে ব্যক্তি আমার সমীপে উজ্জ্বলবর্ত্তিকা-সম্পন্ন দীপ প্রদান করে, সে সচরাচর ত্রৈলোক্যকে জ্যোতির্ম্ময় নিরীক্ষণ করে। যে মানব, কার্ত্তিকমাসে পঞ্চামৃতপূর্ণ কলস দ্বারা আমাকে স্নান করায়, সেই পুণ্য-বান, ক্ষীরসাগরতটে গিয়া এককল্প বাস করে।

কার্ত্তিকমাসে, প্রতি রাত্রে ভক্তিসহকারে আমার অগ্রে দীপজ্যোৎস্না করিলে আর গর্ভান্ধকারে প্রবেশ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ঘৃতবর্ত্তিসম্পন্ন দীপ আমার অগ্রে প্রজ্বলিত করিয়া দেয়, মহাদুর্ভ্যেও তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয় না। কার্ত্তিকমাসে যাহারা ভক্তিযুক্ত হইয়া বিন্দুতীর্থে স্নান করিয়া আমার 'যাত্রা' করে, মোক্ষ তাহাদের দূরবর্ত্তী নহে; মদ্‌ব্রতপরায়ণ কার্ত্তিকমাসে যথাবিধি কৃতস্নান ব্যক্তির মুক্তিও দূরতর নহে। "হে দামোদর! হে দনুজেন্দ্রনিসূদন! অর্ঘ্য গ্রহণ কর। হে কৃষ্ণ। কার্ত্তিকমাসে এই পাপশোষক নৈমিত্তিক স্নান উপলক্ষে আমি অর্ঘ্য দিতেছি, রাধার সহিত আপনি গ্রহণ করুন' এই অর্থের মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া, স্বর্ণ এবং রত্নযুক্ত পুষ্প জল, শঙ্খে লইয়া পুণ্যবান ব্যক্তি যদি আমাকে অর্ঘ্য দেয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্কল্পপূর্ব্বক, উত্তমপর্ব্বে সৎপাত্রে সুবর্ণপূর্ণ পৃথিবীদানের সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হয়। আমার উত্থানৈকাদশী প্রাপ্ত হইয়া বিন্দুতীর্থে স্নান, রাত্রিজাগরণ, বহুতর দীপদান এবং যথাশক্তি আমার ভূষণসম্পাদন পূর্ব্বক, যাবৎ পূর্ণতিথি না হয়, তাবৎ তৌর্য্যত্রিক বাদ্যবিনোদ এবং পুরাণ শ্রবণাদি দ্বারা মহামহোৎসব করিলে, আর আমার প্রীতির জন্য সে ক্ষেত্রে বহুতর অন্ন দান করিলে; মহাপাতকী হইলেও তাহার আর রমণীজঠরে প্রবেশ করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি এই বিন্দুতীর্থে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব নামক আমার পূজা করে, তাহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। হে মুনে! আমি সত্যযুগে আদিমাধব নামে পূজ্য; ত্রেতাযুগে অনন্তমাধব নামে আমি সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করি, জানিবে, দ্বাপরযুগে শ্রীদমাধব নামে আমি পরমার্থ প্রদান করি। জানিবে, কলিযুগে আমি কলিমল-বিনাশক বিন্দুমাধব। কলিতে পাপী মানবেরা, আমাকে প্রাপ্ত হয় না। আমারই মায়ামোহিত যে মানবেরা, ভেদবুদ্ধিপ্রযুক্ত আমাকে ভক্তি করে অথচ বিশ্বেশ্বরের দ্বেষ করে, তাহারা আমার বিদ্বেষ্য, তাহাদিগের পিশাচযোনিপ্রাপ্তি হয়। পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া কালভৈরবশাসনে, দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর দুঃখসাগরে থাকিয়া, তার পর বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহেই মুক্তিলাভ করে। অতএব পরমাত্মা বিশ্বেশ্বরের প্রতি দ্বেষ করিবে না। যেহেতু বিশ্বেশ্বরদ্বেষী পুরুষগণের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে অধমেরা মনে মনেও বিশ্বেশ্বরের বিদ্বেষ করে, তাহারা অন্যত্র পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা অন্ধতামিস্র নরকে বাস করে। যাহারা শিবনিন্দা-পরায়ণ, যাহা পাশুপতদিগের নিন্দা করে, তাহারা আমারই দ্বেষী; অপবিত্র নরকে তাহারা পতিত হয়। যাহারা বিশ্বেশ্বরের নিন্দক, অষ্টাবিংশতি কোটি নরকে তাহারা ক্রমে ক্রমে এক এক কল্প করিয়া বাস করে। হে মুনে! আমিও বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়াই মুক্তিদানে সমর্থ হইয়াছি। অতএব আমার ভক্তগণ বিশ্বেশ্বরকে সর্ব্বদা বিশেষরূপে সেবা করিবে। হে মুনে! জানিবে, এই বারাণসী, পাশুপতক্ষেত্র। অতএব মুক্তিপ্রার্থিগণ, কাশীতে বিশ্বেশ্বরের সেবা করিবে। কার্ত্তিকমাসে, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর এই পঞ্চনদতীর্থে গণপতি, কার্ত্তিকেয় এবং পরিজনসহযোগে প্রতিবৎসর প্রত্যহ স্নান করেন। বেদ এবং যজ্ঞগণের সহিত ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃগণ এবং নদীসমূহ সমভিব্যাহারে সপ্তসাগর, ধূতপাপাসম্মিলিত এই পঞ্চনদতীর্থে কার্ত্তিকমাসে স্নান করেন। ত্রৈলোক্যে যত প্রাণসম্পন্ন প্রাণী আছে, সকলেই কার্ত্তিকমাসে ধূতপাপাসম্মিলিত এই তীর্থে স্নান করিতে আসে। শুভ কার্ত্তিকমাসে যাহারা পঞ্চনদতীর্থে স্নান করে নাই, সেই প্রাণিগণের জলবুদ্‌বুদ্‌তুল্য জীবন বিফলে অতিবাহিত হইল। হে মহামুনে! অগ্নিবিন্দো! আনন্দকানন পবিত্র, তন্মধ্যে পবিত্র পঞ্চনদতীর্থ; এই স্থানে আমার সান্নিধ্য তদপেক্ষা পবিত্র। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই অনুমান দ্বারাই পঞ্চনদতীর্থের সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তম মাহাত্ম্য অবগত

হও। ইহা শ্রবণ করিলেও মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া মহাজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া যায়। মহামুনি অগ্নিবিন্দু, বিষ্ণুর মুখে এই কথা শুনিয়া সেই বিন্দুমাধব অচ্যুতকে প্রণাম করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! বিন্দুমাধব! আপনার ভক্ত যে যে পূজা মূর্ত্তি করিয়া কৃতার্থ হন, কাশীতে আপনার কত প্রকার সেই সেই মূর্ত্তি বর্ত্তমান, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, হে জনার্দ্দন! তাহা কীর্ত্তন করুন। আর ভবিষ্যতেই কাশীতে কত প্রকার মূর্ত্তি হইবে, হে অচ্যুত! তাহা আমার নিকট বলুন।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ।

মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন, হে কার্ত্তিকেয়! পাপহারী বিন্দুমাধবের উপাখ্যান এবং পঞ্চনদের মাহাত্ম্য কর্ণগোচর করিলাম, সম্প্রতি অগ্নিবিন্দু. দানবারি মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাহার কিপ্রকার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন, আমার নিকট তাহা প্রকাশ করুন। তখন কার্ত্তিকেয় বলিলেন, হে ঋষিবর! কেশব, মুনিবর অগ্নিবিন্দুকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বিন্দুমাধব বলিলেন, হে প্রজ্ঞাশালিন্ অগ্নিবিন্দো! আমি প্রথমে পাদোদকতীর্থে আদিনারায়ণরূপে অবস্থিতিপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে মোক্ষপদ সমর্পণ করিতেছি। যে সকল মানবগণ, অমৃতক্ষেত্র অবিমুক্তধামে আমার ঐ রূপের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয় সমুদয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। আদিকেশব, মঙ্গলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া সতত মানবগণকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিতেছেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শনে মনুষ্যের সমস্ত পাপরাশি দূরীভূত হয়। পাদোদকতীর্থের দক্ষিণে শ্বেতদ্বীপ নামে এক মহাতীর্থ আছে; আমি সেই স্থানে জ্ঞানকেশব নামে অবস্থানপূর্ব্বক মানবদিগকে জ্ঞান দান করি। ঐ জ্ঞানকেশবের নিকটবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপতীর্থে স্নানানন্তর জ্ঞানকেশবের অর্চ্চনা করিলে, মানবকে কখনই জ্ঞানচ্যুত হইতে হয় না। তার্ক্ষ্যতীর্থে তার্ক্ষ্যকেশব নামে আমি বিরাজমান আছি, যে সকল মনুজোত্তম ভক্তিপুরঃসর তথায় আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহারা সর্ব্বদা গরুড়তুল্য আমার প্রিয়পাত্র হয় এবং সেই স্থলেই আমি নারদতীর্থে নারদকেশব নামে অবস্থান করিতেছি; যে মানব ঐ তীর্থে স্নান করত আমার পূজা করে, তাহাকে আমি ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করি। আমি তথায় প্রহ্লাদতীর্থে প্রহ্লাদকেশব নামে অবস্থিতি করিতেছি; ভক্তবৃন্দ মহাভক্তি ও সমৃদ্ধি লাভার্থ সেই স্থানে আমাকে পূজা করিবে এবং সেই স্থলেই অম্বরীষতীর্থে আমি আদিত্যকেশব নামে অবস্থান করিয়া ক্ষণকালমাত্রে ভক্তগণের পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকি। দত্তাত্রেয়েশ্বর নামক মহেশ্বরের দক্ষিণদিকে আমি আদিগদাধর নামে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তগণকে সংসারমল হইতে বিমুক্ত করি। তথায় আমি ভার্গব নামক তীর্থে ভৃগুকেশব নামে অবস্থিত থাকিয়া, যে সকল মনুষ্য কাশীতে বাস করিয়া থাকে, তাহাদের মনোভীষ্ট সকল সফল করি। অভীষ্ট ও মঙ্গলপ্রদ বামন নামক মহাতীর্থে আমি, বামনকেশব নাম ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি; যে মানব আপনার কুশল কামনা করে, সে সেইস্থানে আমার অর্চ্চনা করিবে। আমি নরনারায়ণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক নরনারায়ণ তীর্থে সতত বিরাজমান থাকি, যে সকল ভক্ত তথায় আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহারা নরনারায়ণের স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে। আমি যজ্ঞবরাহতীর্থে যজ্ঞবরাহ নাম ধারণ করত বিরাজ করিতেছি; যে সকলব্যক্তি সমুদয় যজ্ঞফলের অভিলাষী; তাহারা যেন ঐস্থানে আমাকে

অর্চ্চনা করে। বিদারনরসিংহ নামে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে আমি বিদারনরসিংহ নামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কাশীধামের সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত করি। তীর্থোপদ্রববিনাশার্থ তথায় আমাকে পূজা করা মানবের কর্ত্তব্য। আমি গোপীগোবিন্দ নাম ধারণ করত গোপীগোবিন্দতীর্থে অবস্থান করিতেছি; যে মানব ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তথায় আমার অর্চ্চনা করে, সে আর আমার মায়ায় জড়ীভূত হয় না। মুনিবর! নির্ম্মল লক্ষ্মী নৃসিংহতীর্থে আমি লক্ষ্মীনৃসিংহ নামে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বদা ভক্তিভাজন মানবগণকে মোক্ষলক্ষ্মী বিতরণ করিয়া থাকি। আমি শেষমাধব নাম ধারণ করত পাপবিনাশন শেষ নামক তীর্থে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তবৃন্দের অশেষবিধ মনোভিলাষ সফল করিয়া থাকি। শঙ্খমাধব নামক তীর্থে স্নানানন্তর শঙ্খমাধব নামে অধিষ্ঠিত আমাকে শঙ্খতোয় দ্বারা স্নান করাইলে মানবগণ শঙ্খনিধির অধীশ্বর হইতে পারে। আমি হয়গ্রীবতীর্থে হয়গ্রীব নামে অবস্থিতি করিতেছি; তথায় যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। আমি, বৃদ্ধকালেশ্বর নামক মহাদেবের পশ্চিমদিকে ভীষ্মকেশব নাম ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছি; যে ভক্ত ভক্তিসহকারে তথায় আমার শুশ্রূষা করে, আমি তাহাকে ভীষণ উপদ্রব হইতে মুক্ত করিয়া থাকি। লোলার্কের উত্তরাংশে স্বামি নির্ব্বাণকেশব নামে অবস্থিতি করত ভক্তবৃন্দের নির্ব্বাণ সূচনা করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ের লোলতা অপনোদিত করি। যে মানব, কাশীধামে পরমপূজ্যা দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর দক্ষিণাংশে ত্রিভুবনকেশব নামে প্রসিদ্ধ আমার পূজা করে, সে পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। আমি জ্ঞানবাপীর সম্মুখে জ্ঞানমাধব নামে অবস্থিত আছি, তথায় ভক্তিভাবে আমাকে অর্চ্চনা করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়! দেবী বিশালাক্ষীর সন্নিধানে আমি শ্বেতমাধব নাম ধারণ করত বিরাজমান আছি; সেই স্থলে যে মানব ভক্তিসহকারে আমার অর্চ্চনা করে, আমি তাহাকে শ্বেতদ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিয়া থাকি। যথাবিধি প্রয়াগক্ষেত্রে স্নান করিয়া যে মানব, দশাশ্বমেধের উত্তরাংশে প্রয়াগমাধব নামে বিখ্যাত আমাকে অবলোকন করিতে পারে, সে সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। মাঘমাসে প্রয়াগে গমন জন্য মানব যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, উক্ত কাশীধামে আমার পুরোবর্ত্তী প্রয়াগক্ষেত্রে স্নান করিতে পারিলে তাহাদিগের তাহার দশগুণ অধিক পুণ্যসঞ্চয় হয়। মানব, গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নানজন্য যে ফল প্রাপ্ত হয় বারাণসীতে আমার সন্নিকটস্থ প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে তদপেক্ষা দশগুণ অতিরিক্ত পুণ্যভাগী হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে প্রভূত দান করিয়া মানব যে ফল লাভ করিতে পারে, কাশীধামের এই স্থানে তাহার দশগুণ অধিক হইয়া থাকে। যে স্থলে যমুনা পূর্ব্ববাহিনী ও ভাগীরথী উত্তরবাহিনী, সেই সঙ্গমস্থান প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতকও বিদূরিত হইয়া যায়। যে মানব মহাপুণ্যের অভিলাষী হয়, সে কাশীস্থ প্রয়াগতীর্থে কেশমুণ্ডনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে পিণ্ডদান এবং প্রভূত দান করিবে। যে সকল গুণ প্রজাপতিক্ষেত্রে বিরাজমান, মহাতীর্থ কাশীধামে সেই সমস্ত গুণ অসংখ্যরূপ জানিবে। প্রয়াগতীর্থে ভক্তবৃন্দের অভীষ্টপ্রদ প্রয়াগেশ্বর নামক মহালিঙ্গের সান্নিধ্যহেতু সেই তীর্থ কামপ্রদ বলিয়া কথিত হয়। সূর্য্যদেব মকররাশিতে গমন করিলে মাঘ মাসে কাশীধামে অরুণোদয় সময়ে যে সকল মানব প্রয়াগতীর্থে অবগাহন না করে, তাহাদিগের আর মুক্তিলাভের আশা কোথায়? যাহারা সংযমপূর্ব্বক মাঘমাসে কাশীস্থিত প্রয়াগে স্নান করিতে পারে নিঃসন্দেহ তাহাদিগের দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যে সকল মানব, মাঘমাসে প্রয়াগে অবগাহনপূর্ব্বক প্রতিদিন ভক্তিসহকারে প্রয়াগ-

মাধব এবং অভীষ্টপ্রদ প্রয়াগেশ্বর নামক মহালিঙ্গের অর্চনা করিয়া থাকে, তাহারা এই ভূমণ্ডলে ধন ধান্য ও পুত্রাদি লাভ করত মনোহর বিষয়োপভোগে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া চরমে মোক্ষপদের অধিকারী হয়। পূর্ব্ব দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম এবং ঊর্দ্ধও অধোদেশে যে সমস্ত তীর্থ বিরাজমান, মাঘমাসে প্রয়াগ-তীর্থে সেই সমুদয় তীর্থেরই সমাগম হয়। মুনিবর! কিন্তু বারাণসীস্থিত তীর্থসকল কুত্রাপি প্রস্থান করেন না। আর যদিও গমন করেন, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই প্রত্যাগত হন। কার্ত্তিকমাসে উত্তমতম তিন তীর্থ প্রত্যহ প্রভাতসময়ে আমার সন্নিধানে মহাপাতক-বিধ্বংসীও মহামঙ্গলপ্রদ পঞ্চনদতীর্থে উপস্থিত হন এবং সমুদয় তীর্থই প্রতিদিন স্নানার্থ মধ্যাহ্ন সময়ে মুক্তিপ্রদায়িনী মণিকর্ণিকায় গমন করেন। হে মুনিবর! তীর্থত্রয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা এবং সময়বিশেষে তাঁহাদিগের প্রাধান্যরূপ বারাণসীর গূঢ় বিষয় তোমাকে কহিলাম, এক্ষণে অপর একটী গূঢ় বিষয় প্রকাশ করিতেছি, যাহা যে সে স্থলে প্রকাশ করা অবৈধ! বিশেষ, ভক্তিহীনের সমীপে তাহা সর্ব্বদা গোপন এবং ভক্তিভাজনের সন্নিধানে প্রকাশ করিবে। কাশীধামে সমুদয় তীর্থই নিজ নিজ প্রভাবে স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষা করত মহাপাপরাশি দূর করিয়া থাকেন; তথাপি কাশীধামে এই গূঢ় রহস্য যে, এক মণিকর্ণিকাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কেবলমাত্র মণিকর্ণিকার প্রভাবেই সমুদয় তীর্থ, পাপনাশার্থ গর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। বারাণসীতে যে সমস্ত তীর্থ আছেন, সকলেই পাপাত্মাদিগের প্রভূত ঘোরপাতক বিনষ্ট করত প্রায়শ্চিত্তার্থ পর্ব্ব কিংবা অপর্ব্ব দিবসে মধ্যাহ্ন-সময়ে মণিকর্ণি-কায় গমন করিয়া থাকেন এবং প্রতিদিন যথা-নিয়মে মণিকর্ণিকায় অবগাহনপূর্ব্বক নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হন। অধিক কি, প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে ভগবান্ বিশ্বেশ্বরও ভবানীর সহিত মণিকর্ণি-কাতে স্নান করেন। মুনিবর! প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আমিও কমলার সহিত বৈকুণ্ঠধাম হইতে আগমনপূর্ব্বক সানন্দে উহাতে অবগা-হন করি। যে ব্যক্তি একবার মাত্র আমার নাম গ্রহণ করে, আমি যে তাহার পাপরাশি ধ্বংস করত "হরি" নাম ধারণ করিয়াছি, তাহা কেবল মণিকর্ণিকারই প্রভাবে। ভগবান্ পিতামহও প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালীন কর্ত্তব্য নির্ব্বাহার্থে হংসবাহনে ঐ স্থানে উপস্থিত হন। ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপাল এবং মরীচ্যাদি মহর্ষিগণও মাধ্যাহ্নিকক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মণিকর্ণিকায় আগমন করেন। অনন্ত ও বাসুকি প্রভৃতি নাগগণও মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিবার নিমিত্ত নাগলোক হইতে মণি-কর্ণিকায় আগমন করিয়া থাকেন। অধিক কি কহিব, চরাচর মধ্যে যে সমস্ত সচেতন প্রাণী আছে, সকলেই ঐ মণিকর্ণিকার নির্ম্মল সলিলে অবগাহনার্থ মধ্যাহ্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজবর! আমরাও যাহা নির্ণয় করিতে অশক্ত, মণিকর্ণিকার সেই মহান্ গুণ-নিচয় প্রকাশ করিতে কে সমর্থ হইবে? যাঁহারা চরমাসয়ে মুক্তিক্ষেত্র মণিকর্ণিকা লাভে সক্ষম হন, সেই সকল তপোধনগণই অরণ্য মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত তপঃসঞ্চয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা, পরিণামে ঐ মণিকর্ণিকা প্রাপ্ত হন, সেই সকল মহাত্মারাই যথার্থ বহুবিধ দান করিয়াছেন। সেই সকল ব্যক্তিই নিশ্চিত যথানিয়মে ব্রতনিচয় উদ্‌যাপন করিয়াছেন, যাঁহারা চরমকালে মণিকর্ণিকার পবিত্রভূভাগ নিজ সুকোমল শয্যারূপে পরিণত করিতে সক্ষম হন। তাঁহারাই যথার্থ যজ্ঞে দীক্ষিত হন এবং তাঁহারাই এই সংসারে ধন্যবাদের পাত্র, যাঁহারা স্বসুকৃতিলব্ধ সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চরমে মণিকর্ণিকা অবলোকন করেন। তাঁহারাই যথার্থ ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যে সকল মানব বৃদ্ধাবস্থায় মণিকর্ণিকা প্রাপ্ত হইতে পারেন। বিবেচক ব্যক্তি ঐ মণিকর্ণি-কাতে সর্ব্বদা সযত্নে রত্ন, কাঞ্চন, বস্ত্র, হস্তী

এবং অশ্ব দান করিবে। মুনিবর! মনুষ্য যদি মণিকর্ণিকাতে ধর্ম্মোপার্জ্জিত অত্যল্পমাত্র বস্তুও প্রদান করিতে পারে, তাহাও অনন্তফলজনক হইয়া থাকে। যে মানব, একবার মাত্রও ঐ স্থানে যথাবিধি প্রাণায়াম করে, তাহার উৎকৃষ্টতম ষড়ঙ্গ যোগসাধনের ফলপ্রাপ্তি হয় এবং যে একবার মাত্র মণিকর্ণিকায় গায়ত্রী জপ করিতে পারে, সে দশসহস্র গায়ত্রী জপের ফলভাগী হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞব্যক্তি যদি মণিকর্ণিকায় উপবেশনপূর্ব্বক একবার আহুতি দান করে, তাহা হইলে তাহার আজীবনানুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রের পুণ্যলাভ হয়। কার্ত্তিকেয় বলিলেন, তীব্রতপা অগ্নিবিন্দু, ভগবান্ নারয়ণের ঐরূপ বচনাবলি কর্ণগোচর করিয়া অতীব ভক্তিভাবে পুনর্ব্বার কেশবকে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মাধব! ঐ মণিকর্ণিকার কতদূর সীমা, তাহা আপনি বর্ণন করুন; কারণ আপনা অপেক্ষা অপর কেহই তত্ত্ববিৎ নাই। অনন্তর ভগবান বিষ্ণু বলিলেন, মুনে! হরিশ্চন্দ্রমণ্ডপ, গঙ্গাকেশব, গঙ্গার মধ্যস্থল এবং স্বর্গদ্বারের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান, তাহাই মণিকর্ণিকা, ইহা স্থূলরূপে বর্ণন করিলাম; সম্প্রতি সূক্ষ্ম পরিমাণ কহিতেছি শ্রবণ কর। হরিশ্চন্দ্রতীর্থের সম্মুখে হরিশ্চন্দ্র গণেশ অবস্থিতি করিতেছেন এবং সেই স্থানেই মণিকর্ণি নামক হ্রদের উত্তরাংশে সীমাগণেশ বিরাজমান। যে ব্যক্তি, মোদকাদি নানাবিধ উপচারে ভক্তিপূর্ব্বক ঐ সীমাগণেশের অর্চ্চনা করিতে পারে, সে মণিকর্ণিকালাভে সমর্থ হয়। যাহারা, হরিশ্চন্দ্র মহাতীর্থে পিতৃগণোদ্দেশে তর্পণ করেন, তাঁহাদিগের পিতৃগণ শতবৎসর পরিতৃপ্ত থাকিয়া বাঞ্ছিত ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। যে মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রমহাতীর্থে স্নান করিয়া হরিশ্চন্দ্রেশ্বরকে প্রণাম করে, তাহাকে কখনই সত্য হইতে স্খলিত হইতে হয় না। অতঃপর পর্ব্বতেশ্বরের সমীপে মহাপাপনাশন, মহামেরুর আবাসভূমি পর্ব্বততীর্থ বিরাজমান। যে মানব তথায় স্নান করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের অর্চ্চনাপূর্ব্বক যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ দান করে, সে সুমেরুশিখরে অবস্থান করত দিব্যভোগ সকল উপভোগ করিতে পারে। উক্ত পর্ব্বতেশ্বরের দক্ষিণাংশে কম্বলাশ্বতর নামক এক তীর্থ আছেন; ঐ তীর্থের পশ্চিমে কম্বলাশ্বতরেশ্বর নামক এক শিবলিঙ্গ অবস্থিত। মানব ঐ তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক সেই বিশুদ্ধ শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, তাহার বংশে যে ব্যক্তিই জন্মলাভ করে, সেই গানদক্ষ ও শ্রীসম্পন্ন হয়। তথায় সংসারক্লেশনাশিনী চক্রপুষ্করিণী নামে এক পুষ্করিণী আছে; যে মানব সেই পুষ্করিণীতে স্নান করে তাহাকে আর সংসারচক্রে প্রবিষ্ট হইতে হয় না। উক্ত চক্রপুষ্করিণীতীর্থ আমার প্রধান বাসস্থল। পূর্ব্বে আমি ঐ তীর্থে পরার্দ্ধপরিমিত বর্ষ ঘোরতর তপস্যা করিয়া পরমাত্মা বিশ্বনাথের দর্শন এবং অবিনশ্বর ও মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করি। সেই চক্রপুষ্করিণীই মণিকর্ণিকা নামে প্রসিদ্ধ। তথায় মণিকর্ণিকা নিজদ্রবরূপতা পরিহারপূর্ব্বক নারীরূপ ধারণ করত আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি ভক্তের মঙ্গলপ্রদ তাঁহার তাদৃশ রূপের বর্ণন করিতেছি; মানব, ছয়মাস ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করিলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে। সেই বিশালনয়না রমণীর চারি হস্ত, দক্ষিণকরে নীলকমলের মাল্য ও বামকরে পবিত্রমাতুলুঙ্গ ফল এবং ললাটে তৃতীয়নেত্র শোভা পাইতেছে। তিনি সতত করপুট সংলগ্ন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অবস্থান করিতেছেন। কুমারীরূপধারিণী সেই ললনা সর্ব্বদা দ্বাদশবর্ষীয়া এবং এক হস্তে বর প্রদান করিতেছেন। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা সেই অবলার কেশপাশ সুনীল ও সুস্নিগ্ধ; তন্মধ্যে বিকচ কেতকীকুসুম বিরাজিত। ওষ্ঠাধর প্রবাল ও মাণিক্যেরও সৌন্দর্য্যহারী, সর্ব্বশরীরে মুক্তালঙ্কার, হৃদয়ে দোদুল্যমান পরম রমণীয় পঙ্কজমালা এবং পরিধান শুভ্র বসন বিকাশ পাইতেছে। যাঁহারা মোক্ষপদের অভিলাষী,

তাঁহারা সেই নির্ব্বাণদাত্রী সৌন্দর্য্যময়ী মণিকর্ণিকার এইরূপে সতত চিন্তা করিবেন। এক্ষণে, যাহা ধ্যান করিলে মনুষ্যের অষ্টবিধ সিদ্ধি লাভ হয়, ভক্তকল্পতরু মণিকর্ণিকার সেই মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক ক্রমে সরস্বতীবীজ, ভুবনেশ্বরী বীজ, লক্ষ্মীবীজ, ও কামবীজ উচ্চারণ করিয়া পরে "মণিকর্ণিকায়ৈ নমঃ" এবং অবশেষে প্রণব উচ্চারণ করিবে। কল্পতরূপম সুখসম্পত্তিদায়ক ঐ মন্ত্র জপপ্রভাবে সাধুশীল মানবগণ, পরমপদলাভে সমর্থ হন। অপর মন্ত্র—প্রথমে প্রণব, মধ্যে "মং মণিকর্ণিকায়ৈ নমঃ" ও অন্তে পুনঃ প্রণব জপ করিতে হয়! মোক্ষাভিলাষী মানবগণের সতত ইহা জপ করা বিধেয় এবং পবিত্রতা ও শ্রদ্ধা সহকারে ঘৃতমধুশর্করাযুক্ত পদ্ম দ্বারা জপদশাংশ হোম করা কর্ত্তব্য। যে মানব, তিনলক্ষ বার এই মন্ত্র জপ করিতে পারে, দেশান্তরে মৃত্যু ঘটিলেও তৎপ্রভাবে তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। মানব, সযত্নে উল্লিখিত ধ্যানানুরূপ মণিকর্ণিকার নবরত্নান্বিত স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া অর্চ্চনা করিবে। যে সকল মানব, নিজ মোক্ষপদের অভিলাষী, তাঁহারা এবংবিধ প্রতিমা গঠন করাইয়া প্রতিদিন স্বভবনে পূজা করিবেন কিংবা সযত্নে অর্চ্চনা পূর্ব্বক মণিকর্ণিকাতে সমর্পণ করিবেন। যে ব্যক্তি, সংসারভয়ে ভীত, কাশী হইতে স্থানান্তরিত হইলেও ঐরূপ উত্তম উপায় তাঁহার অবলম্বন করা বিধেয়। যে ব্যক্তি, মণিকর্ণিকায় অবগাহনপূর্ব্বক মণিকর্ণিকেশ্বরকে অবলোকন করে, সে পুনর্ব্বার গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। পূর্ব্বে আমিই অন্তগৃহের পূর্ব্বদ্বারে মণিকর্ণিকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। মুক্তিপ্রার্থী জনগণের তথায় তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। পাশুপত নামক তীর্থ, মণিকর্ণিকার পশ্চিমাংশে অবস্থিত; সেই স্থানে উদকক্রিয়া করিয়া পশুপতীশ্বরকে অবলোকন করা মনুষ্যের উচিত কার্য্য। তথায় ভগবান্ শঙ্কর, আমাকে ও ব্রহ্মাদি অমরগণকে মায়ারূপবন্ধননাশন পাশুপত যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। জীবগণের ঐ মায়াপাশমোচনার্থ অদ্যাপি স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর লিঙ্গরূপে তথায় অবস্থিত আছেন। যে মানব, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে বিশুদ্ধভাবে যত্নের সহিত সেই স্থানে যাত্রা করত উপবাসী থাকিয়া রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক পশুপতীশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া পরদিন অমাবস্যায় পারণ করে, তাহাকে আর মায়াপাশে জড়িত হইতে হয় না। উক্ত পাশুপততীর্থের পরে রুদ্রাবাস নামক তীর্থ আছে; মানব, সেই স্থানে অবগাহন পূর্ব্বক রুদ্রাবাসেশ্বর নামক মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। রুদ্রাবাসেশ্বর মহাদেব, মণিকর্ণিকেশ্বরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত; তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে মানব নিঃসন্দেহ রুদ্রালয়ে বাস করিয়া থাকে। শ্বেতনামক তীর্থ, উক্ত রুদ্রাবাসতীর্থের দক্ষিণে বিরাজিত; সেই স্থানে সমুদয় তীর্থের অধিষ্ঠান আছে। যে ব্যক্তি, সেই শ্বেততীর্থে স্নানান্তর ভক্তি পূর্ণহৃদয়ে বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করিয়া ভক্তিভাবে বিশ্বাগৌরীর অর্চ্চনা করে, সে বিশ্বের পূজনীয় ও বিশ্বময় হইয়া থাকে। তাহার পর মুক্ততীর্থ। যে মানব তথায় স্নান করত মোক্ষেশ্বর মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, সে নিশ্চয় মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হয়। উক্ত মোক্ষেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত; যে ব্যক্তি, তাঁহাকে অবলোকন করে, তাহাকে আর সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অবিমুক্তেশ্বর তীর্থ, মুক্তিতীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত; যে নর সেই তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক অবিমুক্তেশ্বর মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে পারে, সে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তাহার পর তারকতীর্থ, যে তীর্থে স্বয়ং বিশ্বনাথ, মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণকুহরে অমৃতময় তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন। যে মানব, তথায় স্নান করিয়া তারকেশ্বরকে অবলোকন করে, সে স্বয়ং ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং নিজ পিতৃগণকেও তারণ করে। স্কন্দতীর্থ, উক্ত

তারকতীর্থের সন্নিকটবর্ত্তী; যে মানব, সেই তীর্থে স্নান করত কার্ত্তিকেয়কে অবলোকন করে, সে আর ষট্‌কোশযুক্ত দেহধারণ করে না। তারকেশ্বরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত কার্ত্তিকেয়কে অবলোকন করিলে মানব কার্ত্তিকেয়লোকে বাস করিতে পারে। তাহার পর বিশুদ্ধ ঢুণ্ঢিতীর্থ; যে ব্যক্তি তথায় অবগাহনপূর্ব্বক ঢুণ্ঢিরাজ গজাননকে স্তব করে, তাঁহাকে আর কোন প্রকার বিঘ্নই আক্রমণ করিতে পারে না। উক্ত ঢুণ্ঢিতীর্থের দক্ষিণাংশে অতুলনীয় ভবানীতীর্থ; সেই স্থানে স্নান করিয়া ভবানীকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক পুনরায় বসন, ভূষণ, রত্ন বিবিধ নৈবেদ্য, কুসুম, ধূপ ও দীপমালা দ্বারা ভবানী ও মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। যে মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাশীধামে ভবানী ও ভবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সচরাচর ত্রিভুবনই তৎকর্তৃক অর্চ্চিত হয়। যে ব্যক্তি, চৈত্রশুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে ভবানীর মহাযাত্রা করিয়া অষ্টোত্তর শতবার দেবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার সমুদয় আশ্রম ও অরণ্যসমন্বিতা সসাগরা সপ্তদ্বীপা বসুধা প্রদক্ষিণ করা হয়। মনুষ্যগণ সন্তুষ্টহৃদয়ে প্রতিদিন তথায় আটবার প্রদক্ষিণ এবং সর্ব্বদা সযত্নে শঙ্করের সহিত ভবানীকে নমস্কার করিবে। ভবানী সর্ব্বদা ভক্তবৃন্দের মনোরথ সফল করিয়া থাকেন ও কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন, এই হেতু যাহারা কাশীবাসী, সর্ব্বদা তাহাদিগের তাঁহাকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। তিনি, কাশীবাসীদিগের নিয়ত মঙ্গলসাধন করেন, এ নিমিত্ত তাঁহাকে সতত সেবা করা তাহাদিগের উচিত। উক্ত কাশীধামে যখন স্বয়ং শঙ্করগেহিনী শঙ্করী ভিক্ষাপ্রদান করেন, তখন ভিক্ষুক মোক্ষাভিলাষী হইলেও সর্ব্বদা ভিক্ষা করিবেন। কাশীধামে স্বয়ং ভগবান শঙ্কর, গার্হস্থ্যধর্ম্মে অবস্থিত এবং তদীয় অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী শঙ্করী, কাশীবাসীদিগকে মোক্ষরূপ ভিক্ষা দান করিতেছেন। কাশীবাসীদিগের কিছু দুর্লভ হয়, ভবানীকে অর্চ্চনা করিতে পারিলে তিনিই তাহা সুলভ করিয়া দিয়া থাকেন। যে মানব, চৈত্রমাসীয় মহাষ্টমী তিথিতে সংযত থাকিয়া রজনীজাগরণপূর্ব্বক প্রাতঃকালে ভবানীকে অর্চ্চনা করে, তাহার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। শুক্রেশ্বরের পশ্চিমাংশে বিরাজমানা ভবানীকে অবলোকন করিলে নিঃসন্দেহ সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সতত কাশীধামে বাস উত্তরবাহিনী ভাগীরথীতে অবগাহন এবং হরপার্ব্বতীর সেবা করিলে ঐহিক সমুদয় সুখভোগ ও অন্তে মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে; কি শয়ন, কি জাগরণ, কি গমন, কি অবস্থান, সকল অবস্থাতেই কাশীবাসী মানবগণ সুখলাভার্থ এই মন্ত্র জপ করিবে, "হে মাতঃ ভবানি! আমি যেন আপনার পাদপদ্মের ধূলি হই; হে মাতঃ ভবানি! আমি যেন আপনার সেবকগণের মধ্যে প্রধান হই; হে মাতঃ ভবানি! পুনর্ব্বার যেন আমাকে সংসারক্লেশ পাইতে হয় না, সততই যেন আপনার সেবা করিতে পারি।" ভবানী তীর্থের অনতিদূরে ঈশানতীর্থ; তথায় স্নান করিয়া ঈশানেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে পারিলে পুনরায় জন্ম হয় না। ঐ স্থলেই জ্ঞান তীর্থ অবস্থিত, যাহা সর্ব্বদা মানবগণকে জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা সেই তীর্থে স্নানানন্তর জ্ঞানবাপীর নিকটস্থ জ্ঞানেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের জ্ঞান মৃত্যুকালেও বিনষ্ট হয় না। ঐ স্থানেই নিরতিশয় সমৃদ্ধিপ্রকাশক শৈলাদিতীর্থ বিরাজমান; যে ব্যক্তি সেই তীর্থে শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সমাধানান্তে যথাসাধ্য দান করিয়া জ্ঞানবাপীর উত্তরভাগস্থ শৈলাদীশ্বর মহেশ্বরকে অবলোকন করে, সে নিঃসন্দেহ মহাদেবের অনুচররূপে পরিণত হয়। নন্দীতীর্থের দক্ষিণে বিষ্ণুতীর্থ অবস্থিত; ঐ স্থান আমার পরমপ্রিয়। যে মানব তথায় পিণ্ডদান করে, সে পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুতীর্থে স্নান করতঃ বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ আমাকে সন্দর্শন করিলে, বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করে। শয়ন ও উত্থান একাদশীতে উপবাসী

থাকিয়া মদীয় মূর্ত্তির সন্নিকটে রাত্রিজাগরণ করত পর দিবস প্রাতঃকালে যে ভক্তিভাবে আমাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া স্বর্ণ, গো ও ভূমি দান করে, তাহার পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্ম হয় না। বুদ্ধিশালী যে মানব অর্থবিষয়ে শঠতা না করিয়া, বিষ্ণু তীর্থে ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারে, মদীয় আদেশে সেই ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে ব্রতের ফলভাগী হয়। মদীয় তীর্থের উত্তরাংশে মঙ্গলপ্রদ পৈতামহ তীর্থ, যে ব্যক্তি সেই স্থানে শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক ব্রহ্মনালের উপরিস্থিত পিতামহেশ্বর নামক মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করে, তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় তীর্থের নিকটে যে কিছু সৎ বা অসৎ কার্য্য করা যায়, তাহাই অক্ষয় হয়, এ নিমিত্ত তথায় কেবল সৎ কার্য্য করাই বিধেয়। মুনিবর! এইস্থলে যৎসামান্য সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করিলে প্রলয়েও তাহার ক্ষয় হয় না। এই তীর্থ ভূমণ্ডলের নাভিস্বরূপ বলিয়া সকলে ইহাকে নাভিতীর্থ বলিয়া থাকেন। কেবল ভূমণ্ডলের কেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডেরই নাভিস্বরূপ। ইহাকেই সকলে মণিকর্ণিকেয়ী নাভি বলে; সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই এই স্থানে সমুদ্ভূত ও বিলয় প্রাপ্ত হয়। ত্রিজগন্মধ্যে ব্রহ্মনাল অতি প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য; যে মানব সেই তীর্থসঙ্গমে স্নান করিতে পারে, তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহাদের সামান্য অস্থিও ব্রহ্মনাল মধ্যে পতিত হয়, তাহাদিগকে আর ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিতে হয় না। উক্ত ব্রহ্মনালের দক্ষিণাংশে ভাগীরথতীর্থ বিরাজমান; যে ব্যক্তি, তথায় স্নান করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাপাতকও সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইয়া থাকে; স্বর্গদ্বারের নিকটস্থ ভাগীরথীশ্বর শঙ্করকে অবলোকন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতকের পুরশ্চরণ করা হয়। পূর্ব্বপুরুষ সকল, অধোগামী হইলে তাহাদিগের উদ্দেশে ভাগীরথতীর্থে জলাঞ্জলিদান করিবে এবং সেই স্থানে যথাবিধি শ্রাদ্ধকার্য্য-সমাধানান্তে দ্বিজগণকে ভোজন করাইতে পারিলে, তাহার পিতৃগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত ভাগীরথতীর্থের দক্ষিণে খুরকর্ত্তরি নামে তীর্থ বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে গোলোকধাম হইতে গোগণ ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়া খুরনিকরে সেই ভূভাগ খনন করায় তাহার নাম খুরকর্ত্তরি হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে স্নানানন্তর পিতৃগণোদ্দেশে পিণ্ড ও জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক খুরকর্ত্তরীশ্বর নামক ভবানীপতিকে সন্দর্শন করে, তাহার গোলোকধামে বাস হয় এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে আর কখন গোলোক হইতে পতিত হয় না। ঐ তীর্থের দক্ষিণভাগে মার্কণ্ডেয় নামে এক পাপবিনাশন প্রধান তীর্থ আছে। তথায় শ্রাদ্ধাদিকার্য্য-সম্পাদনান্তে মার্কণ্ডেয়েশ্বর নামক মহাদেবকে অবলোকন করিলে মনুষ্যের দীর্ঘজীবন ও বিমল যশ লাভ হয় এবং ব্রহ্মতেজ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার পর মহাপাপহারা বশিষ্ঠ নামক এক প্রধান তীর্থ আছে, যে মানব তথায় পিতৃগণকে জলদানে পরিতৃপ্ত করত বশিষ্ঠেশ্বর নামে মহেশ্বরকে সন্দর্শন করে, সে ত্রিজন্মোপার্জ্জিত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন হইয়া বশিষ্ঠলোকে অবস্থান করে! তথায় অরুন্ধতী নামে তীর্থ বিরাজমান; ঐ তীর্থ রমণীগণের সৌভাগ্যপ্রদ। যে সকল ললনা পতিপরায়ণা, তাহাদিগের তথায় স্নান করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে অরুন্ধতীর মাহাত্ম্যবলে মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যভিচারদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে নর, মার্কেণ্ডেয়েশ্বরের পূর্ব্বভাগস্থিত বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেবের অর্চ্চনা করে, তাহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়। যে রমণী তথায় বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে, তাহার কখন বৈধব্য ঘটে না এবং পুরুষ পূজা করিলে তাহাকে কখন স্ত্রীবিয়োগযন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না! উক্ত বশিষ্ঠতীর্থের দক্ষিণে নর্ম্মদা তীর্থ যে ব্যক্তি তথায় শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপনান্তে নর্ম্মদেশ্বর নামক মহেশ্বরকে অবলোকন

এবং মহাদান প্রদান করিতে পারে, তাহাকে কখনই লক্ষ্মীবিহীন হইতে হয় না। তাহার পর ত্রিসন্ধ্যেশ্বর নামক মহাদেবের পূর্ব্বাংশে ত্রিসন্ধ্য নামে এক তীর্থ আছে। সেই তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দন করিলে মনুষ্যকে সন্ধ্যাবন্দনের সময়াতিপাত জন্য পাতকে পতিত হইতে হয় না। যে ব্রাহ্মণ তথায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ত্রিকালীন ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করত ত্রিসন্ধ্যেশ্বরকে সন্দর্শন করেন; তিনি তিন বেদ পাঠে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাহার পর যোগিনী তীর্থ; সেই তীর্থে স্নানানন্তর যোগিনীশ্বর মহাদেবকে অবলোকন করিলে যোগসিদ্ধি লাভ হয়। তথায় অগস্ত্যতীর্থ বিরাজমান; ঐ তীর্থ জীবগণের কলুষরাশি নাশ করিয়া থাকেন। যে মানব, তথায় স্নান করত অগস্ত্যেশ্বরকে অবলোকনপূর্ব্বক অগস্ত্যকুণ্ডে পিতৃগণ উদ্দেশে তর্পণ করিয়া অগস্ত্য ও লোপামুদ্রাকে প্রণাম করে, সে সমুদায় পাপ ও ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পিতৃগণের সহিত শিবলোকে অধিষ্ঠান করে। হে তপোধন! ঐ তীর্থের দক্ষিণভাগে সর্ব্বপাপনাশক অতি পবিত্র গঙ্গাকেশব তীর্থ; সেই স্থানে ঐ গঙ্গাকেশব নামে এক মদীয় মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছে। যে নর, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে, তাহার মদীয় লোকে বাস হয়। উক্ত তীর্থে শক্তি অনুসারে দান ও পিতৃগণ উদ্দেশে পিণ্ডনির্ব্বাপণ করিলে তাঁহাদিগের শতবর্ষব্যাপী সন্তোষ হইয়া থাকে। আমি তোমার নিকট এই মণিকর্ণিকার বৃহৎ পরিমাণ বর্ণন করিলাম। সর্ব্ববিঘ্নহর সীমাবিনায়কের দক্ষিণাংশে এবং বৈরোচনেশ্বরের পূর্ব্বাংশে বৈকুণ্ঠমাধব নামে আমি বিরাজ করিতেছি। ঐ স্থানে আমার অর্চ্চনা করিলে, বৈকুণ্ঠধামে অর্চ্চনায় যেরূপ ফললাভ হয়, মানব তাদৃশ ফলভাগী হইয়া থাকে। মুনিবর! বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বভাগে আমি বীরমাধব নামে অবস্থান করিতেছি; যে ব্যক্তি সংযত হইয়া ঐ স্থানে আমাকে পূজা করে, সে আর কালের কঠোর যন্ত্রণা উপভোগ করে না। আমি কালমাধব নামে কালভৈরবের সন্নিধানে বিরাজমান রহিয়াছি; যে মানব ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তথায় আমার অর্চ্চনা করে, তাহাকে কাল বা কলি কেহই আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। অগ্রহায়ণমাসীয় শুক্লপক্ষের একাদশীতে যে ব্যক্তি তথায় উপবাসী থাকিয়া জাগ্রতভাবে রজনীযাপন করে, তাহার আর কৃতান্তের মুখ দর্শন করিতে হয় না। আমি নির্ব্বাণনরসিংহ নামে পুলস্ত্যেশ্বর নামক মহেশ্বরের দক্ষিণাংশে অবস্থান করিতেছি; যে ভক্ত মদীয় সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম মাত্র করিয়া থাকে, সে নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে তপোধন! আমি ওঙ্কারেশ্বর মহাদেবের পূর্ব্বদিকে মহাবলনৃসিংহ নামে বিরাজমান আছি। তথায় আমার অর্চ্চনা করিলে নর, কখনই ভীমপরাক্রান্ত যমকিঙ্করদিগকে অবলোকন করে না। আমি, চণ্ডভৈরবের পূর্ব্বাংশে প্রচণ্ডনরসিংহ নামে অধিষ্ঠিত আছি; ঘোরপাতকী মনুষ্যও যদি সেই স্থানে আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহারও সমস্ত পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। আমি, দেহলীবিনায়কের পূর্ব্বাংশে ভক্তজনের পাপনাশন গিরিনৃসিংহ নামে অবস্থিত আছি এবং পিতামহেশ্বরের পৃষ্ঠভাগে মহাভয়হর নৃসিংহ নামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তবৃন্দের ভয়ভঞ্জন করিতেছি। হে মুনিবর! আমি, কলসেশ্বর নামক মহেশ্বরের পশ্চিমাংশে অত্যুগ্রনৃসিংহ নামে বিরাজমান রহিয়াছি; যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে তথায় আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহার ভীষণ পাপপুঞ্জও বিলীন হয়। আমি, জ্বালামুখীর সমীপে জ্বালামালী নরসিংহ নামে অধিষ্ঠিত আছি; সেই স্থানে যে মানব আমার অর্চ্চনা করে, তদীয় কলুষরূপ তৃণপুঞ্জকে আমি ভস্মীভূত করিয়া থাকি। যে স্থানে কঙ্কালভৈরব সতর্কতা সহকারে অবস্থিত থাকিয়া কাশীধাম রক্ষা করিতেছেন, সেই স্থানে কোলাহলনৃসিংহ নামে আমি বিরাজমান আছি। মদীয় নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্রে সমু-

দগ্ধ পাতক কোলাহল করে বলিয়া সেইস্থলে আমার ঐরূপ সংজ্ঞা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তথায় আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহার কখন কোনরূপ উপসর্গ ঘটে না। আমি নীলকণ্ঠেশ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে বিটঙ্কনরসিংহ নামে অবস্থিতি করিতেছি; যে মানব, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেইস্থানে আমাকে অর্চ্চনা করে, সে ভয়শূন্য হয়। আমি অনন্তবামন নাম গ্রহণ করিয়া অনন্তেশ্বর নামক মহেশ্বরের সন্নিধানে বাস করিতেছি; সেইস্থানে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে অর্চ্চনাকারীর পাপপুঞ্জ অনন্ত হইলেও আমি বিদূরিত করিয়া দিই। আমি, বামন নামে অবস্থিতি করত ভক্তবৃন্দকে দধিভক্ত প্রদান করিয়া থাকি; আমার ঐ নাম স্মরণ করিলেও মনুষ্য কখন দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করে না। আমি, ত্রিবিক্রম নাম ধারণ করিয়া ত্রিলোচনের উত্তরাংশে অবস্থিতি করিতেছি; যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আমার ঐ রূপের পূজা করে, আমি তাহাকে প্রভূত বিত্ত প্রদান এবং তদীয় পাপ সকল অপহরণ করিয়া থাকি। আমি বলিবামন নামে বলিভদ্রেশ্বরের পূর্ব্বাংশে অধিষ্ঠান করিতেছি; পূর্ব্বে বলি কর্ত্তৃক তথায় আমি পূজিত হই। যে সকল ভক্ত উক্ত স্থানে আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহারা বলশালী হয়। আমি তাম্রদ্বীপ হইতে আগমনপূর্ব্বক কাশীধামে ভবতীর্থের দক্ষিণদিকে তাম্রবরাহ নামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তের মনোভীষ্টসিদ্ধি করিতেছি। হে তপোনিধান! আমি ধরণিবরাহ নাম গ্রহণ করিয়া প্রয়াগেশ্বরের সন্নিধানে অবস্থিত আছি; যে ব্যক্তি তত্রস্থ বরাহতীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক বরাহরূপধারী আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া, নানাপ্রকারে আমাকে অর্চ্চনা করে, তাহাকে আর নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে হয় না এবং ঐ স্থানে যে মানব, সামান্য অন্নও দান করিতে পারে, সে সমস্ত ধরণীদানের ফলভাগী হয়। যে মানব, আমাতে ভক্তিরূপ ভেলা লাভ করিতে পারে, ভয়ঙ্কর পাপরূপ পারাবারে পতিত হইলেও তাহাকে প্রলয়কালেও তাহাতে নিমগ্ন হইতে হয় না। আমি কোকাবরাহ নামে বরাহেশ্বরের সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেছি; ঐস্থানে যে ব্যক্তি আমার পূজা করে, তাহার অভীষ্টফল লাভ হইয়া থাকে। পঞ্চশত সংখ্যক আমার নারায়ণমূর্ত্তি আছে এবং জলশবরীমূর্ত্তি শত, কমঠমূর্ত্তি ত্রিংশৎ, মৎস্যমূর্ত্তি বিংশতি, গোপালমূর্ত্তি অষ্টোত্তর শত, বুদ্ধমূর্ত্তি সহস্র, পরশুরামমূর্ত্তি ত্রিংশৎ ও এক শত রাম মূর্ত্তি অবস্থিত। মুক্তিমণ্ডপ মধ্যে বিষ্ণুরূপে আমার অধিষ্ঠান আছে; হে মুনে! স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া ঐস্থানে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং মদীয় ষষ্টিলক্ষ অনুচরগণ বিষ্ণুরূপে গদা ও চক্র ধারণ করত এই ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া ইহার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। এই সকল বিবরণ কর্ণগোচর করিয়া অগ্নিবিন্দু অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন এবং পুনরায় ভগবান্ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! ভবদীয় ভক্তবৃন্দের হিতার্থ এবং আমারও সংশয়চ্ছেদনার্থ প্রকাশ করিয়া বলুন, আপনার কত প্রকার মূর্ত্তি আছে ও কি প্রকারেই বা সেই সমুদয় বিদিত হইতে পারা যায়? ভগবান্ নারায়ণ, তপোধন অগ্নিবিন্দুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুক্রমে নিজ কেশবাদি মূর্ত্তির বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, হে প্রজ্ঞাশালিন্ অগ্নিবিন্দো! যথাক্রমে প্রথম দক্ষিণ বাহু হইতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মসুশোভিত মদীয় যে মূর্ত্তি তাহা কৈশবী মূর্ত্তি জানিও; যে মানব সেই মূর্ত্তির পূজা করে, সে বাঞ্ছিত অর্থ লাভ করিয়া থাকে। যে মূর্ত্তি প্রথম দক্ষিণবাহু হইতে ক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র বিমণ্ডিত, তাহা মধুসূদন মূর্ত্তি; ঐ মূর্ত্তি অর্চ্চিত হইলে মনুষ্যের শত্রুনিপাত করিয়া থাকে। যে মূর্ত্তি অনুক্রমে আদি দক্ষিণবাহু হইতে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাবিভূষিত, তাহা সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি; যে মানব ঐ মূর্ত্তির পূজা করে, সে আর কখন জন্মগ্রহণ করে

না। আদি দক্ষিণবাহু হইতে ক্রমে যে মূর্ত্তি শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম-সুশোভিত, সেই মূর্ত্তির নাম দামোদরমূর্ত্তি; যে নর, তাহাকে অর্চ্চনা করে, সে প্রভূত ধন-ধান্য, পুত্র, গো-লাভ করিয়া থাকে। যে মূর্ত্তিতে আদি দক্ষিণহস্ত হইতে ক্রমে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা বিরাজ করিতেছে; উহা আমার বামনমূর্ত্তি; যে ব্যক্তি, নিজভবনে ঐ মূর্ত্তি রক্ষা করে, সে সম্পত্তিশালী হইয়া থাকে। আমার যে মূর্ত্তিতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও সুন্দর সুদর্শন শোভা পাইতেছে, তাহা প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি; যে মানব ঐ মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে, সে প্রভূত ধনের অধিকারী হয়। আর বিষ্ণু প্রভৃতি মদীয় ছয় মূর্ত্তি আছে, ঐ ছয় মূর্ত্তি সৃষ্টি অনুসারে ঊর্দ্ধ বামবাহু হইতে শঙ্খ প্রভৃতি ভূষণভেদে সুশোভিত; যাহাদের নামমাত্র স্মরণ করিতে পারিলে পাপপুঞ্জ বিগত হইয়া থাকে। বিষ্ণুমূর্ত্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজিত; লক্ষ্মীলাভার্থী মানব ঐ মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে। শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রধারী মাধবমূর্ত্তি; ঐ মূর্ত্তি অর্চ্চিত হইলে মানব নিরতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া থাকে। যাহা শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাধারী, উহা অনিরুদ্ধমূর্ত্তি; যে সকল মানব, সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা করে, তাহারা সেই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে। যাহা শঙ্খ, গদা চক্র ও পদ্ম শোভিত, উহা আমার পুরুষোত্তম মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তিতে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা বিরাজমান, উহা অধোক্ষজ মূর্ত্তি; যে ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তি অর্চ্চনা করে, আমি তাহার ভবযন্ত্রণা দূর করিয়া দিই। আমার যে মূর্ত্তিতে ক্রমে শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র বিরাজ করিতেছে, তাহার নাম জনার্দ্দন মূর্ত্তি এবং অধো বামবাহু হইতে শঙ্খাদিভেদে মদীয় গোবিন্দাদি ছয় মূর্ত্তি বিরাজমান আছে। উক্ত গোবিন্দ মূর্ত্তি, বাহুচতুষ্টয়ে অনুক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিতেছেন। ত্রিবিক্রম নামক মূর্ত্তিতে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র শোভা পাইতেছে; ঐশ্বর্য্যাভিলাষী মানবগণ ঐ মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে। যে মূর্ত্তি ক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাধারী, উহা শ্রীধরমূর্ত্তি। মদীয় হৃষীকেশ মূর্ত্তিতে পূর্ব্বানুক্রমে হস্তে শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম সুশোভিত। যে মূর্ত্তির নাম নৃসিংহ তাঁহার বাহুতে ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা আছে। যে মূর্ত্তির নাম অচ্যুত, তিনি ক্রমে শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র ধারণ করিয়া আছেন। আর ক্রমানুরূপে অধো দক্ষিণবাহু হইতে শঙ্খাদি ধারণ ক্রমে বাসুদেবাদি ছয় মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে যে মূর্ত্তির নাম বাসুদেব, তাঁহার হস্তে ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান। মানবগণ, মদীয় নারায়ণমূর্ত্তিকে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রধররূপী চিন্তা করিবে। হে মুনে! আমার পদ্মনাভমূর্ত্তি ক্রমে শঙ্খ, পদ্ম চক্র ও গদা ধারণ করিতেছেন, জানিও। আমার যে মূর্ত্তির নাম উপেন্দ্র, তিনি নিরন্তর শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্মধারী। আমার যে হরিমূর্ত্তি, তাঁহার বাহুতে ক্রমে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা বিরাজ করিতেছে, যাহারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। যাহার নাম কৃষ্ণমূর্ত্তি, তাঁহার বাহুচতুষ্টয়ে অনুক্রমে শঙ্খ, গদা, পদ্ম এবং চক্র অবস্থিত। হে মুনিবর! মদীয় মূর্ত্তি সকলের এই সমস্ত বিভিন্নতা বর্ণন করিলাম। মানব ইহা জানিতে পারিলে নিঃসন্দেহ ভক্তি ও মুক্তিলাভে সক্ষম হয়। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু, মুনিবর অগ্নিবিন্দুকে এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে, যাঁহার পক্ষদ্বয়ের পরিচালনেই বিপক্ষকুল দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেই খগরাজ বৈনতেয় সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক ভগবানকে প্রণাম করিয়া মহোল্লাসে মহেশ্বরের ত্বরায় আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ তৎশ্রবণে উল্লাসিত হইয়া বলিলেন, "কোথায় মহেশ্বর?" তাহা শুনিয়া গরুড় বলিলেন, দেখুন, ঐ মহাবৃষধ্বজ আগমন করিতেছেন, সমুদয় গগনমণ্ডল, যাঁহার ধ্বজস্থিত রত্নরাজির কিরণমালায় উদ্ভাসিত হইতেছে। অতঃপর কমলাক্ষ কেশব, ভগবান্ শঙ্করের বৃষধ্বজসমন্বিত স্যন্দন সন্দর্শন করিলেন, যদ্দর্শনে জীবগণ, নয়নলাভের সাফল্য

জ্ঞান করিয়া থাকে। কোটিসূর্য্যসমপ্রভ সেই রথের কিরণমালায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে দেবগণের বিমান সকল পরিবেষ্টিত থাকায় তদ্দ্বারা গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই রথ হইতে মহাবাদ্যধ্বনি নির্গত হইয়া গিরিগুহা সকল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। বিদ্যাধরীগণ সতত উহার উপর অসংখ্য পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করায় ঐ রথের সৌগন্ধ্যে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে। তখন শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ নারায়ণ, দূর হইতে প্রণতিপুরঃসর হর্ষোৎফুল্ল হইয়া অভ্যুত্থান করিতে বাসনা করিয়া অগ্নিবিন্দুকে কহিলেন, তুমি দক্ষিণহস্ত দ্বারা এই সুদর্শন স্পর্শ কর। তৎশ্রবণে অগ্নিবিন্দু সুদর্শনচক্র স্পর্শ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গোবিন্দের কৃপাবলে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, কার্ত্তিকেয় বলিলেন, হে কুম্ভযোনে! পরে সেই মুনিবর অগ্নিবিন্দু, বিন্দুমাধবের সেবাহেতু তেজোময় কলেবর ধারণ করত কৌস্তুভশোভিত জ্যোতির্ম্ময় শরীরে মিশ্রিত হইলেন। হে কলসযোনে! যাহাদিগের চিত্ত বিন্দুমাধবের পাদপঙ্কজে মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারাই তাঁহার সারূপ্যলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি কাশীধামে বাস, সর্ব্বদা বিন্দুমাধবকে অবলোকন এবং এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে নিঃসন্দেহ সংসার জয় করিয়া থাকে। পঞ্চনদের উদ্ভব ও বিন্দুমাধবের বিবরণ অতি বিশুদ্ধ; সুতরাং এই সকল ও পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে অবস্থান সুকৃতিমান্ জনেরই ঘটিয়া থাকে। যে মানব, বিন্দুমাধবের সম্মুখস্থ হইয়া অগ্নিবিন্দুবিরচিত এই স্তুতি পাঠ করে, সে ঐহিক সমুদয় ঐশ্বর্য্য ভোগ করত পরিণামে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের ভোজন-সময়ে তাঁহাদের সন্তোষার্থ এই বিশুদ্ধ উপাখ্যান পাঠ করা বিধেয়। পর্ব্বদিবসে পবিত্র পঞ্চনদতীর্থে অতি যত্নের সহিত ঐ উপাখ্যান পাঠ করিলে পুণ্যশ্রী পরিবর্দ্ধিত হয়। যে মানব, বিন্দুমাধবের উৎপত্তিবিবরণ সযত্নে পাঠ এবং নিরতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুতি-গোচর করে, সে নিশ্চয় ভক্তি ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে এবং একাদশী তিথিতে রজনী জাগরণপূর্ব্বক যে ব্যক্তি, এই নির্ম্মল উপাখ্যান কর্ণগোচর করে, তাহার বৈকুণ্ঠধামে বাস হয়।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

শিবের কাশীপ্রবেশ ও কাপিলতীর্থ বিবরণ।

অগস্ত্য বলিলেন, হে স্কন্দ! ভবৎকথিত বিন্দুমাধবোপাখ্যান অতীব মনোহর। তোমার বদননির্গত বচনাবলী শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির সীমা হইতেছে না; যতই শ্রবণ করিতেছি, ততই শ্রবণপিপাসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। সম্প্রতি আমি, তোমার মুখে ভগবান শঙ্করের কাশীধামে সমাগমবিষয়িণী বার্ত্তা কর্ণগোচর করিতে উৎসুক হইতেছি; হে ষড়ানন! খগরাজসন্নিধানে দিবোদাসের তৎকালীন ব্যবহার ও ভগবান বিষ্ণুর মায়াজাল শ্রবণ করিয়া শঙ্কর, হৃষীকেশকে কি প্রকার বলিয়াছিলেন? কোন কোন ব্যক্তিই বা মহেশ্বরের সহিত মন্দরাদ্রি হইতে বারাণসীতে উপস্থিত হন? ভগবান প্রজাপতি, তাদৃশ লজ্জিত থাকিয়া কিরূপেই বা শঙ্করের সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করেন? ভগবান্ শঙ্কর তখন প্রজাপতিকে কিপ্রকার কহিয়াছিলেন? ভগবান্ ভাস্কর, কিরূপ বাক্যে শঙ্করের নিকট স্বীয়াপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন? যোগিনীরাই বা কিরূপ করিয়াছিলেন এবং ব্রীড়াবনত প্রমথগণই বা কি প্রকার বলিলেন? হে কার্ত্তিকেয়! আমার নিকট এই সমস্ত বিবরণ বর্ণন কর। শঙ্করাত্মজ ভগবান্ ষড়ানন, কুম্ভযোনি অগস্ত্যের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত ভক্তি সহকারে ভক্তাভীষ্টপ্রদ ভব ও ভবানীকে প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন, হে মুনে! যাহা, সমুদয় পাপ ও বিঘ্নরাশিকে বিনাশ করিয়া থাকে, আমি সেই সর্ব্বকল্যাণসম্পাদিনী কথা

বর্ণন করিতেছি, স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। তৎপরে দানবারি ভগবান্ মধুসূদন, শঙ্করের সমাগম বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া সানন্দহৃদয়ে শিবাগমনবার্ত্তাবহ খগপতি গরুড়কে যথোচিত পুরস্কার করিলেন এবং প্রজাপতিকে অগ্রসর করত কাশীধামের প্রান্ত হইতে ভগবান্ শঙ্করকে অভ্যুত্থান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ, যোগিনীগণ কর্তৃক গম্যমান এবং আদিত্যদেব, গণপতি ও গণগণের সহিত মিলিত হইয়া, তথায় কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করত দূরদেশ হইতে দেবাধিদেব শঙ্করকে নিরীক্ষণ করিয়া ত্বরায় গরুড় বাহন হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন এবং বৃদ্ধ প্রজাপতিকে স্বকীয় অংসদেশ অবনত করত প্রণিপাতপ্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং শঙ্করই নম্রতা সহকারে বিনীতবচনে নিষেধ করিলেন। পরে প্রজাপতি, হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া স্বস্তিবাচনপুরঃসর সলিলসিক্ত অক্ষত দ্বারা রুদ্রসূক্ত পাঠ করত আমন্ত্রণ করিলেন। গজানন, বিনয়সহকারে ত্বরায় মস্তক বিলুণ্ঠিত করত শঙ্করের চরণযুগলে প্রণিপাত করিলেন! পরে দেবাধিদেব শঙ্কর সানন্দহৃদয়ে গণপতিকে উত্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক চুম্বন ও আলিঙ্গন করত স্বীয় আসনে উপবেশিত করিলেন। অতঃপর নন্দী প্রভৃতি প্রমথগণও ভক্তিসহকারে তাহাকে প্রণিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। যোগিনীগণ, নমস্কার পুরঃসর, পরম বিশুদ্ধস্বরে মঙ্গল গানে প্রবৃত্ত হইল এবং ভগবান্ আদিত্যদেবও নিরতিশয় ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিলেন। পরে ভগবান চন্দ্রশেখর অতি সমাদরে নারায়ণকে স্বীয় সিংহাসনসন্নিধানে বামদিকে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর স্বীয় দক্ষিণভাগে আসন সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রজাপতিকে উপবিষ্ট করাইয়া প্রসন্নভাবে নেত্রপাত করত প্রমথগণের সন্তোষ সাধন করিলেন এবং মস্তক সঞ্চালন করত সমীপস্থ যোগিনীদিগকে সম্যক্ সম্মানিত করিয়া ভুজভঙ্গি দ্বারা আদিত্যদেবকে উপবেশন করিতে আদেশ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে ভগবান্ ব্রহ্মা, কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রভুপ্রাপ্ত চন্দ্রশেখরকে সবিনয় সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন, হে ভগবন্ গিরিজাপতে! দেবদেবেশ! আমি যে কাশীধামে আগমন করিয়া ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত হই নাই, আমার এই গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। হে চন্দ্রভূষণ! জরাগ্রস্ত কোন্ ব্যক্তি কোনরূপ কার্য্যে সক্ষম হইয়াও প্রসঙ্গাধীন কাশীধামে আগমন করিয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় প্রতিগমন করিতে পারে? আর এক কথা, আমি, প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মণত্ব হেতু কোনরূপ অনিষ্ট করিতেই সক্ষম হই না, কিংবা অনিষ্ট সম্পাদনে সক্ষম হইলেও সহসা তাদৃশ পরম সুকৃতিমান্ ভূপতির অনিষ্টসাধনে কে পারগ হইবে? যদিচ সমস্ত বিষয়ে আমার প্রভুত্ব আছে বটে, কিন্তু তথাপি, আমার সকলের প্রতি এইরূপ আদেশ আছে যে, নিরপরাধে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির উপর কাহারও কোনরূপ অত্যাচার করা কর্ত্তব্য নহে। এই বিশ্বসংসারে এমত কে আছে যে, নিরালম্বভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠাতা কাশীপাল দিবোদাসের উপর অণুমাত্রও অহিতবুদ্ধি করিতে সমর্থ হয়? পরম জ্ঞানী পঞ্চানন, ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে "হে ব্রহ্মন্! সমস্তই আমার পরিজ্ঞাত আছে" এই বলিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, ব্রহ্মন্। পূর্ব্ব হইতেই তোমার কোন দোষ নাই, তাহাতে আবার এই কাশীধামে তুমি দশবার অশ্বমেধ যাগ সম্পন্ন করিয়াছ। হে প্রজাপতে! আবার এক পরমহিতকর মদীয় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। এজন্য ভাবিয়া দেখ, কি কারণ এবংবিধ বৈধকার্য্যকলাপ করিয়াও তোমার অন্তঃকরণ মধ্যে এরূপ আত্মাপরাধ সম্ভাবিত হইতেছে? তবে ইহা কি অযথার্থ যে, সর্ব্বপ্রকার অপরাধের আশ্রয় হইয়াও যে ব্যক্তি যে কোন স্থলে একটী মাত্রও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহার সমস্ত দোষ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়। যে ব্যক্তি সহস্র প্রকারে দোষী হইলেও ব্রাহ্মণকে দোষী বলিয়া বোধ করে, অল্পদিবসের মধ্যেই তদীয় সমস্ত

সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভগবান্ শঙ্করের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন প্রত্যুত্তর শ্রবণে চতুর্দ্দিকে যোগিনীগণ ও প্রমথগণ পরম আনন্দসহকারে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। তখন সর্ব্বজ্ঞ আদিত্যদেবও অবসর পাইয়া, সেই প্রফুল্লাস্য গিরিজানাথকে কহিলেন, হে প্রভো! আমি মন্দরাদ্রি হইতে আগমন পূর্ব্বক সাধ্যানুরূপে বহুবিধ ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়াও, তাদৃশ স্বধর্ম্মপরায়ণ ভূপতি দিবোদাস যাহাতে রাজ্যভ্রষ্ট হয়, এরূপ কোন কর্ম্মই করিতে পারি নাই। পরে আপনি এস্থানে নিশ্চিত আসিবেন বিবেচনায় সেই পর্য্যন্ত এস্থানে বাস করিতেছি এবং হে প্রভো! ভবদীয় শুভাগমন অপেক্ষা করিয়া নানা মূর্ত্তি ধারণ করত আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছি। হে মহেশ্বর! এতদিন আমার যে আশাতরু, আপনার প্রতি ভক্তিরূপ সলিলে সিক্ত হইয়াছে এবং ভবদীয় ধ্যানরূপ কুসুমে শোভমান হইতেছিল, আজ তাহা আপনার শ্রীচরণ দর্শনে ফলবান হইল। আদিত্যলোচন ভগবান সোমশেখর আদিত্যদেবের তাদৃশ বিনয়পূর্ব্বক বচনাবলী কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, হে দিবাকর! তোমারও কোনরূপ দোষ নাই জানিও। দিবোদাসের যে রাজ্যে অমরগণ প্রবেশ করিতেও অক্ষম, তুমি যে তাহাতে অবস্থান করিতে পারিয়াছ, ইহাতেই তোমাকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে মদীয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। পরমকারুণিক মহেশ্বর, আদিত্যদেবকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া লজ্জাবনত নিজ প্রমথগণকে আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক তাদৃশ ব্রীড়াবিনম্রা যোগিনীগণকে করুণাকটাক্ষে যথোচিত সান্ত্বনা করিলেন। অতঃপর ভগবান্ শশাঙ্কশেখর, নারায়ণের প্রতি নিজ লোচনত্রয় পাতিত করিলেন; কিন্তু মহাত্মা হৃষীকেশও সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী শঙ্কর সন্নিধানে স্বীয় কোন প্রকার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন না। মহেশ্বর, পূর্ব্বেই খগরাজের মুখে তাঁহার ও গজাননের কার্য্যদক্ষতা বিদিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক সুপ্রসন্ন ছিলেন, সম্প্রতি কোনরূপ বাক্যে আর কোন বিষয় জানাইলেন না। ঐ সময়ে, সুনন্দা, সুমনা, সুরভি, সুশীলা ও কপিলা নামে পাঁচটী ধেনু গোলোকধাম হইতে সেই স্থানে উপনীত হইলে, ভগবান্ শঙ্করের স্নেহময় দৃষ্টিতে তাহাদিগের স্তনভার হইতে নিরন্তর এরূপ স্থূলধারে দুগ্ধক্ষরণ আরম্ভ হইল যে, তাহাতে ক্ষণমধ্যে অতিবৃহৎ একটী হ্রদ সমুদ্ভূত হইল। তখন মহেশ্বরের অনুচরবর্গ সেই বিস্তৃত হ্রদকে দ্বিতীয় দুগ্ধসাগর বলিয়া জ্ঞান করিলেন। পরে সেই হ্রদে দেবাধিদেব মহাদেবের অধিষ্ঠান হেতু তাহা একটী অতিবিশুদ্ধ তীর্থমধ্যে গণ্য হইল। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক তাহার 'কাপিলতীর্থ' এই নাম রক্ষিত হইলে, তদীয় আদেশানুসারে সমুদয় সুরগণ তাহাতে অবগাহন করিলেন। পরে সেই কাপিলতাপের অভ্যন্তর হইতে দিব্য পিতামহগণ আবির্ভূত হইলেন দেখিয়া অমরগণ পরমানন্দে তাঁহাদিগের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দান করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর অগ্নিষ্বাত্তা, সোমপ, আজ্যপ ও বর্হিষদ প্রভৃতি পিতৃগণ, পরম পরিতৃপ্ত হইয়া শঙ্করকে কহিলেন, হে ভক্তাভয়প্রদ! হে জগৎপতে! হে দেবদেব! আমরা ভবৎসন্নিধানে এই তীর্থে চিরস্থায়ী সন্তোষ লাভ করিলাম; এ কারণ, হে শম্ভো! এক্ষণে আপনি প্রফুল্লচিত্তে আমাদিগকে অভীষ্ট বরদান করুন। তখন ভগবান্ শঙ্কর, দিব্য পিতৃগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সুরগণসমক্ষে পিতৃগণের পরম সন্তোষকর বাক্যে কহিলেন, হে মহাবাহো বিষ্ণো! হে ব্রহ্মন্! সকলে শ্রবণ কর, যাহারা এই কাপিলতীর্থে শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি পিণ্ডদান করিতে পারিবে, আমার আদেশে তাহাদিগের পিতৃগণ অক্ষয়রূপে পরিতৃপ্ত হইবে। আমি পিতৃগণের সন্তোষজনক অপর একটী বিষয় উত্থাপন করিতেছি, একাগ্রহৃদয়ে শ্রবণ

কর। সোমবারযুক্ত অমাবস্যাতে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে, অক্ষয় ফল হইবে; প্রলয়কালে সাগরসলিলও শুষ্ক হয়; কিন্তু ঐ দিবসে এই কাপিলতীর্থে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধফল কখনই বিনষ্ট হইবে না। যদি সোমবার-মিলিত অমাবস্যাতে এই তীর্থে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে পুষ্করে বা গয়া-ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আর আবশ্যক নাই। হে গদাধর! হে পিতামহ! যে স্থানে তোমাদের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান এবং আমিও নিজ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছি, সে স্থলে যে ফল্গুনদী আবির্ভূতা হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অধিক কি, কি স্বর্গে, কি অন্তরীক্ষে ও কি ভূমণ্ডলে, চতুর্দ্দিকে যাবৎতীর্থ বিরাজমান, সোমবারসমন্বিত অমাবস্যাতিথিতে এই তীর্থে তৎসমস্তই অধিষ্ঠান করিবে। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, কুরুক্ষেত্রে এবং নৈমিষারণ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান জন্য যেরূপ ফললাভ হয়, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিতে পারিলেও তাদৃশ ফল হইবে। হে দিব্য পিতামহগণ! এই তীর্থের নাম সকল কীর্ত্তন করিতেছি; সেই সকল নাম কীর্ত্তিত হইলে তোমরা নিরতিশয় পরিতৃপ্ত হইবে। মধুস্রবা আদি করিয়া ক্রমান্বয়ে কৃত-কৃত্যা, ক্ষীরনারধি, বৃষভধ্বজতীর্থ, পৈতামহ-তীর্থ, গদাধরতীর্থ, পিতৃতীর্থ, কাপিলধারা, সুধাধ্বনি এবং শিবগয়া, এই দশটী ইহার নাম জানিবে। হে পিতামহগণ! শ্রাদ্ধ কিংবা জলদানাদি না করিলেও এই দশটী নামমাত্র কীর্ত্তন করিলেই তোমরা পরম পরিতৃপ্ত হইবে। যে সকল ব্যক্তি, পিতৃগণের সন্তোষার্থ অমাবস্যা তিথিতে এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে, তাহাদের সেই শ্রাদ্ধের অসীম ফল হইবে। পিতৃশ্রাদ্ধকার্য্যে যাহারা এই স্থানে কল্যাণকারিণী কপিলাধেনু দান করিতে পারিবে, তাহাদিগের পিতৃগণ সেই দানবলে অসংখ্যকাল ক্ষীরাম্বুধিতীরে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে। যে সকল ব্যক্তি, এই তীর্থে বৃষোৎসর্গ করিবে, নিঃসন্দেহ তাহাদিগের পিতৃগণ অশ্বমেধযজ্ঞায় হবঃ দ্বারা তর্পিত হইবে। হে পিতৃগণ! সোমবার অমাবস্যাতে এই তীর্থে শ্রাদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, গয়াধামে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ অপেক্ষা অষ্টগুণ অতিরিক্ত ফলজনক হইবে। যে সকল জীব, গর্ভবাসকালে বা যাহারা দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হয়, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারাও পরম পরিতৃপ্ত হইবে। যাহারা উপনয়ন বা পরিণয়ের অগ্রে প্রাণত্যাগ করে, এই তীর্থে তাহাদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয়তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। যাহাদের অনলে প্রাণ-বিয়োগ ঘটিয়াছে বা যাহাদিগের মৃতদেহে অগ্নি-সংস্কার হয় নাই, কিংবা যাহারা ঔর্দ্ধদেহিক-কার্য্য বিবর্জ্জিত অথবা যাহাদিগের ষোড়শ শ্রাদ্ধ হয় নাই: তাহাদিগের উদ্দেশে এইস্থানে শ্রাদ্ধক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহারাও চির-স্থায়িনী তৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা পুত্রবিহীন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, যাহাদের কেহই জলদানের লোক নাই, কিংবা তস্কর, বিদ্যুৎ বা সলিলাদিতে অপঘাত-মরণ ঘটিয়াছে, অথবা যে সকল পাপিষ্ঠ আত্মহত্যা করিয়াছে, এই কাপিলতীর্থে পিণ্ডদান করিতে পারিলে তাহাদিগেরও পরম তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। পিতৃ-মাতৃ-বংশে যাহাদিগের নাম পরিজ্ঞাত নাই, এরূপ যত পুরুষ কালগ্রস্ত হইয়াছে, এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে সকলের শাশ্বতী তৃপ্তি-জন্মিয়া থাকে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যাহার নাম উল্লেখ করিয়া এই তীর্থে পিণ্ডদান করা হইবে, সকলেই চিরন্তনী-তৃপ্তি লাভে সক্ষম হইবে। যে সকল ব্যক্তি জীবনান্তে তির্য্যকযোনি বা পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্থানে শ্রাদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহাদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। নরলোকে যে সকল পিতৃগণ মানব-দেহ ধারণ করত স্ব স্ব কার্য্যের অনিবার্য্য দুঃখভোগে কালাতিপাত করিতেছে; এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারাও দিব্য-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং নিজ সুকৃতি-প্রভাবে যে

সকল পিতৃপুরুষ, সুরপুরে অবস্থিত আছেন, এই কাপিলতীর্থে শ্রাদ্ধের বলে ত্বরায় তাঁহাদিগের ব্রহ্মলোক লাভ হয়। এই কাপিলতীর্থ সত্যাদি যুগ-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে দুগ্ধময়, মধুময়, ঘৃতময় ও সলিলময় হইবে। যদিচ ইহা বারাণসীর বহির্ভাগস্থিত, কিন্তু তাহা হইলেও আমার সমীপ্য-নিবন্ধন উক্ত বারাণসী অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইবে। হে পিতৃগণ! যেহেতু কাশীবাসী জনগণ, অগ্রে এই স্থলেই মদীয় ধ্বজ সন্দর্শন করিয়াছে, এই নিমিত্ত আমি এই স্থলে বৃষভধ্বজরূপে অধিষ্ঠিত থাকিব। হে পিতৃপুরুষগণ! আমি তোমাদিগের সন্তোষার্থ এই তীর্থে ব্রহ্মা, নারায়ণ, আদিত্য এবং নিজ পার্ষদসমূহ সমভিব্যাহারে অবস্থিত থাকিব। ভগবান পিনাকপাণি, পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ বরদান করিতেছেন, এমত সময়ে নন্দিকেশ্বর, সমীপে সমাগত হইয়া নমস্কার-পুরঃসর কহিলেন, হে প্রভু! আপনার জয় হউক, আপনার অষ্টকেশরী, অষ্টকরী, অষ্টবৃষ ও অষ্টতুরঙ্গমবিরাজিত স্যন্দন সুসজ্জিত হইয়াছে; যাহাতে মন তুরঙ্গচালনীরজ্জু এবং গঙ্গা ও যমুনা দণ্ডদ্বয়; অনিলদেব যাহার চক্রনিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং চক্রনিচয় সায়ং ও প্রাতর্দ্বয়; যাহার ছত্র নির্ম্মল আকাশমণ্ডল, কীলনিকর নক্ষত্রপুঞ্জ, উপনায়ক আহেয়গণ, পথপ্রদর্শিনী শ্রুতি, বরূথ স্মৃতি, স্বয়ং দক্ষিণা মুখ, অভিরক্ষক যাগনিচয়, আসন প্রণব, পাদপীঠ গায়ত্রী, সোপানরাজি সাঙ্গ ব্যাহৃতিনিকর, দ্বাররক্ষক চন্দ্র-সূর্য্য, মকরাকৃতি-তুণ্ড অনলদেব কৌমুদী বরূথভূমি, ধ্বজদণ্ড মহামেরু এবং দিবাকরের প্রভাজাল যাহার পতাকারূপে বিরাজ করিতেছে; উহাতে সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবী চঞ্চলচামরধারিণীরূপে অবস্থিতা। হে দেব! ঈদৃশ সেই স্যন্দনবর, ভবদীয় বিজয়যাত্রাপেক্ষায় অবস্থান করিতেছে। কার্ত্তিকেয় বলিলেন, দেবাধিদেব শঙ্কর, নন্দিকেশ্বর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভগবান নারায়ণের করগ্রহণ করত গাত্রোত্থান করিলে, দেবমাতৃগণ, মঙ্গল আরতি করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে চারণনিচয়ের মঙ্গলময় গীতধ্বনি এবং সুরগণের ধীরগম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যস্থল প্রপূরিত হইল। তখন ত্রিভুবনবাসী ব্যক্তিগণ, সুরগণের সেই দিগ্‌ব্যাপী বাদ্যশব্দে আহূত হইয়া চারি দিক্ হইতে বারাণসী-অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটীসংখ্যক অমরগণ, ত্রিংশতিসহস্র কোটীসংখ্যক গণদেবতা, নবশতলক্ষ চামুণ্ডা, শতলক্ষ ভৈরবী, অষ্টকোটী আমার অনুচরবর্গ, প্রত্যেকে মহাবল পরাক্রান্ত ময়ূরাধিরূঢ় ষড়াস্য কুমারগণ, সমুজ্জ্বল কুঠারধারী বিঘ্নবারণ গণেশ্বর, ভীমবেগসম্পন্ন পিচিণ্ডিল নামে সপ্তশতলক্ষ গণনিকর ষড়শীতিসহস্র সংখ্যক ব্রহ্মবাদী মুনিগণ ও এতাবৎপরিমিত গার্হস্থধর্ম্মাবলম্বী ঋষিসমূহ, ত্রিকোটীসংখ্যক রসাতলবাসী নাগগণ, দ্বিকোটী সংখ্যক শমগুণাবলম্বী পরমশৈব দৈত্য এবং তাদৃশ ও তৎসংখ্যক দানবগণ, অশীতিসহস্র গন্ধর্বনিকর, অষ্টকোটী যক্ষ, অষ্টকোটী রাক্ষস, দশসহস্রাধিক দ্বিলক্ষ বিদ্যাধর, ষষ্টিসহস্র অপ্সরা, অষ্টলক্ষ গো-মাতৃগণ, ষষ্টিসহস্র বৈনতেয়বংশোদ্ভব বিহঙ্গমগণ, বিবিধ রত্নসহ সপ্তসমুদ্র, ত্রিপঞ্চাশৎসহস্র স্রোতস্বতী, অষ্টসহস্র সংখ্যক ধরাধর, ত্রিশতসংখ্যক বনস্পতি এবং দিক্‌রক্ষক অষ্টমাতঙ্গ পরমানন্দে সেই স্থানে আগমন করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর, সেই সমস্ত প্রাণিগণে পরিবৃত হইয়া সানন্দহৃদয়ে স্যন্দনারোহণে পরম সুন্দর বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। উক্ত কাশীপুরীতে যে সময় প্রবেশ করেন, তখন পরম হৃষ্টান্তঃকরণে ভগবতী নগনন্দিনীর সহিত চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করত সেই ত্রিভুবন-মনোরম বারাণসীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, যে মানব, উক্ত পবিত্র পুরাবৃত্ত, পাঠ করে বা পাঠ করায়, তাহার শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। অধিকন্তু, শ্রাদ্ধসময়ে ইহা পঠিত হইলে, সেই কার্য্যে পিতৃগণ চিরস্থায়ী সন্তোষ

প্রাপ্ত হন। এক বৎসর প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক উক্ত বৃষভধ্বজমাহাত্ম্য পাঠ করিলে অবিলম্বে পুত্রবিহীন ব্যক্তির পুত্র হয়। আমি তৎসন্নিধানে ভগবান্ শঙ্করের যে বারাণসী প্রবেশকথা বর্ণন করিলাম, ইহাতে যে সমস্ত লোকই নিরতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এই বিশুদ্ধ উপাখ্যান পাঠ করত নবগৃহে প্রবেশ করিলে নিঃসংশয় সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। যখন ইহা কর্ণগোচরমাত্র ভগবান্ শঙ্কর সন্তুষ্ট হন, তখন ত্রিভুবনস্থ যাবতীয় লোকেরই ইহা হর্ষদায়ক, সন্দেহ নাই। ভগবান মহেশ্বরের যখন কাশীপ্রবেশ এই উপাখ্যানে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন যাঁহারা দুষ্প্রাপ্য বস্তুর অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের নিরন্তর ইহা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

জ্যেষ্ঠেশ্বরের মাহাত্ম্য।

অতঃপর মুনিবর অগস্ত্য বলিলেন, হে তারকনিসূদন। ভগবান্ শঙ্কর বহুবাসনাধিগত নয়নাভিরাম বারাণসী বিলোকনান্তে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, সম্প্রতি আপনি তাহা প্রকাশ করুন। তখন কার্ত্তিকেয় বলিলেন, হে কলসযোনে! ভগবান সোমশেখর, উক্ত বারাণসী সন্দর্শন করিয়া যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ভক্তাধীন সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ভগবান শঙ্কর, কাশীধামে উপস্থিত হইয়া অগ্রে গহ্বরাধিষ্ঠিত জৈগীষব্য ঋষিকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহাদেব যখন বৃষারোহণে পার্ব্বতীর সহিত বারাণসী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দরাচলে প্রস্থান করেন, তদবধি ঐ [ঋষি]বর জৈগীষব্য, এইরূপ ভীষণ ব্রত অবলম্বন [ক]রেন যে, আমি পুনরায় যে দিবস শঙ্করের চরণকমলসন্দর্শন পাইব, সেই দিবস জলবিন্দু গ্রহণ করিব। ইহার মধ্যে উপবাসী থাকিব। সেই যোগিবর কোন বচনাতীত কারণ বশতঃ বা ভগবান শঙ্করের প্রসাদে পানভোজনবর্জ্জিত হইয়াও তন্মধ্যে এতাবৎ কাল জীবিত ছিলেন। সেই ঋষিবরের ঈদৃশ ঘটনা কেবল শঙ্করই পরিজ্ঞাত ছিলেন, অপর কেহই জানিত না। তিনি এইজন্য সর্ব্বাগ্রে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হন। ভগবান মহেশ্বর, সোমবারে অনুরাধানক্ষত্রাশ্রিত জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লচতুর্দ্দশীতে মুনিবর জৈগীষব্যের গুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া সেই দিবস সকলেরই তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। বারাণসী মধ্যে সেই দিন হইতে সেই স্থানকে সকলেই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই সময়েই তথায় জ্যেষ্ঠেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্বয়ং প্রকাশ পাইলেন। দিবাকরের প্রকাশ হইলে তিমিরনিকর যেরূপ বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই জ্যেষ্ঠেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ নিরীক্ষণ করিবামাত্র মানবগণের শতজন্মসঞ্চিত কলুষরাশি দূরীভূত হয়। যে মানব, জ্যেষ্ঠবাপীতে অবগাহনপূর্ব্বক পিতৃপুরুষোদ্দেশে জলাঞ্জলি দান করিয়া উক্ত শিবলিঙ্গ অবলোকন করে, তাহাকে পুনরায় জননীজঠরে গমন করিতে হয় না। উক্ত জ্যেষ্ঠেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের সন্নিধানে সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী জ্যেষ্ঠাগৌরী স্বতঃ প্রকাশমান হন। জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লাষ্টমীতে তাঁহার সন্নিধানে মহোৎসব ও রজনী জাগরণ করিলে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ লাভ হয়। যে রমণী নিরতিশয় হতভাগ্যা, সে যদি উক্ত জ্যেষ্ঠবাপীতে অবগাহনান্তে পরম ভক্তিসহকারে জ্যেষ্ঠাগৌরীকে প্রণিপাত করে, অচিরে তাহার সৌভাগ্যোদয় হয়। মহেশ্বর, তথায় সর্ব্বাগ্রে কিছুকাল বাস করেন। এজন্য তদবধি সেই স্থান নিবাসেশ্বরসংজ্ঞক বিশুদ্ধ শিবলিঙ্গ প্রসিদ্ধ আছেন সেই নিবাসেশ্বরের কৃপায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ভক্তগণের ভবনে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ জাজ্জ্বল্যমান হয়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠেশ্বরের সন্নিধানে ঘৃত মধু প্রভৃতি উপ-

স্নরণে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ সাতিশয় সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। উক্ত বারাণসী জ্যেষ্ঠতীর্থে সাধ্যানুসারে দান করিলে মানবের উত্তম স্বর্গাদিভোগের পর সুখময় নির্ব্বাণপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা নিজ মঙ্গলকামনা করেন, তাঁহাদিগের কাশীধামে সর্ব্বাগ্রে জ্যেষ্ঠেশ্বরকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠা-গৌরীকে পূজা করা বিধেয়। অনন্তর পরম কৃপাপরায়ণ ভগবান ধূর্জ্জটি, নন্দীকে আহ্বান-পূর্ব্বক সমুদয় সুরগণের সাক্ষাতে কহিলেন, হে নন্দিন্! এই স্থানে মনোহর এক গুহা আছে, তুমি শীঘ্র প্রবেশ কর; দেখিবে, তন্মধ্যে জৈগীষব্য নামে মহানিয়মশালী মদ্ভক্ত এক তপোধন অবস্থিতি করিতেছেন। আমার দর্শনাভিলাষে কঠোরব্রতাবলম্বী, ত্বগস্থিস্নায়ু-মাত্রাবিশিষ্ট সেই মুনিবরকে আনয়ন কর। আমি যখন কাশী হইতে মন্দরপর্ব্বতে গমন করি, সেই পর্য্যন্ত এই জৈগীষব্য পানভোজন পরিত্যাগরূপ মহানিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে, অমৃতোপম এই লীলাকমলটী গ্রহণ করত ইহা দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিও। পরে নন্দী শঙ্করের নিকট সেই লীলাকমল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দুর্গম গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তপস্যারূপ অনলে অতিশুষ্ককলেবর বাহ্যজ্ঞানশূন্য সেই যোগিবরকে তথায় অবলোকন করিয়া সেই লীলাকমল দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র, গ্রীষ্মাব-সানে বৃষ্টিসংযোগে ভেক যেমন উল্লসিত হয়, তদ্রূপ ঋষি উল্লাস প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর নন্দী তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সত্বর দেবাধি-দেবের পাদপ্রান্তে প্রণামপূর্ব্বক স্থাপিত করি-লেন। অনন্তর সেই মুনিবর জৈগীষব্য, সম্মুখে শঙ্করকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম ও চরণপ্রান্তে মস্তকলুণ্ঠনপূর্ব্বক পরম-ভক্তিসহকারে স্তব করিতে লাগিলেন। কহি-লেন, যিনি শান্ত, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগুণময় ও জগতের আনন্দের নিদান; যাঁহার রূপ অসীম অথচ যিনি অরূপ; সর্ব্বদা ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁহাকে স্তব করেন; যিনি স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক; আমি সেই পরমানন্দহেতু বিরূপাক্ষকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। হে প্রভো! আপনি সর্ব্বাত্মা, আপনি পরমাত্মা, আপনি শেষ ও বিশেষবিহীন, আপ নার কোপানলে অনঙ্গদেব ভস্মরাশি হইয়াছেন, আপনার মূর্ত্তি ত্রিলোকসুন্দর, আপনার কণ্ঠে গরল ও হস্তে ভুজগবলয় পরম শোভা পাই-তেছে, নারায়ণ আপনার চরণযুগলবন্দনা করিয়া থাকেন, আপনার শক্তি কিছুতেই কুণ্ঠিত নহে, শক্তিরূপিণী ভগবতী আপনার বামার্দ্ধ, আপনি দেহবিহীন অথচ সুন্দরদেহধারী, আপনাকে একবারমাত্র প্রণাম করিলে, দেহীর আর দেহ ধারণ করিতে হয় না, আপনিই কাল ও কালের কালস্বরূপ, আপনি বিশ্বহিতার্থে কালকূট পান করিয়াছেন, ভুজঙ্গমগণই আপনার ভূষণ ও যজ্ঞোপবীত; অতএব হে খণ্ডপরশো! আপ-নাকে নমস্কার। আপনি জগতের অশেষ দুঃখ-রাশি খণ্ডন করিয়া থাকেন, আপনি মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র এবং হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও খেটক ধারণ করিতেছেন, দেবগণ সতত ভবদীয় গুণগান করেন, আপনার জটাভারে সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গ-মালা বিরাজ করিতেছে, আপনি গিরিশায়ী ও গিরির অধীশ্বর, গৌরী আপনার সহধর্ম্মিণী, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিই আপনার নেত্রত্রয়, শিরো-ভূষণ অর্দ্ধচন্দ্র। হে কৃত্তিবাসঃ! আপনি জগ-তের ঈশ্বর পরম পুরাতন, দিগ্বসন এবং ভক্তের জরাজন্মহারী; যে ব্যক্তি আপনার অর্চ্চনা করে, আপনি তাহার সমুদয় পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং আপনি জীবস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে গঙ্গাধর! আপনিই জগতের নেত্র; আপনি ডমরু, ধনুঃ ও ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন; আপনি দেবাধিদেব, ত্রয়ীময়, সন্তোষশীল ভক্তগণের সন্তোষদাতা; বেদত্রয়ে আপনারই মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, আপনি দেবদেব; অতএব আপনাকে ভূয়ো-ভূয়ঃ প্রণিপাত করি। হে দূরদর্শিন্! আপনি পাপপুঞ্জকে বিদ্রাবিত করিয়া থাকেন; আপনি সকলের দূরবর্ত্তী, দুর্লভ ও দোষনাশক; হে

ইন্দুকলাধর! হে ধূস্তরকুসুমপ্রিয়! আপনি ধূর্জ্জটি, ধীর, ধর্ম্মপাল ও ধর্ম্মস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে নীলগ্রীব! হে নীললোহিত! আপনাকে বারবার প্রণাম করি; আপনার নাম স্মরণমাত্র ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়; আপনি প্রমথগণের নাথ, পিণাকপাণি, পশুপাশচ্ছেদক এবং পশুপতি; আপনার নাম উচ্চারণমাত্র আপনি মহাপাতক হরণ করিয়া থাকেন; আপনি পর, পরাৎপর এবং পরাপর হইতেও পর; আপনার চরিত্র অপার এবং মহিমাকথা অতি পবিত্র; আপনাকে নমস্কার। আপনি বামদেব, বামার্দ্ধধারী, বৃষগামী, ভর্গ, ভীম ও ভীতিনাশক; আপনাকে নমস্কার। হে মহাদেব! হে মহেশ! হে মহৎপতে! আপনি ভব, ভববারণ এবং ভূতগণের পতি; আপনাকে নমস্কার। আপনি পার্ব্বতীপতি, মৃত্যুঞ্জয়, দক্ষযজ্ঞবিনাশক এবং যজ্ঞরাজপ্রিয়; আপনি যজ্ঞ, যজ্ঞকর্ত্তা ও যজ্ঞের ফলদাতা; আপনি রুদ্র, রুদ্রপতি ও সম্পৎপ্রদ; আপনি শূলী, শাশ্বতেশ এবং শ্মশানবনচারী; আপনিই সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও পার্ব্বতীপ্রিয়; আপনাকে প্রণাম করি। হে ক্ষমাকর! আপনিই ক্ষমারূপী এবং হর, ক্ষেত্রজ্ঞ, মৃত্যুহারী, সর্ব্বমঙ্গলময়, আপনার শরীর ক্ষীরবৎ গৌরবর্ণ; আপনাকে নমস্কার। হে অন্ধকনিসূদন! আপনি ইড়াধার, উর্দ্ধরেতা ও উমাপতি; আপনার আদি বা অন্ত কিছুই নাই; ইন্দ্র ও উপেন্দ্র আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন; আপনি মহৎ ঐশ্বর্য্যরূপী; জগতে আপনা ভিন্ন আর কিছুই নাই; আপনার কার্য্য অনন্ত; আপনি অম্বিকার পতি; আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনিই প্রণব, আপনিই বষট্‌কার এবং আপনিই ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ; হে উমাপতে! অধিক আর কি কহিব, এই বিশ্বমণ্ডলে যে কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু আছে, কিছুই আপনা ভিন্ন নহে। হে দেব! আমি আপনাকে স্তুতি করি, এরূপ সামর্থ্য নাই; কারণ আপনিই স্তুতিকর্ত্তা এবং আপনিই বাচ্য, বাচক ও বাক্য। অতএব আমি আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। হে মহাদেব! আমি অন্য কাহাকেও জানি না; হে মহেশ্বর! অন্য কাহাকেও স্তব করি না; হে গৌরীশ! অন্য কাহাকেও প্রণাম করি না এবং অন্য কাহারও নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করি না; আমি অপরের নাম গ্রহণ বিষয়ে মূক, কথা শ্রবণে বধির, নিকট গমনে পঙ্গু এবং অপরকে দর্শন করিতে অন্ধস্বরূপ। একমাত্র আপনিই আমার অভীষ্ট দেবতা; আপনিই আমার কর্ত্তা এবং আপনিই আমার পাতা ও হর্ত্তা; মূঢ় ব্যক্তিরাই নানারূপের উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব হে মহেশ্বর! আমি পুনঃপুনঃ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, আমাকে সংসারসাগর হইতে নিস্তার করুন। মহামুনি জৈগীষব্য, মহেশ্বরকে এইরূপ স্তব করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর সোমশেখর, মুনিবর জৈগীষব্যের স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন, জৈগীষব্য কহিলেন, হে পরমপদপ্রদ! হে দেবেশ। যদি আমার প্র প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, আমি যেন আপনার পাদপদ্ম ছাড়া না হই এবং হে নাথ! আর এক বর দিতে হইবে, আমি যে আপনার লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, উহাতে সতত আপনার অধিষ্ঠান থাকিবে। তখন ঈশ্বর কহিলেন, হে অনঘ! হে মহাভাগ জৈগীষব্য! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তোমার সেই সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং আমি অপর এক বর দান করিতেছি। আমি তোমাকে নির্ব্বাণসাধক যোগশাস্ত্র দান করিতেছি; তুমি সমুদয় যোগিগণের যোগশিক্ষা বিষয়ে আচার্য্য হইবে। হে তপোধন! তুমি মৎপ্রসাদে যোগবিদ্যাবিষয়ক নিখিল গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবে এবং পরিণামে তাহাতেই নির্ব্বাণপদ লাভ করিতে পারিবে। নন্দী, ভৃঙ্গী ও সোমনন্দীর ন্যায় তুমিও জরামরণবিবর্জ্জিত এবং পরম ভক্তরূপে গণ্য হইবে।

এই জগতে পরম মঙ্গলজনক ও পাপনাশক অনেকানেক ব্রত, অনেকানেক নিয়ম, অনেকানেক তপস্যা এবং অনেকানেক দান আছে; কিন্তু তুমি যে আমাকে সাক্ষাৎ না করিয়া পান ভোজন করিবে না নিয়ম করিয়াছ, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। আমাকে অবলোকন না করিয়া ভোজন করিলে, কেবলমাত্র পাপভোজন করা হয়। যে মূঢ় পত্র, পুষ্প বা ফল দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করে, সে একবিংশতি জন্ম রেতোভোজী হইয়া থাকে। তুমি যে নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছ, যম ও অন্যান্য কোন নিয়মই ইহার ষোড়শাংশের যোগ্য নহে। এজন্য তুমি সতত মদীয় চরণসন্নিধানে অবস্থিতি করিবে এবং নিঃসন্দেহে পরিণামে নির্ব্বাণপদবী প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি কাশীধামে বর্ণত্রয় ত্বৎপ্রতিষ্ঠিত জৈগীষব্য নামক মদীয় লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, সে সমস্ত যোগ লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই এবং যে মানব জৈগিষব্যগুহায় যোগাভ্যাস করিবে, সে মৎকৃপায় ষণ্মাস মধ্যে সমুদায় বাঞ্ছিত ও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যাহারা সিদ্ধিকামনা করেন, সেই সকল মদীয় ভক্তগণের ত্বৎপ্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গের পূজা ও রমণীয় এই গুহা সন্দর্শন করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রস্থিত এই শিবলিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন ও অর্চনা করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইবে। এই জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে যে কয়টী শিবভক্তকে ভোজন করাইবে, তাবৎকোটী শিবভক্তের ভোজনে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ করিতে পারিবে। জৈগীষব্য নামক এই লিঙ্গ সতত যত্নসহকারে গোপন করিবে, বিশেষতঃ কলিকালে পাপমতি মানবদিগের নিকট কখনই ব্যক্ত করিবে না। হে তপোধন! আমি সাধকগণকে যোগসিদ্ধি দান করিবার জন্য সর্ব্বদা এই লিঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিব। হে মহাভাগ জৈগীষব্য! এক্ষণে অপর এক বর দান করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল পুরুষ ত্বৎকৃত এই পরম স্তোত্র জপ করিবে, তাহাদিগের কিছুই অসাধ্য থাকিবে না; ইহাতে যোগসিদ্ধি, মহাভয়ের শান্তি, মহাভক্তিবর্দ্ধন, মহৎ পুণ্যসঞ্চয় ও মহাপাপরাশির নিবারণ হইবে। অতএব পরম সাধকগণের সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা জপ করা বিধেয়। কন্দর্পদর্পহারী শঙ্কর প্রীতিবিস্ফারিতলোচনে মুনিবর জৈগীষব্যকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথায় সমাগত ক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণগণকে দেখিতে পাইলেন। স্কন্দ কহিলেন, পরমজ্ঞানশালী যে মানব, যত্নাতিশয়সহকারে এই আখ্যান শ্রবণ করে, সে পাপশূন্য হয় এবং কোনপ্রকার উপদ্রব তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

শিবের কাশীমাহাত্ম্য-বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! ভগবান্ শম্ভু, ব্রাহ্মণগণকে অবলোকন করিয়া কি বলিলেন এবং সেই স্থানে কোন্ কোন্ লিঙ্গ আছে? আর সেই পরম পবিত্র শিববাঞ্ছিত জ্যেষ্ঠেশ্বরস্থানে কিবা আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! আমাকে যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ শঙ্কর যখন ব্রহ্মার অনুরোধে মন্দরাচলে গমন করেন, তখন সেই নিষ্পাপ ক্ষেত্রসন্ন্যাসী বিপ্রগণ নিরাশ্রয় হইয়া তথায় প্রতিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডাগ্র দ্বারা ভূমি খনন করত কন্দাদি ভোজনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তাঁহারা এইরূপে দণ্ডখাত নামক এক রমণীয় পুষ্করিণী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে প্রভূত শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করিয়া, যত্নসহকারে মহেশ্বরের আরাধনাসক্ত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন অঙ্গে ভস্মলেপন ও রুদ্রাক্ষধারণপূর্ব্বক

সতত শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা এবং শতরুদ্রিয় জপ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! কঠোর তপস্যায় নিরত তপঃকৃশ পঞ্চ সহস্রসঙ্খ্যক সেই দ্বিজগণ দেবদেবের পুনরাগমনবার্ত্তা শ্রবণে আনন্দে পুলকিত হইয়া তাহাকে দর্শনার্থ দণ্ডখাততীর্থ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। আর মন্দাকিনীতীর্থ হইতে একমাত্র শিবারাধন নিরত, পাশুপতব্রতাবলম্বী অযুতসঙ্খ্যক, কাপালমোচন তীর্থ হইতে সপ্তশত, ঋণমোচন তীর্থ হইতে বিংশতাধিক সহস্র; বৈতরণী তীর্থ হইতে পঞ্চসহস্র; পৃথুকর্ত্তৃক খনিত পৃথূদক কুণ্ড হইতে ত্রয়োদশাধিক শত; মেনকাপ্সর কুণ্ড হইতে ত্রিশত; উর্ব্বশী কুণ্ড হইতে ত্রিশতাধিক সহস্র; ঐরাবতকুণ্ড হইতে ত্রিশত; গন্ধর্ব্বকুণ্ড হইতে সপ্তশত; অপ্সরাকুণ্ড হইতে বিশত; বৃষেশতীর্থ হইতে ত্রিশত এবং নবতি; যক্ষিণীকুণ্ড হইতে ত্রিদশংধিক সহস্র; লক্ষ্মীতীর্থ হইতে ষোড়শ শত; পিশাচ-মোচনতীর্থ হইতে সপ্ত সহস্র; পিতৃকুণ্ড হইতে শত; ধ্রুবতীর্থ হইতে ছয় শত; মানস সরোবর হইতে ত্রিশত ও বিংশতি; বাসুকি হ্রদ হইতে দশসহস্র; জানকী কুণ্ড হইতে অষ্টশত; গৌতমকুণ্ড হইতে নবশত; দুর্গতিসংহর্ত্তৃকুণ্ড হইতে একাদশ শত এবং অসিনদীর সম্ভেদস্থান হইতে সঙ্গমেশ্বর স্থান পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরবাসী পঞ্চশতাধিক অষ্টাদশ সহস্র ও পঞ্চপঞ্চাশৎ সংখ্যক ব্রাহ্মণগণ হস্তে জলসিক্ত দূর্ব্বা অক্ষত, উৎকৃষ্ট পুষ্প, ফল ও সুগন্ধ মাল্য ধারণ করত জয়োক্তি পুরঃসর মঙ্গলসূক্ত দ্বারা দেবদেব মহেশ্বরকে স্তুতিবাদ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ শম্ভু হর্ষসহকারে তাঁহাদিগকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে নাথ! আমরা যখন ভবদীয় ক্ষেত্রে বাস করি, তখন সততই আমাদিগের কুশল; বিশেষ শ্রুতিনিচয় যাহার স্বরূপ বর্ণনে অক্ষম, আমরা তাদৃশ আপনাকে আজ সাক্ষাৎ নয়নগোচর করিলাম। যাহারা ভবদীয় ক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগেরই নাই; কারণ আপনার [illegible]

নিরন্তর অকুশল হইয়া থাকে এবং চতুর্দ্দশ ভুবনও তাহাদিগের প্রতি পরাঙ্মুখ। হে ভুজগভূষণ! যাহাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা কাশী বিরাজমান, সংসাররূপ সর্পবিষ তাহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। 'কাশী' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র গর্ভরক্ষাকর মণিস্বরূপ; যাহার কণ্ঠে ঐ মন্ত্র সতত উচ্চারিত হয়, তাহার আর অকুশল কোথায়? যে মানব, 'কাশী' এই দ্ব্যক্ষরমন্ত্ররূপ অমৃত পান করে, সে ব্যক্তি নশ্বরদশা অতিক্রম করত অমর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি 'কাশী' এই বর্ণদ্বয় শ্রবণ করে, তাহাকে আর গর্ভবিষয়িণী বার্ত্তা কর্ণগোচর করিতে হয় না। হে চন্দ্রশেখর! যাহার মস্তকে একবার দৈবযোগে বায়ুচালিত কাশীধূলি পতিত হয়, তাহার মস্তকও চন্দ্রকলায় অঙ্কিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গাধীনও একবার আনন্দকানন যাহার নেত্রপথে পতিত হয়, তাহাকে পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ বা শ্মশানভূমি নিরীক্ষণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, কি গমন সময়ে, কি অবস্থান সময়ে, কি নিদ্রাবস্থায়, কি জাগ্রৎ অবস্থায় "কাশী" এই মহামন্ত্র জপ করে, তাহার আর কোন ভয় থাকে না। যে মানব "কাশী" এই বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করে, তাহার সমুদয় কর্ম্মবীজ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে কোন স্থানে অবস্থিত থাকিয়া "কাশী, কাশী, কাশী" এই মন্ত্র জপ করে, তাহার সম্মুখেই মুক্তি প্রকাশ পায়। হে ভব! এই কাশী সাক্ষাৎ কল্যাণময়ী, আপনি কল্যাণময় এবং ভাগীরথীও সাক্ষাৎ কল্যাণস্বরূপা; অপর কল্যাণকর বস্তু আর কুত্রাপি নাই। পার্ব্বতীপতি ভগবান্ হর, সেই ব্রাহ্মণগণের ক্ষেত্রভক্তিসমন্বিত তাদৃশ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কহিলেন, হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! তোমরা ধন্য; কারণ, অতি পবিত্র মদীয় ক্ষেত্রে তোমাদিগের যখন ঈদৃশী ভক্তি উদিত হইয়াছে। জানিলাম, তোমরা এই ক্ষেত্রে অবস্থান হেতু রজঃ ও তমোগুণশূন্য হইয়াছ

সত্ত্বময় হইয়াছ; তোমরা আর সংসারসমুদ্রে পতিত হইবে না। যাহারা বারাণসীর ভক্ত, নিশ্চয় তাহারা আমাকেই ভক্তি করিয়া থাকে এবং তাহারা জীবন্মুক্ত ও তাহাদিগের উপরই মোক্ষলক্ষ্মী কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। যে সকল লোক, কাশীস্থ যে কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর সহিতও বিরোধ করে, তাহারা সমুদয় বসুধা-বাসীর সহিত ও আমার সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, বারাণসীর নাম-নিচয় শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে, নিঃসন্দেহ সে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আনন্দিত করিয়া থাকে। যে সকল মানব, এই আনন্দ-কাননে বাস করে, তাহারা অপাপ হইয়া আমার হৃদয়মধ্যে বাস করিয়া থাকে। যাহারা আমার ক্ষেত্রে বাস, আমার প্রতি ভক্তি ও মচ্চিহ্ন ধারণ করে, তাহাদিগকে মোক্ষোপদেশ দান করি। যাহাদিগের হৃদয়মধ্যে নির্ব্বাণমুক্তি-দায়িনী বারাণসী বিরাজ করে, তাহারা, মোক্ষ-লক্ষ্মীকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া মৎসন্নিধানে অবস্থান করিয়া থাকে। সাক্ষাৎ মোক্ষলক্ষ্মীস্বরূপা এই বারাণসীতে স্বর্গলক্ষ্মীপ্রার্থী যে সকল ব্যক্তির অভিরুচি হয় না, তাহারা নিঃসন্দেহ পতিত। হে দ্বিজগণ! কাশীপ্রার্থী মানবগণের মদীয়ানু-গ্রহে চতুর্ব্বর্গফল কিঙ্করের ন্যায় সন্নিহিত থাকে। আমি এই আনন্দকাননে প্রজ্বলিত দাবানলের ন্যায়, জীবগণের কর্ম্মবীজ সকল দগ্ধ করিয়া থাকি; তাহারা আর অঙ্কুরিত হইতে পারে না। এই কাশীধামে সতত বাস ও যত্নাতিশয় সহকারে মদীয় পূজা করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে কলি ও কালকে পরাজয় পূর্ব্বক মুক্তি-রূপ অঙ্গনার সহিত বিহার করিতে পারা যায়। যে মূঢ়, কাশীতে উপস্থিত হইয়াও আমার সেবা না করে, তাহার মোক্ষলক্ষ্মী করতলগত হইলেও ত্বরায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা যখন মদীয় ভক্তিচিহ্ন ধারণ করত কাশীধামে অবস্থান করিতেছ, তখন তোমরাই ধন্য; আমি ও এই বারাণসী সতত তোমাদিগের হৃদয়স্থিত। আমি তোমাদিগকে বরদান করিব, তোমরা যথেচ্ছ বর প্রার্থনা কর। যেহেতু তোমরা আমার অতিপ্রিয় ও কাশীক্ষেত্রে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। তখন সেই সকল দ্বিজগণ, শঙ্করের বদনরূপ ক্ষীরসাগর হইতে সমুদ্ভূত বচনসুধা পান করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কহিলেন, হে উমাপতে! হে মহেশান! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে ভবতাপহারিন্! কাশীধাম যেন কখনই আপনা কর্তৃক পরিত্যক্ত না হয়, কখনই যেন কাশীধামে ব্রাহ্মণবাক্যে কাহারও মুক্তি-বিঘ্নকর অভিসম্পাত সফল না হয়, আপনার পাদপদ্মে আমাদিগের অচলা ভক্তি থাকে এবং কলির অবসান পর্য্যন্ত যেন আমরা এই স্থানে বাস করিতে পারি। হে ঈশ! অন্য বরে প্রয়োজন নাই, এই বরই দিন। হে অন্ধক-রিপো! আর এক বর প্রার্থনা করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমরা ভক্তিভাবে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ যে সকল লিঙ্গ প্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাতে আপনার সান্নিধ্য থাকুক। দ্বিজগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভগবান্ পিনাকী, "তথাস্তু" বলিয়া 'তোমাদের জ্ঞানো-দয় হইবে" পুনরায় এইরূপ বরপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজগণ! শ্রবণ কর, আমি তোমা-দিগকে হিতোপদেশ করিতেছি; তোমরাও নিশ্চয় তাহা প্রতিপালন করিবে। মুক্তিপ্রার্থী-দিগের প্রতিদিন উত্তরবাহিনীর সেবা, অতি যত্নে লিঙ্গপূজা এবং ইন্দ্রিয়সংযম, দানক্রিয়া ও জীবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করা বিধেয়। কাশীবাসীদিগের কর্ত্তব্য এই রহস্যবিষয় প্রকাশ করিলাম। আর নিরন্তর পরের হিতাভিলাষ করিবে, কাহারও প্রতি কটুবাক্য ব্যবহার করিবে না এবং যেহেতু কাশীতে অনুষ্ঠিত পাপ ও পুণ্য উভয়ই অক্ষয় হয়, সেই হেতু জিগী-ষাবুদ্ধিতে মনেও কখন পাপসঞ্চয় করিবে না। অন্যস্থানকৃত পাতক কাশীতে ও কাশীতে কৃত-পাতক অন্তর্গৃহে বিনষ্ট হয় এবং অন্তর্গৃহে অনুষ্ঠিত পাতক পিশাচনরকভোগের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু অন্তর্গৃহের বাহিরে সঞ্চিত হইলে ঐ নরক ভোগ করিতে হয় না। কাশী-

কৃত কর্ম্মের ফল কোটী কল্পেও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। কাশীপাতকী ব্যক্তি, ত্রি-অযুত বর্ষ রুদ্র পিশাচত্ব লাভ করিয়া কালযাপন করে। যে ব্যক্তি, বারাণসীতে বাস করিয়া নিরন্তর পাপ-কার্য্যে রত থাকে, সে ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ পিশাচ-যোনি ভোগ করত পুনরায় কাশীবাসী হইয়া অনুত্তম জ্ঞানলাভ করিয়া, অনুত্তম মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! যাহারা এই কাশীধামে প্রভূত দুষ্কার্য্য করিয়া কাশীর বহি-র্ভাগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের যেরূপ গতি, বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার যাম নামক বিকটাকার ক্রূরকর্ম্মা কতকগুলি গণ আছে, তাহারা কাশীপাতকীদিগকে অগ্রে অগ্নির উত্তাপে মুষা নামক পাত্রে দ্রবীভূত করিয়া থাকে; পরে বর্ষাকালে দুর্গম জলময় পূর্ব্বদিকে লইয়া গিয়া ভীষণ জলমধ্যে নিমগ্ন করে, তথায় দিবানিশি পঙ্কযুক্ত জলৌকা, জলোদ্গত ভুজঙ্গম ও দুর্নিবার মশকগণ তাহাদিগকে দংশন করিয়া থাকে। অনন্তর, শীতঋতুতে হিমালয় পর্ব্বতে লইয়া যায়। সে স্থানে তাহারা ভোজন ও আবরণবিহীন হইয়া অহোরাত্র অসীম ক্লেশ ভোগ করে। অতঃপর প্রচণ্ড গ্রীষ্মসময়ে বৃক্ষবিহীন জলশূন্য মরু-ভূমিতে লইয়া যায়। তথায় পাপিগণ, নিরন্তর পিপাসাকুল হইয়া তীব্র দিবাকরকরে ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মদীয় গণগণ, এইরূপে অনন্তকাল অনন্ত যন্ত্রণা দিয়া পরে পুনরায় এই স্থানে আনয়নপূর্ব্বক মহাকালসন্নিধানে তাহাদিগের পাপকার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তখন মহাকাল, অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদিগের দুষ্কৃতকর্ম্ম মার্জ্জিত করিয়া, সেই ক্ষুধাতৃষ্ণার্ত্ত জীর্ণশীর্ণকলেবর বস্ত্রবিহীন পাপী-দিগকে অন্যান্য রুদ্রপিশাচদিগের সহিত মিলিত করিয়া থাকেন। অনন্তর তাহারা, ভৈরবানু-চর রুদ্রপিশাচ হইয়া সর্ব্বদা ক্ষুধাতৃষ্ণাদিজনিত নিরতিশয় ক্লেশ ভোগ করে। কেবলমাত্র কদাচিৎ রুধিরমিশ্রিত আহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ত্রি-অযুত বর্ষ এইপ্রকার অতিদুঃখে শ্মশানস্তম্ভের চারিদিকে গলরজ্জুতে আবদ্ধ রহিয়া কালক্ষেপ করে। অতি পিপাসাকুল হইলেও জলবিন্দু স্পর্শ করিতে পারে না। অতঃপর কালভৈরবের দর্শন হেতু নিষ্পাপ হইয়া এই কাশীধামে পুনরায় জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মদীয়াজ্ঞায় বিমুক্ত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা মহাফল ইচ্ছা করিবে, এইস্থানে বাক্য ও মনের দ্বারাও পাপকার্য্য তাহাদের করা উচিত নহে, সতত সন্মার্গে অবস্থিতি করিবে। এই বারাণসীক্ষেত্রে ঘোর পাপাচারী ব্যক্তিও দেহত্যাগ করিলে মদীয় কৃপায় পরমগতি লাভ করে। এইস্থানে যে মদীয় ভক্ত, অনশনব্রত করিতে পারে, শতকোটী কল্পান্তর হইলেও তাহার আর সংসারে আসিতে হয় না। অর্থ, দেহ ও পরিচ্ছদাদি সমস্ত বস্তুই নশ্বর জানিয়া ভবভয়ভঞ্জন কাশীধামের সেবা করা কর্ত্তব্য! আমি, ঘোর কলিযুগে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী বারাণসী পুরী ভিন্ন প্রাণীদিগের আর প্রায়শ্চিত্ত দেখি না। কাশীতে প্রবেশমাত্র সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জও বিনষ্ট হইয়া থাকে। যোগী, সহস্র সহস্র জন্ম যোগাভ্যাস করিয়া যে মুক্তিলাভ করেন, কেবল এই স্থানে মৃত্যু হইলেই মানব তাদৃশ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়! এই অবিমুক্তক্ষেত্রে যে সকল তির্য্যক্‌জাতিও বাস করে, তাহারাও সময়ে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া পরম-গতি লাভ করিয়া থাকে। যে সকল মোহান্ধ-মানব, অবিমুক্তক্ষেত্রের সেবা না করে, তাহারা বারংবার বিষ্ঠা, মূত্র ও রেতোমধ্যে বাস করিয়া থাকে। যে জ্ঞানী ব্যক্তি, কাশীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, শতকোটী বর্ষেও তাহার পতন হয় না। সময়ে গ্রহ ও নক্ষত্রগণেরও নিশ্চিত পতন আছে, কিন্তু যাহারা এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের আর পতন নাই। যে মানব ব্রহ্মহত্যা করিয়াও পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইয়া কাশীধামে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, নিঃসন্দেহ সেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যে সকল রমণী পতিব্রতা ও আমার প্রতি ভক্তিমতী, হে বিপ্রগণ! তাহারা এই

স্থানে মৃত হইলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। এই কাশীধামে এক জন্মেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, অতএব ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য তপোবনে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। হে দ্বিজগণ! আমি এই স্থানে জীবগণের মৃত্যুসময়ে তারকব্রহ্ম উপদেশ করিয়া থাকি, তখন তাহারা তাহাতে তন্ময় হয়। যে ভক্ত সতত আমাকে ধ্যান করে ও সমুদয় ক্রিয়াফল আমাতে অর্পণ করে, এ স্থানে তাহার যাদৃশ মুক্তিলাভ হয়, অন্য কুত্রাপি তাদৃশ হয় না। মৃত্যুকে স্থিরতর, সংসার-গতিকে অসুখদায়িনী ও আগস্ত সমস্ত বিষয়কে নশ্বর জানিয়া কাশীকে আশ্রয় করা বিধেয়। যাহারা কায়মনোবাক্যে কাশীকে আশ্রয় করে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাণলক্ষ্মী স্বয়ং আশ্রয় করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থদ্বারা কাশীবাসী এক ব্যক্তির প্রীতিসাধন করিতে পারে, সে আমার সহিত ত্রিভুবনকে প্রীত করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যে মানব, নির্ব্বাণনগরীস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করে, আমি স্বয়ং তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকি। রাজর্ষি দিবোদাস, ধর্ম্মানুসারে কাশীপুরী পালন করিয়া সশরীরে মদীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে আর তাহাকে ভব-যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। এই স্থলে একজন্মেই যোগসিদ্ধি, জ্ঞান ও মোক্ষপদপ্রাপ্তি হয়, অতএব ইহা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ অন্যত্র গমন করার প্রয়োজন নাই। মানব, মোক্ষকে অতি দুর্লভ ও সংসারকে ভীষণ জানিয়া প্রস্তরাঘাতে চরণদ্বয় খঞ্জ করত এই স্থানেই সময় প্রতীক্ষা করিবে। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ কাশী পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন অন্যত্র গমন করে, সেই সময় মদীয় দূতগণ, করতালি দিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিতে থাকে। অনুত্তম সিদ্ধিক্ষেত্র পবিত্র বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? মানব, অন্যত্র মহাদান করিয়া যে ফললাভ করে, এই স্থানে কাকিনীমাত্র দান করিলে তাদৃশ ফল হয়। এই স্থানে কেহ যদি শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করে ও কেহ অন্তবিধ তপোনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে লিঙ্গোপাসক ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। অন্যত্র কোটী গোদান ও কাশীতে একাহমাত্র অবস্থিতি, এই দুইয়ের মধ্যে কাশীবাসই উৎকৃষ্ট। অন্য স্থানে কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল, এই স্থানে একটীমাত্র ভোজিত হইলে সেই ফল হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে তুলাপুরুষদানে ও কাশীতে মুষ্টিভিক্ষাদানে তুল্য ফল লাভ হয়। এই স্থানে আমার পরমজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অনন্তলিঙ্গরূপে সত্যলোকাদি অতিক্রম করিয়া পাতাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছে। পৃথিবীর প্রান্তভাগে অবস্থিত থাকিয়াও যাহারা কাশীস্থিত শিবলিঙ্গ স্মরণ করে, তাহারা মহৎ পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি পায়। যে ব্যক্তি, এই স্থানে আমাকে দর্শন, স্পর্শ ও অর্চ্চনা করে, সে পরম জ্ঞান লাভ করিয়া আর জন্ম-গ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি, এই কাশীধামে আমাকে পূজা করত স্থানান্তরেও প্রাণত্যাগ করে, সে জন্মান্তরে আমার সাক্ষাৎকার পাইয়া বিমুক্ত হয়। ভগবান্ শঙ্কর, দ্বিজগণকে এইরূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বলিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্ত-র্দ্ধান করিলেন। সেই দ্বিজগণ সাক্ষাৎ বিরূপাক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ নিজ ভবনেপ্রস্থান করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা কৃপা-নিধি সর্ব্বজ্ঞ শম্ভুর তাদৃশ বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া অন্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবলিঙ্গেরই অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। স্কন্দ কহিলেন, যে ব্যক্তি, শ্রদ্ধাসহকারে এই উৎকৃষ্ট উপাখ্যান পাঠ করেন বা পাঠ করান, তিনি নিষ্পাপ হইয়া শিবলোকে বিরাজ করিয়া থাকেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

পরাপরেশ্বরাদি লিঙ্গোৎপত্তি বিবরণ।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! জ্যেষ্ঠেশ্বরের চতুর্দ্দিকে যে সকল শিবলিঙ্গ আছে, তাঁহাদের সংখ্যা পঞ্চসহস্র; মুনিগণ তাঁহাদের নিকট পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাবেন। জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরে পরাপরেশ্বর নামক মহৎ এক শিবলিঙ্গ বিরাজমান; তাঁহার অবলোকন মাত্র নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হয় এবং সেইস্থানেই মাণ্ডব্যেশ্বর নামক অপর এক সিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবের কখনই দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে না। তথায় সতত শুভপ্রদ শঙ্করেশ নামে আর এক লিঙ্গ ও ভক্তগণের সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক বৃন্দনারায়ণ অবস্থিত। সেই স্থানেই পরম সিদ্ধিপ্রদ জাবালীশ্বর সংজ্ঞক লিঙ্গ আছেন; প্রাণিগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে কখনই দুর্গতিভোগ করে না। সেই স্থানেই সুমন্তমুনিপ্রতিষ্ঠিত উত্তমতম আদিত্যমূর্ত্তি বিরাজিত; তাঁহাকে দর্শন করিলে কুষ্ঠব্যাধিও প্রশমিত হয় এবং তথায় ভীষণা নামে ভীষণরূপিণী ভৈরবী আছেন, ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলে ক্ষেত্রের বিপদ্ সকল বিদূরিত হইয়া থাকে। সেই স্থানেই উপজঙ্ঘনিস্থাপিত কর্ম্মবন্ধবিমোচক এক লিঙ্গ আছেন; মানবগণ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে সেবা করিলে ছয়মাস মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করে এবং তথায় একস্থানে ভারদ্বাজেশ্বর ও ঘণ্টাশ্বর নামক দুই লিঙ্গ আছেন; পুণ্যাত্মা লোকের তাঁহাদিগকে দর্শন করা কর্ত্তব্য। হে কলসযোনে! সেই স্থলেই আরুণিকর্ত্তৃক স্থাপিত অপর এক লিঙ্গ আছেন; তাঁহার সেবা করিলে সর্ব্বসম্পদ্ লাভ হয় ও বাজসনেয়াখ্য যে মনোহর আর এক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে অবলোকন করিলে জনগণের অশ্বমেধের ফল হয় এবং সেই স্থানে কঠেশ্বর, কাত্যায়নেশ্বর, বামদেবেশ্বর, মৈত্রেয়েশ্বর, হারীতেশ্বর, গালবেশ্বর, কুম্ভীশ্বর, কৌথুমেশ্বর, অগ্নিবর্ণেশ্বর, নৈঋ্বতেশ্বর, বৎসেশ্বর, পর্ণাদেশ্বর, শান্ত্রপ্রস্থেশ্বর ও কণাদেশ্বর আর কিঞ্চিদ্দূরে মহৎ মাণ্ডুকেশ্বর, বাভ্রবেয়েশ্বর, শিলবৃত্তীশ্বর, চ্যবনেশ্বর, শালেশ্বর, কাত্যনেশ্বর, কলিঙ্গেশ্বর, অক্রোধনেশ্বর, কপোতবৃত্তীশ্বর, কঙ্কেশ্বর, কুন্তলেশ্বর, কণ্ঠেশ্বর, তুম্বুরুপূজিত কুহোলেশ্বর, মতঙ্গেশ্বর, মরুত্তেশ্বর, মাগধেয়েশ্বর, জাতূকর্ণেশ্বর, জাম্বুকেশ্বর, জাতুধীশ্বর, জলেশ্বর, জাল্মেশ্বর ও জালকেশ্বর প্রভৃতি অর্ব্বুতার্দ্ধ শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। অতি পবিত্র জ্যেষ্ঠস্থানে অবস্থিত শুভপ্রদ ঐ সকল লিঙ্গের স্মরণ, দর্শন, স্পর্শন, পূজন, মনন ও স্তুতি করিলে জীবগণকে কখনই পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। কার্ত্তিকেয় বলিলেন, হে মুনিবর! একদা জ্যেষ্ঠস্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। মহেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতেছিলেন ও মহেশ্বরী কন্দুকক্রীড়ায় তৎপরা ছিলেন। তৎকালে মহেশ্বরী, স্বীয় অঙ্গ পরিচালনে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার নিশ্বাসসৌরভে আকুল হইয়া মধুকরগণ তদীয় দৃষ্টির ব্যাঘাত করিতেছিল। কেশবন্ধনস্খলিত সুগন্ধ মাল্যে সেই স্থান আবৃত হইয়াছিল। পত্রাবলী-বিরাজী তদীয় কপোলদেশে স্বেদবিন্দু নির্গত হইয়া পরম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছিল। সূক্ষ্ম-অংশুকরন্ধ্র হইতে অঙ্গপ্রভা নির্গত হইতেছিল। কন্দুকসঞ্চালনে তাঁহার করতল আরক্ত ও কন্দুকানুসরণক্রমে নেত্রত্রয় পরিচালিত হওয়ায় ভ্রূযুগল নৃত্যকারী হইয়াছিল। জগন্মাতা মৃড়ানী এইরূপ ক্রীড়া করিতেছেন, এমত সময় ভুজ-বল-গর্ব্বিত অন্তরীক্ষচর বিদল ও উপল নামক দৈত্যদ্বয় যেন আসন্নমৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তাঁহাকে দেখিয়া অনঙ্গশরে প্রপীড়িত হইল। উহারা ত্রিভুবনকে তৃণের ন্যায় মনে করিয়া থাকে। এজন্য দেবীকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে শাম্বরী মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক পারিষদমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গগনমার্গ হইতে অম্বিকা-সন্নিধানে অবতরণ করিতে লাগিল। তখন সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর, সেই

কামপীড়িত দুর্ব্বৃত্ত অসুরদ্বয়ের নেত্রচাঞ্চল্য দর্শনে অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রতি কটাক্ষ করিলেন। অনন্তর, মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী মহেশ্বরী, তাঁহার নেত্রভঙ্গি বুঝিয়া সেই ক্রীড়াকন্দুক দ্বারাই এককালে সেই দৈত্যদ্বয়কে আহত করিলেন। তখন তাহারা বৃন্ত হইতে বায়ুচালিত পরিপক্ব তালফলদ্বয়ের ন্যায় এবং পর্ব্বত হইতে অশনি-তাড়িত শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, ঘূর্ণ্যমান হইতে হইতে পতিত হইল। অনন্তর সেই কন্দুক, অকার্য্যোদ্যত দৈত্যদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া জ্যেষ্ঠেশ্বরের নিকটে সর্ব্বদুষ্টনিবারক জ্যেষ্ঠেশ্বর নামক লিঙ্গরূপ ধারণ করিল। যে মানব, হৃষ্টান্তঃকরণে উক্ত কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তি কথা শ্রবণ ও তাঁহার অর্চ্চনা করে, তাহার আর দুঃখভয় কোথায়? স্বয়ং ভবনাশিনী ভবানী, কন্দুকেশ্বরভক্ত নিষ্পাপ মানবগণের সর্ব্বদা যোগক্ষেম বিধান করিয়া থাকেন। ঐ লিঙ্গে দেবী পার্ব্বতীর ভক্তসিদ্ধিপ্রদ সান্নিধ্য আছে এবং তিনি সতত উহার অর্চ্চনা করেন। কাশীধামে যাহারা মহালিঙ্গ কন্দুকেশ্বরকে পূজা না করে, শঙ্কর ও শঙ্করী তাহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করেন না। সর্ব্বোপসর্গনাশক উক্ত কন্দুকেশ্বরের নাম শ্রবণমাত্র সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় সমস্ত পাপ ত্বরায় বিলীন হইয়া থাকে! স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ! জ্যেষ্ঠেশ্বরের সমীপে যে আশ্চর্য্য বিবরণ ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষি ও পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ দণ্ডখাত নামক মহাশীল ব্রাহ্মণগণ নিষ্কাম হইয়া পরম তপশ্চরণ করিতেছেন, এমত সময়ে দুন্দুভিনির্হ্রাদ নামক প্রহ্লাদের মাতুল দুষ্ট এক দৈত্য মনে মনে চিন্তা করিল, কিরূপে দেবগণকে জয় করিতে পারি? উহাদের কি বল, কি আধার ও আহারই বা কি? সেই দৈত্য, বহুবার এইরূপ বিচার করিয়া নির্ণয় করিল, ব্রাহ্মণই উহাদের অজেয় হইবার কারণ। তখন সে, ব্রাহ্মণগণকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। ভাবিল, যখন দেবগণ যজ্ঞভোজী, যজ্ঞও বেদবিহিত এবং ব্রাহ্মণেরাই বেদের, আশ্রয় তখন নিশ্চয়ই দ্বিজগণ ইন্দ্রাদি সুরগণের আশ্রয় ও বল, এ বিষয়ে আর বিচার্য্য নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে যদি বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলেই বেদ বিনষ্ট হইল, বেদ বিনষ্ট হইলেই যজ্ঞ লোপ, যজ্ঞ লোপ পাইলেই উহারা নিরাহারে দুর্ব্বল হইবে; তখন অনায়াসে উহাদিগকে জয় করিতে পারিব এবং সুরগণ পরাজিত হইলে আমিই ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়া তাহাদিগের অক্ষয় সম্পদ্ সকল আহরণ করিব ও নিষ্কণ্টক হইয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিতে থাকিব। হে মুনে! সেই দুর্ব্বুদ্ধি দৈত্য, এইরূপ স্থির করিয়া পুনর্ব্বার ভাবিল, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন, তপোবলসমন্বিত, বেদাধ্যয়ননিরত প্রভূত ব্রাহ্মণ, কোথায় আছে। বোধ হয়, বারাণসীতেই বহুল ব্রাহ্মণের বাস; অতএব অগ্রে বারাণসীস্থ দ্বিজগণকেই সংহার করিয়া পরে অন্য তীর্থে গমন করিব। যে যে তীর্থে বা যে যে আশ্রমে ব্রাহ্মণ আছে, আমি সকলকেই ভক্ষণ করিব। মায়াবী দুষ্টমতি দুন্দুভিনির্হ্রাদ, কুলোচিত এইরূপ বুদ্ধি করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইয়া দ্বিজগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। দ্বিজগণ সমিৎ ও কুশ আহরণার্থ বনে গমন করিলে যাহাতে কেহ বিদিত না হয়, এইরূপে ভক্ষণ করিত। সে বনমধ্যে ব্যাঘ্রাদি মূর্ত্তি ও জলমধ্যে কুম্ভীরাদি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। সেই মায়াবী, দিবাভাগে মুনিবেশ ধারণ পূর্ব্বক দেবগণেরও অদৃশ্য হইয়া মুনিগণের মধ্যে অবস্থান করত তাঁহাদিগের কুটীরের দ্বার অনুসন্ধান করিয়া রজনীতে ব্যাঘ্ররূপে নিঃশব্দে ভক্ষণ করিতে লাগিল। একখানি অস্থি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিত না। এইরূপে সেই দুষ্ট দানব কর্তৃক অনেকানেক ব্রাহ্মণ নিহত হইয়াছিল। একদা শিবরাত্রিতে এক শিবভক্ত, দেবদেবের পূজা সমাপন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমত সময়ে বলদর্পিত দৈত্যবর দুন্দুভিনির্হ্রাদ, ব্যাঘ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক

তাঁহাকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সেই ধ্যাননিষ্ঠ, শিবসাক্ষাৎকারে স্থিরচিত্ত ভক্তকে অস্ত্রমন্ত্রে পরিরক্ষিত বলিয়া আক্রমণে অপারগ হইল। অনন্তর জগতের রক্ষামণি-স্বরূপ ভক্তরক্ষায় দীক্ষিত ত্রিলোচন হর, দুর্ম্মতি দৈত্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া, সে তাঁহার বিনাশার্থ যেমন ব্যাঘ্ররূপে ধাবিত হইবে, অমনি আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই ভক্তের আরাধিত লিঙ্গ হইতে পঞ্চানন রুদ্রদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া সেই দানব ব্যাঘ্ররূপে পর্ব্বতোপম বর্দ্ধিত হইয়া যেমন অবজ্ঞা-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিল, অমনি সর্ব্বজ্ঞ শম্ভু, সেই ব্যাঘ্ররূপী দৈত্যকে কক্ষাযন্ত্রে নিষ্পেষণপূর্ব্বক তদীয় মস্তকে মুষ্ট্যা-ঘাত করিলেন। তখন সেই ব্যাঘ্র, মুষ্টিপ্রহার ও কক্ষাপেষণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, চীৎকার শব্দে ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল প্রপূরিত করিল। অনন্তর তপোধনগণ, সেই ভীষণ শব্দে কম্পিত-হৃদয় হইয়া রাত্রিকালে শব্দানুসারে তথায় আগমন পূর্ব্বক কক্ষ মধ্যে ব্যাঘ্ররূপধারী পরমেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রণতভাবে জয় জয় ধ্বনি করত স্তব করিয়া কহিলেন, হে জগত্রাতঃ! আপনি এই দারুণ ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। হে ঈশ! হে জগদ্গুরো! এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান করিয়া "ব্যাঘ্রেশ" এই নাম ধারণ করত এইরূপে সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠস্থান ও তীর্থবাসী আমাদিগকে অন্যান্য উপসর্গ হইতে রক্ষা করুন। দেব সোমশেখর, তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে "তথাস্তু" বলিয়া, পুনর্ব্বার কহি-লেন, হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, শ্রদ্ধাসহকারে এই স্থানে এইরূপে আমাকে অবলোকন করিবে, নিঃসন্দেহ আমি তাহার সমুদয় উপসর্গ দূর করিব। যে মানব, এই লিঙ্গ অর্চ্চনাপূর্ব্বক গমন করে, পথিমধ্যে চৌর ব্যাঘ্রাদি হইতে তাহার কোন আশঙ্কা থাকে না। মানব, মনোহর উপাখ্যান শ্রবণ-পূর্ব্বক এই লিঙ্গ স্মরণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলে নিশ্চয় জয়ী হইবে! দেবাদিদেব শঙ্কর এই কথা বলিয়া সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হইলে বিপ্রগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রাতঃকালে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন! স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! সেই অবধি সেই লিঙ্গ ব্যাঘ্রেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে সকল ভয় দূর হয়। যাহারা ব্যাঘ্রেশ্বরের ভক্ত, মহাক্রূর যমকিঙ্করগণও তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাকে এবং "জয় জীব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে। এই স্থানে পরাপরেশ্বরাদি লিঙ্গের উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করিলে মানব মহাপাতকরূপ কর্দ্দমে লিপ্ত হয়, না। যে ব্যক্তি, কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তি ও ব্যাঘ্রেশ্বরের আবির্ভাব বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে কখন কোন উপসর্গে আক্রান্ত হয় না। উল্লিখিত ব্যাঘ্রে-শ্বরের পশ্চিমে উটজেশ্বর নামক লিঙ্গ বিরাজ-মান আছেন; ভক্তগণের রক্ষার জন্য সমুদ্ভূত সেই লিঙ্গ অর্চ্চনা করিলে কোন ভয় থাকে না।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

শৈলেশ্বরলিঙ্গোৎপত্তি।

স্কন্দ কহিলেন, হে বাতাপিনাশন! জ্যেষ্ঠে-শ্বরের চতুর্দ্দিকে যে সকল লিঙ্গ আছে, বলি-তেছি শ্রবণ কর। জ্যেষ্ঠেশ্বরের দক্ষিণে অপ্সরাদিগের এক শুভলিঙ্গ আছেন, সেই স্থানেই তাহাদিগের সৌভাগ্যোদক নামে এক কূপ অবস্থিত। নরই হউক বা নারীই হউক, ঐ কূপে স্নানান্তে অপ্সরেশ্বরকে সন্দর্শন করিলে দৌর্ভাগ্য ঘটে না। তথায় বাপীর নিকটে কুক্কুটেশ নামে অপর লিঙ্গ আছেন; তাঁহাকে পূজা করিলে পুরুষের কুটুম্ব বর্দ্ধিত হয়। জ্যেষ্ঠবাপীর নিকটে পিতামহেশ্বর লিঙ্গ; মানব তথায় শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন

ভবদায় ক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগেরই অবস্থান দেখ।

করিবে। উক্ত পিতামহেশ্বরের নৈঋ'ত কোণে পিতৃগণের পরম তৃপ্তিপ্রদ গদাধরেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন ; হে মুনে! জ্যেষ্ঠেশ্বরের নৈঋ'ত-কোণে বাসুকীশ্বর সংজ্ঞক অপর এক লিঙ্গ অবস্থিত ; যত্নাতিশয় সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলে এবং তত্রত্য বাসুকিকুণ্ডে স্নানদানাদি করিলে বাসুকীশ্বর প্রভাবে সকলের সর্পভয় দূর হয়। যে ব্যক্তি নাগপঞ্চমীতে সেই বাসুকীকুণ্ডে স্নান করে, তাহার আর সর্পবিষ হইতে কোন ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি বর্ষাকালে নাগপঞ্চমীতে তথায় 'যাত্রা' করে, নাগগণ তাহার বংশের প্রতি সতত প্রসন্ন থাকে। উক্ত কুণ্ডের পশ্চিমে ভক্তগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তক্ষকেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন ; সযত্নে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। হে তাহার উত্তরে তক্ষক নামক কুণ্ড ; উহাতে উদককার্য্য করিলে সর্পভয় থাকে না! ঐ তক্ষককুণ্ডের উত্তরভাগে ভক্তগণের ভয়হারী ক্ষেত্রকুশলকারী কাপালী নামে ভৈরব আছেন ; উক্ত ভৈরবের মহাক্ষেত্র সাধকগণের পরম সিদ্ধিপ্রদ। তথায় সাধন করিলে ছয়মাসে সিদ্ধিলাভ হয়। সেই স্থানে ভক্তবিঘ্নবিনাশিনী মহাতুণ্ডা নামে চণ্ডী আছেন ; স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত নানাবিধ উপচারে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। যে জ্ঞানী মানব, মহাষ্টমীতে তাঁহার উৎসব করেন, তিনি যশস্বী, ঐশ্বর্য্য-শালী এবং পুত্র পৌত্রান্বিত হইয়া থাকেন! মহাতুণ্ডার পশ্চিমে চতুঃসাগরবাপী ; তাহাতে স্নান করিলে সাগরচতুষ্টয়ে স্নানের ফললাভ হয়। সেই স্থান, চতুঃসাগর নামে মহা-প্রসিদ্ধ ; তথায় সাগরচতুষ্টয়স্থাপিত চারিটী লিঙ্গ আছেন। উক্ত সাগরবাপীর চতুর্দ্দিকস্থ লিঙ্গচতুষ্টয়ের পূজা করিলে সমুদয় পাতক বিধূত হইয়া থাকে। তাহার উত্তরে ভক্তি-সহকারে হরবৃষভকর্তৃক স্থাপিত বৃষভেশ্বর নামে মহালিঙ্গ আছেন ; তাঁহার দর্শনে মানব-গণের ছয়মাসে মুক্তি হয়। বৃষভেশ্বরের উত্তরে গন্ধর্ব্বেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিরাজমান এবং তাহার পূর্ব্বদিকে গন্ধর্ব্বকুণ্ড। যে মানব, উক্ত কুণ্ডে স্নানানন্তর গন্ধর্ব্বেশ্বরের অর্চ্চনা এবং তথায় ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ দান ও দেবপিতৃগণের তর্পণ করে, সে গন্ধর্ব্বগণের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে। উক্ত গন্ধর্ব্বে-শ্বরের পূর্ব্বভাগে কর্কোট নামক নাগ, কর্কোট-বাপী ও কর্কোটেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। যে ব্যক্তি, ঐ বাপীতে স্নান করিয়া কর্কোটেশ্বর ও কর্কোট নাগকে অর্চ্চনা করিতে পারে, তাহার পরম সুখে নাগলোকে বসতি হয়। যাহারা কর্কোটবাপীতে উদককার্য্য সম্পাদন করিয়া কর্কোট নাগকে অবলোকন করে, তাহাদের শরীরে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কোন বিষই সঞ্চারিত হয় না। কর্কোটেশ্বরের পশ্চিমে ধুন্ধুমারীশ্বর নামে যে লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে শত্রুভয় থাকে না। তাহার উত্তরে পুরূরবেশ্বর নামক এক লিঙ্গ আছেন ; যত্নপুরঃসর তাঁহাকে দর্শন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে। তাঁহা-রই সম্মুখে সুপ্রতীক নামক দিগ্‌গজপ্রতিষ্ঠিত যশোবলবিবর্দ্ধক দিগ্‌গজেশ্বর নামে এক লিঙ্গ ও তাহার সম্মুখে সুপ্রতীক নামক মনোহর এক সরোবর আছে! যে ব্যক্তি, ঐ সরোবরে অব-গাহন পূর্ব্বক সুপ্রতীকেশ্বরকে সন্দর্শন করে, তাহার দিক্‌পতিত্ব লাভ হয়। সেই স্থানে উত্তরদ্বার রক্ষার নিমিত্ত বিজয়ভৈরবী নামে মহাগৌরী অবস্থিতা আছেন ; ইষ্টসিদ্ধির জন্য তাঁহার পূজা করিবে। বরণানদীর দক্ষিণতটে বিঘ্নবিনাশক হুণ্ডন মুণ্ডন নামে দুই শিবানু-চর অবস্থিত থাকিয়া ক্ষেত্রের রক্ষা বিধান করিতেছেন। ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় বিঘ্ননিবারণার্থ তাঁহাদিগকে দর্শন করা কর্ত্তব্য এবং তথায় হুণ্ডনেশ্বর ও মুণ্ডনেশ্বর নামক শিবলিঙ্গদ্বয়কে অবলোকন করিলে মানব পরম সুখী হইয়া থাকে। হে ইল্বলশত্রো! অগস্ত্য! পূর্ব্বে বরণা-নদীতটে যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। একদা পতিব্রতা মেনকা অদ্রিবর হিমবান্‌কে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া

বারংবার উমাকে স্মরণ করত কহিলেন, হে গিরিবর! হে আর্য্যপুত্র! বিবাহের পর হইতে পার্ব্বতী যে কোথায় কিরূপ আছে, কিছুই জানি না। ভস্মোরগবিভূষণ, মহাশ্মশানবাসী দিগ্বাসাঃ, বৃষবাহন শঙ্কর যে এখন কোথায়, জানি না। ব্রাহ্মী প্রভৃতি শ্বশ্রূস্বরূপা, সর্ব্ব-পূজ্যা, কল্যাণহেতু বালিকা যে অষ্টমাতৃকাকে বিলোকন করিয়াছিলাম, তাঁহারাই বা কোথায়? অথবা সেই শূলপাণি অদ্বিতীয়, তাঁহার আর দ্বিতীয় কে আছে? যাহাই হউক, হে বিভো! তুমি শঙ্করীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। তখন তনয়া উমার প্রতি পরম স্নেহা-নুরক্ত গিরিবর, প্রিয়া মেনকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাশ্রুলোচনে কহিলেন, হে মেনকে! আমি স্বয়ংই তাহার অনুসন্ধান করিব; উমাকে না দেখিয়া আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি। যেদিন হইতে উমা আমার গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছে, আমার জ্ঞান হইতেছে, সেই দিন হইতে কমলা আমার ভবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে প্রিয়ে! মদীয় কর্ণযুগল যে দিন হইতে উমার বচনামৃতপানে বঞ্চিত হইয়াছে, হে প্রাণেশ্বরি! সেই দিন অবধি আর অন্য কোন শব্দ গ্রহণ করে না। হায়! বাছা আমার যে দিন হইতে নয়নের অন্তরাল হইয়াছে সেই দিন হইতে সুধাকরের সুধাময় জ্যোৎস্নাও আমাকে সন্তপ্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শৈলাধিপতি হিমালয়, এইরূপ কহিয়া বিবিধ রত্ন ও বসন লইয়া শুভলগ্নে শঙ্করীর অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! তিনি কতপ্রকার রত্ন ও বসন লইয়া প্রস্থান করিলেন, প্রকাশ করিয়া বলুন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! দুই কোটী তুলা পরিমাণ মুক্তা, শত তুলা বারিতর হীরক, নবলক্ষাধিক উত্তম প্রভাসম্পন্ন সহস্র-বিল্ব অন্যান্য হীরক, নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় দ্বিলক্ষ তুলা পরিমিত বিদ্রুমরত্ন, হে মহামুনে! পঞ্চ-কোটী পদ্মরাগমণি, লক্ষতুলাপরিমিত পুষ্পরাগ এবং অসংখ্যক গোমেদরত্ন, অর্দ্ধকোটী ইন্দ্র-নীলমণি, অযুততুলাপরিমিত গরুড়োদ্গার রত্ন, নবকোটী বৃদ্ধবিদ্রুম রত্ন, অসংখ্য অষ্টাঙ্গাভরণ, সংখ্যাতীত সুকোমল বিবিধ বসন, প্রভৃত চামর ও গন্ধদ্রব্য এবং অগনন দাসদাসী লইয়া গমন করত বরণাতীরে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে কাশীধামে দেখিতে পাইলেন। দেখি-লেন, উহার ভূভাগ নানাবিধ রত্নরাজিতে বিরাজিত, প্রাসাদমালা হইতে মাণিক্যনিকরের জ্যোতি সকল নির্গত হইয়া দিবাকরশোভা বিস্তার করিতেছে। সৌধরাজির উপরিভাগে শোভমান স্বর্ণকলসে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হই-তেছে। চতুর্দ্দিকে বৈজয়ন্তী সকল বিরাজমান থাকায় যেন অমরাবতীকেও জয় করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অষ্টমহাসিদ্ধির অদ্ভুত ক্রীড়াভবনস্বরূপ সেই কাশীধামের সর্ব্ববিধ ফলভারাবনত বনশ্রেণী, কল্পতরুবনের সৌন্দর্য্যও অপহরণ করিয়াছে। গিরিবর, কাশীর এতাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করত মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, প্রাসাদ, প্রতোলী, প্রাকার, গৃহ, পুরদ্বার, বিচিত্র কপাট ও তটভূমিস্থিত মণিমাণিক্যরত্নের সমুজ্জ্বল প্রভায় এই কাশীপুরী যেরূপ সৌন্দর্য্যময় হই-য়াছে, বোধ হয়, ভূমণ্ডল ও সুরলোকের মধ্যে কোথাও এরূপ স্থান আর নাই। অন্যের কথা কি, কুবেরভবন বা বৈকুণ্ঠধামেও এ প্রকার সম্পত্তি নাই বিবেচনা হয়। গিরিরাজ মনে মনে এইরূপ সম্ভাবনা করিতেছেন, এমত সময়ে এক কার্পটিক (ভিক্ষুক) তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। তখন হিমবান্, তাহাকে সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে কার্পটিকশ্রেষ্ঠ! এই আসনে উপবেশন কর। হে অধ্বগ! নিজ নগরের বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণন কর। এখানে কি অদ্ভুত বিষয় আছে? সম্প্রতি কে ইহার অধিপতি? তাঁহার গুণাগুণই বা কি প্রকার? যদি তোমার বিদিত থাকে, তাহা হইলে এই সকল বিষয় আমাকে বল। হে মুনে! সেই কার্পটিক, গিরিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে রাজেন্দ্র! আপনি আমায়

ভবদীয় ক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগেরই অবস্থান দেখু

যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন; দিবোদাস, স্বর্গগামী হওয়ার পর আজ পাঁচ ছয় দিন হইল, জগন্নাথ পার্ব্বতীপতি এই পুরীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যিনি ত্রিজগতের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বত্রগ ও সর্ব্বদর্শী, হে মানদ! আপনি তাঁহাকে জানেন না? আমার জ্ঞান হয়, আপনার হৃদয় প্রস্তর বা প্রস্তরাপেক্ষাও অধিক কঠিন; সেই জন্যই কাশীর অধিষ্ঠাতা গিরিজাপতি বিশ্বেশ্বরকে বিদিত নহেন। গিরিরাজ হিমবান্ স্বাভাবিক কঠিনাত্মা হইলেও আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ তিনি, প্রাণাধিক কন্যা দান করিয়া বিশ্বনাথের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি সহজকঠিন হইয়াও কন্যারূপ মাল্যদানে বিশ্বস্তরকে পূজা করিয়া তাঁহারও গুরু হইয়াছেন। বেদবেদ্য সেই মহেশ্বরের কার্য্য কে বুঝিতে পারে? তবে আমি সামান্যতঃ এই জানি যে, এই জগৎ তাঁহার সৃষ্ট। এই আমি আপনার নিকট কাশীর অধিপতি ও তাঁহার কিরূপ গুণ, তাহা কহিলাম; এক্ষণে আপনি যে, এই স্থলে কি অদ্ভুত বিষয় আছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন। সম্প্রতি সেই পার্ব্বতীপতি শঙ্কর, কাশীলাভে পরম আনন্দিত হইয়া শুভ জ্যেষ্ঠেশ্বর স্থানে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ কহিলেন, সেই পথিক, যখনই গিরিজার সুধাময় নামাক্ষর উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখনিই গিরিরাজ, অসীম আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি, এই ভূমণ্ডলে উমার নামামৃত পান করে, হে কুম্ভযোনে! তাহাকে আর মাতৃস্তন্য-দুগ্ধ পান করিতে হয় না। হে দ্বিজ! যে মানব, 'উমা' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র অহর্নিশ স্মরণ করিতে পারে, পাপাত্মা হইলেও চিত্রগুপ্ত তাহাকে স্মরণ করিতে পারে না। হিমবান্ সানন্দচিত্তে পুনরায় কার্পটিকের কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কার্পটিক কহিল, হে রাজন্! নির্ব্বাণনিপুণ বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বেশ্বরের নিমিত্ত জন্মনির্ব্বাণদায়ক যেরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন, আমি সেরূপ কখন কর্ণেও শুনি নাই। সেই প্রাসাদের ভিত্তি সকল, স্বাভাবিক তেজোময় মণিমাণিক্যরত্নের শলাকা দ্বারা বিরচিত। ঐ প্রাসাদে, যেন প্রত্যেকে আট আটটী করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের ধারণ জন্যই পরম প্রভাসম্পন্ন একশত দ্বাদশটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ ভুবনের যে সৌন্দর্য্য, ঐ প্রাসাদে তাহার শত কোটীগুণ অধিক। স্তম্ভাধার শিলা সকল, প্রভাময় চন্দ্রকান্তমণিতে বিরচিত; তদুপরি পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীলমণিময় পুত্তলিকানিচয়, রত্নদীপালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে। তথায় সমুজ্জ্বল স্ফটিক-নির্ম্মিত পদ্মে সুশোভিত শিলাতলে আরক্ত, নীল, লোহিত, পীত ও শ্বেতবর্ণ নানাবিধ রঙ্ সকল, চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় মনোহর সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। সুচিক্কণ মাণিক্যরচিত স্তম্ভনিচয় যেন অবিমুক্তক্ষেত্রের মোক্ষলক্ষ্মীর অঙ্কুরবৎ শোভা ধারণ করিয়াছে। তথায় শিবানুচরগণ সপ্তসাগর হইতে রত্নসমূহ আহরণপূর্ব্বক পর্ব্বতশৃঙ্গসম স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে এবং পাতালতল হইতে নাগগণের কোষাগারস্থিত অসংখ্য ফণামণি আনয়ন করিয়া পর্ব্বতাকার করিয়াছে। সেই প্রাসাদে শিবভক্ত দশানন, স্বয়ং রাক্ষসগণ দ্বারা ত্রিকূট পর্ব্বত হইতে কোটী কোটী সুবর্ণ আনয়ন করাইয়া রাখিয়াছে এবং দ্বীপান্তরস্থিত ভক্তগণ, শঙ্করের প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইতেছে শুনিয়া, অসংখ্য মাণিক্য সকল আহরণ করিয়াছে। অধিক কি, স্বয়ং ভগবান্ চিন্তামণি, সাহায্যার্থ নিজ চিন্তা-সমুদ্ভূত বিচিত্র রত্নরাজি বিশ্বকর্ম্মার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ভক্তগণ, ভক্তিসহকারে প্রতিনিয়ত কল্পলতাসম নানাবর্ণের পতাকা সকল তথায় সংযোজিত করিতেছে! দধি, ক্ষীর, ইক্ষু ও ঘৃতসাগর, প্রতিদিন পঞ্চামৃতপূর্ণ কলসসমূহ দ্বারা এবং কামধেনু সকল, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্বয়ংশ্রুত মধুর দুগ্ধ দ্বারা লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে অভিষিক্ত করিতেছে। স্বয়ং মলয়াচল, গন্ধসাররসে ও কর্পূররম্ভা, কর্পূর দ্বারা, তাঁহার

সেবা করিয়া থাকেন। যে শঙ্করালয়ে প্রতিদিন এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, হে কঠিনাশয়! আপনি সেই উমাকান্তকে পরিজ্ঞাত নহেন? অদ্রিরাজ, জামাতার ঈদৃশ সমৃদ্ধি শ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। পরে সেই কার্পটিককে পারিতোষিক দানে বিদায় করিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে পুনরায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো! আমি যে কার্পটিকের মুখে সুখকর বিষয় শ্রবণ করিলাম; ইহাতে অতি ভালই হইল। ত্রিজগৎপতি জামাতার এই স্থানে যেরূপ সম্পত্তি শুনিলাম ও দেখিতেছি, তাহাতে কন্যার জন্য জামাতার সন্তোষকর যে সকল রত্ননিকর আনিয়াছি, তাহা নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে। অগ্রে বিবেচনা করিয়াছিলাম, জামাতাকে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণেও সেইরূপ; তিনি সর্ব্বকর্ম্মপরাঙ্মুখ, বৃদ্ধ বৃষভমাত্র সম্পত্তি, সকলের অপরিচিত এবং কোন্ বংশে তাঁহার জন্ম, তাহাও কেহ বিদিত নহেন। অধিক কি, তাঁহার কি নাম, কোন্ দেশে জন্ম, কি উপজীবিকা ও কিরূপ আচার, তাহা কেহই জানে না। কেবল নামমাত্রে ঈশ্বর, কিন্তু ঐশ্বর্য্যসূচক কোন বস্তুই নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, আমার সেই জামাতা, সুমুখ, বেদবেদ্য ও সর্ব্বজ্ঞ; তিনি দরিদ্রগণকে নির্ব্বাণলক্ষ্মী দান করিতেছেন ও সকল কর্ম্মই সফল করিতেছেন, এই সমুদয় জগৎই তাঁহার সৃষ্ট। অগ্রে যাঁহাকে কেহই জানিত না, তিনি এক্ষণে বেদবেদ্য। সর্ব্বদা যাঁহাকে অনভিজ্ঞ বোধ ছিল, তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতেছেন। পূর্ব্বে যাঁহার একটী নামও কেহ জানিত না; এক্ষণে জানিলাম, সমুদয় পদার্থের যাহা কিছু নাম আছে, সকলই তাঁহার নাম। অগ্রে যাঁহার দেশবিদিত হয় নাই এবং যাঁহাকে সর্ব্ববৃত্তিপরাঙ্মুখ বলিয়া জানিয়াছিলাম; এক্ষণে দেখিতেছি, তিনি সর্ব্বদেশীয় এবং সকলের সর্ব্ববৃত্তিদাতা। সমুদয় শ্রুতি এবং স্মৃতি যাঁহার নিকট আচার পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, আমি তাঁহাকেই আচারহীন জানিয়াছিলাম। অহো! মদীয় সেই জামতা, সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদাতা; তিনি সর্ব্বগুণের আধার হইয়াও গুণাতীত ও পরাৎপর এবং অর্ব্বাচীন অথচ পরাচীন। আমি ভূধরগণের অধীশ্বর; উমাপতি নিখিলবিশ্বের নাথ। আমার সম্পত্তি পরিমিত, কিন্তু তদীয় সম্পত্তি অপরিমিত; অতএব আমার আনীত উপঢৌকনসামগ্রী তাঁহার নিকট তুচ্ছ। এজন্য এক্ষণে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া বারান্তরে পুনরায় আগমন পূর্ব্বক কোন সময় সাক্ষাৎ করিব। গিরিরাজ, মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সায়ংকালে মহাবল পরাক্রান্ত পার্ব্বতীয় অনুচরবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা সকলেই বলবান, অতএব আমার এক আজ্ঞা প্রতিপালন কর। সূর্য্যোদয়ের মধ্যে ত্বরায় এক শিবালয় প্রস্তুত কর, যাহাতে আমি ইহকাল ও পরকালে কৃতার্থ হইব। যে ব্যক্তি এই কাশীধামে আসিয়া শিবালয় দান করে, তাহার ত্রিলোকবাসীদিগকে আলয় দান করা হয় এবং সে পর্ব্বদিনে মহাতীর্থে শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি সৎপাত্রে বিবিধ মহাদানের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, বিত্তশাঠ্য না করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন দ্বারা এই স্থানে শম্ভুর মহৎ মন্দির প্রস্তুত করে, কমলা তাহাকে কখন পরিত্যাগ করেন না। যে মানব, বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া শিবালয় স্থাপন করে, সে শীর্ণপর্ণাশনাদি তপোনুষ্ঠানের ফলভাগী হয় এবং যে ব্যক্তি, আনন্দকাননে দেবদেবের আলয় নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহার মহাসমারোহে সম্পাদিত মহৎ যজ্ঞনিচয়ের ফললাভ হইয়া থাকে। গিরিরাজের ঈদৃশ আদেশ শ্রবণ করিয়া তদীয় অনুচরগণ যামিনী মধ্যে এক অপূর্ব্ব শিবমন্দির প্রস্তুত করিলে, শৈলেশ্বর, শৈলেশ্বর নামক চন্দ্রকান্ত-মণিময় এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন তাহার কান্তিতে সেই শিবালয় উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। পরে তিনি সেই মন্দিরে

অন্যান্য ভূধর হইতে স্বীয় প্রাধান্যব্যঞ্জক প্রশস্তাক্ষরশালিনী এক প্রশস্তলিপি বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর শৈলরাজ, অরুণোদয় হইলে পঞ্চনদহ্রদে অবগাহন পূর্ব্বক কালরাজকে নমস্কার ও অর্চ্চনা করিয়া তথায় রত্নরাশি রক্ষা করত পার্ব্বতীয় নিজ অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া ত্বরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর প্রাতঃকালে ভুণ্ডন মুণ্ডন নামক শিবানুচরদ্বয় শুভ বরণানদীতটে অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয় সেই দেবালয় নিরীক্ষণ করিয়া শিবসন্নিধানে নিবেদনার্থ আগমনপূর্ব্বক, পার্ব্বতীকরধৃত দর্পণে নিজ মুখ দর্শনাসক্ত মহাদেবকে অবলোকন করত ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপুরঃসর ভ্রূভঙ্গিতে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে দেব দেব! আমরা জানি না, কোন পরম ভক্তিমান্ বরণানদীতীরে অতি মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। হে প্রভো! সায়ংকাল পর্য্যন্ত উহার কিছুই দেখি নাই, আজ প্রাতঃকালেই দৃষ্ট হইল। তখন ভগবান শঙ্কর, তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন। অয়ি নগেন্দ্রনন্দিনি! আমি যদিচ সর্ব্বজ্ঞ, সমুদয় বৃত্তান্তই বিদিত আছি; কিন্তু তথাপি চল, অবিদিতের ন্যায় আমরা সেই প্রাসাদ দেখিতে গমন করি। হে মুনে! মহেশ্বর এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী ও অনুচরগণের সহিত মহৎ-রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রাসাদদর্শনে উৎসুক হইয়া স্বভবন হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর শশাঙ্কশেখর, বরণাতটে একরাত্রমধ্যে নির্ম্মিত অতীব রমণীয় প্রাসাদ বিলোকনান্তে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরে, সহসা মোক্ষলক্ষ্মীর অঙ্কুরোপম, নয়নানন্দ-কর, পুনর্জ্জন্মবিনাশন, দেদীপ্যমান, চন্দ্রকান্ত-মণিময় মহৎ শিবলিঙ্গ অবলোকন করিয়া যেমন "ইহা কে স্থাপন করিল" জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অমনি সম্মুখে কর্ত্তৃ-সূচক প্রশস্তি দেখিতে পাইলেন। অনন্তর কন্দর্প-দর্পহারী হর, মনে মনে অল্পমাত্র পড়িয়াই কহিলেন, দেবি! দেখিয়াছ? স্বীয় জনকের কীর্ত্তি অবলোকন কর। তখন পার্ব্বতী, শঙ্করবাক্য শ্রবণে অতিশয় আনন্দিতা হইয়া আনন্দাঙ্কুরলক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে কদম্ব-কুসুমের সৌন্দর্য্য ধারণ করত চরণদ্বয়ে প্রণাম-পূর্ব্বক শঙ্করকে কহিলেন, হে নাথ! এই পরম লিঙ্গে সতত আপনাকে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে এবং যাহারা এই শৈলেশ্বর লিঙ্গে পরম ভক্তিমান থাকিবে, তাহাদিগকে ঐহিক ও পারত্রিক সমৃদ্ধি দান করিতে হইবে। অনন্তর ভগবান শঙ্কর, 'তাহাই হইবে' বলিয়া পার্ব্ব-তীকে পুনর্ব্বার কহিলেন, যাহারা বরণাতে স্নান করিয়া সানন্দে শৈলেশ্বরকে অর্চ্চনা, পিতৃগণকে তর্পণ ও যথাশক্তি দান করিবে, তাহাদিগকে আর এই সংসারমার্গে বিচরণ করিতে হইবে না। হে শুভে! আমি সতত এই শৈলেশ্বরে অবস্থান করিব এবং যে ব্যক্তি ইহার অর্চ্চনা করিবে, তাহাকে পরম মুক্তিপদ প্রদান করিব। যাহারা শৈলেশ্বরকে সন্দর্শন করিবে, তাহারা কাশীধামে বাস করিয়া, কোনরূপ দুঃখে পীড়িত হইবে না, হে কলশ-যোনে! পরে ভগবতী উমাও এক বর দান করিলেন যে, যাহারা শৈলেশ্বরের ভক্ত হইবে, তাহারা নিঃসন্দেহ আমার পুত্রবৎ প্রিয় হইতে পারিবে। স্কন্দ কহিলেন, হে মহামুনে! এই আমি তোমার নিকট শৈলেশ্বরের বিবরণ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে রত্নেশ্বরের উৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তন করিব। পরম শ্রদ্ধাসহকারে শৈলেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব, পাপরূপ কঞ্চুক পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবলোকে পরম সুখে বাস করিতে পারে।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

রত্নেশ্বর প্রাদুর্ভাব।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! সম্প্রতি তুমি রত্নেশ্বরের উৎপত্তিবিবরণ কীর্ত্তন কর

এই কাশীধামে যে রত্নভূত মহালিঙ্গ আছেন, তাঁহার কিপ্রকার মহিমা এবং কোন্ ব্যক্তিই বা উহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ? হে গৌরীহৃদয়-নন্দন ! তুমি এই সকল বিষয় সবিস্তর বর্ণন কর। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! তোমার নিকট আমি রত্নেশ্বরের মাহাত্ম্য ও তাঁহার প্রাদুর্ভাব বিষয় প্রকাশ করিতেছি; তাঁহার নামমাত্র শ্রবণে ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপরাশিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। শৈলরাজ হিমবান্, কালরাজের উত্তরে যে সকল রত্নরাশি পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, সেই সকল রত্নই সেই সুকৃতিশালীর পুণ্যবলে ইন্দ্রধনুসমপ্রভ সর্ব্ব-রত্নময় এক লিঙ্গরূপে পরিণত হয়। উক্ত শৈলেশ্বরলিঙ্গ সন্দর্শন করিলে জ্ঞানরূপ রত্ন লাভ করা হয়। অনন্তর হরপার্ব্বতী শৈলেশ্বরকে অবলোকন করিয়া যে স্থানে রত্নময় লিঙ্গ স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়াছেন, তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার প্রভায় সমস্ত ভবন আলোকিত হইতেছে। ভবানী সেই সর্ব্বরত্নসমুদ্ভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব শুভলিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন,হে দেবদেব জগন্নাথ! হে সর্ব্বভক্তাভয়প্রদ! সপ্তপাতাল-মূলবৎ এই লিঙ্গ কোথা হইতে উৎপন্ন ? ইহার প্রভায় সমুদয় গগন ও দিঙ্মণ্ডল উদ্দী-পিত হইতেছে। হে ভবান্তক! ইহা কিরূপ, ইহার নামই বা কি এবং ইহার প্রভাবই বা কিপ্রকার? ইহাকে দেখিয়াই আমার অন্তঃ-করণ অতিশয় উল্লাসিত ও ইহাতেই অনুরক্ত হইতেছে, হে নাথ! আপনি ইহার প্রভা-বাদির বিষয় বর্ণন করুন। শঙ্কর কহিলেন, হে অপর্ণে পার্ব্বতি! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সেই সর্ব্বতেজোনিধি এই লিঙ্গের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভামিনি! তোমার পিতা গিরিরাজ, নিজ সুকৃতোপার্জ্জিত যে সকল রত্নরাশি তোমার জন্য আনয়ন করিয়া, এই স্থানে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিয়াছেন, সেই মহৎ রত্নরাশি হইতেই, এই রত্নেশ্বরের প্রকাশ। হে অনঘে! শ্রদ্ধাসহকারে তোমার বা আমার জন্য এই কাশীতে যাহা সমর্পণ করা যায়, তাহার এই-রূপই পরিণাম। হে উমে! এই রত্নেশ্বরলিঙ্গ কেবল রত্নস্বরূপ; কাশীধামে ইহার অনন্ত-প্রভাব। কাশীস্থিত সমুদয় লিঙ্গের মধ্যে মহা-নির্ব্বাণরূপ রত্নপ্রদ এই লিঙ্গ রত্নস্বরূপ বলিয়াই ইহার নাম রত্নেশ্বর। হে মহেশ্বরি! সম্প্রতি, তোমার জনকাহৃত এই সুবর্ণরাশির দ্বারা ইহার প্রাসাদ প্রস্তুত কর। শিবলিঙ্গের প্রাসাদ দান করিলে, অনায়াসে লিঙ্গ-স্থাপনের ফল লাভ হইয়া থাকে। হে মুনে! ভগবতী পার্ব্বতী, ঈদৃশ অভিহিত হইয়া সোমনন্দী প্রভৃতি অনুচরগণকে প্রাসাদনির্ম্মাণার্থ আদেশ করিলে, তাহারা প্রহর মধ্যে নানা কৌতুককর চিত্রবিশিষ্ট মেরুশৃঙ্গোপম সুবর্ণময় এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল। তদ্দর্শনে দেবী পরম আনন্দিত হইয়া গণগণকে সমাদরপূর্ব্বক প্রভূত পারি-তোষিক প্রদান করিলেন। হে মহামুনে! অন-ন্তর ভগবতী পুনর্ব্বার শঙ্করকে প্রণিপাতপুরঃসর উক্ত লিঙ্গের মহিমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, হে দেবি! শুভপ্রদ এই লিঙ্গ অনাদি, কেবল তোমার পিতার পুণ্যগৌরবেই এক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন! এই কাশীধাম অভীষ্টপ্রদ এই রত্নেশ্বর লিঙ্গ সমুদয় গোপ্যবস্তু হইতেও গোপনীয়; বিশেষতঃ কলিকালে পাপ-মতি মানবগণের সন্নিধানে ইহার বিষয় কোন-ক্রমে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যেমন গৃহ-মধ্যে রত্ন, সাধারণের নিকট গুপ্ত থাকে, সেই-রূপ অবিমুক্তক্ষেত্রেও রত্নভূত এই লিঙ্গ সর্ব্বদা গোপনীয়। হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত লিঙ্গ আছে, যাহারা রত্নেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে পারে, সেই সমুদয় লিঙ্গই তাহাদিগের কর্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকে। হে গৌরি! যাঁহারা ভ্রমক্রমেও রত্নেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সপ্তদ্বীপাধিপতি রাজা হইয়া থাকে। মানব, একবার রত্নেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া ত্রৈলোক্য স্থিত সমুদয় রত্নভূত-বস্তুর অধিকারী হয়। যাহারা কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক রত্নেশ্বরকে

পূজা করিবে, তাহারা জীবনাবশেষে আমার সারূপ্য লাভ করত সতত এই স্থানে আমার সন্দর্শন করিতে পারিবে। হে দেবি! কোটী রুদ্রমন্ত্রজপে ও এই রত্নেশ্বরের পূজায় সমান ফল লাভ হয়। অনাদিসিদ্ধ এই লিঙ্গবটিত যে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গিয়াছে, আমি তোমার নিকট সেই সর্ব্বপাপনাশন অপূর্ব্ব ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে এই স্থানে নাট্যবিষয়ে সুদক্ষ কলাবতী নামে এক নর্ত্তকী ছিল। সে একদা ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রিতে জাগরণপূর্ব্বক সুমধুর নৃত্য গীত ও স্বয়ং নানাবিধ বাদ্য আরম্ভ করত তদ্দ্বারা মহালিঙ্গ রত্নেশ্বরকে প্রীত করিয়া নিজ স্থানে গমন করে। পরে সেই সুদক্ষ নৃত্যকারিণী সময়ে দেহত্যাগ করিয়া বসুভূতি নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। হে কুম্ভযোনে! শিবরাত্রির দিন জাগরণ করিয়া রত্নেশ্বরের সম্মুখে যে নৃত্যগীতবাদ্য করিয়াছিল সেই পুণ্যে সে পরম রূপলাবণ্যবতী চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞা ও মধুরবাদিনী হইয়া রত্নাবলী নাম গ্রহণ করত সতত পিতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। হে মুনে! গান্ধর্ব্ববিদ্যায় নিপুণা এবং গুণরূপ রত্নের মহৎ আকরস্বরূপা সেই রত্নাবলীর শশিলেখা, অনঙ্গলেখা ও চিত্রলেখা নামে পরমচতুর তিন সখী ছিল। এক সময় রত্নাবলী, সখীত্রয়ের সহিত বাগ্‌দেবীর উপাসনা করায় তিনি পরমপ্রীতা হইয়া চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদান করেন। হে গৌরি! সেই রত্নাবলী, জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতঃ রত্নেশ্বর সম্বন্ধে এক নিয়ম করিল যে, প্রত্যহ কাশীস্থিত রত্নভূত রত্নেশ্বরকে দর্শন না করিয়া কথা কহিব না। সেই গন্ধর্ব্বদুহিতা এইরূপ নিয়ম করিয়া সখীগণের সহিত প্রতিদিন রত্নেশ্বরকে অবলোকন করিতে লাগিল। একদা মদীয় এই লিঙ্গকে আরাধনা করিয়া মনোহর গীতমালায় আমার তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্তা হইলে তদীয় সখীত্রয় সেই সময় রত্নেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিল। হে উমে! পরে আমি তাহার গীতে প্রীত হইয়া লিঙ্গমধ্য হইতে বরদান করিলাম যে, হে গন্ধর্ব্বদুহিতে! আজ রাত্রিকালে তোমার সমাননামক যে ব্যক্তি তোমাকে রমণ করিবে, সেই তোমার ভর্ত্তা হইবে। রত্নাবলী, লিঙ্গরূপ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন তাদৃশ বচনরূপ অমৃত পান করিয়া অতীব লজ্জিতা ও আনন্দিতা হইল। পরে সখীগণের সহিত গগনপথে পিত্রালয়ে গমন করিতে করিতে সখীগণ সন্নিধানে নিজ বিবরণ ব্যক্ত করিলে পর তাহারা সকলে "ভাই! বড়ই আনন্দের বিষয়, বড়ই আনন্দের বিষয়" এইরূপ বলিয়া রত্নাবলীকে অভিনন্দন করিল এবং কহিল যদি রত্নেশ্বরের পূজার ফলে তোমার অভীষ্ট সফল হয়, যদি আজ রাত্রে তোমার কৌমারহর চোর আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি বাহুলতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিও যেন আমরা সেই রত্নেশ্বরনির্দ্দিষ্ট সুকৃতিশালী তোমার প্রিয়কে প্রাতঃকালেই দেখিতে পাই। ভাই! তোমার কি পুণ্য! আমরা ত সকলেই গিয়াছিলাম এবং সকলেই ত রত্নেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু পুণ্যবলে কেবল তুমিই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলে! জীবগণের অদৃষ্টের কি মহিমা! পুণ্যের কি গৌরব! একত্র থাকিয়া একরূপ কার্য্য করিলেও অদৃষ্টগুণে একের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। দৈবপ্রাধান্যবাদী ব্যক্তিগণ যে কহেন, দৈবই প্রবল, তাহাই সত্য। কারণ, দেখিতেছি, দৈব থাকিলেই কার্য্য সফল হয়; উদ্যম বা অন্য কোন বলে কোন ফল হয় না। দেখ, তুমিও আমরা সকলেই এককার্য্যে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার অদৃষ্টে যেরূপ ফল হইল, সেরূপ আমাদের হইল না। হে সখি! লোকে যে কথায় কথায় অদৃষ্ট প্রধান বলে, তোমার মনোরথ সিদ্ধিই তাহার নিদর্শন। তাহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে অনন্তপথও যেন ক্ষণকাল মধ্যে অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিল। অনন্তর প্রাতঃকালে পুনরায় একত্র মিলিত হইয়া

মৌনাবস্থিত রত্নাবলীকে যেন কোন পুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্তা বলিয়া জ্ঞান করিল। অনন্তর সেই রূপ মৌনভাবে থাকিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে কাশীধামে গমন পূর্ব্বক মন্দাকিনীজলে অবগাহনান্তে রত্নেশ্বরলিঙ্গকে অবলোকন করিয়া তাঁহার পূজা করিল পরে সেই লজ্জাবনতমুখী রত্নাবলী, বয়স্যাগণের নিতান্ত অনুরোধে কহিল, সখীগণ! তোমরা সকলে স্বস্ব ভবনে গমন করিলে আমি সেই রত্নেশ্বরের বচনামৃত স্মরণ করত বিশেষরূপ অঙ্গরাগাদি করিয়া শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পরে তাঁহাকে দেখিব বলিয়া যদিচ নয়নদ্বয় মুদিলাম না বটে, কিন্তু তথাপি অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যতার প্রভাবে সহসা আমার স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হইল। তখন সেই আত্মবিস্মরণের কারণ তন্দ্রা ও তাঁহার অঙ্গস্পর্শ এই উভয়ই আমার জ্ঞানশক্তি হরণ করিল। পরে সেইরূপ তন্দ্রাপরবশ ও তাঁহার গাত্রসংসর্গসুখে জড়িত হইয়া পরে যে কি হইল এবং আমি কে, কোথায় আছি, তিনিই বা কে, কিছুই জানিতে পারিলাম না। হে সখীগণ! অনন্তর তিনি মদীয় ভবন হইতে নির্গত হইতে উদ্যত হওয়ায় ধরিবার জন্য যেমন করপ্রসারণ করিলাম, অমনি হস্তস্থিত কঙ্কণ আমার শত্রু হইয়া উৎকট শব্দ করিয়া উঠিল। সেই শব্দে আমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তখন আমি যেন সুধামৃতহ্রদে নিমগ্ন হইয়াই পুনরায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিয়োগরূপ অগ্নি শিখায় দগ্ধ হইতে থাকিলাম। হে সখীগণ! তাঁহার কোন্ বংশে ও কোন্ দেশে জন্ম এবং নামই বা কি, তাহার কিছুই জানিনা; কিন্তু তাঁহার নিদারুণ বিচ্ছেদানল আমাকে দগ্ধ করিতেছে। পুনর্ব্বার তাঁহার সঙ্গমাশায় আমার মন অতি ব্যাকুল হইতেছে এবং প্রাণ যেন বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। এক্ষণে সেই হৃদয়চোরের পুনর্দ্দর্শনই একমাত্র ইহার মহৌষধ আছে এবং তাঁহার পুনর্দ্দর্শনও তোমাদিগের আয়ত্ত। হে সখীগণ! কোন্ র[illegible] সঙ্গিনীর নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকে? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি তাঁহাকে আবার দেখিতে পাই, তবেই জীবন থাকিবে; নতুবা যাইবে। আমার এখনই ভীষণ দশমদশা উপস্থিত হইবে! তদীয় সখীগণ, নিতান্ত কাতরা রত্নাবলীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় কম্পিতহৃদয়ে পরস্পর নিরীক্ষণ করত কহিল, হে ভদ্রে! যাহার নাম বা বংশ কিছুই জানিতে পারিতেছি না, তাহাকে কিরূপে পাইব, কি বা উপায় করিব? রত্নাবলী, সখীদিগের তাদৃশ সন্দেহযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে সখীগণ! তোমরাও তাহাকে দেখাইতে কুণ্ঠি—এই অর্দ্ধমাত্র বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলে, সেই গন্ধর্ব্ববালার বক্তব্য ছিল যে, তোমরাও কুণ্ঠিতশক্তি হইলে। এ নিমিত্ত 'কুণ্ঠি' এই পদ উচ্চারণ করিয়াছিল। অনন্তর সখীগণ, ত্বরান্বিত হইয়া তাহার মোহশান্তির জন্য পরম তাপহারক বিবিধ শৈত্যক্রিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু যখন শীতলউপচারে তাহার মূর্চ্ছা অপগত না হইল, তখন কোন এক সখী রত্নেশ্বরের চরণামৃত আনিয়া তাহার গাত্রে সেচন করিবামাত্র চৈতন্য হইল। তখন সে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় "শিব শিব শিব" বলিয়া উঠিল। স্কন্দ কহিলেন, শ্রদ্ধাশালী ভক্তগণের মহৎ উপসর্গ উপস্থিত হইলে বিশ্বেশ্বরের চরণোদক ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শরীরের অভ্যন্তর ও বহিঃসঞ্চারক যে সকল পীড়া দুঃসাধ্য, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শঙ্করের চরণামৃত স্পর্শ করিলেই নিঃসংশয় তাহা উপশমিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, সর্ব্বদা ভগবানের চরণামৃত সেবা করে, তাহার দেহাভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন রূপ দুর্গতি উপস্থিত হয় না। শঙ্করের চরণোদক পান করিলে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ তাপই নির্দ্ধূত হয়। হে মুনে! অনন্তর গন্ধর্ব্বদুহিতা রত্নাবলী, পরম স্নেহময়ী সখীগণকে কহিল, অয়ি শশিলেখে! অয়ি অনঙ্গলেখে; অয়ি চিত্রলেখে! তোমরা কি কারণ সামর্থ্যবিহীন হইলে? তোমাদের সেই চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ে অভিজ্ঞতা

রহিল ? রত্নেশ্বরের অনুগ্রহে প্রাণেশ্বরকে পাইবার আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি ; তোমরা আমার পরম হিতৈষিণী, এক্ষণে আমার হিত সাধন কর। হে শশিলেখে! আমার ইষ্টলাভের জন্য তুমি সুরগণকে, হে অনঙ্গলেখে! তুমি ধরাতলবাসীদিগকে এবং হে চিত্রজ্ঞে! চিত্রলেখে! তুমি পাতালতলবাসীদিগকে চিত্রিত কর; যাহাদিগের অবয়ব নবযৌবনে সুশোভিত, সেই সকল যুবকগণকেই চিত্র করিও। সখীগণ তাহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে চাতুর্য্যের প্রশংসা করত সমুদয় যুবকবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিলে, গন্ধর্ব্বকন্যা রত্নাবলী, প্রাতঃসন্ধ্যার ন্যায় কৌমারসৌন্দর্য্য-শোভিত সেই সকল পুরুষ-পঙ্কজদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। সমস্ত সুরগণকে দেখিয়া সেই সুলোচনার নয়ন-চাঞ্চল্য দূর হইল না। পরে ভূমণ্ডলবাসী সমুদয় মুনিকুমার ও রাজকুমারদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াও প্রীতিলাভ করিতে পারিল না। অনন্তর, দীর্ঘাপাঙ্গী বালা রত্নাবলী, পাতালবাসী যুবকদিগের প্রতি নয়নদ্বয় পাতিত করিল। মন্মথশর-পীড়িতা যে গন্ধর্ব্বকুমারী, সুধাকরকরেও ক্লেশ অনুভব করিতেছিল এবং সমুদয় দিতিজ ও দনুজ কুমারগণকে দেখিয়াও যাহার তাপের কিছুমাত্র শান্তি হয় নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই গন্ধর্ব্বদুহিতা, চিত্রগত হইলেও নাগযুবকগণকে অবলোকন করিয়া,ক্ষণকাল যেন স্বচ্ছন্দতা লাভে উল্লসিতা হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে তক্ষক, বাসুকি, কুলিক, অনন্ত, কর্কোট প্রভৃতির বংশজাত সমস্ত নাগ যুবককে তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণপূর্ব্বক রত্নচূড়কে দেখিবামাত্র পরম লজ্জিত হইল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন অতি চতুরা চিত্রলেখা, তাহার তাদৃশ সলজ্জভাব দেখিয়া চিত্তচোরকে বুঝিতে পারিল। অনন্তর সেই পরিহাস-রসিকা চিত্র-লখা, বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চিত্রপটস্থিত রত্নচূড়ের প্রতিমূর্ত্তি ত্বরায় আবরণ করিলে পর, রত্নাবলী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া চিত্রলেখার প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিল এবং তৎকালে তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর, অনঙ্গলেখা, শশিলেখার নয়নভঙ্গি বুঝিয়া তদীয় পটাঞ্চল অপসৃত করিলে, বসুভূতিদুহিতা সেই রত্নাবলী, শঙ্খচূড়বংশসম্ভূত রত্নচূড়কে সতৃষ্ণনয়নে অবলোকন করিতে লাগিল। তখন তাহার নেত্রযুগল আনন্দ-বারিতে, গণ্ডস্থল স্বেদকণায় এবং অঙ্গলতিকা রোমাঞ্চকঞ্চুকে সমাবৃত হইল। ঈদৃশ রত্নাবলী, ক্ষণকাল লোচনদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিল। অনন্তর, চিত্রলেখা তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আশ্বাসিত করত কহিল, অয়ি গন্ধর্ব্বকুমারি! প্রফুল্ল হও, মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, আমরা তোমার চিত্তচোরের বংশনামাদি জানিতে পারিয়াছি, অতএব হে সখি! আর বিষণ্ণ হইও না ; রত্নেশ্বরদত্ত হৃদয়রত্নকে অনায়াসেই লাভ করিবে। ভাগ্যে রত্নেশ্বর তোমাকে মনোমত পতিদানে সন্তুষ্ট করিয়াছেন! এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, চল গৃহে গমন করি ; ভগবান্ রত্নেশ্বরই মঙ্গল করিবেন। অনন্তর তাহারা চারিজনে আকাশপথে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে, এমত সময়ে পাতালতলবাসী সুবাহু নামক কোন দানব, তাহাদিগকে দেখিয়া, বিকটদশনাক্ষ কেশরী যেরূপ কুরঙ্গীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করত গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন গন্ধর্ব্বকুমারীগণ, সেই রুধিরারুণনেত্র বিকটানন দানবকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়কম্পিতহৃদয়ে বলিতে লাগিল, হা তাত! হা মাতঃ! রক্ষা কর, হে বিধাতঃ! আমাদিগকে অনাথা দর্শনে এই দুষ্ট দানব যেরূপ অতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণ কর। হা দৈব! অভাগিনী আমরা এমন কি করিয়াছি? আমরা কখন অন্তঃকরণেও পাপবার্ত্তা চিন্তা করি নাই। বাল্যক্রীড়া, রত্নেশ্বরের পূজা এবং পিতামাতার উপদিষ্ট কার্য্যব্যতীত আর কিছুই জানি না। হে সর্ব্বান্ত-

ধামিন্ রত্নেশ্বর! হে শম্ভো! এই পাতালতল-পতিত, অনাথ, শরণার্থিনী বালিকাদিগকে আপনি ভিন্ন কে রক্ষা করিবে? অনন্তর, মহামনা নাগরাজ রত্নচূড়, সেই সকল গন্ধর্ব্ব-কুমারীর রত্নেশ্বরোদ্দেশে তাদৃশ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিল, "কে, আমার অভীষ্টদেব ভবভয়হারী, লিঙ্গরাজ রত্নেশ্বরের নাম করিতেছে?।" পরে পুনরায় "হে রত্নেশ্বর! রক্ষা কর, রক্ষা কর" বালিকামুখনিঃসৃত এইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক নিজভবন হইতে নির্গত হইয়া, বসাসবপানে এবং মাংসভোজনে অতি উন্মত্ত দুশ্চেষ্টিত সেই দানবকে দেখিয়া সগর্ব্বে ভৎসনা করত কহিল, অরে দুষ্ট! শিষ্টকন্যাপহারিন্! অধম দানব! তুই আজ আমার নেত্রপথে পতিত হইয়া কোথায় পলাইবি? রে দুর্ম্মতে! আমি বিপন্ন ব্যক্তিকে পরিত্রাণার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছি; এক্ষণে তুই, মদীয় বাণপ্রহারে প্রাণবিসর্জ্জন করত যমসদনে যাত্রা কর্। নিশ্চয় জানিস্, যাহারা প্রলয়কালেও রত্নেশ্বরের নাম উচ্চারণ করে, তাহাদিগের কোনরূপ ভয়কারণ হইতেও ভয় থাকে না। যাহারা রত্নেশ্বরের মহানাম দ্বারা পরিরক্ষিত হয়, অধিক কি, জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং কলিকালজন্যও তাহাদিগকে কোন আশঙ্কা করিতে হয় না। নাগরাজকুমার রত্নচূড়, ভয়ব্যাকুল সেই গন্ধর্ব্ব-দুহিতাদিগকে শার্দ্দূলসমাক্রান্ত কুরঙ্গীগণের ন্যায় মুখাবলোকন করিতে দেখিয়া "তোমরা বিছুমাত্র ভীত হইও না" বলিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক আকর্ণপর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া বাণবিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে সেই দানবরাজও পদদলিত ভুজঙ্গবৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যমদণ্ডোপম এক ভয়ঙ্কর মুষল ঘূর্ণিত করত রত্নচূড় উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু যাহার হৃদয়ক্ষেত্রে সতত রত্নেশ্বর বিরাজমান, তাহার নিকট সাক্ষাৎ কালদণ্ডও অলাতদণ্ডের ন্যায় লঘু হইয়া থাকে। রত্নচূড়, অর্দ্ধপথেই শরনিকরে সেই মুষল বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনরায় সেই দুর্ব্বৃত্তের যাহাতে প্রাণবিনাশ হয়, এরূপ এক শর তূণীর হইতে বহির্গত করিয়া তাহার উরঃস্থল লক্ষ্য করত পরিত্যাগ করিলে, সেই শর, তদীয় প্রাণবায়ুকে অন্বেষণ পূর্ব্বক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং যথাস্থানে উপস্থিত হইল। তখন বোধ হইল, সেই রত্নচূড়নিক্ষিপ্ত শর, দুর্ব্বৃত্ত-দানবের হৃদয়গত দৌরাত্ম্য প্রকৃতরূপে অবগত হইয়া দিগঙ্গনাদিগের নিকট বলিবার জন্যই যেন পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। যে ব্যক্তি, অধর্ম্মোপার্জ্জিত দ্রব্যে সুখভোগপ্রত্যাশা করে, সেই সকল দ্রব্য তাহার জীবনের সহিত এই প্রকারেই নষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর মহাবলসম্পন্ন নাগরাজ রত্নচূড়, সেই দানবকে এইরূপে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কে? কাহার দুহিতা? এবং দুরাত্মা দানবের সহিতই বা কিরূপে মিলিত হইলে? তোমরা কবে রত্নেশ্বরকে বিলোকন করিয়াছ? যাঁহার নামোচ্চারণমাত্রে তোমাদিগের সমুদয় বিপদ্ বিদূরিত হইয়াছে, তোমরা এই সকল বিষয় যথার্থরূপে প্রকাশ কর, যাহাতে আমি জানিতে পারি। গন্ধর্ব্বকুমারীগণ, তাহার তাদৃশ বাক্যশ্রবণে পরম প্রেমপূর্ণহৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, ইনি কে? ইঁহাকে যেন কখন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। কে এই অকারণ বন্ধু প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন? ইনি নিজ জীবন পণ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন। ইঁহাকে অবলোকন করিয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়নিচয় সহজচপল হইয়াও যেন সুধাপানে মন্থর হইয়াছে; আমাদের লোচনদ্বয়, আর অপর রমণীয় বস্তুদর্শনেও উৎসুক হইতেছে না; শ্রবণযুগল, ইঁহার বচনামৃত পান করিয়া অপর শব্দশ্রবণে বিমুখ হইয়াছে এবং আমাদিগের মনোরূপরত্নাপহারী এই যুবককে দেখিয়া চপল চরণযুগলও যেন পঙ্গু হইয়াছে। সেই মৃগলোচনা বালিকাগণ অস্ফুটস্বরে পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল, কিন্তু অতি ভীষণাকার দানবের ভয়ে সম্যক্ দর্শন-

শক্তির হ্রাস হওয়ায় সেই রত্নচূড়কে চিত্র দেখিয়াও জানিতে পারিল না। অনন্তর সেই জীবনরক্ষক-যুবক রত্নচূড়কে কহিল, মহাশয়! আপনি স্নেহপূর্ণহৃদয়ে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কহিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ইনি গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতির তনয়া, ইহাঁর নাম রত্নাবলী। ইনি গুণরূপ রত্নের আকরস্বরূপ। আমরা ইহাঁর বয়স্যা; আমরা সর্ব্বদা ছায়ার স্থায় ইহাঁর অনুগামিনী হইয়া থাকি। ইনি বাল্যকাল হইতে পিতার আদেশ গ্রহণ করত রত্নেশ্বরের অর্চ্চনার্থ সতত কাশী-ধামে গমন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া ইহাঁকে এই বর প্রদান করিয়াছেন যে, হে কুমারিকে! তোমার সমনামা যে ব্যক্তি স্বপ্নে তোমার কৌমারব্রত হরণ করিবে, সেই ভর্ত্তা হইবে। অনন্তর ইনি স্বপ্নাবস্থায় তাদৃশ যুবককে লাভ করিয়াও তাঁহার বিরহা-নলে সন্তপ্ত হইয়া পুনরায় অতিশয় দুঃখভোগ করিতেছেন। তাঁহার নামধামাদি কিছুই বিদিত ছিল না, পরে চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ে অভি-জ্ঞতা থাকায় তাঁহাকে চিত্রার্পিত করিয়া দেখাই-য়াছি। চিত্রগত হইলেও তদ্দর্শনে ইনি পুন-র্জ্জীবিতা হইয়াছেন। একদা উনি রত্নেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক গৃহগমনে উৎসুক হইলে আমরা উহাঁর সহিত আকাশপথে গমন করিতেছি, এমত সময়ে ঐ দৈত্য অতর্কিতভাবে আগমন করত আমাদিগকে লইয়া পাতালপুরে প্রবেশ করিল। ইহার পর উক্ত দানবাধম সম্বন্ধে যাহা কিছু আপনিই জানেন। মহাশয়! আমরা আপনার নিকট এই আত্মবিবরণ ব্যক্ত করিলাম; হে কৃপানিধে! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের নিকট আপনি কে, পরিচয় প্রদান করুন। হে ভয়ত্রাণকারিন্! সেই দুষ্ট দানবকে দর্শনাবধি আমাদিগের চক্ষুঃ যেন বৈদ্যুতাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, আমরা কোন্ দিকে পলাইব, কোন্ স্থানেই বা আসিয়াছি, আমরা কে, আপনিই বা কে এবং কি হইয়াছে বা হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

পবিত্রচেতাঃ পুণ্যাত্মা নাগরাজকুমার রত্নচূড়, সেই বিহ্বলা গন্ধর্ব্বতনয়াদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিল, আমার সহিত আগমন কর, আমি তোমাদিগকে রত্নেশ্বর দর্শন করাইব। রত্নচূড়, এইরূপ কহিয়া নির্ম্মল সলিলপূর্ণ ক্রীড়াবাপীতে তাহা-দিগকে লইয়া যাইল। মরালমালার মধুর-ধ্বনিপূর্ণ ঐ বাপীতে বিচিত্র-মণিময় সোপান-শ্রেণী শোভা পাইতেছে এবং উহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ বিহঙ্গমগণের সুমধুর শব্দে বোধ হইতেছে যেন উহা সকলকে স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। তথায় সেই গন্ধর্ব্বদুহিতা-গণ, রত্নচূড়ের আদেশানুসারে অবগাহনান্তে পুনর্ব্বার বস্ত্র ও পুষ্পাভরণাদি পরিধান করত বহির্গত হইয়া কালরাজের সমীপস্থ রত্নেশ্বরের মন্দির সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়পূর্ণহৃদয়ে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না এ সকল সত্য ঘটনা? কিংবা রত্নেশ্বরের লীলা, অথবা আমরাই ভ্রান্ত হইয়াছি, বা আমরাই গন্ধর্ব্ব-কন্যা নহি? যাহাই হউক, ঐন্দ্রজালিকবৎ আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। স্পষ্টই ত দেখিতেছি, এই উত্তরবাহিনী গঙ্গা, শঙ্খচূড়ের বাপী, এই শঙ্খচূড়ের আলয়, এই ত পঞ্চনদতীর্থ এবং এই ত বাগীশ্বরালয়, যাহার দর্শনমাত্রে বাগ্বিভূতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ত শঙ্খচূড়প্রতিষ্ঠিত শঙ্খচূড়েশ্বর, যাঁহাকে অবলোকন করিলে সর্পভয় দূর হয়। এই ত পবিত্রসলিলপূর্ণ মন্দাকিনী নামক দীর্ঘিকা, যাহাতে উদককার্য্য করিলে মনুষ্যের আর মনুষ্যলোকে প্রবেশ করিতে হয় না। এই ত সেই আশাপুরী নামক দেবী, শুভ মন্দাকিনী তটে বিরাজ করিতেছেন, পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুরকে জয় করিবার অভিলাষে ত্রিপুরারি যাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি যাঁহাকে পূজা করিলে মানবের সমুদয় আশা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এই ত মন্দাকিনীর পশ্চিমে সিদ্ধ্যষ্টকেশ্বর রহিয়াছেন, যাঁহার পূজাফলে

গৃহে অষ্টপ্রকার সিদ্ধি সিদ্ধ হয়। এইত সুনির্ম্মলসলিল সিদ্ধাষ্টক নামক কুণ্ড, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহাতে স্নান করিলে মানব মলহীন হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। এই ত মর্ত্যাস্থিত অষ্টসিদ্ধি দেখিতেছি, যাঁহারা কাশীধামে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। এই ত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহান্ গজবিনায়ক, যাঁহাকে প্রণাম করিলে মানবগণের নিখিল বিঘ্ন দূর হইয়া থাকে। এই ত সিদ্ধেশ্বরের কাঞ্চনরত্নময় ধ্বজপতাকা শোভিত অত্যুচ্চ স্বর্ণ প্রাসাদ, যাহার দর্শনমাত্র সিদ্ধিলাভ হয়। এই ত ক্ষেত্রের মধ্যম ভাগে মধ্যমেশ্বর দৃষ্ট হইতেছে মানব, যাঁহাকে অবলোকন করিলে, মর্ত্যে ও মর্ত্যের অধোলোকে বাস করে না এবং যাঁহার অর্চ্চনা করিলে, আসমুদ্রক্ষিতীশ্বর হইয়া পরিণামে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে। ইঁহার পূর্ব্বাংশে এই ত অভীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ ঐরাবতেশ্বর নামক লিঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছি, যাঁহার পতাকায় মনোহর ঐরাবতগজমূর্ত্তি শোভিত হইতেছে এবং এই ত সেই বৃদ্ধকালেশ্বরের রত্নময় প্রাসাদ, যে স্থানে প্রতি অমাবস্যারাত্রিতে চন্দ্রমা যেন তারকাগণের সহিত উদিত হইয়া থাকেন। ইঁহার সন্দর্শনে নিঃসন্দেহ কাল কলি ও কল্মষরাশি আক্রমণ করিতে পারে না। সেই গন্ধর্ব্বকুমারীগণ, সম্যক্‌ভ্রান্তের ন্যায় এইরূপ বলিতেছে, এমত সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতি, দেবর্ষি নারদের মুখে, প্রিয় রত্নাবলী শূন্যমার্গে সখীগণের সহিত আগমন করিতে করিতে সুবাহু নামক দানব কর্ত্তৃক যেরূপে অপহৃতা হইয়া পাতালপুরে নীতা হয়, পরে যেরূপে রত্নেশ্বরের পরমভক্ত মহাধনুর্দ্ধর রত্নচূড়, শরাঘাতে তাহাকে বিনাশ করে ও বৃত্তান্তজিজ্ঞাসান্তে যেরূপে রত্নচূড় বাপীমার্গে তাহাদিগকে আনয়ন করে এবং সেই বালিকাগণ, রত্নচূড়ের পাতাল পর্য্যন্ত প্রসারিণী বাপীতে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপে নিষ্ক্রামণ পূর্ব্বক কাশীধাম দর্শনে পরম ভ্রান্তিযুক্ত ও বিস্ময়ান্বিত হয়; এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া, ব্যগ্রভাবে তথায় আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, সখীগণের সহিত নবজীবিতার ন্যায় রত্নাবলীর মুখপঙ্কজের মনোহর সৌন্দর্য্য, ঈষৎ ম্লান হইয়াছে। পরে বারম্বার তাহাকে আলিঙ্গন ও তদীয় কপোলতল চুম্বন করত ক্রোড়ে লইয়া সাদরে সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর রত্নাবলী, স্বপ্নবৃত্তান্ত ভিন্ন রত্নেশ্বর হইতে বরলাভ এবং দানববিবরণ ব্যক্ত করিলে পর গন্ধর্ব্বাধিপতি বসুভূতি, মুখভঙ্গিতে রত্নাবলীর মনোভাব বিদিত হইয়া তদীয় সখী শশিলেখাকে স্পষ্টাক্ষরে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করত পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং সানন্দে রত্নেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। স্কন্দ কহিলেন, হে বিন্ধ্যবুদ্ধিবিবর্দ্ধন মুনিশ্রেষ্ঠ! রত্নচূড়ের বিষয় শ্রবণ কর। পূর্ব্বে উক্ত রত্নচূড়ও সংযত থাকিয়া প্রত্যহ ঐ বাপীমার্গে পাতালতল হইতে আগমন পূর্ব্বক মন্দাকিনীজলে অবগাহনান্তে রত্নেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া অষ্ট রত্নাঞ্জলি ও অষ্ট সুবর্ণাঞ্জলি দান করিত। একদা রত্নেশ্বর লিঙ্গরূপে স্বপ্নাবস্থায় নিজভক্ত দৃঢ়ব্রত রত্নচূড়কে কহিলেন, তুমি, সংগ্রামে কোন দানবকে পরাজয়পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অপহৃত যে কন্যাকে মুক্ত করিবে, সেই তোমার পত্নী হইবে। অনন্তর, সেই মহামনা নাগরাজ রত্নচূড়, সতত তাদৃশ বরবৃত্তান্ত স্মরণ করত নিজ ভুজবলে সুবাহু দানবকে পরাজয়পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বকন্যা রত্নাবলীকে বিমুক্ত করিয়া বাপীমার্গে পুনর্ব্বার মহীতলে আনয়ন করে এবং আপনিও প্রতিদিন প্রতিপালন করিত। অনন্তর সেই সুধী রত্নচূড়, রত্নেশ্বরকে অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া তদীয় মণ্ডপ হইতে যেমন বাহিরে আগমন করিল, অমনি সেই রত্নাবলী প্রভৃতি গন্ধর্ব্বদুহিতৃগণ, গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতিকে "এই সেই ধন্য যুবক" বলিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা রত্নচূড়কে দেখাইয়া দিল। তখন নাগরাজকুমারকে দেখিয়া গন্ধর্ব্বরাজের লোচনদ্বয় প্রফুল্ল ও আনন্দে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে তাহার রূপসৌন্দর্য্য

দির যথেষ্ট প্রশংসা করত ভাবিলেন, আমি ধন্য, রত্নেশ্বরের বরপ্রদানে যথার্থই আমি অনুগৃহীত হইয়াছি এবং আমার এই কন্যাও ধন্যা, কারণ অনুরূপ ভর্ত্তা পাইয়াছে। গন্ধর্ব্বরাজ, মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া "ইহাঁকেই কন্যাদান করা শ্রেয়ঃকল্প" এইরূপ স্থির করত রত্নচূড়কে নাম-গোত্রাদি জিজ্ঞাসান্তে রাশ্যাদির বলাবল গণনাপূর্ব্বক রত্নেশ্বরের সম্মুখে সানন্দে রত্নচূড়কে রত্নাবলী দান করিলেন। অনন্তর রত্নচূড়কে গন্ধর্ব্বলোকে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে মধুপর্কাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক যথাবিধি বিবাহকার্য্য সমাধা করাইলেন এবং বৈবাহিক বিধি অনুসারে জামাতাকে প্রভূত রত্নদান করিলেন। হে কুম্ভযোনে! অনন্তর শশিলেখা অনঙ্গলেখা এবং চিত্রলেখাও স্ব স্ব পিতার অনুমতি অনুসারে রত্নচূড়কে পতিত্বে বরণ করিল। পরে রত্নচূড়, চতুঃসংখ্যক পরমসুন্দরী গন্ধর্ব্বনন্দিনীকে যথাবিধি-গ্রহণ করিয়া, শ্রুতি-চতুষ্টয়-সমন্বিত প্রণবের ন্যায়, তাহাদিগের সহিত পিতৃভবনে গমন করিল। অনন্তর নববধূদিগের সহিত পিতা-মাতার চরণে প্রণাম করিয়া রত্নেশ্বরের অনুগ্রহবৃত্তান্ত বর্ণন করত তাহাদিগের কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পত্নীগণের সহিত পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। শঙ্কর কহিলেন, হে গিরিজে! সকলের সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ মদীয় স্থাবররূপী রত্নেশ্বর লিঙ্গের প্রভাবের তুলনা নাই। পূর্ব্বে সহস্র সহস্র ব্যক্তি, এই লিঙ্গের প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদিন এই লিঙ্গ গোপন ভাবে অবস্থিত ছিল। হে গিরিরাজনন্দিনি! মদীয় ভক্ত তোমার পিতাই নিজ পুণ্যার্জ্জিত রত্নরাশি হইতে রত্নেশ্বর নামক এই লিঙ্গকে প্রকাশ করিলেন। আমি এই লিঙ্গে পরম প্রীতিমান্; সকলেরই এই বারাণসীতে যত্নাতিশয় সহকারে ইহাঁর পূজা করা কর্ত্তব্য। হে প্রিয়ে উমে! রত্নেশ্বরের অনুগ্রহে নানাবিধ স্থাবররত্ন এবং স্ত্রীরত্ন, পুত্ররত্নাদি, অধিক কি, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, এই কাশীধামে রত্নেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্থানান্তরেও প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে আর শতকোটী কল্পেও মর্ত্ত্যভূমে আগমন করিতে হয় না। হে দেবি! রত্নেশ্বরের সন্নিধানে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করিলে আমার সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। হে প্রিয়ে! এই রত্নেশ্বরের পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বজন্মে তুমি দাক্ষায়ণীশ্বর নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, তাঁহাকে অবলোকন করিলে মানব আর কখনই দুর্গতি লাভ করে না। হে সুমধ্যমে! সেই স্থানে তুমি অম্বিকাগৌরী নামে ও আমি অম্বিকেশ্বর নামে অবস্থিত আছি এবং তোমার পুত্র ষড়াননও মূর্ত্তিমান্ আছেন। উক্ত মূর্ত্তিত্রয় অবলোকন করিলে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হে উমে! এই আমি তোমার নিকট রত্নেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিলাম। কলুষচিত্ত জনগণের নিকট ইহা সম্পূর্ণভাবে গোপন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি, সর্ব্বদা এই রত্নেশ্বরের উপাখ্যান পাঠ করিবে, তাহাকে কখনই পুত্রপৌত্রাদি ও পালিত পশুগণের বিয়োগদুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি, ইতিহাসের সহিত রত্নেশ্বরের উৎপত্তিকথা শ্রবণ করে, সে অবিবাহিত হইলে নিঃসন্দেহ বংশানুরূপ স্ত্রীরত্ন লাভ করিতে পারে এবং কন্যা যদি শ্রদ্ধাসহকারে ইতিহাস সহিত এই মনোহর উপাখ্যান কর্ণগোচর করে, সে সৎপতিলাভে চরিতার্থ ও পতিব্রতা হইয়া থাকে। কি পুরুষ কি স্ত্রী, এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে কখনই আত্মীয়জনের বিয়োগরূপ অগ্নিতাপে তাহাকে দগ্ধ হইতে হয় না।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

রত্নেশ্বরমহিমা।

স্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তত্রত্য অপর এক মহাপাপনাশক মহাবিস্ময়কর বিবরণ শ্রবণ

কর। মহেশ্বর, রত্নেশ্বরের বিষয় ঐরূপ বলিতেছেন এমত সময়ে চতুর্দ্দিক্ হইতে "হা তাত! হা তাত!" এইরূপ ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুত্থিত হইল। পরে শুনিলেন, সকলে বলিতেছে, নিজভুজবলদর্পিত, মহিষাসুরপুত্র গজাসুর, সমুদয় প্রমথগণকে প্রমথিত করত ঐ আগমন করিতেছে। ঐ গজাসুর যে যে স্থানে পাদক্ষেপ করিতেছে, সেই সেই স্থানে উহার দেহভরে পর্ব্বতশ্রেণী কম্পিত, পাদতাড়নে শৈলশিখর ও তরু সকল ভূমিশায়ী, শুণ্ডাঘাতে পর্ব্বতনিচয় চূর্ণিত এবং মস্তকঘর্ষণে মেঘমালা গগনাঙ্গণ হইতে পতিত হইতেছে। উহার নিশ্বাসবায়ুতে মহাসমুদ্র সকলও উত্তাল তরঙ্গমালায় সমাকুল এবং তিমিগণের সহিত নিম্নগানিচয়ের মহাবেগও স্তম্ভিতপ্রায় হইতেছে। ঐ মহাবীরের শরীর ঊর্দ্ধে ও প্রস্থে নয় সহস্র যোজন পরিমিত। উহার নেত্রদ্বয়ের পিঙ্গলতা ও তরলতায় তড়িন্মালাও পরাজিত হইয়া থাকে। ঐ দুর্দ্দম দানব যে যে দিকে আগমন করিতেছে, সেই সেই দিক্ই যেন ভয়ে স্থিরভাব ধারণ করিতেছে। ব্রহ্মার নিকট হইতে কন্দর্পপীড়িত স্ত্রীপুরুষদিগের অবধ্যতারূপ বরলাভে ত্রিজগৎকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করত ত্বরায় ঐ উপস্থিত হইতেছে। অনন্তর শূলপাণি, ঐ দৈত্যপুঙ্গবকে আসিতে দেখিয়া, অন্যের অবধ্য বিবেচনায় ত্রিশূলাঘাতে বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তখন সেই দৈত্যবর গজাসুর, আপনাকে ছত্রবৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত দেখিয়া ভগবান্ শঙ্করকে কহিল, হে ত্রিশূলপাণে! দেবেশ! কন্দর্প আপনাকে পীড়িত করিবে কি, আপনি যে তাহাকে সংহার করিয়াছেন, তাহা আমি জানি। হে পুরান্তক! কিন্তু আপনার হস্তে আমার নিধন হওয়া শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে মৃত্যুঞ্জয়! এক্ষণে আপনাকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমি সত্য বা মিথ্যা বলিতেছি আপনিই বিচার করুন। হে দেব! আপনিই ত্রিজগতের বন্দনীয় ও সকলের উপরিস্থিত; কিন্তু আমি আজ আপনার ত্রিশূলাগ্রে অবস্থিত হইয়া আপনারও উপরিস্থ হইতেছি, সুতরাং আমিই আপনার অনুগ্রহে ধন্য হইলাম, আমারই জয়। দেখুন সময়ে সকলকেই মরিতে হইবে, অতএব এরূপ মৃত্যু যে শ্রেয়স্কর তাহার সন্দেহ কি? হে কুম্ভযোনে! পরম কারুণিক দেবাদিদেব শম্ভু, গজাসুরের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে হাস্য করত কহিলেন, হে মহাপুরুষনিধে! গজাসুর! আমি তোমার সুমতি দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, দান করিতেছি। সেই দৈত্যবর, শঙ্করের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে দিগম্বর! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হে বিরূপাক্ষ! আমার এই সুপ্রমাণ ও সুখস্পর্শ এবং রণাঙ্গণের পণস্বরূপ গাত্রচর্ম্ম নিজ ত্রিশূলদ্বারা উৎপাটিত করত নিয়ত পরিধান করুন। ইহা যেন আপনার প্রসাদে সর্ব্বদা সদ্গন্ধযুক্ত, কোমল, নির্ম্মল ও মঙ্গলময় থাকে। হে প্রভো! যেহেতু ইহা অসীমকাল মহৎ তপস্যারূপ অগ্নিশিখায়ও দগ্ধ হয় নাই, তখন যে ইহার অসীম পুণ্য আছে, তাহার সংশয় নাই। হে দিগম্বর! যদি আমার এই গাত্রচর্ম্মের বহু পুণ্যসঞ্চয় না থাকিত, তাহা হইলে কিরূপে সংগ্রামক্ষেত্রে আপনার অঙ্গসংসর্গ লাভ করিল? হে শঙ্কর! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে অপর কোন বরও দান করুন। তখন ভগবান্ শশাঙ্কশেখর, ভক্তিপূর্ণ নির্ম্মলহৃদয় সেই দৈত্যকে পুনরায় কহিলেন, হে পুণ্যনিধে! তোমাকে অপর সুদুর্লভ বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যখন এই মুক্তিসাধন অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে কলেবর বিসর্জ্জন করিলে, তখন তোমার এই শরীর এই স্থানে সকলের মুক্তিপ্রদ মদীয় লিঙ্গরূপ ধারণ করিবে; মহাপাপনাশন ঐ লিঙ্গের নাম কৃত্তিবাসেশ্বর এবং উহা সমুদয় লিঙ্গের প্রধান হইবে। হে সাধো! এই বারাণসীতে

যাবতীয় মহালিঙ্গ আছে, তন্মধ্যে, প্রাণিগণের মস্তক যেরূপ সমুদয় অঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, ঐ কৃত্তিবাসেশ্বরও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ হইবে। মানবগণের মঙ্গলার্থ আমি ঐ লিঙ্গে পার্ব্বতীর সহিত সতত অবস্থান করিব। মানব, ঐ লিঙ্গ অবলোকন, পূজন ও উহার স্তুতি করিলে কৃতকৃত্য হইয়া পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিবে না। শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ যে সকল রুদ্র, পাশুপত, সিদ্ধ, ঋষি, ও তত্ত্বদর্শিগণ, এই স্থানে অবস্থান করেন এবং যাহারা মান ও অপমানকে, লোষ্ট ও কাঞ্চনকে সমজ্ঞান করেন, ঈদৃশ যে সকল মদ্ভক্ত মুমুক্ষুগণ এই অবিমুক্তক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিবে, তাহাদিগের অনুগ্রহের জন্য আমি এই লিঙ্গে অবস্থিত থাকিব। প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে এই কৃত্তিবাসেশ্বরে দশকোটী সহস্র তীর্থ-নিঃসন্দেহ উপস্থিত হইবে। কলি ও দ্বাপরযুগে সম্ভূত যে সকল মনুষ্য, পাপমতি, সদাচারবিহীন, সত্য ও শৌচ-পরাঙ্মুখ, লোভ, মোহ, দম্ভ, অহঙ্কার ও মায়ায় আচ্ছন্ন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ, শূদ্রান্নসেবী, পেটুক, স্নানাহ্নিক ও জপ-যজ্ঞাদিতে বিমুখ হইবে, তাহারাও পবিত্র কৃত্তিবাসেশ্বরকে সন্দর্শনাদি করিলে পুণ্যাত্মার ন্যায় সুখে মোক্ষপদ লাভ করিতে পারিবে। এই নিমিত্তই কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ মানবগণের সেব্য হইবে। যে মোক্ষপদ অন্য স্থানে সহস্র জন্মেও অতি দুর্লভ হয়, কৃত্তিবাসেশ্বরের সন্নিধানে একজন্মেই তাহার অধিকারী হইতে পারিবে। তপোদানাদি কার্য্যে পূর্ব্বজন্মকৃত পাতক ক্রমে নষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কৃত্তিবাসেশ্বরের অবলোকনে তাহা সদ্যই বিলীন হইবে। যাহারা কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, তাহারা আমার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। মানবমাত্রেরই এই অবিমুক্তক্ষেত্রে বাস, শত রুদ্রমন্ত্র জপ এবং পুনঃপুনঃ কৃত্তিবাসেশ্বরকে অবলোকন করা কর্ত্তব্য। শতকোটী মহারুদ্রমন্ত্রজপে যে ফল, কাশীধামে কেবল কৃত্তিবাসেশ্বরকে পূজা করিলেই তাদৃশ ফল হইবে। যে ব্যক্তি মাঘমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক কৃত্তিবাসেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে এবং যে মানব, চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব করিবে, তাহাকে পুনরায় আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে না। দেবাধিদেব দিগম্বর, এইরূপ কহিয়া গজাসুরের বৃহৎ গাত্রচর্ম্ম গ্রহণ করত পরিধান করিলেন। হে কুম্ভযোনে! যে দিবস দেব দিগম্বর, গজাসুরের কৃত্তি (চর্ম্ম) পরিধান করিয়া কৃত্তিবাস নাম ধারণ করেন, সেই দিন তথায় মহামহোৎসব হইয়াছিল এবং যে স্থানে শূলবিদ্ধ গজাসুরকে ছত্রতুল্য করিয়া ত্রিশূল প্রোথিত করা হইয়াছিল, পরে সেই ত্রিশূল উৎপাটিত করায় সেইস্থানে অতি মহৎ এক কুণ্ড সমুৎপন্ন হয়। মানব, সেই কুণ্ডে অবগাহনান্তে পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়া কৃত্তিবাসেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে পরম কৃতকৃত্য হইবে। স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্তে! এক্ষণে ঐ তীর্থে যে ঘটনা হইয়াছিল, শ্রবণ কর। উহার প্রভাবে কাকগণও হংসরূপ ধারণ করিয়াছিল। একদা চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতিথিতে কৃত্তিবাসেশ্বরের উৎসব হয়। ঐ উৎসবে বহু দেবলগণ, নানাবিধ উপচারের সহিত রাশীকৃত অন্ন প্রস্তুত করে। তদ্দর্শনে বিবিধ বিহঙ্গমগণ মিলিত হইয়া ঐ অন্নের জন্য আকাশমার্গে পরস্পর ঘোর সংগ্রাম করিয়াছিল। অনন্তর হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ বলবান্ কাকগণের চঞ্চু প্রহারে অপুষ্টাঙ্গ কাকনিচয় আহত হইয়া গগনাঙ্গন হইতে সেই কুণ্ডমধ্যে পতিত হইয়াই, অবশিষ্ট আয়ুঃ থাকায় সেই দেহেই হংসরূপ ধারণ করে। তখন যাহারা ঐ উৎসবে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত কহিল, অহে দেখ দেখ কি অদ্ভুত! দেখিতে দেখিতে ঐ বায়সনিচয় কুণ্ডমধ্যে পতিত হইয়া তীর্থপ্রভাবে

হংসত্ব লাভ করিল। 'হে কলশোদ্ভব! সেই দিন হইতেই কৃত্তিবাসেশ্বরের সমীপস্থিত ঐ তীর্থ হংস তীর্থ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। নিয়ত ঘোর পাপাচরণে যাহাদিগের আত্মা নিতান্ত মলিন হইয়াছে, তাহারাও ঐ তীর্থে অবগাহন করিলে তৎক্ষণাৎ নির্ম্মলতা লাভ করিয়া থাকে। সর্ব্বদা কাশীধামে বাস, হংসতীর্থে স্নান ও কৃত্তিবাসেশ্বরকে সন্দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে পরম পদ প্রাপ্তি হইবে। হে মুনে! এই কাশীধামে নানাস্থানে অনেকানেক শিবলিঙ্গ আছে বটে, কিন্তু উক্ত কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ অপর সমুদয় লিঙ্গের উত্তমাঙ্গ স্বরূপ। কাশীধামে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এক কৃত্তিবাসেশ্বরকে আরাধনা করিলেই অপর সমুদয় লিঙ্গের আরাধনাজনিত পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে। কৃত্তিবাসেশ্বর সন্নিধানে তপস্যা, দান, হোম, তর্পণ এবং দেবপূজা করিলে, তাহা অনন্ত ফলজনক হয়। হে কুম্ভযোনে! ঐ তীর্থ অনাদিসিদ্ধ, কেবল ভগবান্ মহেশ্বরের সান্নিধ্যহেতু পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়াছে। এই সকল সিদ্ধলিঙ্গ যুগে যুগে অন্তর্হিত ও পুনরায় শঙ্কর-সান্নিধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকে। হে মুনে! উক্ত হংসতীর্থের চতুর্দ্দিকে মহামুনিগণপ্রতিষ্ঠিত, কাশীবাসী মানবগণের সিদ্ধিপ্রদ, কাত্যায়নেশ্বর, চ্যবনেশ্বর ও লোমশস্থাপিত মহালিঙ্গ লোমশেশ্বর প্রভৃতি ত্রিশতাধিক অযুত সংখ্যক শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। কৃত্তিবাসেশ্বরের পশ্চিমাংশস্থিত ঐ লোমশেশ্বরকে দর্শন করিলে যমভয় দূর হয়। কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত শুভ মালতীশ্বর নামক মহৎ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে প্রভূতকুঞ্জরাধিপতি রাজা হইয়া থাকে। কৃত্তিবাসেশ্বরের ঈশান কোণে অন্তকেশ্বর নামে লিঙ্গ আছে; অতি পাপাত্মাও তদ্দর্শনে নিষ্পাপ হয়। তাহার পার্শ্বে পরম জ্ঞানদায়ক জনকেশ্বর নামে এক মহালিঙ্গ অবস্থিত; তাঁহার সেবা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার উত্তরে অসিতাঙ্গ নামে মহামূর্ত্তি ভৈরব আছেন, যাহারা তাঁহাকে অবলোকন করে, তাহাদিগকে আর যমমুখ নিরীক্ষণ করিতে হয় না। তথায় কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরে বিকটলোচনা, শুষ্কোদরী এক দেবী অবস্থিত থাকিয়া নিয়ত কাশীধামের বিঘ্ন সকল ভক্ষণ করিতেছেন। ঐ দেবীর নৈঋর্তে অগ্নিজিহ্ব নামে এক বেতাল আছেন, মঙ্গলবারে তিনি অর্চ্চিত হইলে অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন। সেই স্থানে সর্ব্বব্যাধিবিনাশন এক বেতালকুণ্ড আছে; ঐ কুণ্ডের জল স্পর্শ করিবামাত্র ব্রণ ও বিস্ফোটকাদি বিদূরিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি উক্ত বেতালকুণ্ডে স্নান করিয়া বেতালকে প্রণিপাত করে, সে পরম দুর্লভ অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে দ্বিভুজ, চতুষ্পাদ, পঞ্চশীর্ষ এক গণ আছেন, তাঁহার দর্শনমাত্রে পাপরাশি সহস্রধা বিদীর্ণ হয়। হে মুনে! তাহার উত্তরে চতুঃশৃঙ্গ, ত্রিপাদ, দ্বিশীর্ষ, সপ্তহস্ত, অতি ভীষণ বৃষাকার রুদ্র আছেন; হে কুম্ভযোনে! যাহারা কাশীর বিঘ্নাচরণ করে ও যাহারা পাপে নিরত হয়, তিনি তাহাদিগের পাপরাশি ছেদন করিবার জন্য কুঠারহস্তে সতত চীৎকার করিতেছেন আর যাহারা কাশীর বিঘ্ন নিবারণ করে ও সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত, তিনি তাহাদিগের বংশকে সুধাপূর্ণ ঘট দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। যে মানব সেই বৃষরূপী রুদ্রদেবকে অবলোকনান্তে ভক্তিসহকারে বিবিধোপচারে অর্চ্চনা করে, তাহাকে কখন কোনরূপ বিঘ্ন আক্রমণ করিতে পারে না। উক্ত রুদ্রদেবের উত্তরে মণিপ্রদীপ নামে নাগ ও তাহার সম্মুখে পরম বিষব্যাধিহর মণিকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে! যে ব্যক্তি ঐ কুণ্ডে অবগাহন করিয়া উক্ত নাগকে সন্দর্শন করে, তাহার মণি মাণিক্য পরিপূর্ণ, গজ-অশ্ব-রথ-সঙ্কুল, স্ত্রীরত্নপুত্ররত্নে সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাশীস্থিত কৃত্তিবাসেশ্বরকে অবলোকন না করে, সেই মানবগণ নিঃসন্দেহ কেবল বসুন্ধরাকে

ভারাক্রান্ত করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যে মানবগণ এই স্থানে কৃত্তিবাসেশ্বরের উৎপত্তি-বিবরণ শ্রুতিগোচর করিবে, তাহারা উক্ত লিঙ্গের দর্শন অপেক্ষা অধিক ফললাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

লিঙ্গবিবরণ

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্যে! তপোরাশে! কাশীধামে যে সকল লিঙ্গ সেবিত হইলে পবিত্রাত্মা মানবগণের মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগের বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহেশ্বর যে স্থানে গজাসুরের চর্ম্ম পরিধান করেন, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সেই স্থান রুদ্রাবাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ রুদ্রাবাসে ভগবান্ কৃত্তিবাস, স্বেচ্ছাক্রমে উমার সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলে, কোন সময় নন্দী আসিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে দেবদেবেশ! হে বিশ্বেশ! এই স্থানে এক্ষণে সর্ব্বরত্নময় সুরম্য সুমহৎ অষ্টাধিক ষষ্টি প্রাসাদ বিরাজমান হইয়াছে এবং ভূর্লোক, ভুবর্লোক, ও স্বর্লোকস্থিত মুক্তিপ্রদ শুভ শিবলিঙ্গ সকল আমি এই কাশীধামে আনায়ন করিয়াছি। হে নাথ! যে স্থান হইতে যাহা আনীত ও যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, বলিতেছি, ক্ষণকাল অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কুরুক্ষেত্র হইতে দেবদেবের মোক্ষপ্রদ স্থাণু নামক মহালিঙ্গ এ স্থানে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, তথায় কলামাত্রে অবশিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখে লোলার্কের পশ্চিমে, সন্নিহতী নামে শুভপ্রদা মহাপুষ্করিণী আছে, তাহাই কুরুক্ষেত্র-স্থলী। শুভার্থী ব্যক্তিগণ তথায় যাহা কিছু স্নান, দান, জপ,হোম ও তপস্যাদি করেন, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা তাহা কোটি কোটি গুণ অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হে বিভো! দেবদেব নামক মহালিঙ্গ ব্রহ্মাবর্ত্ত কূপের সহিত নৈমিষক্ষেত্রে অংশমাত্র রাখিয়া, সেই স্থান হইতে এই কাশীধামে আবির্ভূত হইয়াছেন। ঢুণ্ঢিরাজের উত্তরে সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ বৈকুণ্ঠদেব নামক লিঙ্গ এবং তাঁহার সম্মুখে মানবগণের পুনর্জ্জন্মনাশক ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ উত্তমতম কূপ অবস্থিত হইয়াছেন। ঐ কূপোদকে স্নান করিয়া দেবদেবের অর্চ্চনা করিতে পারিলে, নৈমিষারণ্যকৃত স্নানার্চ্চনা অপেক্ষা কোটী-কোটী গুণ অধিক পুণ্যলাভ হয়। গোকর্ণ নামক আয়তন হইতে মহাবল নামে মহৎলিঙ্গ এই স্থানে সাম্বাদিত্যের সমীপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, যাহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে মহাবল পাপরাশিও বাতাহত তূলারাশির ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে বিদূরিত হইয়া থাকে। কপালমোচনের সম্মুখস্থিত উক্ত মহাবল লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে, নির্ব্বাণনগরে গমন করিতে মহাবল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাতীর্থ প্রভাস হইতে শশিভূষণ নামক লিঙ্গ আনয়নপূর্ব্বক ঋণমোচনের পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তদীয় অঙ্গ সেবা করিলে মানব শশিভূষণত্ব লাভ করিয়া থাকে এবং তাঁহার উৎসব করিলে প্রভাস অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক পুণ্যসঞ্চয় হয়। উজ্জয়িনী হইতে ভগবান্ মহাকাল স্বয়ং এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক ওঙ্কারেশ্বরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত হইয়াছেন; পাপনাশন ঐ মহাকাল নামক লিঙ্গের নাম স্মরণমাত্রে কলি ও কালভয় দগ্ধ হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে অবলোকন করিলে পরম মোক্ষপদ লাভ করা যায়। অয়োগন্ধেশ্বর নামক মহালিঙ্গ, মহাতীর্থ পুষ্কর হইতে পুষ্করের সহিত মৎস্যোদরীর উত্তরে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। মানব অয়োগন্ধেশ্বর কুণ্ডে অবগাহনপূর্ব্বক অয়োগন্ধেশ্বরকে অবলোকন করিয়া পিতৃগণকে সংসারসাগর হইতে নিস্তার করিবে। অট্টহাস হইতে মহানাদেশ্বর লিঙ্গ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি ত্রিলোচনের উত্তরে অবস্থিতি

করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে মুক্তি-লাভ হয়। অবলোকনমাত্রে বিমল সিদ্ধিপ্রদ মহোৎকটেশ্বর নামক লিঙ্গ মরুকূট হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে কামেশ্বরের উত্তর-ভাগে বিরাজ করিতেছেন। বিশ্বস্থান হইতে বিমলেশ্বর লিঙ্গ আগমনপূর্ব্বক স্থলীলের পশ্চিমে অবস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলেও বিমল সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। মহাব্রতফলপ্রদ মহাব্রত নামক মহালিঙ্গ মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে উপস্থিত হইয়া স্কন্দেশ্বরের সমীপে অবস্থিতি করিতেছেন। আদিযুগে দেবতা ও ঋষিগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া ঐ মহা-লিঙ্গ, দুর্ভেদ্যভূভাগ ভেদ করত উৎপন্ন হন এবং মনোরথ পূর্ণ করিলেন বলিয়া, তাঁহারাই উহাঁকে মহাদেব নামে সম্বোধন করেন। সেই অবধি ঐ লিঙ্গ বারাণসীতে মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। উক্ত মহালিঙ্গই, কাশী-ধামকে মুক্তিক্ষেত্র করিয়াছেন। যে মানব অবিমুক্তক্ষেত্রে মহাদেবকে অর্চ্চনা করে, যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলেও সে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। এই জন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে কাশীধামে তাঁহার সেবা করিবে। যে লিঙ্গরূপী মহাদেব কল্পান্তরেও আনন্দকানন পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার ঐ সর্ব্বরত্নময় অনুপম শুভ প্রসাদ লক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বা-ভীষ্টপ্রদ বারাণসীর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ঐ লিঙ্গই হিরণ্যগর্ভতীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত থাকিয়া কাশীক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। অধিক কি, 'মহাদেব' এই নামই সর্ব্বলিঙ্গস্বরূপ। যে সকল মানবগণ, বারাণসীতে লিঙ্গরূপধারী মহাদেবকে অবলোকন করে, নিঃসন্দেহ তাহারা ত্রিলোকস্থিত যাবতীয় লিঙ্গই সন্দর্শন করিয়া থাকে; মানব, বারাণসীতে একবার মাত্র মহাদেবকে অর্চ্চনা করিলে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পরমানন্দে শিবলোকে বাস করিতে পারে। পবিত্রাত্মা ব্যক্তি, যদি শ্রাবণমাসীয় পূর্ণদিবসে সযত্নে উক্ত লিঙ্গরূপী মহাদেবকে যজ্ঞোপবীত দান করে, তাহা হইলে পুনরায় তাহাকে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হে প্রভো! পিতামহেশ্বর নামক লিঙ্গ, ফল্গু প্রভৃতি অষ্টোত্তর সার্দ্ধকোটী তীর্থের সহিত গয়াতীর্থ হইতে কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন। যে স্থানে ধর্ম্ম, ধর্ম্মেশ্বর নামক মহালিঙ্গকে সাক্ষী করিয়া পূর্ব্বে শত অযুতযুগ তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে অবস্থিত উক্ত পিতামহেশ্বর লিঙ্গকে অর্চ্চনা করিলে মানব পরমানন্দে একবিংশতিকুলের সহিত নিঃসন্দেহ মুক্ত হইতে পারে। শূলটঙ্ক নামক লিঙ্গরূপী মহেশ্বর, তীর্থরাজ প্রয়াগ হইতে তীর্থরাজের সহিত স্বয়ং এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক নির্ব্বাণ-মণ্ডপের দক্ষিণে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ঐ স্বর্ণময় সুনির্ম্মল প্রাসাদ সুমেরুর সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। প্রভো! আপ-নিই পূর্ব্বযুগান্তরে বর প্রদান করিয়াছেন যে, কাশীধামে প্রথমেই পাপনাশন উক্ত মহেশ্বরকে পূজা করিবে এবং যে ব্যক্তি কাশীস্থিত প্রয়াগ-তীর্থে স্নান করিয়া মহেশ্বরকে মহাসমারোহে যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক নমস্কার করিবে, সে নিঃসন্দেহ প্রয়াগকৃত উক্ত কার্য্য অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক পুণ্যভাগী হইবে। মহাতীর্থ শঙ্কুকর্ণ হইতে মহাতেজোবিবর্দ্ধক মহাতেজঃ নামক লিঙ্গ, কাশীধামে আবির্ভূত হইয়াছেন; মহাতেজোনিধি সেই লিঙ্গের সুনির্ম্মল প্রাসাদ মাণিক্যনিচয়ে নির্ম্মিত ও পরম প্রভাপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত। যে স্থানে গিয়া কোন-রূপ ক্লেশের মুখ নিরীক্ষণ করিতে হয় না, উক্ত লিঙ্গকে দর্শন, স্পর্শন, স্তবন ও অর্চ্চনা করিলে পরম পদ লাভ করা যায়। অধিক কি, বিনা-য়কেশ্বরের পূর্ব্বভাগস্থিত উক্ত মহাতেজঃ লিঙ্গের সম্যক্ পূজা করিলে, মানব তেজোময় যানে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। রুদ্রকোটি নামক পরম পবিত্র তীর্থ হইতে মহা-যোগীশ্বর লিঙ্গ, স্বয়ং এস্থানে প্রকাশ পাইয়াছেন। পার্ব্বতীশ্বর লিঙ্গের সমীপস্থ সর্ব্বকর্ম্ম-ভোগ-ক্ষয়কারী ঐ লিঙ্গকে সন্দর্শন করিলে মানব-গণের কোটিলিঙ্গদর্শনের ফললাভ হইয়া

থাকে। উক্ত মহাযোগীশ্বরলিঙ্গের প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে রুদ্রগণনির্ম্মিত সুরম্য কোটীসংখ্যক রুদ্রগণের প্রাসাদ শোভা পাইতেছে। বেদবাদী ব্যক্তিগণ, কাশীধামে ঐ স্থানকেই রুদ্রস্থলী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কি কৃমি, কি কীট, কি পতঙ্গ, কি পশু, কি পক্ষী, কি মৃগ, কি মনুষ্য, কি ম্লেচ্ছ, কি দীক্ষিত, যাহারাই ঐ রুদ্রস্থলীতে প্রাণত্যাগ করে, তাহারাই রুদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হয় না। সহস্র সহস্র জন্মে যে পাপ সঞ্চিত হয়, রুদ্রস্থলীতে প্রবেশ মাত্র তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকামই হউক বা অকামই হউক কিংবা তির্য্যক্‌যোনিগতই হউক, যে কোন জীব রুদ্রস্থলীতে জীবন বিসর্জ্জন করিলে পরম নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হয়। একাম্রক্ষেত্র হইতে স্বয়ং কৃত্তিবাস নামক লিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়াছেন। ঐ কৃত্তিবাস লিঙ্গে ঋষিগণের সহিত স্বয়ং আপনি অবস্থিত থাকিয়া অন্তকালে ভক্তগণের কর্ণবিবরে বেদবর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছেন। সিদ্ধিপ্রদ এই ক্ষেত্রে মরুজঙ্গল হইতে চণ্ডীশ্বর লিঙ্গ উপস্থিত হইয়াছেন; সতত তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রচণ্ড পাপপুঞ্জও খণ্ডিত হইয়া থাকে। গণাধ্যক্ষ পাশপাণির সমীপে যে ব্যক্তি, ঐ চণ্ডীশ্বরকে সন্দর্শন করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অন্তকূট নামক গণেশের সমীপে ভবনাশন ভগবান্ নীলকণ্ঠ নামক লিঙ্গ কালঞ্জর তীর্থ হইতে স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়াছেন। যাহারা উক্ত নীলকণ্ঠেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, তাহারাও নীলকণ্ঠ ও শশীভূষণ হইয়া থাকে। কাশ্মীর হইতে সর্ব্বদা জীবগণের বিজয়প্রদ বিজয়েশনামক লিঙ্গ, শালকটঙ্কটের পূর্ব্বভাগে উপস্থিত হইয়াছেন। উক্ত বিজয়েশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে কি সংগ্রাম, কি রাজদ্বার, কি বিবাদ, সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বিজয়লাভ হয়। ত্রিদণ্ডাতীর্থ হইতে স্বয়ং ভগবান্ ঊর্দ্ধরেতা নামক মহালিঙ্গ সমাগত হইয়া গণাধ্যক্ষ কুষ্মাণ্ডের সম্মুখে অবস্থিত আছেন। উক্ত ঊর্দ্ধরেতা লিঙ্গ অবলোকন করিলে পরমগতি লাভ হইয়া থাকে এবং যাহারা ঐ লিঙ্গের ভক্ত, তাহাদিগের কখন অধোগতি হয় না। মুণ্ড নামক বিনায়কের উত্তরে মণ্ডলেশ্বর ক্ষেত্র হইতে শ্রীকণ্ঠ নামক লিঙ্গ উপস্থিত হইয়াছেন; উক্ত শ্রীকণ্ঠের ভক্তগণও শ্রীকণ্ঠস্বরূপ হইয়া থাকে; অন্য জন্মে মহালক্ষ্মী কখনই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। মহাতীর্থ ছাগলাণ্ড হইতে ভগবান্ কপর্দ্দীশ্বর নামক লিঙ্গ, পিশাচমোচনতীর্থে আপনি আবির্ভাব পাইয়াছেন। মানব, কপর্দ্দীশ্বরকে পূজা করিলে নিরয়গামী হয় না এবং উৎকট পাপ করিলেও কখন পিশাচত্ব লাভ করে না। সূক্ষ্মেশ নামক লিঙ্গ, আম্রাতকেশ্বর নামক ক্ষেত্র হইতে পরম মঙ্গলাস্পদ এই ক্ষেত্রে স্বয়ং সমাগত হইয়া বিকটদ্বিজসংজ্ঞক গণেশের সমীপে অবস্থিত আছেন। উক্ত সূক্ষ্মেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে সূক্ষ্মগতি লাভ হইয়া থাকে। জয়ন্তেশ্বর নামক লিঙ্গ, মধুকেশ্বরতীর্থ হইতে আগমন করত লম্বোদর নামক গণপতির সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি জাহ্নবীজলে অবগাহনপূর্ব্বক তাঁহাকে অবলোকন করে, সে বাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ করত সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়। শ্রীশৈল হইতে দেবাধিদেব ত্রিপুরান্তক নামে লিঙ্গ কাশীধামে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীশৈলের শিখর দর্শনে যে ফল কথিত আছে, ত্রিপুরান্তককে দর্শন করিলে অনায়াসে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব, বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত ঐ লিঙ্গকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিলে আর গর্ভে প্রবেশ করে না। সৌম্যস্থান হইতে সমাগত ভগবান্ মুকুটেশ্বর, বক্রতুণ্ড নামক গণাধ্যক্ষের সমীপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে সমুদয় সিদ্ধি করতলগত হইয়া থাকে। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা ত্রিশূলী নামক লিঙ্গ, কূটদন্তাখ্য গণপতির সম্মুখে, জালেশ্বর হইতে সমাগত হইয়াছেন। একদন্তের উত্তরে, মহাতীর্থ

রায়েশ্বর হইতে জটীদেব আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ হয়। ত্রিমুখের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ত্রিসন্ধ্যাক্ষেত্র হইতে ত্র্যম্বকদেব সমাগত হইয়াছেন; তিনি, স্বীয় অর্চ্চকগণের ত্র্যম্বকত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। হরিশ্চন্দ্র ক্ষেত্র হইতে হরেশ্বর লিঙ্গ আগমন পূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রেশ্বরের সম্মুখে অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে পূজা করিলে সর্ব্বদা জয়লাভ হয়। মধ্যমেশ্বর স্থান হইতে সর্ব্ব নামক লিঙ্গ কাশীধামে উপস্থিত লইয়া চতুর্ব্বেদেশ্বর লিঙ্গের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। কোন মানবই, পরম সিদ্ধিপ্রদ উক্ত লিঙ্গের পূজা করিলে আর প্রাণিপদবী প্রাপ্ত হয় না। যে স্থানে সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদ যজ্ঞেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান আছেন, তথায় স্থলেশ্বরতীর্থ হইতে স্থুলেশ্বর নামক মহালিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। পরম শ্রদ্ধাসহকারে ঐ মহালিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে ইহকালে ও পরকালে মহতী লক্ষ্মী লাভ করা যায়। সুবর্ণাখ্য তীর্থ হইতে সুহস্রাখ্য নামক লিঙ্গ কাশীধামে সমাগত হইয়াছেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে জীবগণের জ্ঞানচক্ষু উদিত হইয়া থাকে। শৈলেশ্বরের দক্ষিণে ভগবান্ সহস্রাখ্যেশ্বরকে সন্দর্শন করিতে পারিলে শত সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপরাশিও বিলীন হয়। হর্ষিতক্ষেত্র হইতে হর্ষিত নামক মনোহর লিঙ্গ, এস্থলে আবির্ভূত হইয়াছেন; মানবগণ তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। শ্রেশ্বরের সমীপে উক্ত হর্ষিতেশ্বরের প্রাসাদ শোভিত হইতেছে; ঐ প্রাসাদ বিলোকন করিলে মানবগণের হর্ষস্রোত বিরত হয় না। রুদ্রমহালয় হইতে রুদ্রেশ্বর লিঙ্গ স্বয়ং এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। মানব, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। যে সকল মানব কাশীধামে রুদ্রেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, নিঃসন্দেহ তাহারও রুদ্ররূপী হয়। ত্রিপুরেশ্বরের সমীপস্থ ভগবান্ রুদ্রেশ্বরকে ——করিতে পারিলে, কি জীবন্ত, কি মৃত, সকল সময়েই তাহারা রুদ্ররূপে পরিগণিত। পরম ধর্ম্মজনক বৃষেশ্বর, বৃষভধ্বজক্ষেত্র হইতে সমাগত হইয়া বাণেশ্বর লিঙ্গের সমীপে অবস্থান করিতেছেন। কেদারতীর্থ হইতে ঈশানেশ্বর লিঙ্গও আগমন করিয়াছেন। প্রহ্লাদেশ্বরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত তাঁহাকে দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি, উত্তরবাহিনীজলে অবগাহনান্তে ঈশানেশ্বরের পূজা করে, সে ঈশানতুল্য প্রভাবসম্পন্ন হইয়া ঈশানলোকে বিরাজ করিয়া থাকে। সংহারভৈরব নামে মনোহরমূর্ত্তি ভৈরব, ভৈরবক্ষেত্র হইতে সমাগত হইয়া খর্ব্ববিনায়কের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে যত্নসহকারে দর্শন করা বিধেয় এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। উক্ত সংসারভৈরব, কাশীধামে থাকিয়া সকলের দুঃখরাশি সংহার করিতেছেন। কনখলতীর্থ হইতে সিদ্ধিপ্রদ উগ্র নামক লিঙ্গ এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাকে সন্দর্শন করিলে, মানবগণের উগ্রপাতকও বিনষ্ট হইয়া থাকে। অর্কবিনায়কের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ঐ লিঙ্গকে সতত সেবা করা উচিত; কারণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে অত্যুগ্র উপসর্গ সকলও শান্তি পাইয়া থাকে। হে প্রভো! মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথ হইতে ভবনামে ভগবান্ ভীমচণ্ডীর সন্নিধানে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। মানব, উক্ত ভবেশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে আর ভবে আগমন করে না এবং সমুদয় ভূপতিগণ তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। পাপরাশির দণ্ডকর্ত্তা লিঙ্গাকৃতি ভগবান্ দণ্ডী দেবদারুবন হইতে বারাণসীতে সমাগত হইয়া দেহবিনায়কের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে পূজা করিলে মানবগণকে আর সংসার দর্শন করিতে হয় না। সেই স্থানে ভদ্রকর্ণহ্রদ হইতে, ভদ্রকর্ণহ্রদের সহিত শিব নামক সাক্ষাৎ লিঙ্গরূপী শিব, আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ উত্তম তীর্থ উদদণ্ড নামক গণপতির পূর্ব্বদিকে অবস্থিত হইয়াছে। যে মানব উক্ত ভদ্রকর্ণহ্রদে

একোনসপ্ততম অধ্যায়।

স্নান করিয়া শিব নামক লিঙ্গের অর্চনা করে, সে, সর্ব্বত্র পরম শিব (মঙ্গল) প্রাপ্ত হয় এবং সকল প্রাণীর মঙ্গল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকে, আর ঐ হ্রদের সম্মুখে শঙ্কর নামক লিঙ্গ, হরিশ্চন্দ্রতীর্থ হইতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে পূজা করিলে জনগণ আর জননীজঠরে প্রবেশ করে না। কুলশেশ নামক কালপ্রতিষ্ঠিত মহালিঙ্গ যমলিঙ্গ নামক মহাতীর্থ হইতে আগমনপূর্ব্বক চন্দ্রেশ্বরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত হইয়াছেন; মিত্রাবরুণের দক্ষিণভাগস্থিত যমতীর্থে অবগাহনান্তে কাল-লিঙ্গকে সন্দর্শন করিলে মানবগণের কলি ও কাল হইতে কোন ভয় থাকে না। ঐ স্থানে মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী তিথিতে যে ব্যক্তি কাল-লিঙ্গের উৎসব করে, সে অতিপাতকী হইলেও যমভবন দর্শন করে না। মহাক্ষেত্র নৈপাল হইতে পশুপতি এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। পিনাকপাণি দেবদেব আপনি পূর্ব্বে ঐ স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণকে মুক্তিলাভের জন্য পাশুপত যোগ উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে সন্দর্শন করিলেই মানব পশুপাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কপালী নামক লিঙ্গ করবীরকতীর্থ হইতে আগমন করিয়া কপালমোচনতীর্থে অবস্থান করিতেছেন। মানব, সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাকে অবলোকন করিবে; কারণ তাঁহার দর্শনমাত্রেই ব্রহ্মহত্যাপাতকও বিলীন হইয়া থাকে। দেবিকাতীর্থ হইতে উমাপতি আগমন করিয়া পশুপতির পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে চিরসঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। মহেশ্বরক্ষেত্র হইতে দীপ্তেশ নামক লিঙ্গ উমাপতির নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। উক্ত দীপ্তেশ্বরকে অর্চ্চনাদি করিলে তিনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন এবং ইহকাল ও পরকালের অন্ধকার দূরীভূত করেন। কায়ারোহণ ক্ষেত্র হইতে আচার্য্য নকুলীশ্বর নামক লিঙ্গ, মহাপাশুপতব্রতধারী শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহাদেবের দক্ষিণে অবস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে, ত্বরায় গর্ভপ্রবেশকর অজ্ঞান বিদূরিত হয় এবং পরম জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে। অমরেশ নামক মহালিঙ্গ, গঙ্গাসাগর হইতে সমাগত হইয়াছেন; তাঁহার দর্শনমাত্রে অমরত্বও দুর্লভ হয় না। মানবগণকে ভোগমোক্ষ প্রদানের জন্য ভগবান্ ভীমেশ্বর, সপ্তগোদাবরতীর্থ হইতে কাশীধামে প্রকাশ পাইয়াছেন। নকুলীশ্বরের সম্মুখস্থিত উক্ত ভীমেশ্বরকে অবলোকন মাত্রে মহাভীষণ কলুষরাশিও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভূতেশ্বর তীর্থ হইতে স্বয়ং ভস্মগাত্র নামক লিঙ্গ এই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভীমেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। মানব, সতত, তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে; তাহা হইলে, শত বৎসর পাশুপতযোগ সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করিলে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল লাভ করিতে পারিবে। স্বয়ম্ভু নামে বিখ্যাত লিঙ্গরূপী শঙ্কর, নকুলীশ্বর তীর্থ হইতে কাশীধামে স্বয়ং প্রকাশ পাইয়াছেন। যে মানব, সিদ্ধিনামক হ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক মহালক্ষ্মীশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী উক্ত স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পূজা করে, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রয়াগতীর্থের নিকটে ধরণীবরাহদেবের বিদ্রুমপ্রভ প্রাসাদ শোভা পাইতেছে; আপনি দেবগণ, ঋষিগণ ও অনুচরগণের সহিত রত্নকন্দর মন্দরাদ্রি হইতে সমাগত হইয়াছেন শুনিয়া ধরণীবরাহদেবও কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছেন। যত্নাতিশয় সহকারে তাঁহাকে সন্দর্শন করা কর্ত্তব্য; কারণ তিনি, আপদ্-সমুদ্রনিমগ্ন শরণাগত জনকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। কর্ণিকার তীর্থ হইতে কর্ণিকার-কুসুমপ্রভ নিখিলোপসর্গনাশক গদাধারী গণপতিও আগমন করিয়াছেন; ধরণীবরাহের উত্তরে অবস্থিত উক্ত গণাধ্যক্ষকে পূজা করিলে, তিনি গাণপত্যপদ প্রদান করিয়া থাকেন। বিরূপাক্ষ নামক লিঙ্গ, হেমকূট হইতে আগমনপূর্ব্বক মহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে সংসার হইতে

নিস্তার লাভ করা যায়। গঙ্গাদ্বার হইতে হিমসমপ্রভ মৎস্যেশ্বর লিঙ্গ সমাগত হইয়াছেন; ব্রহ্মনালের পশ্চিমদিগ্‌ভাগস্থিত তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। হে প্রভো! কৈলাসপর্ব্বত হইতে কোটীসংখ্যকগণ ও গণাধিপ এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন। সেই গণগণ কাশীধামে ভয়ঙ্কর কপাটযুক্ত অসংখ্যদ্বারশোভিত, বিবিধ যন্ত্রবিরাজিত সপ্তস্বর্গতুল্য বহুল দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ঐ দুর্গনিচয়ে কোটি কোটি রক্ষিগণ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। সুবর্ণ, রূপ্য, তাম্র, কাংস্য ও সীসক নির্ম্মিত ঐ সকল দুর্গ, অয়স্কান্তের ন্যায় কমনীয় ও গগনস্পর্শী, আর তাহারা, কাশীধামের চতুর্দ্দিকে এক মহা শৈলদুর্গ ও মৎস্যোদরী নদীর জলপূর্ণ গভীর এক পরিখা প্রস্তুত করিয়া তাহা গঙ্গাজলে মিশ্রিত করিয়াছে। উক্ত মৎস্যোদরী অন্তশ্চর ও বহিশ্চররূপে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছেন। যে সময় গঙ্গাজল, অপূর্ব্ববাহী হইয়া মৎস্যোদরীতে প্রবাহিত হয়, সে সময় বহু পুণ্যসঞ্চয় থাকিলেই সেই মৎস্যোদরীতীর্থ, লাভ করিতে পারা যায়। তখন ঐ তীর্থে শত শত কোটী চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণের সময় এবং অন্যান্য যাবতীয় পর্ব্ব, যাবতীয় তীর্থ ও যাবতীয় শিবলিঙ্গ সমাগত হইয়া থাকেন। সেই সময়ে যে সকল মানব মৎস্যোদরীতে অবগাহনান্তে পিতৃগণকে পিণ্ড দান করে, তাহাদিগকে আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যে সময়ে মৎস্যোদরীতে জাহ্নবী জল মিলিত হয়, তখম এই অবিমুক্তক্ষেত্র, মৎস্যাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সময়ে যাহারা মৎস্যোদরীতে স্নান করিতে পারে, তাহারা মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় এবং অসংখ্য পাপরাশি সঞ্চয় করিলেও যমপুরী দর্শন করে না। অধিক কি কহিব, নানাতীর্থে স্নান বা কঠোর তপোনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন নাই; যদি উক্ত মৎস্যোদরীতে একবার স্নান করা যায়, তাহা হইলেই আর গর্ভবাস কোথায়? যে যে স্থানে দেবতা, ঋষি বা মনুষ্যগণের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ আছেন, মৎস্যোদরীতে সেই সেই স্থানে অবগাহন করিলে অনায়াসে মোক্ষপদ লাভ করা যায়। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল মধ্যে অনেকানেক তীর্থ আছে বটে, কিন্তু কোন তীর্থই নিঃসন্দেহ মৎস্যোদরীর কোটী অংশেরও সমান নহে। হে বিভো! পরম উদারকর্ম্মা কৈলাসবাসী গণপতিই ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত গণাধিপের পূর্ব্বদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ভূর্ভুবঃ নামক লিঙ্গ, স্বয়ং এইস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। মানবগণ ঐ মহালিঙ্গকে সন্দর্শন করিলে সুচিরকাল দিব্য উপভোগ্য বস্তু ভোগ করত ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও মহর্লোক হইতেও উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করিয়া থাকে। হে বিভো! হাটকেশ নামক মহালিঙ্গ ভোগবতীর সহিত সপ্তপাতালতল হইতে স্বয়ং এই স্থানে আগমন করিয়াছেন এবং অনন্ত বাসুকি প্রভৃতি নাগরাজগণ মণি, মাণিক্য ও রত্নসমূহ দ্বারা সযত্নে তাঁহার মহা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঈশানেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, রত্নমালাবিভূষিত উক্ত হাটকেশ্বরকে ভক্তিভাবে পূজা করিলে মান ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে এবং ইহকালে অসংখ্য ঐহিক সুখভোগ করিয়া দেহান্তে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। আকাশ হইতে তারক নামক জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আগমন করিয়া এইস্থানে জ্ঞানবাপীর সম্মুখে অবস্থিত আছেন। উক্ত তারকেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে তারকজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব, জ্ঞানবাপীতে অবগাহনান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য ও পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়া মৌনব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত তারকেশ্বরের সন্দর্শন মাত্রে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে এবং অন্তকালে, যাহার প্রভাবে সংসার হইতে নিস্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ জ্ঞান লাভ করে। পূর্ব্বে আপনি যে স্থানে কিরাতরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কিরাততীর্থ হইতে ভগবান্ কিরাতেশ্বর এই স্থানে আবির্ভূত হইয়া তারকেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে বিরাজ করিতে-

ছেন। মানব, তাঁহাকে প্রণাম করিলে আর জননীজঠরে শয়ন করে না। লঙ্কাপুরী হইতে মুকুরেশ্বর নামক লিঙ্গ সমাগত হইয়া নৈর্ঋতদিকে পৌলস্ত্যরাঘবের পশ্চাৎ অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি পূজিত হইলে মানবগণের রাক্ষসভয় দূর হয় এবং দুষ্টগণকে দমন করিয়া থাকেন। জলপ্রিয় নামক পবিত্র লিঙ্গ, জললিঙ্গ স্থল হইতে আগমনপূর্ব্বক ভাগীরথীর জলমধ্যে অবস্থিত আছেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার বিবিধরত্নরাজি-বিরাজিত, বিবিধ-ধাতুময় অত্যুচ্চ প্রাসাদ শোভা পাইতেছে; কোন কোন পুণ্যশীল ব্যক্তিই তাহা দর্শন করিতে পান। কোটীশ্বর নামক পরম লিঙ্গও আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে অবলোকন করিলে কোটীলিঙ্গ দর্শনের ফল লাভ হয়। ঐ শ্রেষ্ঠসিদ্ধিপ্রদ শ্রেষ্ঠলিঙ্গ, শ্রেষ্ঠেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত আছেন। বড়বাগ্নি হইতে সমুদ্ভূত অনলেশ্বর নামক লিঙ্গ এই স্থানে নলেশ্বরের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন; তিনি পূজিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। বিরজতীর্থ হইতে দেবদেব ত্রিলোচন আগমন পূর্ব্বক অনাদিসিদ্ধ ত্রিপিষ্টপলিঙ্গে অবস্থান করিয়াছেন। যে স্থানে জীবগণ তারকজ্ঞান লাভ করে, সেই পবিত্র পিপ্পলাতীর্থে স্বয়ং দেব ওঙ্কারেশ্বর, অমরকণ্টক তীর্থ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যে সময় গঙ্গা ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হন নাই, যে সময় কেবলমাত্র কাশীধামই ত্রিলোকের নিস্তারের জন্য আবির্ভূত হন, সেই সময়েই উক্ত ওঙ্কারেশ্বর এস্থানে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই সময় হইতেই কাশীধাম মুক্তিক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। উক্ত ওঙ্কারেশ্বরের মহিমা বর্ণন করিতে আপনি ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহেন। হে ঈশ! স্ব স্ব স্থানে অংশমাত্র রাখিয়া এই কাশীধামে পূর্ব্বোক্ত মহাপুণ্য শিবলিঙ্গ সকল সম্পূর্ণভাবে আনীত হইয়াছে এবং হে বিভো! সর্ব্বদিক্ হইতে উক্ত দেবগণের নানারত্ন-বিমণ্ডিত, বহুল ধাতুময়, গগনস্পর্শী সুরম্য প্রাসাদনিচয়ও আনয়ন করিয়াছি। হে সুরসত্তম! ঐ সকল প্রাসাদের অগ্রস্থিত কলশমাত্র অবলোকন করিলে মুক্তিলাভ হয় এবং উল্লিখিত লিঙ্গনিচয়ের নাম স্মরণ করিলেও সহস্র সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে স্বামিন্! এক্ষণে আপনার আর কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে, আজ্ঞাদানে চরিতার্থ করুন এবং তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবেন। স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! দেবদেব মহেশ্বর নন্দীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে নন্দীকে সমাদরপূর্ব্বক কহিলেন, হে আনন্দদায়িন্ নন্দিন! তুমি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ, এক্ষণে আমার আদেশানুসারে, নবকোটী চামুণ্ডার মধ্যে যিনি যে স্থানে ভূতবেতালাদি স্ব স্ব দেবতার সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি তাঁহাদিগের সকলকে বল, বাহন ও আয়ুধের সহিত কাশীপুরীরক্ষার্থে ইহার চতুর্দ্দিকে প্রতিদুর্গে নিযুক্তা কর। ভগবান্ শঙ্কর, নন্দীকে এইরূপ আদেশ করিয়া শঙ্করীর সহিত মুক্তিরূপ অঙ্কুরের মূলস্বরূপ ত্রিপিষ্টপক্ষেত্রে গমন করিলে শিলাদতনয় নন্দীও শঙ্করাজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে চামুণ্ডাদিগকে আহ্বান করিয়া প্রতিদুর্গে সন্নিবেশিত করিলেন। যে মানব, শ্রদ্ধাসহকারে পবিত্র শিবলিঙ্গবার্ত্তাপূর্ণ এই অধ্যায় শ্রবণ করে, সে স্বর্গভোগান্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অষ্টাধিক ষষ্টি লিঙ্গ বিবরণ শ্রবণ করিলে মানবকে আর জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হয় না।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম অধ্যায়।

চামুণ্ডাস্থিতিবিবরণ।

"হে পার্ব্বতীনন্দন! শঙ্করের আদেশানুসারে বিশ্বের আনন্দদায়ী নন্দী, কাশীপুরী রক্ষার জন্য যে যে দেবতাকে যে যে স্থানে

সন্নিবেশিত করিয়াছেন, দেব! অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমার নিকট যথার্থরূপে বর্ণন করুন।” মহেশ্বরনন্দন কার্ত্তিকেয় অগস্ত্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দকাননে পরমানন্দে যে দেবতা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, বলিতে আরম্ভ করিলেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, এই কাশীধামে ক্ষেত্রের পরম ইষ্টদায়িনী দেবী বিশালাক্ষী গঙ্গাতে এক বিশাল তীর্থ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বিরাজ করিতেছেন। উক্ত বিশালতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক বিশালাক্ষী দেবীকে প্রণাম করিলে উভয় লোকের মঙ্গলপ্রদ বিশাল লক্ষ্মী লাভ করা যায়। হে কুম্ভযোনে! যে সকল মানবগণ, ভাদ্রকৃষ্ণতৃতীয়াতে উপবাসী থাকিয়া উক্ত বিশালাক্ষীর সমীপে রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক প্রাতঃকালে চতুর্দ্দশ জন কুমারীকে যথাশক্তি মাল্য ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া সযত্নে ভোজন করায় এবং পরে পুত্রভৃত্যাদির সহিত পারণ করে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে বারাণসীবাসের ফল লাভ করিয়া থাকে। কাশীবাসী মানবগণের উক্ত তিথিতে সমুদয় বিঘ্নশান্তি ও নির্ব্বাণলক্ষ্মীর লাভের জন্য তাঁহার মহৎ উৎসব করা কর্ত্তব্য। মানবগণ, যে কোন স্থানেই বাস করুক, বারাণসীতে যত্নপূর্ব্বক ধূপ, দীপ, মনোহর মাল্য, উত্তমোত্তম উপচার, মণিমুক্তাদিনির্ম্মিত অলঙ্কার, বিচিত্র বিতান, চামর এবং সুবাসিত সুন্দর নব দুকূলনিচয় দ্বারা বিশালাক্ষীর অর্চ্চনা করিলে পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনে। উক্ত বিশালাক্ষী দেবীকে অতি অল্পমাত্রও দ্রব্য দান করিলে তাহা ইহকাল ও পরকালে অনন্ত ফলজনক হয়। বিশালাক্ষীর মহাপীঠোপরি যাহা কিছু দান, জপ, হোম ও স্তুতি করা যায়, তাহারাই পরিণাম মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে। উক্ত দেবীকে অর্চ্চনা করিলে কুমারীগণ, গুণশীলাদিভূষিত রূপলাবণ্যসম্পন্ন পরম ঐশ্বর্য্যশালী পতি; গর্ভিণী রমণীগণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তনয় এবং অসৌভাগ্যবতী ললনাগণ পরম সৌভাগ্য লাভ করে, আর যাহারা বন্ধ্যা; তাহাদিগের গর্ভসঞ্চার হয় ও যাহারা বিধবা, তাহাদিগকে আর জন্মান্তরে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অধিক কি, কি পুরুষ, কি রমণী, যাহারা মুক্তি বাসনা না করে, তাহারা উক্ত বিশালাক্ষীকে দর্শন, পূজন ও তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে তাহাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। গঙ্গাকেশবের সন্নিকটে অপর এক ললিতা তীর্থ আছে; তথায় ক্ষেত্ররক্ষাকারিণী ললিতাগৌরী বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিলাভের জন্য সযত্নে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। উক্ত ললিতা দেবীর পূজকগণের কখনই কোন বিঘ্ন হয় না। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়াতে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া থাকে। ললিতাতীর্থে স্নান করিয়া ললিতাদেবীকে প্রণামপূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ স্তুতি করিলেও সর্ব্বত্র লালিত্য লাভ করিতে পারা যায়। হে মুনে! বিশালাক্ষীর সম্মুখে বিশ্বভুজাগৌরী অবস্থিতা আছেন; যে সকল মানব, কাশীক্ষেত্রের প্রতি পরম ভক্তিমান, তিনি, তাহাদিগের মহৎ বিঘ্ন সকল সংহার করিয়া থাকেন। সর্ব্বাভীষ্ট লাভের জন্য শরৎকালে উক্ত দেবীর নবরাত্রব্যাপী উৎসব করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কাশীস্থিত উক্ত বিশ্বভুজাদেবীকে প্রণাম না করে, কিরূপে সেই দুরাত্মার ভয়ঙ্কর উপসর্গ সকল প্রশমিত হইবে এবং যে সকল পুণ্যাত্মগণ কর্ত্তৃক তিনি পূজিতা ও বন্দিতা হন, কোনরূপ বিঘ্নই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। কাশীধামে ক্রতুবারাহের সন্নিধানে বারাহী নামে অপর এক দেবী আছেন; ভক্তিপুরঃসর তাঁহাকে প্রণাম করিলে কখন বিপদসাগরে মগ্ন হইতে হয় না এবং সেই স্থানেই দেবী শিবদূতী, আনন্দকানন রক্ষা ও তাহার বিপক্ষদিগকে ভীতিপ্রদর্শনার্থ ত্রিশূল হস্তে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে সমুদয় আপদ্ বিনষ্ট হয়। ইন্দ্রেশ্বরের

দক্ষিণাংশে মহামাতঙ্গোপরি অধিষ্ঠিতা বজ্রহস্তা ঐন্দ্রী দেবী অবস্থিতা আছেন; তাঁহাকে অর্চনা করিলে সর্ব্বদা সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দেশ্বরের সমীপে ময়ূরবাহনা কৌমারী শক্তি অবস্থান করিতেছেন; মহৎ ফললাভের জন্য অতিযত্নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবে। মহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিতা বৃষারূঢ়া দেবী মাহেশ্বরীকে মানবগণ অর্চনা করিলে, তিনি ধর্ম্মসমৃদ্ধি দান করিয়া থাকেন। নির্ব্বাণ-নরসিংহের সমীপবর্ত্তিনী চক্রহস্তা দেবী নারসিংহীকে মোক্ষাভিলাষী মানবগণের অর্চনা করা কর্ত্তব্য। হংসারূঢ়া ব্রাহ্মী দেবী, ব্রহ্মেশের পশ্চিমে অবস্থিত থাকিয়া গলিত কমণ্ডলুজলে বিপক্ষদিগকে তাড়ন করিতেছেন; ব্রহ্মবিদ্যালাভের নিমিত্ত কাশীস্থিত উক্ত দেবীকে ব্রাহ্মণ, যতি ও তত্ত্বাববোধী ব্যক্তিগণ নিয়ত পূজা করিবেন। গোপীগোবিন্দের পশ্চিমে নারায়ণী দেবী অবস্থিত থাকিয়া শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ভীষণ শরনিকরে কাশীর চতুর্দ্দিকে বিঘ্নরাশিকে উৎসাদিত করিতেছেন এবং তাঁহার উন্নত তর্জ্জনীতে চক্রাগ্র নিরন্তর ভ্রমিত হইতেছে; মানব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রণাম করে, কাশীতে তাহার মহা অভ্যুদয় হইয়া থাকে। দেবযানীর উত্তরে বিরূপাক্ষী দেবী বিরাজ করিতেছেন; যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করে, সে বাঞ্ছিত সম্পদ্ লাভ করিতে পারে। শৈলেশ্বরের নিকটস্থিত শৈলেশ্বরীকে অর্চনা করিবে; তিনি, নিজ তর্জ্জনী দ্বারা যেন সতত ভক্তগণের উপসর্গকে তর্জ্জন করিতেছেন। মানবগণের বিচিত্র ফলদায়ক চিত্রকূপে অবগাহন পূর্ব্বক চিত্রগুপ্তেশ্বরকে অবলোকনান্তে চিত্রঘণ্টা দেবীকে পূজা করিলে, মানব বহুপাতকযুক্ত ও ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলেও চিত্রগুপ্তের লিপির গোচর হয় না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে ব্যক্তি কাশীধামে চিত্রঘণ্টার অর্চনা না করে, পদে পদে অসংখ্য বিঘ্নরাশি তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়াতে যত্নাতিশয় সহকারে তাঁহার মহা মহোৎসব ও রাত্রিজাগরণ করা কর্ত্তব্য। যে মানব বিবিধ উপচারে তাঁহার অর্চনা করে, তাহাকে আর যমবাহন মহিষের গলঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ করিতে হয় না। চিত্রাঙ্গদেশ্বরের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত চিত্রগ্রীবা দেবীকে প্রণাম করিলে, মানব কখন যমযাতনা ভোগ করে না। যে ব্যক্তি, ভদ্রবাপীতে অবগাহনান্তে ভদ্রনাগের সম্মুখবর্ত্তিনী ভদ্রকালীকে নিরীক্ষণ করে, তাহাকে আর অভদ্রের (অমঙ্গলের) মুখ দেখিতে হয় না। সিদ্ধিবিনায়কের পূর্ব্বদিকে বিরাজমানা হরসিদ্ধি দেবীকে সযত্নে পূজা করিলে মহাসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে মানব, বিধীশ্বরের সমীপস্থিত বিধিদেবীকে বিবিধ উপচারে বিধিবৎ পূজা করে, সে বিচিত্র সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। প্রয়াগতীর্থে স্নান করিয়া নিগড়ভঞ্জিনী দেবীকে অর্চনা করিতে পারিলে মানব কখনই নিগড়ে পীড়িত হয় না। বন্দী ব্যক্তি, বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রতি মঙ্গলবারে ভক্তিপূর্ব্বক একভক্ত করিয়া উক্ত নিগড়ভঞ্জিনী দেবীর পূজা করিবে; তাহা হইলে শৃঙ্খলাদি বন্ধনের আর কথা কি, সংসারবন্ধনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাসহকারে তদীয় পদসেবকগণের কোন বন্ধু যদি দূরদেশে বন্দী থাকে, সেও নিঃসন্দেহ কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। অধিক কি কহিব, কিঞ্চিৎ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক যদি ঐ কশাসন্দর্শহারিণী, ভক্তবন্ধনভেদিনী, উদ্যৎটঙ্কাস্ত্রধারিণী, তীর্থরাজসমীপবর্ত্তিনী দেবীর সম্যক্ সেবা করা যায়, তাহা হইলে তিনি ত্বরায় সমুদয় অভীষ্টই পূর্ণ করিয়া থাকেন। পশুপতির পশ্চাদ্ভাগে অমৃতেশ্বরের সন্নিধানে বিরাজমানা অমৃতেশ্বরী দেবীকে অমৃতকূপে অবগাহনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে অর্চনা ও প্রণাম করিলে, মানব অমৃতত্ব (দেবত্ব) লাভ করে। তিনি দক্ষিণহস্তে মহামায়াস্বরূপ অমৃতকমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন এবং বামহস্তে সকলকে অভয়

প্রদান করিতেছেন; তাহাকে এইরূপে ধ্যান করিলে কোন্ ব্যক্তি না অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে? অমৃতেশ্বরের পশ্চিমে ও পিতামহেশ্বরের সম্মুখে সিদ্ধিলক্ষ্মী দেবী অবস্থিতা আছেন; তিনি অর্চ্চিতা হইলে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত সিদ্ধিলক্ষ্মী দেবীর লক্ষ্মীনিবাস নামক কমলাকৃতি প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিলে, কোন্ ব্যক্তি না লক্ষ্মীলাভ করিতে সমর্থ হয়? পিতামহেশ্বরের পশ্চিমে নলকূবরের সম্মুখে বিরাজমানা জগন্মাতা কুব্জাদেবীকে পূজা করিলে অশেষ উপসর্গ বিদূরিত হয়; এই নিমিত্ত সুখার্থী ব্যক্তিগণের যত্নাতিশয় সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করা বিধেয়। উক্ত নলকূবরেশ্বরের পশ্চিমে কুব্জেশ্বরলিঙ্গ আছেন এবং সেই স্থানেই ত্রিলোকসুন্দরী গৌরী বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি সর্ব্বাভীষ্ট দান করেন এবং কখন বৈধব্য হয় না। সাম্বাদিত্যের সমীপে অবস্থিতা দীপ্তা নাম্নী মহাশক্তির অর্চ্চনা করিলে, লক্ষ্মী দেদীপ্যমানা হইয়া থাকেন। যে মানব শ্রীকণ্ঠতীর্থে অবগাহনান্তে পিতৃগণকে যথাবিধি জলাঞ্জলিদান ও দানক্রিয়া সমাধাপূর্ব্বক শ্রীকণ্ঠেশ্বরের সমীপবর্ত্তিনী জগজ্জননী মহালক্ষ্মী দেবীকে অর্চ্চনা করে, সে অলক্ষ্মীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। সাধকগণের পরম সিদ্ধিপ্রদ মহাপীঠ লক্ষ্মীক্ষেত্রে যে মানব, মন্ত্রের সাধনা করে, সে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এই কাশীধামে সিদ্ধিপ্রদ অনেকানেক পীঠ আছে বটে, কিন্তু উক্ত মহালক্ষ্মীপীঠের তুল্য পরম লক্ষ্মীদায়ক পীঠ আর নাই। মহালক্ষ্মী-অষ্টমীতে যে সকল মানব যথাবিধি তাঁহার পূজা করে, লক্ষ্মী কখন তাহাদিগের ভবন পরিত্যাগ করেন না। মহালক্ষ্মীর উত্তরে কুঠারহস্তা হরকুক্ষী দেবী অবস্থিতা থাকিয়া প্রতিদিন কাশীধামের বিঘ্নরূপ মহাবৃক্ষনিচয় ছেদন করিতেছেন। মহালক্ষ্মীর দক্ষিণে পাশপাণি কৌমারী শক্তি অবস্থিতা আছেন; তিনি প্রতিনিয়ত ক্ষেত্রবিঘ্ন সকল বন্ধন করিয়া থাকেন। মানব তাঁহার পূজা করিলে ক্ষেত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং বায়ুকোণে ক্ষেত্ররক্ষাকরী শিখিচণ্ডী দেবী অবস্থান করিয়া শিখিবৎ চীৎকার করত অনুক্ষণ বিঘ্নসমূহ ভক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অবলোকন করিলে মানবগণের নিখিল ব্যাধি বিনষ্ট হয়। পাশপুষ্করপাণি ভীমচণ্ডী দেবী ভীমেশ্বরের সম্মুখে বাস করত নিরালস্যভাবে সর্ব্বদা উত্তরদ্বার রক্ষা করিতেছেন; যে মানব, ভীমকুণ্ডে অবগাহন করিয়া ভীমাকৃতি উক্ত দেবীকে নিরীক্ষণ করে, তাহাকে আর কখন ভীষণ যমদূতগণের মুখ অবলোকন করিতে হয় না। বৃষভধ্বজের দক্ষিণে ছাগবক্ত্রেশ্বরী দেবী অবস্থিতা থাকিয়া দিবারাত্র বিঘ্নরূপ তরুপল্লব সকল ভক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার প্রসাদে কাশীবাস লাভ হয়, এই নিমিত্ত মহাষ্টমী তিথিতে তাঁহার পূজা করা বিধেয়। সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে বিকটানন তালজঙ্ঘেশ্বরী দেবী বিরাজ করত তালবৃক্ষরূপ আয়ুধ দ্বারা আনন্দবনের নিখিল বিঘ্নরাশিতে বিত্রাসিত করিতেছেন। তাঁহাকে নেত্রগোচর করিলে কোনরূপ বিঘ্নে পীড়িত হইতে হয় না। উদ্দালকতীর্থে উদ্দালকেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিতা যমদংষ্ট্রা নামে দেবী নিরন্তর বিঘ্নরাশিকে চর্ব্বন করিতেছেন; যাহারা তাঁহাকে প্রণাম করে, তাহারা অশেষ পাতকী হইলেও কৃতান্ত হইতে ভয় পায় না। দারুকেশ্বর তীর্থে দারুকেশ্বরের সমীপে চর্ম্মমুণ্ডা নামে দেবী বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার তালু ও বদন পাতালে, ওষ্ঠ আকাশে ও অধর বসুন্ধরাতে অবস্থিত। সেই ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসেচ্ছু, শুষ্কোদরী, ধমনি পরিব্যাপ্তা দেবীর সহস্র বাহু সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; তাঁহার এক হস্তে কপাল, অপর হস্তে ছুরিকা ও অন্যান্য বহুল হস্তে মেষমোদক শোভা পাইতেছে। দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা, কঠোর অট্টহাসিনী সেই দেবী শূলাগ্র দ্বারা ক্ষেত্রদ্রোহীদিগের কলেবর বিদ্ধ ও

পাপীদিগের অস্থি সকল কঠোর হইলেও মৃণালনালের ন্যায় অনায়াসে চর্ব্বণ করিতেছেন। তাঁহার আভরণ নৃকপালমালা ও আকৃতি অতি ভীষণ। তাঁহাকে প্রণাম করিলে মানব, ক্ষেত্র-বিঘ্ন হইতে নিষ্কৃতি পায়। যেমন উক্ত চর্ম্ম-মুণ্ডা, মহামুণ্ডা দেবী অবিকল তদ্রূপ; কেবল মহামুণ্ডা দেবী মুণ্ডমালাবিভূষণা এই মাত্র বিশেষ। উক্ত উভয় দেবীই অসীমশক্তিসম্পন্ন এবং পরস্পর বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক করতালি দিয়া হাস্য করিতে করিতে ক্ষেত্রের রক্ষাবিধান করিতেছেন। হয়গ্রী'বশ্বরতীর্থে লোলার্কের উত্তরে প্রচণ্ডবদনা মহামুণ্ডা নামে এক দেবী অবস্থিতা থাকিয়া নিরন্তর ভক্তবৃন্দের বিঘ্ননিচয় হরণ করিতেছেন এবং ঐ স্থানে চণ্ডমুণ্ডা ও মহাতুণ্ডা নামে যে দুই দেবতা আছেন, তাঁহাদিগেরই মধ্যস্থলে চণ্ডরূপিণী চামুণ্ডা দেবী বিরাজ করিতেছেন। কাশীবাসী মানবগণের উক্ত দেবতাত্রয়কে, সযত্নে পূজা করা কর্ত্তব্য; কারণ তাঁহারা মানবগণ কর্তৃক শ্রদ্ধা সহকারে স্মৃতা, দৃষ্টা, স্পৃষ্টা ও পূজিতা হইলে সমুদয় উপসর্গ নিবারণপূর্ব্বক ধন, ধান্য এবং পুত্র-পৌত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত মহামুণ্ডার পশ্চিমে শুভদায়িনী স্বপ্নেশ্বরী নাম্নী এক দেবী আছেন; তিনি স্বপ্নাবস্থায় ভক্ত-গণকে ভাবী শুভাশুভ বলিয়া থাকেন এবং সেই স্থানে স্বপ্নেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। যে কোন তিথিতে পবিত্র অসিসঙ্গমে অবগাহন-পূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করত স্থণ্ডিলমধ্যে শয়ন করিলে কি নারী, কি নর, সকল ব্যক্তিই স্বপ্নে ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া থাকে। তথায় স্বপ্নেশ্বরী যে রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করেন, যদি কেহ এই বিবরণ পরি-জ্ঞাত থাকেন, তিনি অদ্যাপি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। জ্ঞানাভিলাষী মানবগণ, চতুর্দশী, বা নবমীতে কি দিবা, কি রাত্রিতে সযত্নে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। উক্ত স্বপ্নেশ্বরীর পশ্চিমে দুর্গা দেবী অবস্থিতা থাকিয়া সতত কাশীক্ষেত্রের দক্ষিণদিক্ রক্ষা করি-তেছেন।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭০॥

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

দুর্গাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে কিরূপে দেবীর দুর্গা নাম হইয়াছে এবং কি প্রকারেই বা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়, আপনি তদ্বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন। স্কন্দ কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে কুম্ভযোনে! যেরূপে তাঁহার দুর্গা নাম হইয়াছে ও সাধকগণ, যে প্রকারে তাঁহাকে পূজা করিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রুরু নামক দৈত্যের পুত্র দুর্গনামে এক মহাদৈত্য ঘোরতর তপস্যা করিয়া পুরুষগণের অজেয়রূপ বরলাভ করে। পরে নিজভুজবলে ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লো-কাদি সমস্ত পরাজয়পূর্ব্বক আত্মাধীন করিয়া স্বয়ংই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, অগ্নি, কুবের, ঈশান, রুদ্র, অর্ক ও বসুগণের কার্য্য করিতে লাগিল। তখন তাহার ভয়ে তপস্বি-গণ তপস্যা ও ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, পরিত্যাগ করিলেন। অতিদুর্ম্মদ, অপথগামী ক্রূরকর্ম্মরত তদীয় অনুচরগণ, যজ্ঞাগার সকল চূর্ণ, বহুল সতীগণের সতীত্বনাশ এবং বলপূর্ব্বক পরস্ব অপহরণ করিয়া উপভোগ করিত। নদী সকল বিমার্গগামী, অগ্নি প্রভাশূন্য ও অন্যান্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দীপ্তিবিহীন দিগঙ্গনাদিগের বদনকমল ম্লান, ধর্ম্মকার্য্য বিলুপ্ত এবং অধর্ম্মাচরণ আরম্ভ হইয়াছিল। তদীয় কিঙ্করগণই নিজ মায়াবলে মেঘরূপ ধারণ করত বর্ষণ করিত। বসুন্ধরা সতত সন্তপ্তা হইলেও তাহার ভয়ে প্রচুর শস্য প্রসব করিতেন এবং বন্ধ্যতরুরাজি হইতেও সতত বহুল ফল উৎপন্ন হইত। অতিগর্ব্বিত সেই দুর্গাসুর, দেবতা ও ঋষিগণের পত্নী সকল বন্দী এবং সমুদয় বনো-

কস্দিগকে দেবতা করিয়াছিল। কি মনুষ্য, কি দেবতা, সকলেই তাহার ভয়ে ভীত হইয়া গৃহমধ্যে লুক্কায়িত থাকিত; কেহই বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করিয়াও সমাদর করিত না। হে মুনে! সদ্বংশে জন্ম বা সচ্চরিত্রতায় মহত্ত্ব হয় না; কেবল উচ্চপদই মহত্ত্বের ও পদভ্রংসই লঘুতার কারণ হইয়া থাকে। যাহারা বিপৎকালেও দৈত্যের আজ্ঞাবহ না হয়, তাহারাই ধন্য। ধনহেতু মলিনচিত্ত ব্যক্তিদিগের মৃদুতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জগতে লঘুতাবিহীন মৃত্যুও শ্রেয়স্কর, কিন্তু লঘুতাযুক্ত দেবত্বও প্রার্থনীয় নহে। যাহাদিগের হৃদয়রূপ সাগর বিপৎকালেও নিজ গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ না করে, তাঁহারাই প্রকৃত জীবিত ও পুণ্যাত্মা। কোন না কোন সময়ে অবশ্যই সম্পদ্ ও কোন সময়ে অদৃষ্টাধীন বিপত্তিও ঘটিয়া থাকে; ধীমান ব্যক্তি, এই নিমিত্ত কিছুতেই ধৈর্য্যচ্যুত হন না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সময়ে একরূপতা দেখিয়াই অবস্থাবিশেষে হর্ষ ও অবস্থাবিশেষে বিষাদ পরিহার করিবেন। যে ব্যক্তি আপদ্গ্রস্ত হইয়া দীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক বিপন্ন হন, তাঁহার উভয় লোকই নষ্ট হইয়া থাকে; এই জন্যই সর্ব্বতোভাবে দীনতাকে পরিত্যাগ করিবে। যাঁহারা আপদ্কালেও ধৈর্য্যধারণ করিতে পারেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁহাদিগকে তাদৃশ ধৈর্য্যপ্রভাবে পুনরায় আর আপদ্ স্পর্শ করিতে পারে না। এদিকে সুরগণ, রাজ্য ও সম্পদ্বিহীন হইয়া ভগবান মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর, দুর্গাসুরের নিধনার্থ দেবী ভগবতীকে আদেশ করিলেন। তখন ভগবতী ভবানী, মহেশ্বরের আজ্ঞালাভে হৃষ্টচিত্তে দেবগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সমরে উদ্যতা হইলেন। অনন্তর রুদ্রাণী, লাবণ্যচ্ছটায় ত্রিলোকের মনোমুগ্ধকারিণী কালরাত্রিকে আহ্বানপূর্ব্বক সেই দুর্গাসুরের আহ্বানার্থ প্রেরণ করিলেন। পরে দেবী কালরাত্রি, সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "অহে দৈত্যাধিপতে! তুমি ত্রৈলোক্যসম্পদ্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রসাতলে গমন কর; দেবরাজই পুনরায় ত্রিলোকের অধীশ্বর হউন এবং বেদবাদীদিগের বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ পূর্ব্ববৎ প্রবর্ত্তিত হউক। আর যদি তোমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র অহঙ্কার থাকে, তাহা হইলে আমি তোমায় সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতেছি, আগমন কর। অথবা যদি জীবনের প্রত্যাশা থাকে, তবে দেবরাজের শরণাপন্ন হও।" মহামঙ্গলরূপিণী মহেশ্বরী, তোমাকে এই কথা বলিবার জন্যই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তুমি স্থির জানিও, মৃত্যু তোমার অপেক্ষা করিতেছে। অতএব হে মহাসুর! এক্ষণে যাহা উচিত বিবেচনা হয়, কর। আর যদি আমার পরম হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, তবে জীবন লইয়া এই বেলা পাতালতলে গমন করা কর্ত্তব্য। তখন দৈত্যরাজ, দেবী মহাকালীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, কে কোথায় আছ, ইহাকে ধর, ইহাকে ধর! এই ত্রৈলোক্যমোহিনী মদীয় ভাগ্যবলেই আজ উপস্থিত হইয়াছে, এই মহৎলাভের নিকট ত্রৈলোক্যরাজ্যসম্পত্তিও তুচ্ছ। আমি এই নিমিত্তই দেবতা, ঋষি ও নৃপগণকে বন্দী করিয়াছি, আজ আমার অদৃষ্টগুণে অনায়াসে নিজেই মদ্গৃহে অভ্যাগত হইয়াছে। যাহার যে বস্তু যোগ্য, শুভাদৃষ্ট থাকিলে কি অরণ্যে কি গৃহে, আপনা হইতেই তাহার তাহা ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে অন্তঃপুরচারিগণ, ইহাকে আমার মহৎ অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া যাউক। আজ এই বিভূষিতা ললনা দ্বারা আমার রাজ্য বিভূষিত হইল। অদ্য সমস্ত দানববংশ মধ্যে কেবল মহামতি আমারই মহান্ অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। আজ আমার পূর্ব্বপুরুষগণ নৃত্য করুন, বান্ধবগণ সুখে বিহার করুক এবং কালান্তক মৃত্যু ও দেবগণ আমা হইতে শঙ্কান্বিত হউক। সে এইরূপ বলিতেছে, এমত সময়ে কঞ্চুকিনিচয় দেবীকে

অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলে, ভগবতী কালরাত্রি দৈত্যপুঙ্গবকে কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ, দৈত্যরাজ! ভবাদৃশ ব্যক্তির এরূপ উচিত নহে। হে রাজনীতিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য! আপনি ত জানেন, আমরা দূতী; সুতরাং পরাধীন। আপনার ন্যায় ভুজবলসম্পন্ন মহান্ নৃপতিগণের কথা কি, নীচ ব্যক্তিও কখন দূতগণের প্রতিকূলতাচরণ করে না। হে মহারাজ! সামান্য দূতীর প্রতি এরূপ আগ্রহ কিজন্য? আমরা আপনার আদেশ মাত্রেই স্বয়ং উপস্থিত হইব। হে দৈত্যপ! আপনি আমার কর্ত্রীকে সমরে পরাজয়পূর্ব্বক মাদৃশ শত সহস্র রমণীকে যথেচ্ছ উপভোগ করুন। তাহাকে নয়নগোচর করিলে অদ্যই আপনার ও আপনার বান্ধবগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত পরম সুখোদয় হইবে এবং ত্বদীয় চিরচিন্তিত অভীষ্ট সকল সফলতা লাভ করিবে। সেই অবলা অতি মুগ্ধা, তাঁহার কেহই রক্ষক নাই, তিনি সর্ব্বরূপময়ী; তাঁহাকে আপনার একবার দর্শন করা উচিত। সেই জগতের আকরস্বরূপা ললনা, যে স্থানে অবস্থিতা আছেন, আমিই তাহা দেখাইয়া দিব। কেবল তাঁহাকে বৃত করিতে পারিলেই আপনার আর কোন কামনাই অসম্পূর্ণ থাকিবে না। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা হইলে আমি কখনই আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না। অতএব এক্ষণে আমায় গ্রহণেচ্ছু কঞ্চুকিগণকে নিবারণ করুন। তখন মহাসুর দুর্গ, তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূতীস্বরূপ কালরাত্রি দেবীকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য অন্তঃপুরচারীদিগকে আদেশ করিল। হে মুনে! সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত অন্তঃপুরচারিগণ, তৎকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধরিবার উপক্রম করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ হুঙ্কারজনিত অনলে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দৈত্যপতি তাহাদিগকে ভস্মীকৃত দেখিয়া ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ সেই দূতীকে আক্রমণের জন্য দুর্দ্ধর, দুর্ম্মুখ, খর, সীরপাণি, পাশপাণি, হনু, সুরেন্দ্রদমন, যজ্ঞারি, খড়্গলোমা, উগ্রাস্য, ও দেবকম্পন প্রভৃতি ত্রিংশৎ সহস্র দৈত্যগণকে ভ্রূভঙ্গিপূর্ব্বক কহিল, হে দানবগণ! তোমরা অবিলম্বে এই দুষ্টা দূতীকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া বসনভূষণ বিধ্বস্ত করত কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন কর। অনন্তর দৈত্যেশ্বরের তাদৃশ আদেশ ক্রমে পর্ব্বতোপম দীর্ঘকায় দুর্দ্ধর প্রভৃতি দানবগণ পাশ, অসি ও মুদ্গরাদি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক দেবীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার নিশ্বাসবায়ু তাড়নে দিগ্‌দিগন্তরে পরিচালিত হইল। শতকোটি পরিমিত সেই সকল দৈত্যগণ এইরূপে উড্ডীন হইলে, দেবী কালরাত্রিকে গগনমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া সহস্র সহস্র কোটী মহাসুরগণ আকাশ ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তখন দৈত্যাধিপতি দুর্গাসুর, শতকোটী রথী, দ্বিশতাধিক দশকোটী গজারোহী, কোটী অর্ব্বুদ পরিমিত অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিগণের সহিত ক্রোধভরে নির্গত হইল, উহাদিগের আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর, দর্শনমাত্রে ত্রিলোকবাসী জীবগণের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হয়। সকলেই আয়ুধনিচয় উদ্যত করিয়া গমন করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের গমনবেগে শৈলরাজি চূর্ণবিচূর্ণ হইতে থাকিল। অনন্তর দেবী কালরাত্রি আগমনপূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলবাসিনী মহাদেবীকে দুর্গাসুরের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। সেই সমরপ্রিয়া তেজোময়ী শঙ্করীর সহস্র বাহু এবং প্রতি হস্তে ভীষণ অস্ত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে। তদীয় মুখমণ্ডল ললাটস্থিত চন্দ্রকলার কিরণনিকরে উদ্ভাসিত হইতেছে; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, তদীয় লাবণ্যরূপ সাগর হইতে চঞ্চল চন্দ্রচন্দ্রিকা নির্গত হইতেছে। তাঁহার সর্ব্বশরীর, অনুপম মাণিক্যনিচয়ের প্রভায় পরম সৌন্দর্য্য [illegible]।

ত্রৈলোক্যরূপ সুরম্য নগরীর প্রদীপ্ত দীপশিখা সদৃশ সেই শঙ্করী, হরনেত্রাগ্নিদগ্ধ অনঙ্গদেবের জীবনলতিকা এবং মনোহরসৌন্দর্য্যবিমোহিত জগজ্জনের মোহরোগের মহা ওষধী স্বরূপ। অতঃপর দৈত্যবর দুর্গ, তাঁহাকে অবলোকন মাত্রে তদীয় বিষম শরনিকরে ভিন্ন হৃদয় হইয়া মহাবলপরাক্রান্ত সেনাপতিকে কহিল, অহে জম্ভ! হে মহাজম্ভ! হে কুজম্ভ! হে বিকটানন! হে লম্বপিঙ্গাক্ষ! হে মহিষ! হে মহোগ্র! হে অত্যুগ্রবিগ্রহ! হে ক্রূরাক্ষ! হে ক্রোধন! হে আক্রন্দ! হে সংক্রন্দন! হে মহাভয়! হে জিতান্তক! হে মহাবাহো! হে মহাবক্ত্র! হে মহীশ্বর! হে দুন্দুভে! হে দুন্দুভিরব! হে মহাদুন্দুভিনাসিক! হে উগ্রাস্য! হে দীর্ঘদশন! হে মেঘকেশ! হে বৃকানন! হে সিংহাস্য! হে শূকরমুখ! হে শিবারব! হে মহোৎকট! হে শুষ্কতুণ্ড! হে প্রচণ্ডাস্য! হে ভীমাস্য! হে ক্ষুদ্রমানস! উলূকনেত্র! কঙ্কাস্য! কাকতুণ্ড! করালবাক্! দীর্ঘগ্রীব! মহাজঙ্ঘ! হে ক্রমেলকশিরোধর! রক্তবিন্দো! জবানেত্র! বিদ্যুজ্জিহ্ব! অগ্নিতাপন! ধূম্রাক্ষ! ধূম্রনিশ্বাস! চণ্ড! হে চণ্ডাংশুতাপন! এবং হে মহাভীষণাদি দৈত্যগণ! অবহিত হইয়া মদীয় আজ্ঞা শ্রবণ কর। তোমাদিগের মধ্যে বা অন্যান্য দৈত্যগণের মধ্যে যে কেহ, বলেই হউক আর ছলেই হউক, বন্ধন করিয়া বা ধারণ করিয়া, এই বিন্ধ্যবাসিনীকে আমার নিকট আনয়ন করিতে পারিবে, অদ্য নিশ্চয়ই আমি তাহাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিব। আজ এই সুন্দরীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; অতএব এই ললনার অভাবে আমার মন যাবৎ না পঞ্চশরের শরপীড়নে বিহ্বল হইতেছে, তাবৎ তোমরা ত্বরায় গমন কর। দৈত্যরাজ দুর্গের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদয় দৈত্যগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! স্থির হউন; ইহা আর দুষ্কর কার্য্য কি? [illegible] প্রভো! এ অবলা বিশেষতঃ অসহায়া। এই অনাথার আনয়ন জন্য ঈদৃশ মহান্ প্রযত্নের প্রয়োজন কি? হে প্রভো! ত্রিলোক মধ্যে এমত কে আছে যে, প্রলয়াগ্নির জ্বালাবলী তুল্য আমরা, আপনার প্রসাদে বদ্ধপরিকর হইলে, বেগ সহ্য করে? হে মহাসুর! আপনার আজ্ঞা পাইলে এখনই সমুদয় সুরগণের সহিত ইন্দ্রকে আনয়নপূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে আপনার চরণপ্রান্তে স্থাপিত করিতে পারি। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এবং মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য প্রভৃতি সমুদয় লোকই আপনার আজ্ঞাধীন; আপনার আজ্ঞা হইলে, তন্মধ্যে আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। অধিক কি, বৈকুণ্ঠেশ্বর কমলাকান্তও প্রতিনিয়ত ভবদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন; তিনি সতত সানন্দে সুরম্য রত্নরাজি আপনাকে উপঢৌকন দিয়া থাকেন এবং আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বকই কৈলাসনাথ শঙ্করকে বিষভোজী, নির্দ্ধন ভুজঙ্গভস্মবিভূষণ ও চর্ম্মপরিধান জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তিনি, আমাদিগের ভয়েই আপনার পত্নীকে অর্দ্ধাঙ্গে আবৃত করিয়াছেন। তাঁহার অধিকার মধ্যে এক বৃদ্ধবৃষভ ভিন্ন দ্বিতীয় চতুষ্পদ নাই; সেও আবার অন্যের নিকট জীবিত থাকে না এবং তদীয় নগর মধ্যে যে সকল প্রমথগণ বাস করে, তাহারা সকলেই শ্মশানবাসী, জটাধারী, ভস্মভূষণ ও তাহাদিগের কৌপীনমাত্র পরিধান; সুতরাং হে প্রভো! সেই পরম দরিদ্রদিগের আর কি করিব? সমুদয় রত্নাকর প্রত্যহ আপনাকে রত্নরাশি প্রেরণ করিয়া থাকে। দরিদ্র নাগগণ, প্রতিদিন সায়ংকালে ফণারত্নরূপ দীপালোকে প্রতি গৃহ উদ্ভাসিত করে। হে প্রভো! আপনার প্রসাদে আমাদিগের গৃহেও কামধুক্ কল্পবৃক্ষ ও অসংখ্য চিন্তামণি সকল বিরাজ করিতেছে; অনিলদেব, স্বয়ং ব্যজনরূপে আপনার সেবা করিতেছে। বরুণ প্রত্যহ সুনির্ম্মল জল দান করিয়া থাকে এবং স্বয়ং অগ্নি, ভবদীয় বস্ত্রপ্রক্ষালন ও চন্দ্র ছত্রধরের কার্য্য করিতেছে, আর স্বয়ং দিবাকর

নিত্য নিত্য আপনার ক্রীড়াবাপীর অম্বুজনিচয় বিকাশিত করিয়া থাকে। অধিক কি, সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই আপনার আশ্রিত; মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যের মধ্যে এমত কেহই নাই যে, ভবদীয় প্রসন্নতাকে অপেক্ষা না করে। হে রাজন্! এক্ষণে আমাদিগের বিক্রম অবলোকন করুন, আমরা এখনই ঐ ললনাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতেছি। তাহারা এইরূপ কহিয়া, প্রলয়কালে জগৎপ্লাবনার্থ সপ্তসাগরের ন্যায়, সকলেই যুগপৎ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে সংগ্রামসূচক তূর্য্যধ্বনি হইয়া উঠিল এবং তৎশ্রবণে কি কাতর, কি অকাতর, সকলেরই শরীর কণ্টকিত হইল। অনন্তর সমুদয় দেবগণ, ভীত হইলেন ও বসুন্ধরা কম্পিতা হইতে লাগিলেন; সপ্তসাগর সংক্ষুব্ধ হইল ও গগনমণ্ডল হইতে অবিরত তারকারাজি নিপতিত হইতে থাকিল। সেই তূর্য্যধ্বনিতে সমুদয় আকাশ ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। অতঃপর দেবী ভগবতী, নিজ শরীর হইতে শত শত, সহস্র সহস্র শক্তি প্রাদুর্ভূত করিলেন। পরে সেই মহাবলপরাক্রান্ত দানবগণের ভীষণ সৈন্যসাগর মধ্যে প্রত্যেকে ঐ শক্তিগণে অবরুদ্ধ হইল। তখন সেই সংগ্রামক্ষেত্রে তাহারা ভগবতীকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তৎসমস্তই শক্তিগণ তৃণের ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর জম্ভপ্রভৃতি দানবগণ পরম ক্রোধান্বিত হইয়া, জলদগণ যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ একদা সকলেই দেবীর প্রতি অসি, চক্র, ভুষুণ্ডী, গদা, মুদ্গর, তোমর, ভিন্দিপাল, পরিঘ, কুন্ত, অর্দ্ধচন্দ্র, ক্ষুরপ্র, নারাচ, শিলামুখ, মহাভল্ল, পরশু এবং বৃক্ষ ও উপল সকল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন বিন্ধ্যবাসিনী মহামায়া মহেশ্বরী, ভীষণ কোদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অনায়াসে দানবগণ প্রেরিত সেই অস্ত্রজাল বিদূরিত করিলেন। অনন্তর মহাসুর দুর্গ, সৈন্যগণকে নিরায়ুধ দেখিয়া দেবী-উদ্দেশে এক জাজ্বল্যমান শক্তি নিক্ষেপ করিলে, ভগবতী মহেশ্বরীও সেই শক্তিকে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া অর্দ্ধপথেই নিজ শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরজাল দ্বারা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে দুর্গাসুর স্বীয় শক্তিকে ভগ্ন হইতে অবলোকন করিয়া, দৈত্যগণের হর্ষপ্রদ এক চক্র নিক্ষেপ করিলে, তাহাও দেবীর শরনিকরে বালুকাবৎ অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত হইল। হে মুনে! অনন্তর দানববর দুর্গ, ইন্দ্রধনুঃসদৃশ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দেবীর বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া এরূপ এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিল যে, তাহা দেবীর মহাবেগসম্পন্ন বাণনিচয় দ্বারা নিবারিত হইলেও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন ভগবতী, দ্বিতীয় যমদণ্ডোপম সেই দ্রুতগামী শরকে কোদণ্ডাঘাতে নিবারণ করিলেন। অতঃপর দুর্দ্দম দানবাধিপতি দুর্গ, সেই শরকে বিমুখ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়ানলসমপ্রভ এক শূল গ্রহণপূর্ব্বক দেবীকে লক্ষ্য করত মহাবেগে নিক্ষেপ করিলে, দেবীচণ্ডিকাও স্বীয় শূল দ্বারা তাহা নিকটে উপস্থিত হইতে না হইতেই দৈত্যগণের জয়াশার সহিত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবল দৈত্যেন্দ্র, নিজ শূল দেবীর শূলাঘাতে বিচ্ছিন্ন হইল দেখিয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা ধাবিত হইয়া দেবীর বাহুমূল আহত করিলে, সেই গদা দেবীর গিরীন্দ্রশিখরাকৃতি ভুজসংসর্গে শতসহস্রধা বিদীর্ণ হইল। অতঃপর দৈত্যবর দুর্গ, দেবীর বামপাদতলতাড়নে নিতান্ত ব্যাকুলহৃদয় হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাতাহত দীপবৎ সহসা অন্তর্দ্ধান করিল। তৎকালে শক্তিগণ, জগজ্জননী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, প্রলয়কালে মৃত্যুসৈন্যের ন্যায় দানবসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

দুর্গাবিজয়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ সর্ব্বজ্ঞনন্দন স্কন্দ! তাঁহারা কোন্ কোন্ শক্তি? তাঁহাদিগের নাম আমার নিকট প্রকাশ করুন। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর কুম্ভযোনে! মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূত সেই সকল মহাশক্তিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রৈলোক্যবিজয়া, তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগন্মাতা, ভীমা, ত্রিপুরভৈরবী, কামাখ্যা, কমলাক্ষী, ধৃতি, ত্রিপুরতাপিনী, জয়া জয়ন্তী, বিজয়া, জলেশী, অপরাজিতা, শঙ্খিনী, গজবক্ত্রা, মহিষঘ্নী, রণপ্রিয়া, ভূতানন্দা, কোটরাক্ষী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, শিবারবা, ত্রিনেত্রা, ত্রিবক্ত্রা, ত্রিপদা সর্ব্বমঙ্গলা, হুঙ্কারহেতি, তালেশী, সর্পাস্যা সর্ব্বসুন্দরী, সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, মহানিদ্রা, শবাসনা, পাশপাণি, খরমুখী, বজ্রতারা, ষড়াননা, ময়ূরবদনা, কাকী, শুকী, ভাসী, গরুত্মতী, পদ্মাবতী, পদ্মকেশা, পদ্মাস্যা, পদ্মবাসিনী, অক্ষরা, অক্ষরানন্তা, প্রণবেশী, স্বরাত্মিকা, ত্রিবর্গা বর্গরহিতা, অজপা, জপহারিণী, জপসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি, যোগসিদ্ধি, পরামৃতা, মৈত্রীকৃৎ, মিত্রনেত্রা, রক্ষোঘ্নী, দৈত্যতাপিনী, স্তম্ভিনী, মোহনী, মায়া, মহামায়া, বলোৎকটা, উচ্চাটনী, মহোল্কাস্যা, দনুজেন্দ্রক্ষয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, সিদ্ধিকরী, ছিন্নমস্তা, শুভাননা, শাকম্ভরী, মোক্ষলক্ষ্মী, ত্রিবর্গফলদায়িনী, বার্ত্তালী, জৃম্ভণী, ক্লিন্না, অশ্বারূঢ়া, সুরেশ্বরী এবং জ্বালামুখী প্রভৃতি মহাবলসম্পন্না সেই নবকোটী মহাশক্তি, মহাবলপরাক্রান্ত দানবসৈন্যগণকে প্রলয়কালীন অগ্নিশিখা যেরূপ সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ সংহার করিয়াছিলেন। সেই সময় দানববর দুর্গ মেঘমালার অন্তরাল হইতে ঝটিকার সহিত ভয়ঙ্কর করকাবৃষ্টি আরম্ভ করিলে, দেবী ভগবতী, শোষণাস্ত্র সন্ধান করত ক্ষণকাল মধ্যেই তাহা নিবারণ করিলেন। তখন বোধ হইল, নপুংসকের নিকট যোষিদগণের রমণাভিলাষের তুল্য দেবীসন্নিধানে দৈত্যবরের করকাবর্ষণও বিফল হইল। অনন্তর দৈত্যরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর দ্বারা করমর্দ্দন পূর্ব্বক এক শৈলশিখর উৎপাটন করিয়া গগনাঙ্গন হইতে নিক্ষেপ করিলে, মহেশ্বরী সেই সুবিস্তীর্ণ শৈলশৃঙ্গকে পতিত হইতে দেখিয়া বজ্রাস্ত্র দ্বারা কোটী কোটী খণ্ডে তাহা বিভিন্ন করিলেন। অতঃপর সেই অসুরবর, ভয়ঙ্কর মাতঙ্গরূপ ধারণ করিয়া কুণ্ডলবিরাজিত মস্তক আন্দোলিত করত দেবী-উদ্দেশে সমরক্ষেত্রে ত্বরায় ধাবমান হইল। তখন ভগবতী সেই শৈলোপম মাতঙ্গকে সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া অবিলম্বে পাশ দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক খড়্গাঘাতে শুণ্ড ছেদন করিলেন এবং সেই করিবর ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। ঐরূপে কোন ফলোদয় না দেখিয়া দৈত্য ভীষণ মহিষাকার ধারণ করত সমুদয় বসুন্ধরাকে খুরাঘাতে কম্পিত এবং শৈলনিচয়কে শৃঙ্গতাড়নে পাতিত করিতে লাগিল। সেই সময়ে মহান্ বৃক্ষ সকল তাহার নিশ্বাসবায়ুচালনে ধরাশায়ী হইতে আরম্ভ করিল এবং সপ্ত সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। অধিক কি, যুগান্তকালীন বাত্যার ন্যায় সেই দানব-বর ভয়ঙ্কর মহিষরূপে সমুদয় ত্রিলোক সংক্ষুব্ধ করিয়াছিল এবং তাহার ভয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী অকস্মাৎ আকুল হইয়াছিল। তখন ভগবতী, জগতের তাদৃশ ভাব দর্শনে পরম ক্রোধান্বিতা হইয়া তদুপরি ত্রিশূলাঘাত করিলে সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া মহিষরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা সহস্রবাহু এক যোদ্ধবেশ অবলম্বন করিল। তৎকালে সেই দুর্গাসুর সমরাঙ্গণ মধ্যে নিতান্ত দুর্দ্দম্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত শত সহস্র আয়ুধধারী কালান্তকোপম সেই দুর্গদানব, ত্বরায় সংগ্রামতত্ত্বজ্ঞা ভগবতী জগদম্বিকাকে গ্রহণ পূর্ব্বক গগনমার্গে উত্তোলন করিয়া তথা হইতে

নিক্ষেপ করত ক্ষণকাল মধ্যে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন সেই গগনমধ্যবর্ত্তিনী দেবী তাহার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, মহামেঘমালাবৃতা সৌদামিনীর ন্যায়, পরম শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর স্বীয় শরনিকরে দৈত্যবরের শরজাল নির্দ্ধূত করিয়া ভীষণ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে সেই দুর্গাসুর, দেবীর মহাশরে মর্ম্মাহত হইয়া বিহ্বলচিত্তে নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন তাহার ভয়ঙ্কর রুধিরধারাবর্ষণে রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভীম-পরাক্রম দুর্গাসুর এইরূপে নিহত হইলে, দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে থাকিল; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিদেব নিজ তেজঃ প্রাপ্ত হইলেন; ত্রিলোকবাসী জীবগণ প্রহৃষ্ট হইল এবং অমরগণ মহর্ষিগণের সহিত পুষ্প বর্ষণ করত তথায় উপস্থিত হইয়া পরম স্তুতিবাক্যে মহেশ্বরীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ বলিলেন, হে দেবি জগদ্ধাত্রি! হে মহেশ্বরমহাশক্তে! আপনি জগত্রয়মহারণে দানবরূপ বৃক্ষনিচয়ের কুঠারস্বরূপিণী; আপনাকে নমস্কার। হে ত্রৈলোক্যব্যাপিনি শিবে। হেশঙ্খচক্রগদাধরে! হে বিষ্ণুস্বরূপিণি! আপনার ভুজনিচয়, দুষ্টদলনার্থ কোদণ্ডাকর্ষণে নিরন্তর ব্যগ্র থাকে; হে সর্ব্বসৃষ্টিবিধায়িনি! হে চতুরাননরূপিণি! হে হংসযানে! আপনিই বেদবাক্যের জন্মভূমি স্বরূপ; অতএব আপনাকে প্রণিপাত করি। আপনিই ইন্দ্রশক্তি, আপনিই কুবেরশক্তি, আপনিই বায়ুশক্তি, আপনিই বরুণশক্তি, আপনিই অন্তকশক্তি. আপনিই শিবশক্তি, আপনিই রাক্ষসশক্তি এবং আপনিই পাবকশক্তি, আপনিই শশাঙ্ককৌমুদী, আপনিই সূর্য্যশক্তি, অধিক কি, পরমেশ্বরী আপনিই সর্ব্বদেবময়ী শক্তি। আপনিই গৌরী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী, প্রকৃতি, মতি ও অপনিই অহঙ্কৃতি স্বরূপা। হে অম্বিকে! আপনিই চেতঃস্বরূপিণী, আপনিই সর্ব্বেন্দ্রিয়রূপিণী, আপনিই পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপা এবং আপদিই মহাভূতাত্মিকা। হে দেবি! ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী আপনিই দয়া, অনুগ্রহ ও শব্দাদি স্বরূপা এবং ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী নিখিল বস্তুই আপনা হইতে ভিন্ন নহে। হে মহাদেবী! প্রণবাত্মিকা আপনিই পরা, পরাপরা এবং নিখিল পরাপরের মধ্যে পরমা। আপনিই সর্ব্বমন্ত্রময়ী, ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবগণই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে ঈশানি! হে সর্ব্বব্যাপিনি! আপনি অরূপা হইয়াও সর্ব্বরূপস্বরূপিণী। হে অমৃতস্বরূপিণি মহামায়ে! আপনিই চিৎশক্তি, আপনিই স্বাহা ও গাপনিই স্বধা। পরমাত্মস্বরূপিণী আপনিই বষট্ ও বৌষট্ স্বরূপা। হে চতুর্ব্বর্গফলদায়িনি। আপনিই চতুর্ব্বর্গস্বরূপা, হে জগৎকর্ত্রি! আপনা হইতেই সমুদয় বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়া আপনাতেই অবস্থিত আছে। স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে যত কিছু বস্তু বিদ্যমান আছে, আপনি শক্তিরূপে সকলেই বিরাজ করিতেছেন, কুত্রাপি কোন বস্তুই আপনা হইতে পৃথক্ নহে হে মাতঃ! যে দুর্গাসুর মায়াবলে বহুবিধ দানবসৈন্যজাল বিস্তার করিয়াছিল, আপনি সেই মহান্ অসুরেন্দ্রকে নিহত করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন; অতএব হে দেবি! প্রণতপালয়িত্রি! আমরা আপনি ভিন্ন আর কাহার শরণাপন্ন হইব? হে পরমেশ্বরি! আপনি যাহাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করেন, এই জগতে তাহারাই ধন্য, ধান্য, সমৃদ্ধি, পুত্র, পৌত্র ও মনোরম ভার্য্যালাভে সমর্থ হয় এবং তাহাদিগেরই নির্ম্মল চন্দ্রমাসদৃশ শুভ্র যশোরাশি বিশ্বমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। হে ত্রিপুরারিপত্নি! যাহারা আপনাকে প্রণিপাত বা আপনার নাম স্মরণ করিয়া থাকে, সেই সকল ভক্তজনের কখন কোনরূপ ক্লেশ বা বিপত্তি উপস্থিত হয় না এবং তাহারা পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। হে ভবানি! ইহা সকলেরই বিদিত আছে যে, দুষ্টব্যক্তিও আপনার নেত্রপথে পতিত হইলে কখনই অধোগতি লাভ করে না; কিন্তু আমাদিগের

ইহাই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, দুর্গাসুর, সমরাঙ্গণে আপনার অমৃতময় দৃষ্টিলাভেও মৃত্যুর বশতাপন্ন হইল! হে দেবি! এই সংগ্রামক্ষেত্রে দানবগণ, আপনার অস্ত্ররূপ অনলে শলভের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য তেজোময় কলেবর ধারণ করত স্বর্গধামে গমন করিতেছে; অতএব যথার্থই সাধু ব্যক্তিগণ, দুষ্টজনের প্রতিও অসদ্‌বুদ্ধি না করিয়া প্রসন্নভাবে, সাধুদিগের প্রতি যেরূপ, সেইরূপ সৎপথ উপদেশ করিয়া থাকেন। অতএব হে মৃড়ানি! আমরা আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি। আপনি আমাদিগকে সর্ব্বদা পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন এবং হে ভবানি! দক্ষিণদিকে অনুক্ষণ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করুন। হে ত্রিপুরারিপত্নি! হে মহেশ্বরি! আমরা আপনার ভক্ত, আমাদিগকে পশ্চিম ও উত্তরদিকে রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মাণি! সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে এবং হে বৈষ্ণবি! সতত অধোদিকে আমাদিগকে প্রতিপালন করুন। হে দেবি! আপনি মৃত্যুঞ্জয়ারূপে ঈশানে, ত্রিনয়নারূপে অগ্নিকোণে, ত্রিপুরারূপে নৈঋতে ও ত্রিশক্তিরূপে বায়ুকোণে আমাদিগকে রক্ষা করুন! হে অমলে! আপনার ত্রিশূলাস্ত্র আমাদিগের মস্তকের রক্ষা বিধান করুন। হে দেবি! শশিকলাধারিণী ললাটদেশ, উমা ভ্রূযুগল, ত্রিলোচনবধূ নেত্রদ্বয়, গিরিজা নাসিকা, জয়া ওষ্ঠ, বিজয়া অধর, শ্রুতিরবা শ্রুতিযুগ্ম, শ্রী দন্তপংক্তি, চণ্ডিকা গণ্ডযুগল, বাণী রসনা, জয়মঙ্গলা চিবুক, কাত্যায়নী সমুদয় বদনমণ্ডল, নীলকণ্ঠী কণ্ঠপ্রদেশ, ভূদারশক্তি গ্রীবা, কূর্ম্মশক্তি নিরন্তর অংসদেশ, ইন্দ্রশক্তি ভুজদন্ত, পদ্মা পাণিতল, কমলজা হস্তাঙ্গুলী, বিরজা নখশ্রেণী, তমোনাশিনী সূর্য্যমণ্ডলবাসিনীশক্তি কক্ষদ্বয়, স্থলচরী উরঃস্থল, ধরিত্রী হৃদয়, ক্ষণদাচরঘ্নী কুক্ষিদ্বয়, জগদীশ্বরী উদর, নভোগতি দেবী নাভিমণ্ডল এবং অজা দেবী আমাদিগের পৃষ্ঠদেশ সতত রক্ষা করুন। হে জগ-...বী আমাদিগের কটিদ্বয়, পরমা নিতম্বদেশ, গুহারণি গুহ্যদেশ, অপায়হন্ত্রী অপানদেশ, বিপুলা দেবী উরুযুগল, ললিতা জানুদ্বয়, জয়া জঙ্ঘাযুগ্ম, কঠোরতরা গুল্ফদ্বয়, রসাতলচরা পাদযুগল, উগ্রা দেবী পাদাঙ্গুলীনিচয়, চান্দ্রী দেবী নখরাজি এবং তবলবাসিনী দেবী পাদতলদ্বয় রক্ষা করুন। লক্ষ্মী দেবী সতত আমাদিগের গৃহ, ক্ষেত্রকরী ক্ষেত্র, প্রিয়ংকরী পুত্রগণ, সনাতনী আয়ুঃ, মহাদেবী যশ, ধনুর্দ্ধরী দেবী ধর্ম্ম, কুলদেবী কুল, সদ্গতিপ্রদা সদ্গতি এবং দেবী সর্ব্বাণী, কি রণে, কি রাজকুলে, কি দ্যূতে, কি শত্রুসঙ্কটে, কি গৃহে, কি বনে, বা কি জলাদিতে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের রক্ষা বিধান করুন। ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবগণ মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণের সহিত সেই জগদ্ধাত্রী মহেশ্বরীকে এবংবিধ স্তুতিবাদ করিয়া বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর জগন্মাতা ভগবতী পরম পরিতুষ্টা হইয়া সুরগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা সকলে এক্ষণে পূর্ব্বের মত স্ব স্ব অধিকার পালন করিতে থাক; আমি তোমাদিগের স্তুতিবাদে পরম প্রীতা হইয়া অপর বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যে মানব, শুদ্ধভাবে ভক্তিপূর্ব্বক তোমাদিগের কৃত এই স্তুতিবাদ দ্বারা যে আমাকে স্তব করিবে, আমি পদে পদে তাহার সমুদয় বিপদ নিবারণ করিব। বজ্রপঞ্জর নামক এই স্তোত্রকবচ পরিধান করিলে করিলে মানবগণের আর কুত্রাপি কোনরূপ ভয় থাকিবে না। সংগ্রামক্ষেত্রে দুর্দ্দম্যদুর্গ দৈত্যের সংহার হেতু অদ্য প্রভৃতি জগতে আমরা "দুর্গা" এই অপর একটী নাম প্রসিদ্ধ হইবে। যাহারা দুর্গার শরণাপন্ন হইবে, তাহাদিগকে কখন দুর্গতিভোগ করিতে হইবে না। বজ্রপঞ্জর নামক এই পবিত্র দুর্গাস্তুতি কবচরূপে ধারণ করিলে যম হইতেও আশঙ্কা থাকিবে না। এই শুভদায়িনী স্তুতি শ্রবণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, শাকিনী, ডাকিনী, স্ফুলিঙ্গ, ক্রূর রাক্ষস ও বিষসর্পগণ এবং অগ্নিভয়, দস্যু কঙ্কাল, গ্রহ, বালগ্রহ, ও বাতপিত্তাদিজনিত বিষম জ্বর সক

হইতে পলায়ন করে। দুর্গার মহিমাপ্রকাশক বজ্রপঞ্জর নামক এই স্তোত্র দ্বারা পরিরক্ষিত ব্যক্তির বজ্র হইতেও ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি, অষ্টজপ্ত এই স্তোত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল পান করিবে, তাহার কখন উদরপীড়া বা স্ত্রীলোক হইলে গর্ভপীড়াও হইবে না এবং এই স্তোত্র শোধিত জলপানে বালকগণের সর্ব্বপ্রকার উপসর্গ শান্তি পাইবে। এই জগতে যে স্থানে এই স্তোত্র বিদ্যমান থাকিবে, তথায় এই সকল শক্তিগণ আমার সহিত অবস্থিত থাকিয়া, মদীয়াজ্ঞায় মদীয়া ভক্তগণকে সতত রক্ষা করিবে। দেবী মহেশ্বরী, দেবগণকে ঈদৃশ বরদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলে, তাহারাও পরমানন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। স্কন্দ কহিলন, হে মহামুনে! সেই দেবীর এইরূপে দুর্গা নাম হইয়াছে। এক্ষণে কাশীধামে যেরূপে তাঁহাকে পূজা করিতে হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে বিশেষতঃ মঙ্গলবারে সেই দুর্গার্ত্তিহারিণী দুর্গাকে সতত অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। নবরাত্র প্রত্যহ যত্নপুরঃসর তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সমুদয় বিঘ্ন নিবারিত হয় এবং সৎপতি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই কাশীধামে উৎকৃষ্টতর বিবিধ উপচারে তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক মহাবলি নিবেদন করে, দেবী-দুর্গা নিঃসন্দেহ তাহাকে সর্ব্বাভীষ্ট দান করিয়া থাকেন। কুশলপ্রার্থী মানবগণ বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রতি বৎসর শরৎকালে নবরাত্র সযত্নে তাঁহার উৎসব করিবে। যে ব্যক্তি, বার্ষিক শারদীয় উৎসব না করে, তাহার পদে পদে সহস্র সহস্র বিঘ্ন উপস্থিত হয়। মানব দুর্গাকুণ্ডে অবগাহনপূর্ব্বক সর্ব্বদুর্গতিহারিণী দুর্গা দেবীকে ঐরূপে যথাবিধি নবরাত্র অর্চ্চনা করিলে নবজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। ভগবতী দুর্গা দেবী, কালরাত্রি প্রভৃতি শক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা কাশীধাম রক্ষা করিতেছেন; মানবগণের ঐ শক্তিদিগকেও সযত্নে পূজা করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন অপর নবশক্তি, সহস্র সহস্র উপসর্গ হইতে সতত কাশীধামকে রক্ষা করিতেছেন। উক্ত শতনেত্রা, সহস্রাস্যা, অযুতভুজা, অশ্বারূঢ়া, গজাস্যা, ত্বরিতা, শববাহিনী, বিশ্বা ও সৌভাগ্যগৌরী নামে নবশক্তি, যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কাশীক্ষেত্রের রক্ষাকর্ত্রী ঐ সকল দেবতাকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে এইরূপ রুরু, চণ্ড, অসিতাঙ্গ, কপালী, ক্রোধন, উন্মত্ত, সংহার ও ভীষণ নামক অষ্টভৈরব অষ্ট দিকে অবস্থিত থাকিয়া নির্ব্বাণলক্ষ্মীর নিকেতন স্বরূপ কাশীক্ষেত্র সতত রক্ষা করিতেছেন। আর বিদ্যুজ্জিহ্ব, ললজ্জিহ্ব, ক্রূরাস্য, ক্রূরলোচন, উগ্র, বিকটদংষ্ট্র, রক্তাস্য, রক্তনাসিক, জৃম্ভক, জৃম্ভণমুখ, জ্বালানেত্র, বৃকোদর, গর্ত্তনেত্র, মহানেত্র, তুচ্ছনেত্র, অন্ত্রমণ্ডন, জ্বলৎকেশ, শঙ্কুশিরাঃ, খর্ব্বগ্রীব, মহাহনু, মহানাস, লম্বকর্ণ, কর্ণপ্রাবরণ ও অনস প্রভৃতি মহাভীমকায় চতুঃষষ্টিবেতাল, তাদৃশাকারসম্পন্ন কোটী কোটী ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দুরাচারদিগকে ত্রাসিত করত সর্ব্বদা কাশীক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে। উহাদিগের সকলের গলদেশে মুণ্ডমালা এবং হস্তে খর্পর ও ছুরিকা প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দেদীপ্যমান হইতেছে। সকলেরই মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, ভীষণ দংষ্ট্রা ও কেশপাশ লম্বমান। নানারূপধারী মহাভুজ ঐ বেতালগণ সর্ব্বদা রুধির ও মদ্যপানে উন্মত্ত এবং অতি দুর্ব্বৃত্ত ও রুধিরপ্রিয়। হে মুনিবর কুম্ভযোনে! আমি পূর্ব্বে যে ত্রৈলক্যবিজয়া আদি করিয়া জ্বালামুখীঅন্ত শক্তিগণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা সকলে অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত করিয়া কাশীর চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছেন; মহাবিঘ্নশান্তির নিমিত্ত যত্নসহকারে সেই সর্ব্বসম্পত্তির নিদানভূত শক্তিদিগকে কাশীধামে সতত পূজা করিবে এবং বিদ্যুজ্জিহ্ব প্রভৃতি যে ভীমরূপা বেতালগণের উল্লেখ করিয়াছ, এই কাশীক্ষেত্রে তাঁহারা অর্চ্চিত হইলে, অত্যুগ্র বিঘ্নরাশিকেও হরণ করিয়া থাকেন। হে মুনে! নানাভূষণ-বিভূষিত শতকোটী ভূতগণও বিবিধ আয়ুধ গ্রহণ করত পদে পদে

নির্ব্বাণলক্ষ্মীনিলয় কাশীধাম রক্ষা করিতেছে। যে সকল মানবগণ নির্ব্বাণমোক্ষ অভিলাষ করেন, কাশীমধ্যে তাঁহাদিগের ঐ সকল দেবতাদিগকে পূজা করা কর্ত্তব্য। মানব, দুর্গাবিজয় নামক নানা শক্তিগণের মহিমাপূর্ণ পবিত্র এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে, ত্বরায় বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হয়। যে সকল মানব, পূর্ব্বোক্ত ভৈরব ও বেতালগণের নাম শ্রবণ করে, তাহারা কোনরূপ বিঘ্নে অভিভূত হয় না। উল্লিখিত ভূতগণ চক্ষুর্বিষয় না হইলেও যাঁহারা এই উপাখ্যান পাঠ করে, তাঁহারা তাহাদিগকে শ্রোতৃবর্গের সহিত সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব কাশীক্ষেত্রে যাহাদিগের অচলা ভক্তি আছে, তাহাদের সর্ব্বপ্রযত্নে এই মহাবিঘ্ন-নিবারণ উপাখ্যান শ্রবণ করা বিধেয়। পত্রাদি লিখিত এই উপাখ্যান যাহার গৃহে সযত্নে রক্ষিত হয়, পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণ, তাহার শত সহস্র বিপদ্ নিবারণ করিয়া থাকেন। কাশী-প্রেমিক মানবগণের পরম সমাদরে বজ্রপঞ্জর নামক এই উপাখ্যান শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ওঙ্কারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণন।

অগস্ত্য বলিলেন, হে ষড়ানন! ভগবান দেবদেব, জগদম্বার সহিত ত্রিলোচনলিঙ্গের সমাসন্ন হইয়া কি করিলেন, তাহা অবিলম্বে আমায় বলুন। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে কুম্ভ-যোনে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক যে বিরজঃ-সংজ্ঞক পীঠের কথা বলিয়াছি, সেই পীঠদর্শনে মানব, রজোগুণশূন্য হইয়া থাকে। বারাণসীতে উক্ত বিরজঃসংজ্ঞক পীঠে ত্রিলোচন মহালিঙ্গ ... লিলে প্রসিদ্ধ পিলিপ্পিলাতীর্থ বিরাজ-মান আছে। ঐ তীর্থ সর্ব্বতীর্থময় বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। হে মুনে! ... ত্রিবিষ্টপের (ভুবনের) অন্তর্বর্ত্তী দেব, ঋষি, মনুষ্য ও নাগ—নদী, শৈল, কাননের সহিত তথায় বিরাজিত আছে, তন্নিবন্ধন উক্ত তীর্থ ও ত্রিলোচন লিঙ্গ ত্রিবিষ্টপ নামে বিখ্যাত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইলেন। হে মুনে! ভগবান্ পিনাকপাণি, জগজ্জননী দেবীর সমক্ষে ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গের মহিমা যেরূপ বলিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবী বলিলেন হে সর্ব্বদর্শিন্! সর্ব্বজনক! সর্ব্বত্রগ! সর্ব্বপ্রদ! সর্ব্ব! জগৎ-পতে! দেবদেব! কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস্য আছে, বলুন। এই কাশীক্ষেত্র—কর্ম্মবীজের মহৌষধ ও মোক্ষলক্ষ্মীধাম—আপনার যেমন প্রিয়, আমার ততোধিক প্রীতিপ্রদ। যাহার ধূলাগ্রের কাছে ত্রিলোকীও তৃণবৎ লঘু বোধ হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রের সমুদয়ের মাহাত্ম্য কে অবগত হইতে পারে? হে শঙ্কর! ঈশ! যদিও এই ক্ষেত্রস্থিত কি অনাদি, কি স্থাপিত, সকল শিবলিঙ্গই নির্ব্বাণ প্রদান করিয়া থাকেন সত্য বটে, তথাপি কোন্ গুলি অনাদিসিদ্ধ লিঙ্গ, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন। যাহাতে আপনি শক্তির সহিত প্রলয়কালেও আবির্ভূত থাকিবেন, যে লিঙ্গগুলি থাকাতে কাশী মুক্তিপুরী নামে বিখ্যাত হইয়াছে, যাহাদিগের স্মরণে পাপক্ষয় এবং দর্শন ও স্পর্শনে স্বর্গ অপবর্গ ঘটে আর যাহাদিগের অর্চ্চনা জন্মমধ্যে একবার করিলে কাশীস্থ সমস্ত লিঙ্গের পূজা সম্পন্ন হয়, সেই-গুলি কোন্ শিবলিঙ্গ? হে প্রভো! করুণামৃত-সাগর ইহা আমায় অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। হে শম্ভো! আপনার চরণে আমি প্রণত আছি। হে বিষ্ণারিপো! মুনিসত্তম! মহেশ্বর, দেবীর এইরূপ সুভাষিত শুনিয়া, যাহাদিগের নাম শ্রবণে পাপরাশি ক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয় হয়, কাশীস্থ সেই নির্ব্বাণকারণ মহালিঙ্গগুলি বলিতে লাগিলেন। দেবদেব বলিলেন, হে ... এই ক্ষেত্রস্থিত মুক্তিকারণ পরম ... শ্রবণ কর; ইহা বিরিঞ্চি নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ কেহই জ্ঞাত নহেন। হে পার্ব্বতি! এই আনন্দকাননে স্থূল সূক্ষ্ম, নানা-

রত্নময়, ধাতুময় ও পাষাণময় অনাদি ও দেবর্ষি-স্থাপিত অসংখ্য লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসসেবিত এবং অসুর, নাগ, মনুষ্য, দানব, অপ্সরা, দিগ্‌গজ, গিরি, তীর্থ, ঋক্ষ, বানর, কিন্নর ও পক্ষী প্রভৃতি জীবপ্রতিষ্ঠিত স্ব স্ব নামাঙ্কিত মুক্তিপ্রদ অদৃশ্য, দৃশ্য, দূরবস্থান্বিত ও কালক্রমে ভগ্ন বহুতর লিঙ্গ আছেন, তাঁহারা সকলেই পূজনীয়। অয়ি প্রিয়ে! সুন্দরি! আমি একদা এইরূপে শত পরার্দ্ধসংখ্যা গণনা করিয়াছি ও গঙ্গাসলিলে ষষ্টিকোটীসংখ্যক যে সিদ্ধলিঙ্গ আছেন, তাঁহারা কলিকালে অদৃশ্য হইয়াছেন। অয়ি প্রিয়ে! আমার গণনাদিবসের পর ভক্তজনে যে সকল লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অয়ি সুন্দরি! তুমি এক্ষণে যে লিঙ্গগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিলে ও যাহাতে এই ক্ষেত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, সেই মুক্তিদায়ক লিঙ্গের কথা বলি, শুন। অয়ি গিরিরাজনন্দিনি! কলিযুগে তাঁহারা অতি গুহ্য থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের স্থানমাহাত্ম্য কদাচ যাইবে না। অয়ি শুভাননে! যাহারা কলিকল্মষে পুষ্ট, দুষ্ট নাস্তিক ও শঠ; যে লিঙ্গগুলির নামশ্রবণে পাপ ক্ষীণ ও পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহারা তাহাদিগের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে না। তন্মধ্যে প্রথম ওঙ্কারেশ্বর, দ্বিতীয় ত্রিলোচননাথ, তৃতীয় মহাদেব, চতুর্থ কৃত্তিবাসা, পঞ্চম রত্নেশ্বর, ষষ্ঠ চন্দ্রেশ্বর, সপ্তম কেদারেশ্বর, অষ্টম ধর্ম্মেশ্বর, নবম বীরেশ্বর, দশম কামেশ্বর, একাদশ বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, দ্বাদশ মণিকর্ণীশ্বর, ত্রয়োদশ অবিমুক্তেশ্বর, ও চতুর্দ্দশ বিশ্বেশ্বর নামক মহালিঙ্গ জানিবে। অয়ি সুন্দরি! এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ মোক্ষশ্রীর মূলীভূত কারণ; ইহাঁদিগের সমবায়ে এই কাশীকে মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া থাকে। ইহাঁরাই ক্ষেত্রের পরম অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও আরাধনায় মনুষ্যগণকে কৈবল্যসম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন। অয়ি প্রিয়ে! আনন্দকাননে এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গ মুক্তির হেতুভূত ও মনুষ্যগণের পূজ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। হে কুম্ভসম্ভব! প্রতিমাসে শুক্ল প্রতিপদ্ তিথি হইতে এই মহালিঙ্গগুলির উৎসব যত্নপূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য; নতুবা—ইহাঁদিগের আরাধনা না করিলে—কাশীতে কেহই মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিও। অতএব হে মুনে! কাশীফলপ্রার্থী মনুষ্যমাত্রেরই পরমভক্তিসহকারে এই লিঙ্গগুলির অর্চ্চনা সর্ব্বান্তঃকরণে করা উচিত। অগস্ত্য বলিলেন, হে ষড়ানন! দেবদেবকথিত এই মহালিঙ্গগুলিই কি কেবল নির্ব্বাণের কারণ আছেন, অপর লিঙ্গ কি নাই? যদি থাকে, তবে বলুন। স্কন্দ কহিলেন, হে সুব্রত! এই ক্ষেত্রে অপরাপর মহালিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু তাঁহারা কলিপ্রভাবে লুপ্তপ্রভাব হইবেন। যাহার ঈশ্বরে সদাভক্তি ও যে কাশীতত্ত্বজ্ঞ, সেই ব্যক্তিই, যাঁহাদিগের নামোচ্চারণে কলিকল্মষ ক্ষয় হয়, সেই এই লিঙ্গগুলি জানিতে পারিবে; অপর কেহ জানিতে পারিবে না। (১) অমৃতেশ্বর, (২) তারকেশ্বর, (৩) জ্ঞানেশ্বর, (৪) করুণেশ্বর, (৫) মোক্ষদ্বারেশ্বর, (৬) স্বর্গদ্বারেশ্বর, (৭) ব্রহ্মেশ্বর, (৮) লাঙ্গলীশ্বর, (৯) বৃদ্ধকালেশ্বর, (১০) বৃষেশ্বর, (১১) চণ্ডীশ্বর, (১২) নন্দিকেশ্বর, (১৩) মহেশ্বর ও (১৪) জ্যোতীরূপেশ্বর; এই চতুর্দ্দশটী লিঙ্গ কাশীতে বিখ্যাত। অয়ি সুন্দরি! আনন্দকাননে এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গও মহালিঙ্গ এবং মুক্তির নিদান। কলিকালে পাপবুদ্ধি মনুষ্যের নিকট কদাচ এই গুলির কথা বলিবে না। যে জন ইহাঁদিগের আরাধনা করিবে, তাহাকে কখনই সংসারপথের পথিক হইতে হইবে না। অয়ি দেবি! এই অনুপম কাশীরত্নভাণ্ডার যে-সে ব্যক্তির নিকট প্রকাশ্য নহে। অয়ি বরাননে! এই লিঙ্গগুলির নামোচ্চারণও মহাসঙ্কটে দুঃখ হরণ করিয়া থাকে। অয়ি গিরীন্দ্রকন্যে! এই ক্ষেত্রের ইহাই পরম হৃদয় রহস্য। এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গও আমার সান্নিধ্যকর জানিবে। সকলের মুক্তিদায়ক এই যে চতুর্দ্দশটী লিঙ্গ বর্ণিত হইল, আমি ইহাদিগকে চতুর্দ্দশ ভুবনের

সার লইয়া মদীয় মহাভক্তগণের প্রতি কৃপা বশতঃ নির্ম্মাণ করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে, যে অসংশয় মুক্তি হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কারণ আমার এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ। অয়ি কান্তে! যে ভক্তগণ, আনন্দ কাননে এই লিঙ্গগুলির ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ব্রতধারী ও তপস্বী। যাঁহারা দূর হইতেও কাশীস্থিত এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যোগাভ্যাস ও দানফল পাইয়া থাকেন! মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্ম-প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই সমস্তের ফল যাবজ্জীবন নিষ্পাপ থাকিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অয়ি পার্ব্বতি! এই অবিমুক্তক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, এই মহালিঙ্গগুলির একবার অর্চ্চনা করে, সে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্কন্দ কহিলেন,—হে বিপ্র! বিন্ধ্যশত্রো! ভগবান্ শম্ভু নিজ ভক্তগণের হিতার্থে অন্য যে গুলি, দেবীকে বলিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তন্মধ্যে (১) শৈলেশ্বর, (২) সঙ্গমেশ্বর, (৩) স্বর্লীন, (৪) মধ্যমেশ্বর, (৫) হিরণ্যগর্ভ, (৬) ঈশান, (৭) গোপ্রেক্ষ, (৮) বৃষভধ্বজ, (৯) উপশান্তশিব, (১০) জ্যেষ্ঠ, (১১) নিবাসেশ্বর, (১২) শুক্রেশ্বর, (১৩) ব্যাঘ্রলিঙ্গ ও (১৪) জম্বুকেশ্বর এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ। হে মুনে! ইহাই চতুর্দ্দশ মহায়তন; ইহাদিগের সেবায় মনুষ্য মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী তিথি পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের পূজা যত্নপূর্ব্বক সজ্জনের কর্ত্তব্য। মুমুক্ষুগণ মহা উৎসব পূর্ব্বক ইঁহাদিগের বার্ষিক 'যাত্রা' করিবে; তাহাতে নিশ্চয় তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। হে মুনে! এই চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গ যত্নপূর্ব্বক দর্শন করিলে দুঃখসাগর সংসারে জীবের আর জন্মিতে হয় না। স্বয়ং ভগবান্ পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন, অয়ি প্রিয়ে! ইহাই ক্ষেত্রের পরমতত্ত্ব; সংসাররোগগ্রস্ত জনের ইহাই পরম ঔষধ; ইহাই ক্ষেত্রের উপনিষদ্; ইহাই পরম মুক্তিবীজ। অয়ি প্রিয়ে! এই লিঙ্গসমূহ কর্ম্মকাননের দাবানলস্বরূপ জানিবে। হে দেবি! এক একটী লিঙ্গের মহিমার আদি ও অন্ত নাই; সেই মহিমা আমিই কেবল জানি, অপর কেহ জানে না। হে মুনে! দেবী এই কথা শুনিয়া পুলকিততনু হইয়া, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদাতা, দেব ঈশানকে প্রণামপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—হে প্রাণবল্লভ! আপনি যে কাশীর এই পরম রহস্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে। হে কারণেশ্বর! আপনি যে মহানির্ব্বাণের কারণ, সারাৎসার, এক একটী লিঙ্গ বলিলেন, শ্রবণমাত্রে পাপহারী সেই চতুর্দ্দশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য এক এক করিয়া আমাকে বলুন। অতি পুণ্যতম অমরকণ্টকক্ষেত্র হইতে এই স্থানে ওঙ্কারেশ্বরের কিরূপে সমাগম হইল? ইহাঁর স্বরূপ কি? মহিমা কি প্রকার? পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি ইহাঁকে আরাধনা করিয়াছিল? আরাধিত হইয়া ইনি কি বর প্রদান করিয়াছিলেন? পার্ব্বতীর এই বাক্যসুধা পান করিয়া তখন দেবদেব, অতি বিচিত্র ওঙ্কারেশ্বরের কথা বলিতে লাগিলেন। দেবদেব বলিলেন,—অয়ি অপর্ণে! এইস্থানে কিরূপে ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়িণী কথা আমি তোমার অগ্রে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাদেবি! পূর্ব্বকালে এই আনন্দবনে বিশ্বযোনি ব্রহ্মা, পরম সমাধিযোগ পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে থাকেন। অনন্তর সহস্র যুগ পূর্ণ হইলে এক পরম জ্যোতি দশদিঙ্মুখ বিদ্যোতিত করিয়া সপ্তপাতাল ভেদ পূর্ব্বক উত্থিত হইল। অকপট সমাধিবলে যে পরম জ্যোতি অন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা বিধাতার বাহিরে আবির্ভূত হইল। ভূভাগ বিদীর্ণ হইবার সময় যে চটচটা ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, সেই শব্দ শ্রবণে বিধাতা ক্রমশঃ সমাধি ভঙ্গ করিলেন। অনন্তর সমাধি ত্যাগ করিয়া যেমন তিনি লোচনদ্বয় ইতস্ততঃ উন্মীলন করিবেন, অমনি সম্মুখে সত্ত্বগুণময়,

ঋগ্বেদের উৎপত্তিক্ষেত্র, সৃষ্টিপালক, নারায়ণ-তমোগুণের পারে স্থিত, আদিম সাক্ষাৎ অকার দর্শন করিলেন। পরে তাহার অগ্রে যজুর্ব্বেদের যোনিস্বরূপ, প্রতিবিম্বিত নিজমূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বস্রষ্টা, রজোরূপী উকার অক্ষর দেখিতে পাইলেন। তিনি তদগ্রে দেখিলেন যে, সঙ্কেতগৃহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, তমোরূপী, সামবেদের উৎপত্তিস্থান, প্রলয়ের কারণ সাক্ষাৎ রুদ্রমূর্ত্তি মকার বিরাজমান রহিয়াছেন। তৎপরে বিধাতা নয়নগোচর করিলেন যে, বিশ্বরূপাকৃতি, সগুণ অথচ নির্গুণ, পরমানন্দমূর্ত্তি, অনাখ্যেয় নাদসদন তদগ্রে বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাকে সর্ব্ববাঙ্ময়ের কারণ শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকে। অনন্তর বিধি তপোবলে কারণ সমূহের কারণ, জগতের আদিভূত, বিন্দুরূপ পরাৎপরকে নাদের উপরিভাগে অবলোকন করিলেন। স্বভাবতঃ এই সমস্ত বিশ্বের অবন (রক্ষণ) হেতু যাঁহাকে "ওঁ" বলিয়া থাকে, ভক্তকে উন্নীত করেন বলিয়া যাহা "ওঁ" এই নামে কীর্ত্তিত হয়, সেই রূপহীন অথচ রূপবান্ পুরুষকে ব্রহ্মা প্রত্যক্ষ করিলেন। যিনি, অতি জপপরায়ণ ব্যক্তিকে ভবসাগর পার করেন, সেই তারকব্রহ্মকে ব্রহ্মা নিরীক্ষণ করিলেন। পরম নির্ব্বাণ প্রার্থিগণ স্তব করে বলিয়া ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া যিনি "প্রণব" নামে খ্যাত এবং নিজের সেবক পুরুষকে পরমপদে নীত করেন বলিয়া যাঁহাকে "প্রণব" বলে, সেই প্রশস্ত প্রণবরূপীকে বিধি অক্ষিগোচর করিলেন। যিনি ত্রয়ীময়, তুরীয় অথচ তুরীয়াতীত, অখিলাত্মক ও নাদবিন্দুরূপী; তাঁহাকে হংসবাহন, নেত্রপথের পথিক করিলেন। যাঁহা হইতে নিখিলযোনী সাঙ্গ বেদ উদ্ভূত হইয়াছে, পদ্মযোনি, সেই বেদত্রয়ের আদিকারণকে সম্মুখে দেখিলেন। যিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে বদ্ধ তেজোময় বৃষ পুনঃপুনঃ শব্দ করিতেছেন, সেই পরম পুরুষ পরমেষ্ঠীর নয়নগোচর হইল। যাঁহার চারি শৃঙ্গ সপ্ত হস্ত, দুই মস্তক ও তিন চরণ ছিল, সেই দেবকে বিতাধা নিরীক্ষণ করিলেন। যাঁহার অন্তরে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান,—সবই লীন রহিয়াছে, সেই বীজশূন্য বীজস্বরূপকে বিরিঞ্চি প্রত্যক্ষ করিলেন। যাহাতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত লীন অবিষ্ট হয়, এইজন্য সাধুজনেরা যাহাকে "লিঙ্গ" বলিয়া থাকেন, তাহা পদ্মযোনি কর্ত্তৃক বিলোকিত হইল। যাহা পঞ্চ অর্থের বাচ্য, যাহা পঞ্চব্রহ্মময় ও আদিপঞ্চস্বরূপ; ব্রহ্মা তাহাকে দর্শন করিলেন। তৎপরে বিধাতা, প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন পঞ্চাক্ষর লিঙ্গরূপী শঙ্কর ঈশ্বরকে দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে সদাশিব! তুমি ওঙ্কাররূপী, অক্ষরমূর্ত্তিধারী, অকারাদি বর্ণের উৎপত্তি কারণ; তোমায় প্রণাম। তুমি অকার, উকার, মকার—ঋগ্‌যজুঃসামরূপী ও রূপাতীত; তোমায় নমস্কার। তুমি নাদ, বিন্দু ও কলারূপী; তুমি অলিঙ্গ, লিঙ্গরূপী; তুমি সর্ব্বরূপস্বরূপী; তোমায় নমস্কার। হে আদ্যন্তরহিত! তুমি তেজোনিধি, ভব, রুদ্র ও সর্ব্বতোময়, তোমায় নমস্কার। তুমি উগ্র, ভীম, পশুপতি ও তারস্বরূপী; তোমায় নমস্কার। হে শিতিকণ্ঠ! তুমি মায়াশূন্য, শিবতর ও কপর্দ্দী; তোমায় নমস্কার। হে গিরিশ! তুমি মীঢ়ুষ্টম, তুমি শিপিবিষ্ট, তুমি হ্রস্ব, খর্ব্ব, বৃহৎ ও বৃদ্ধ; তোমায় নমস্কার। তুমি কুমারগুরু, কুমারমূর্ত্তি; তুমি শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, অরুণ; তোমায় নমস্কার। তুমি ধূম্র, পিঙ্গল, শবল, পাটল; তুমি হরিৎ, তুমি নানাবর্ণস্বরূপী তুমি বর্ণের পতি; তোমায় নমস্কার। হে ঈশ! তুমি স্বর, তুমি ব্যঞ্জন, তুমি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর; তুমি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতস্বর; তোমায় নমস্কার। তুমি বিসর্গ, অনুস্বার, সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক বর্ণ; তোমায় নমস্কার। তুমি দন্ত্য, তালব্য, ওষ্ঠ্য ও উরস্য বর্ণরূপী; তোমায় নমস্কার। তুমি উষ্ম ও অন্তঃস্থ বর্ণস্বরূপী, তুমি পিনাকী; তোমায় নমস্কার। তুমি পরম ও নিষাদস্বর, তুমি নিষাদপতি; তোমায় নমস্কার।

তুমি বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি বাদ্যরূপী; তোমায় নমস্কার। তুমি তারস্বর, তুমি যন্ত্র তুমি ঘোর, তুমি অঘোররূপী; তোমায় নমস্কার। তুমি তাল, তুমি স্বাম্নি সঞ্চারিভেদে মূর্চ্ছনাপতি, তুমি তালপ্রিয়, তোমা হইতেই লাস্যতাণ্ডবের উৎপত্তি; তোমায় নমস্কার। হে তৌর্য্যত্রিকমহাপ্রিয়; তুমি নৃত্য, গীত ও বাদ্যরূপী; তুমি নির্ব্বাণশ্রীদাতা; তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, দৃশ্য, অদৃশ্য, তুমি অর্ব্বাচীন, পরাচীন; তুমি বাক্‌প্রপঞ্চস্বরূপী, তুমি প্রপঞ্চপর; তোমায় নমস্কার। তুমি এক, তুমি অনেক, তুমি সৎ, তুমি অসৎ, তুমি শব্দব্রহ্ম, তুমি পরব্রহ্ম; তোমায় নমস্কার। তুমি বেদান্তবেদ্য, বেদপতি, বেদস্বরূপী ও তোমার মূর্ত্তি বেদগোচর তোমায় নমস্কার। হে পার্ব্বতীশ! তোমায় নমস্কার। হে জগদীশ তোমায় নমস্কার। হে দেবদেবেশ! দেবগণের দিব্যপদদাতঃ! হে শঙ্কর! হে মহেশ্বর! তোমায় নমস্কার। হে জগদানন্দ! শশিশেখর! হে মৃত্যুঞ্জয়! ত্র্যম্বক! হে পিনাকপাণে! ত্রিশূলধারিন্! ত্রিপুরারে! হে অন্ধকরিপো! তোমায় নমস্কার। হে কন্দর্পদর্পহারক! তুমি জালন্ধর, তুমি কাল, তুমি কালের কাল, তুমি কালকূটভক্ষক; তোমায় নমস্কার। হে ভক্তগণের বিষদাহক! হে অভক্তগণের একমাত্র বিষদাতঃ! তুমি জ্ঞান, তুমি জ্ঞানরূপী, তুমি সর্ব্বজ্ঞ; তোমায় নমস্কার। যোগিসত্তম! তুমি যোগিগণের যোগবিষয়ে সিদ্ধিদান কর; হে তপোধন! তুমি তপস্বীদিগের তপস্যাফলদাতা; তুমি মন্ত্র, তুমি মন্ত্রফলদাতা; তুমি মহাদানের ফলস্বরূপ, তুমি মহাদানপ্রদ; তোমায় নমস্কার। হে মহাযজ্ঞফলপ্রদ! হে ঈশ! তুমিই মহাযজ্ঞ, তুমি সর্ব্ব, তুমি সর্ব্বত্রগ, তুমি সর্ব্বদাতা, তুমি সর্ব্বদর্শী, তুমি সর্ব্বভুক্, তুমি সর্ব্বকর্ত্তা, তুমি সর্ব্বসংহারকারক, তুমি যোগিগণের হৃদয়াকাশে বিরাজমান থাক; তোমায় নমস্কার। হে ত্রাণকারিন্! তুমিই সত্ত্বমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুরূপে শঙ্খ চক্র গদা ধারণপূর্ব্বক ত্রিভুবন পালন করিতেছ; তোমায় নমস্কার। হে নীরজাক্ষপদপ্রদ! তুমিই রজোরূপ অবলম্বন করিয়া বিধাতৃরূপে এই বিশ্ব যথাবিধানে সৃজন করিতেছ তোমায় নমস্কার। হে মহাশ্মশানচারিন্! তুমিই মহারুদ্র, তুমি মহাভীষণ ভুজঙ্গধারী, তুমিই মহাভীম; তুমি তামসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৃতান্তেরও অন্তবিধান করিয়া থাক। তুমি প্রলয়কালে কালাগ্নি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সংবর্ত্তমেঘ প্রেরণ কর। হে অজ! তুমি প্রকৃতি ও পুরুষরূপে মহৎ প্রভৃতি অখিলজগৎ নিমেষমধ্যে পুনরায় আবিষ্কার কর, তোমার নেত্র উন্মীলন ও নিমীলনই সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, তোমায় নমস্কার। হে ধূর্জ্জটে! তুমি স্বৈরচারী, তোমার কপালধারণ ক্রীড়ামাত্র; তোমার কণ্ঠে যে নৃমুণ্ডমালা, তাহা ভস্মীভূত নিখিলের দেদীপ্যমান বীজমালা। হে শম্ভো! তোমা হইতে এই সমস্ত চরাচর উদ্ভূত ও তোমাতেই অবস্থিত; তুমি বাক্‌পথের অগোচর; তোমায় কে স্তব করিতে সমর্থ? তুমি স্তবকর্ত্তা, তুমি স্তুতি, তুমি নিত্যস্তুত্য, তুমি "নমঃশিবায়" এইরূপে জ্ঞেয়,—আমি অন্য কিছু জানি না। তুমি আমার শরণ্য, তুমিই আমার পরম গতি, —তোমায় প্রণাম করি। হে ঈশ! তোমায় পুনঃপুনঃ নমস্কার। বিধাতা এইরূপ পুনঃপুনঃ বলিয়া প্রণবাখ্য মহালিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন,—অয়ি গিরীন্দ্রপুত্রি! সেই ব্রহ্মার পরম ঐশ্বর্য্যসম্পদের মূলীভূত পরম বিচিত্র স্তুতি শ্রবণ করিয়া আমি তুষ্ট হইলাম। তৎপরে আমি মূর্ত্তির হিত হইয়াও সেই লিঙ্গ হইতে শঙ্কর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম,—হে চতুর্মুখ! আমি তোমার স্তবে প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর।" এই কথা বলিবামাত্র বিধাতা গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া পুনরায় "জয় জয়" ধ্বনি করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আমায় প্রণাম করিলেন। অনন্তর কমলাসন, আনন্দবাষ্পপূর্ণনেত্র ও পুলকিত শরীর হইয়া গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

হে দেবদেব। যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও বর অবশ্যদেয় বিবেচনা করেন, তবে, হে শঙ্কর! এই মহালিঙ্গে আপনার সান্নিধ্য হউক, এই বরই আমাকে প্রদান করুন, আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না। হে ভক্তৈকমোক্ষদাতঃ! এই লিঙ্গের নাম—ওঙ্কারেশ্বর হউক। স্কন্দ কহিলেন, —হে বিপ্রর্ষে! তখন ভগবান্ সদাশিব, বিধাতার এই বাক্য শুনিয়া "তথাস্তু" বলিলেন, এবং সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তৎ-
৮ ক্ষণাৎ তাঁহাকে অপরাপর অনেক বর প্রদান করিলেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ তপস্বিবর! তুমি সকল বেদের নিধান হও। তুমি সকলের পিতামহ ও মাননীয় হইয়া থাক। হে বিধে! শব্দব্রহ্মময়, ওঙ্কাররূপ এই পরম লিঙ্গ, তোমারই তপস্যাফলদানের জন্য উত্থিত হইয়াছেন। ইহাঁর আরাধনা করিলে পুরুষের ব্রহ্মপদ দূরবর্ত্তী নহে। এই আনন্দকাননে সর্ব্বজীবের মুক্তির জন্য অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ সংজ্ঞক এইরূপে পঞ্চায়তন এই ঈশান লিঙ্গ উত্থিত হন। জীব যদি মৎস্যোদরীতীর্থে স্নান করিয়া এই ওঙ্কারেশ্বরকে দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার আর জননীজঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ইহাকেই নাদেশ্বর লিঙ্গ কহে;—এই লিঙ্গ অতি দুর্লভ। কপিলেশ্বরের সন্নিধানে যখন গঙ্গা আসেন, তখন তাহাকে মৎস্যোদরী কহে; তথায় স্নান করিলে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যাপাপ দূর হয়। গঙ্গাতোয়-মিশ্রিত বরণা নদীর উৎসিক্ত জলে মনুষ্য যদি স্নান করিতে পারে ও নাদেশ্বর লিঙ্গকে দেখিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর কোন শোক থাকে না। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ষষ্টিসহস্রকোটী তীর্থ, সাগরের সহিত মৎস্যোদরীতে প্রবেশ করে। যখন গঙ্গা ওঙ্কারেশ্বরের সমীপে আসেন, তখন দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের প্রিয় অতি পুণ্যকাল হয়। সেই কালে ওঙ্কারেশ্বরসমীপে মৎস্যোদরী তীর্থে স্নান, তপস্যা, দান মোহ ও দেবার্চ্চনা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। ওঙ্কারেশ্বরের দর্শন মাত্রে অশ্বমেধ যাগের ফললাভ হইয়া থাকে, অতএব কাশীতে বহু যত্নে ওঙ্কারেশ্বরকে দর্শন করা উচিত। যে ব্যক্তি নাদেশ্বরকে দর্শন করে নাই, তাহার দুর্লভ মনুষ্যজন্ম চতুর্বর্গের একমাত্র সাধন হইলেও জলবুদ্বুদের ন্যায় বৃথা হইয়া যায়। মৎস্যোদরীজলে স্নান ও পিণ্ডদান করিয়া কপিলেশ্বরকে দেখিয়া মনুষ্য, পিতৃঋণ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। মোহ বশতঃ বহুতর মহাপাতক করিয়াও যদি কাশীস্থিত ওঙ্কারেশ্বরকে মানব দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার কৃতান্ত ভয় থাকে না। পিতৃপুরুষগণ, স্বকীয় কোন সন্তানকে ওঙ্কারেশ্বর দর্শনে যাত্রা করিতে দেখিলে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন; কারণ সেই সন্তান, যে যে পিতৃপুরুষের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করে, তাঁহার ব্রহ্মপদ লাভ হয়। মানব, নিযুত রুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া যে ফল লাভ করে, ভক্তি পূর্ব্বক ওঙ্কারেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে সেই ফল নিশ্চিত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে জন আনন্দকাননে সর্ব্বাভীষ্টদাতা ওঙ্কারেশ্বরকে দর্শন করিল না, তাহার জন্ম কেবল ভূমিভারের নিমিত্ত গণনীয় হয়। এই ওঙ্কারেশ্বরকে দেখিলে সমুদয় পৃথিবীস্থ অখিল লিঙ্গ দর্শন করা হইয়া থাকে। যদি মনুষ্য ওঙ্কারেশ্বরকে প্রণাম করিয়া অন্যস্থানে গিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেহান্তে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া, পরজন্মে কাশীতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! আমি এই লিঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থান করিব, ইহা নিশ্চিত জানিও। যে ব্যক্তি ইহাঁর অর্চ্চনা করিবে, তাহাকে মোক্ষ প্রদান করিব। মনুষ্য একবার মাত্রও যত্নপূর্ব্বক এই ওঙ্কারেশ্বরকে প্রণাম করিলে, আমার পরম অনুগ্রহে নিঃসংশয় কৃতকার্য্য হইবে। ওঙ্কারেশ্বরের পশ্চিমভাগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তারতীর্থ বিরাজমান আছে, তথায় স্নান করিলে মনুষ্য দুর্গতি হইতে নিস্তার পায়। যাহারা ওঙ্কারেশ্বরের ভক্ত, তাহারা কদাপি

মনুষ্য নহে তাহারা মনুষ্যচর্ম্মে আবৃতমাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ রুদ্র। এই লিঙ্গের মাহাত্ম্য অপরে অবগত হইতে পারে না। হে বিধে! যেহেতু তোমারই পুণ্যবলে এই লিঙ্গ এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব তুমি এই লিঙ্গের প্রভাবে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হইবে। হে বিধাতঃ! তুমি এই চরাচর বিশ্ব সৃজন কর। ভগবান্ শম্ভু, পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এই বর প্রদান করিয়া সেই মহালিঙ্গে লীন হইলেন! স্কন্দ কহিলেন,—হে মুনে! অদ্যাপি ব্রহ্মা সেই লিঙ্গের আরাধনা করিয়া থাকেন। মনুষ্য ইহাঁকে ব্রহ্মকৃত অথবা আত্মকৃত স্তবে স্তব করিবে; ব্রহ্মকৃত স্তব পাঠ করিলে সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া মহাপুণ্য লাভ করে ও উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। যদি মানব, সম্বৎসর যাবৎ ত্রিকালীন এই ব্রহ্মকৃত স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে, সে এতাদৃশ জ্ঞান লাভ করে, যাহাতে বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ওঙ্কারমাহাত্ম্য।

স্কন্দ কহিলেন,—হে বাতাপিসংহারক! পূর্ব্বকালে পাদ্মকল্পে দমন নামক ব্রাহ্মণের যে পাপত্রাসিনী ঘটনা কাশীতে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভারদ্বাজের পুত্র দমন নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি উপনীত হইয়া নিখিলবিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক দুঃখময় সংসার ও ক্ষণভঙ্গুর জীবন দেখিয়া পরম নির্ব্বেদ সহকারে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া কোন দিকে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রতি কানন, তীর্থ, আশ্রম, নদী পর্ব্বত ও সমুদ্রে তপোযুক্ত হইয়া ভ্রমন করিতে লাগিলেন। ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে যথায় যেথায় যত সিদ্ধ ক্ষেত্র ছিল, তিনি তথায় চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চিত্ত কোথাও স্থৈর্য্য অবলম্বন করিল না ও অভীষ্ট বিষয়ের উপদেষ্টা কোথায়ও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। একদা সেই তপস্বী দমন দৈবযোগে রেবানদীর তটে অমরকণ্টকতীর্থে ও ওঙ্কারেশ্বরের পবিত্র মহাধাম দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তাঁহার চিত্ত আনন্দিত ও স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হইল। তৎপরে তিনি তথায় দেখিলেন যে, বিভূতিলিপ্তদেহ কতকগুলি পাশুপতব্রতধারী তাপস, লিঙ্গপূজান্তে প্রাণযাত্রানির্ব্বাহ করিয়া গুরুপাদমূলে সুখে উপবেশন করিয়া আগমশাস্ত্রের বিচার করিতেছেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতকন্ধরে তদীয় আচার্য্য অন্নিধানে আসীন হইলেন! তাঁহাকে নিকটে উপবেশন করিতে দেখিয়া, তপশ্চরণে কৃশদেহ, সর্ব্বতপস্বিশ্রেষ্ঠ, শিবারাধনতৎপর, সেই পাশুপতগণের আচার্য্য গর্গ নামক মহামুনি, দমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কেনই বা এই যৌবনকালে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছ?—তাহা বল!" এইরূপ স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দমন বলিলেন,—হে পাশুপতাচার্য্য, পরমশৈব, ভৃগুবংশতিলক! মদীয় চিত্তব্যাপার যথার্থরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি ব্রাহ্মণ-পুত্র; বেদশাস্ত্রে বহুশ্রম করিয়াছিলাম, পরে সংসারের অসারতা জানিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি। আমি এই শরীরে মহাসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য বহু তীর্থে স্নান, কোটি কোটি মন্ত্র জপ, বহুতর দেবতাসেবা, অসংখ্য হোম ও বহু দিবস অনেক গুরুশুশ্রূষা করিয়াছি। আমি মহাশ্মশানে ভূয়সী নিশা যাপন করিয়াছি, পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করিয়াছি, সহস্র সহস্র দিব্য ওষধি সংসাধিত করিয়াছি, বহু রসায়ন সেবন করিয়াছি। কৃতান্তের বদন তুল্য, সিদ্ধপুরুষবহুল, অনেক পর্ব্বতকন্দরে অতি সাহস অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিয়াছি, বহু নিয়ম ও যমসহকারে

মহাতপশ্চরণ করিয়াছি; কিন্তু হে প্রভো! কোথায়ও কিঞ্চিৎ সিদ্ধির অঙ্কুর দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে আপনার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিতেছি,—উপস্থিত হইবামাত্র যেন সিদ্ধিলাভ হইয়াছে ও তাহাতে চিত্ত স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছে। আপনার মুখকমল হইতে যে বাক্য নির্গত হইবে, তাহাতেই আমার অবশ্য মহাসিদ্ধি লাভ হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। অতএব এই পার্থিব স্থূলশরীরে যাহাতে আমার সিদ্ধি লাভ হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। দমনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন গর্গাচার্য্য, প্রত্যক্ষদৃষ্ট অতি আশ্চর্য্য উত্তম এক কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার পাশুপতব্রতধারী মুমুক্ষু শিষ্যগণ সকলেই স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিল। গর্গ বলিলেন, যদি এই দেহে তুমি সিদ্ধিবাসনা করিয়া থাক, তবে তাহার উপায় বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এই অবিমুক্ত নামক মহাক্ষেত্র সজ্জনের সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ রত্নের পরম আকর, স্বৈরচারী আশ্রিত জীবরূপ পতঙ্গের প্রদীপস্বরূপ, অন্ধকাররূপ অজ্ঞানরাশির পক্ষে সহস্ররশ্মি, কর্ম্মরূপ মহীরুহের দাবানল, সংসারসাগরের বাড়বানল, নির্ব্বাণলক্ষ্মীর ক্ষীরসমুদ্র ও সুখের সঙ্কেতগৃহস্বরূপ। ইনি দীর্ঘ নিদ্রায় নিদ্রিত জীবগণের পরম উদ্বোধ প্রদান করেন। ইনি মার্গবৃক্ষের ন্যায় ছায়া দানে যাতায়াতশ্রমার্ত্ত পথিকের শ্রম অপনোদন করেন। ইনি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায়, বহুজন্মার্জ্জিত পাপাচলের পক্ষচ্ছেদনে ব্রতী। ইঁহার নামোচ্চারণ মাত্রে মানবের মহা কল্যাণ হইয়া থাকে। ইহা বিশ্বনাথের নিত্যধাম, স্বর্গ ও অপবর্গের সীমা এবং ইহার ভূমি স্বর্গনদীর চঞ্চল কল্লোলে প্রতিনিয়ত প্রক্ষালিত হইয়া থাকে। হে মহামতে! সর্ব্বদুঃখহারী ঈদৃশ মহাক্ষেত্রে আমার যাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বলিতেছি। এই কাশীতে কালভয় কিংবা পাপভয় নাই। এই ক্ষেত্রের মহিমা সম্পূর্ণভাবে কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ? এই ভূমণ্ডলে জীবগণের পাপমোচক যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহারা আত্মবিশুদ্ধির জন্য নিত্য কাশীতে আসিয়া থাকে। সর্ব্বভোজী, সর্ব্ববিক্রয়ী কাশীবাসী ব্যক্তি যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্যত্র বিবিধ যজ্ঞ ও দান করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাগরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন বিশাল সংসারবৃক্ষ, এই কাশীতে দীর্ঘনিদ্রারূপ কুঠারে ছিন্ন হইলে আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। পৃথিবীতে যে সমস্ত উষরক্ষেত্র বিদ্যমান আছে, কাশী তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই ক্ষেত্রে দেহবীজ বপন করিলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না। যে সাধুগণ দেহাবসান কালে কাশীর স্মরণ করিবে, তাহারাও পাপরাশিমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিবে। সত্যাদি সর্ব্ব লোকের সম্পত্তি ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু এই অবিমুক্তক্ষেত্রের সম্পদ্ কদাচ ভঙ্গুর নহে; তাহা শিবের আজ্ঞায় লাভ করিতে পারা যায়। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে কৃমি, কীট ও পতঙ্গও যদি দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের যে গতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি কখন মনুষ্য কালক্রমে বারাণসী প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, তাহার এরূপ উপায় বিধান করা উচিত, যাহাতে বাহিরে নিষ্ক্রান্ত না হইতে হয়। পূর্ব্বদিকে মণিকর্ণীশ্বর, দক্ষিণদিকে ব্রহ্মেশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর ও উত্তরে ভারভূতেশ্বর, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ক্ষেত্রই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র; ইহা মহাফলদায়ক। মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণ করিলে মানবের রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে এবং তথায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এই অবিমুক্তক্ষেত্রের তুল্য সাধকের সিদ্ধিদায়ক ক্ষেত্র কুত্রাপি নাই, ইহা নিঃসংশয়

জানিবে। এই ক্ষেত্রকে অতিক্রূরমূর্ত্তি, উগ্র, মহাপ্রমথগণ পাশ ও অসি হস্তে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে;—অতিভীষণ অট্টহাস নামক প্রমথ, গণকোটিবেষ্টিত হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণ যাহাতে না প্রবেশ করিতে পারে, তজ্জন্য দিবারাত্র পূর্ব্বদ্বার রক্ষা করিতেছে। ভূতধাত্রীশ প্রমথও কোটি অনুচরপরিবৃত হইয়া ক্ষেত্রের দক্ষিণদ্বার রক্ষা করিতেছে। গোকর্ণ নামক প্রমথ, কোটি গণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছে। ঘণ্টাকর্ণ নামক প্রমথ, অসংখ্য গণের সহিত উত্তরদ্বার রক্ষা করিতেছে। ছাগবক্ত্র প্রমথ ঈশানকোণ, ভীষণ নামক প্রমথ বহ্নিকোণ, শঙ্কুকর্ণ নৈঋতকোণ ও কুম্ভিচণ্ড নামক প্রমথ বায়ুকোণ রক্ষা করিতেছে। বালাক্ষ, রণভদ্র, কৌলেয় ও কালকম্পন নামক গণ গঙ্গাপারে অবস্থান করিয়া পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করিতেছে। বীরভদ্র, অনল ও স্থূলকর্ণ, ইহারা রক্ষার জন্য অসিনদীর পারে অবস্থিত আছে। বিশালাক্ষ, মহাভীম, কুণ্ডোদর ও মহোদর, ইহারা দেহলীদেশে অবস্থান করিয়া পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছে। নন্দিসেন, পাঞ্চাল, খরপাদ, করণ্ডক, গোপক ও বভ্রু, ইহারা বরণানদীর পারে রক্ষা করিতেছে। ঈদৃশ মহাপুণ্যজনক ক্ষেত্রে সাধকগণ ওঁকারেশ্বর লিঙ্গের সাধনায় এই পাঞ্চভৌতিক দেহে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এই লিঙ্গ আরাধনায় কপিল, সাবর্ণি, শ্রীকণ্ঠ, পিপ্পল ও অংশুমান, এই সকল পাশুপতব্রতধারী সিদ্ধ হইয়াছেন। একদা তাঁহারা পাঁচজনে এই ওঁকারেশ্বরের পাঁচটী পার্থিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা পূর্ব্বক "হুড়ুং" ধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইয়া গেলেন। হে মহামতে, দ্বিজসত্তম, দমন! সে স্থানে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার যাহা হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি। মুনে! এক ভেকী, তথায় লিঙ্গসমীপে সতত বিচরণ করিয়া নির্ম্মাল্যতণ্ডুল ভোজন করিত, তাহাতেই তাহার সর্ব্বদাই লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করা হইত; কিন্তু শিবনির্ম্মাল্য ভক্ষণনিবন্ধন, সেই ভেকীর তথায় মৃত্যু হইল না, নির্ম্মাল্যভক্ষণ পাপে ক্ষেত্রের বহির্ভাগে তাহার মৃত্যু হয়। বরং বিষভক্ষণ করিবে, তবু কখন 'শিবস্ব' ভক্ষণ করিবে না। বিষ একজনকে বধ করে, 'শিবস্ব' পুত্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে। শিবস্বভোজনে যাহাদের অঙ্গ পরিপুষ্ট, সাধুগণ, তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। সেই কর্ম্মফলে শিবস্বভোজীরা রৌরব নরকে বাস করে। একদিন, ভেকী ইতস্ততঃ লাফাইতেছে দেখিয়া, কাক, চঞ্চুপুটে তাহাকে গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইল। সেই কাক, ক্ষেত্রের বহির্ভাগে ভেকীকে ফেলিয়া দেয়, তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। অনন্তর, ভেকী সেই লিঙ্গের স্পর্শ এবং প্রদক্ষিণ করার ফলে, সেই শ্রেষ্ঠক্ষেত্রেই পুষ্পবটুর গৃহে যথাসময়ে পুণ্যবতী পবিত্রা দুহিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যার অবয়বসংস্থান উত্তম হইল, সে শুভলক্ষণসম্পন্না হইল। পরন্তু নির্ম্মাল্যতণ্ডুল ভোজনে তাহার মুখ গৃধ্রমুখের ন্যায় হইল। সেই কন্যা অত্যন্ত মধুরস্বরা এবং সম্যক্ গীতরহস্য অবগত হইল। সপ্ত স্বর, তিন গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ তান, একাধিক শত তাল, ছয় রাগ, প্রত্যেক রাগের পাঁচ পাঁচ পত্নী রাগিণী,—এই ছত্রিশ রাগ-রাগিণী, এতৎসমস্ত রাগসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আনন্দবর্দ্ধক। দেশকালভেদে অপর পঞ্চষষ্টি রাগরাগিণী, সুতরাং যত তাল, তত রাগ-রাগিণী আছে। সেই শুভব্রতা মাধুর্য্যালাপা মাধবী, উক্ত স্বরগ্রামাদি অনুসারে গীত নিগমবচন দ্বারা প্রত্যহ ওঙ্কারলিঙ্গের পূজা করিতেন। সেই পুষ্পবটুদুহিতা, অমূল্য যৌবনকাল পাইয়াও পূর্ব্বজন্মের বাসনাবলে, ওঙ্কারলিঙ্গেই বহুমানসম্পন্না হইয়া রহিলেন। হে দমন! স্বভাবতঃ চঞ্চল হইলেও মহাত্মা ব্যক্তির চিত্ত যোগ দ্বারা যেমন স্থির হয়, তদ্রূপ, স্বভাবতঃ চঞ্চল

হইলেও তাঁহার চিত্তও সেই লিঙ্গসেবাতে করিয়াই স্থির হইল। সেই কন্যাকে দিবসে ক্ষুধাতৃষ্ণা পীড়া দিতে পারে নাই, রাত্রিতে নিদ্রা তাহাকে কাতর করিতে পারে নাই; পুষ্পবটু-দুহিতা লিঙ্গদর্শনে মনের আলস্য করিত না। দিবারাত্রের মধ্যে চক্ষু নিমেষ যত আছে, সাধ্বী সেই কন্যা, তাবৎকালকেও মহাবিঘ্ন বলিয়া বিবেচনা করিত। "নিমেষ-পাতের সময় লিঙ্গদর্শন না হওয়াতে নিমেষান্তরিত যে যে কাল ব্যর্থ গেল, তাহার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে?" মাধবী এই চিন্তা করিতে করিতেই ওঙ্কারের সেবা করিত; কখন ওঙ্কারলিঙ্গের সেবা পরিত্যাগ করে নাই। কখন তাহার জলতৃষ্ণা হইলে, সে লিঙ্গনামামৃতই পান করিত। তাহার কর্ণান্তা-কৃষ্টনয়নযুগলও সজ্জনগণের হৃদয়াকাশস্থিত ওঙ্কারলিঙ্গ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে অভিলাষী হয় নাই। তাহার কর্ণযুগল, অন্য শব্দ গ্রহণ করিত না; তাহার করদ্বয়ও ওঙ্কারলিঙ্গের পূজাদি কর্ম্মানুষ্ঠানেই নিপুণ হইয়াছিল। তাহার চরণযুগলও নির্ব্বাণলক্ষ্মীর অধিষ্ঠিত ওঙ্কারেশ্বরের প্রাঙ্গণভূমি ব্যতীত অন্য স্থানে সুখাভিলাষে বিচরণ করে নাই। ব্রহ্মপ্রকাশক প্রণববাচ্য, শব্দব্রহ্মময় ত্রয়ীমূর্ত্তি, নাদবিন্দুকলার আশ্রয়, সদক্ষর, আদিরূপ বিশ্বরূপ, কার্য্যকারণরূপী, বরেণ্য, বরদ, বর, শাশ্বত, শান্ত, ঈশ্বর, সর্ব্বলোকৈকজনক, সর্ব্বলোকৈকরক্ষক, সর্ব্বলোকৈকসংহারক, সর্ব্বলোকৈক-বন্দিত, আদ্যন্তবর্জ্জিত, অব্যয়, নিত্য, শিব, শঙ্কর, অদ্বিতীয়, ত্রিগুণাতীত, ভক্তহৃদয়স্থিত, উপাধিশূন্য, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, নিষ্প্রপঞ্চ, স্বপ্রকাশ স্বাত্মারাম, অনন্ত, সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বসুখাস্পদ, পরম সার, সর্ব্ব ওঙ্কারেশ্বর এইরূপ বাক্য উচ্চারণ তদীয় বাগিন্দ্রিয় অহোরাত্র করিত; কখন অন্য কাহারও নাম গ্রহণ করিত না। তাহার রসনা, দিবারাত্র ওঙ্কারেশ্বরের নামাক্ষররস আস্বাদন করিত; অন্য রস জানিত না। মাধবী ওঙ্কারেশ্বরের প্রাসাদসম্মার্জ্জন, প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে চিত্রসমূহপ্রস্তুতি এবং পূজাপাত্র শোধন করিত। তথায় ওঙ্কারেশ্বর-শিবপূজানিরত যে সকল শৈব থাকিতেন, সেই কন্যা, তাহাদিগকে পিতৃবোধে অতি ভক্তি সহকারে নিত্য পূজা করিত। একদা, বৈশাখ মাসের চতুর্দ্দশীতে দিবসে উপবাস ও রাত্রিতে জাগরণ করিয়া থাকিয়া সেই মহামতী মাধবী প্রাতঃকালে,-যখন ভক্তেরা যাত্রা করিবার জন্য নানাস্থানে গিয়াছেন, তখন মন্দিরমার্জ্জনাদি করিবার পর সহর্ষে লিঙ্গপূজা করিয়া মধুর শিবগীত গান, ভাবাবেশে নৃত্য এবং ওঙ্কারেশ্বর শিবের ধ্যান করিতে করিতে এই পার্থিব দেহেই সেই লিঙ্গে বিলীন হইলেন। আমাদিগের আচার্য্যপ্রবর তপস্বি-গণের সমক্ষে গগনব্যাপী যে জ্যোতি সেই লিঙ্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সেই বালা মাধবীও জ্যোতির্ম্ময় রূপে ছিলেন। অদ্যাপি কাশীক্ষেত্রনিবাসিগণ বৈশাখ মাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে মহোৎসব সহকারে সেই স্থানে যাত্রা করেন। তথায় সেই চতুর্দ্দশীতে উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিলে, মানব যেখানেই কেন মরুক না, পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেই। ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তই বৈশাখশুক্লচতুর্দ্দশীতে ওঙ্কার শিবের দর্শনার্থ আগমন করেন। লিঙ্গের সম্মুখে শ্রীমুখী নাম্নী পরমোত্তমা এক গুহা আছে, তাহা পাতালের দ্বার; সিদ্ধগণ তথায় বাস করেন। যাহারা শোভনব্রতসম্পন্ন হইয়া পঞ্চরাত্র সেই গুহায় অবস্থিতি করিতে পারে, তাহারা নাগকন্যাদিগকে দেখিতে পায়, আর নাগকন্যারা তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বলিয়া দিতে পারে। গুহার উত্তরদিকে 'রসো-দক' নামে কূপ আছে; ছয়মাস যাবৎ সেই কূপের জলপান করিলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরসায়ন পান করা হয়। তথায়, নাদোৎপত্তিস্থান নাদেশ্বরলিঙ্গ বর্ত্তমান; যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন

করে, সর্ব্বনাদাত্মক বিশ্ব তাঁহার শ্রবণগোচর হয়। তথায় প্রাণী, গঙ্গাবরণাপ্লুত মৎস্যোদরী-প্রবাহে স্নান করিলে কৃতার্থ হয়, তাহার আর কোথাও শোক করিতে হয় না। অসংখ্য ওঙ্কারেশ্বরলিঙ্গ-সেবকগণ, দিব্যভাবাপন্ন পার্থিব-দেহে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অবিমুক্তক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ মৎস্যোদরী-তীরে ওঙ্কারলিঙ্গস্থান তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে দমনক! কাশীতে যাহারা ওঙ্কারেশ্বরকে প্রণাম বা পূজা না করিয়াছে, তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে কেন? তাহারা কেবল মাতৃযৌবননাশক ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে সত্তম! বিশ্বেশ্বর, মন্দরপর্ব্বত হইতে সেই আনন্দকাননে আসা অবধি, সকল আয়তন, পর্ব্বত, সাগর, নদী, তীর্থ এবং দ্বীপ সকল তথায় যাইতেছে। হে মুনে! অধুনা ভাগ্যক্রমে তুমি আমায় স্মরণ করাইয়া দিলে; আমিও আসি; ধীরে ধীরে কাশীতে যাইব। মহাপাশুপতব্রতসম্পন্ন এই আমার শিষ্যগণও কাশীগমনে অভিলাষী; কেননা, সকলেই ইহারা মুমুক্ষু। যাহারা বৃদ্ধাবস্থাতেও কাশীসেবা না করে, তাহাদের মহাসুখ হইবে কিরূপে? দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম ত গতপ্রায়। যাবৎ ইন্দ্রিয়বৈকল্য না হয়, যাবৎ আয়ুঃক্ষয় না হয়, তাবৎকালের মধ্যে শিবের আনন্দকানন যত্নসহকারে সেবনীয়। যাহারা শ্রীনিকেতন শাম্ভব আনন্দকাননকে আশ্রয় করে, সেই মহাসুখের একমাত্র আশ্রয় জনগণকে লক্ষ্মী কদাপি পরিত্যাগ করেন না। তিনি অচলা হইয়া থাকেন। পাশুপতোত্তম গর্গ এই রমণীয় কথা কীর্ত্তন করিয়া ভারদ্বাজনন্দন দমনের সহিত বারাণসী-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। গর্গাচার্য্যসমভিব্যাহারী ধর্ম্মাত্মা দমনও শ্রীমান্ ওঙ্কারনাথের আরাধনা করিয়া সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হন। স্কন্দ বলিলেন, হে ইল্বলশত্রো! অবিমুক্তক্ষেত্রে ওঙ্কার একটী পরম স্থান। হে মুনে! তথায় বহু বহু সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কলিকলুষপূর্ণচিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট, বিশেষতঃ নাস্তিকের নিকট ওঙ্কারেশ্বরমাহাত্ম্য বক্তব্য নহে। যাহারা শিবনিন্দা করে, যে নির্ব্বুদ্ধিগণ, শিবক্ষেত্রের নিন্দা করে এবং যাহারা পুরাণনিন্দা করে, তাহারা কোথাও কখন সম্ভাষণীয় নহে। ওঙ্কার-সদৃশ লিঙ্গ ভূতলে কোথাও নাই, দেবদেব, নিশ্চয় করিয়া গৌরীর নিকটে ইহা বলেন। মনুষ্য, তদ্গতচিত্তে এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিব-লোক প্রাপ্ত হয়।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

ত্রিলোচনাবির্ভাব।

অগস্ত্য বলিলেন, হে বিশাখ! মহাপাতক-বিনাশিনী এই ওঙ্কারকথা শ্রবণ করিয়া, আমার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না, এক্ষণে তুমি ত্রিলোচনলিঙ্গসম্বন্ধিনী কথা বল। হে মহামতে ষড়ানন! কিরূপে পরমপবিত্র ত্রিলোচনাবির্ভাব হয়, দেবদবে, দেবদেবীর নিকট তৎসম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন? স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! দেবদেব, ত্রিলোচনোৎপত্তিসম্বন্ধে যেরূপ কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শ্রমনিবারিণী কথা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিরজা নামে প্রসিদ্ধ পীঠ, তথায় ত্রিবিষ্টপ (ত্রিলোচন) লিঙ্গ, সেই পীঠ দর্শন মাত্রেই মানব রজঃশূন্য হয়। হে কুম্ভযোনে! তথায় ত্রিলোচনলিঙ্গের দক্ষিণভাগে তিন নদী মিলিত হইয়াছেন। তিন নদীই পাপহারিণী। সেই লিঙ্গকে স্নান করাইবার জন্য, সাক্ষাৎ সরস্বতী যমুনা এবং অতি সুখদায়িনী নর্ম্মদা, এই নদীত্রয়ই স্রোতোমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মূর্ত্তিমতী সেই তিন নদীই হস্তে কুম্ভ লইয়া সেই মহাতেজঃসম্পন্ন মহৎ ত্রিবিষ্টপলিঙ্গকে ত্রিসন্ধ্য স্নান করান। সেই ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের তিনদিকে, সেই নদীত্রয়ও স্ব স্ব নামানুসারে লিঙ্গ স্থাপনা করিয়াছেন; সেই সব লিঙ্গ

দর্শনে, উক্ত নদীত্রয়ে স্নান করিবার ফলপ্রাপ্তি হয়। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের দক্ষিণে সুরস্বতীশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন করিলে, সরস্বতীলোকপ্রাপ্তি এবং জাড্যনাশ হয়। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের পশ্চিমদিকে যমুনেশলিঙ্গ; পাপী মানবেরাও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, তাহাদের যমলোকে যাইতে হয় না। ত্রিলোচনলিঙ্গের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত নর্ম্মদেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিলে উত্তম সুখ লাভ হয়, সেই লিঙ্গের পূজা করিলে মনুষ্যগণের গর্ভবাস হয় না। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ সমীপে পিলিপ্পিলাতীর্থে স্নান এবং ত্রিলোচন দর্শন করিলে, পুনরায় আর শোক করিতে হয় কি? ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের স্মরণ করিলেও মানব, স্বর্গের রাজা হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গদর্শক মানবেরা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারাই কৃতার্থ এবং তাহারাই মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, আনন্দকাননে যাহারা ত্রিপিষ্টপলিঙ্গকে প্রণাম করিয়াছে, অথবা যে শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, ত্রিলোচনের নাম শ্রবণও করিয়াছে, তাহারা সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে যত শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান, তৎসমস্ত অবলোকন করিলে যে ফল হয়, কাশীতে ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিলে, আমার বিবেচনা হয়, ততোধিক ফলপ্রাপ্তি ঘটে। কাশীতে ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ অবলোকনে, সমগ্র স্বর্গদর্শনের ফল হয়, ক্ষণমধ্যে তাহার সমস্ত পাপ দূর হয় এবং আর গর্ভভোগ তাহার করিতে হয় না। যে ব্যক্তি পিলিপ্পিলাতীর্থে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করে, তাহার সর্ব্বতীর্থস্নানফল এবং সর্ব্বযজ্ঞান্তস্নানফল প্রাপ্তি হয়। মহাপবিত্র নদীত্রয় যথায় সতত বর্ত্তমান, সেই স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে গয়াতে আর শ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? পিলিপ্পিলাতীর্থে স্নান, তথায় পিণ্ডদান এবং ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিলে কোটি তীর্থ ফলপ্রাপ্তি হয়। অন্যস্থানে কৃত পাপ কাশীদর্শনে বিনষ্ট হয়, কিন্তু কাশীতে

পাপ করিলে তাহাতে পিশা পদ প্রাপ্তি হয়। তবে প্রমাদ বশতঃ শিবের আনন্দকাননে পাপ করিয়া ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিলে, সে পাপও বিনষ্ট হয়। সকল ভূভাগের মধ্যে আনন্দকানন শ্রেষ্ঠ; তথায় সর্ব্বতীর্থ বর্ত্তমান ওঙ্কারস্থান, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ; মোক্ষপথপ্র: শ্রবণ ওঙ্কারলিঙ্গক্ষেত্র অপেক্ষা মঙ্গল স্বরূপ ক্য-খচিত চনলিঙ্গ অতি শ্রেষ্ঠতর। ণ উচ্চ শিব- যেমন সূর্য্য, দৃশ্য বস্তুর ম ধারণস্তম্ভের ন্যায়, তেমনি সকল লিঙ্গের ম নিবর সেই প্রাসা- শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ মহাত্ম্য সকল পবনান্দোলিত পদবী, ত্রিলোচনলিঙ্গপূজ উহারা পাপরাশিকে নহে। একবার ত্রিলোচন এবং উহাতে বহুতর উপার্জ্জিত হয়, অন্য লি হইত যেন পূর্ণ- করিলেও সে ফললাভ হয় পক্ষপাতী হইয়া শালী মানবগণ, কাশীতে ত্রি ছেন। ঐস্থানে করে, আমার প্রতি অভিলাষী প্রত্যহ তাহা- তাহাদিগকে পূজা করিবে সর্ব্ব য়াছে উড়িয়া পাশুপত ব্রত অবলম্বন করিয়া ত বায়ু সেই হইতে স্খলিত হইলেও, মানবেরা ম তাহারা সমূহবিনাশক মোক্ষনিক্ষেপ-স্থান পুণ্যবান, ত্রিবিষ্টপ মহালিঙ্গ থাকিতে, কিসে ভয় করে? একবার মাত্র ত্রিলোচন মহালিঙ্গকে পূজা করিলে শতজন্মার্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, অশীতি-রত্তিকার অন্যূন সুবর্ণচোর, বিমাতৃগামী এবং অন্যূন সংবৎসরকাল পূর্ব্বোক্ত পাপীদিগের সংসর্গী—ইহারা মহাপাপী বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। পরদাররত, পরহিংসারত, পরনিন্দারত, বিশ্বাস-ঘাতী, কৃতঘ্ন, ভ্রূণঘাতী, বৃষলীপতি, মাতৃত্যাগী, পিতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, গোঘাতী, স্ত্রীঘাতী, শূদ্রঘাতী, কন্যাদূষক ক্রূর, পিশুন, স্বধর্ম্মবিমুখ, নিন্দক, নাস্তিক, কূট-সাক্ষী, অপবাদক, অভক্ষ্য ভক্ষক এবং অবিক্রেয়-বিক্রয়ী ইত্যাদী পাপযুক্ত ব্যক্তিও ত্রিলোচন লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া, পাপ হইতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হয়, কেবল শিবনিন্দক ব্যক্তি নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় না। যে মূঢ় ব্যক্তি, শিব-

নিন্দারত বা শিবশাস্ত্রনিন্দক, কোন শাস্ত্রে কেহই তাহার নিস্তারের উপায় দেখেন নাই। যে অধমাধম ব্যক্তি শিবনিন্দা করে, জানিবে, সে আত্মঘাতী, সে ত্রিলোকঘাতী, সে অনা- ভাষ্য। যাহারা শিবনিন্দারত এবং যাহারা দেহে ৎ ব্যক্তিগণেরও নিন্দা করে, তাহারা ব্রহ্মাণ্ড মন্দসূর্য্যের অস্তিত্ব, ততদিন ঘোর তীরে ওঙ্কারাদের। মোক্ষাভিলাষিগণ, প্রযত্ন, দমনক! কাশীতে শৈবগণের পূজা করিবে, বা পূজা না করিয়াল, শিব, নিঃসন্দেহ প্রীত য়াছে কেন? তাহারাই প্রায়শ্চিত্ত করিতে ভিন্ন আর কিছুই নব্যেক্তিরা নিঃশঙ্কে এই মন্দরপর্ব্বত হইতেদি পাপভীত হইয়া থাক, অবধি, সকল আকরিতে অভিলাষী হইয়া তীর্থ এবং দ্বীপ সন্মাণে আমার বাক্য যাদ মুনে! অধুনা ভা'তাহা হইলে, সব ছাড়িয়া করাইয়া দিলে;, করিয়া অনন্দকাননে, কাশীতে যাইশ্বেশ্বরদেব অবস্থিত তথায়, আমার শিম সেইক্ষেত্রে প্রবিষ্ট, বিশ্বাসী কেননা,.ক, পাপনিচয় ক্লেশ দিতে পারে না বৃন্দ তাহারা পরমধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তথায় নদীত্রয়পরিষেবিত, অতি নির্ম্মল ত্রিলোচন-দৃষ্টিপাতে দূরীকৃত-মহাপাপরাশি পিলিপ্পিলা নামক পুণ্য ত্রিস্রোত মহাতীর্থে স্নান, গৃহোক্ত বিধি-অনুসারে তর্পণীয়গণের তর্পণ, 'বিত্তশাঠ্য'-বিবর্জ্জিত হইয়া যথাশক্তি দান, ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ দর্শন, অনন্তর গন্ধ, পঞ্চামৃত, বিবিধ মাল্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, বহুতর ভূষণ, ঘণ্টা দর্পণ, চামর, বিচিত্রধ্বজপতাকা ইত্যাদি পুজোপকরণ দ্রব্য, নৃত্য, বাদ্য, গান, জপ, প্রদক্ষিণ, সানন্দ নমস্কার, পরিচারকদিগকে পারিতোষিক দান,—এইরূপে অতি ভক্তি-ভাবে, ত্রিলোচনের পূজা করিয়া "আমি নিষ্পাপ" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারাও তাহা বলাইবে; প্রাজ্ঞ মনুষ্য এইরূপ করিলে অদ্যাপি ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। তারপর পঞ্চনদে স্নান, তারপর মণিকর্ণিকাহ্রদে স্নান, তারপর, বিশ্বেশ্বরের পূজা করিলে মহৎ পুণ্য প্রাপ্ত হয়। মহাপাতক-বিশোধক এই প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল; কাশীমাহাত্ম্যনিন্দক নাস্তিক ব্যক্তির নিকট ইহা বক্তব্য নহে। হে কুম্ভযোনে! অর্থলোভে নাস্তিককে এই শুভ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিলে, দাতার নরক-প্রাপ্তি হয়, ইহা সত্য সত্য। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে, যে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হয়, কাশীতে প্রদোষ সময়ে ত্রিলোচন শিবকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলে সেই ফল হয়। কাশীতে সর্পময়মেখলাসম্পন্ন ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিয়া অন্যত্র মৃত্যু হইলেও জন্মান্তরেও তাহার মুক্তি লাভ হয়। অন্য লিঙ্গে পুণ্যকালের বিশেষত্ব আছে, ত্রিবিষ্টপলিঙ্গে দিবারাত্র মানবগণের পুণ্যকাল। ওঙ্কার-প্রমুখ লিঙ্গসমূহ, পাপ-রাশিকে অত্যন্ত বিনাশ করেন বটে, কিন্তু হে পার্ব্বতি! ত্রিলোচনলিঙ্গের শক্তি এক স্বতন্ত্র প্রকারের। এই লিঙ্গ, যে কারণে সর্ব্বলিঙ্গ অপেক্ষা অত্যুত্তম. হে অপর্ণে! আমি বলি-তেছি, শুন আমার কথায় কাণ দেও। পূর্ব্ব-কালে, যোগাবস্থায় আমার এই মহৎ লিঙ্গ, সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভূতল হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। হে গৌরি! এই লিঙ্গে অতি গুপ্তভাবে অবস্থিত আমি, তোমাকে ত্রিনেত্র প্রদান করি, তাহাতে তুমি উত্তমদৃষ্টি-সম্পন্না হইয়াছ। হে দেবেশি! তদবধি, বিষ্ট-পত্রয়স্থ অর্থাৎ ত্রিভুবনবাসীরা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদ এই লিঙ্গকে 'ত্রিলোচন' বলিয়া কীর্ত্তন করে। যাহারা ত্রিলোচনলিঙ্গের ভক্ত, তাহারা সকলেই ত্রিলোচন-সম্পন্ন মদীয় পারিষদ। আর তাহা-রাই জীবন্মুক্ত। হে মহেশানি! ত্রিলোচন-মাহাত্ম্য আমিই গোপন করিয়া রাখিয়াছি সম্পূর্ণরূপে কেহই তাহা অবগত নহে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার পিলিপ্পিলা হ্রদে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া রাত্রিজাগরণ পূর্ব্বক ত্রিলোচন পূজা, প্রাতঃ-কালে পুনরায় সেই হ্রদে স্নান, আবার ত্রিলোচন লিঙ্গ পূজা, পরে সহর্ষে দেবপিতৃ উদ্দেশে অন্ন এবং দক্ষিণাযুক্ত ধর্ম্মঘট দান করিয়া পশ্চাৎ

শিবভক্তবৃন্দের সহিত পারাণ করিলে, হে দেবি! পার্থিব দেহ অরিত্যাগের পর সেই পুণ্যবলে তাহারা নিশ্চয় আমার শ্রেষ্ঠ গণ (পারিষদ) হইয়া থাকে। হে গৌরি! দেবতাগণ, মর্ত্ত্য-গণ, মহাসর্পগণ, কাশীতে যতদিন ত্রিলোচন-লিঙ্গ না দেখে, ততদিন সংসারে ঘুরিয়া থাকে। পিলিপিলা হ্রদে স্নান করিয়া একবার ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গ অবলোকন করিলে, প্রাণী আর মাতৃগর্ভে বাস করে না। হে ভামিনি! প্রতি মাসের অষ্টমীতে ও চতুর্দ্দশীতে তীর্থগণ, দেবদেব ত্রিলোচনকে দেখিবার জন্য সর্ব্ব সময়েই আসেন। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের দক্ষিণে পিলিপিলা-সলিলে স্নান করিয়া তথায় একটী সন্ধ্যা করিলে, রাজসূয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। সেই খানেই পাদোদক নামে পাপবিনাশক এক কূপ আছে; তাহার জলপান করিলে মানুষের আর মর্ত্ত্যবাসী হইতে হয় না। ত্রিলোচন লিঙ্গের পার্শ্বে অনেকানেক লিঙ্গ আছে এই কাশীধামে, দর্শন স্পর্শনে তাঁহারাও মুক্তিদান করেন। তথায় শান্তনব লিঙ্গ গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত; সংসারতাপিত মনুষ্য সেই লিঙ্গ দর্শনে শান্তি লাভ করে। হে মুনে! তাহার দক্ষিণে ভীষ্মেশ্বর নামক মহা লিঙ্গ; তাহাকে দর্শন করিলে, কাল, কাম, কলি পীড়াজনক হয় না। তৎপশ্চিমে দ্রোণেশ নামে কীর্ত্তিত মহালিঙ্গ; এই লিঙ্গপূজার ফলে, দ্রোণ, পুনরায় জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎসম্মুখে অতি পুণ্যপ্রদ অশ্বত্থামেশ্বরলিঙ্গ; এই লিঙ্গ-পূজাফলেই দ্রোণনন্দন, যমকেও ভয় করেন না। দ্রোণেশ্বরলিঙ্গের বায়ুকোণে বালখিল্যেশ্বর পরম লিঙ্গ; শ্রদ্ধাসহকারে সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে, সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করে। তাঁহার বামে অবস্থিত বাল্মীকেশ্বর নামক লিঙ্গের সম্পূর্ণ অবলোকনে মানব শোকশূন্য হয়। হে কুম্ভযোনে! এ স্থানে অন্য যাহা হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি; দেবদেব, ভগবতীর নিকট এই ত্রিবিষ্টপের মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৫

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ত্রিলোচনপ্রভাব বর্ণন।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে অগস্ত্য! এই বিরজাপীঠ শিবালয়ে পূর্ব্বে যে এক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়কালেও এই নানা মাণিক্য-খচিত গবাক্ষরাজি বিরাজিত, সুমেরু সদৃশ উচ্চ শিব-ভবন, বিধাতৃসৃষ্ট পদার্থের ধারণস্তম্ভের ন্যায়, শোভা পাইয়াছিল। হে মুনিবর! সেই প্রাসাদের উপরিস্থিত পতাকা সকল পবনান্দোলিত হইলে, বোধ হইত যেন উহারা পাপরাশিকে আসিতে নিষেধ করিতেছে এবং উহাতে বহুতর সুবর্ণময় পূর্ণকুম্ভ থাকায়, বোধ হইত যেন পূর্ণ-শশধর সেই অট্টালিকার পক্ষপাতী হইয়া তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন। ঐস্থানে এক কপোতমিথুন বাস করিত প্রত্যহ তাহাদের প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উড়িয়া বেড়াইবার কালে পক্ষসঞ্চালিত বায়ু, সেই প্রাসাদের ধূলি সকল বিদূরিত করিত। তাহারা তত্রত্য শৈবগণের কণ্ঠোচ্চারিত, "ত্রিলোচন, ত্রিবিষ্টপ" এই নাম সর্ব্বদা শ্রবণ করিত এবং সর্ব্বদা শিবসন্তোষকর চতুর্ব্বিধ বাদ্যের ধ্বনি শ্রবণে হৃষ্টচিত্তে সেই কপোতযুগল ত্রিসন্ধ্যা ভগবানের মাঙ্গলিক আরত্রিকের জ্যোতিতে দূরস্থ ভক্তবৃন্দের চেষ্টা সকল নিরীক্ষণ করিত। সুধীর সেই কপোতযুগল, আহার না পাইলে কখন তাহার জন্য চেষ্টিত হইত না। শৈবগণ সেই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে তণ্ডুলাদি নিক্ষেপ করিলে তাহারা সেই সমুদয় আহার করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিত এবং তথায় বিরাজিতা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও নর্ম্মদা, এই চারিটী পুণ্যনদীর সলিলেই কপোতমিথুনের স্নান ও পানকার্য্য সম্পন্ন হইত। এই প্রকারে সদনুশীলী বিহগদ্বয়, মহাদেবের অনুগ্রহে বহুকাল অতিবাহিত করিলে, একদা এক শ্যেনপক্ষী, সেই দেবালয়ের মধ্যগবাক্ষে সুখাসীন কপোত-মিথুনকে দেখিতে পাইল। তাহাদিগকে আয়ত্ত

করিবার বাসনায় সে অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তৎসম্মুখীন অপর এক দেবগৃহে প্রবেশ করিল এবং তথায় তাহাদের প্রবেশ ও নির্গমের পথ লক্ষ্য করিয়া থাকিল। 'ইহারা কোন্ পথ দিয়া কোন্ সময়ে কি কার্য্য করে, কিরূপেই বা ইহাদিগকে এই দুর্গম গৃহ হইতে আত্মসাৎ করিতে পারিব" তথায় থাকিয়া শ্যেন এই সকল চিন্তা করিতে লাগিল। "দুর্গবল, বিচক্ষণদিগের প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে, ইহা যথার্থ; কারণ দুর্ব্বলপুরুষ, দুর্গ আশ্রয় করিয়া সবল শত্রুকর্তৃক পরাভূত হয় না। একমাত্র দুর্গ রাজার যাদৃশ কার্য্যসাধক হয়, প্রবলতম সহস্র হস্তী বা লক্ষ অশ্বও তাঁহার তাদৃশ কার্য্য নিষ্পাদন করে না। স্বাধীন ও অবিজ্ঞেয় দুর্গে বাস করিলে কখন কোন শত্রুকে ভয় করিতে হয় না।' সেই শ্যেনপক্ষী এইরূপে দুর্গের প্রশংসা করিয়া, পারাবতমিথুনের উপর তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করত নভোমার্গে উড্ডীন হইল। তৎকালে কপোতী সেই মাংসাশী বিহঙ্গমের চেষ্টা দেখিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে প্রিয়তম! হে বিবিধকামসুখাধার! আপনি এই সম্মুখে উড্ডীয়মান শ্যেনপক্ষীকে আমাদের প্রবল শত্রু বলিয়া জানিবেন। কপোতীর বাক্য শুনিয়া কপোত হাস্যপূর্ব্বক তাহাকে "হে প্রিয়ে! তোমার চিন্তা নিরর্থক" এই বলিয়া কহিতে লাগিল, হে সুন্দরি! সংসারে বহুতর পক্ষীই বিচরণ করিয়া থাকে; তাহারা কত দেবালয়েই উপবেশন করিয়া থাকে এবং আমাদিগের এই সুখনিবাসও সকল পক্ষীরাই দেখিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগের নিকট হইতে যদি কোনরূপ ভয় থাকিত, তবে সুখে আমরা বাস করিতে পারিতাম না। হে প্রিয়ে! তুমি চিন্তিতা হইও না, আমার সহিত সুখে বিচরণ কর; আমি এই শ্যেনপক্ষী হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেছি না। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, কপোতী, কপোতের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া তৎপদে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত মৌনভাব ধারণ করিল; কারণ পতির প্রিয়কাঙ্ক্ষিণী পতিব্রতা নারী পতিকে হিতকথা উপদেশ দিয়া, তাঁহার অন্যায় বাক্যেরও প্রতিবাদ না করিয়া তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকে। এইরূপে সেই দিন অতীত হইলে পুনরায় পরদিবস সেই শ্যেন তথায় আসিয়া, ক্ষীণায়ু ব্যক্তি যেমন মৃত্যু কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পারাবত-মিথুনের উপর নিশ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিল। শ্যেনপক্ষী সেই শিবালয়ের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করত কপোতযুগলের প্রবেশ নির্গম পরিদর্শন করিয়া সে দিবস আকাশে উড়িয়া যাইল। তখন কপোতী নিজ স্বামীকে কহিল, হে নাথ! ঐ দুষ্ট শত্রু শ্যেনকে আপনি কি দেখিতে পাইলেন? ইহা শুনিয়া কপোত বলিল, হে সুমুখি! আমরা গগনবিহারী; ঐ পক্ষী আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ এই স্বর্গতুল্য আবাসভূমি দুর্গে যতক্ষণ থাকিবে, তাবৎ কোন ভয়েরই সম্ভাবনা নাই আর আকাশসঞ্চরণে বিশেষগতি সকল উহা অপেক্ষা আমি অধিক বিদিত আছি। প্রডীন, উড্ডীন, সংডীন, কাণ্ড, ব্যাড, কপাটিকা, স্রংসনী ও মণ্ডলবতী এই অষ্টবিধ গতি বর্ণিত হইয়া থাকে। আমি যেরূপ এই সকল গতির সুকৌশল জানি, আকাশচারী পক্ষীদের ভিতর সেরূপ কেহই জানে না। হে প্রিয়তমে! কিসের চিন্তা?—যাবৎ আমি বাঁচিয়া থাকিব, তাবৎ তোমার কোন অসুখেরই সম্ভাবনা নাই। পতিবাক্য শ্রবণে কপোতী মৌনভাব ধরিয়া রহিল। পুনরায় তৎপরদিনেও সেই শ্যেন, অত্যন্ত আনন্দগদ্গদভাবে তথায় আসিয়া কপোত-মিথুনের কিছুদূরে এক গুরু শিলাপৃষ্ঠে উপবেশন করিল ও কিছুক্ষণ থাকিয়া তাহাদের বাসস্থান সম্যক্ নিরীক্ষণ করত প্রস্থান করিল। তখন পারাবতীর হৃদয় ভয়ার্ত্ত হওয়ায় সে পতিকে পুনরায় কহিল, হে নাথ! ঐ শ্যেন অদ্য হৃষ্টের ন্যায় আসিয়া আমাদিগের বাসস্থানে অতি ক্রূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যাইল; হে প্রিয়! এস্থান এক্ষণে পরিত্যাগ করিলে

ভাল হয়। পারাবত, স্ত্রীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ঘৃণা করিয়া কহিল; হে সুন্দরি! তোমরা স্ত্রীলোক, অতি ভীরুস্বভাবা। তুমি জানিবে, ঐ শ্যেন আমাদের কিছুই অপকার করিতে পারিবে না। পরদিবস সেই মত শ্যেনপক্ষী তথায় আসিয়া প্রহরদ্বয় কাল অবস্থান করত তাহাদের গতিবিধি সুচারু পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক উড়িয়া যাইল। তৎপরে কপোতী কপোতকে কহিল, হে প্রিয়তম! এস্থানে আমাদের মৃত্যু উত্তরোত্তর সন্নিহিত হইতেছে; চলুন, এ স্থান পরিত্যাগ করি। পরে এই দুষ্টের গতায়াত বন্ধ হইলে পুনরায় আগমন করিব। হে নাথ! যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ হয়, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কদাচ স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হইয়া জীবন নষ্ট করে না। যে ব্যক্তি স্বদেশে বিপদে পড়িয়াও স্থানান্তর আশ্রয় না করে, সেই পশুতুল্য ব্যক্তি নদীর তীরস্থ বৃক্ষের ন্যায়, মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থান করে। কপোত, নিজ স্ত্রীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ভবিষ্যচ্চিন্তায় ব্যাকুল না হইয়া কহিল, হে প্রিয়তমে! সেই পক্ষী আমাদের কোনরূপ ভয়হেতুক নহে। পরদিন পুনরায় সেই পক্ষী প্রাতঃকালেই আসিয়া কপোতমিথুনের কুলায়ের (বাসার) দ্বারদেশে উপবেশনপূর্ব্বক সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া সূর্য্যের অস্তগমনের পরই তথা হইতে প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে পর কপোতী নীড় হইতে বাহির হইয়া পতিকে কহিল, হে প্রিয়! এই সময়েই পলায়ন কর্ত্তব্য, যাবৎ সেই মৃত্যুরূপী শ্যেন এখানে না আসিতেছে। তন্মধ্যেই আপনি আমাকে ছাড়িয়া ও স্থানান্তরে যাইয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করুন। হে নাথ! আপনার জীবন আমি প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিতে পারিলে কৃতার্থা হইব। কারণ আপনি পুরুষ; আত্মরক্ষা করিলে পুনরায় ধন, দারা গৃহাদি সকলই পাইতে পারিবেন। তাহার দৃষ্টান্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র, সকল হারাইয়াও পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন। এই আত্মাকে প্রিয়বন্ধু, মহৎ ধন এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আত্মার কুশলেই সংসার কুশলময় বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা, আত্মার সেই কুশল, যশের সহিত প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে কুশলে যশের সম্পর্ক নাই, তাদৃশ কুশল অপেক্ষা অকুশল উত্তম। নীতির অনুসারে কার্য্য করিলে, তাদৃশ কুশলান্বিত যশ লাভ করা যায়। হে নাথ! সম্প্রতি নীতিপর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই মুহূর্ত্তেই আমাদের এস্থান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য; নচেৎ বোধ করি, প্রভাতকালেই আর তাহার নিকটে নিস্তার পাইব না। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, বুদ্ধিমতী পত্নী এইরূপ বারংবার বলিলেও কপোত মায়াচ্ছন্নের মত সেস্থান পরিত্যাগ করিল না। এদিকে পরদিবস প্রাতঃকালেই সেই মহাবলী শ্যেনপক্ষী, কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই কপোতমিথুনের নির্গমপথ রোধ করিয়া উপবিষ্ট হইল এবং সেই চতুর শ্যেনপক্ষী কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়াই কপোতকে কহিল, অরে কপোত! তুই নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য, তোকে ধিক্। রে দুর্ম্মতে! শীঘ্র আমার সহিত যুদ্ধ কর্ কিংবা বহির্গত হইয়া আমার অধীন হ; নচেৎ ঐখানে থাকিয়াই অনাহারে মরিয়া যাইবি। আমি একা তোদের দুজনের সহিত সংগ্রামে জয় কি পরাজয় পাইব, তাহার নিশ্চয় নাই; এক্ষণে তোরা উভয়ে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজস্থান রক্ষা কর্ কিংবা স্বর্গে গমন কর্। যদি তুই আপনাকে দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়াও পৌরুষ আশ্রয় করিস, তবে বিধাতাই তোর সহায় হইবেন। পারাবত ঈদৃশ শ্যেনবাক্যে ও পত্নীর উত্তেজনায় উৎসাহিত হইয়া নীড়দ্বারে বহির্গত হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে কপোতের শরীর ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় নিতান্ত অবশ ছিল বলিয়া সহজেই সেই শ্যেনপক্ষী কপোতকে চরণে ও কপোতীকে চঞ্চুপুটে ধরিয়া, ভক্ষণযোগ্য নিরুপদ্রব

স্থান অন্বেষণ করত আকাশপথে উড্ডীন হইল। পথিমধ্যে কপোতী, স্বামীকে কহিল, —হে নাথ! আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিতেন; অদ্য তাহার ফল ভুগিতেছেন। আমি অবলা হইয়া কি করিব? হে প্রিয়তম। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি,—আমাকে স্ত্রী বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া যদি সেই হিতবাক্য প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে এখও নিষ্কৃতি পাইতে পারেন এবং তাহাতে কখন লোকে আপনাকে স্ত্রৈণ বলিবে না। হে নাথ! যাবৎ না এই শ্যেন কোন স্থানে যাইয়া মুখ হইতে আমাকে নামাইতেছে, ততক্ষণ আপনি ইহার চরণে চঞ্চুপুট দ্বারা দংশন করুন। পত্নীবাক্যে কপোত শ্যেনপদে দংশন করিতে আরম্ভ করিলে, শ্যেনপক্ষী দংশন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিল। তৎকা তাহার মুখ হইতে কপোতী পতিতা হ এবং চীৎকার সময়ে পাদাঙ্গুলি শ্লথ হও কপোতও মুক্তি লাভ করিল। অতএব বি হইয়াও পৌরুষ পরিত্যাগ করিতে না দেখ, এই কপোতমিথুন শত্রুকবলিত হইয় আকাশপথে সেই শত্রুর পাদপীড়ন কর চঞ্চুপুট হইতেও মুক্তি লাভ করিল। অদৃষ্টব পুরুষ পৌরুষহীন হইলে তাহার অদৃষ্টও ফলপ্রদান করে না বলিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিপদ্‌সময়েও উদ্যম পরিত্যাগ করেন না। এইরূপে কপোতযুগল, মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া কিছুকাল সুখে কাটাইয়া, যেখানে মরিলে কাশী, করস্থা হন, সেই মুক্তিক্ষেত্র অযোধ্যায় সরযূতীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে তন্মধ্যে কপোত পুনর্জ্জন্মে বিদ্যাধররাজ মন্দারদামের পুত্র পরিমলালয় নামে বিখ্যাত হ ঐ পরিমলালয় সকল বিদ্যায় ও কলায় দর্শী এবং বাল্যাবধি শিবভক্তি যুক্ত ছি তিনি জিতেন্দ্রিয় ও নিয়মী হইয়া মনে এক পত্নীব্রতাচরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। লোক পরস্ত্রীতে আসক্ত হইলে আয়ুঃ কীর্ত্তি, সুখ বল হারাইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধিমান্ কদাচ পরস্ত্রীতে অনুরাগী হইবেন না তিনি জন্মান্তরীণ সংস্কারে আরও একটী নিয়ম ধারণ করিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত শরীরে কোন রোগ না আসিবে ও ইন্দ্রিয়চয় স্ব স্ব কার্য্যকারী থাকিবে, তাবৎ কাশীধামে চতুর্ব্বর্গসাধক পুণ্যালয় ও পরমানন্দজনক ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের পূজা না করিয়া কিছুই ভোজন করিবেন না। মন্দারদামতনয় বিদ্যাধর পরিমলালয়, ঐ সকল নিয়ম গ্রহণ করত শিবলিঙ্গের দর্শন বাসনায় কাশীতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে কপোতী, পাতালে নাগরাজ রত্নদ্বীপের কন্যা রত্নাবলী নামে জন্ম লাভ করত রূপ, গুণ, শিক্ষা ও স্বভাবে সকল নাগতনয়াদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়াছিল। প্রভাবতী ও কলাবতী নামে দুই সখী সর্ব্বদা ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিত। রত্নাবলীর ক্রমশঃ যৌবনদশা আসিয়া জ্ঞান সঞ্চার হইলে, পিতাকে পরম শৈব দেখিয়া স্বয়ং কঠোর ব্রত ধারণ করত পিতাকে কহিলেন, হে পিতঃ! আমি প্রতিদিন সখীসমেতা হইয়া কাশীতে অনাদিদেবকে দর্শন না করিয়া বাক্য ব্যবহার করিব না। ইহাতে পিতার সম্মতি পাইয়া রত্নাবলী, সখীদ্বয়ের সহিত প্রতিদিন কাশীস্থ মহাদেবের পূজা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মৌনভাব পরিহার করিতেন! যিনি স্বরচিত মাল্যে শিবলিঙ্গ বিভূষিত করিয়া প্রত্যহ তৎসন্নিধানে তাঁহার সন্তোষার্থে সখীদ্বয়ের সহিত মিলিতা হইয়া অতি আনন্দসহকারে মণ্ডলাকারে নৃত্য, সুমধুর গীত এবং তাললয়সংযোগে বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের বাদ্য করিতেন। তাহারা এইরূপে ভগবানের আরাধনা করিতে থাকিয়া একদা বৈশাখী তৃতীয়াতে উপবাস করত ঈশ্বর সন্নিধানে নৃত্য, গীত ও রাত্রিজাগরণ করিলেন। পরে পরদিন প্রভাত সময়ে চতুর্থীতে পিলিপ্পিলাতীর্থে স্নাতা হইয়া মহাদেবের পূজা সমাপন পূর্ব্বক আলস্য বশতঃ তথায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। সেই কন্যাত্রয়

নিদ্রা যাইলে ভগবান্ মহাদেব, অত্রত্য লিঙ্গ হইতে ত্রিনয়ন, চন্দ্রশেখর, কর্পূরশুভ্রদেহ, জটারাজিবিরাজিত, নীলকণ্ঠ, উরগভূষণ ও উরগোপবীতী হইয়া, বামাঙ্গ শক্তিময় করিয়া, নিক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে কুমারীগণ! আমি আসিয়াছি, তোমরা নিদ্রা পরিহার কর। এই শিববাক্য শ্রবণমাত্রে তাঁহারা উঠিয়া জৃম্ভাত্যাগ, চক্ষুর্মার্জ্জনাদি করত সসম্ভ্রমে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র সম্মুখে অভীষ্টদেবকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। নাগকন্যাগণ কহিলেন, হে শম্ভো! হে সর্ব্বগ! হে ঈশান! হে সর্ব্বদ! আপনি ত্রিপুর ও অন্ধকের অন্তক; হে বিশ্বনাথ! হে বিশ্বাশ্রয়! হে বিশ্ববন্দিত! হে বিশ্বপালক! আপনি কামের গর্ব্বখর্ব্ব করিয়াছেন। হে ভক্তবৎসল! হে প্রমথনাথ! আপনার জটাজুট গঙ্গাসলিলে নিয়ত সিক্ত হইয়া থাকে এবং আপনার শিরোভূষণ শশীর কিরণে ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। হে কাশীনাথ! পার্ব্বতী তপোবলে আপনার বামাঙ্গ লাভ করিয়াছেন; আপনার দেহ ফণিভূষণে ভূষিত। হে শ্মশানবাসিন! হে বিশ্বপতে! হে শর্ব্ব! আপনি কাশীবাসীর মুক্তি দান করিয়া থাকেন। হে গীতবিশারদ! হে উগ্র! হে ঈশ! নৃত্যকার্য্য আপনার অতি সন্তোষকর। হে শূলপাণে! হে ত্রিলোচন! আপনি প্রণবের আবাসভূমি ও তেজের আধার এবং আপনি সন্তুষ্ট হইলে ভক্তের কোন অভীষ্টই দুর্লভ থাকে না; আপনি পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। স্বয়ং বিধি, সকল বিধি জানিয়াও আপনার সম্যক্ স্তব করিতে জানেন না। হে দেব! আপনাকে স্তব করিতে দেবগুরুরও বাক্য নিঃসৃত হয় না; বেদচতুষ্টয়ও আপনার যাথার্থ্য জ্ঞাত নহেন; মনও আপনাকে স্ববিষয় করিতে নিতান্ত অপারক; হে নাথ! আমরা বালিকা, কি জানিব? বারংবার আপনাকে নমস্কার করিতেছি। কন্যাগণ এইরূপে অনাদিদেবের স্তব করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, ভগবান্ আশুতোষ তাহাদিগকে ভূমি হইতে উঠাইয়া কহিলেন, হে কুমারীগণ! মন্দারদাম বিদ্যাধরের তনয় পরিমলালয়, তোমাদের পাণিগ্রহণ করিবেন। তোমরা বিদ্যাধরলোকে যথেচ্ছায় বিষয়সুখ ভোগ করিয়া, পরে তোমরা তিন জন, তোমাদের স্বামীর সহিত এই আনন্দধামে আগমন করিয়া, পরম সিদ্ধিলাভ করত অন্তকালে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে। তোমরা ও সেই পরিমলালয় পূর্ব্বজন্মে আমার বহুতর আরাধনা করিয়া তৎপ্রভাবেই এই সকল উত্তম যোনি প্রাপ্ত হইয়া, মদ্ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত করিতেছ। আমি বলিতেছি,—তোমাদিগের কণ্ঠনিঃসৃত এই পবিত্র স্তবে যে ব্যক্তি আমার উপাসনা করিবে, তাহার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিব। যে মানব, প্রাতঃকালে ভক্তিসহকারে এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার রাত্রিকৃত পাপ এবং যে সায়ংকালে পাঠ করিবে, তাহার দিবাসঞ্চিত পাপরাশি সেই মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট হইবে! নাগবালাগণ মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে দেব! হে করুণাময়! হে কল্যাণকর! আমরা পূর্ব্বজন্মে আপনাকে কিরূপ সেবা করিয়াছিলাম, তাহা এবং হে ভব! সেই সুকৃতী বিদ্যাধরের ও আমাদের তিনজনের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ভগবান, নাগকন্যাগণ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, তাহাদের ও পরিমলালয়ের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাদেব কহিলেন, হে নাগসুতাগণ! তোমরা সকলে আপনাদিগের ও বিদ্যাধরতনয়ের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। রত্নাবলি! তুমি ও বিদ্যাধর পরিমলালয়; উভয়ে পূর্ব্বজন্মে এক কপোতমিথুন ছিলে; তোমরা আমার এই প্রাসাদে বাস করিতে ও প্রত্যহ উড্ডয়নকালে এই দেবালয় বহুবার প্রদক্ষিণ করত পক্ষবায়ু দ্বারা অত্রত্য ধূলিরাজি পরিষ্কার করিতে এবং

এই পবিত্র চতুর্নদতীর্থে বারংবার স্নান ও উহারই সলিল পান করিয়া নিরন্তর কলরবে আমার সন্তোষ বিধান করিতে। তোমরা আনন্দগদগদভাবে অত্রত্য শৈবদিগের ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ, তাঁহাদিগের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রামৃত পান ও বহুবার মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করিয়া সুখী হইতে। তির্য্যক্‌যোনি ছিলে বলিয়া অন্তকালে এখানে না মরিয়া, জন্মান্তরে কাশীপ্রদ সরযূতীর্থে দেহত্যাগ করিয়াছিলে। সেই উত্তমস্থানে দেহপাতনের প্রভাবে তুমি নাগরাজের দুহিতা হইয়াছ ও তোমার স্বামী বিদ্যাধরতনয় হইয়া জন্মিয়াছেন। আর এইজন্মে নাগরাজ পত্নীর কন্যা প্রভাবতীর ও উরগপতি ত্রিশিখের তনয়া কলাবতীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ কর। বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে তৃতীয় জন্মে ইহারা মহর্ষি চারায়ণের কন্যা ছিল। কন্যাদ্বয় সুশীলা এবং প্রীতিসম্পন্ন ছিল। পরে পিতা চারায়ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া আমুষ্যায়ণের পুত্র ঋষিকুমার নারায়ণের পত্নীত্ব লাভ করিয়াছিল। একদা কিশোরবয়া সেই ঋষিপুত্র সমিধ সংগ্রহের জন্য বনপ্রদেশে বিচরণ করিতেছেন; এমত সময়ে অলক্ষিত এক সর্প তাঁহাকে দংশন করায় তিনি পঞ্চত্ব পাইলেন। তখন ভবানী এবং গোমতী নাম্নী চারায়ণকন্যাদ্বয় বৈধব্যদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া দীনভাবাপন্ন হইল। এই কারণে তদবধি কোন ব্যক্তি দেবতা ও নদী নামে অভিহিতা কুমারীর পাণিগ্রহণ করে না। একদিন ইহারা, পিতার সুরম্য আশ্রমে থাকিয়া অন্যের অপ্রদত্ত রম্ভাফল স্বয়ং স্বেচ্ছায় ভক্ষণ করিয়াছিল। 'সেই ফল গ্রহণপাপের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও চুরির অপরাধে মধ্যজন্মে বানরী হইয়াছিল; কিন্তু বিধবাদশায় সর্ব্বদা সচ্চরিত্রা থাকায় ঐ বানরীজন্ম উহাদের কাশীতেই হইয়াছিল। এদিকে সেই নারায়ণ পিতৃভক্ত ছিলেন বলিয়া কাশীতে পূর্ব্বোক্ত কপোত হইয়া জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং পরিমলালয় তোমাদের তিন জনেরই স্বামী ছিলেন ও বর্ত্তমানজন্মেও তোমরা তাহাকেই পতিরূপে পাইবে। এই মদালয়ের পার্শ্বে একশাখাসমন্বিত অতি উন্নত এক বটবৃক্ষ ছিল; ইহারা বানরদশায় চতুঃস্রোতস্বিনীতীর্থে স্নান ও তজ্জল পান করিয়া সেই বৃক্ষে বাস করিত এবং সময়ে সময়ে স্বজাতিসুলভ চাঞ্চল্যের অধীন হইয়া এই গৃহ প্রদক্ষিণ করিয়া এই লিঙ্গদর্শনসুখ লাভ করিত। একদা ইহাদের ঐ বটসমীপে বিচরণকালে এক যোগিরূপধারী ধূর্ত্ত আসিয়া রজ্জু দ্বারা ইহাদিগকে বাঁধিয়া গৃহে লইয়া গেল এবং তথায় ইহাদিগের দ্বারা ভিক্ষার্জ্জন করিবার বাসনায় ইহাদিগকে নৃত্যাদি শিখাইতে লাগিল। কিছুদিন তথায় থাকিয়াই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া, কাশীবাস, শিবালয়-প্রদক্ষিণ ও শিবসেবা-জনিত পুণ্যে সেই বানরীদ্বয়ই নাগকন্যাদ্বয়রূপে জন্মলাভ করিয়াছে। এক্ষণে ইহারাও সেই পরিমলালয়কে পতিরূপে পাইয়া অনুপম সুখভোগ করত অন্তে এই ক্ষেত্রে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে। কাশীতে অল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকে। জগতের মধ্যে কাশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপুরী নাই। এইস্থানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠলিঙ্গ প্রণবেশ্বর এবং তাহা হইতেও ত্রিলোচন লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি ঐ লিঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তগণকে মুক্ত করিবার জন্য জ্ঞান-উপদেশ করিয়া থাকি। একারণ কাশীতে বহু প্রয়াস করিয়াও মানব, ত্রিলোচনের পূজা করিবে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! ভগবান্ আদিদেব, জগদাধার বিরাটরূপ ধারণ পূর্ব্বক তথায় অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে নাগকন্যারা স্ব স্ব বৃত্তান্ত সবিশেষ জানিতে পারিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নিজ নিজ মাতাকে সেই সকল বলিয়া কৃতার্থ হইল। হে মুনে! এক বৈশাখ মাসে ঐ বিরজক্ষেত্রে শিবসন্নিধানে প্রভুর মহাযাত্রা উপস্থিত হয়; তাহাতে বিদ্যাধরগণ ও নাগগণ, আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়াছিলেন এবং শিবের আদেশমত উভয় পক্ষে বংশাবলীর পরিচয় লইয়া পরিমলালয়কে সেই তিনটী কন্যা সম্প্রদান করা হয়।

মন্দারদাম পুত্রবধূত্রয় পাইয়া এবং রত্নদ্বীপ, পদ্মী ও ত্রিশিখ ইহাঁরা তাদৃশ জামাতাকে পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই বিবাহ উভয় পক্ষেরই আনন্দজনক হইয়াছিল। তাঁহারা এই উৎসব সম্পন্ন করিয়া, শিবগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে আগমন করিলেন। অতঃপর পরিমলালয়, পত্নীত্রয়ের সহিত বহুকাল যথাভিলষিত বিষয় ভোগ করিয়া কাশীতে আগমন করিলেন। তথায় তিনি ভগবৎসন্নিধানে নৃত্যগীতাদি দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া কাল উপস্থিত হইলে শিব-সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, কলিকালে মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিলোচনের মাহাত্ম্য গোপিত আছে বলিয়া অল্পায়ু মানবেরা তাঁহার উপসনা করে না। পাপীরও কর্ণকুহরে এই ত্রিলোচনমাহাত্ম্য প্রবিষ্ট হইলে, তাহার পাপরাশি দূর হইয়া যায় ও সে সদ্গতি লাভ করে।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

কেদার-মহিমা।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে নাথ! হে ভক্ত-বৎসল! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি ভক্তদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া কেদারেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করুন। হে নাথ! ঐ লিঙ্গে আপনি অত্যন্ত প্রীতিমান এবং উহার ভক্ত হইলে বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করা যায়, সুতরাং প্রথমেই তাঁহার মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। মহাদেব কহিলেন, হে উমে! আমি বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণমাত্রে পাপীর পাপ দূর হয়। যাহার হৃদয়ে কেদারেশ্বরকে দেখিবার অভিলাষ থাকে, সে ব্যক্তি আজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। যিনি কেদারেশ্বরকে দেখিতে অভিলাষী হইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করেন, তাঁহার জন্মদ্বয়ার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যিনি কেদারেশ্বরদর্শন উদ্দেশ্যে অর্দ্ধেক পথ অতিবাহন করেন, তাঁহার তিন জন্মের পাপ, চিরাশ্রয় তদীয় দেহ সেই মুহূর্ত্তে ছাড়িয়া পলায়ন করে। যদি মানব, গৃহে থাকিয়াও সায়ংকালে "কেদার" এই নাম উচ্চারণ করেন, তবে তাঁহার কেদারেশ্বরের "যাত্রার" পুণ্য হয়। কেদারনাথের ভবনের অগ্রভাগ দর্শন করিয়া তত্রত্য তীর্থের জল পান করিলে জীবের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপরাশি দূর হয়। 'হরপাপ' হ্রদে স্নাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কেদারেশ্বর দৃষ্ট হইলে, তিনি দর্শককে কোটি জন্মের পাপ হইতে বিমুক্ত করেন। যদি কেহ হরপাপ হ্রদে স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া কেদারেশ্বর লিঙ্গের মানস পূজা করত একবারও তাঁহাকে প্রণাম করে, তবে তাহার দেহান্তে মুক্তিপদ লাভ হয়। শ্রদ্ধাপূত হইয়া ঐ হরপাপ হ্রদে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহার সপ্ত পুরুষ উদ্ধার হয় ও পরে আমি তাহাকে নিজলোকে আনয়ন করি। হে অপর্ণে! পূর্ব্বরথন্তরকল্পে এখানে যে একটী ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তুমি আমার নিকট সে বিষয় অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। উজ্জয়িনীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার পিতার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক এই কাশীতে আগমন করত ইতস্ততঃ বিচরণশীল, জটাধারী, ভস্মাচ্ছাদিতদেহ, মল্লিঙ্গসেবী, ভিক্ষামাত্রোপজীবী গঙ্গামৃতপায়ী, শৈব মহাত্মাদিগকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া, এই ক্ষেত্রেই আচার্য্য হিরণ্যগর্ভের নিকট উপদিষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণতনয়ের নাম বশিষ্ঠ; তিনি গুরুর উপদেশ পাইয়া পাশুপতব্রত ধারণপূর্ব্বক সকল পাশুপতদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে হরপাপহ্রদে স্নাত হইয়া তৎপরে ভস্ম দ্বারা স্নান করিতেন এবং ত্রিসন্ধ্য কেদারেশ্বরের উপাসনা করিতেন। তাঁহার গুরুদেবে ও কেদারেশ্বরে একমুহূর্ত্তের জন্য ভেদবুদ্ধি ছিল না। দ্বাদশ-বর্ষ বয়সের সময় তিনি গুরুর অনুচর হইয়া, কেদারেশ্বর উদ্দেশ্যে হিমালয়ে যাত্রা করেন, যথায় একবার গমন করিলে

জীবের কোন শোক থাকে না এবং সুকৃতিগণ যে স্থানের লিঙ্গরূপ সলিল পান করিয়া লিঙ্গরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা গুরুশিষ্যে অসিধার নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিলে, গুরু কালগ্রাসে পতিত হন এবং সেই দণ্ডে মদনুচরেরা তাঁহাকে বিমানে আরোহণ করাইয়া কৈলাসে আনয়ন করিল। তাহার কারণ, কেদারেশ্বরদর্শনেচ্ছায় যাত্রা করিয়া অর্দ্ধপথে প্রাণত্যাগ হইলে, অনন্তকাল কৈলাসবাসী হইয়া থাকে। তখন বশিষ্ঠ, নিজ গুরুর তাদৃশ ঘটনা দর্শন করিয়া, কেদারেশ্বরকেই লিঙ্গশ্রেষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন এবং কেদারেশ্বরের যাত্রা করিয়া কাশীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই নিয়ম আশ্রয় করিলেন যে, যাবৎ জীবিত থাকিব, তাবৎকাল প্রতি চৈত্রমাসে, আমি কেদারেশ্বরের যাত্রা করিব তদবধি সেই আজন্মব্রহ্মচারী তপোধন বশিষ্ঠ কাশীতে বাস করিয়া পরমানন্দে একাধিক ষষ্টিবার কেদারেশ্বরের 'যাত্রা' করিয়াছিলেন। তৎপরে চৈত্রমাস হইলে, পুনরায় সেই বশিষ্ঠ কেদারেশ্বরের মহাযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অনুচরবর্গ তাঁহার বার্দ্ধক্য দর্শনে পথিমধ্যে মৃত্যুর আশঙ্কায় দয়ার্দ্র হৃদয়ে বারংবার নিষেধ করিলেও সেই মহামতি তপোধন কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া ভাবিলেন, যদি অর্দ্ধপথেই আমার মরণ হয়, সে অতি উত্তম; তাহাতে গুরুর ন্যায় সদ্গতিই লাভ করিতে পারিব। হে পার্ব্বতি! পুণ্যাত্মা শূদ্রান্নস্পর্শী সেই তপোধন বশিষ্ঠকে তাদৃশ দৃঢ়ব্রত দেখিয়া, আমার পরম সন্তোষ হওয়ায়, আমি স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলাম যে, হে দৃঢ়ব্রত! আমি সেই কেদারেশ্বর, তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ কর। বশিষ্ঠ, 'স্বপ্ন মিথ্যা হয়' বলিয়া তাহা গ্রহণ না করিলে, পুনরায় আমি তাঁহাকে কহিলাম, অপবিত্র ব্যক্তিরাই মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; তুমি অতি পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয়, তোমার স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া শঙ্কা করা উচিত নহে! আমি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আসিয়াছি, তুমি প্রার্থনা কর। আমার তোমাকে অদেয় কিছুই নাই। আমার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে দেবদেব! আমার প্রতি আপনি যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ মদনুচরবর্গের উপরও আপনার অনুগ্রহ হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা। হে দেবি! তখন আমি বশিষ্ঠের তাদৃশ পরোপকারবুদ্ধি দেখিয়া, সাতিশয় আনন্দিত হইয়া, তাঁহার বাক্যে "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকৃত হইয়া কহিলাম,—তোমার এই পরোপকারানুষ্ঠানপুণ্য দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল; এক্ষণে এই পুণ্যের ফলে বর প্রার্থনা কর। তখন তপোধন বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নাথ! আপনি হিমালয় হইতে কাশীতে আসিয়া অবস্থান করুন। আমি সেই বশিষ্ঠের বাক্যে তদবধি হিমালয়ে অংশরূপে থাকিয়া এই কাশীতেই অবস্থান করিতেছি। তৎপরে প্রাতঃকালে দেবর্ষিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বশিষ্ঠকে অগ্রে করত সকলের সাক্ষাতে তাঁহার উপর অসীম দয়া দেখাইয়া, হরপাপ হ্রদে অবস্থিত হইলাম এবং আমার সংস্পর্শে পবিত্র হরপাপহ্রদে বশিষ্ঠের অনুচরেরাও স্নান করিয়া সেই দেহই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই কাশীধামে কেদারেশ্বরলিঙ্গে রহিয়াছি; বিশেষ, কলিকালে হিমালয়স্থ কেদারেশ্বরলিঙ্গের দর্শন অপেক্ষা কাশীতে কেদারেশ্বরকে অবলোকন করিলে সপ্তগুণাধিক পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। এই কাশীতেও হিমালয়ের ন্যায় গৌরীকুণ্ড, হংসতীর্থ ও মধুস্রবাগঙ্গা সেই ভাবেই বিরাজ করিতেছেন এবং এই স্বাভাবিক, স্পর্শ মাত্রেই সপ্তজন্মপাপনাশক হরপাপতীর্থ, কাশীক্ষেত্রে গঙ্গাদেবীর সহিত সঙ্গত হইয়া ভক্তের কোটিজন্মসঞ্চিত পাপরাশি দূর করিতেছেন। পূর্ব্বে এই স্থানে দুইটী দাঁড়কাক অন্তরীক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে নিপতিত হইয়া, সর্ব্বসমক্ষেই সেই মুহূর্ত্তেই হংসরূপ প্রাপ্ত হইয়া গমন করিয়াছিল বলিয়া ইহার 'হংসতীর্থ' নাম হইয়াছে এবং হে গৌরি! পূর্ব্বে তুমি এই হ্রদে,

স্নান করিয়াছিলে বলিয়া ইহার পবিত্র 'গৌরী-কুণ্ড' নামও হইয়াছে। এই স্থানে অমৃতময়ী গঙ্গাদেবী অমৃতক্ষরণ করিয়া জীবের মোহান্ধকার ও বহুজন্মের জড়তা দূর করেন, এজন্য ইহা মধুস্রবা নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মানস-সরোবর, এই স্থানে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মানসতীর্থ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই তীর্থে স্নাত ব্যক্তিমাত্রেরই মুক্তিলাভ দর্শন করিয়া দেবগণ, ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, হে দেব! এই কেদারকুণ্ডে যে কোন ব্যক্তিই স্নান করিয়া মুক্ত হইতেছে, ইহাতে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মিগণের উচ্ছেদ হওয়ায় সৃষ্টির লোপ হইতেছে; সুতরাং আপনি এরূপ আদেশ করুন, যাহাতে এখানে যে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে, সেই পুরুষই নির্ব্বাণ পাইতে পারিবে। আমি তচ্ছ্রবণে তাঁহাদের কথাতেই স্বীকার করিলাম ও তদবধি যে ব্যক্তি ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে এই কেদারকুণ্ডে স্নান, কেদারেশ্বরপূজা ও আমার পূজা করিয়া থাকে, তাহাদের কাশীতর স্থানেও দেহপাত হইলে আমি মুক্ত করিয়া থাকি। যদি কেহ কেদারতীর্থে স্নান করিয়া স্থিরচিত্তে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধবিধান করে, তবে তদ্বংশীয় একোত্তরশত পুরুষ আর ভবযাতনা ভোগ করে না। অমাবস্যাযুক্ত মঙ্গলবারে ঐ কুণ্ডে পিতৃপিণ্ড প্রদান করিলে, গয়ায় পিণ্ডদানের ফল হয়। যদি কাহারও হিমালয়ে যাইয়া কেদারেশ্বর দর্শন করিতে অভিলাষ হয়, তবে তাহাকে "কাশীস্থিত কেদারলিঙ্গ দেখিয়াই তুমি পূর্ণকাম হইবে" বলিয়া কাশীতে তল্লিঙ্গদর্শনে বুদ্ধি প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে উপোষিত থাকিয়া, পরদিন প্রাতে কেদারতীর্থের গণ্ডূষত্রয়মাত্র জল পান করে, শিবলিঙ্গ তাহার অন্তরে বাস করিয়া থাকেন। যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ, হিমালয়ে কেদার-তীর্থের জলপান করিয়া যে ফললাভ করে, কাশীতে সেই তীর্থের জলপানেও তাদৃশ পুণ্যভাগী হয়। যে ব্যক্তি ধন, বস্ত্র ও অন্নাদি দ্বারা কেদারেশ্বরের ভক্তকেও পূজা করে, অন্তে তাহার, আমার লোকে আগমন নিশ্চিত থাকে। ছয় মাস কাল কেদারেশ্বরের প্রণাম-কারী ব্যক্তি, যমাদি দিক্‌পালগণের নিকটও সতত প্রণাম পাইয়া থাকেন। কলিকালে ঐ কেদারেশ্বরের মহিমা সকলে জানিতে পারিবে না; কিন্তু যিনি তাঁহার মহিমা জানি-বেন, তিনি সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন। হে প্রিয়ে! একবারও কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলে আমার অনুচর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে কাশাস্থ কেদারেশ্বরকে দর্শন করা উচিত। কেদারেশ্বরের উত্তরভাগে যে চিত্রাঙ্গদেশ্বর লিঙ্গ আছেন; জীব তাঁহার পূজা করিলে স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকে এবং কেদারেশ্বরের দক্ষিণদিকে যে লিঙ্গ আছেন, সেই নীলকণ্ঠেশ্বরকে দর্শন করিলে, সর্পদষ্ট হইলেও বিষভয় থাকেনা। কেদারেশ্বরের বায়ুকোণে অম্বরীষেশ্বর লিঙ্গ আছেন; তাঁহাকে দেখিলে মানবের ভবযাতনা ঘুচিয়া যায়। তাঁহার সমীপেই ইন্দ্রদ্যুম্নের লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মানব দীপ্তিমান্ বিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণদিকে কালঞ্জরেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন; তাঁহাকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, সে জরামরণবিবর্জ্জিত হইয়া কৈলাসে বাস করিয়া থাকে এবং ঐ চিত্রাঙ্গদেশ্বরের উত্তর-দিকে ক্ষেমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন; সেই লিঙ্গের দর্শনে মানবের উভয়লোকে মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে বিন্ধ্যবিমর্দ্দন! আদিদেব, মহাদেব কেদারেশ্বরের যেরূপ মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন, আমিও তোমাকে সেইরূপ কহিলাম। যে মানব এই কেদারেশ্বরের উৎপত্তিবৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে সেই মুহূর্ত্তে নিষ্পাপ হইয়া চরম সময়ে শিবলোকে যাইয়া থাকে।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ধর্ম্মেশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তিবিবরণ।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রভো মহাদেব! কাশীক্ষেত্রে এতাদৃশ কোন্ লিঙ্গ আছেন, যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে জীবের মহাপাতক ক্ষয় হয় এবং যাঁহাকে সেবা করিলে পরম প্রীতি লাভ হয় বলিয়া সাধুগণ নিয়ত সেবা করিয়া থাকেন; যাঁহার সন্নিধ্যানে দান বা হোমকার্য্য অনন্তফলপ্রদ হয় এবং যাঁহাকে ধ্যান, স্মরণ, দর্শন, জপ, প্রণাম ও স্পর্শ কিংবা পঞ্চামৃত দ্বারা যথাবিধি স্নান করাইয়া পূজা করিলে, মানবের অসীম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে? -হে জগদীশ্বর! সেই পবিত্রতম লিঙ্গের বিষয় আমাকে বলুন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! তখন ভগবতীর তাদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া, জগদীশ শঙ্কর যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর। মহাদেব কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার বিষয় কহিতেছি; ইহা শুনিলে জীবগণের ভববন্ধন মুক্ত হয়। অয়ি পার্ব্বতি! আমি পূর্ব্বে কাশীধামে আমার এই পরম রহস্য কাহাকেও বলি নাই, অথবা অন্য কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেও জানে না। হে প্রিয়ে! কাশীতে অসংখ্য লিঙ্গ আছেন সত্য, কিন্তু তোমার অভিপ্রায়ানুসারে তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বিশ্বরূপে! যেখানে তুমি মুক্তিরূপিণী হইয়া বিরাজিতা আছ; যেখানে তোমার পুত্র বিঘ্নাপহ গণপতি অবস্থিত আছেন; ত্রিপুরাসুরের সহিত সংগ্রামকালে জয়াভিলাষী হইয়া আমি যে লিঙ্গের স্তুতি করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলাম; যে লিঙ্গের সন্নিধানে পাপবিনাশক, পিতৃগণের সন্তোষবিধায়ক এক তীর্থ বিরাজ করিতেছেন; যে তীর্থে বৃত্রঘাতী দেবরাজ স্নান করিয়া বৃত্রাসুরবধজনিত ঘোর পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন; ধর্ম্মরাজ, যাহার সমীপে কঠোর তপস্যা করিয়া দণ্ডধরত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যাহার সমীপস্থিত তির্য্যক্‌যোনিরাও পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিল ও এক বটবৃক্ষ সুবর্ণময় হইয়াছিল এবং দুর্দ্দমনামা পরমদুর্ব্বৃত্ত নরপতির যাঁহাকে দেখিয়া অবধি ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল,—হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! সেই পরম মহিমাত্মক মল্লিঙ্গের পাপনাশক মাহাত্ম্য ও আবির্ভাববৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ধর্ম্মেশ্বরের আয়তন ধর্ম্মপীঠ নামে খ্যাত হইয়া থাকেন; তাঁহার দর্শনমাত্রে জীবের সকল পাপ দূর হয়। অয়ি বিশালাক্ষি! পূর্ব্বে একদা সূর্য্যাত্মজ যম, সংযমী হইয়া সেই পীঠসন্নিধানে তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। শীতকালে জলে অবস্থান, বর্ষাকালে অনাচ্ছাদিতদেহে অনাবৃতস্থানে অবস্থিতি ও গ্রীষ্মঋতুতে প্রদীপ্ত পঞ্চাগ্নি মধ্যে বাস করত স্বাভীষ্ট ঘোর তপস্যায় চিত্তৈকাগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যম প্রথমে একপাদে অবস্থান, পরে অঙ্গুষ্ঠের উপর কেবল নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি কেবল মাত্র বায়ু আহার করিয়া কোন বৎসর কাটাইতেন; কোন সময়ে বা অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াও কুশাগ্রপরিমিত জলপান করিয়া বহুদিবস কাটাইতেন। যমরাজ, আমার দর্শনপ্রাপ্তির জন্য সমাধিস্থ হইয়া দিব্য ষোড়শযুগ কাল তপশ্চরণ করেন। অনন্তর আমি, মহাত্মা যমের এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী তপশ্চরণে পরিতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাকে বর দানের জন্য গমন করিলাম। পার্ব্বতি! যমরাজ, সেই স্থানের কাঞ্চনশাখ নামে একটী অতি সুন্দর বটবৃক্ষের ছায়ায় সময়ে সময়ে তপস্যাজনিত তাপ দূর করত তথায় দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। সেই বৃক্ষটী বহুলপক্ষীর বাসস্থান ছিল; তাহার নবপল্লব সকল মন্দ বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় বোধ হইত, বৃক্ষ যেন পথগমনে ক্লান্ত পথিকগণকে নিজ শীতল ছায়ায় বিশ্রামলাভের জন্য ডাকিতেছে ও যাহারা তাহার আশ্রয়

গ্রহণ করিত, সেই বৃক্ষ, তাহাদিগকে স্বপ্রসূত স্বাদু সুপক্ব ফল প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিত। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই বটমূলে যম, নির্ম্মলগগনে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া, সম্মুখে তেজোময় এক আমার লিঙ্গকে নিজ তপঃসাক্ষিরূপে ভক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও শুষ্কবৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলদেহে নাসাগ্রে নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপন করত কঠোর তপস্যা আচরণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম,—হে মহাভাগ! শমন! তোমার তপস্যায় আমার সন্তোষ হইয়াছে; এক্ষণে আর তপস্যা করিও না, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ধর্ম্মরাজ, আমার বাক্য শুনিয়া চক্ষুরুন্মীলন করত আমাকে দেখিয়াই ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক আনন্দপ্লুতহৃদয়ে তপোবিরত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, হে কারণচয়েরও কারণ! আপনাকে নমস্কার। হে কারণশূন্য! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি কার্য্যময় হইয়াও কার্য্য হইতে পৃথগ্‌ভূত; আপনাকে নমস্কার। হে অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ? হে বিশ্বরূপ! হে পরমাণুস্বরূপ! হে পরাপর! হে অপারপার! আপনাকে নমস্কার। হে পরসাগরপারকারিন্! হে শশিভূষণ! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনিই ঈশ্বর, আপনার কেহই ঈশ্বর নাই; হে প্রভো! আপনি গুণময় হইয়াও গুণাতীত; আপনি স্বয়ং কালরূপী হইয়াও কালের বশে প্রকৃতিরূপী; হে অনির্ব্বচনীয়মূর্ত্তে! আপনাকে নমস্কার। হে অচিন্ত্যমহিমন্! আপনি নির্ব্বাণরূপী হইয়াও নির্ব্বাণপদ প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি আত্মা, আপনি পরমাত্মা, আপনিই চরাচরের অন্তরাত্মা; আপনাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। হে জগদ্বন্ধো! হে জগদ্দীপন! আপনা কর্তৃকই এই বিশ্ব প্রকাশিত হইয়া আপনার অধীনে রহিয়াছে, সুতরাং আপনি ইহার স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর; আপনাকে নমস্কার। যাহারা বেদবিধানে কার্য্য করে, আপনি তাহাদের নিকট সুখময় ও যাহারা বেদবিরোধী কার্য্য আচরণ করে, তাহারা আপনাকে ভয়ঙ্কর দেখে; আপনার বাক্যে শ্রদ্ধাপর ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই মঙ্গল পাইয়া থাকে এবং আপনার বাক্যে অবিশ্বাসীরা আপনাকে অতিশয় উগ্ররূপী দেখিয়া থাকে; হে রুদ্র! আপনাকে নমস্কার। হে শঙ্কর! আপনি দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির নিকট শূলপাণি; যাহারা বাক্যে ও মনে প্রণত হইয়া থাকে, তাহারাই আপনার শিবরূপ দর্শন করিয়া থাকে। আপনি আশ্রিতদিগের শ্রীকণ্ঠ; হে নাথ! আপনি দুর্ব্বৃত্তদিগের নিকট বিষোগ্রকণ্ঠরূপে অবস্থান করেন। হে শঙ্কর! হে শান্ত! হে শম্ভো! হে চন্দ্রশেখর! হে ফণিভূষণ! হে পিনাকপাণে! হে অন্ধকারে! আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে অনন্তমহিমন্! আমি হীনচেতা, আপনার স্তব করিতে কিছুই জানি না। হে দেব! আপনি বাক্যের অগোচর; আমার ইহা স্তব করা নহে, প্রণাম করা মাত্র। হে ভগবন্! যে ব্যক্তি আপনাকে ভক্তি বা পূজা করিতে জানে, এ সংসারে সে-ই ধন্য; হে দেব! যে ব্যক্তি আপনার স্তব করিয়া থাকেন, দেবতাদিগের নিকট তিনি পূজা পাইয়া থাকেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—সূর্য্যাত্মজ যম এইরূপ স্তব করিয়া বারংবার "শিবায় নমঃ" এই বাক্য উচ্চারণ করত পুনঃপুনঃ মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া মহাদেবকে সহস্রবার প্রণাম করিলেন। তখন ত্রিলোচন, তপঃখিন্ন ধর্ম্মরাজকে অতি যত্নে ভূমি হইতে উঠাইয়া এইরূপ বর দিলেন, হে ভাস্করনন্দন! আজ অবধি অখিল-সংসারের পাপপুণ্য বিচারের ভার তোমাতে অর্পিত হইল; তোমার "ধর্ম্মরাজ" এই নাম হইল। এখন অবধি আমার আদেশে আমার শাসনস্থ লোকগণের শাসন কর! হে ধর্ম্মরাজ! অদ্যাবধি তুমি দক্ষিণদিকের অধিপতি হইয়া সমস্ত জীবগণের শুভাশুভ

কর্ম্মের সাক্ষী হইয়া থাক। অদ্যাবধি তুমি যে সদসৎ পথ দেখাইবে, উত্তমাধম লোকগণ যথাক্রমে সেই পথ দিয়া নিজ নিজ কর্ম্মার্জ্জিত লোকের অনুসরণ করুক। হে ধর্ম্ম! এই কাশীতে তোমাকর্ত্তৃক যে আমার লিঙ্গ আরাধিত হইল, মানবগণ সেই লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শ বা পূজা করিয়া অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যে মহামতিরা, এই ধর্ম্ম-তীর্থে স্নান করত ভক্তিসহকারে একবারও তোমার স্থাপি এই লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহারা চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধিলাভ করিবে। এই স্থানে মহাপাতকীও যদি দৈবগতিকে একবার এই ধর্ম্মেশ্বরলিঙ্গকে দর্শন করে, তবে সে কখনও নরকযন্ত্রণা ভোগ করে না ও স্বর্গে দেবতারাও তদীয় সৌভাগ্যের সাধুবাদ দিয়া থাকেন। যাহার ভাগ্যে কাশীতে ধর্ম্মপীঠ লাভ হইয়াও নিজ মঙ্গলের চেষ্টা করিবার বুদ্ধি না হয়, হে ধর্ম্ম! সে অন্য কোন উপায়েই তেজ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে না। হে ধর্ম্মরাজ! অদ্য তোমার যাদৃশ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, এই ধর্ম্মেশ্বরের ভক্তমাত্রেই সেইরূপ সিদ্ধিলাভ করিবে। গুরুতর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি কর্ত্তৃকও যদি ধর্ম্মেশ্বর একবার অর্চ্চিত হন, তবে তাহার সকল ভয় দূর করেন। যে ব্যক্তিই ধর্ম্মেশ্বরের আরাধনা করিবে, সে-ই তোমার বন্ধুত্বপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কাশীতে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল দিয়া ধর্ম্মেশ্বরের পূজা করিলে, মানব স্বর্গধামে দেবগণ কর্ত্তৃক মন্দারমালা দ্বারা পূজিত হয়। যাহারা পাপকর্ম্ম করিয়া তোমা হইতে ভীত হইবে, তাহাদের ধর্ম্মেশ্বর পূজা করিয়া তোমার সহিত সখ্যস্থাপন করা কর্ত্তব্য; তাহাতে তাহাদের সে ভয় দূর হইবে। উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করত ধর্ম্মেশ্বরের পূজা করিয়া এই পীঠে যে কিছু দান করা হইবে, তাহা যুগান্তরেও অনন্ত ফল প্রদান করিবে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে যে ব্যক্তি ধর্ম্মেশ্বরের যাত্রা, সেই অহোরাত্র উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া নানারূপ উৎসব করিবে, সে আর কখন জঠর-যাতনা ভোগ করিবে না এবং যাহাদিগের কর্ত্তৃক এই যমেশ্বরসন্নিধানে তোমার রচিত এই স্তব পঠিত হইবে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে আগমন করিবে ও তোমার বন্ধ হইয়া অভিমুখে থাকিবে। হে সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় আমার কিছুই অদেয় নাই; যাহা অভীষ্ট হয়, প্রার্থনা কর, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিব। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—যম, দয়াময় মহাদেবের সৌম্যমূর্ত্তি ও পুনরায় অভীষ্টদানে ঔৎসুক্য দেখিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়বৎ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

ধর্ম্মেশ্বরের উপাখ্যান।

স্কন্দ বলিলেন, সুধাসাগর শিব, ধর্ম্মরাজকে আনন্দবাষ্পসলিলে রুদ্ধকণ্ঠ দেখিয়া অমৃত-নিষ্যন্দী করযুগলে তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। মহাতপা ধর্ম্মরাজের তপোবহ্নিপ্রজ্বলিত দেহ তাঁহার স্পর্শসুখে রোমাঞ্চিত হইল। অনন্তর সূর্য্যপুত্র শান্তপারিষদ্গণে আবৃত, প্রসন্নবদন, শান্ত, দেবদেব উমাপতিকে বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ, করুণানিধে, ঈশান! আপনি যে প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাতেই আপনাকে আমি সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছি, অন্য বরে প্রয়োজন কি? বেদ এবং বেদপুরুষত্রয়—ব্রহ্মা বিষ্ণু, যাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে অবগত নহেন, আমি তাঁহার নিকটেও বরযোগ্য হইয়াছি, অতএব হে নাথ! আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার তপস্যার চিরসাক্ষী, আমার সম্মুখে উৎপন্ন, ইতিহাস-কথাভিজ্ঞ, মাতাপিতৃহীন, আহারবিহারপরিত্যাগী শুকপক্ষিশাবকগণকে বরদান করুন। ইহাদিগের প্রসব সময়ে

শুকপক্ষিণী, রোগার্ত্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করে, শুক (ইহাদিগের পিতা) শ্যেন কর্তৃক ভক্ষিত হয়। হে অনাথনাথ! আমার মুখাপেক্ষী এই অনাথগণকে আয়ুঃশেষস্বরূপী আপনিই রক্ষা করিয়াছেন; ইহাদিগের বরদাতা হউন। হে মুনে! শিব, ধর্ম্মরাজের পরোপকারবিশুদ্ধ এই বাক্য শ্রবণে ধর্ম্মরাজের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া, বিনয়নম্রবদন শুকশাবকদিগকে আহ্বান করিয়া, তাহাদিগকে বলিলেন, অয়ি ধর্ম্মসম্মিলিত সাধুপক্ষিগণ! সাধুসঙ্গে জন্মান্তরসঞ্চিতপাপরাশিবর্জ্জিত, ধর্ম্মেশ্বরলিঙ্গসমীপবর্ত্তী তোমাদিগকে কি বর দিব, বল। সেই পক্ষিগণ, মহেশের এই কথা শুনিয়া দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া বলিল, হে সংসারমোচক! আপনাকে নমস্কার। হে অনাথনাথ! হে সর্ব্বজ্ঞ! আমরা তির্য্যক্‌জাতি হইয়াও যে সাক্ষাৎ আপনাকে দেখিলাম, এ অপেক্ষা বর কি আর প্রার্থনা করিব? হে গিরীশ! উদ্যমসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ঐহিক লাভ শতাধিক থাকিতে পারে, পরন্তু আপনি যে নয়নগোচর হইয়াছেন, ইহাই পরম লাভ। হে নাথ! এ যা কিছু দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, একমাত্র আপনিই অভঙ্গুর এবং আপনার পূজাও অভঙ্গুর। এই তপস্বীর কৃত লিঙ্গপূজা দর্শনে বিবিধ কোটি কোটি জন্মের স্মরণ আমাদিগের স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। হে ঈশান! আমরা দেবযোনিও পাইয়াছিলাম, তখন লীলাক্রমে সহস্র দিব্যাঙ্গনা ভোগও করিয়াছি। অসুরযোনি, দানবযোনি, নাগযোনি, রাক্ষসযোনি, কিন্নরযোনি, বিদ্যাধরযোনি এবং গন্ধর্ব্বযোনিও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মনুষ্যজন্মে অনেকবার রাজত্ব লাভও করিয়াছি; জলে জলচর, স্থলে স্থলচর, বনে বনচর এবং গ্রামে গ্রামবাসী হইয়া জন্মিয়াছি। দাতা, যাচক, রক্ষক, ঘাতুক, সুখী এবং দুঃখীও আমরা হইয়াছি। জেতা, পরাজিত, অধ্যয়নসম্পন্ন, মূর্খ, স্বামী এবং সেবকও হইয়াছি, চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের মধ্যে উত্তম, মধ্যম, অধম সবই বহুবার হইয়াছি। কিন্তু হে শিব! কোথাও স্থৈর্য্যলাভ করিতে পারি নাই। হে পিনাকিন্! এ-যোনি, সে-যোনি, সে-যোনি হইতে ওযোনি এইরূপে কোন যোনিতেই অল্পমাত্র সুখও একেবারের জন্যও পাই নাই। হে ত্র্যম্বক! অধুনা ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গ-দর্শন-সম্ভূত পুণ্যপুঞ্জে এবং ধর্ম্মরাজের উত্তম তপোবহ্নিজ্বালায় পাপ দাহ হওয়াতে আপনাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। হে ধূর্জ্জটে! তথাপি যদি দীনহীন শোচনীয় এই পক্ষীদিগকেও বর দেয় হয়, তাহা হইলে, হে সর্ব্বজ্ঞ! সেই জ্ঞানদান করুন, যাহাতে মাদৃশ প্রাণিগণের অভেদ্য প্রাকৃতপাশ-যন্ত্রিত আমরাও এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি। আমরা ইন্দ্রপদ ইচ্ছা করি না, চান্দ্রপদ ইচ্ছা করি না, অন্য পদও ইচ্ছা করি না, হে শম্ভো! পুনর্জ্জন্মনিবারক কাশীমৃত্যুই আমরা ইচ্ছা করি। হে সর্ব্বজ্ঞ। আপনার সান্নিধ্য বশতঃ আমরাও সকল জানিতেছি; চন্দনবৃক্ষের সংসর্গে সকল বৃক্ষই সৌরভসম্পন্ন হয়, ইহাই দৃষ্টান্ত। আপনার আনন্দকাননে যথাকালে দেহত্যাগই সংসারোচ্ছেদকারণ পরম জ্ঞান। সমুদয় বাগ্‌জাল মথন করিয়া পরম সারভূত এই বাক্য ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'কাশীতে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি হয়। যাহা বহু গ্রন্থে বক্তব্য, সেই কথা হরি, সূর্য্যকে অষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, 'কৈবল্যং কাশিসংস্থিতৌ' অর্থাৎ কাশীতে মরিলে কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্যের নিকট বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়া মুনিসমাজে বলিয়াছেন, কাশীতে মৃত্যু হইলে পরমপদ প্রাপ্তি হয়।' পূর্ব্বে প্রভুও মন্দরপর্ব্বতে, জগদম্বার নিকটে বলিয়াছেন, 'কাশী, নির্ব্বাণের উৎপত্তি ক্ষেত্র।' হে শিব! কৃষ্ণদ্বৈপায়নও এই কথা বলিবেন, যথায় সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, তথায় পদে পদে মুক্তি হইতে পারে।' তীর্থসন্ন্যাসকারী লোমশ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন মুনিরাও এই কথা বলেন,

'কাশী মুক্তির প্রকাশিকা।' আমরাও ইহা জানি, যথায় সুরধুনী বর্ত্তমান, শিবের সেই আনন্দকাননেই নিশ্চয় মোক্ষ অবস্থিত স্বর্গে মর্ত্ত্যে এবং পাতালে যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ অথচ বর্ত্তমান ধর্ম্মেশ্বর শিবের পরমানুগ্রহে তৎ সমস্তই আমরা জানি। হে শম্ভো! অতএব, ব্রহ্মার উক্ত, বিষ্ণুর কথিত মুনিগণের কথিত এবং আপনার কথিত সকলেই আমরা জানি। ধর্ম্মপীঠ সেবাফলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-গোলোকই, করকবলিত আমলক ফলের ন্যায় আমাদের মুখাগ্রে রহিয়াছে। হে প্রভো। আমরা তির্য্যগ্‌যোনি হইয়াও ধর্ম্মরাজ্যের তপঃ-প্রভাবে, নির্ব্বিকল্প সর্ব্বজ্ঞতার পাত্র হইয়াছি। দেবাদিদেব, এইরূপ মৃদুমধুর, হিত, মিত, সত্য, স্বপ্রমাণ এবং সুসংস্কৃত পক্ষিবাক্য শ্রবণে অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া ধর্ম্মপীঠের গৌরব কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই ত্রৈলোক্য-নগরের মধ্যে কাশী আমার রাজভবন। তন্মধ্যে মোক্ষলক্ষ্মী-বিলাস নামক অতি সুখস্থান প্রাসাদ আমার অমূল্যমণিনির্ম্মিত ভোগভবন। পক্ষিগণ,স্বেচ্ছা-ক্রমে আকাশে বিচরণ করত দৈবাৎ সেই প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিলেও মুক্ত হইয়া বিমান-চারী দেবতা হয়। মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস নামক প্রাসাদ অবলোকন করিলে, ব্রহ্মহত্যাও শরীর হইতে দূরে গমন করে; অন্যথা হয় না। যাহারা মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসভবনের চূড়াস্থ কলস দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগকে নিধিকুম্ভ কখনই পরিত্যাগ করে না। আমার এই প্রাসাদমস্তকস্থিত পতাকাও যাহারা নয়নগোচর করিয়াছে, তাহারা আমার নিত্য অথিতি। আনন্দরূপ মূলের কেবল এই পরম অঙ্কুর, ভূমিভেদ করিয়া প্রাসাদচ্ছলে স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এই স্থানে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত নানামূর্ত্তি চিত্রস্থ হইয়াও আমারই উপাসনা করিতেছে। অখিললোকের মধ্যে সেই সৌধই আমার পরম নির্ব্বৃতির স্থান। তাহাই আমার রমণীয় রতিশালা, তাহাই আমার বিশ্বাসস্থান। আমি সর্ব্বব্যাপক হইলেও এই প্রাসাদ আমার প্রকৃষ্ট স্থান। পরম উপনিষদ্ বাক্যে যে নিরাকার পরব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন, সেই পরব্রহ্মই আমি, ভক্ত-গণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া আকার পরিগ্রহ করিয়াছি। মোক্ষলক্ষ্মীপ্রাসাদের দক্ষিণদিকে আমার এক মণ্ডপ আছে, তথায় আমি সতত অবস্থান করি, সেটী আমার সভামণ্ডপ। স্থির-চিত্তে নিমেষার্দ্ধকাল সেই মণ্ডপে অবস্থিতি করিলে, শত বৎসর যোগাভ্যাসের ফল হয়। সেই স্থান জগন্মণ্ডলে 'মুক্তি-মণ্ডপ' নামে প্রসিদ্ধ। তথায় এক বেদমন্ত্র পাঠ করিলে, সর্ব্ববেদপাঠের ফললাভ হয়। সেই মুক্তি-মণ্ডপে একবার প্রাণায়াম যে ব্যক্তি করে, তাহার, অন্যত্র অযুত বৎসর অষ্টাঙ্গযোগ করিবার ফল হয়। যে ব্যক্তি মুক্তিমণ্ডপে ষড়ক্ষর শিবমন্ত্র জপ করে, তাহার 'কোটিরুদ্র' জপের ফল হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি, গঙ্গাসলিলে স্নান করিয়া পবিত্রভাবে মুক্তিমণ্ডপে 'শতরুদ্রিয়' মন্ত্র পাঠ করে, তাহাকে দ্বিজবেশধারী শিব বলিয়া জানিবে। যে আমার দক্ষিণমণ্ডপে একবার ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি, নিষ্কামভাবে, মুক্তিমণ্ডপে ইতিহাস, পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে, আমার ভবনে তাহার বাস হয়। যে কৃতী, ইন্দ্রিয়চাপল্য নিবারণ করিয়া ক্ষণকাল মুক্তি-মণ্ডপে অবস্থান করে, তাহার অন্যত্র মহৎ তপস্যা করিবার ফল হয়। অন্যত্র এক শত বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলে যে পুণ্য হয়, মুক্তিমণ্ডপে অর্দ্ধ ঘটিকা মৌনাবলম্বে থাকিলে সেই পুণ্য লাভ হয়। যে ব্যক্তি এক কৃষ্ণলক পরিমিত সুবর্ণও দান করে, সে সুবর্ণময় বিমানে স্বর্গে সঞ্চরণ করে। যে ব্যক্তি যে কোন এক দিন তথায় উপবাস ও জাগরণ করিয়া লিঙ্গপূজা করে, সে সর্ব্বব্রতপুণ্যভাগী হয়। তথায় মহাদান করিয়া, মহাব্রত করিলে অথবা নিখিল বেদাধ্যয়ন করিলে, মানব, স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় না। মুক্তিমণ্ডপে যাহার

প্রাণ বহির্গত হয়, সে এইস্থানে আমাতে লীন হইয়া, আমি যতদিন থাকি, ততদিন অবস্থান করে। আমি জ্ঞানবাপীতে উমার সহিত সতত জলক্রীড়া করি, সেই জ্ঞানবাপীর জলপান মাত্রে নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই রাজভবনস্থ সেই জলক্রীড়াস্থান জাড্যহারী সলিলে পূর্ণ এবং আমার প্রীতিকর। সেই প্রাসাদের অগ্রভাগে আমার শৃঙ্গারমণ্ডপ। তাহার নাম শ্রীপীঠ। শ্রীপীঠ, শ্রীহীনদিগকেও শ্রী প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, তথায় আমার জন্য নির্ম্মল বস্ত্র, বিচিত্র মাল্য, যক্ষকর্দ্দম, নানা সাজসজ্জার বস্তু এবং পূজোপকরণ প্রদান করে, সেই সত্তম ব্যক্তি যে কোন স্থানেই শ্রীভূষিত হইয়া অবস্থিতি করে। যে কোন স্থানেই তাহার মৃত্যু হউক না, নির্ব্বাণলক্ষ্মী তাহাকে নিশ্চয়ই নির্ব্বাণপদ দিবার জন্য বরণ করেন। মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসক নামক প্রাসাদের উত্তরে আমার ঐশ্বর্য্যমণ্ডপ নামে রমণীয় মণ্ডপ আছে, তথায় আমি ঐশ্বর্য্য প্রদান করি। আমার প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে যে জ্ঞানমণ্ডপ আছে, তথায় আমাকে যাহারা ধ্যান করে, তাহাদিগকে জ্ঞানোপদেশ দিই। ভবানীরাজভবনে, আমার যে রন্ধনশালা আছে, তাহাতে উপহৃত পবিত্র বস্তু আমি আনন্দসহকারে ভোজন করি। বিশালাক্ষীর মহাসৌধে আমার বিশ্রামভূমি। তথায় সংসারতপ্ত ব্যক্তিগণের আমি বিশ্রাম বিতরণ করি। চক্রপুষ্করিণী আমার নিয়মস্নানের তীর্থ। যে সকল পুরুষ তথায় স্নান করে, তাহাদিগকে আমি নির্ম্মলত্ব প্রদান করি। শাস্ত্রে যাহা পরমতত্ত্ব বলিয়া কথিত, যাহা অতিনিত্যব্রহ্মস্বরূপে কথিত এবং যাহা সহৃদয়সংবেদ্য, অন্তকালে আমি তথায় সেই তত্ত্বোপদেশ দিয়া থাকি। যাহা তারকজ্ঞান বলিয়া কথিত, যাহা অতি নির্ম্মল এবং আত্মানন্দ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, সেই তত্ত্ব আমি তথায় অন্তকালে উপদেশ করি। জগতের মঙ্গলভূমি যে মণিকর্ণিকা এই স্থলে অবস্থিত, কর্ম্মবদ্ধ প্রাণীদিগকে আমি তথায় বন্ধনমুক্ত করি। নির্ব্বাণ বিতরণে আমি যথায় পাত্রাপাত্র বিচার করি না, আনন্দকাননে সেই আমার দিবারাত্র-দানস্থল। অত্যন্ত অগাধ ভবসাগরে মজ্জনোন্মুখ প্রাণিদিগকে আমি কর্ণধার হইয়া তথায় পার করি। মণিকর্ণিকা সৌভাগ্যভাগ্যভূমি বলিয়া বিখ্যাতা; আমি তথায় ব্রাহ্মণ কি অন্ত্যজ সকলকেই সর্ব্বস্ব প্রদান করি। মহাসমাধিসম্পন্ন বেদান্তার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে যে মোক্ষ অন্যত্র দুর্লভ, হীন ব্যক্তিও সেই মোক্ষ এই স্থলে লাভ করে। দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বা চাণ্ডাল, পণ্ডিত বা মূর্খ, সকলেই মণিকর্ণিকায় আসিলে, আমার নিকট মোক্ষদীক্ষায় সমান অধিকারী। আমি অন্যত্র যাহা দান করিতে কৃপণতা অবলম্বন করি, মণিকর্ণিকাসমাগত প্রাণিমাত্রকে আমি সেই চিরসঞ্চিত সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া থাকি। যদি অতি দুর্ঘট "ত্রিসংযোগ" দৈবক্রমে এ স্থলে ঘটে, তাহা হইলে বিচার না করিয়া চিরসঞ্চিত সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া থাকি। শরীর, সম্পত্তি এবং মণিকর্ণিকা এতৎত্রিতয়ের সম্মিলনই "ত্রিসংযোগ" ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অপ্রাপ্য। আমি ইহা পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া সকল প্রাণীকেই মণিকর্ণিকা সমীপে নির্ব্বাণলক্ষ্মী প্রদান করিয়া থাকি। বারাণসী মধ্যে সেই স্থানই মুক্তিদানের অতি প্রধান স্থান। সেই স্থানের ধূলিকণার তুল্যও ত্রৈলোক্য নহে। অবিমুক্তেশ্বরেশ্বর লিঙ্গপূজার পরমস্থান; তথায় একবার পূজা করিলেই মানব কৃতার্থ হয়। পশুপতীশ্বরের নিকটে সায়ংকালে আমি শৈবসন্ধ্যা করি; তখন তথায় বিভূতি ধারণ করিলে, পশুপাশে আবদ্ধ হইতে হয় না। আমি ওঙ্কারেশ্বরের মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া থাকি; তথায় একটী সন্ধ্যা করিলেও সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। আমি কৃত্তিবাসে প্রতি চতুর্দ্দশীতে বাস করি; তথায় চতুর্দ্দশীতে জাগরণ করিলে, আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ভক্তি সহকারে রত্নেশ্বর শিবকে পূজা করিলে, তিনি মহারত্নসমূহ প্রদান করিয়া

থাকেন। আর রত্ন দ্বারা সেই শিবলিঙ্গকে পূজা করিলে মানব স্ত্রীরত্নাদি লাভ করিয়া থাকে! আমি ত্রিজগতের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইলেও ভক্তগণের মনোরথসিদ্ধির জন্য সতত ত্রিপিষ্টপলিঙ্গে অবস্থান করি। মানব বিরজা মহাপীঠের সেবা করিলে এবং চতুর্নদে উদক কার্য্য সম্পন্ন করিলে নিশ্চয় রজোগুণশূন্য হয়। মহাদেবের মহাপীঠ আমার সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ। সেই পীঠ দর্শন মাত্রে মহাপাতক হইতেও মুক্তিলাভ হয়। বৃষভধ্বজ নামক পীঠ পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ, তথায় পিতৃতর্পণ করিলে মানব ক্ষণমধ্যে পিতৃগণকে উদ্ধার করে। আদিকেশব পীঠে আমি আদিকেশবরূপে অবস্থিত; আদিকেশবরূপী আমার অতিপ্রিয় ভক্ত বৈষ্ণবগণকে আমি শ্বেতদ্বীপে লইয়া যাই। আমি এই যেখানে সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ মঙ্গলাপীঠে পঞ্চনদ তীর্থের নিকটে ভক্তগণকে উদ্ধার করি; তথায় পঞ্চনদ তীর্থে স্নাত বৈষ্ণবদিগকে বিন্দুমাধবরূপে সেই বিষ্ণুর পরম পদে লইয়া যাই। পঞ্চমুদ্র নামক মহাপীঠে যাহারা বিরেশ্বরের সেবক, তাহাদিগের অল্পকালেই নির্ব্বাণ-মুক্তি হয়। তন্নিকটে চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের সমীপে সিদ্ধেশ্বরী পীঠে যাহারা অবস্থিত, তাহারা ছয় মাসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কাশীর যোগসিদ্ধি সম্পাদক যোগিনীপীঠে কোন্ উত্তম সাধকগণ উচ্চাটনাদি সকল সিদ্ধিলাভ না করিয়া থাকে? এই কাশীতে পদে পদে অনেক পীঠ আছে, পরন্তু ধর্ম্মেশ্বরপীঠে কোন একটী অপূর্ব্ব শক্তি আছে। ধর্ম্মপীঠে "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" এইরূপ আর্ত্তনাদকারী এই শুকশাবকেরা আমার সদুপদেশে নির্ম্মলজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে। হে সূর্য্যপুত্র! তোমার তপোবন এই ধর্ম্মেশ্বর-পীঠ আমি আজ হইতে কখন পরিত্যাগ করিব না। হে রবিনন্দন! দেখ, আমার অনুগ্রহে এই শুকশাবকেরা দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া আমার মহাপুরে গমন করিতেছে। তোমার সংসর্গে অতি নির্ম্মল এই শুকশাবকগণ তথায় বহুকাল সুখভোগ করিয়া আমার কথিত জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, এই স্থলে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে। দেবাদিদেব এই কথা বলিবামাত্র রুদ্রকন্যাপরিবৃত কৈলাশশিখরসদৃশ দিব্যবিমান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মল শুক-শাবকগণ দিব্যরূপ ধারণ করত সেই বিমানে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক কৈলাসাভিমুখে গমন করিল।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

৮০তম অধ্যায়।

মনোরথ-তৃতীয়া ব্রত কথন।

স্কন্দ বলিলেন, হে কুম্ভযোনে! জগদম্বা, সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রণতার্ত্তিহারী শিবকে বলিলেন, হে মহেশ্বর! মহাদেব! এই পীঠের কি মাহাত্ম্য! কেননা, তির্য্যক্‌জাতিরও সংসার-মোচক তত্ত্বজ্ঞান এই পীঠপ্রভাবে হইল। অতএব, হে ধূর্জ্জটে! ধর্ম্মপীঠের এই প্রভাব অবগত হওয়াতে আমি অদ্যাবধি এই ধর্ম্মেশ্বর শিবসমীপে থাকিলাম। যে সকল স্ত্রী কি পুরুষেরা এই লিঙ্গের ভক্ত হইবে, আমি তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি সতত করিব। ঈশ্বর বলিলেন, হে দেবি! সজ্জনগণের মনোরথপূরক এই ধর্ম্মপীঠ আশ্রয় করিয়া তুমি ভালই করিয়াছ। হে বিশ্বভুজে! যে মানবেরা এখানে তোমার পূজা করিবে, তাহারাই বিশ্বভোক্তা এবং তাহারাই বিশ্বমান্য। হে বিশ্বসৃষ্টিসংহার-কারিণি! বিশ্বভুজে! বিশ্বে! যে সব মানুষ, এখানে তোমার পূজা করিবে, তাহারা নির্ম্মল-চিত্ত হইবে। যে ব্যক্তি, মনোরথ-তৃতীয়াতে তোমাকে ভজনা করিবে, আমার অনুগ্রহে তাহারা সিদ্ধমনোরথ হইবে। প্রিয়ে! স্ত্রী কি পুরুষ তোমার ব্রত অনুষ্ঠান করিলে ইহকালে সিদ্ধমনোরথ হইয়া অন্তে জ্ঞানালাভ করে। দেবী বলিলেন, মনোরথ-তৃতীয়াতে কিরূপ ব্রত করিতে হয়, সে ব্রতকথা কেমন, তাহার ফল

কি এবং সে ব্রত কাহারা করিয়াছে? —হে নাথ! কৃপা করিয়া এতৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর বলিলেন, হে দেবি! ভব-তারিণি! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মনোরথব্রত গোপনীয় হইতে অধিকতর গোপনীয়। পূর্ব্বে পুলোমনন্দিনী শচী, কোন মনোরথ সিদ্ধির জন্য পরম তপস্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু তপস্যার ফল পান নাই। অনন্তর কলকণ্ঠী শচী, পরমানন্দে এবং ভক্তিসহকারে, মৃদু মধুর সরহস্য গীত গান করত আমার পূজা করেন। তানমান-কলাসম্পন্ন সুতাল সুরাগী তদীয় মৃদু-মধুর গীতে সন্তুষ্ট হইয়া আমি বলিলাম, হে পুলোমনন্দিনি! তোমার এই উত্তমগানে এবং এই লিঙ্গপূজা দ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। পুলোমনন্দিনী বলিলেন, হে দেবেশ! হে মহাদেবীমহাপ্রিয়! মহাদেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত আমার মনোরথ পূর্ণ করুন, যিনি সর্ব্বদেবগণ মধ্যে মান্য, সর্ব্বদেবগণের মধ্যে সুন্দর এবং সকল যজ্ঞকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি আমার পতি হউন। হে ভব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত আমার ইচ্ছামত রূপ, ইচ্ছামত সুখ এবং ইচ্ছামত আয়ু প্রদান করুন। মনের সুখেচ্ছায় যখন যখন আমার পতিসঙ্গ হইবে, তখন তখনই পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া যেন অন্যদেহ প্রাপ্ত হই। হে সংসার-মোচক ভব! জরামরণহারিণী লিঙ্গপূজায় যেন আমার সতত অত্যুত্তম ভক্তি থাকে। হে মহাদেব! স্বামিবিনাশেও যেন ক্ষণকালের জন্যও আমার বৈধব্য না হয়, অথচ যেন পাতিব্রত্যও না যায়। স্কন্দ বলিলেন, পুরারি মহেশ্বর, পুলোমনন্দিনীর এই প্রকার মনোরথ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল ঈষৎ হাস্যসহকারে সবিস্ময়ে বলিলেন, হে পুলোমকন্যে! তুমি যে মনোরথ করিয়াছ, হে জিতেন্দ্রিয়ে! মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রত করিলে তাহা পূর্ণ হইবে। তোমার ইষ্টসিদ্ধির জন্য সেই যথোক্ত ব্রত বলিব। হে বালে! মহাসৌভাগ্যপ্রদ সেই ব্রত আচরণ করিলে, অবশ্য তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। পুলোমনন্দিনী বলিলেন, "হে প্রণতপ্রাণিগণের সর্ব্বাভীষ্টসাধক! দয়াসাগর শঙ্কর! সে ব্রতের ফল কি? তাহার স্বরূপ কি প্রকার? সে ব্রতে কোন্ দেবতার পূজা করিতে হয়। কোন্ সময়ে তাহা করিতে হয় এবং তাহার ইতিকর্ত্তব্যতাই বা কিরূপ? শিব এই কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পুলোমনন্দিনি! মনোরথতৃতীয়ার সেই শুভকর ব্রত করিতে হয়, বিংশতিভুজশালিনী বিশ্বভুজাগৌরী সেই ব্রতে পূজনীয়া। ব্রতী, দেবীর অগ্রে বরদ, অভয়পাণি, অক্ষসূত্রমোদকধারী আশাবিনায়ককে পূজা করিবে। পূর্ব্বরাত্রে অনতিতৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়া চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়ায় এই ব্রত করিতে হয়। দন্তধাবন করা ইহার একটী অঙ্গ। জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় এবং পবিত্র হইয়া অস্পৃশ্যস্পর্শ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে এই প্রকার নিয়ম গ্রহণ করিবে; "হে অনঘে! বিশ্বভুজে! প্রাতঃকালে আমি ব্রত অবলম্বন করিব, আমার মনোরথসিদ্ধির জন্য তাহাতে সন্নিহিতা হইও"। এইরূপ নিয়ম গ্রহণ পূর্ব্বক শুভ স্মরণ করত নিদ্রা যাইবে। মেধাবী ব্রতী প্রাতঃকালে উঠিয়া আবশ্যক কর্ম্ম করিয়া শৌচ, আচমনের পর সর্ব্বশোক-নিবারক অশোকবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। তারপর সেই বিধিজ্ঞপ্রবর, স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া নিত্যকর্ম্ম নিষ্পাদন পুরঃসর সায়ংকালে গৌরীপূজা করিবে। প্রথমে গণেশপূজা করিয়া ও গণেশকে ঘৃতপুর (পক্বান্ন বিশেষ) নিবেদন করিয়া, প্রথমে কুঙ্কুম দ্বারা অনুলেপন করিয়া শুভ অশোক কুসুম, অশোকবর্ত্তিযুক্ত ঘৃতপুর নৈবেদ্য এবং অগুরুসম্ভূত ধূপ দ্বারা বিশ্বভুজা গৌরীকে পূজা করিবে। পরে অশোকবর্ত্তিসহিত মনোহর ঘৃতপুর দ্বারা একবার মাত্র আহার কার্য্য সম্পন্ন করিবে। হে পুলোমনন্দিনি! চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়া এইরূপে অতীত হইলে, বৈশাখ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রতি শুক্লতৃতীয়াতে ব্রত করিবে।

হে অনঘে! অবশিষ্ট একাদশমাসের দন্তধাবন কাষ্ঠ, অনুলেপন দ্রব্য, পুষ্প, গণেশ এবং দেবীর নৈবেদ্য আর একাহারের অন্ন, এতৎ সমস্ত যথাক্রমে বলিতেছি; এ সমস্তই ব্রতফল প্রাপ্তির কারণ। হে শুভব্রতে! তৎসমুদয় শ্রবণ কর। জম্বু, অপামার্গ, খদির, জাতী, আম্র, কদম্ব, বট, উডম্বর, খর্জ্জুরী, বীজপূর এবং দাড়িমী,—ব্রতীর দন্তধাবনকাষ্ঠের বৃক্ষ এই সমস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বালে! সিন্দূর অগুরু, কস্তূরী (মৃগনাভি), চন্দন, রক্তচন্দন, গোরোচনা, দেবদারু ঘৃষ্ট, পদ্মকাষ্ঠ, ঘৃষ্ট হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রা, প্রীতিপূর্ব্বক এই অনুলেপন তাঁহাদিগকে যথাক্রমে দিবে। আর প্রতি মাসেই যক্ষকর্দ্দম অনুলেপন দিবে। সর্ব্ববিধ অনুলেপনের অভাব হইলেও যক্ষকর্দ্দম প্রশস্ত অনুলেপন। দুইভাগ মৃগনাভি, দুইভাগ কুঙ্কুম, তিন ভাগ চন্দন এবং একভাগ কর্পূর—এতৎ সমষ্টির নাম 'যক্ষকর্দ্দম'। যক্ষকর্দ্দম সমস্ত দেবতার প্রিয়। অনুলেপন প্রদান করিয়া পরে, যে সকল পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে, তাহাও আমি বলিতেছি। পাটলা, মল্লিকা, পদ্ম, কেতকী, করবীর, কহ্লার, রাজচম্প, তগর, জাতি, কুমারী এবং কর্ণিকার এই একাদশবিধ পুষ্পদ্বারা উক্ত একাদশ মাসে যথাক্রমে পূজা করিবে। পুষ্পের অভাবে তদীয় পত্রসহ সুগন্ধি পুষ্পাবলী দ্বারা পুষ্পপত্র সর্ব্বালাভেও অন্য সুগন্ধি পুষ্পসমূহ দ্বারা গণেশগৌরীর পূজা করিবে। যথাক্রমে দধিমিশ্রিত শক্তু, দধিভক্ত, আম্ররসমিলিত মণ্ড, ফেণিকা (ইক্ষুরসবিকার) বটক, শর্করামিশ্রিত পায়স,—বৈশাখাদি ছয় মাসে, আর মুদ্গাঘৃতসমন্বিত ভক্ত কার্ত্তিক মাসে নির্দ্দিষ্ট। অগ্রহায়ণ পৌষে ইণ্ডেরিকা, লড্ডুক, মাঘমাসে শুভ লপ্সিকা এবং ঘৃতপক্ব শর্করা গর্ভমুষ্টিক ফাল্গুনমাসে, এতৎ সমস্ত গণেশ এবং গৌরীকে প্রীতিসহকারে নিবেদন করিবে। যে খাদ্য নিবেদন করিবে, একাহারেও সেই খাদ্য। এক বস্তু নিবেদন করিয়া অন্য বস্তু ভোজন করিলে অধোগতি হয়। একবৎসর, প্রতি মাসের শুক্ল তৃতীয়ায় এইরূপ আরাধনা করিয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠার জন্য স্থণ্ডিলে অগ্নিপূজা করিবে। ব্রতী, অগ্নিমন্ত্র দ্বারা যথাবিধি তিল ঘৃত দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। সকল মাসেই রাত্রিতে পূজা, সকল মাসের রাত্রিতেই আহার, এই হোমও রাত্রিতেই কর্ত্তব্য। 'ক্ষমস্ব'করণও রাত্রিতেই। মাতঃ! ভক্তিসহকারে মৎকৃত এই পূজা গণেশের সহিত আপনি গ্রহণ করুন। হে বিশ্বভুজে! আপনাকে নমস্কার, শীঘ্র মনোরথ পূর্ণ করুন। হে বিঘ্নরাজ! আপনাকে নমস্কার, হে আশাবিনায়ক! আপনাকে নমস্কার; বিশ্বভুজার সহিত আপনি আমার মনোরথ সম্পাদন করুন। এই অর্থের মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক গৌরী ও গণেশের পূজা করিবে। ব্রত প্রতিষ্ঠায় গদি বালিশ যুক্ত পর্য্যঙ্ক দান করিবে; দীপ, দর্পণ দিবে। তার পর ব্রতী, আনন্দিত হইয়া পত্নীসহ আচার্য্যকে পর্য্যঙ্কে বসাইয়া, বস্ত্র, কঙ্কণ, অপর অলঙ্কার, সুগন্ধি চন্দন, মাল্য এবং দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। ব্রতপরিপূরণের জন্য পয়স্বিনী গো, উপভোগ্য বস্ত্র, ছত্র, উপানৎ এবং কমণ্ডলু দান করিবে। আমি যে এই মনোরথ তৃতীয়ার ব্রত করিলাম, ইহাতে ন্যূন অধিক যাহা হউক, আপনার বাক্যে তাহা সম্পূর্ণ হউক। আচার্য্যের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করাতে আচার্য্য 'তথাস্তু' বলিলে, সীমান্ত পর্য্যন্ত আচার্য্যের অনুগমন এবং অপর দ্বিজদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া সুপ্রীতচিত্তে পোষ্যবর্গের সহিত নক্ত ভোজন করিবে। তারপর, প্রভাত হইলে চতুর্থ দিনে চারজন কুমারভোজন এবং দ্বাদশটী কুমারীকে গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা পূজা করিবে, এইরূপে এই সুনির্ম্মল ব্রত সম্পূর্ণ হয়। এই শুভব্রত ইষ্টসিদ্ধির জন্য সকলের কর্ত্তব্য। অবিবাহিত পুরুষ এক বৎসর এই ব্রত করিলে তৎকালে সদ্বংশীয়া মনোবৃত্তানুসারিণী দুঃখসংসারসাগরনিস্তারিণী পতিব্রতা ভার্য্যাপ্রাপ্তি তাহার নিশ্চয় হয়। এই ব্রত করিলে, কুমারী,

ধনাঢ্য সর্ব্বগুণাধিক পতি লাভ করে; সুবাসিনী (নবোঢ়া) বহু পুত্র এবং অখণ্ডিত স্বামিসুখ প্রাপ্ত হয়; দুর্ভগা সুভগা হয়; দরিদ্রা ধনাঢ্যা হয়; বিধবাও আর কোন জন্মে বৈধব্য প্রাপ্ত হয় না; গর্ভিণী, শুভ দীর্ঘায়ু পুত্র লাভ করে; ব্রাহ্মণ, সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়: রাজ্যভ্রষ্ট রাজা রাজ্য প্রাপ্ত হয়; বৈশ্যের লাভ হয় এবং শূদ্রের প্রার্থিত বস্তু লাভ হয়, এই ব্রত করিলে ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন পায়, কামী কাম্যবস্তু সকল লাভ করে এবং মোক্ষার্থীর মুক্তি প্রাপ্তি হয়। মনোরথ তৃতীয়ার ব্রত করিলে, যাহার যে যে মনোরথ, সেই সেই মনোরথ তাহার পূর্ণ হয়। স্কন্দ বলিলেন, শিবা, শিবের নিকট ইহা শ্রবণে সন্তুষ্টচিত্তা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় সেই বিশ্বেশ্বরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সদাশিব! যাহারা কাশী ব্যতীত অন্য স্থানে এই ব্রত করিবে, তাহারা আমাকে এবং আশা-বিনায়ককে কিরূপে পূজা করিবে? শিব বলিলেন, হে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদিনি! দেবি! উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ হে বিশ্বে! যিনি সর্ব্বাশা পূর্ণ করেন, যিনি মদীয় কাশীক্ষেত্রের শুভপ্রার্থি-গণের অনন্ত বিঘ্ন হরণ করেন, যাঁহাকে প্রণাম করিয়া দূরদেশে যাইলেও শীঘ্র যিনি তাহাদিগকে উত্তম অভীষ্টকার্য্য সম্পাদন দ্বারা কৃতকার্য্য করিয়া আনাইয়া দেন, সেই আশাবিনায়কের সহিত তোমাকে কাশীতে প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে সম্যক্ পূজা করিবে। হে বিশ্বে! ব্রতিগণ, অন্যত্র পঞ্চ 'কৃষ্ণলক' (পরিমাণবিশেষ) অপেক্ষা অধিক সুবর্ণ দ্বারা তোমার এবং গণেশের হিরণ্ময়ী প্রতিমা করাইবে। ব্রতী, ব্রতশেষে আচার্য্যকে দুইখানি প্রতিমা প্রদান করিবে। এই ব্রত একবার করিলে ব্রতী কৃতার্থ হয়। হে দেবি! অনন্তর পুলোমনন্দিনী এই উত্তম ব্রতের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাতে আপনার মনোভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্রত করিয়া অরুন্ধতী বসিষ্ঠকে এবং অনসূয়া অত্রিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। এই ব্রত-প্রভাবেই সুনীতি, উত্তানপাদ হইতে পুত্রপ্রবর ধ্রুবকে প্রাপ্ত হন। সুনীতির দুর্ভাগ্য আবার এই ব্রত হইতেই যায়। লক্ষ্মী এই ব্রত ফলে চতুর্ভুজ পতি লাভ করেন। হে সুশ্রোণি! অধিক আর কি বলিব, যে এই ব্রত করিয়াছে, সেই ব্রতীর সকল ব্রতই নিশ্চয় করা হইয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তদ্গতচিত্তে এই ব্রতের পবিত্র কথা শ্রবণ করিলে শুভবুদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং পাপমুক্ত হয়।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম অধ্যায়।

ধর্ম্মেশমাহাত্ম্য।

অগস্ত্য বলিলেন, হে স্কন্দ! দেবদেব শম্ভু, দেবীর নিকট ধর্ম্মতীর্থের কিরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, কৃপা করিয়া তাহা বলুন। স্কন্দ বলিলেন, হে বিন্ধ্যখর্ব্বকারিন্! হে মহা-প্রাজ্ঞ! দেবদেব, যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে আমি ধর্ম্মতীর্থের মাহাত্ম্যপূর্ণ উৎপত্তিকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্র, বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাগ্রস্ত হইলেন, অনন্তর অনুতপ্ত হইয়া পুরোহিত বৃহস্পতিকে প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন, হে দেবরাজ! অতি দুস্ত্যজা ব্রহ্মহত্যাকে অপনোদন করিতে যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে ত বিশ্বেশ্বরপালিতা কাশীপুরীতে যাও। হে শক্র! বিশ্বেশ্বরের পরমা রাজধানী ব্যতীত আর কোথাও ব্রহ্মহত্যার কোন মহৌষধ দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আনন্দকাননে ভৈরবের হস্তাগ্র হইতেও ব্রহ্মার মুণ্ড নিপতিত হইয়াছিল, হে বৃত্রনাশন! তুমিও শীঘ্র তথায় গমন কর। হে শক্র! আনন্দকাননের সীমায় উপস্থিত হই-হইলেই ব্রহ্মহত্যা নিরাশ্রয় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করে। বিশ্বেশ্বরের অধিষ্ঠিতা কাশী, অন্যবিধ মহাপাপীদিগেরও পাপসমূহের

পরমা বিনাশিকা! হে শতক্রতো! মহাপাতক হইতে মুক্তি কাশীতেই হয়, মহাসংসার হইতে মুক্তিও কাশীতেই হয়, অন্যত্র হয় না। কাশী নির্ব্বাণমুক্তির নগরী, কাশী সর্ব্বপাপসমূহ-নাশিনী; কাশী বিশ্বেশ্বরের প্রিয়া, স্বর্গও কাশীতুল্য নহে। ব্রহ্মহত্যাভয় যাহার আছে, সংসার হইতে ভয় যাহার আছে, সেই ব্যক্তি মুক্তিপ্রকাশিনী কাশীকে কদাচ ছাড়িবে না। যথায় দেহত্যাগ করিলে প্রাণিগণের শিব-দৃষ্টিপাত-বিশুষ্ক কর্ম্মবীজের আর অঙ্কুর হয় না, হে বৃত্রবিনাশন! সেই কাশীতে উপস্থিত হইয়া বৃত্রবধপাপক্ষয়ের নিমিত্ত বিশ্বমুক্তিপ্রদাতা বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর। সহস্রলোচন, বৃহস্পতির এই কথা শুনিয়া মহাপাতকবিনাশিনী কাশীতে অতি শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করিয়া ধর্ম্মেশ্বর শিবের নিকটে থাকিয়া ব্রহ্মহত্যা অপনোদনের জন্য শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ইন্দ্র একদা, মহারুদ্রমন্ত্র জপ করত লিঙ্গমধ্যে সাক্ষাৎ ত্রিলোচনকে দর্শন করিলেন; দেখিলেন, তাঁহার তেজে আকাশ উদ্দীপিত হইয়াছে। তখন বেদোক্ত রুদ্রসূক্ত দ্বারা অনেক প্রকারে তাঁহার স্তব ইন্দ্র করিলেন। অনন্তর, শিব, সেই লিঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলিলেন, হে ধর্ম্মপীঠে অবস্থিত, সুব্রত, শচীপতে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বরপ্রার্থনা কর, কি দিব শীঘ্র বল। বৃত্রঘাতী ইন্দ্র, দেবাদিদেবের এই প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনার অবিদিত কি আছে?" অনন্তর, ঈশ্বর ধর্ম্মপীঠনিষেবণ প্রযুক্ত ইন্দ্রের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া, তথায় তীর্থ (কূপ) নিষ্পাদন পূর্ব্বক বলিলেন, এইখানে স্নান কর। ইন্দ্র তথায় স্নানমাত্রে ক্ষণমাত্র মধ্যে দিব্যগন্ধসম্পন্ন হইলেন এবং শতযজ্ঞোপার্জ্জিতা পূর্ব্বতন মনোহর কান্তি প্রাপ্ত হইলেন! অনন্তর নারাদাদি মুনিগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া পাপহারী ধর্ম্মতীর্থে সহর্ষে স্নান করিলেন, দিব্যগণের পিতৃগণের তর্পণ করিলেন, শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলেন, আর সেই তীর্থজলপূর্ণ ঘট দ্বারা ধর্ম্মেশ্বরকে স্নান করাইলেন। অক্লেশে ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহপ্রক্ষালনকর সেই তীর্থ, তদবধি ধর্ম্মকূপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রয়াগস্নানে যে ফল কথিত আছে, ধর্ম্মাম্বুতীর্থে স্নানমাত্রে তদপেক্ষা সহস্রগুণ ফল হয়; হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মতীর্থেও সেই ফল পায়। বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি কালে, নর্ম্মদা, সরস্বতী এবং গোদাবরীতে স্নান করিলে যে ফল পাওয়া যায়, ধর্ম্মকূপস্নানে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। মানস সরোবরে, পুষ্করতীর্থে এবং দ্বারকা-সম্মিলিত সাগরে স্নান করিলে যে ফল হয়, ধর্ম্মকূপে স্নান করিলে তাহা হইয়া থাকে! কার্ত্তিক পূর্ণিমায় সূকরক্ষেত্রে, চৈত্র-পূর্ণিমায় গৌরী মহাহ্রদে, একাদশীতে শঙ্খোদ্ধারতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, এই তীর্থে স্নান করিলে সেই ফল। গঙ্গা এবং ধর্ম্মকূপ এই দুই তীর্থে স্নানাভিলাষী নরগণের পিতৃগণ, পিণ্ডদানের আশায় প্রতীক্ষা করেন। ব্রহ্মার সমীপ, ধর্ম্মেশ্বরের সম্মুখ, ফল্গুতীর্থ এবং ধর্ম্মকূপ পিতৃগণের আনন্দস্থান। মানব, ধর্ম্মকূপে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলে, গয়াতে গিয়া পিতৃগণের তদধিক আনন্দাবহ কার্য্য কি করিতে পারে? পিতৃগণ, গয়ায় পিণ্ড দিলে যেরূপ তৃপ্ত হন, ধর্ম্মতীর্থে পিণ্ড দিলেও সেইরূপ তৃপ্ত হন, ন্যূনাধিক্য নাই। যে সকল সন্তানেরা ধর্ম্মতীর্থে পিতৃকার্য্য করিয়া পিতৃঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই পিতৃভক্ত এবং তাহারাই পিতৃলোকের প্রীতি-সম্পাদক। ইন্দ্র সেই তীর্থের প্রভাবে ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হইলেন। অনন্তর দেবদেবকে প্রণাম করিয়া অমরাবতীতে গমন করিলেন। হে কুম্ভযোনে! সেই ধর্ম্মতীর্থের অপার মহিমা! সেই ধর্ম্মকূপে অত্মপ্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিলেও শ্রাদ্ধদানের ফলপ্রাপ্তি হয়। মানব তথায় পিতৃগণের প্রীতির

জন্য কুড়িটী কড়িমাত্র প্রদান করিলেও ধর্ম্ম-পীঠের প্রভাবে অক্ষয় ফলপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি তথায় ব্রাহ্মণ, যতি অথবা তপস্বীদিগকে ভোজন করায়, তাহার প্রতি অন্নকণায় সম্পূর্ণ বাজপেয়ফলপ্রাপ্তি হয়। ইন্দ্র তথা হইতে অমরাবতীতে গিয়া দেবগণসমক্ষে কাশীর ধর্ম্মপীঠের মহামাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। ইন্দ্র, পুনরায় দেবতা ও মুনিগণের সহিত আনন্দ-কাননে আসিয়া লিঙ্গস্থাপনা করিলেন। তার-কেশলিঙ্গের পশ্চিমে ইন্দ্রেশ্বর নামে বিখ্যাত লিঙ্গ আছেন, সেই শিবলিঙ্গের দর্শনে মনুষ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে স্বয়ং শচীর প্রতিষ্ঠিত শচীশলিঙ্গ অবস্থিত! শচীশলিঙ্গের পূজা করিলে স্ত্রীগণের অতুল সৌভাগ্য লাভ হয়। শচীশ্বরলিঙ্গের সমীপে বহুসৌখ্যসমৃদ্ধিপ্রদ রম্ভেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। ইন্দ্রেশ্বরলিঙ্গের সমীপে লোকপালেশ্বর নামে আর এক লিঙ্গ আছেন; লোকপালেশ্বরলিঙ্গের পূজা করিলে, লোকপালগণ প্রসন্ন হইয়া সমৃদ্ধি প্রদান করেন। ধর্ম্মেশ্বরলিঙ্গের পশ্চিম-দিকে ধরণীশ নামে বিখ্যাত লিঙ্গ আছেন; তাঁহার দর্শনমাত্রে রাজ্য এবং রাজকুলাদির মধ্যে ধৈর্য্যলাভ হয়। ধর্ম্মেশ্বরের দক্ষিণে তত্ত্বেশ নামে বিখ্যাত পরম লিঙ্গ অবস্থিত, মানবগণ তাঁহাকে পূজা করিবে; সেই লিঙ্গের সম্পূর্ণরূপে পূজা করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। ধর্ম্মেশলিঙ্গের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বৈরাগ্যেশ-লিঙ্গের পূজা করিবে। সেই লিঙ্গের স্পর্শ করিলেও হৃদয়ের নির্বৃতি লাভ হয়। ধর্ম্মে-শ্বরের ঈশানকোণে সর্ব্বপ্রাণিগণের জ্ঞানপ্রদ জ্ঞানেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। মঙ্গলময় ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের উত্তরদিকে ঐশ্বর্য্যেশলিঙ্গ অবস্থিত। ঐশ্বর্য্যেশলিঙ্গের দর্শন মাত্রে মানবগণের মনোভীষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। হে কুম্ভযোনে! ঐ সকল লিঙ্গ সাক্ষাৎ পঞ্চবক্ত্রস্বরূপ। মনুষ্য ইহাঁদিগকে সেবা করিলে অবশ্য নিত্যপদ প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! তথায় আর একটা ঘটনা হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর: ইহা শ্রবণ করিলে মানব আর সংসারসাগরে নিমগ্ন হয় না। এই স্থলে কদম্বশিখর নামে বিন্ধ্য-গিরির প্রকাণ্ড প্রত্যন্ত পর্ব্বত আছে! তথায় দমরাজার পুত্র দুর্দ্দম নামে অজিতেন্দ্রিয় রাজা, পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য পাইয়া কামমোহ বশতঃ পুরবাসিগণের পুরস্ত্রীদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে লাগিল। অসাধুগণ তাহার প্রিয় হইল, সাধুগণ অপ্রিয় হইল। সে অদণ্ড্য-দিগকে দণ্ড দিতে লাগিল, দণ্ডার্হদিগের প্রতি দণ্ডদানে পরাঙ্মুখ হইল। সেই রাজা ব্যাধ-গণের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা মৃগয়া করিতে লাগিল, সদ্বুদ্ধিদাতা ব্যক্তিদিগকে আপনার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। দুর্দ্দম, শূদ্রদিগকে ধর্ম্মাধিকারী করিল, ব্রাহ্মণদিগের করগ্রহণ করিল। পরদারে সন্তুষ্ট সেই রাজা আপনার পত্নীগণের প্রতি বিমুখ হইল। দুঃখান্তকারী সর্ব্বপাপহারী, সর্ব্বাভীষ্টদায়ী, জগতের সার, সকলের নাথ, দেবদেব হরিহরকে কখন সে পূজা করে নাই। দুর্দ্দম নামে ভূপাল স্বীয় প্রজাগণের অসময়ে ক্ষয়ের জন্য যেন আর এক ধূমকেতুর ন্যায় উত্থিত হইল। একদা পাপৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যসন-বিমোহিত সেই রাজা, অশ্বারোহণে গৃষ্টির (একবার প্রসূতা গাভী) পশ্চাৎ অনুসরণ করত ব্যাধগণের সহিত অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তার পর ধনুর্দ্ধর অশ্বারূঢ় অবনীপতি দুর্দ্দম দৈবযোগে একাকী আনন্দকাননে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর রাজা দুর্দ্দম, সুচ্ছায়াসম্পন্ন সুবিস্তৃত ফলহীন বৃক্ষসমূহ সর্ব্বত্র অবলোকন করিয়া যেন শ্রমহীন হইল। বৃক্ষগণ রাজাকে পল্লবব্যজনের সুগন্ধ সুশীতল সুমন্দ উত্তম সমীরণে ব্যজন করিতে লাগিল। সেই বন-দর্শনে রাজার আজন্মসঞ্চিত খেদ দূর হইল, কেবল মৃগয়াজনিত খেদ তাঁহার দূর হইল না। রাজা, বনমধ্যে মহারত্নমালাকার অদ্বিতীয় আকার সদৃশ, রমণীয়, আকাশচুম্বী প্রাসাদ অবলোকন করিল। অনন্তর সেই রাজা অতি বিস্ময় সহকারে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক

ধর্ম্মেশমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার প্রশংসা করিতে লাগিল, আমি ধন্য হইলাম; আমি প্রসন্ন হইলাম; আমার নয়নযুগল আজ ধন্য হইল; আজিকার দিন ধন্য, যেহেতু আমি আজ এই স্থান অবলোকন করিলাম। ধর্ম্মপীঠের প্রভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া রাজা পুনরায় আত্মনিন্দা আরম্ভ করিল। আমায় ধিক্! আমি দুর্জ্জন-সংসর্গে সজ্জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি; আমি প্রাণিগণের উদ্বেগকারী, আমি মূঢ়, আমি প্রজাপীড়নে পণ্ডিত; আমায় ধিক্। আমি পরদার, পরদ্রব্য হরণ করিয়া আপনাকে সুখী বলিয়া বিবেচনা করি! আজ পর্য্যন্ত আমার জন্ম বিফলে গিয়াছে, আমি অতি অল্পবুদ্ধি; যেহেতু ঈদৃশ ধর্ম্মস্থান সকল কোথাও দেখি নাই। রাজা দুর্দ্দম এইরূপে বহু আত্মনিন্দা করিয়া ধর্ম্মেশ্বর প্রভুকে প্রণাম পূর্ব্বক অশ্বারোহণে স্বরাজ্যে গমন করিল। অনন্তর রাজা পরম্পরাগত প্রাচীন অমাত্যগণকে আহ্বান করিল; নবীন মন্ত্রীদিগকে দূর করিয়া দিল, পৌরগণকে আহ্বান করিল, ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিল; প্রজাগণকে ধর্ম্মে স্থাপন করিল। সেই রাজা দণ্ডার্হদিগকে দণ্ড দিল, সাধুগণকে পরিতুষ্ট করিল। অনন্তর রাজ্যভার পুত্রে প্রদান করিয়া বিষয়-বনিতাদিপরাঙ্মুখ হইয়া একাকী মঙ্গলবিকাশিনী কাশীতে সমাগত হইল। অনন্তর ধর্ম্মেশ্বরের আরাধনা করিয়া যথাকালে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। সেই দুর্দ্দম পূর্ব্বে তাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যক্তি থাকিলেও ধর্ম্মেশ্বরের দর্শনমাত্রে জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ হইল এবং অন্তে মোক্ষলাভও করিল। হে কুম্ভযোনে! ধর্ম্মেশ্বরের মাহাত্ম্য অল্পমাত্র আমি নিরূপণ করিয়াছি। ধর্ম্মেশ্বরের সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য কে জানিতে পারে? ধর্ম্মেশ্বরের এই উপাখ্যান যে নরোত্তম শ্রবণ করে, আজন্মসঞ্চিত পাপ হইতে ক্ষণমধ্যে তাহার মুক্তি লাভ হয়। ধীমান্ ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকালে এই ধর্ম্মেশের উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করাইবেন, তাহাতে পিতৃগণের তৃপ্তি হইবে। কাশীর দূরে থাকিয়াও সুবুদ্ধি ব্যক্তি, এই ধর্ম্মাখ্যান শ্রবণ করিলে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে শিবপুরে গমন করে।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

দ্বাশীতিতম অধ্যায়।

বীরেশ্বরাবির্ভাব।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! বীরেশ্বরের বিপুল মহিমা শুনিতে পাই; এমন কি, কত শত শত নর তাঁহার প্রসাদে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে, আশুসিদ্ধিদাতা সেই বীরেশ্বর-লিঙ্গের কিরূপে কাশীতে আবির্ভাব হইল, হে জগৎপতে! তাহা আমায় বলুন। মহেশ্বর বলিলেন, হে মহাদেবি! বীরেশ্বরের পরম আবির্ভাবকথা শ্রবণ কর। অয়ি শিবে! ইহা শুনিলে মনুষ্য বিপুল পুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে শিবে! অমিত্রজিৎ নামে একজন ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রজারঞ্জনপর, যশস্বী, বদান্য, সুবুদ্ধি ও ব্রাহ্মণসেবী রাজা ছিলেন। তাঁহার মস্তকস্থ কেশকলাপ অবভৃথস্নানে সর্ব্বদাই আর্দ্র থাকিত। তিনি বিনীত, নীতিজ্ঞ, সকল কর্ম্মে দক্ষ, বিদ্যাসাগরের পারদর্শী, গুণসম্পন্ন, গুণিগণের প্রিয়, কৃতজ্ঞ ও মধুরালাপী ছিলেন। তিনি পাপকার্য্য হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহার বাক্য সত্য ও পরিমিত ছিল। তিনি শৌচের আবাসভূমি, জিতেন্দ্রিয়, নির্ভীক, যুদ্ধভূমে শত্রুগণের কৃতান্তস্বরূপ ও সভাস্থলে দিগ্গজ পণ্ডিত ছিলেন। কামকেলিশাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যুবা হইলেও বৃদ্ধজনের প্রিয় ছিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেন। তাঁহার সৈন্য ও হস্ত্যশ্বাদি বাহন অপরিমেয় ছিল। তিনি সৌম্যদর্শন, রূপবান, মেধাবী, সৎপুত্রসম্পন্ন,

স্থির, ধীরপ্রকৃতি, দেশকালজ্ঞ, মান্যব্যক্তির সম্মাননাকারী ও সর্ব্বথা দোষবর্জ্জিত ছিলেন। তিনি বাসুদেবের চরণযুগলে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, অপ্রতিহতপ্রভাবে নির্ব্বিবাদে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিভয় ছিল না। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শ্রীমান্ অমিত্রজিৎ সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও ভোগরাশি বিষ্ণুকে উৎসর্গ করিয়া ভোগ করিতেন। সেই মহাভাগ্যশালী রাজার রাজ্যমধ্যে প্রতি পদক্ষেপে উচ্চ বিষ্ণুমন্দির প্রতিগৃহসংলগ্ন ছিল। তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র "হে গোবিন্দ, হে গোপ, হে গোপাল, হে গোপীজনের চিত্তচোর, হে গদাপাণে, হে গুণাতীত, হে গুণাঢ্য, হে গরুড়ধ্বজ, হে কেশিনিসূদন, হে কৈটভারাতে, হে কংসারে, হে কমলাপতে, হে কৃষ্ণ, হে কেশব, হে নলিনাক্ষ, হে মৃত্যুভয়নাশন, হে পুরুষোত্তম, হে পাপারে, হে পুণ্ডরীকলোচন, হে পীতকৌষেয়বসন, হে পদ্মনাভ, হে পরাৎপর, হে জনার্দ্দন, হে জগন্নাথ, হে জাহ্নবীজল-জন্মনিধান, হে জীবের জন্মক্লেশহারিন্, হে যজ্ঞকারিগণের পাপনাশন, হে শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল, হে শ্রীকান্ত, হে শ্রীকর, হে শ্রেয়োনিধে, হে শ্রীরঙ্গ, হে শার্ঙ্গপাণে, হে শৌরে, হে শীতাংশুলোচন, হে দৈত্যারে, হে দানবরিপো, হে দামোদর, হে দুরন্তক, হে দেবকীহৃদয়ানন্দ, হে দন্দশূকেশ্বরেশয়, হে বিষ্ণো, হে বৈকুণ্ঠনিলয়, হে বিষ্টরশ্রবঃ, হে বিষ্বকসেন, হে বিরাধারে, হে বনমালিন, হে বনপ্রিয়, হে ত্রিবিক্রম, হে ত্রিলোকীপতে, হে চক্রপাণে, হে চতুর্ভুজ—" ইত্যাদি মধুরিপুর পবিত্র মধুর নাম প্রতিগৃহে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও গোপাল মুখে উচ্চারিত হইতে শ্রুতিগোচর হইত। প্রতি গৃহে তুলসীকানন বিরাজমান ছিল। চিত্রকরনির্ম্মিত কমলাপতির পবিত্র বিচিত্রচরিত্র সৌধভিত্তিতে পরিদৃশ্যমান হইত। হরিকথা ভিন্ন অন্য কথা শ্রবণপথের পথিক হইত না। ভগবান্ হরির নামগন্ধ আছে বলিয়া ব্যাধগণ সেই রাজার ভয়ে হরিণদিগকে বধ করিত না; সুতরাং সেই হরিণগণ অরণ্যে সুখে বিচরণ করিত। কোন ব্যক্তি মৎস্য-মাংসাশী হইলেও তাঁহার ভয়ে মৎস্য, কূর্ম্ম বা বরাহ বধ করিত না। সেই অমিত্রজিৎ রাজার রাজ্যমধ্যে একাদশী তিথিতে দুগ্ধপোষ্য বালকেরাও স্তন্যপান করিত না, মনুষ্যের কথা দূরে থাক, পশু পর্য্যন্তও তাঁহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকিত। তাঁহার রাজ্যশাসন কালে পুরবাসিবর্গ মহামহোৎসবে হরিবাসর যাপন করিত। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তিশূন্য, তাহারই তিনি প্রাণদণ্ড ও অর্থদণ্ড বিধান করিতেন। তদীয় রাজ্যে অন্ত্যজ জাতিও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শঙ্খচক্রধারণপূর্ব্বক দীক্ষিত ব্রাহ্মণের ন্যায় শোভা ধারণ করিত। লোকে প্রতিদিন যে সমস্ত শুভকর্ম্ম করিত, তাহারা নিষ্কামভাবে সেই সমুদয় কর্ম্মফল বাসুদেবে অর্পণ করিত। পরম আনন্দস্বরূপ ভগবান্ মুকুন্দ ব্যতীত তাহাদিগের জপনীয়, নমস্য ও আরাধ্য আর কোন দেবতা ছিল না। সেই রাজার কৃষ্ণই পরম দেবতা, কৃষ্ণই পরমগতি ও কৃষ্ণই পরম বন্ধু ছিলেন। এইরূপে নৃপতি অমিত্রজিৎ যথাবিধি রাজ্য পালন করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীমান দেবর্ষি নারদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারবাসনায় সমাগত হইলেন। রাজা যথাবিধি মধুপর্কাদি দানে তাঁহার অর্চ্চনা করিলে দেবর্ষি নারদ সেই অমিত্রজিৎ রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—হে নরপতে! তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ, তুমি দেবগণেরও মান্য। যখন তুমি সর্ব্বভূতে ভগবান্ গোবিন্দকে দর্শন করিয়া থাক। হে রাজশ্রেষ্ঠ! যিনি বেদপ্রতিপাদ্য পুরুষ বিষ্ণু; যিনি যজ্ঞেশ্বর হরি; যিনি এই জগতের অন্তরাত্মা, হর্ত্তা, কর্ত্তা ও পালয়িতা; সেই বিষ্ণুময় জগৎ, তুমি দর্শন করিয়া থাক,—তোমার শুভদর্শনে আমি অদ্য পরম পবিত্র হইলাম। এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে, সর্ব্ব-কল্যাণদাতা কমলাকান্তের পাদকমলে ভক্তিভাবই একমাত্র সার পদার্থ আছে। যে

ধীসম্পন্ন ব্যক্তি অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত পদার্থই হস্তগত হয়। যাহার বিষয়েন্দ্রিয় সকল হৃষীকেশের প্রতি স্থিরভাবাপন্ন, সেই ব্যক্তিই অতিচঞ্চল ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, ধন, যৌবন ও আয়ুকে নলিনীদলগত জলবিন্দুর ন্যায় অতি চঞ্চল বিবেচনা করিয়া একমাত্র ভগবান্ অচ্যুতের শরণাপন্ন হইবে। যে ব্যক্তি ভগবান্ জনার্দ্দনের নাম মুখে উচ্চারণ ও হৃদয়ে স্মরণ, করে, সে ব্যক্তি মনুষ্যরূপী জনার্দ্দন;—তাহাকে সর্ব্বদা বন্দনা করা কর্ত্তব্য! এই পৃথিবীতে অকপট ধ্যানযোগে শ্রীপতি বিষ্ণুকে সাক্ষাৎকার করিয়া তোমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি না পুরুষোত্তম হইয়াছে? হে ভূপতে! তোমার ঈদৃশ বিষ্ণুভক্তি দর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া আমি এক্ষণে তোমার যে উপকার করিতে মানস করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মলয়গন্ধিনী নামে এক মালা বিদ্যাধরের কন্যা পিতার উদ্যানে ক্রীড়া করিতেছিল, এমন সময়ে, কপালকেতুর পুত্র কঙ্কালকেতু নামক এক অতি বলশালী দানব তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। আগামী তৃতীয়া তিথিতে তাহার পাণিগ্রহণ হইবে। সে এক্ষণে পাতালে চম্পকাবতী নগরীতে অবস্থান করিতেছে। আমি হাটকেশ্বরের নিকট হইয়া আসিতেছি, ইত্যবসরে সেই কন্যা, সাশ্রুনয়নে ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর; "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি বাল্যক্রীড়ায় নিরত ছিলাম, এই অবকাশে কঙ্কালকেতু আমায় গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে হরণ করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে। যুদ্ধে অন্যবিধ অস্ত্রের আঘাতে সে অজেয়; কেবল মাত্র পুনঃপুনঃ ত্রিশূলাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে, অন্যথা—নহে। সেই দানব জগৎ ব্যাকুল করিয়া নির্ভয়ে অন্তঃপুরে নিদ্রা যাইতেছে। যদি কোন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেই ত্রিশূলাঘাতে এই দুষ্ট দানবকে বিনাশ করিয়া আমাকে সদ্য লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার ভাল হইবে! হে ব্রহ্মচারিন্! যদি আপনার উপকার করিবার বাসনা থাকে, তবে দুষ্ট দানব হইতে আমায় রক্ষা করুন। হে মহর্ষে! দেবী ভগবতী আমায় এই বর প্রদান করিয়াছেন যে, হে পুত্রি! তোমাকে একজন বিষ্ণুভক্ত বুদ্ধিমান্ যুবক তৃতীয়া তিথির মধ্যে বিবাহ করিবে। যাহাতে ভগবতীর এই বাক্য যথার্থ হয়, আপনি তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হউন,—তজ্জন্য চেষ্টা করুন।" হে রাজন্! তাহরে এই বাক্য শুনিয়া আপনাকে ধীসম্পন্ন বিষ্ণুভক্ত-যুবক দেখিয়া আমি ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব, হে মহাবাহো! কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্বর প্রস্থান করুন ও দুষ্ট দানবকে বধ করিয়া কল্যাণী মলয়গন্ধিনীকে আনয়ন করুন। হে নরেশ্বর! সেই বিদ্যাধরী আপনাকে দেখিবামাত্র পার্ব্বতী বাক্য স্মরণ করিয়া অবলীলাক্রমে দুরাত্মার বিনাশসাধন করিয়া দিবে। তখন মহর্ষি নারদের এই বাক্য শুনিয়া রাজা অমিত্রজিৎ বিদ্যাধরকন্যালাভের জন্য অতীব চঞ্চল হইলেন এবং চম্পকাবতী-নগরে গমনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে গিরীন্দ্রকন্যে! পুনরায় নারদ সেই রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! পূর্ণিমাদিনে পোত আরোহণ করিয়া সমুদ্রে শীঘ্র উপস্থিত হইলে তুমি দেখিবে, একটী রথের উপর কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, তদুপরি কোন দিব্যাঙ্গনা দিব্যপর্য্যঙ্কে নিষণ্ণ হইয়া বীণা লইয়া মধুর স্বরে এই গান করিতেছে যে, "মানব দৈবসূত্রনিয়ন্ত্রিত হইয়া স্বকৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফল অবশ্য ভোগ করিয়া থাকে"। এই গান গাহিয়া সেই দিব্যকন্যা, বৃক্ষ, রথ ও পর্য্যঙ্কের সহিত ক্ষণকাল মধ্যে সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। হে রাজন্! যজ্ঞবারাহ যেমন পৃথিবীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও নিঃশঙ্কচিত্তে পোত হইতে মহাসমুদ্রে তাহার অনুসরণ করিলে, পাতালে সেই কন্যার

সহিত পরম রমণীয় চম্পকাবতী নগরী দেখিতে পাইবেন। বিধিনন্দন এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া কথিত মত দর্শন করিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই নগরীতে সমাগত হইয়া, ত্রিজগতের একমাত্র সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর ন্যায় সেই বিদ্যাধরকন্যাকে দেখিলেন ও দেখিয়া মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন, এই কন্যা কি আমার নয়নোৎসবদায়িনী পাতালের অধিদেবতা? অথবা ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মার সৃষ্টি অপেক্ষা উত্তম করিয়া ইহাকে সৃজন করিয়াছেন? কিংবা নিশাকরকান্তি, নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমাবস্যা ও রাহুর ভয়ে এই পাতালতলে নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছে? এইরূপ বিতর্ক করিয়া রাজা তাহার নিকট গমন করিলেন। অনন্তর সেই কন্যা অতি মধুরাকৃতি, তুলসী মালায় শোভিত বিশালবক্ষঃস্থল, হস্তদ্বয়ে শঙ্খ চক্র ও পদ্মধারী হরিনামাঙ্করসুধায় ধৌত দশনশ্রেণীসম্পন্ন, স্বকীয় পার্ব্বতীভক্তিবীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষস্বরূপে সেই পুরুষকে দর্শন করিয়া পুলকিতশরীর হইল। তখন দোলাপর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া লজ্জাভরে গ্রীবা অবনত করিয়া, অঙ্গকম্পন সংবরণপূর্ব্বক রাজাকে বলিল, হে মধুরাকৃতে! এই অভাগিনীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়া কে তুমি এই যমপুরীতে আসিয়াছ? হে সৌম্য! কঠোর মনুষ্যাকৃতি, পরশস্ত্রে অবধ্য, সেই দুরাত্মা দানব কঙ্কালকেতু ত্রিভুবন পর্য্যাকুল করিয়া যাবৎ না আইসে, তাবৎ এই শস্ত্রাগারে গহ্বর মধ্যে লুকাইয়া থাক। পার্ব্বতীর বরে আমার কন্যাব্রত নষ্ট হয় নাই। পরশ্ব আগামী তৃতীয়া তিথিতে সেই দুরাত্মা আমার পাণিগ্রহ করিতে বাসনা করিয়াছে, কিন্তু মদীয় শাপে সে গতজীবন হইবে। হে যুবক! তুমি তাহার ভয় করিও না। তোমার কার্য্য অচিরে সিদ্ধ হইবে। বিদ্যাধরী এই কথা বলিলে, সেই বীর মহাবাহু রাজা, দানবের আগমন প্রতীক্ষায় শস্ত্রাগারে লুকাইয়া রহিলেন।

অনন্তর সায়ংকালে ভীষণাকৃতি দানব যমেরও ভীতিজনক ত্রিশূল হস্তে ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল। সেই দানব আসিয়া প্রলয়কালীন মেঘবৎ গম্ভীর স্বরে মদঘূর্ণিতলোচনে বিদ্যাধরীকে বলিতে লাগিল, অয়ি বরবর্ণিনি! এই দিব্য রত্নরাশি গ্রহণ কর; পরশ্ব পাণিগ্রহণ করিলে তোমার কন্যাব্রত অপনীত হইবে হে সুন্দরি! তোমায় প্রভাতে অযুত দাসী প্রদান করিব। শত শত অসুরী, সুরী, দানবী, গন্ধর্ব্বী, কিন্নরী, ও মানুষী,—ছয় শত বিদ্যাধরী, যক্ষিণী ও নাগকন্যা,—আটশত রাক্ষসী এবং শত অপ্সরা তোমার পরিচারিকা হইবে। অয়ি মনস্বিনি! আমায় বিবাহ করিলে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালের গৃহে যাবৎ সম্পত্তি আছে, সেই সমুদয়ের তুমি অধিকারিণী হইবে। তুমি আমার সহিত দিব্য ভোগে থাকিবে। আহা! কখন্ সেই পরশ্ব হইবে, যেদিন বিবাহ হইলে তোমার অঙ্গস্পর্শে সুখধারায় নিমগ্ন হইয়া পরম আনন্দ ভোগ করিব! আমি হৃদয়ে যে সমস্ত মনোরথ চিরকাল পোষণ করিয়া আসিতেছি, পরশ্ব তোমার সঙ্গমে তাহা চরিতার্থ করিব। অয়ি মৃগনয়নে! ইন্দ্রাদি দেবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তোমাকে ত্রিজগতের ঐশ্বর্য্যসম্পত্তির অধিকারিণী করিব। এইরূপ প্রলাপের পর নরমাংস ভক্ষণে প্রসন্নচিত্ত সেই দানব স্বকীয় ত্রিশূল ক্রোড়ে রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রাগত হইল। সেই বিদ্যাধরকুমারী, ভবানীর বর স্মরণ করিয়া ও প্রমত্ত দানবকে অতি নিঃশঙ্কে নিদ্রিত দেখিয়া, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সেই নরবরকে "হে বিষ্ণুভক্তি কৃতত্রাণ! জীবিতেশ্বর! এই সম্বোধন পূর্ব্বক ডাকিয়া তদীয় অঙ্ক হইতে ত্রিশূল লইয়া তাহা গ্রহণ করিতে ও ঝটিতি তাহাকে বধ করিতে বলিল। তখন মহাবাহু রাজা অমিত্রজিৎ, সেই কন্যার হস্ত হইতে ত্রিশূল লইয়া তাহাকে অভয়দান করিয়া আনন্দে ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি বাম পাদ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া, চিত্তে জগৎ-

রক্ষামণি চক্রপাণি হরিকে স্মরণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে বলিলেন, রে দুর্ব্বৃত্ত! কন্যাধর্ষণেচ্ছু দানব! উঠ; আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি নিদ্রিত শত্রুকে আঘাত করি না। এই কথা শ্রবণে সেই দানব সসম্ভ্রমে উঠিয়া, "অয়ি কান্তে! আমার ত্রিশূল দাও" ইহা বারংবার বলিতে লাগিল। "যমপুরীতে এ কে আসিয়াছে? কাহার উপর আজ কৃতান্ত কুপিত হইয়াছে? কাহার পরমায়ু ক্ষয় হইয়াছে?—যখন সে আমার কাছে অসিয়াছে। এ ব্যক্তি আমার প্রচণ্ড ভুজকণ্ডূয়ন অপনয়নের যোগ্য নহে। অয়ি সুন্দরি! ইহাকে তুচ্ছ মনুষ্য দেখিতেছি। তবে ত্রিশূলে কাজ নাই; তুমি ভীত হইও না, কৌতুক দর্শন কর, এ ব্যক্তি এক্ষণেই আমার ভক্ষ্য হইবে। স্বয়ং কাল আমা হইতে ভীত হইয়া উপঢৌকনরূপে ইহাকে নিশ্চয় প্রেরণ করিয়াছে।" ইহা বলিয়া, সেই দানব, রাজার পাষাণবৎ কঠিন হৃদয়তলে মুষ্টিপ্রহার করিল। রাজা, ভগবান্ চক্রপাণির কৃপায় স্বল্পমাত্রও বেদনা প্রাপ্ত হইলেন না, বরং তাঁহার হস্ত, ব্যথা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর রাজা কুপিত হইয়া তাহার বদনমণ্ডলে চপেটাঘাত করিলেন। তাহাতে সেই মহাবলিষ্ঠ দানব, ঘূর্ণিতমস্তক হইয়া, ভূতলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—আমি এক্ষণে তোমার তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি;—তুমি মনুষ্যরূপী চতুর্ভুজ, ছিদ্রপ্রাপ্ত হইয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ। হে মধুরিপো! যদি তুমি বলবান্ বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, তবে এই মহাশূল পরিত্যাগ করিয়া, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি কপটরূপে কৈটভ প্রভৃতি বলবান্ অসুরগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছ। তুমি কপটবামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিরাজকে পাতালে লইয়া গিয়াছিলে। তুমি নৃসিংহমূর্ত্তিতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। তুমি শ্রীরামরূপে লঙ্কেশ্বরকে নিপাত করিয়াছ। তুমি গোপালবেশে কংস প্রভৃতি অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরগণকে প্রতারণাপূর্ব্বক অমৃত হরণ করিয়াছিলে। তুমি কূর্ম্মাদিরূপে শঙ্খাদি অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছ। হে মায়াবিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বান্তর্যামিন্, মাধব! তুমি শূল পরিত্যাগ করিলে আমি তোমাকে ভয় করি না। অথবা এইরূপ কাতরোক্তি নিষ্প্রয়োজন। বলে কি ছলে, তোমার হস্তে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। আমি জানি, তুমি কদাচ ত্রিশূল ত্যাগ করিবে না, আমিও তোমাকে রণে পরাস্ত করিতে পারিব না। অদ্য প্রাতে আমায় অবশ্য মরিতে হইবে। এই বিদ্যাধরকন্যার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ আছে, ইহাকেও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বোধ করিবে; আমি তোমার জন্যই ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। এই কথা বলিয়া সেই দানব রাজার বক্ষঃস্থলে অতি নির্দ্দয়ভাবে বামবাহু দ্বারা প্রহার করিল। রাজা সেই বিষম আঘাত সহ্য করিয়া ত্রিশূল উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া প্রহার করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই আঘাতে দানব প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে রাজা অমিত্রজিৎ, দেবগণের হৃদয়কম্পনকারী কঙ্কালকেতুকে বধ করিয়া তদ্দর্শনে পুলকিতশরীরা বিদ্যাধরীকে বলিলেন, —অয়ি সুশ্রোণি! আমি মহর্ষি নারদের বাক্যানুসারে তোমার বাঞ্ছিত কার্য্য করিলাম, এক্ষণে আমায় কি করিতে হইবে বল? তখন বিদ্যাধরী মলয়গন্ধিনী তাঁহার বাক্য শুনিয়া বলিতে লাগিল,—হে বীর, উদারমতে! জীবনদাতঃ! আপনি নিজ প্রাণ পণ করিয়া এই অদূষিত কুলাঙ্গনাকে রক্ষা করিয়াছেন, তবে "কি করিব" এই কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? কন্যা এইরূপ বলিতেছে ইত্যবসরে কামচারী মহর্ষি নারদ, দেবলোক হইতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন, পরে সেই মুনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া বিদায় দিলেন। পরে তাঁহারা নারদনির্দ্দিষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর মলয়গন্ধিনীর সহিত রাজা অমিত্রজিৎ, বারাণসীপুরীতে উপস্থিত হইলে পুরবাসিগণ মঙ্গলাচরণ করিল। যে পুরী দর্শন করিলে মানব, কদাচ নরকে গমন করে না, যাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ সহজে প্রবেশলাভ করিতে পায় না, যাহা মোক্ষদায়িনী, যাহাকে স্মরণ করিলে মনুষ্য পাপপঙ্কে লিপ্ত হয় না ও যাহাতে প্রবেশ করিতে পারিলে পাপরাশি আক্রমণ করিতে পারে না, সেই বারাণসীপুরীতে রাজা প্রবেশ করিলেন। সেই বিদ্যাধরকন্যাও দূর হইতে সমৃদ্ধিশালিনী কাশীপুরী দর্শন করিয়া স্বর্গ ও পাতাললোককে ধিক্কার দিতে লাগিল। সেই বিদ্যাধরী, রাজা অমিত্রজিৎকে পতিলাভ করিয়া তাদৃশ আনন্দিত হয় নাই, পরমানন্দনিকেতন কাশীধাম দেখিয়া যাদৃশ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাদৃশ পতি ও কাশীধাম লাভে সেই বিদ্যাধরী আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া পরম সুখে নিমগ্ন হইল। সেই রাজাও মলয়গন্ধিনীকে পত্নী লাভ করিয়া ধর্ম্মপ্রধান কামসেবায় পরসুখ লাভ করিলেন। একদা সাধ্বী পতিভক্তিপরায়ণা তদীয় মহিষী পতিকে অসাধারণ বিষ্ণুভক্ত দেখিয়া নির্জ্জনে বলিতে লাগিলেন,—হে ভূপতে! যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে পুত্রফলপ্রদায়িনী আগামিনী অভীষ্টতৃতীয়া তিথিতে মহাব্রত অনুষ্ঠান করি। রাজা বলিলেন,—হে দেবি! অভীষ্টতৃতীয়া তিথিতে কি ব্রত করিতে হয়, সেই ব্রতে কোন্ দেবতাপূজা করিতে হয়, তাহার ফলই বা কি? যে নারী পতির অনুমতি বিনা ব্রতাদি কার্য্য অনুষ্ঠান করে, ইহজীবনে সে দুঃখিনী হয় ও দেহান্তে নরকে গমন করে। রাজা এই কথা বলিলে পতিব্রতা রাজ্ঞী, সেই ব্রতে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমুদয় তদীয় রহস্য আখ্যান সহকারে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

বীরেশ্বরমাহাত্ম্য।

রাজ্ঞী বলিলেন, হে রাজন্! অবধান করুন; আমি এই ব্রতের বিধান, ফল এবং ইষ্টদেবতা, যথাযথ বলিতেছি। পূর্ব্বকালে পুত্রার্থিনী কুবেরপত্নী শ্রীমুখীর নিকট ব্রহ্মনন্দন নারদ এই ব্রত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই দেবী এই ব্রত করিলে নলকূবর নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। অন্য অনেক স্ত্রীও এই ব্রতের প্রভাবে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। হে সর্ব্ববিধানজ্ঞ! এই ব্রতে দুগ্ধস্রাবি-স্তনপায়ী বালকের সহিত দেবীগৌরীকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিবে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল তৃতীয়ায় কলসের উপর তণ্ডুলপূর্ণ এক তাম্রপাত্র স্থাপন করিয়া, তদুপরি অচ্ছিন্ন, হরিদ্রারাগরঞ্জিত, সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্মতর নবীনবস্ত্র স্থাপন করিবে। তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি-বিকাশিত উত্তম পদ্ম রাখিয়া, পদ্মের কর্ণিকার উপর চতুঃসুবর্ণ নির্ম্মিত ব্রহ্মাকে স্থাপন করিয়া রক্ত পট্টাম্বর, নানাবিধ রমণীয় পুষ্প, নাগরঙ্গপ্রমুখ ফল, চন্দন, কর্পূর, মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্য পরমান্ন, বিবিধপাকান্ন প্রভৃতি নৈবেদ্য এবং অগুরু প্রভৃতি ধূপদ্বারা ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিবে। রমণীয় কুসুমমণ্ডপ এই পূজার স্থান হইবে। রাত্রিকালে বিনিদ্র নয়নে মহোৎসবে জাগরণ করিবে। অনন্তর দ্বিজ, হস্তমাত্র পরিমাণ কুণ্ডে মন্ত্রবিশেষে ঘৃতমধুসিক্ত স্বয়ংপ্রফুল্ল সহস্র কমল দ্বারা "জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত হোম করিবে। আচার্য্য বরকে অলঙ্কৃতা, সুলক্ষণা, নবপ্রসূতা, সুশীলা, দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। দম্পতী উপবাসী থাকিয়া পরদিন চতুর্থী প্রাতঃকালে স্নানান্তে নূতনবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আদর এবং আনন্দসহকারে আচার্য্যকে বস্ত্র, আভরণ, মাল্য এবং দক্ষিণা দ্বারা পূজা করিয়া সোপকরণ সেই দেবীমূর্ত্তি আচর্য্যকে দিবে। "হে বিশ্ববিধানজ্ঞে! বিবিধকারিণি! বিধিস্বরূপে!

তুমি এই শুভব্রতে পরিতুষ্টা হইয়া বংশকর পুত্র প্রদান কর” ব্রতপরায়ণ দম্পতী তখন সহর্ষে এই অর্থের মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অনন্তর ভক্তি পূর্ব্বক সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট অন্নদ্বারা পারণ করিবে। হে রাজন্! এই প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতাসম্পন্ন এই ব্রত তোমার সহিত করিতে অভিলাষ করি। অতএব অভীষ্ট ফল লাভের জন্য আমার এই প্রিয় কার্য্য কর। হে মুনে! রাজশ্রেষ্ঠ এই কথা শুনিয়া ব্রতাচরণ করিলেন। রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন। গৌরী, মহিষীর ভক্তিতে বড়ই সন্তুষ্টা হইলেন। গর্ভিণী মহিষী তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে মহামায়ে! সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত পুত্র আমাকে প্রদান করুন। যে জন্মিবামাত্র স্বর্গে যাইতে পারিবে, পুনরায় এস্থলে আসিতে পারিবে, শিবের প্রতি সতত প্রগাঢ়-ভক্তিসম্পন্ন এবং সর্ব্বভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইবে, যে স্তন্য পান না করিয়াই ক্ষণমধ্যে ষোড়শ বৎসরের ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন হইবে, হে গৌরি! এতাদৃশ পুত্র যাহাতে আমার হয়, তাহা করুন। ভক্তি-সন্তোষিতা ভবানীও রাজ্ঞাকে বলিলেন, তাহাই হইবে। অনন্তর রাজ্ঞী যথাকালে মূলানক্ষত্রে এক পুত্র প্রসব করিলেন। তখন হিতৈষী অমাত্যগণ আসিয়া সেই সূতিকাগারস্থিতা রাজ্ঞীকে বলিলেন, “দেবি! যদি আপনি রাজাকে চাহেন ত এই দুষ্ট নক্ষত্র-সম্ভূত পুত্রকে পরিত্যাগ করুন। একমাত্র পতি-দেবতা নীতিবিচক্ষণা সেই রাজমহিষী, মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাদৃশ কষ্টলব্ধ সেই পুত্রকেও পরিত্যাগ করিলেন। রাজ-মহিষী ধাত্রীকে ডাকিয়া এই কথা বলিলেন, ধাত্রি! পঞ্চমুদ্র মহাপীঠে বিকটা নামে ‘মাতৃকা’ আছেন, তাঁহার সম্মুখে এই বালককে স্থাপন করিয়া বলিবে, “এই গৌরী-প্রদত্ত বালককে রাজার প্রিয়াভিলাষিণী, মন্ত্রিকর্ত্তৃক পুত্রত্যাগে উপদিষ্টা রাজমহিষী, আপনাকেই প্রদান করিলেন!” সেই ধাত্রীও রাজমহিষীর কথা শুনিয়া সেই চারুচন্দ্রপ্রভ শিশুকে বিকটার সম্মুখে স্থাপন করিয়া গৃহে গমন করিল। অনন্তর, সেই বিকটা দেবী, যোগিনীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “এই শিশুকে শীঘ্র মাতৃগণসমীপে লইয়া যাও।” আর মাতৃগণের আজ্ঞাপালন করিবে এবং প্রযত্নসহকারে এই বালককে রক্ষা করিবে। খেচরী যোগিণীরা বিকটার কথায় সেই বালককে, ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ, যথায় অবস্থিত, তথায়, আকাশপথে ক্ষণমধ্যে লইয়া গেলেন। যোগিনীগণ, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বালককে মাতৃগণের সম্মুখে স্থাপন করত বিকটা দেবীর কথিত বাক্য বলিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডী, এই মাতৃগণ, সেই বিকটা দেবীর প্রেরিত রমণীয়-বালককে অবলোকন করিয়া, সেই বালককে যুগপৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার পিতা কে? মাতাই বা কে?” মাতৃগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেও যখন সেই বালক কিছু বলিল না, তখন মাতৃগণ, সেই যোগিনীবৃন্দকে এই কথা বলিলেন, “মহালক্ষণসম্পন্ন এই বালক, রাজা হইবার যোগ্য। হে যোগিনীগণ! যাহার সেবা করিলে, মানবগণের নির্ব্বাণলক্ষ্মী সমীপবর্ত্তিনী হন, সেই কাম্যদায়িনী মহাদেবী পঞ্চমুদ্রা যথায় অবস্থিতা, সেই পীঠেই, অবিলম্বে ইহাকে লইয়া যাও। সর্ব্বত্র শুভকারিণী কাশীতে প্রতিপদেই মুক্তিস্থান। তথাপি, সেই পীঠ, সবিশেষে সর্ব্বসিদ্ধিকর। এই ষোড়শবর্ষীয়াকৃতি শিশু, সেই পীঠ সেবা করিলে, বিশ্বেশ্বরের পরমানুগ্রহে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।” যোগিনীগণ, মাতৃগণের আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত সেই বালককে মাতৃগণের বাক্যানুসারে পঞ্চমুদ্রাঙ্কিত-পীঠে পুনরায় লইয়া আসিলেন। স্বর্গ-লোক হইতে এই মর্ত্ত্য-লোকে আগত সেই বালক, আনন্দকাননে সেই মহাপীঠ প্রাপ্ত হইয়া বিপুল তপস্যা করিলেন। নিশ্চলেন্দ্রিয়, নিশ্চলচিত্ত সেই

রাজকুমারের অতি তীব্র তপস্যায় উমাপতি প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর শঙ্কর, লিঙ্গরূপে তৎসম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "হে রাজপুত্র! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর!" স্কন্দ বলিলেন, অনুগ্রহ বশতঃ সপ্ত-পাতাল ভেদ করিয়া উত্থিত, সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময় বাঙ্ময় বৃহৎ লিঙ্গ সম্মুখে অবলোকন করিবা-মাত্র ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, রাজপুত্র, জন্মান্তরে অভ্যস্ত রুদ্রদৈবত মন্ত্র দ্বারা আনন্দ-সহকারে সেই শিবকে স্তব করিলেন। অনন্তর তদীয় তপস্যায় সন্তুষ্ট বৃষধ্বজ দেবদেব ভগবান মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তুমি বর প্রার্থনা কর, তুমি বালকশরীরে দুষ্কর তপো-নুষ্ঠানে শরীরকে ক্লেশ দিয়াছ, তাহাতেই আমার মনকে বশ করিয়াছ। শিবের এই প্রকার বারংবার বরদানের কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত-শরীরে রাজকুমার বর প্রার্থনা করিলেন, হে দেবদেব, মহাদেব! যদি আমাকে বর দেন ত এই বর দিন, আপনি সংসার-তাপবিনাশকরূপে সর্ব্বদা এই স্থানে অবস্থিতি করিবেন। হে শম্ভো! এই লিঙ্গে অবস্থিত হইয়া ভক্তগণের অভীষ্ট সম্পাদন করুন। হে প্রভো! এই স্থানে কেবল দর্শন, স্পর্শন ও প্রণাম করিলেই মুদ্রাদি করণ ব্যতীত এবং বিনামন্ত্রে পরমা সিদ্ধি প্রদান করুন। যাহারা বাক্য, মন, দেহ এবং কর্ম্মে এই লিঙ্গের ভক্ত, তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই অনুগ্রহ করিবেন, ইহাই আমার বর। তাহার এই কথা শ্রবণে লিঙ্গরূপী প্রভু শিব বলিলেন, হে বীর! তুমি বৈষ্ণবের পুত্র; যাহা তুমি প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। হে মদীয়-ভক্ত নন্দন! বিষ্ণুভক্ত রাজা অমিত্রজিৎ হইতে বিষ্ণুর অংশে তুমি উৎপন্ন। হে বীর! তোমার নামানুসারে এই লিঙ্গের 'বীরেশ্বর' নাম হইল। এই কাশীতে ইনি ভক্তগণের চিন্তিত অভীষ্ট বিষয় সকল দান করিলেন। হে বীর! আমি এই লিঙ্গে অদ্যাবধি থাকি-লাম। এই স্থানে থাকিয়া আশ্রিতগণকেও পরমা সিদ্ধি প্রদান করিব। পরন্তু, কলিতে আমার মহিমা বড় একটা কেহ জানিবে না। ভাগ্যক্রমে যে জানিবে, সে-ই পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই স্থানে, জপ, হোম, দান, স্তব, পূজা এবং জীর্ণোদ্ধারাদি অক্ষয্য ফলের হেতু। তুমি সর্ব্বভূপাল-দুর্লভ পরমরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার সুখভোগ করিবার পর অন্তে সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। সকল জগন্মণ্ডলের মধ্যে বারাণসী নগরী পুণ্যপ্রদায়িনী; তন্মধ্যে আবার অসি-গঙ্গা-সঙ্গমস্থল পুণ্যজনক। যথায় হয়-গ্রীবরূপী বিষ্ণু, ভক্তগণের ইষ্টসিদ্ধি করেন, সেই হয়গ্রীবতীর্থ তদপেক্ষা অতি পুণ্যজনক। হয়গ্রীবতীর্থ অপেক্ষা গজতীর্থে অধিক ফল। তথায় স্নান করিলেই গজদানফল হইয়া থাকে। 'কোকাবারাহতীর্থ' গজতীর্থ অপেক্ষা পুণ্যপ্রদ। তথায় কোকাবারাহমূর্ত্তি পূজা করিলে মানবের পুনর্জ্জন্ম হয় না। কোকাবারাহতীর্থ অপেক্ষা দিলীপেশ্বরসকাশে, দিলীপতীর্থ অতিশ্রেষ্ঠ। পরম দিলীপতীর্থ সদ্যঃ পাপ হরণ করে। সগরেশ্বরের সমীপে সাগরতীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব আর দুঃখসাগরে মগ্ন হয় না। সাগরতীর্থ অপেক্ষা সপ্তসাগর তীর্থ প্রশস্ত। তথায় স্নান করিলে মানব, সপ্ত-সাগরস্নানজনিত পুণ্য প্রাপ্ত হয়। সপ্তাব্ধিতীর্থ হইতে মহোদধি নামে তীর্থ বিখ্যাত। তথায় একবার স্নান করিলে জ্ঞানী ব্যক্তির পাপরাশি দগ্ধ হয়। কুক্কুটেশ্বরসমীপে চৌরতীর্থ তদপেক্ষা পুণ্যজনক। তথায় স্নান করিলে, স্বর্ণচৌর্য্য প্রভৃতি অক্ষয় পাপও বিনষ্ট হয়। কেদারেশ্বর-সমীপে হংসতীর্থ, তদপেক্ষাও স্তবযোগ্য। তথায় আমি হংসরূপে থাকিয়া দেহীদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করি। যেখানে স্নান করিলে, মানব-গণের আর মনুষ্যলোকে আসিতে হয় না, ত্রিভুবনাখ্য কেশবের সেই তীর্থ, হংসতীর্থ অপেক্ষাও অতি পুণ্যজনক। গোব্যাঘ্রেশ্বর তীর্থ, তদপেক্ষা অধিক। এই তীর্থে গো এবং ব্যাঘ্র স্বাভাবিক বৈর পরিত্যাগ করত অবস্থিত হইয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হে বীর! মান্ধাতৃনামক

তীর্থ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। রাজা মান্ধাতা সেই স্থানে চক্রবর্ত্তিপদ প্রাপ্ত হন। মুচুকুন্দতীর্থ, তদপেক্ষাও অতি পুণ্যজনক! মানব, তথায় স্নান করিলে কখন শত্রুপরাজিত হয় না। পরম মঙ্গলসাধন, পৃথুতীর্থ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই তীর্থে পৃথ্বীশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিলে মানব মহীপতি হয়। পরশুরামতীর্থ তদপেক্ষাও অতি সিদ্ধিপ্রদ। জামদগ্ন্য, সেই তীর্থে ক্ষত্রিয়হত্যা-পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত একবার মাত্র স্নানেই ক্ষত্রিয়হত্যাসম্ভূত পাপ তথায় বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণাগ্রজ অর্থাৎ বলরামের তীর্থ তদপেক্ষা শ্রেয়স্কর। বলদেব, সূতহত্যাপাপ হইতে তথায় মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তথায় অতিমেধা রাজা দিবোদাসের তীর্থ; মানব, তথায় স্নান করিলে অন্তকালে কখন জ্ঞানহীন হয় না। যথায় ভাগীরথী মূর্ত্তিমতী হইয়া অধিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বপাপবিনাশক তীর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। বিধানজ্ঞ ব্যক্তি, ভাগীরথী-তীর্থে স্নান, শ্রাদ্ধ এবং সৎপাত্রে দান করিলে পুনর্জ্জন্মভাগী হয় না। হে বীর! ভাগীরথী-তীরে কেদারকুণ্ডতীর্থ অবস্থিত; তথায় স্নান করিলে মহাপাতকসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে মানব, তথায় নিষ্পাপেশ্বরলিঙ্গ অবলোকন করে, সেই লিঙ্গদর্শনপ্রভাবে, ক্ষণমধ্যে সে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। দশাশ্বমেধতীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই তীর্থে স্নান করিলে দশ অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। হে বীর! বন্দীতীর্থ তদপেক্ষাও প্রশস্ত। মানব, তথায় স্নান করিলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বকালে, দেবগণ, হিরণ্যাক্ষ দৈত্য কর্তৃক বহুবার নিগড়-বদ্ধ এবং বন্দীকৃত হইয়া জগদম্বাকে স্তব করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবতারা শৃঙ্খলবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় যখন জগদম্বাকে স্তব করেন, মানবেরা তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত 'বন্দীতীর্থ' বলিয়া থাকে। বন্দীতীর্থের ভিতরেই 'মহানিগড়খণ্ডন" তীর্থ। তথায় স্নান করিলে সর্ব্ববিধ কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। হে রাজন্! কাশীপুরীতে বন্দীতীর্থ মহাশ্রেষ্ঠ! মানব, তথায় স্নান করিলে, দেবীর অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করে! যথায় সর্ব্বযাগফলপ্রদ, প্রয়াগ-মাধব বর্ত্তমান, সেই প্রয়াগ নামে বিখ্যাত তীর্থ পূর্ব্বাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। ক্ষৌণীবরাতীর্থ, তদপেক্ষাও পরম শুভপ্রদ। মানব, তথায় স্নান করিলে, কখন তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয় না। হে বীর! যথায় কৃতস্নান নরোত্তমকে কলি এবং কাল পীড়া দিতে পারে না, সেই কালেশ্বর তীর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠতর। অশোক-তীর্থ তদপেক্ষাও অতিশয় শুভ। মানব, তথায় স্নান করিলে, কদাচ শোকসাগরে পতিত হয় না। হে রাজপুত্র! শুক্রতীর্থ তদপেক্ষাও অতি নির্ম্মলতর। তথায় কৃতস্নান নরোত্তম, আর শুক্র হইতে জন্মগ্রহণ করে না, অর্থাৎ মুক্ত হয়। রাজন! উত্তম ভবানীতীর্থ তদপেক্ষাও অতি পুণ্যজনক। তথায় স্নান এবং ভবানী ও ভবকে অবলোকন করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। বিখ্যাত প্রভাসতীর্থ মানবগণের তদপেক্ষাও শুভপ্রদ। সোমেশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী সেই তীর্থে স্নান করিলে মানবের আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না! সংসারবিষনাশক গরুড়তীর্থ তদপেক্ষা উত্তম। তথায় স্নান এবং গরুড়েশ্বরের পূজা করিলে আর শোকপ্রাপ্ত হইতে হয় না। হে বীর! ব্রহ্মেশ্বরের সম্মুখে তদপেক্ষা পবিত্র ব্রহ্মতীর্থ; তথায় স্নান করিলে মানব ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধার্কতীর্থ তদপেক্ষা উত্তম; বিধি-তীর্থ তাহা হইতেও ভাল। তথায় স্নান করিলে মানব, সুনির্ম্মল সূর্য্যলোকে গমন করে। মহা-ভয়নিবারণ নৃসিংহতীর্থ, তদপেক্ষা উত্তম; তথায় স্নান করিলে কাল হইতেও ভয় নাই। চিত্র-রথেশ্বর তীর্থ, মানবগণের পক্ষে তদপেক্ষাও অধিক পুণ্যপ্রদ। তথায় স্নানদান করিলে চিত্রগুপ্তকে দেখিতে হয় না। ধর্ম্মেশ্বরের সম্মুখে অবস্থিত ধর্ম্মতীর্থ, তদপেক্ষা পবিত্র; তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে, পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। বিমল, বিশালতীর্থ, তদপেক্ষা বিশাল-ফলপ্রদ। তথায় স্নান এবং বিশালাক্ষী দর্শন করিলে,

আর গর্ভবাস করিতে হয় না। জরাসন্ধেশ্বর শিবসমীপে জরাসন্ধেশ তীর্থ; তথায় স্নান করিলে, সংসারজ্বরপীড়ায় মুগ্ধ হইতে হয় না। মহাসৌভাগ্যবর্দ্ধক ললিতাতীর্থ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মানব, তথায় স্নান ও ললিতাদেবীর অর্চ্চনা করিলে, দরিদ্র এবং দুঃখভাগী হয় না। সর্ব্বপাপবিশোধন গৌতমতীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তথায় স্নান এবং পিণ্ডদান করিলে কখন কোথাও অনুতাপ করিতে হয় না। গঙ্গাকেশব-তীর্থ, অগস্ত্যতীর্থ, তারপর যোগিনীতীর্থ, তৎ-পরে ত্রিসন্ধ্যাতীর্থ, তারপর নার্ম্মদতীর্থ, তৎপরে অরুন্ধতীতীর্থ, তাহার পর বসিষ্ঠতীর্থ এবং সর্ব্বোত্তম মার্কণ্ডেয় তীর্থ, এই সকল তীর্থ উত্তরোত্তর অধিক পুণ্যপ্রদ। খুরকর্ত্তরি নামক তীর্থ, তদপেক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ। তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে মানব পাপমুক্ত হয়। রাজর্ষি ভগীরথের তীর্থ তদপেক্ষা অতি পুণ্যপ্রদ। তথায় অল্প-মাত্রও যে বস্তু প্রদত্ত হয়, তাহা কল্পান্তেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। হে বীর! এই বীরেশ্বরলিঙ্গ, ভূমণ্ডলে যে তিনকোটী লিঙ্গ আছে, তদপেক্ষা এবং এই সমস্ত তীর্থ অপেক্ষাও মহাশ্রেষ্ঠ। বীরতীর্থে স্নান করিয়া বীরেশ্বরলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য এই সকল তীর্থ-স্নানের ফল লাভ করে। রাত্রিকালে যে ব্যক্তি বীরেশ্বর-লিঙ্গের পূজা করে, সে ত্রিকোটীলিঙ্গার্চ্চনের ফল লাভ করে। ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী কমলা দেবীর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিগণ যত্নপূর্ব্বক বীরেশ্বরের সেবা করিবে। চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রিজাগরণ করিয়া, যে ব্যক্তি বীরেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহার আর কখন এই পঞ্চভূতময় শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না। ইঁহার সেবা করিলে, ইহ-পরকালের সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়। যাঁহারা সিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই লিঙ্গেরই সর্ব্বদা সেবা করেন। এই বীরেশ্বরলিঙ্গকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইলে, প্রতি পলে, কোটীঘটপূর্ণ জলদানের পুণ্য লাভ করা যায়। কোটী পুষ্প প্রদান করিয়া অন্য লিঙ্গঅর্চ্চনা করিলে যে ফল লাভ হয়, এই লিঙ্গকে একটী পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিলে নিঃসন্দেহ সেই ফল লাভ হয়। কোটী হোম করিলে যে ফল লাভ হয়, বীরেশ্বরের নিকট একটী আহুতি প্রদান করিলেও সেই ফল লাভ হয়। কোটী গ্রাস নৈবেদ্যে যে ফল লাভ হয়, বীরেশ্বরকে এক গ্রাস নৈবেদ্য দানেও সেই ফল লাভ হয়। এই বীরেশ্বরের নিকট যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। এই বীরেশ্বরলিঙ্গের সমীপে একবার মহারুদ্র মন্ত্র জপ করিলে বা করাইলে, কোটীমন্ত্র-জপের ফল লাভ হয়। ব্রতচারিগণ এই লিঙ্গের নিকট, ব্রতোৎসর্গাদি করিলে, তাহার কোটীগুণ ফল পাইয়া থাকেন। হে বীর! এই দেবতাকে যে ব্যক্তি আটবার নমস্কার করিবে, তাহার অষ্টকোটীগুণ ফল লাভ হয়। আমার বর প্রভাবে এই বীরেশ্বর নিঃসন্দেহ সর্ব্বসম্পদের আকর হইবেন। এই বীরেশ্বরলিঙ্গের সেবায়, মনুষ্যগণের জীবিতাবস্থাতেই আমার আজ্ঞায় তারকজ্ঞান জন্মাইবে; অতএব কল্যাণার্থী মনুষ্যগণ, যেন সর্ব্বদাই এই লিঙ্গের সেবা করে। স্কন্দ কহিলেন, অমিত্রজিৎপুত্র বীর নামক বালক মহাদেবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনরায় দেবদেব মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, হে পরমেশ্বর! আমার নিকট যে সকল তীর্থ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, ইহা ভিন্ন আদিকেশব হইতে ভগীরথতীর্থ পর্য্যন্ত যে সকল প্রধান প্রধান তীর্থ আছে, যাহাদের নামগ্রহণ মাত্রেই মনুষ্যগণের কোন প্রকার পাপ থাকে না, সেই সকল তীর্থের বিষয়ও আমাকে বলুন। অমিত্রজিৎতনয়ের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবদেব গঙ্গা-মধ্যস্থ তীর্থ সকল কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

বীরেশ্বরাখ্যান।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! গঙ্গা ও বরণার সঙ্গমস্থলে মহাদেব যে সকল তীর্থ সংস্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই পবিত্র গঙ্গা-বরণার সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া, ভগবান্ আদিকেশবের পূজা করিলে, মনুষ্যগণকে আর গর্ভবাসজঃ ক্লেশ পাইতে হয় না। বিষ্ণু পাদোদক নামক তীর্থে স্নান করিয়া তর্পণাদি করিলে আর সংসার ক্লেশ পাইতে হয় না; এই স্থানে মন্দর পর্ব্বত হইতে আগমন করিয়া নারায়ণ সর্ব্বপ্রথমে চরণদ্বয় প্রক্ষালন করেন; এই তীর্থে স্নান করিয়া আদি কেশবের পূজাপ্রসাদে কাশীস্থ জীব সকল সকলের প্রধান হইতে পারে। শ্বেতদ্বীপতীর্থে পুণ্যকর্ম্ম করিলে, মনুষ্য পরজন্মে শ্বেতদ্বীপের অধিপতি হয়। এই পাদোদক-তীর্থের নিকটে যে ক্ষীরাব্ধি নামক তীর্থ আছে, তথায় বিহিত দানাদি করিলে, মনুষ্যগণ, জন্মান্তরে ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে বাস করিতে পারে। ক্ষীরোদ-তীর্থের দক্ষিণে শঙ্খতীর্থ; তথায় স্নান করিলে মানব, শঙ্খাদি ধনের অধীশ্বর হয়। শঙ্খতীর্থের নিকটেই চক্রতীর্থ; তথায় স্নান করিলে, মনুষ্যকে আর সংসারচক্রে পতিত হইতে হয় না। তাহারই পূর্ব্বভাগে সর্ব্বশোকনাশক গদাতীর্থ; তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে, সাক্ষাৎ গদাধরদেবের দর্শন পাওয়া যায়। নিকটেই যে পিতৃগণের তৃপ্তিকর সর্ব্বসম্পত্তিজনক পদ্মতীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে, জীব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। কিয়দ্দূরেই মহা-পুণ্যফলপ্রদ মহালক্ষ্মীতীর্থ; সেই স্থানে মহা-লক্ষ্মীর আরাধনা করিলে, নির্ব্বাণপদ লাভ হয়। সেই তীর্থের নিকটে যে ক্লেশহর গারুত্ম-তীর্থ আছে, তথায় স্নান, তর্পণাদি করিলে, মনুষ্যের বৈকুণ্ঠ-বাস হয়। অদূরেই নারদ-তীর্থ, যথায় স্নান করিয়া ভগবান্ নারদকেশবকে দর্শন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, মনুষ্য নির্ব্বাণপদ লাভ করে। তাহার দক্ষিণদিকে যে অশেষভক্তিফলপ্রদ তীর্থ আছে, তাহার নাম প্রহ্লাদতীর্থ; যথায় একবার স্নান করিলেই নর, ভগবানের প্রিয় হয়। তাহার নিকটেই অম্বরীষতীর্থ; তথায় শুভকর্ম্ম করিলে মনুষ্য মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, তাহাকে আর মাতৃগর্ভে ক্লেশ পাইতে হয় না। নিকটেই আদিত্যকেশব নামক তীর্থে স্নান করিলে নর স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত হয়। নিকটেই সর্ব্ব-লোকপাবন দত্তাত্রেয়তীর্থ, যথায় ভক্তিপূর্ব্বক একবার স্নান করিলেই মানব যোগসিদ্ধি লাভ করে। তাহার পুরোভাগেই বিশিষ্টজ্ঞানবিধায়ক ভার্গবতীর্থ; যে ব্যক্তি তথায় স্নানাদি করে, তাহার ভার্গবলোকে বাস হয়। তাহারই সমীপে যে বামনতীর্থ আছে, তথায় শ্রাদ্ধ করিলে, মনুষ্য, পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং বিষ্ণুর সামীপ্য প্রাপ্ত হয়। বামনতীর্থের নিকটেই গর্ভবাসহর নারায়ণতীর্থে স্নান করিলেই মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার শুভফল প্রাপ্ত হয়। তৎসমীপেই বিদারনারসিংহ নামে যে তীর্থ আছে। তথায় একবার স্নান করিলে মনুষ্য শতজন্মের পাপ হইতে মুক্ত হয়। বামনতীর্থের দক্ষিণে যে একটী পরম পবিত্র তীর্থ আছে, তাহার নাম যজ্ঞবারাহতীর্থ; এই তীর্থে স্নান করিলে রাজ-সূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ইহার দক্ষিণেই গোপীগোবিন্দ নামক তীর্থে স্নান করিলে বৈষ্ণবলোক লাভ হয়, এবং তাহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তাহার দক্ষিণে শেষ নামক একটী পরমরমণীয় তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে মহাপাপ নাশ হয়। এই তীর্থের দক্ষিণভাগে শঙ্খমাধব নামক একটী তীর্থ, তথায় স্নান করিলে মনুষ্যের আর পাপের ভয় থাকে না। তাহার দক্ষিণে নীলগ্রীব নামক একটী আশ্চর্য্য তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে মানব, সর্ব্বসিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় এবং কখন অপবিত্র হয় না। তাহারই দক্ষিণে অশেষ সিদ্ধিপ্রদ পাপনাশক উদ্দালকতীর্থে স্নান

করিলে মনুষ্য সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। ইহার দক্ষিণে সাঙ্খ্য নামক তীর্থ ও তথায় সঙ্খ্যেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন; তথায় স্নান করিলে সাঙ্খ্য-যোগ লাভ হয়। ইহার দক্ষিণভাগেই স্বর্লীন-তীর্থে স্বর্লীনেশ্বর মহাদেব আছেন। স্বর্লোক ত্যাগ করিয়া গিরিজাপতি বাস করেন বলিয়া ইহার নাম স্বর্লীন হইয়াছে। এই স্থানে স্নান, দান ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে অক্ষয় ফললাভ হয়। স্বর্লীনতীর্থের নিকটেই মহিষাসুরতীর্থ; তথায় তপস্যা করিয়া মহিষাসুর দেবগণকে পরাজয় করে। এক্ষণেও সেই তীর্থসেবকগণ শত্রু হইতে পরাভূত হয় না, পাপ করিয়া ভয় করে না ও মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। তাহার অদূরেই বাণতীর্থ; তথায় বাণরাজার সহস্রভুজ উৎপন্ন হয়। এইস্থানে স্নান করিলে মহাদেবের প্রতি স্থিরা ভক্তি লাভ হয়। তাহার দক্ষিণভাগে গোপ্রতারেশ্বর তীর্থ; এই স্থানে স্নান করিলে অপুত্রকগণও বৈতরণী পার হয়। তাহার দক্ষিণে হিরণ্যগর্ভতীর্থ; তথায় স্নান করিলে মনুষ্য সুবর্ণহীন হয় না! তাহার দক্ষিণভাগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণবতীর্থ, যথায় স্নান করিলেই তৎক্ষণাৎ জীবন্মুক্ত হয়। তাহার দক্ষিণে পিশাঙ্গিলাতীর্থ, আমিই সেই তীর্থের অধিষ্ঠাতা; ইহা দর্শন করিলে জীব পাপমুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করে। এই স্থানে স্নান করিয়া আমার অর্চ্চনা করিলে, সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন ও আমার মিত্র হয়। এই স্থানে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে, তাহার অন্যত্র মৃত্যু হয় না ও কোন প্রকার পাপের ভয় থাকে না। তাহারই নিকটে পিলি-প্পিলাতীর্থ; তথায় স্নানানন্তর শ্রাদ্ধাদি করিয়া অনাথবর্গকে পরিতোষ করিলে, মহতী সমৃদ্ধি লাভ হয়। এই তীর্থে ত্রিপিষ্টপলিঙ্গ সর্ব্বদা দৃষ্টিপাত করিয়া তথাকার ভূভাগ ও মনোমল পর্য্যন্ত বিনাশ করিতেছেন। তাহারই সমীপে মহাপাতকনাশক নাগেশ্বর তীর্থ; এই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ইহার দক্ষিণে কর্ণাদিত্যতীর্থ, যথায় স্নান করিলে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হয়। ভৈরব নামক তীর্থ তাহারই দক্ষিণভাগে অবস্থিত; এইস্থানে স্নান করিলে বিঘ্নরহিত হইয়া মানব, চতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধি লাভ করে। মঙ্গলবার অষ্টমী তিথিতে তথায় স্নান করিয়া কালভৈরব দর্শন করিলে কলি ও কালের ভয় থাকে না। ভৈরবতাথের পূর্ব্বে খর্ব্বনৃসিংহ নামে যে তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে নর, পাপ হইতে মুক্ত হয়। তাহার দক্ষিণদিকে অতিনির্ম্মল মার্কণ্ডেয়তীর্থ; তথায় স্নান করিলে অপমৃত্যুর ভয় থাকে না। তাহার দক্ষিণেই সর্ব্বতীর্থসার পঞ্চনদতীর্থ, যথায় স্নান করিলে আর সংসারে আসিতে হয় না। পাপি-গণ হইতে গৃহীত পাপরাশি হইতে মুক্তির জন্য ভূমণ্ডলের যাবতীয় তীর্থ, কার্ত্তিকমাসে এই স্থানে আসিয়া মিলিত হয়। প্রতি দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে নিজ নির্ম্মলতার জন্য সকল তীর্থই এই স্থানে আইসে। কাশীতে প্রতি পদেই বহুতর তীর্থ আছে, কিন্তু পঞ্চ-নদের তুল্য কুত্রাপি নাই; এইস্থানে একদিনও স্নান করিয়া যথাশক্তি জপ, হোম, দান বা দেব-পূজা করিলে মানবগণ কৃতার্থতা লাভ করে। একদিকে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তীর্থ, অপরদিকে এই পঞ্চনদ রাখিয়া তুলনা করিলে, সমস্ত তীর্থগণ পঞ্চনদের এক কলার তুল্যও নহেন। পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া সুসংযত হইয়া ভগ-বান বিন্দুমাধবকে দেখিলে আর মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয় না। ইহার পরই জড়গণের জড়তানিবারণকারী জ্ঞানহ্রদ; এই তীর্থে স্নান করিলে জ্ঞানভ্রষ্ট হয় না। এই স্থানে স্নান করিয়া জ্ঞানেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিলে ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করে। তৎপরে মঙ্গলতীর্থ; এই স্থানে স্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল দূর হয় ও মনুষ্য পরম শিব লাভ করে! নিকটেই যে ময়ূখমালী নামে তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিয়া গভস্তীশ্বর অব-লোকন করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া নির্ম্মলতা লাভ হয়। তৎসমীপেই মখেশ্বর তীর্থ; তথায়, মখেশ্বরদেবও বিরাজ করিতেছেন। সেই উত্তম

তীর্থে স্নান করিলে যজ্ঞফল লাভ হয়। তাহার দক্ষিণভাগে বিন্দুনামে এক তীর্থ আছে; তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে পরম সুকৃতির অধিকারী হওয়া যায়; পিপ্পলাদ মুনির তীর্থ তাহারই দক্ষিণে স্থাপিত; শনিবারে স্নান করিয়া পিপ্পলেশ্বর দর্শন ও পিপ্পলবৃক্ষকে "অশ্বত্থ" প্রভৃতি মন্ত্রে প্রণাম করিলে, কখনও দুঃস্বপ্ন হয় না ও শনিগ্রহের ভয় থাকে না। তাহার পর পাতকনাশক তাম্রবরাহতীর্থ; তথায় স্নান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে কলুষ হইতে মুক্ত হয়; তাহার সন্নিকটেই কলুষহারিণী কালগঙ্গা তীর্থ, ধীমান্ ব্যক্তিগণ তথায় স্নান করিয়া নির্মলা বুদ্ধি লাভ করেন। তাহার নিকট ইন্দ্রদ্যুম্ন তীর্থ, তথাকার দেবতা ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর। তথায় স্নান করিয়া পিতৃতর্পণাদি করিলে মানব ইন্দ্রলোকের অধীশ্বর হয়। তাহার পরেই রাম তীর্থ; তথাকার দেবতা রামেশ্বর। সেই তীর্থে স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করে। তৎপরে ঐক্ষ্বাকেশ্বর তীর্থ, তথায় স্নান করিলে সর্ব্বপাতক বিনষ্ট হইয়া নির্ম্মলচিত্ত হয়। তৎপরে মরুত্তীর্থ; মরুত্তেশ্বর এই স্থানের দেবতা। স্নান করিয়া ভগবান্ মরুত্তেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব পরমৈশ্বর্য্য লাভ করে। তাহার পর মৈত্রাবরুণ তীর্থ; এই স্থানে স্নান করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ অত্যন্ত তৃপ্ত হন এবং মহাপাতক নষ্ট হয়। অগ্নীশ্বরের অগ্রভাগে যে পবিত্র অগ্নি তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিকটেই অঙ্গারতীর্থ, তথাকার দেবতা অঙ্গারেশ্বর। তথায় অঙ্গার-চতুর্থীদিনে অবগাহন করিলে সর্ব্বপাপ ধ্বংস হয়। তৎপরে কলশতীর্থ, স্নান করিয়া এ স্থানের মহাদেব কলশেশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে এই কলির ভয় থাকে না। তৎপরে চন্দ্রতীর্থ; এস্থানের দেবতা চন্দ্রেশ্বরকে পূজা করিলে মনুষ্য চন্দ্রলোকে যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই তোমার নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম তীর্থ বীরেশ্বরের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহারই নিকট বিঘ্নেশতীর্থ; এইস্থানে স্নান করিলে মানবগণ কখনই বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না। নিকটেই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের তীর্থ; তথায় স্নান করিলে মানব কখনই সত্যভ্রষ্ট হয় না। হে মহারাজ! এই তীর্থে দানাদি দ্বারা যাহা কিছু পুণ্য অর্জ্জন হয়, তাহা ইহ পর লোকে কখনই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। তৎপরে পর্ব্বতেশ্বরলিঙ্গের সন্নিধানে পর্ব্বততীর্থ; পর্ব্বেতর কালেও তথায় স্নান করিলে সকল পর্ব্বের ফল লাভ হয়। নিকটেই কম্বলাশ্বতর নামক তীর্থ; তথায় স্নান করিলে সকল প্রকার বিষ দূর হয় ও মানব গীতবিদ্যা-বিশারদ হইতে পারে। তৎপরে দেবতা, ঋষি ও মানবগণের সহিত পিতৃলোকের 'বাসভূমি' স্বরূপ সারস্বততীর্থ; এইস্থানে স্নান করিলে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হয়। তাহার নিকটে সর্ব্বকামদ উমাতীর্থ; তথায় স্নান করিলে নিঃসন্দেহ উমালোক প্রাপ্ত হয়। তাহার সন্নিকটেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতর ত্রিভুবনবিশ্রুত, ত্রিলোকোদ্ধারসমর্থ মণিকর্ণিকাতীর্থ। ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বপ্রথমে সেই স্থানে চক্রতীর্থ স্থাপন করেন। সেই তীর্থের নাম শ্রবণ মাত্রেই সকল পাপ দূরীভূত হয়। মণিকর্ণিকার নাম মাত্র গ্রহণ করিলেও স্ত্রী-পুরুষ, সকল প্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। এমন কি, দেবগণও ত্রিসন্ধ্যা এই মহাতীর্থের নাম জপ করেন। যাঁহারা এই তীর্থের নাম শ্রবণ করেন অথবা অনবরত ইহাঁকে স্মরণ করেন, এ সংসারে তাঁহারাই ধন্য। হে কুম্ভযোনে! এ সংসারে যাঁহারা মণি-কর্ণিকা নাম জপ করেন আমিও সেই সকল মহাপুরুষগণের নাম জপ করিয়া থাকি। যাঁহারা "মণিকর্ণিকা" এই পঞ্চাক্ষরবিশিষ্ট মহাবিদ্যামন্ত্র, সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন, তাঁহারা শত সহস্র মহাদক্ষিণা পরিসমাপ্ত অনন্ত মহাযজ্ঞ ফল লাভ করেন। যে সাধুগণ এই তীর্থে স্নান করিয়া দেবদেব মহাদেবকে অর্চ্চনা করেন, তাহারা নিঃসন্দেহ মহাদানের ফল লাভ করেন। গয়াতীর্থে মধু-পায়স দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল, মণিকর্ণিকার জলে তর্পণ করিলেও সেই ফল। যে নির্ম্মলধী মণিকর্ণিকার জল পান করেন,

তাঁহাকে আর এ দুঃখময় সংসারে আসিতে হয় না। মহাপর্ব্বদিনে মহাতীর্থে অনন্তবার স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, সকল প্রকার অবভৃত স্নান করিলে যে ফল হয়, ভক্তিপূর্ব্বক এই তীর্থে একটী বার স্নান করিলেও সেই ফল। যাহারা স্বর্ণপুষ্প ও রত্ন দ্বারা মণিকর্ণিকার অর্চ্চনা করেন, তাহাদের কথা কি?—তাঁহারা যজ্ঞে ব্রহ্মা বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণের পূজাফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই তীর্থের অর্চ্চনা করে, সেই যথার্থ মহাদেবে ভক্তিপরায়ণ ও তাহারই নিত্য পার্ব্বতীর সহিত মহেশ্বরের পূজা করা হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে এই মহাতীর্থের সেবা করে, গলিতপত্র ভক্ষণ মাত্র করিয়া যথার্থ মহাতপস্যার ফল সেই লাভ করে। এই পঞ্চক্রোশী কাশীতে আগমন করা অনন্ত দান ও বহু তপস্যার ফল। যাঁহারা বারাণসীতে আসিয়া মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণ পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করে; দান, ব্রত ও যজ্ঞাদির ফল সে-ই যথার্থ ভোগ করে। সাক্ষাৎ মোক্ষলক্ষ্মীস্বরূপা এই মণিকর্ণিকার মহিমা বর্ণন করিতে দেবদেব মহেশ্বরও পারেন কিনা সন্দেহ। এই মহা-তীর্থের দক্ষিণে রুদ্রাবাস নামে এক প্রধান তীর্থ আছে; তৎপরে বিশ্বতীর্থ। তাহার পর দক্ষিণভাগে যথাক্রমে মুক্তিতীর্থ, অবিমুক্ত-তীর্থ, তারক তীর্থ, ঢুণ্ঢিতীর্থ, ভবানীতীর্থ, ঈশানতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, নন্দি তীর্থ, বিষ্ণুতীর্থ, পিতামহতীর্থ, নাভিতীর্থ, ব্রহ্মানলতীর্থ ও ভগীরথতীর্থ। এই ভগীরথতীর্থের কথা আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। কাশীতলবাহিনী জাহ্নবীতে আরও বহুতর তীর্থ আছে, অল্পই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। পঞ্চ তীর্থই এই সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথায় অবগাহন করিলে, মনুষ্যের আর গর্ভবাস ক্লেশ বহন করিতে হয় না। এক্ষণে পঞ্চতীর্থের নাম শ্রবণ কর; প্রথম, সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ অসি-সঙ্গম; দ্বিতীয়, সর্ব্বতীর্থময় দশাশ্বমেধ; তৃতীয় পাদোদকতীর্থ; চতুর্থ সর্ব্বপাপনাশক পঞ্চনদ এবং শরীর মনের শুদ্ধিপ্রদ, এই চারিটী তীর্থ হইতেও প্রধান মণিকর্ণিকাই পঞ্চম তীর্থ। এই মণিকর্ণিকাতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, দেবর্ষি ও মহর্ষিগণের সহিত আমি নিত্যই স্নান করিয়া থাকি। হে রাজন্! এইজন্যই নাগলোক ও স্বর্গলোকবাসিগণ সর্ব্বদাই এই বেদসম্মত গাথা গান করেন যে, "ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মণিকর্ণিকা সদৃশ তীর্থ নাই, ইহা সত্য।" পঞ্চতীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য শিবস্বরূপ হয়; তাহাকে আর নরদেহ ধারণ করিতে হয় না। এই প্রকার তীর্থমাহাত্ম্য ব্যক্ত করিয়া ও বীররাজকে বরদান করিয়া ভূতভাবন ভবানীপতি তথায় অন্তর্হিত হইলেন; বীররাজও বীরেশ্বরদেবের পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিলেন। স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভসম্ভব! যে ব্যক্তি এই পবিত্র তীর্থাধ্যায়টী শ্রবণ করিবে, তাহার বহু জন্মের পাপ বিনষ্ট হইবে। আমি তীর্থাখ্যানপ্রসঙ্গে দেবদেব বীরেশ্বরলিঙ্গের আবির্ভাব কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কামেশ্বরলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবিহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

দুর্ব্বাসার বরপ্রদান।

স্কন্দ কহিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর, জগন্মাতা দুর্গার নিকট যে পবিত্র কথা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। পুরাকালে একদিন মহাক্রোধী অতিতেজস্বী তাপসশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা, সাগরান্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া মহাদেবের আনন্দকাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় নানাবিধ প্রাসাদ, কুণ্ড ও তড়াগ সকল দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, স্থানে স্থানে মুনিগণের পর্ণকুটীর রহিয়াছে, তথাকার সুন্দর তরুরাজি নিবিড় পল্লববিশিষ্ট

স্নিগ্ধচ্ছায়া ও সকল ঋতুতেই পুষ্পদান করে। কৌপীনবাসা পাশুপতগণ সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিলেপন করিয়া, স্মরারি ভগবান্ মহাদেবের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন; তাঁহাদের মস্তক জটামণ্ডিত এবং কক্ষধৃত অলাবুপাত্র ও কমণ্ডলু রহিয়াছে। কোন স্থানে নিঃসঙ্গ, অকৃতদার ত্রিদণ্ডিগণকে দর্শন করিলেন; বিশ্বেশ্বরে একাগ্রচিত্ত হওয়ায় তাঁহারা কালকেও ভস্ম করেন না। কোথায়ও বা বেদশাস্ত্রার্থবিৎ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন; আবাল ব্রহ্মচর্য্য ও ভাগীরথীতে নিত্য স্নান করাতে তাঁহাদের কেশ সকল পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। কাশীতে পশুগণও যেরূপ তুষ্ট, মৃগগণও যেরূপ দ্যুতিবিশিষ্ট, তির্য্যক্‌জাতিগণও সেরূপ সদানন্দ, অন্য কোন স্থানে সেরূপ নহে। তির্য্যক্‌জাতির পক্ষেও কাশীধাম অতিশয় আনন্দকর স্থান; স্বর্গে দেবতাগণেরও এরূপ আনন্দকর স্থান নাই। এমন কি, নন্দনবনচারী দেবগণ অপেক্ষা, আনন্দকাননচারী পশুগণও শ্রেষ্ঠ। অন্তিমকালে শুভগতি লাভহেতুক কাশীবাসী ম্লেচ্ছজনও শ্রেষ্ঠ, তথাপি মুক্তির অনিশ্চয়তার জন্য অন্যত্র দীক্ষিত ব্রাহ্মণও শ্রেষ্ঠ নহেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা নাগলোক অপেক্ষাও এই কাশীধাম আমার প্রিয়তর স্থান। আমি সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু এই স্থানে আমার যেমন চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন হইল, এরূপ কোন স্থানেই হয় নাই। সংসারের মধ্যে এই তীর্থই পরম রমণীয়। মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই প্রকার কাশীপ্রশংসা করিয়া সেই স্থানেই দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল তপস্যা করিয়াও যখন কোন ফল পাইলেন না, তখন অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমাকে ধিক্; কারণ আমি দুষ্ট তাপস। আমার তপস্যাকেও ধিক্, আর এই ক্ষেত্রকেও ধিক্; কারণ এই স্থানে সকলেই প্রতারিত হইতেছে। এই ক্ষেত্রে যাহাতে কাহারও মুক্তি না হয়, আমি সেইরূপ বিধান করিতেছি। এই বলিয়া অতি কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা যেমন শাপপ্রদানে উদ্যত হইবেন, অমনি মহেশ্বর প্রহসিতেশ্বর নামক একটী লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই স্থলে মৃদুমন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণের পরমানন্দ লাভ হয়। দুর্ব্বাসার ক্রোধ দর্শন করিয়া মহাদেব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, ইঁহার তুল্য তপস্বিগণকে বারংবার নমস্কার। যে স্থানে ঈদৃশ তাপসেরা তপস্যা করেন, সেই স্থানই আশ্রম। অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি জন্যই ইঁহাদিগের তপোবিঘ্নকর ঘোরতর ক্রোধ উপস্থিত হয়। অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইলেই ইঁহারা শান্তভাব অবলম্বন করেন। তথাপি তপস্বিগণ ক্রোধী বা অক্রোধী হউন, ইহা অপরের বিবেচনা করিবার আবশ্যক করে না; যাহারা নিজের শ্রেয়োবুদ্ধি কামনা করেন, তাঁহাদের উচিত সর্ব্বতোভাবে ইঁহাদিগকে মান্য করা। দেবদেব মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন ইত্যবসরে মহর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। তাহাতে যে ধূম উদ্গীর্ণ হইয়াছিল, তাহা আজিও গগনমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া আকাশকে নীলবর্ণ করিতেছে। মহর্ষির ক্রোধানলে গগনমণ্ডলকে ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া মহাদেবের গণসমূহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া "একি! একি!" এইরূপ বলিয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রজলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে কাশীধামের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। নন্দী, নন্দিসেন, সোমনন্দি, মহোদর, মহাহনু, মহাগ্রীব, মহাকাল, জিতান্তক, মৃত্যুপ্রকম্পন, ভীম, ঘণ্টাকর্ণ, মহাবল, পঞ্চহস্ত, দশানন, চণ্ড, ভৃঙ্গিরিটি, তুণ্ডি, প্রচণ্ড, তাণ্ডবপ্রিয়, পিচিণ্ডিল, স্থূলশিরা, স্থূলকেশ, গভস্তিমান, ক্ষেমক, ক্ষেমধন্বা, বীরভদ্র, রণপ্রিয়, দণ্ডপাণি, শূলপাণি, পাশপাণি, কৃশোদর, দীর্ঘগ্রীব, পিঙ্গাক্ষ, পিঙ্গল, পিঙ্গমূর্দ্ধজ, বহুনেত্র, লম্বকর্ণ, খর্ব্ব, পর্ব্বতবিগ্রহ, গোকর্ণ, গজকর্ণ, কোকিলাক্ষ, গজানন,

নৈগমেয়, বিকটাস্য, অট্টহাসক, সীরপাণি, শিবারাব, বৈণিক, বেণুবাদন, দুরাধর্ষ, দুঃসহ, গর্জ্জন এবং রিপুতর্জ্জন প্রভৃতি শতকোটি দুরাসদ আয়ুধহস্ত গণেশ্বর, গর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন যে, আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া কি যম, কি কাল, কি মৃত্যু, কি অন্তক, কি বিধাতা, অথবা দেবগণই হউন, কিংবা বিষ্ণুই হউন, কাহাকেই ভয় করি না। আমরা কি অগ্নিকে জলের মত পান করিব, অথবা ভূধরনিচয় চূর্ণ করিব, কিংবা স্বর্গকে অধঃস্থ করিয়া পাতলকে ঊর্দ্ধে স্থাপন করিব? অথবা সমুদ্রকে এককালে মরুভূমিপ্রায় করিব? নিমেষমাত্রে ব্রহ্মাণ্ডকে চূর্ণ করিব, অথবা কাল ও মৃত্যুকে পরস্পর আস্ফালিত করিব? আমরা নিশ্চয়ই অদ্য মুক্তিদাত্রী বারাণসীপুরী ভিন্ন সমস্ত ভূমণ্ডল গ্রাস করিব। কোথা হইতে এই অনল ও ধূমাবলী উত্থিত হইল? কোন্ ব্যক্তি মদান্ধ হইয়া মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকে জানিতে পারিতেছে না? এইরূপ বলিতে বলিতে সেই শতকোটী গণেশ্বর, দুর্ব্বাসার ঘোরতর ক্রোধানলকে শিলার ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া এমন একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন যে তাহাতে সদাগতির ও গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন দুর্ব্বাসা মুনির ক্রোধও সেই সকল গণসমূহের ক্রোধে বিশ্বকে ব্যাকুলীকৃত হইতে দেখিয়া মহেশ্বর সেই সকল বীরগণকে কহিলেন যে, তোমরা ক্ষান্ত হও; কারণ এই মহর্ষি আমারই অংশসম্ভূত; এবং কাশীতে যাহাতে মুক্তি-প্রতিবন্ধক শাপ না হয়, এইজন্য দুর্ব্বাসার নিকটও তেজোময়রূপে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে তেজস্বী তপোধন! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি নির্ভয়হৃদয়ে বর প্রার্থনা কর। হে কুম্ভযোনে! তখন দুর্ব্বাসা শাপপ্রদানোদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া, অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন, আমি ক্রোধান্ধ হইয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। আমি ক্রোধরিপুর অত্যন্ত বশীভূত, আমাকে ধিক্; কারণ আমি ত্রিভুবনের অভয়কারী কাশীকে শাপপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম! যাহারা অনবরত দুঃখসাগরে নিমগ্ন, যাহারা অনবরত সংসারগতায়াতে ক্লান্ত এবং যাহাদের কণ্ঠ কর্ম্মপাশে বদ্ধ, সেই সকল জীবের কাশীধামই একমাত্র মুক্ত হইবার উপায়। এই কাশী সকল জীবেরই মাতৃস্বরূপা; কারণ ইনিই মহামৃতস্বরূপ স্তন্য প্রদান করেন এবং জীবগণ ইহাঁ হইতেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অথবা জননীর সহিতও কাশীর তুলনা করা যায় না; কারণ জননী কেবলমাত্র গর্ভে ধারণ করেন, আর এই কাশী জীবগণকে চিরদিনের জন্য গর্ভযন্ত্রণা হইতে মোচন করেন। এবম্ভূতা কাশীপুরীকে যে ব্যক্তি শাপপ্রদান করিবে, সেই শাপের ফল তাঁহারই হইবে। কাশীর প্রতি দুর্ব্বাসার এই সকল স্তববাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব অতিশয় হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, হে মুনে! যে ব্যক্তি কাশীর স্তব অথবা কাশীকে ভাবনা করে, সেই ব্যক্তিরই তপস্যা সার্থক, সেই ব্যক্তিই কোটী যজ্ঞফল লাভ করে। কাশী এই দুই অক্ষর যাহার রসনায় বিরাজ করে, তাহার আর জঠরযন্ত্রণা পাইতে হয় না। প্রাতঃকালে উঠিয়া 'কাশী' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্রটী জপ করিলে লোকদ্বয় জয় করিয়া লোকাতীত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে আনুসূয়েয়! বহুকাল তপস্যা করিয়াও তোমার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, একবারমাত্র কাশীর স্তুতিতে সে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি কাশীর স্তব করিয়া অন্যান্য ভক্তগণ অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর হইয়াছে। বহুতর দান, যজ্ঞ, তপস্যার অপেক্ষাও কাশীস্তব আমার আনন্দকর। বেদোক্ত সূক্তনিচয় দ্বারা আমার স্তব করিলে যে ফল, এই আনন্দকাননের স্তবেও সেই ফল লাভ হয়। হে আনুসূয়েয়! তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে এবং তুমি এরূপ জ্ঞান লাভ করিবে, যাহা দ্বারা তোমার মহামোহ নষ্ট হইবে। তোমার ন্যায় মুনিগণকেই সাধুগণ শ্লাঘা করিয়া থাকেন,

সুতরাং তুমি ক্রোধী হইয়াছিলে বলিয়া লজ্জিত হইও না। যাহার তপোবল আছে, সেই ব্যক্তিই ক্রোধ করিয়া থাকে; অসমর্থ ব্যক্তি ক্রোধ করিয়া কি করিবে? মহেশ্বরের এই প্রকার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাসা বহু স্তবানন্তর বর প্রার্থনা করিলেন। দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে করুণাকর! হে শঙ্কর! হে মহাপরাধবিধ্বংসিন্! হে অন্ধকরিপো! হে স্মরান্তক! হে মৃত্যুঞ্জয়! হেঽনুগ্র! হে ভূতেশ! হে মৃড়ানীশ! হে ত্রিলোচন! হে নাথ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে এমত বর প্রদান করুন, যাহাতে এই লিঙ্গ কামপ্রদহন এবং এই কুণ্ড কামকুণ্ড নামে খ্যাত হয়। মহেশ্বর কহিলেন, হে মহাতেজস্বিন লোকাপকারনিরত-মুনে! তোমার অভিলাষানুরূপ তোমা দ্বারা স্থাপিত এই দুর্ব্বাসেশ্বরলিঙ্গই সর্ব্বকামপ্রদ কামেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন। শনিবার ত্রয়োদশী তিথিতে প্রদোষ সময়ে যে ব্যক্তি এই কামকুণ্ডে অবগাহন করিয়া কামেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার কামকৃত দোষ সমস্তই ক্ষয় হইয়া যাইবে; তাহাকে আর যমযাতনা পাইতে হইবে না। এই মহাতীর্থে স্নান করিলে, জন্ম জন্মান্তরের পাপও মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষয় হয় এবং এই লিঙ্গের সেবায় সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হয়। দুর্ব্বাসাকে এই সকল বর প্রদান করিয়া দেবদেব মহেশ্বর সেই লিঙ্গ মধ্যেই লীন হইয়া যাইলেন। স্কন্দ কহিলেন, সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া দুর্ব্বাসার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল; অতএব সকাম ব্যক্তিগণ সেই কামকুণ্ডে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কামেশ্বরের পূজা করিলে তাহাদের মহাপাতক নষ্ট হয়। যে পুণ্যাত্মা এই উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করিবে, তাহারা উভয়েই পাপ হইতে মুক্ত হইবে!

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

বিশ্বকর্ম্মেশপ্রাদুর্ভাব।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! কাশীধামে যে বিশ্বকর্ম্মেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহার বিবরণ-শ্রবণে অভিলাষ জন্মিয়াছে। মহেশ্বর কহিলেন, আমি বিশ্বকর্ম্মেশ্বরের উৎপত্তি-বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা অতি মনোহর ও সর্ব্বপাপধ্বংসকর। প্রজাপতির মূর্ত্ত্যন্তর ত্বষ্টপুত্র বিশ্বকর্ম্মা উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করত গুরুসেবায় রত ছিলেন ও তিনি ভিক্ষা দ্বারাই শরীরপোষণ করিতেন। একদা বর্ষাকালে, তাঁহার গুরু তাঁহাকে আদেশ করিলেন, বৎস! তুমি এরূপ একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ কর, যাহাতে আমি বর্ষাকালে অক্লেশে অতিবাহিত করিতে পারি। তাঁহার গুরুপত্নী ও তাঁহাকে কহিলেন, বৎস ত্বাষ্ট্র! যত্নপূর্ব্বক আমার উপযুক্ত সতত উজ্জ্বল শোভাবিশিষ্ট একটী কঞ্চুক নির্ম্মাণ কর; উহা যেন বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া, বল্কলনির্ম্মিত হয়; এবং শ্লথ অথবা অত্যন্ত গাঢ় না হয়। তাঁহার গুরুপুত্র কহিলেন, আমার জন্য এরূপ সুখপ্রদ একযুগ্ম পাদুকা নির্ম্মাণ কর, যাহা ব্যবহার করিলে আমার চরণে কোন প্রকার ধূলি লাগিতে না পারে এবং উহা দ্বারা কি জলে, কি স্থলে, সর্ব্বত্রই সমানভাবে বিচরণ করিতে পারি। আর ঐ পাদুকা যেন চর্ম্ম-নির্ম্মিত না হয়। গুরুকন্যাও কহিলেন, হে ত্বাষ্ট্র! আমার জন্য তুমি স্বহস্তে দুইটী কাঞ্চননির্ম্মিত কর্ণভূষণ নির্ম্মাণ কর এবং কতকগুলি গজদন্তবিনির্ম্মিত আমার ক্রীড়া-যোগ্য পুত্তলিকা স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া আমায় প্রদান কর ও কতকগুলি উদূখল, মূষল প্রভৃতি গৃহোপকরণ দ্রব্যও প্রস্তুত করিয়া দেও। হে সুবুদ্ধে! ঐ সকল দ্রব্য যেন কদাচ ভগ্ন না হয়। আর আমাকে পাক করিবার একটী স্থালী প্রস্তুত করিয়া এরূপভাবে পাকক্রিয়া শিক্ষা দিবে, যাহাতে

উত্তম পাক হইবে অথচ অঙ্গুলিতে অগ্নিতাপ লাগিবে না এবং আমি যে স্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানেই রাখিতে পারি, এরূপ একটী কাষ্ঠময় একস্তম্ভ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেও। অপরাপর বয়োজ্যেষ্ঠ সহাধ্যায়িগণও বিশ্বকর্ম্মার অপেক্ষা করিতেন, সুতরাং এই গুরুতর কার্য্যও তাঁহার উপর ভার পড়িল। বিশ্বকর্ম্মা তখন কিছুই জানেন না অথচ সকলের অভিলাষই পূর্ণ করিবেন বলিয়াছেন, এইজন্য তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া চিন্তাকুলহৃদয়ে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এক্ষণে কি করি, কোথায় যাইলে আমার বুদ্ধির সাহায্য পাইব? এই অরণ্যে কাহাকেই বা আশ্রয় করিব? যে ব্যক্তি গুরু, গুরুপত্নী অথবা গুরুসন্তানের বাক্য স্বীকার করিয়া প্রতিপালন না করে, তাহার নিশ্চয়ই নরক হয়। গুরুর বাক্য প্রতিপালন না করিলে আমার নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি নাই, কারণ গুরুসেবাই ব্রহ্মচারিগণের একমাত্র ধর্ম্ম। গুরুসেবা ভিন্ন মনোরথসিদ্ধির আর উপায় নাই, সুতরাং গুরুবাক্য সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা উচিত। সামান্য ব্যক্তির কথায়ও স্বীকৃত হইয়া যে ব্যক্তি পালন না করে, সেও নরকগমন করে; গুরুর কথা আর কি বলিব? আমি অজ্ঞ ও অসহায়, এই অঙ্গীকৃতপালনে কিরূপে সমর্থ হইব? হে ভবিতব্যপতে! আমি গুরুশাপ ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমাকে নমস্কার করিতেছি। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, তথায় একজন তপস্বী আগমন করিলেন। ত্বষ্টৃনন্দন কাননমধ্যে সেই তপস্বীকে আসিতে দেখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবান্! আপনাকে দেখিয়া আমার চিন্তানলদগ্ধ হৃদয় ক্ষণমধ্যেই যেন তুষারশীতল হইল। আমার মন সুখাবেশে নৃত্য করিতেছে। আপনি কে? আপনি কি তপস্বিরূপধারী আমার প্রাক্তন কর্ম্ম, অথবা দয়াময় মহেশ্বর? আপনি যেই হউন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন, কিরূপে আমি আমার গুরু, গুরুপত্নী ও গুরুর অপত্যগণের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিব? আপনি এই বনমধ্যে বন্ধুরূপে আমার বুদ্ধির সহায় হউন। করুণাময় ব্রহ্মচারী বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে যথার্থ উত্তম উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন; কারণ যে ব্যক্তি পৃষ্ট হইয়াও অসদুপদেশ প্রদান করে, তাহাকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত নরকবাস করিতে হয়। তাপস কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিন্! শ্রবণ কর। বিশ্বেশ্বরের কৃপাবলে ব্রহ্মাও সৃষ্টিকার্য্যে নিপুণ হইয়াছেন, অতএব তোমার একার্য্য আর আশ্চর্য্য কি? যদি তুমি কাশীতে যাইয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিতে পার তাহা হইলেই তোমার বিশ্বকর্ম্মা নাম সফল হইবে। কাশীশ্বরের অনুগ্রহবলে কোন অভিলাষ না পূর্ণ হয়? যে কাশীতে তনুত্যাগ করিলে সামান্য দুর্লভ পদার্থের কথা কি, মুক্তিপর্য্যন্তও লাভ হয়; যথায় পদ্মযোনি সৃজন করিতে ও বিষ্ণু সৃষ্টিরক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন; হে বৎস! যদি তুমি নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই নির্ব্বাণক্ষেত্র কাশীধামে গমন কর। সেই ভগবান মহেশ্বর সমস্ত মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করেন; উপমন্যু তাঁহার নিকট অল্পমাত্র দুগ্ধ প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহাকে দুগ্ধসমুদ্র প্রদান করিয়াছিলেন। যেখানে বাস করিলে মানব পদে পদে ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে পারে, যথায় স্বর্ধুনীসলিল স্পর্শ মাত্রেই বহুশত মহাপাতক মুহূর্ত্তেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; দেবদেব মহেশ্বরের সেই আনন্দকানন আশ্রয় করিয়া কোন ব্যক্তি কোন পদার্থ না লাভ করে? কোটী যজ্ঞেও যে ফল লাভ হয়, বারাণসীর পথে ভ্রমণকালে প্রতিপদেও তাহা অপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। যদি চতুর্ব্বর্গফললাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে বারাণসীতে গমন কর। কাশীধামে সর্ব্বদা বিশ্বেশ্বরকে আশ্রয় করিলে, তখনই সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হয়। বিশ্বকর্ম্মা, তাপসের নিকট এই সকল শ্রবণ করিয়া, কাশীপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, হে তাপসসত্তম! যথায় সাধকগণের, ভূমণ্ডলের কোন দ্রব্যই অপ্রাপ্য থাকে না, যথায় আনন্দলক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমানা; যথায় ভবকর্ণধার বিশ্বেশ্বর, জীবগণকে তারকজ্ঞান উপদেশ করেন, যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহারা তন্ময়তা লাভ করে; যথায় জীবগণের দুর্লভ লক্ষ্মীও সুলভ; মহেশ্বরের সেই আনন্দকানন কোথায়?—স্বর্গে, মর্ত্ত্যে অথবা পাতালে? আমায় কে তথায় লইয়া যাইবে? কি উপায়ে আমি তথায় গমন করিব, বলুন। বিশ্বকর্ম্মার এই ভক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই তাপস কহিলেন, চল, আমার সহিত কাশীগমন করিবে; আমিও তথায় গমন করিতেছি। দুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া যদি কাশী গমন না করিলাম, তবে এ মনুষ্যজন্ম সকলই ব্যর্থ হইল! আর এমন মনুষ্যজন্ম ও সংসারমুক্তিদায়িনী কাশী সর্ব্বদা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এইজন্য আমি অতি চঞ্চল মনুষ্যজীবন সফল করিবার নিমিত্ত কাশী গমন করিব। তুমিও সংসার-মায়া ত্যাগ করিয়া আমার সহিত চল। এইরূপে দয়াবান্ তাপসের সহিত বিশ্বকর্ম্মা কাশীতে গমন করিয়া মনের শান্তিলাভ করিলেন। কাশীতে আসিয়া সহসা সেই তাপসকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই তাপসশ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহ ভগবান্ বিশ্বেশ্বর। যাহাদের বুদ্ধি সৎপথে নিশ্চলা থাকে, তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগের নিকটেই অবস্থান করেন। তাহারা দূরদেশস্থ হইলেও তিনি তাহাদিগকে পথদর্শক হইয়া নিকটে লইয়া যান। ভগবান ত্রিলোচনের এই অদ্ভুত লীলা যে, তাঁহার ভক্ত যেখানেই থাকুক, তাহার পক্ষে কিছুই দুর্লভ থাকে না। কারণ আমি কোথায় ছিলাম আর এই মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামই বা কোথায় ছিল! আমি এজন্মে কখন মহেশ্বরের আরাধনা করি নাই, জন্মান্তরেও কখন যে করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না; কারণ তাহা হইলে আমাকে আর মানবদেহ ধারণ করিতে হইত না। তবে আমার উপর কি কারণে মহেশ্বরের অনুগ্রহ হইল? বোধ হয়, আমার গুরুভক্তিই ইহার কারণ; তিনি গুরুভক্তির বলেই আমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। অথবা মহেশ্বর অন্য দেবতাদিগের ন্যায়, কারণ অপেক্ষা করেন না; দরিদ্রদিগের প্রতি কৃপাই তাহার নিদর্শন। অতএব তাঁহার কৃপাই তাঁহার অনুগ্রহের প্রতি একমাত্র কারণ। নিশ্চই দেবদেব কৃপাপূর্ব্বক তাপসরূপ ধরিয়া আমাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন; নতুবা, সেই বন মধ্যে তপস্বীর কিরূপে সাক্ষাৎ পাইলাম? কেবলমাত্র দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও ব্রতাচরণ দ্বারাই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হইতে পারে না; তাঁহার কৃপা হইলেই প্রসন্নতা লাভ করা যায়। যাঁহারা সাধুসম্মত পবিত্র বেদমার্গ কখন ত্যাগ না করেন, তাঁহারাই বিশ্বেশ্বরের কৃপাভাজন হন। নির্ম্মলচেতা বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে বিশ্বেশ্বরের কৃপামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বহস্তে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি ফলমূলভোজী হইয়া নিত্য স্নান করত স্বহস্তে বনমধ্য হইতে কুসুম আহরণ করিয়া ঈশানের পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর লিঙ্গার্চ্চনায় অতিবাহিত হইলে পর এক দিন দেবদেব মহেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই লিঙ্গমধ্যে আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে বৎস! তোমার গুরুর প্রতি ও আমার প্রতি অচলা ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। অতএব বর প্রার্থনা কর; তোমার গুরু, গুরুপত্নী ও গুরুর অপত্যদ্বয় যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা অনায়াসে প্রদান করিতে পারিবে। হে মহাভাগ! তোমার এই বিধিবৎ অর্চ্চনায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়া যে বর দিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। সুবর্ণ ও অন্যান্য ধাতু, কাষ্ঠ, প্রস্তর, মণি, রত্ন, পুষ্প, বস্ত্র, কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য, জল, স্কন্দ, ফল, মূল, ত্বক্ প্রভৃতি সকল পদার্থেই তুমি অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য

দেখাইতে পারিবে। তুমি সর্ব্বপ্রকার দেবালয় প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া লোকতুষ্টি করিতে পারিবে। সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম ও তৌর্য্যত্রিক বিধানে তুমি দ্বিতীয় ব্রহ্মার মত হইবে। তোমার মত কেহই নানাবিধ যন্ত্র-নির্ম্মাণ, আয়ুধবিধান, জলাশয়রচনা ও সুন্দর দুর্গরচনা করিতে জানিবে না। আমার বরে যাবতীয় কলা তোমার আয়ত্ত থাকিবে, সর্ব্ব-প্রকার ইন্দ্রজালবিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মকুশল ও বুদ্ধিমান হইবে। তুমি আমার বরে সকলের মনোবৃত্তি জ্ঞাত হইবে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের কোন-প্রকার কর্ম্মই তোমার অজ্ঞাত থাকিবে না। এই বিশ্বে সমস্ত কর্ম্মনিচয়ই তোমার আপনা হইতে আয়ত্ত হইবে বলিয়া তোমার নাম বিশ্বকর্ম্মা। হে বিশ্বকর্ম্মন! তোমাকে আমার কোন দ্রব্যই অদেয় নাই; অতএব আরও কি বর দিতে হইবে, প্রার্থনা কর। কাশীতে যে ব্যক্তি আমার লিঙ্গপূজা করে, তাহার কথা কি, স্থানান্তরেও যে আমার লিঙ্গার্চ্চনা করে, তাহাকেও বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকি। এই মহাক্ষেত্রে যে ব্যক্তি লিঙ্গ পূজা, প্রতিষ্ঠা বা স্তুতি করে, মুকুরের ন্যায় সেই ব্যক্তিতে আমিই প্রতিফলিত হইয়া থাকি। তুমিও এই স্থানে আমার পূজা করিয়া, আমার দর্পণস্বরূপ হইয়াছ। যে মূঢ়ব্যক্তি আমার রাজধানী কাশীধামে আমাকে ত্যাগ করিয়া, আমার ইতর অন্যের অর্চ্চনা করিবে, এস্থানে তাহার আর মুক্তি কখনই হইবে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রও এস্থানে আসিয়া আমা ব্যতীত অন্যের পূজা করেন না, অতএব মোক্ষাভিলাষিগণ এই আনন্দকাননে আমারই অর্চ্চনা করিবে। তোমার ন্যায় আরও পুণ্য-শীল ব্যক্তি এই স্থানে আমার আরাধনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি আমার নিকট বিশেষ অনুগ্রহপাত্র হইয়াছ বলিয়া আমি অতি দুর্লভ বরদানেও স্বীকৃত আছি। অতএব আর বিলম্ব করিও না, অবিলম্বে বর প্রার্থনা কর। বিশ্বকর্ম্মা কহি-লেন, হে মহেশ্বর! আমি মোহান্ধ হইয়াও যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, ইহাঁর পূজা করিয়া যেন অপর ব্যক্তি সদ্বুদ্ধি লাভ করে। আমার আর একটী প্রার্থনা এই যে, কবে আমি আপনার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিব? মহেশ্বর কহিলেন, তাহাই হইবে, তোমার এই লিঙ্গার্চ্চনায় জীবগণ সদ্বুদ্ধি লাভ করিয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে। আর যখন দিবো-দাস, ব্রহ্মার বরে কাশীরাজ হইবে এবং বহুকাল রাজত্ব করিয়া পুনরায় গণেশের মায়ায় অতিশয় নির্ব্বিণ্নচিত্ত হইয়া, বিষ্ণুর উপদেশমত চঞ্চল রাজ-লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া, আমার আরাধনায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি আমার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে। হে বৎস! তুমি এক্ষণে গমন করিয়া গুরুর আজ্ঞাপ্রতিপালনে যত্ন কর। কারণ যাহারা গুরুভক্ত, নিঃসন্দেহ তাহারা আমারই ভক্ত। যাহারা গুরুর অবমাননা করে, আমা কর্ত্তৃক তাহারাও অবমানিত হয়। অতএব এক্ষণে তুমি গুরুর আদেশ প্রতিপালন কর। তৎপরে যাবৎ মুক্তিলাভ না হয়, তাবৎ আমার নিকট অবস্থান করিয়া পবিত্র-চিত্তে দেবগণের হিত আচরণ কর। আমি সর্ব্বদা তোমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করিয়া ভক্তগণের অভিলাষ পূর্ণ করিব। অঙ্গারেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গকে যাহারা ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিবে, তাহাদের সর্ব্ব-মনোরথ সিদ্ধ হইবে ও সত্বরই নির্ব্বাণ লাভ হইবে। এই সমস্ত বলিয়া দেবদেব অন্তর্হিত হইলে বিশ্বকর্ম্মাও গুরুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের অভি-লষিত বিষয় সকল সম্পাদন পূর্ব্বক স্বীয় পিতৃগৃহে আগমন করিলেন এবং পিতামাতাকে আত্মকর্ম্ম দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে কাশীতে আগমন করিলেন। তথায় তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অনন্যচিত্তে, অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। দেবতাগণের

প্রিয়সাধন করত বিশ্বকর্ম্মা অদ্যাপি কাশীধামে বর্ত্তমান আছেন। মহেশ্বর কহিলেন, হে দেবি! কাশীতে প্রণবেশ্বর, ত্রিপিষ্টপ, মহাদেব, কৃত্তিবাসা, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদার, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণীশ্বর, আমারও পূজ্য অবিমুক্তেশ্বর এবং বিশ্ববিদিত, বিশ্ববান্ধব আমার লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর, ইঁহারা সকলেই মুক্তিপ্রদ। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে আসিয়া যে ব্যক্তি বিশ্বনাথের পূজা করে, শতকোটি কল্পেও তাহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না। সংযমী সন্ন্যাসিগণের একস্থানে একবৎসর বাস করা নিষেধ। তাঁহাদের চারিমাস একস্থানে অবস্থান করিয়া আটমাস কাল ভ্রমণের বিধি আছে, কিন্তু তাঁহাদিগেরও এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে; কারণ এই স্থানে মুক্তি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এই স্থানেই তপস্যা, যোগ ও মোক্ষলাভ হেতুক ইহা পরিত্যাগ করিয়া তপোবনান্তরে গমন করিবে না। জ্ঞানকৃতই হউক অথবা অজ্ঞানকৃতই হউক, এই আনন্দকানন দর্শন মাত্রেই সমস্ত পাপ দর হয়; আমি জীবগণের প্রতি কৃপা করিয়াই এই সিদ্ধিপ্রদ ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে অনায়াসেই অত্যুগ্র তপস্যা, মহাদান, মহাব্রত, যম, নিয়ম, অধ্যাত্মযোগাভ্যাস, মহাযজ্ঞ ও উপনিষদের সহিত বেদান্ত পাঠের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পুরীতে তনুত্যাগ করিলে, জীবগণকে আর কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসারভ্রমণ করিতে হয় না। হে দেবি! আমার ইচ্ছায় কাশীতে তির্য্যক্‌জাতিগণও যাজ্ঞিকদিগের অধিক পদ লাভ করে। কাশীতে মৃত্যু হইলে চতুর্ব্বিধ ভূতনিচয়েরই মোক্ষ লাভ হয়। অত্যন্ত বিষয়াসক্ত পাপিগণও কাশীতে দেহত্যাগ করিলে আর সংসারে প্রবেশ করে না। মাসে মাসে উষাকালে প্রয়াগস্থান হইতেও বারাণসীতে ক্ষণে ক্ষণে তাহার কোটীগুণ ফল লাভ হয়। এই ক্ষেত্রের অনন্ত মহিমা বাক্য দ্বারা আর কি বর্ণনা করিব! কেবল তোমার প্রীতির জন্য অত্যল্প মাত্র বর্ণন করিলাম। সাধুগণ এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গের বিষয় শ্রবণ করিলে চতুর্দ্দশ ভুবনে শ্রেষ্ঠ পূজা প্রাপ্ত হয়।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

দক্ষযজ্ঞ-প্রাদুর্ভাব।

অগস্ত্য বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞপুত্র, সর্ব্বার্থকুশল, প্রভো, ষড়ানন অমৃতপানে অমরের ন্যায়, আমি মুক্তিপ্রদ এই লিঙ্গসমূহের, প্রাদুর্ভাবকথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি তৃপ্তিলাভ করিলাম। এই আনন্দকানন, ওঁকারেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গসমূহে অধিষ্ঠিত হওয়ায় পাপিজনেরও আনন্দবিধান করিয়া থাকে। আমি এই লিঙ্গ-সমূহের বিবরণ শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি ও কাশীক্ষেত্রের তত্ত্বকথা শ্রবণে জীবন্মুক্তের ন্যায় হইয়াছি। এক্ষণে স্কন্দ ও দক্ষেশ্বর প্রভৃতি যে চতুর্দ্দশ লিঙ্গের নাম কীর্ত্তন করিলেন, তাঁহাদিগের অশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। যে দক্ষপ্রজাপতি দেবসভার মধ্যে শিবের নিন্দা করিয়াছিলেন, তিনি আবার কেন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন? ইহা অতি বিচিত্র কথা। হে সূত! শিখিবাহন স্কন্দ, অগস্ত্য-মুনির এই বচন শুনিয়া দক্ষেশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তি বর্ণন করিতে লাগিলেন। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! পাপহারিণী এতদ্বিষয়িণী কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। দধীচিমুনি কর্ত্তৃক ধিক্কৃত দক্ষপ্রজাপতি শিবনিন্দায় ছাগমুখ হওয়ায় বিকৃতানন হইয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। পরে ব্রহ্মার উপদেশে পুরশ্চরণ-কামনায় কাশীধামে সমাগত হন! ইহার মূল বিবরণ এই যে, একদা ভগবান্‌ বিষ্ণু, পদ্মযোনির সহিত, দেবদেব চন্দ্রমৌলির সেবার জন্য কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন। তাঁহাদিগের উভয়ের

সমভিব্যাহারে ইন্দ্রাদি লোকপালবর্গ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্‌গণ, বসু, রুদ্র, আদিত্যগণ, সাধ্য, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর অপ্সরা, যক্ষ, নাগ ও সমস্ত ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হন। তাঁহারা পুলকতশরীর হইয়া প্রণামপূর্ব্বক দেবদেবেশ্বরের বিবিধ স্তব করিয়াছিলেন, ভগবান্ শম্ভুও তাঁহাদিগের বহু সম্মান করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা তন্মুখে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া আসন-শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইলে, ভগবান্ শশাঙ্কশেখর হস্ত দ্বারা বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুর গাত্র-পরামর্শরূপ সম্মান করিয়া অতীব আদরসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দানববংশ-দাবানল শ্রীবৎলাঞ্ছন হরে! ত্রিলোকীপালন-শক্তি তোমার অব্যাহত আছে ত? রণস্থলে দুষ্ট দানব ও দৈত্যগণকে শাসন করিয়া থাক ত? কুপিত ব্রাহ্মণগণকে আমার মত রুদ্র মূর্ত্তি বিবেচনা কর ত? গাভীগণ মর্ত্ত্যলোকে নির্ব্বিঘ্নে আছে ত? নারীগণ শ্রীসম্পন্ন ও পাতিব্রত্যপরায়ণা ত? পৃথিবীতে ভূরি-দক্ষিণার সহিত যাগ যজ্ঞ হইয়া থাকে ত? যোগী ও তপস্বিগণের যোগ ও তপস্যার বাধা কেহ প্রদান করে না ত? হে কেশব! দ্বিজাতিবর্গ নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গবেদ পাঠ করিতে সমর্থ হন ত? ভূপালগণ তোমার ন্যায় প্রজাপালন করিয়া থাকে ত? ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ নিষ্ঠাসম্পন্ন ও হৃষ্টেন্দ্রিয়চিত্ত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছেন ত? ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম ত যথাবিধি পালিত হইতেছে? দেবদেব ধূর্জ্জটি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বৈকুণ্ঠপতি সাতিশয় তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মতেজের ত বৃদ্ধি হইতেছে? ত্রিভুবনে সত্যধর্ম্ম ত অস্খলিত আছে? হে বিধে? তীর্থরোধ ত কোথাও কোন ব্যক্তি করিতেছে না? হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমরা ত কৃষ্ণের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সুখে স্বীয় স্বীয় নগরে রাজ্য-শাসন করিতেছ? ভগবান্ ভূতনাথ এইরূপে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া অপরাপর সকলকে এইরূপে সম্মান করত আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসানান্তর তাঁহাদিগের মনোরথসিদ্ধি করিয়া বিদায় দিলেন ও স্বয়ং সৌধমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে দেবগণ আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, তখন সতীদেবীর পিতা দক্ষ পথিমধ্যে চিন্তাকুল হইলেন। তিনি অপরাপর দেবতার তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া মন্দর-পর্ব্বতাঘাতে সমুদ্রের ন্যায়, অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহা ক্রোধান্ধ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—আমার কন্যা সতীকে প্রাপ্ত হইয়া শিবের অত্যন্ত গর্ব্ব হইয়াছে দেখিতেছি। এ কাহারও স্বজন নহে, ইহারও স্বজন কেহ কোথাও নাই। ইহার কোন্ বংশে জন্ম? কি গোত্র? কোন্ দেশে বাস? কিরূপ প্রকৃতি? কি মূর্ত্তি? আচরণ কিরূপ? ইহার কিছুই স্থিরতা নাই। ইহার ভক্ষের মধ্যে বিষ ও বাহনের মধ্যে বৃষ দেখিতে পাওয়া যায়। এ ব্যক্তি তপস্বী নহে; তপস্বী হইলে অস্ত্রধারণ করিবেন কেন? গৃহস্থমধ্যে গণ্য নহে; কারণ গৃহস্থ হইলে শ্মশানে বাস করিবে কেন? যখন বিবাহ করিয়াছে, তখন ব্রহ্মচারী নহে। যখন ঐশ্বর্য্যমদে গর্ব্বিত, তখন বানপ্রস্থাশ্রমের আশঙ্কাও ইহাতে নাই। এ ব্যক্তি বেদ জানে না, তবে ব্রাহ্মণ কিরূপে হইতে পারে? সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ও নহে; ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত (বিপদ্) হইতে পরিত্রাণ করিবে, ইহাকে ত প্রলয় করিতেই মত্ত দেখি। এ ব্যক্তি বৈশ্যও নহে, যখন ইহার কার্য্য নির্দ্ধনের ন্যায় দেখা যায়। ইহার গলে যখন নাগযজ্ঞোপবীত রহিয়াছে, তখন ইহাকে শূদ্রও বলা যায় না। এইরূপে এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের অতীত; তবে এ কে? সম্যক্ নিরূপণ করা

যায় না। প্রকৃতি দেখিয়া সকলকেই জানা যায়, কিন্তু ইহার প্রকৃতি নাই। এ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে পুরুষ নহে, যখন ইহার অর্দ্ধনারী মূর্ত্তি; ইহাকে স্ত্রীলোকই বা কিরূপে বলিব? যখন ইহার মুখে শ্মশ্রু বিরাজমান রহিয়াছে। ইহাকে ক্লীব বলা যায় না, যখন ইহার লিঙ্গ অর্চ্চিত হইতেছে। বালক হইলে কোমল-প্রকৃতি ও অল্পবয়স্ক হইয়া থাকে, ইনি যখন বহুবর্ষবয়স্ক এবং ইহাকে লোকে অনাদিবৃদ্ধ ও উগ্র বলিয়া থাকে, তখন বালকই বা কিরূপে হইতে পারে? যুবারও সম্ভাবনা নাই, যখন এ ব্যক্তি চিরন্তন। বৃদ্ধও বলা যাইতে পারে না, যখন ইহার জরা ও মৃত্যু নাই। এ প্রলয়কালে ব্রহ্মাদি দেবগণকে সংহার করে, তাহাতেও পাপ স্পর্শ হয় না; ক্রোধে ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিয়াছিল বলিয়া ইহাতে পুণ্যলেশও নাই। অস্থিমালা ইহার অলঙ্কার ও সর্ব্বদা এ বিবস্ত্র থাকে, তবে ইহার শুচিত্ব কোথায়? অধিক বলা বাহুল্য, ইহার চেষ্টা-চরিত্র কিছুই বুঝা যায় না। এই জটিলের কি অদ্ভুত ধৃষ্টতা দেখিলাম যে, আমি পূজ্য শ্বশুর, আমাকে দেখিয়াও আসন হইতে গাত্রোত্থান করিল না? মাতাপিতৃশূন্য, নির্গুণ, কৌলীন্যরহিত লোকেরা প্রায়ই এইরূপ কর্ম্মভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে! তাহারা অসহায় হইলেও সর্ব্বত্র সহায়সম্পন্ন বোধ করে এবং অকিঞ্চন হইলেও আপনাদিগকে ঐশ্বর্য্য-শালী বিবেচনা করে। বিশেষতঃ জামাতা দিগের স্বভাবই এই যে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যে মদমত্ত হইয়া থাকে। মহাগর্ব্বিত দ্বিজরাজ মদীয় কন্যার মধ্যে কেবলমাত্র রোহি-ণীকে ভাল বাসিতেন, কৃত্তিকা প্রভৃতিকে দেখিতে পারিতেন না; তজ্জন্য আমি অভি-শাপ দিয়া তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছি। আজ যেমন এই শূলপাণি আমাকে গৃহাগত দেখিয়াও অপমান করিয়াছে, তেমনই ইহার গর্ব্বসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সর্ব্বথা অপমান করিব। এই-রূপে নানা প্রকার মনে স্থির করিয়া, সেই দক্ষপ্রজাপতি নিজ ভবনে উপস্থিত হইয়া, সভাগত দেবগণকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি যজ্ঞ করিব, আপনাদিগের সাহায্য করিতে হইবে।" তাঁহারা "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলে, তিনি শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া মহাযজ্ঞের উপ-দেষ্টা সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ ভগবান চক্রপাণিকে জানাইলেন। তাঁহার অনুমতি প্রাপ্তে দক্ষ-প্রজাপতি গৃহে প্রত্যাগত হইয় সত্বর যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাঁহার যজ্ঞে ঋত্বিক্‌কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তখন প্রজাপতি দক্ষের মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মা, সেই মহাযজ্ঞে সমস্ত দেবগণই উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু মহাদেব বর্ত্তমান নাই দেখিয়া, কোন ছলে গৃহে চলিয়া গেলেন। দধীচি মুনিও, ত্রিভুবনের সমস্ত লোককে তথায় আগত ও বস্ত্রালঙ্কারদানে সম্মানিত হইতে দেখিয়া, মহাদেব ও সতীকে তথায় দেখিতে না পাইয়া, দক্ষের ভাবিহিতার্থে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন দধীচি বলিলেন, হে দক্ষপ্রজাপতে! তুমি সাক্ষাৎ ধাতা স্বরূপ তোমার তুল্য সামর্থ্য কাহারও দৃষ্ট হয় না। হে মহামতে! তুমি যেরূপ যজ্ঞসম্ভার আহরণ করিয়াছ, এরূপ কুত্রাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যজ্ঞ একেবারে কর্ত্তব্যই নহে, কারণ যজ্ঞের তুল্য শত্রু নাই; তবে তোমার মত সম্পদ্‌ ঘটিলে ইহা কর্ত্তব্য বটে; যখন তোমার যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, সাক্ষাৎকুণ্ডে স্বয়ং বহ্নি বিরাজমান, সকল মন্ত্র মূর্ত্তিমান্‌ বিরাজিত, যজ্ঞপুরুষ স্বয়ং উপস্থিত, দেবগুরু বৃহস্পতি স্বয়ং আচার্য্য হইয়াছেন, ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়াছেন। কর্ম্ম-কাণ্ডবেত্তা ভৃগু কার্য্যে ব্রতী আছেন, স্বয়ং ভগ, পূষা ও সরস্বতী দেবী বিরাজ করিতেছেন এবং এই দিক্‌পালগণ তোমার যজ্ঞ রক্ষা করিতেছে। তুমি দেবী শতরূপার সহিত শুভ-কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছ। তোমার এই জামাতা স্বয়ং ধর্ম্ম, দশজন ভার্য্যার সহিত যত্নপূর্ব্বক

কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তোমার প্রধান জামাতা ত্রিভুবনসুন্দর মহামতি দ্বিজরাজ স্বয়ং ওষধিনাথ, সপ্তবিংশতি পত্নীর সহিত সমস্ত ওষধি পূরণ করিয়া দিতেছেন। স্বয়ং মরীচি ও প্রজাপতিপ্রধান কশ্যপ, ত্রয়োদশ পত্নীর সহিত তোমার কার্য্যে ব্রতী আছেন। সাক্ষাৎ কামধেনু, হবি, প্রসব করিয়া দিতেছে। কল্প-বৃক্ষ সমিধ্ কুশ, চমসাদি সমস্ত দারুপাত্র, শকট ও মণ্ডপ প্রভৃতি যোগাইতেছে। বিশ্বকর্ম্মা অভ্যাগত ও ঋত্বিক্‌বর্গের অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। অষ্টবসু বস্ত্র ও ধন প্রদান করিতেছেন। অধিক কি, স্বয়ং লক্ষ্মী এই স্থানে অবস্থান করিয়া অলঙ্কৃত করিতেছেন। হে দক্ষ! এই সমস্ত দেখিয়া আমার সুখের সীমা নাই, কিন্তু তুমি যে, শিবকে বিস্মৃত হইয়াছ—ইহাই আমার একমাত্র দুঃখের বিষয় জানিবে। দেহ যেমন বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়াও জীবনহীন হইলে শোভা পায় না, তদ্রূপ সেই মহাদেব বিনা এই যজ্ঞ শ্মশানের ন্যায় বোধ হইতেছে। তখন দক্ষপ্রজাপতি দধীচিমুনির ঐ বাক্য শুনিয়া, ঘৃতাহুতিপ্রদানে অগ্নির ন্যায় ক্রোধে সাতিশয় প্রজ্বলিত হইলেন। পূর্ব্বে যাহাকে দধীচিমুনি স্তুতিবাদে অতি হৃষ্ট দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার মুখ হইতে ক্রোধানল বহির্গত হইতে দেখিলেন। তখন দক্ষ রোষে কম্পমান-কলেবর হইয়া, তাঁহাকে যেন বধ করিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন, হে দধীচে! তুমি ব্রাহ্মণ, আমিও যজ্ঞে দীক্ষিত আছি, তাই তুমি আজ নিস্তার পাইলে, নতুবা দেখিতে পাইতে, তোমার আজ কি করিতাম! ওরে মহামূর্খ! তোরে কে আহ্বান করিয়াছিল যে, তুই এখানে আসিয়াছিস্? আসিলেই বা তোকে কে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, তুই এইরূপ বলিতেছিস? যে যজ্ঞে সকল মঙ্গলেরও মঙ্গলদাতা, যজ্ঞপুরুষ, শ্রীমান্ স্বয়ং হরি বিরাজ করিতেছেন, সে যজ্ঞ কিনা শ্মশান-তুল্য বলিলি! যে যজ্ঞে তেত্রিশকোটী দেবগণের অধিপতি, বজ্রধারী স্বয়ং শতক্রতু ইন্দ্র উপস্থিত আছেন, তাহাকে তুই শ্মশানের সহিত তুলনা করিলি! যথায় স্বয়ং ধনদ ধনদাতা সাক্ষাৎ অগ্নি বিরাজমান, সেই যজ্ঞকে অমঙ্গলস্থান শ্মশানের সহিত উপমা দিলি! যথায় দেবগণের আচার্য্য বৃহস্পতি স্বয়ং আচার্য্যপদে ব্রতী আছেন, তুই অহঙ্কারমদে মত্ত হইয়া তাহাকে প্রেতভূমি বলিলি! যথায় বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষি-গণ ঋত্বিক্‌কার্য্য করিতেছেন, সেই যজ্ঞকে তুই কিনা অনায়াসে অমঙ্গল-ভূমি শ্মশান বলিয়া ফেলিলি! জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দধীচিমুনি তাঁহার এই কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন, হে দক্ষ! তুমি যে যজ্ঞপুরুষ হরির কথা বলিলে, ঐ বিষ্ণু সকল মঙ্গলেরও মঙ্গলদাতা বটেন, কিন্তু উহাকে বেদে শিবেরই শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। ভগবান্ হরি আদিস্রষ্টার বামাঙ্গ ও বিধাতা দক্ষিণাঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। আর যে, শত অশ্বমেধ যজ্ঞকারী বজ্রপাণি ইন্দ্রের কথা বলিলে, ইঁহাকে তো দুর্ব্বাসামুনি নিমেষমধ্যে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া-ছিলেন, পরে ইনি ভূতনাথ মহাদেবের আরাধনা করিয়া অমরাবতী প্রাপ্ত হন। তুমি যে ধর্ম্ম-রাজকে যজ্ঞরক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, ইহার যত বল, শ্বেতকেতু নামক রাজাকে বন্ধন করিবার সময়ে সকলেই জানিতে পারিয়াছে। আর যে ধনদের কথা বলিয়াছ, তিনি তো ত্রিলোচনের সখা। অগ্নির কথা বলিলে, তিনি তো তাঁহার নয়নস্বরূপ। তুমি যে, বৃহস্পতির কথা বলিলে, যখন চন্দ্র তাঁহার ভার্য্যা তারাকে ধর্ষণ করিয়াছিল, তখন তো তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষা ভগবান্ রুদ্রই করিয়াছিলেন; তোমার ঋত্বিক্ বশিষ্ঠপ্রভৃতি তাঁহাকে বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন। একমাত্র রুদ্রই এই বিশ্বমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন, ইহা তোমার যজ্ঞে ব্রতী ঋষিগণ ও অন্য মুনিগণ সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। যদি এই ব্রাহ্মণের হিতকথা তুমি শ্রবণ কর, তবে যজ্ঞফলের অধিপতি সেই বিশ্বেশ্বরকে আহ্বান কর। তিনি না থাকিলে এই যজ্ঞ করা আর না করা সমান আর কর্ম্মের একমাত্র সাক্ষী সেই মহাদেব এই যজ্ঞে বর্ত্তমান থাকিলে

তোমার এবং সকলের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। যেরূপ জড়বীজ সকল স্বয়ং অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ কার্য্য সকল স্বয়ং জড়—মহাদেবের কৃপা ব্যতিরেকে সফল হয় না। নিরর্থক বাক্য, ধর্ম্মহীন দেহ ও পতিহীন নারী যেরূপ শোভা পায় না, তদ্রূপ শিবহীন কার্য্যের কখনই শোভা হয় না। যেমন গঙ্গাহীন দেশ, পুত্রশূন্য গৃহ ও দানবর্জ্জিত সম্পদ্; শিবহীন ক্রিয়াও তদ্রূপ জানিবে। মন্ত্রিহীন রাজ্য, বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ ও নারীহীন ভোগের যেমন দশা, শিবহীন কার্য্যেরও তদ্রূপ দশা ঘটিয়া থাকে। বিনা কুশে সন্ধ্যা, বিনা তিলে তর্পণ ও বিনা ঘৃতে হোম যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ শিবহীন কর্ম্ম বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়া থাকে। শৈবমায়ায় মোহিত প্রজাপতি-দক্ষ, দক্ষ হইলেও দধীচিমুনিকথিত বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না; বরং অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, মদীয় যজ্ঞের ভাবনা তোমার করিতে হইবে না, তুমি আপনার বিষয়ে চিন্তা করিও। এই জগতে যথাবিধি কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইলে অবশ্যই তাহার সিদ্ধি হইতেই হইবে। তবে অযথাবিধানে কার্য্য করিলে ঈশ্বরেরও সিদ্ধ হয় না। নিজের কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে সকলই প্রভু। তবে যে তুমি "ঈশ্বর কর্ম্মের সাক্ষী" এই কথা বলিয়াছ, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি কেবলমাত্র সাক্ষী, ফলদানে সমর্থ নহেন। তুমি যে বলিয়াছিলে "কর্ম্ম সকল নিজে জড়, ঈশ্বরের সাহায্য বিনা সফল হয় না" তদ্বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন বীজ সকল জড় বটে, কিন্তু স্বকীয় কাল উপস্থিত হইলে অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া থাকে; তেমনই ঈশ্বরের বিনা সাহায্যে কালে কার্য্য সফল হইতে দেখা যায়। অতএব অমঙ্গলমূর্ত্তি তোমার ঈশ্বরে প্রয়োজন কি? দধীচি বলিলেন, যথাবিধানে কার্য্য সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিকূলতায় সিদ্ধ কার্য্যও ঝটিতি বিফল হইয়া যায়। অযথাবিধানে কার্য্য করিলেও তাহা ঈশ্বরেচ্ছাবলে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়, নতুবা দেবগণ সর্ব্বপ্রভু হইয়াও তাঁহার অধীন হইয়াছেন কেন? ঈশ্বর সামান্য সাক্ষীর ন্যায় সর্ব্বলোকের সকল কার্য্যের সাক্ষী নহেন, কিন্তু তিনি সংশয়বিমুক্ত ও কার্য্যফলের প্রতিভূস্বরূপ। সেই সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর ভূতলাদিরূপে বীজের অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং কালরূপে অঙ্কুর উৎপাদন করেন। তুমি যে বলিলে বিনা "ঈশ্বরের সাহায্যে কালে কর্ম্ম স্বয়ং ফলিয়া থাকে" সেই কালই সর্ব্বকর্ত্তা ভগবান্ মহেশ্বর। আর তুমি যে একটী কথা বলিয়াছ, অমঙ্গলমূর্ত্তি সেই ঈশ্বরে প্রয়োজন কি? তাহা সত্য বলিয়াছ, কারণ যাঁহারা মহৎ ও মঙ্গলমূর্ত্তি এবং যাঁহাদিগের ঈশ্বর এই আখ্যা আছে, তাঁহারা তোমার কাছে আসিবেন কেন? এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের পর বিভবমদে মত্ত দক্ষপ্রজাপতি, দধীচিমুনির উপর অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, হে অনুচরগণ! এই অসদভিপ্রায়ী ব্রাহ্মণবটুকে শীঘ্র এই যজ্ঞস্থান হইতে দূর করিয়া দেও। তখন দধীচিমুনি এই কথা শুনিয়া হাস্য করত বলিলেন, রে মূঢ়! আমাকে দূর করিতেছিস কি, তুইই সকল মঙ্গল হইতে এই সকল লোকের সহিত নিশ্চয় দূরীভূত হইবি। যিনি জগৎপাতা, প্রজাপতি মহেশ্বর তাঁহার ক্রোধদণ্ড তোর মস্তকে সদ্যঃ পতিত হইবে। এই কথা বলিয়া দধীচিমুনি সেই যজ্ঞস্থান হইতে বেগে নির্গত হইলেন। তাঁহাকে নির্গত হইতে দেখিয়া দুর্ব্বাসা, চ্যবন উতঙ্ক, উপমন্যু, ঋচীক, উদ্দালক, মাণ্ডব্য, বামদেব, গালব, গর্গ, গোতম ও অপরাপর শিবতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ দক্ষের যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত হইলেন। দধীচিমুনি চলিয়া গেলে পর যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে হইতে লাগিল। যে ব্রাহ্মণগণ তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দক্ষপ্রজাপতি দ্বিগুণ দক্ষিণা ও অপরাপরকে অধিক ধন প্রদান করিলেন; তিনি জামাতাদিগকে ভূরিভূরি ধনদানে তুষ্ট করিলেন; কন্যাগণকে বহু অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন; ঋষিপত্নী, দেবপত্নী ও পুরাঙ্গনাবর্গকে

সম্মান করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণগণের উচ্চ বেদধ্বনিতে, আকাশের গুণ যে শব্দ তাহা পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। তাঁহার আহুতিপ্রদানে অগ্নির মন্দাগ্নি রোগ জন্মিয়া গেল। হবির্গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছিল। দেবগণ হবিঃ ভোজন করিয়া মসৃণমূর্ত্তি হইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র অন্নমেরু, ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা দুগ্ধমহাসরোবর, তরল দধিহ্রদ, দুকূলরাশি, রত্নশৃঙ্গ ও স্বর্ণরৌপ্যময়ী যজ্ঞভূমি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। সেই মহাযজ্ঞে যাচকগণকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পরিচারকবৃন্দ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল; মঙ্গল-গীতিধ্বনিতে গগনতল ব্যাপ্ত হইয়াছিল; অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর সকলেই আনন্দিত হইল; পৃথিবী সাতিশয় বর্দ্ধিত হইল। ইত্যবসরে নারদমুনি কৈলাসপর্ব্বতে যাত্রা করিলেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

সতী-দেহত্যাগ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে প্রভো! ব্রহ্মতনয় নারদ শিবলোকে গমন করিয়া যাহা করিয়াছিলেন; সেই কৌতুকাবহ সংবাদ বর্ণন করুন। স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভজ! দেবর্ষি নারদ শিবলোক কৈলাসে উপগত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। মুনিবর আকাশপথে শিবধামে উপস্থিত হইয়া পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন। তৎকালে তাঁহারা খেলা করিতেছেন; সুতরাং আদরপূর্ব্বক নারদকে বসিবার আসন দেখাইয়া কোন কথা না কহিয়াই পুনরায় খেলায় আসক্ত হইলেন। নারদ বহুক্ষণ থাকিয়াও তাঁহাদের ক্রীড়ার বিরাম না দেখিতে পাইয়া অতিশয় ঔৎসুক্য বশতঃ কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেব! এই ব্রহ্মাণ্ডগোলক আপনার ক্রীড়াদ্রব্য, খিল অর্থাৎ টিল এবং দ্বাদশ মাস ফলক অর্থাৎ ক্রীড়াদ্রব্য (সারি) রাখিবার ঘর। সিতাসিত তিথি সকল শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ সারিকা, অয়নদ্বয় দুই অক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ই আপনাদের জয় পরাজয় নামক গ্লহদ্বয় (পণ)। ভগবতীর জয়ে সৃষ্টি ও প্রভুর জয়ে সংহারকাল উপস্থিত হয়, আপনাদের ক্রীড়ার সময়ই সৃষ্টির রক্ষা হয়। আপনাদের এই সমস্ত বিশ্বধামই খেলা হইতেছে। ভগবতী পতিকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না, প্রভুও দেবীকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। এক্ষণে কিছু জানাইবার জন্য আসিয়াছি, হে মাতঃ! তাহা শ্রবণ করুন। মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কিছুই গ্রাহ্য করেন না, কারণ উনি মান ও অপমানের বহুদূরে অবস্থান করেন। ভগবান্ তমোগুণাত্মক হইলেও বিশেষ বিচারে উহার নির্গুণত্বই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কারণ উনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের বাধ্য হন না। প্রভু সকলের মধ্যস্থ হইয়াও মাধ্যস্থাবলম্বন করেন, সর্ব্বত্রই ভগবানের শত্রু ও মিত্রে সমান দয়া দেখা যায়। হে দেবি! তুমি উহাঁর শক্তি বলিয়া সকলেরই মান্যা, তুমিই সন্তান হইয়াছ বলিয়া দক্ষের সম্মান হইয়াছে। তুমিই একমাত্র ত্রিজগতের জননী, তোমা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। তুমি শিবমায়ায় মোহিতা হইয়াই আপনাকে জানিতে পারিতেছ না; এই কারণেই আমার চিত্ত অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। তোমার ন্যায় অন্যান্য পতিব্রতাগণও পতিপাদপদ্ম ভিন্ন অপর কিছুই গ্রাহ্য করেন না অথবা এ সকল কথায় নিষ্প্রয়োজন, প্রস্তুত বিষয় বলিতেছি। অদ্য হরিদ্বার সমীপে নীলাচলে অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও বিষণ্ণ হইয়া তোমাকে বলিবার জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া এখানে আসিয়াছি। আশ্চর্য্যের কারণ এই যে, সেই দক্ষযজ্ঞে আনন্দে প্রফুল্লবদন অলঙ্কৃত সস্ত্রীক বিষ্ণুকে দেখিলাম, তিনি সকল কার্য্য

ভুলিয়া দক্ষকে যজ্ঞ করাইতেছেন এবং বিষাদের কারণ এই যে, তথায় তোমাদের অদর্শন! যাহা হইতে এই ত্রিভুবনের উৎপত্তি, যৎকর্তৃক পালন ও যাহাতেই লয় হইয়া থাকে, সেই সংসারভয়হারী শিব-দুর্গাকে তথায় না দেখিয়াই বিষণ্ণ হইয়াছি। তথায় যাহা হইয়াছিল, তাহা অন্যরূপ আমি বলিতে পারি না, দক্ষই তাহা বলিয়াছে। আমি ব্রহ্মা ও মহর্ষি দধীচি সকলে সেই কথা শুনিয়া দক্ষকে ধিক্কার দিয়াছি, আমি সেই তোমাদের নিন্দাবাদ শুনিয়া কর্ণ ঢাকিয়াছিলাম এবং তোমার অলক্ষণ শুনিয়া দুর্ব্বাসা প্রভৃতি বিপ্রগণ দধীচির সহিত তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। সেই মহাযাগ আরম্ভ হইল দেখিয়া আর তথায় থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি। হে দেবি! তোমার ভগিনীগণও স্বামীর সহিত সম্মানিত হইতেছেন দেখিয়া আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। দাক্ষায়ণী সতী এই সকল বাক্য শুনিয়া হস্ত হইতে অক্ষযুগল পরিত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে ভবানী, ভবকেই নিজের অবলম্বনরূপে নিশ্চয় করিয়া, শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিজ্ঞাপন করিলেন। দেবী কহিলেন, হে অন্ধকান্তক! হে ত্রিনয়ন! হে ত্রিপুরারে! ভবদীয় পাদপদ্মের শরণ লইলাম, আমাকে নিষেধ করিবেন না, পিতৃসন্নিধানে যাইবার প্রার্থনা করিতেছি, অনুমতি করুন। এই কথা বলিয়া, শিবপাদমূলে মৌলিস্থাপন করিলে, ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন, হে ভাবিনি! হে মৃড়ানি! উঠ, হে সুভগে! হে সুন্দরি! তোমার কিসের অভাব আছে? হে ঈশ্বরি! তুমিই লক্ষ্মীকে সৌভাগ্য, ব্রহ্মাণীকে উত্তম কান্তি ও শচীর নিত্য যৌবন প্রদান করিয়াছ। হে মহৈশ্বর্য্যশালিনি! আমি তোমার সংসর্গেই শক্তিমান্ হইয়াছি এবং হে প্রিয়ে! আমি তোমার সাহায্যেই এই জগতের সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছি। হে লীলাময়ি! হে মদর্দ্ধাঙ্গরূপিণি! তুমি কি দোষে আমায় পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিতেছ? ভবানী এই শিববাক্য শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, হে জীবিতেশ্বর! আমি তোমায় ছাড়িয়া কোন স্থানেই যাইতেছি না, আমার মানস ভবদীয় পাদপদ্মেই নিয়ত অবস্থান করিবে, আমি কুত্রাপি যজ্ঞ দেখি নাই বলিয়া পিতার যজ্ঞ দেখিতে যাইব। ইহা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন, যদি তোমার যজ্ঞ দেখিবারই অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে আমি যজ্ঞের উদ্যোগ করিতেছি অথবা মদীয় শক্তিময়ী তুমিই অন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। অপর এক যজ্ঞেশ্বর হউন, অপর লোকপালগণ উৎপন্ন হউক, আর তুমি যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কার্য্যে অপর ঋষিগণকে শীঘ্র সৃজন কর। ঈদৃশ শিববাক্য শ্রবণে পুনরায় দেবী কহিলেন, হে নাথ! অদ্য পিতার যজ্ঞোৎসব দেখিতে নিশ্চয় যাইব, আপনি এবিষয় বাধা না দিয়া অনুমতি করুন। হে দেব! নিম্নগামী চিত্ত ও জলের বেগ রোধ করিতে কেহই পারে না; আপনি আমাকে নিষেধ করিবেন না। সর্ব্বজ্ঞ ভূতনাথ ইহা শুনিয়া পুনরায় কহিলেন, হে দেবি! মায়া আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে আর আসিবে না; অদ্য রবিবার জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ও নবমী তিথি, তোমাকে পূর্ব্বদিকে যাইতে নিষেধ করিতেছি; আজি সপ্তদশ (ব্যতিপাত) যোগ ইহাতে বিয়োগও অশুভ হইবে। হে প্রিয়ে! তুমি ধনিষ্ঠায় জন্মিয়াছ, সুতরাং তোমার অদ্য পঞ্চমী তারা হইতেছে, তুমি যাইও না; যাইলে আর তোমায় দেখিতে পাইব না। ইহা শুনিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, যদি আমি সতী নামে বিখ্যাত হইয়া থাকি, তবে এ দেহে আর না হয় জন্মান্তরেও তোমারই দাসী হইব। তখন মহাদেব পুনরায় কহিলেন, স্ত্রী বা পুরুষের মনের বেগ কেহই ফিরাইতে পারে না। হে প্রিয়ে! আমি সত্য বলিতেছি, তোমাকে আর দেখিতে পাইব না; আর এককথা—মানী লোকদিগের অনাহূতভাবে পিতৃগৃহে বা মাতৃগৃহে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। আমার বোধ হইতেছে, যেমন নদী সমুদ্রে মিশিলে আর

ফিরে না, সেইরূপ তুমিও পিত্রালয়ে যাইয়া আর আসিবে না। দেবী কহিলেন, হে দেব! যদি তব পাদপদ্মে সত্যই অনুরাগিণী থাকি, তবে জন্মান্তরেও তুমি আমার নাথ হইবে। এই কথা বলিয়া দেবী ক্রোধে আরক্তনয়না হইয়াই নির্গত হইলেন। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, লোকে বেশভূষাদি করে, তাঁহার সে সকল কিছুই হইল না; তিনি মহাদেবকে প্রণাম বা প্রদক্ষিণাদি কিছুই না করিয়া যাত্রা করিলেন বলিয়া আর ফিরিলেন না। এই কারণে অদ্যাপি যাহারা শিবকে প্রণাম বা প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করে, তাহারা পূর্ব্বতন দিবসেব ন্যায় আর ফিরিয়া আসে না। সেই ভবপাদমূলচারিণী গৌরীর গমন কালে সুপবিত্র শুদ্ধ মার্গও কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তখন ভগবান্ মহেশ চিরসহচরী সতীকে দুর্গম পথে যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ও প্রমথদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা শীঘ্র এরূপ এক বিমান আনয়ন কর, যাহার পবন ও মন দুই চক্র, অযুতসিংহ যাহার বাহান, রত্নসানুর কিরণজাল যদীয় পতকা, মহাবৃষভ যাহার চিহ্নভূত, অলকাচারিণী নর্ম্মদা যাহার দণ্ড। সূর্য্য ও চন্দ্র যে বিমানের দুই ছত্র হইয়াছেন, যাহাতে মকর ও বারাহিশক্তি আছে, গায়ত্রী যাহার চক্রধারণকাষ্ঠ, তক্ষকাদি যাহার রজ্জুভূত, প্রণব যে বিমানে সারথ্য করিতেছেন, প্রণবধ্বনি যাহার চক্রের শব্দ, বেদাঙ্গ যাহার রক্ষক ও ছন্দোগণ যাহার বরূথ। এতাদৃশ রথে সতীকে লইয়া দক্ষালয়ে রাখিয়া আইস। প্রমথেরা এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তাদৃশ রথ আনিয়া দুর্গাকে তাহাতে তুলিয়া সকলে সেই তেজস্বিনী মহাদেবীর অনুগমন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ত্রিনয়নী, দক্ষের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া আকাশস্থ বিমান হইতে বেগে অবতরণ করিলেন এবং তখন সচকিত দক্ষকর্তৃক অবলোকিতা হইয়া যজ্ঞাগারে প্রবেশপূর্ব্বক উজ্জ্বলমঙ্গলপরিচ্ছদধারিণী কিরীটশালিনী নিজ জননীকে, তৎপরে সহোদরাদিগকে তাহাদের পতির সহিত অলঙ্কৃত হইয়া থাকিতে দেখিলেন। ভগিনীগণ সতীকে দেখিয়াই "এই হরগেহিনী আহ্বান না পাইয়াও কেমনে আসিল?" এই কথা বলিয়া এবং এককালে বিস্ময়, ভয়, আনন্দ ও গর্ব্বের সাগরে ভাসিতে লাগিল। সতী তাহাদিগের সহিত আলাপ না করিয়াই পিতৃসমীপে গমন করিলেন এবং পিতা মাতা উভয়ে তাঁহার আগমনে উত্তম হইয়াছে বলিলেন। তখন সতী কহিলেন, যদি আমার আগমনে পিতার উত্তম বোধ হইয়া থাকে, তবে কেন আমায় সহোদরাদিগের ন্যায় আহ্বান করেন নাই? দক্ষ কহিলেন, অয়ি বৎসে! সর্ব্বমঙ্গলে! মহাধন্যে! এ বিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই, আমিই সম্পূর্ণ দোষী। আমরই কুবুদ্ধি বশতঃ তুমি সেই যতির হস্তে পড়িয়াছ, যদি পূর্ব্বে তাহার নিরীশতা জানিতে পারিতাম, তবে কখনই সেই মায়াবীর হস্তে তোমাকে দিতাম না। আমি সেই দুষ্টকে শিবনামে খ্যাত ঘোর অশিবরূপী বলিয়া জানিতাম না। পিতামহ বিধাতা আমার নিকটে যেরূপ উহার বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। "ইনি শঙ্কর, ইনি শম্ভু, ইনিই পশুপতি শিব ইনি শ্রীকণ্ঠ মহেশ্বর, ইতি সর্ব্বজ্ঞ বৃষধ্বজ' এই পরম ধর্ম্মময় মহাদেবকে কন্যা সম্প্রদান কর"। হে বৎসে! আমি ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্যেই তাহার হস্তে তোমায় অর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি তাহাকে বিরূপাক্ষ, বৃষারোহী, বিষপায়ী, শ্মশানচারী, শূলী, নৃকপালধারী, সর্পগণসংসর্গী ও জটাধারী বলিয়া জানিতাম না এবং উহার ভালদেশ কলঙ্কীর আবাস, উহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত। আমি যদি জানিতাম যে, সে কখন বাতুলের মত দিগম্বর কখন বা কৌপীন পরিধায়ী, কখন বা চর্ম্মবাসা হইয়া ভিক্ষার জন্য লালায়িত থাকে, ঐ তমোগুণাকরের অনুচর ভূতগণ এবং ঐ মহাকালরূপী মদীয় জামাতা স্বয়ং রুদ্র আর উহার পরিবার গণও রুদ্ররূপী

উহার জাতি ও গোত্রাদি কিছুই নাই, উহাকে কেহই উত্তমরূপে জানে না, যদি কেহ জানে, তবে সে প্রতারিত হইয়াছে। হে পুত্রি! পরমনীতিজ্ঞে! উহার বিষয়ে অধিক কথা কি বলিব! ভস্ম ও নৃকপাল উহার অলঙ্কার, সর্প উহার কেয়ূর হইয়াছে। লম্বমান জটাজালে উহার সর্ব্বাঙ্গ অচ্ছাদিত এবং ঐ চন্দ্রখণ্ডধারী সর্ব্বদা ডমরু বাজাইবার জন্য ব্যগ্র থাকে আর সকল অমঙ্গলে পরিবেষ্টিত হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিয়া থাকে। হে মৃড়ানি! এতাদৃশ ব্যক্তি কদাচ এই মাঙ্গলিক যজ্ঞে আসিবার উপযুক্ত পাত্র নহে; এই কারণেই হে বৎসে! সর্ব্বমঙ্গলে! তোমায় এখানে আহ্বান করি নাই; তুমি পূর্ব্বে যে সকল সুন্দর বসন অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে, এক্ষণে সেই সকলে ভূষিতা হইয়া আসিয়া যজ্ঞস্থল পরিদর্শন কর। এই সমুদয় সুপরিচ্ছেদধারী দেবতাদিগের সভায় কিরূপে সেই অমঙ্গলাবাস বিরূপাক্ষকে আনয়ন করি? পতিব্রতা সতী, এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো! আপনি যে সকল বলিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করি নাই, তবে প্রথম যে দুই চরণ শুনিয়াছিলাম, তাহারই উত্তর করিতেছি। আপনি বলিলেন, 'তাঁহাকে কেহই ভালরূপে জানে না, যদি কেহ জানে, তবে সে প্রতারিত হইয়াছে' এই কথা উত্তম বলিয়াছেন; কারণ সেই সদাশিবকে কেহই জানে না, আপনি পূর্ব্বেও যেমন প্রতারিত হইয়াছিলেন, এখনও কোন ব্যক্তি আপনাকে প্রতারণা করিয়া থাকিবে। হে অসম্বদ্ধপ্রলাপিন্! তোমাতে ও তাহাতে সম্বন্ধঘটনা অতি দুরূহ। আপনি যেরূপে তাঁহার বর্ণনা করিলেন, যদি তাঁহাকে জানিতেন না, তবে কেন আমায় প্রদান করিয়াছিলেন? অথবা সে সম্বন্ধে তুমি কিছুই কারণ নহ। হে পিতঃ! আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যই তাহার প্রতি কারণ। আজি তুমি তাঁহার নিন্দা করিয়া বহু পাপ করিলে এবং আমিও যে দেহে তদীয় নিন্দাবাদ শুনিলাম, সেই দেহ পরিত্যাগ করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইবে। হে তাত। যাবৎ প্রাণেশ্বরের নিন্দা শুনিব, তাবৎ আমি বাঁচিয়া কোন ফল পাইব না। শিবানী এই কথা বলিয়াই প্রাণবায়ুর রোধ করিয়া ক্রোধানলে স্বদেহকে সমিধ করিয়া আহুতি দিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই হতশ্রী হইলেন এবং যজ্ঞাগ্নি পূর্ব্বে আহুতি পাইয়া যেরূপ প্রজ্বলিত হইতেছিলেন, এক্ষণে তাদৃশ জ্বলিলেন না মন্ত্রচয় সামর্থ্যহীন হইল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশভাগে 'এ কি প্রবল অনিষ্ট উপস্থিত হইল?' বলিয়া বিষম হাহাকার হইতে লাগিল। কতকগুলি ব্রাহ্মণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, একি দেখি! পর্ব্বতোন্মূলনসমর্থ প্রবলবায়ু কোথা হইতে আসিল? দেখিতেছি, যজ্ঞভূমি তাহাতে বিধ্বস্ত হইতেছে। একি হইল? অকস্মাৎ বজ্রপাতে ভূমিকম্প হইতেছে, আকাশ হইতে উল্কাপাত হইতেছে, পিশাচেরা নৃত্য করিতেছে, গৃধ্রগণ গগনতলে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে, একি দেখি? সূর্য্যমণ্ডলের নিম্নেই শিবাগণ ঘোররবে ভ্রমণ করিতেছে, মেঘচয় হইতে রক্তবৃষ্টি হইতেছে, বায়ু ভূ-বিদারণ করিয়া বিষমনিনাদে প্রবাহিত হইতেছে, দিব্যাস্ত্র সকল আপনা-আপনি যুদ্ধ করিতেছে, যজ্ঞীয় শাস্ত্রপূত হবিঃ শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করিয়া দূষিত করিতেছে, যজ্ঞস্থলে চকোরাদি পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে এই যজ্ঞভূমি শ্মশানভূমির সদৃশ হইল। যে যেখানে যেভাবে ছিল, সেই বস্তু সকল সেইখানেই চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিয়াছে। বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতারা স্তম্ভিত হইয়াছেন, দক্ষপ্রজাপতির মুখকমল ম্লান হইয়াছে। এই সকল দেখিয়াও ঋত্বিকগণ কোনপ্রকারে পুনরায় যজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোনবতিতম অধ্যায়।

দক্ষেশ্বরের উৎপত্তি।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! পূর্ব্বাগত নারদ, দেবীর সেই বৃত্তান্ত হরের নিকট নিবেদন করিবার জন্য গমন করিলেন। নারদ দেখিলেন, শিব, তর্জ্জনী-সঞ্চালন করত নন্দীর সহিত কোন বিষয়ের কথোপকথন করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। নারদ, নন্দিপ্রদত্ত উত্তম আসনে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর-দ্যোতন করত উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনে রহিলেন। সর্ব্বজ্ঞ শম্ভু, নারদের ভাব দ্বারাই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং মুনিকে বলিলেন, 'মৌনাবলম্বন কেন?' শরীরিগণের স্থিতিই হইল, জন্ম মৃত্যু লইয়া। দিব্য শরীরও কালক্রমে এই এই-রূপেই বিনষ্ট হয়। সকল দৃশ্যবস্তুই নশ্বর, যাহা অস্বতন্ত্র, তাহা ত বিশেষরূপে নশ্বর। অত-এব হে ব্রহ্মন্! এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি আছে! কাল কাহাকে না আয়ত্ত করে? যে বিষয়টী না হইবার, তাহা কখন হয় না, আর যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইবেই; সুতরাং পণ্ডিতেরা কিছুতেই মোহপ্রাপ্ত হন না। শম্ভুর এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া মুনিবর বলিলেন, প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই বটে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইয়াই আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু চিত্তপ্রমাথিনী একটী চিন্তা আমাকে পীড়া দিতেছে। সত্য বটে, প্রকৃত-পক্ষে আপনার উপর অপরের কিছুমাত্র নাই, আপনি অব্যয় এবং পূর্ণ; হ্রাসবৃদ্ধি আপনার কি করিয়া হইবে? অহো! এই তুচ্ছসংসার নরীশ্বরভাবাপন্ন হইয়া কোথায় যাইবে। যেহেতু, আজ হইতে কেহ কেহ আপনার অর্চ্চনা করিবে না। কেননা, প্রজাপতি দক্ষ, যজ্ঞে আপনাকে আহ্বান করেন নাই, সেই দক্ষকর্তৃক আপনাকে অপমানিত দেখিয়া দেবতা, ঋষি. এবং মানুষেও কেহ কেহ আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিবে। অবজ্ঞাত জনগণের ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন কি? লোকে যাহারা অবজ্ঞাপ্রাপ্ত, তাহারা কালভয়জয়ী এবং ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও কি প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতে পারে? এ জগতে যাহারা পদে পদে অপমান প্রাপ্ত হইয়া অভিমান-ধন রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহাদিগের মহত্তর আয়ুতে কি, ভূরি ধনেই বা ফল কি? অচেতন অর্থাৎ অচেতন বস্তু অথবা অজ্ঞ এবং অবজ্ঞাপ্রাপ্ত জনগণ, বাঁচিয়া থাকিয়াও কীর্ত্তিসম্পন্ন নহে। যিনি, আপনার নিন্দা শ্রবণ করাতে আত্ম-জীবনকে তৃণবৎ ত্যাগ করিলেন। রমণীগণের মধ্যে সেই অভিমান-ধনবতী সতীই কেবল ধন্যা। মহাকাল এই কথা শ্রবণে সতীর নাশ সম্যক্প্রকারে অবগত হইয়া বলিলেন, মুনে! সত্যই কি, সতী দেবী আত্মজীবনকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন? সেই মহাকালের ভয়ে নারদমুনি মৌনাবলম্বনে থাকিলে, রুদ্র, বহুকোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া অতিশয় রুদ্র-মূর্ত্তি হইলেন। অনন্তর রুদ্রকোপানল হইতে সাক্ষাৎ পর্ব্বতাকার কাল-মৃত্যু ভয়াবহ, মহা-ভুষুণ্ডীধারী এক মহাদ্যুতি সম্পন্ন পুরুষ আবি-র্ভূত হইলেন। তিনি ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, পিতঃ! আজ্ঞা প্রদান করুন; আপনার উত্তম দাসোচিত কোন্ কার্য্য করিব? আপনার আজ্ঞায় এই ব্রহ্মাণ্ডকে কি একগ্রাসে ভোজন করিব, অথবা এক গণ্ডূষে সপ্তসমুদ্র পান করিব? অথবা হে ঈশ! আপনার আজ্ঞায় আমি অবলীলাক্রমে, ভূতলকে নামাইয়া পাতালে লইয়া যাইব, না— পাতালকে ভূতলে লইয়া আসিব? অথবা লোকপালগণের সহিত ইন্দ্রকে ধরিয়া এই স্থানে আনিব? যদি বৈকুণ্ঠনাথও সেই ইন্দ্রের সাহায্য করেন, ত তাঁহাকেও আপনার আজ্ঞায় প্রতিহতাস্ত্র করিব। তুচ্ছ রণদুর্ব্বল দৈত্য দানব ত কোথাকার কে? তন্মধ্যে কেহ কি প্রবল হইয়াছে, তাহাকে আমি মারিয়া ফেলিব? যুদ্ধে কালকে কি বন্ধন করিব, না মৃত্যুর মৃত্যু উপস্থিত করিব? হে মহেশ্বর! আপনার

বিক্রমে, আমি সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ হইলে, চরাচরের মধ্যে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। আমার পদাঘাতে রসাতলসহ এই ভূমণ্ডল, বায়ুবেগে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হয়। আমি বাহুদণ্ডাঘাতে এই কুলাচলদিগকে চূর্ণ করিতে পারি। অধিক কি বলিব, আমার অসাধ্য কিছুই নাই, অনুজ্ঞা দিন, আপনার যাহা অভীষ্ট, আপনার পাদপদ্ম বলে-অদ্য তাহা মৎকর্তৃক কৃত হইয়াছে, ইহাই বিবেচনা করুন। ঈশ্বর, তাহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, 'কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে' ইহা মনে করিলেন। আর তাহাকে যেন কৃতকার্য্য বোধ করিয়াই অতীব আনন্দে বলিলেন, হে ভদ্র! আমার এই নিখিল গণ মধ্যে তুমি মহাবীর। অতএব তুমি বীরভদ্রনামে পরম প্রসিদ্ধি লাভ কর। হে শুভোদয় পুত্র; যাও, সত্বর আমার কার্য্য কর; দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কর। দক্ষের সাহায্য করত যাহারা তোমার অবমাননা করিতে উদ্যত হইবে, তুমি তাহাদিগকে অবমানিত করিবে। অনন্তর, বীরভদ্র, পরমেশ্বরের এই আজ্ঞা মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক সেই মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শিব, বীরভদ্রের অনুচর, শতকোটী উগ্রগণ আপনার নিশ্বাস হইতে সৃষ্টি করিলেন। সেই গণবৃন্দ, বীরভদ্রকে যাইতে দেখিয়া অনেকে তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, অনেকে পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল, এবং অনেকে, পার্শ্ববর্ত্তী হইল! সূর্য্যবিজয়িতেজঃসম্পন্ন সেই উগ্রগণবৃন্দ কর্তৃক আকাশ আবৃত হইল। কতিপয় গণ, পর্ব্বতের শৃঙ্গাগ্র উৎপাটন করিয়া লইল। কতিপয় গণ পর্ব্বতের আমূল শিখর চালিত করিতে লাগিল। কতিপয় গণ, মহাবৃক্ষরাজি উৎপাটন করিয়া যজ্ঞপ্রাঙ্গণে আসিয়া, উপস্থিত হইল। কতিপয় গণ তথায় যজ্ঞীয় যূপসমুদয় উৎপাটন করিয়া ফেলিল, যজ্ঞকুণ্ড সকল পরিপূর্ণ করিয়া ক্রোধোদ্ধত কতিপয় গণ, যজ্ঞমণ্ডপ ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কোন কোন গণ, শূলহস্তে যজ্ঞীয় বেদী খনন করিয়া ফেলিল। অপর গণসমূহ, হবির্ভোজন করিতে লাগিল, অন্যে, পৃষদাজ্য (দধি) পান করিল। কতিপয় গণ, পর্ব্বতাকার অন্নরাশি ধ্বংস করিয়া দিল। কেহ কেহ সব পায়স খাইল, কেহ কেহ, সকল দুগ্ধ পান করিল। কেহ কেহ বা পক্কান্নভোজনে উদর স্থূল করিয়া যজ্ঞপাত্র সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত গণ, স্রুক্স্রুবদণ্ডাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেহ কেহ শকটসমূহ ভগ্ন করিল, কেহ কেহ বা যজ্ঞীয় পশু সকল গিলিয়া ফেলিল। অগ্নি হইতে অধিক তেজঃসম্পন্ন কতিপয় গণ, অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিল। অন্য গণেরা সহর্ষে আপনারাই সেই যজ্ঞীয় বস্ত্র সকল পরিধান করিল। দক্ষকৃত রত্নপর্ব্বত কেহ কেহ আগে গিয়া হরণ করিল। ভগ (সূর্য্যবিশেষ) দেব, এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন, এক গণ, তাঁহার নয়নোৎপাটন করিয়া দিল। কোপিত কোন গণ, পূষার (সূর্য্যবিশেষের) দন্তপংক্তি ভাঙ্গিয়া দিল। এক গণ, দেখিল, যজ্ঞ মৃগরূপে পলায়ন করিতেছেন, অমনি দূর হইতেই চক্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। এক গণ, সরস্বতীকে তথা হইতে যাইতে দেখিয়া তাঁহার নাসিকা ছেদন করিয়া দিল। আর এক গণ, ক্রুদ্ধ হইয়া অদিতির ওষ্ঠাধর ছেদন করিল। অপর এক গণ, অর্য্যমার (সূর্য্যবিশেষের) বাহুযুগল উৎপাটন করিল। একজন, হঠাৎ গিয়া অগ্নির জিহ্বা উৎপাটন করিল। অন্য এক প্রতাপসম্পন্ন শিবপার্ষদ, বায়ুর অণ্ডকোষ ছিঁড়িয়া দিল। একজন পার্ষদ, যমকে বন্ধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কোন্ ধর্ম্ম? এধর্ম্মে মহেশ্বরের যে প্রথম পূজা নাই? অন্য এক পার্ষদ, নৈঋতকে গ্রহণ করত চুল ধরিয়া নাড়া দিয়া 'ঈশ্বরভাগহীন হবি যে ভোজন করিয়াছ' এই বলিয়া তাড়না করিল। আর একজন, বলপূর্ব্বক কুবেরকে পাদদ্বয় ধরিয়া ঘুরাইয়া বহুভক্ষিত যজ্ঞাহুতি বমন করাইয়া

ফেলিল। লোকপালগণের সহিত এক শ্রেণীতে উপবিষ্ট যে একাদশ রুদ্র, প্রমথগণ রুদ্রনাম ধারণ প্রযুক্ত, তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিল। এক প্রমথ, বলপূর্ব্বক বরুণের উদরপীড়ন করিয়া শিবভাগ-বর্জ্জিত দক্ষপ্রদত্ত হবি উদ্গিরণ করাইয়া ফেলিল। মহামতি ইন্দ্র, ময়ূর রূপ ধারণ-পূর্ব্বক উড়িয়া গিয়া পর্ব্বতে গোপনে অবস্থান করত এই কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। প্রমথ-গণ, ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'যান্ যান্'। অন্য যাজকগণকেও প্রমথেরা তাড়া-ইয়া দিল। প্রথমে আগত প্রমথেরা এইরূপে যজ্ঞ নষ্ট করিলে, পশ্চাৎ প্রমথসৈন্যপরিবৃত বীরভদ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর প্রমথগণের কার্য্যে শোচনীয়দশাপ্রাপ্ত শ্মশান-তুল্য যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া বীরভদ্র বলিলেন, প্রমথগণ! দেখ, ঈশ্বরারাধনাপরা-ঙ্মুখ দুর্ব্বৃত্তগণ যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার এই অবস্থা! অতএব, মহেশ্বরের প্রতি কি দ্বেষ করিতে আছে? যাহারা ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও সর্ব্বকর্ম্মৈকসাক্ষী মহা-দেবের প্রতি দ্বেষ করিবে, তাহারাই ঈদৃশ দশাপ্রাপ্ত হইবে। প্রমথগণ! সেই দুরাচার দক্ষ কোথায়? সেই যজ্ঞভোজী দেবগণই বা কোথায়? শীঘ্র তাহাদিগকে ধরিয়া আন। বীরভদ্রের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রমথবৃন্দ যেমন যাইবে, অমনি সম্মুখে ক্রোধা-ন্বিত গদাধরকে দেখিতে পাইল। মহাবল পরাক্রান্ত সেই সকল প্রমথকে গদাধর, বাত্যার নিকটে শুষ্ক তৃণপত্রের যে অবস্থা, সেই অবস্থা-পন্ন করিলেন। অনন্তর হরির ভয়ে, সেই সকল প্রমথ, পলায়ন করিলে, বীরভদ্র ক্রোধে প্রলয়ানলের তুল্য হইলেন। বীরভদ্র সম্মুখে দেখিলেন, দৈত্য-মহাবল-বিজয়ী চক্র-গদা-খড়্গ-শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী চতুর্ভুজ সম্পন্ন অসংখ্য স্বীয় পারিষদে পরিসেবিত গদাধর। অনন্তর, বীরভদ্র, সেই দৈত্যসূদন হরিকে অবলোকন করিয়া বলিলেন, তুমি যজ্ঞপুরুষ, এই স্থানের দক্ষের মহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তকও তুমি; আত্মবীর্য্য প্রভাবে ত্র্যম্বক বৈরীদিগকে তুমি রক্ষা করি-তেছ। হয়, দক্ষকে আনিয়া দেও, না হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর। যদি দক্ষকে না দেও ত যত্ন করিয়া তাহাকে রক্ষা কর। প্রায় সকল শিবভক্তের মধ্যেই তুমি অগ্রগণ্য বলিয়া কথিত; কেননা, পূর্ব্বে তুমি শিবপূজায় সহস্র পদ্মের একটী ন্যূন হওয়াতে আপনার নয়নপদ্ম উৎপাটন পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলে। শিব তাহাতেই পরিতুষ্ট হইয়া তুমি যাহার সাহায্যে এখন দৈত্যাধিপতিদিগকে যুদ্ধে জয় কর, সেই সুদর্শন চক্র, প্রদান করেন। বীরভদ্রের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বীরভদ্রের বল জিজ্ঞাসায় তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শিবের পুত্রস্থানীয় এবং প্রমথগণের প্রধান। তাহাতে আবার রাজার আদেশ পাইয়া আরও অতি-বলবান্ এবং মহত্তর হইয়াছ, কিন্তু যে হও সে হও, তুমি,আমিও এখানে দক্ষকে রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান্ রহিলাম, তোমার সামর্থ্য দেখি, তুমি দক্ষকে হরণ কর কিরূপে!" শার্ঙ্গধন্বা বিষ্ণু এই কথা বলিলে, বীরভদ্র, দৃষ্টিভঙ্গীমাত্রে প্রমথগণকে যুদ্ধে প্রেরিত করিলেন। অনন্তর, প্রমথেরা বিষ্ণুর অনুচরগণকে যুদ্ধে অনেক তিরস্কার করিলেন, পরিশেষে প্রমথগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত বিষ্ণুকিঙ্করগণ, দন্তে তৃণ করিয়া পাশব দশা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, গরুড়-ধ্বজ, ক্রুদ্ধ হইয়া সমরস্থলে এক এক প্রমথের হৃদয়ে সহস্র সহস্র বাণ প্রহার করিলেন। প্রমথগণ সকলে রণাঙ্গণে বক্ষঃস্থল বিদারণ বশত রুধিরস্রাবী হইয়া বসন্তকুসুমিত কিংশুক-শোভা প্রাপ্ত হইলেন। প্রমথগণ, মদস্রাবী মাতঙ্গকুলের ন্যায়, ধাতুস্রাবী পর্ব্বতনিকরের ন্যায়, রক্তস্রাবে শোভাসম্পন্ন হইলেন। অন-ন্তর, গণাধ্যক্ষ, বীরভদ্র, বিকট হাস্য করিয়া বৈকুণ্ঠনাথকে বলিলেন, হে শার্ঙ্গধন্বন্! তোমাকে আমি জানি; তুমি রণপণ্ডিত বটে; কিন্তু তুমি, দৈত্যদানবেন্দ্রগণের সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাক, শিবপার্ষদগণের সহিত কখন

যুদ্ধ কর নাই। এই বলিয়া বীরভদ্র, হস্তে ভুষুণ্ডী অস্ত্র লইলেন, আর গদাধর, শীঘ্র দৈত্যেন্দ্ররূপী পর্ব্বতসমূহের চূর্ণকারিণী গদা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীরভদ্র, গদাধরকে ভুষুণ্ডী দ্বারা প্রহার করিলেন। গদাধরের অঙ্গে লাগিয়া সেই ভুষুণ্ডী শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। বাসুদেবও প্রতাপসম্পন্ন বীরভদ্রকে কৌমোদকী গদা দ্বারা সবেগে আঘাত করিলেন। বীরভদ্র, কিন্তু তাহার বেদনাও জানিতে পারিলেন না। অনন্তর বীরভদ্র, খট্বাঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক গদাপাণি বিষ্ণুর বাম বাহুদণ্ডে তদ্দ্বারা প্রহার করিয়া গদা ভূতলে নিপাতিত করিলেন। মধুসূদন কুপিত হইয়া চক্র দ্বারা বীরভদ্রকে আঘাত করিলেন। গণাধিপতি বীরভদ্র, সেই চক্র দ্বারা যেন বীরলক্ষ্মীর প্রদত্ত বীরমাল্যে শোভিত হইলেন। হরি, সুদর্শন চক্রকে তাঁহার কণ্ঠাভরণ অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ সচকিতভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া নন্দক খড়্গ গ্রহণ করিলেন। বীরভদ্র আকাশস্থিত সিদ্ধগণের সমক্ষেই মধুসূদনের নন্দকযুক্ত উদ্যত হস্ত হুঙ্কার দ্বারা স্তম্ভিত করিলেন, আর উজ্জ্বল শূল গ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তার পর যেই তিনি বিষ্ণুকে মারিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি দৈববাণী সেই গণরাজকে বারণ করিলেন, 'সাহস করিও না'। অনন্তর গণপ্রবর বীরভদ্র বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র উচ্চ সিংহনাদ করত দক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বীরভদ্র বলিলেন, ঈশ্বরের নিন্দক দক্ষ। তোমায় ধিক্! যাহার এই প্রকার সম্পত্তি আছে, দেবতারা যাহার সহায়, কার্য্যে দক্ষ হইয়াও সে কেন সেশ্বর কর্ম্ম না করে? যে অপবিত্রমুখে তুমি শিবনিন্দা করিয়াছ, চারিদিকে চপেটাঘাতে সেই মুখ তোমার চূর্ণ করিব। এই বলিয়া বীরভদ্র, শিবনিন্দক দক্ষের মুখ, শত চপেটাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তারপর মহোৎসবে মিলিত অদিতি প্রভৃতি রমণীগণের কর্ণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিলেন। বীরভদ্র, মহাক্রোধে কাহারও কাহারও লম্বিত বেণী ছেদন করিলেন, কাহারও কাহারও হস্ত ছেদন করিলেন, কাহারও কাহারও স্তন কর্ত্তন করিয়া দিলেন। সেই শিবপ্রিয় শিবপার্ষদ, অন্য কতিপয় রমণীর নাসাপুট ছেদন করিলেন এবং আর আর কতিপয় নারীর অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দিলেন। যাহারা যাহারা দেবাদিদেবের নিন্দা করিয়াছিল, সরোষে তাহাদিগের জিহ্বা ছেদন আর যাহারা শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়াছিল, সরোষে তাহাদিগের কর্ণচ্ছেদন করিলেন। যাহারা মহাদেব না থাকিলেও, মহাহবিঃ গ্রহণ করিয়াছিল, বীরভদ্র তাহাদিগকে গলে রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক অধোমুখ করিয়া, যূপে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। চন্দ্র,ধর্ম্ম, ভৃগু এবং কশ্যপ প্রভৃতিকে তিনি অত্যন্ত অপমানিত করিলেন। কেননা, ইহারা দুর্ব্বুদ্ধি দক্ষের জামাতা; দক্ষ, শিবকে পরিত্যাগ করিয়া, শিব অপেক্ষা ইহাদিগকে অধিক দেখিত। সেই সকল কুণ্ড, সেই সকল যূপ, সেই সকল স্তম্ভ, সেই যজ্ঞমণ্ডপ, সেই সমস্ত বেদী, সেই সমুদয় পাত্র, সেই সব নানা প্রকার গব্য, সেই সকল যজ্ঞীয় দ্রব্য, সেই সমস্ত যজ্ঞপ্রবর্ত্তক, সেই সব রক্ষক এবং সেই সমুদয় মন্ত্র—শিবের অবহেলাতেই বিনষ্ট হইল। পরবঞ্চনায় উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য যেমন অল্পকাল মধ্যেই বিনষ্ট হয়, দক্ষের শিবহীন যজ্ঞসম্পত্তিও সেইরূপ বিনষ্ট হইল। গণসমন্বিত বীরভদ্র, সেই মহাযজ্ঞের এতাদৃশ অবস্থা করিলে, ব্রহ্মা বিধিলোপ দেখিয়া, মহাদেবকে সানুনয়ে জানাইয়া, তথায় আনয়ন করিলেন। যথায় শিববর্জ্জিত যজ্ঞ এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, বীরভদ্র, শিবকে, তথায় দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন। বীরভদ্র, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না; দেবদেব, স্বয়ং সমস্তই অবগত ছিলেন। যাহা হউক, ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন, হে দয়াময় শঙ্কর! দক্ষ অপরাধী হইলেও ইহার

প্রতি প্রসন্ন হইতে হইবে; এই সমস্ত, পূর্ব্বে যেমন ছিল, সেইরূপ করিয়া দিন। বৈদিকবিধি পুনরায় যাহাতে প্রবৃত্ত হয়, হে শম্ভো! সেইরূপ আজ্ঞা দিন; ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হইলে, কর্ম্মসিদ্ধি হইয়াই থাকে। হে পরমেশ্বর! সকল অনীশ্বর কর্ম্মেই এইরূপ সহস্র সহস্র বিঘ্ন হইয়াই থাকে। বিচার করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, এই ক্ষুদ্র দক্ষ, আপনার অতীব ভক্ত; যেহেতু এই দক্ষ, ঈশ্বরহীন যজ্ঞ করিয়া অপরের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হইয়াছে। অন্য যে ব্যক্তিও শিবহীন যজ্ঞ করিবে, তাহার কর্ম্মসিদ্ধি দক্ষের ন্যায়ই হইবে। অতএব, এই দক্ষের এইরূপ পরিণাম শুনিয়া, কেহ কোথাও কোন কর্ম্ম শিবহীন করিবে না। দেব মহেশ্বর, বিধাতার এই কথা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া বীরভদ্রকে আজ্ঞা দিলেন, সমুদয় পূর্ব্ববৎ করিয়া দেও! বীরভদ্রও শিবের আজ্ঞা পাইয়া, দক্ষের বদন ব্যতীত আর সমস্তই পূর্ব্ববৎ করিয়া দিলেন। যাহারা ঈশ্বরনিন্দা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বাক্যহীন পশু। অতএব, গণরাজ বীরভদ্র, মেষবদন করিয়া দিলেন। গার্হস্থ্যধর্ম্মচ্যুত দেবদেব, ব্রহ্মার নিকট বিদায় লইয়া তপস্যা করিবার জন্য পারিষদগণ সমভিব্যহারে তথা হইতে হিমালয়প্রস্থে গমন করিলেন। অনাশ্রমী পুরুষ, অল্প সময়ও ব্যর্থ কাটাইবে না, অতএব সর্ব্বদা আশ্রমসেবা করা শ্রেয়ঃ। এই জন্য সর্ব্বতপস্যার ফলদাতা মহেশ্বর, সপারিষদ তপস্যা করিতে লাগিলেন, (বানপ্রস্থ আশ্রমী হইলেন)। এদিকে ব্রহ্মা দক্ষকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, "যদি শিবনিন্দাসম্ভূত অতি দুস্ত্যজ পাপপঙ্ক ক্ষালন করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে ত কাশীতে গমন কর। মহাপাপসমূহনাশিনী পুণ্যা বারাণসীতে গিয়া লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা কর, শিব তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন। মহেশ্বর তুষ্ট হইলে এই সচরাচর জগৎ তুষ্ট হয়। কাশীপুরী ব্যতীত অন্যত্র তোমার পাপ যাইবার নহে। মনীষিগণ, ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন, কিন্তু শিবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই; কাশীই কেবল শিবনিন্দাপাপের মুক্তিস্থান। যে পুণ্যাত্মগণ, এই কাশীতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সকল ধর্ম্মই তাহাদিগের কৃত হইয়াছে, তাহারাই পুরুষার্থসম্পন্ন।' দক্ষ, বিধাতার এই কথা শুনিয়া সত্বর অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরম তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি যথাবিধি লিঙ্গস্থাপনপূর্ব্বক, লিঙ্গআরাধনা করিতে লাগিলেন, জগতে লিঙ্গ ভিন্ন আর কোন বিষয়েই দক্ষের জ্ঞান রহিল না। কর্ম্মদক্ষ, দক্ষপ্রজাপতি, দিবানিশ, মহেশ্বরকে স্তব, পূজা, প্রণাম, ধ্যান এবং দর্শন করিতে লাগিলেন। একাগ্রচিত্তে শিবলিঙ্গধ্যানপরায়ণ দক্ষের দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইল। সতী হিমালয়ের পতিব্রতা পত্নী মেনকার গর্ভে আবির্ভূতা হইয়া উমারূপে অতি তপস্যাপ্রভাবে শিবকে পতিরূপে যাবৎ প্রাপ্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎকাল দক্ষ স্থিরচিত্তে তপস্যারত থাকিয়া লিঙ্গপূজা করিয়াছিলেন। তারপর, দেবী গিরীন্দ্রনন্দিনী স্বামীর সহিত কাশীতে আসিয়া দক্ষকে একাগ্রচিত্তে শিবলিঙ্গপূজায় রত দেখিয়া মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, প্রভো! এই প্রজাপতি, তপস্যা দ্বারা ক্ষীণ হইয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া ইহাঁকে বর প্রদান করুন। অপর্ণা এই কথা বলিলে, ঈশ্বর শম্ভু, দক্ষকে বলিলেন, হে মহাভাগ! বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার অভীষ্ট প্রদান করিব। দক্ষ, মহাদেবের এই কথা শ্রবণে তাঁহাকে বহুবার প্রণাম, এবং নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিলেন। অনন্তর দেবদেবেশ শঙ্করকে তিনি প্রসন্ন অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, যদি আমাকে বর দেন, ত এই বর দিন যে, আপনার পদযুগলে যেন একাগ্র ভক্তি থাকে। আর হে নাথ! এই স্থানে আমার প্রতিষ্ঠিত এই যে মহালিঙ্গ, ইহাতে যেন আপনার সর্ব্বদা অবস্থিতি হয়; হে কৃপানিধে! দেবদেব! আমি যাহা অপ-

রাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। এই কয়টী বরই প্রার্থনীয়। অন্য উত্তম বরে প্রয়োজন কি? এই কথা শ্রবণে অতীব প্রসন্ন মহাদেব বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে; অন্যথা হইবে না। হে প্রজাপতে! অন্য বরও তোমাকে দিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই যে দক্ষেশ্বর নামক লিঙ্গ, ইহাঁর সেবা করিলে, আমি মানবের সহস্র অপরাধ নিশ্চয় ক্ষমা করিব, অতএব লোকে ইহাঁর পূজা করিবে। আর তুমি এই লিঙ্গপূজাফলে সর্ব্বমান্য হইবে। দুই পরার্দ্ধ বৎসর কাল অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া পরে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে। দেবাধিদেব, এই কথা বলিয়া সেই লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইলেন। দক্ষও সম্পূর্ণ-মনোরথ হইয়া নিজ গেহে গমন করিলেন। স্কন্দ বলিলেন, হে অগস্ত্য! দক্ষেশ্বরের উৎপত্তি এই আমি কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে, দেহী, শিবের শত শত অপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করে। দক্ষেশ্বরসমুৎপত্তিঘটিত এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে, ঈশ্বরের নিকট অপরাধী মানবও পাপলিপ্ত হয় না।

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৯॥

নবতিতম অধ্যায়।

পার্ব্বতীশ-লিঙ্গ-উৎপত্তি।

অগস্ত্য বলিলেন, হে পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ। ইতিপূর্ব্বে সূচিত পাপনাশক পার্ব্বতীশ-আবির্ভাববৃত্তান্ত আপনি বলুন। স্কন্দ কহিলেন, অগস্ত্য! শ্রবণ কর, হিমাচলের পতিব্রতা পত্নী মেনকা, যখন কন্যা গিরীন্দ্রনন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্রি! সেই জামাতা মহেশ্বরের স্থান কোথায়, বসতি কোথায়, বন্ধুই বা কে আছে? কিছু জান কি? বোধ হয়, জামাতার কোথাও গৃহাদি নাই, কোন আত্মীয়ও নাই।" গিরীন্দ্রতনয়া তখন মাতার এই কথা শ্রবণে বড়ই লজ্জিতা হইলেন। তারপর, সেই গৌরী, সুযোগ পাইয়া শিবকে প্রণাম করত নিবেদন করিলেন, কান্ত! অদ্য আমি নিশ্চয়ই শ্বশুরগৃহে যাইব; নাথ! এস্থানে বাস করা উচিত নহে; আমাকে নিজ গৃহে লইয়া চল। তজ্জন্য গিরীশ, গিরীন্দ্রনন্দিনীর এই কথা শুনিয়া হিমালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় আনন্দকাননে আসিলেন। দেবী পার্ব্বতী, পরমানন্দ ক্ষেত্র আনন্দকাননে উপস্থিত হইয়া পিতৃগৃহ ভুলিয়া আনন্দরূপিণী হইলেন। অনন্তর, এক দিন, গৌরী গিরীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "এই ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন আনন্দসমূহ কিরূপে আছে? তাহা বল!" গৌরীর এই কথা শুনিয়া পিনাকধারী বলিলেন, দেবি! পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত, মুক্তিনিকেতন এই ক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যতীত এক তিলান্তর স্থানও কোথাও নাই। দেবি! অন্যত্র, এক এক লিঙ্গের চারিদিকে যে এক এক ক্রোশ ভূমি, তাহাও আনন্দের হেতু হইয়া থাকে, পরমানন্দজনক এই আনন্দকাননে ত পরমানন্দস্বরূপ অনেকানেক লিঙ্গ আছে। চতুর্দ্দশভুবনে যত কৃতী আছেন, সকলই এই স্থানে স্ব স্ব নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। হে মহাদেবি! যে ব্যক্তি, এইস্থানে আমার লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছে, বিশেষজ্ঞ অনন্তও তাহার মঙ্গলসংখ্যা অবগত নহেন। হে পার্ব্বতি! বহুতর লিঙ্গের অস্তিত্ব প্রযুক্তই এই পরমক্ষেত্র অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের আস্পদ। মহাদেবী এই কথা শ্রবণে পুনরায় মহাদেবের পদযুগলে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে মহাদেব! লিঙ্গস্থাপন করিতে আমাকে অনুমতি প্রদান কর। যে পতিব্রতা রমণী স্বামীর আজ্ঞা লইয়া মঙ্গলকার্য্য করিতে অভিলাষিণী হয়, তাহার মঙ্গলহানি প্রলয়েও কদাচ হয় না। গৌরী এইরূপে দেবদেব মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া এবং তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া মহাদেব সমীপে লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে, মানুষের ব্রহ্মহত্যাদি পাপও নিঃসংশয় বিলীন

হয়, আর দেহবন্ধনেও তাহাকে বদ্ধ হইতে হয় না। মুনে! দেবদেব, ভক্তগণের হিতাভিলাষে সেই লিঙ্গ সম্বন্ধে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, কাশীতে পার্ব্বতীশলিঙ্গ পূজা করিবে, দেহাবসানে তাহার কাশীর শিবলিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইবে। কাশীর শিবলিঙ্গ হইয়া সে আমাতেই প্রবিষ্ট হইবে। চৈত্র মাসের শুক্ল তৃতীয়ায় পার্ব্বতীশলিঙ্গের পূজা করিলে, ইহকালে সৌভাগ্য ও পরকালে পরমাগতি প্রাপ্তি হয়। স্ত্রী বা পুরুষ যেই কেন হউক না, পার্ব্বতীশ্বর শিবের আরাধনা করিলে আর তাহার গর্ভবাস করিতে হয় না, এবং ইহজন্মে সৌভাগ্যভাগী হইয়া থাকে। পার্ব্বতীশলিঙ্গের নাম গ্রহণ করিলেও সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে নরোত্তম, পার্ব্বতীশ্বর মহাদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সেই মহামতি, ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায়।

গঙ্গেশ্বরের উৎপত্তি।

স্কন্দ কহিলেন, হে অনঘ! পার্ব্বতীশ্বরের মহিমা, আমি তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে হে মুনে! গঙ্গেশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তি কথা শ্রবণ কর। গঙ্গেশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তিকথা যে কোন স্থানে শুনিলেও গঙ্গাস্নানফলপ্রাপ্তি হয়। যে সময় গঙ্গা, সেই দিলীপনন্দন ভগীরথের সহিত এই আনন্দকাননে চক্রপুষ্করিণী তীর্থে আসিলেন, তখন শিবপরিগৃহীত বলিয়া এই ক্ষেত্রের অতুল প্রভাব অবগত হইয়া এবং কাশীতে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার লোকাতীত ফল স্মরণ করিয়া বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বভাগে গঙ্গা এক শুভলিঙ্গ স্থাপন করেন। কাশীতে সেই গঙ্গেশ্বরলিঙ্গ-দর্শন অতি দুর্লভ। যে ব্যক্তি দশহরা তিথিতে গঙ্গেশলিঙ্গের পূজা করে, তাহার সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষণমধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কলিযুগে, গঙ্গেশ্বরলিঙ্গ গুপ্তপ্রায় হইবেন, পুরুষের পুণ্যফলেই সেই লিঙ্গ দর্শন ঘটে। যে ব্যক্তি সুদুর্লভ গঙ্গেশ্বরলিঙ্গ কাশীতে অবলোকন করে, প্রত্যক্ষ দেবমূর্ত্তিধারিণী গঙ্গাদর্শন করাই তাহার নিঃসন্দেহ হইয়া থাকে। হে মিত্রাবরুণপুত্র! সর্ব্বকল্মষহারিণী গঙ্গা কলিকালে সুদুর্লভ হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিপ্রাপ্তি হইলে, কাশী তদপেক্ষা অত্যন্ত দুর্লভ হইবেন। কাশীতে গঙ্গেশ্বরলিঙ্গ তদপেক্ষা দুর্লভ হইবেন। তাঁহার দর্শনে মানবগণের পাপক্ষয় হইবে। গঙ্গেশ্বর-লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব নরকগামী হয় না, পুণ্যসমূহ প্রাপ্ত হয় এবং অভিলষিত বস্তু লাভ করে।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

নর্ম্মদেশ-উপাখ্যান।

স্কন্দ বলিলেন, মুনে! তোমার নিকট নর্ম্মদেশ্বরলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা স্মরণ করিবা মাত্র মহাপাতকেরও ক্ষয় হয়। এই বারাহকল্পের আরম্ভ সময়ে, মুনিশ্রেষ্ঠেরা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মার্কণ্ডেয়! কোন্ নদী শ্রেষ্ঠা? তাহা বল।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মুনিগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, শতাধিক নদী আছে, সকল নদীই পাপবিনাশিনী এবং ধর্ম্মপ্রদায়িনী। সকল নদী অপেক্ষা সমুদ্রগামিনী সকল নদীই শ্রেষ্ঠা। সেই সকল নদীমধ্যে উত্তম নদীই মহাশ্রেষ্ঠা। হে মুনিপুঙ্গবগণ! গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা এবং স্বরস্বতী, নদীমধ্যে এই চতুষ্টয়ই পুণ্য, উত্তম। গঙ্গা ঋগ্বেদ স্বরূপা, যমুনা যজুর্ব্বেদরূপিণী, নর্ম্মদা সামবেদ স্বরূপা এবং সরস্বতী অথর্ব্ববেদ রূপিণী ইহা নিশ্চয়। গঙ্গা সর্ব্বনদীর আদি, গঙ্গা, সাগরের পূর্ণতাবিধায়িনী; কোন প্রধান

নদীই গঙ্গার সাদৃশ্য লাভে সমর্থা নহে। কিন্তু হে সত্তম! পূর্ব্বকালে নর্ম্মদা বহুবৎসর তপস্যা করেন, তারপর বিধাতা বরদানে উন্মুখ হইলে সেই বিধাতার নিকট তিনি প্রার্থনা করিলেন প্রভো! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, ত, গঙ্গা তুল্যতা প্রদান করুন। তখন ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া নর্ম্মদাকে বলিলেন, যদি কেহ ত্র্যম্বকে সমতা-প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে অন্য নদী গঙ্গার তুল্যত্ব লাভ করিতে পারে। অন্য পুরুষ যদি কখন পুরুষোত্তমের সমান হয়, তবে অন্য স্রোতস্বিনী, গঙ্গার সমান হইতে পারে। যদি অন্য কোন রমণী এ জগতে গৌরীর সমান হয়, তবেই অন্য নদী গঙ্গার তুল্যতা লাভ করিতে পারিবে। যদি অন্য কোন নগরী কাশীপুরীর তুল্যা হয়, তবেই অন্য নদী সুরধুনীর সমতা পাইতে পারিবে। সরিৎপ্রবরা নর্ম্মদা বিধাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধাতার বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। কাশীতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাতেই সকল পুণ্য অপেক্ষা অধিক পুণ্য। এতদ্ভিন্ন অপর মঙ্গলকর কার্য্য কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। অনন্তর সেই পুণ্যনদী নর্ম্মদা পিলিপ্পিলাতীর্থে ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গ সমীপে বিধিপূর্ব্বক লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিলেন, অনন্তর সেই শুভাত্মিকা নদীর প্রতি শিব, প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, হে সুভগে! হে শুভে! তোমার যাহাতে রুচি হয়, সেই বর প্রার্থনা কর। সরিদ্বরা রেবা (নর্ম্মদা) এই কথা শুনিয়া মহেশ্বরকে বলিলেন, হে দেবেশ! ধূর্জ্জটে! এখন অতি তুচ্ছ অন্য বরে প্রয়োজন কি? হে মহেশ্বর! তোমার পদযুগলে আমার একাগ্র ভক্তি থাকুক। শিব রেবার এই অনুত্তম বাক্য শ্রবণে অতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে সরিৎশ্রেষ্ঠে! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হউক। হে পুণ্যনিলয়ে! আমি অন্য বরও (স্বয়ং) প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। হে নর্ম্মদে! তোমার তীরে যত প্রস্তর আছে, আমার বরে তৎসমস্তই লিঙ্গস্বরূপী হইবে। বহু তপস্যা দ্বারাও পরমার্থতঃ দুর্লভ, অন্য উত্তম বরও তোমাকে দিতেছি শ্রবণ কর;—গঙ্গা সদ্য পাপ হরণ করেন, যমুনা, সপ্তাহে পাপ নষ্ট করেন, সরস্বতী তিনদিনে পাপ দূর করেন পরন্তু তুমি দর্শন মাত্রে পাপ নষ্ট করিবে হে দর্শনমাত্রে পাপ-বিনাশিনি! অপর বর তোমাকে দিতেছি, তোমার প্রতিষ্ঠিত এই যে মহাপুণ্য নর্ম্মদেশ্বরলিঙ্গ, ইনি, সনাতনী মুক্তি প্রদান করিবেন। এই লিঙ্গের যাহারা ভক্ত রবিসুত, তাহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র মহাশ্রেয়োবৃদ্ধির জন্য যত্নসহকারে প্রণাম করিবেন। দেবি! কাশীতে পদে পদে অনেক লিঙ্গই বর্ত্তমান; পরন্তু নর্ম্মদেশ্বরলিঙ্গের মহিমা কেমন একপ্রকার অদ্ভুত। দেবাধিদেব, এই কথা বলিয়া সেই লিঙ্গে লীন হইলেন। নর্ম্মদাও অদ্ভুত পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্টা হইলেন। অনন্তর দর্শনমাত্রে পাপ-হারিণী হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। সেই মুনিপ্রবরগণও মার্কণ্ডেয়ের কথা শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া স্ব স্ব হিতানুষ্ঠান করিলেন। স্কন্দ বলিলেন, মানব, ভক্তিযোগে, নর্ম্মদেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে পাপকঞ্চুক-মুক্ত হইয়া উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

সতীশ্বর-প্রাদুর্ভাব।

অগস্ত্য বলিলেন, হে স্কন্দ! নর্ম্মদেশ্বর-লিঙ্গের কলুষহারী মাহাত্ম্য আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, এক্ষণে সতীশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তিকথা বর্ণন করুন। স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণ-নন্দন! কাশীতে যেরূপে সতীশ্বরলিঙ্গের আবির্ভাব হয়, তদ্বিষয়ক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনে! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ-প্রিয় সর্ব্বজ্ঞ নাথ দেবদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদানে উদ্যত হইলেন, ও বলি-

ন, হে লোককর্ত্তঃ! কি বর প্রার্থনা কর, বল। ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেবাদিদেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যাহাতে আপনি আমার পুত্র ও দেবী ভগবতী দক্ষের কন্যা হন। সর্ব্বদাতা মহাদেব ব্রহ্মার এই বর শ্রবণ করিয়া দেবী ভগবতীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া চতুরাননকে বলিলেন, হে পিতামহ ব্রহ্মন্! তোমাকে অদেয় কি আছে? অতএব তোমার প্রার্থনা সিদ্ধ হউক। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শশিমৌলি ব্রহ্মার কপালদেশ হইতে বালক হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই বালক রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনন্তর ব্রহ্মা সেই বালককে রোদন করিতে দেখিয়া "আমাকে পিতা প্রাপ্ত হইয়াও কেন মুহুর্মুহুঃ রোদন করিতেছ?" এই কথা বলিলেন। তখন বালক, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া বলিল, হে সৃষ্টিকর্ত্তঃ! আমি নামের জন্য রোদন করিতেছি। হে পিতামহ! আমার নাম প্রদান করুন। অগস্ত্য বলিলেন, হে ষড়ানন! ঈশ্বর মহাদেব শিশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেন রোদন করিয়াছিলেন, ইহা যদি অবগত থাকেন, তবে বলুন, শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভোদ্ভব! আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ দেবদেবের পুত্র বলিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত আছি, অতএব রোদনের কারণ কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। পরমাত্মা দেবাদিদেব মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, অহো! সত্যলোকপতি, বিধাতা, পরমেষ্ঠী চতুরাননের কি আশ্চর্য্য বুদ্ধিবৃত্তি! ইহা ভাবিতে ভাবিতে সেই মহেশ্বরের আনন্দ উদয় হইল, সেই আনন্দ হইতেই বাষ্পপূর উদ্ভূত হইল। অগস্ত্য বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞের আনন্দবর্দ্ধন প্রাপ্ত, ষড়ানন! এক্ষণে বলুন, বিধাতার কি বুদ্ধিবিভব মহেশ্বর শম্ভু মনে মনে ভাবিয়াছিলেন? যাহাতে তাঁহার বাল্যাবস্থায়ও আনন্দাশ্রু নির্গত হইয়াছিল। অগস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তারকারি স্কন্দ তাঁহাকে বলিলেন, হে অগস্ত্য মুনে! দেবাদিদেব মনে মনে এই ভাবিয়াছিলেন যে, "অপত্য ব্যতিরেকে জনকের উদ্ধার নাই" ব্রহ্মার এই প্রথম মনোরথ আর দ্বিতীয় মনোরথ এই যে স্মরণকর্ত্তারও ভবদুঃখমোচক এই মহেশ্বর আমার পুত্রভাব স্বীকার করিলে প্রতিক্ষণে দর্শন অঙ্গস্পর্শ, একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন ও একত্র আহার করিব; যিনি বাক্য ও মনের অতীত, তিনি আমার পুত্র হইলে আমি কি না পাইব? যে জীব ইহাঁকে সকৃৎ স্পর্শ বা একবার আনন্দে দর্শন করে, তাহার আর জন্ম হয় না, কেবল সে আনন্দ ভোগ করিতে থাকে; তিনি যদি আমার গৃহের ক্রীড়াপুত্তলী কোনরূপে হন, তবে আমি নিঃসংশয় পরম সুখের ভাজন হইব। সর্ব্বজ্ঞ সেই মহেশ্বর, বিধির এই মনোরথ জানিয়া নয়নত্রয়ের আনন্দবাষ্প ধারণ করিয়াছিলেন স্কন্দদেবের এই কথা শুনিয়া অগস্ত্য সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তদীয় চরণদ্বয়ে প্রণত হইয়া বলিলেন, জয়, জয়, সর্ব্বজ্ঞনন্দনের জয়! তুমি বিধিরও চিত্ত বুঝিতে পারিয়াছ, মহেশ্বরেরও মনের ভাব জানিয়াছ,—তুমি যথার্থই মন বুঝিয়াছ,—তুমি চিদাত্মা স্বরূপ, তোমায় নমস্কার। ভগবান্ স্কন্দও শ্রোতার আনন্দ দর্শনে নিতান্ত তুষ্ট হইয়া "ধন্য! ধন্য! হে অগস্ত্য! তুমিই যথার্থ শ্রবণ করিতে জান, তোমার অগ্রে কথা বলিয়া আমার শ্রম সার্থক হইল" এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া ষড়ানন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, তখন শিশুরূপী দেবদেবকে ব্রহ্মা রুদ্র (রোদন হেতু) নাম দিলেন। দেবী ভগবতীও সতী নামে দক্ষের কন্যা হইলেন। সেই সতীদেবী বরপ্রার্থিনী হইয়া কাশীতে কঠোর তপস্যা করিয়া সম্মুখে, লিঙ্গরূপে আবির্ভূত ভগবান্ হরকে দেখিতে পাইলেন। সেই লিঙ্গরূপী হর, তাঁহাকে স্পষ্টস্বরে বলিলেন, হে মহাদেবি! আর তপস্যায় প্রয়ো-

জন নাই, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার নামে এই লিঙ্গের নাম সতীশ্বর হইবে। অয়ি দক্ষসুতে! তোমার যেমন মনোরথ ইহা হইতে সিদ্ধ হইল, তেমনি এই লিঙ্গের আরাধনা করিলে অন্যেরও সিদ্ধি হইবে। এই লিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া কুমারী, মন অপেক্ষা উন্নত পতি ও কুমারপুরুষ, শ্রেষ্ঠভার্য্যা লাভ করিবে। ইহাঁর অর্চ্চনাফলে যে যে ব্যক্তি যাহা যাহা অভিলাষ করিবে, তাহার তাহার সেই সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবে; ইহাতে সন্দেহ নাই। আজ হইতে অষ্টম দিবসে তোমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি, আমার হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিবেন; তাহাতে তোমার মনোরথ সফল হইবে। এই কথা বলিয়া দেবাদিদেব তথায় অন্তর্হিত হইলেন। সেই দক্ষকন্যা সতী দেবীও আনন্দে নিজভবনে প্রস্থান করিলেন। পিতা দক্ষ, অষ্টম দিবসে ভগবান রুদ্রদেবকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! এইরূপে কাশীতে সতীশ্বরলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; স্মরণ করিলেও এই লিঙ্গ পরম সত্ত্বগুণ প্রদান করিয়া থাকেন। রত্নেশ্বরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত সতীশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিয়া মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয় ও ক্রমে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

অমৃতেশাদিলিঙ্গ-প্রাদুর্ভাব।

স্কন্দ বলিলেন, হে মহামুনে! যাঁহাদের নামও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে, সেই অমৃতেশ্বরপ্রমুখ অন্যান্য লিঙ্গের কথাও বলিতেছি। পূর্ব্বকালে কাশীতে সনারুনামে এক গৃহস্থ মুনি ছিলেন। তিনি নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞব্রত, নিত্য অতিথি-পূজক এবং নিত্য লিঙ্গ পূজায় তৎপর ছিলেন। তিনি কখনই তীর্থে প্রতিগ্রহ করিতেন না। সেই সনারুমুনির উপজঙ্ঘনি নামে পুত্র ছিলেন। একদা সনারু-নন্দন, বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সর্পকর্তৃক দষ্ট হন। অনন্তর, তাঁহার বয়স্যেরা সেই উপজঙ্ঘনিকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া আসিলেন। সনারু, বিলাপ করিয়া, স্বর্গদ্বারসমীপে শ্মশান-ভূমিতে সেই মৃত উপজঙ্ঘনিকে লইয়া গেলেন। তথায় শ্রীফলাকৃতি এক লিঙ্গ অতি গুপ্তভাবে ছিলেন; ঋষি সেই শবকে তদুপরি রাখিয়া কিরূপে এই সর্পদষ্ট ব্যক্তির সংস্কার করিবেন, তাহার চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়, সেই মৃত বালক, সুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গের ন্যায়, জীবন পাইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ঋষি ভাবিতে লাগিলেন যে, এই মদাত্মজ উপজঙ্ঘনি ক্ষেত্র বহির্দ্দেশে সর্পাঘাতে মৃত হইয়া কি কারণে পুনর্জীবন পাইল? এমত সময় এক পিপীলিকা একটী মৃত পিপীলককে তথায় আনিল ও তত্রত্য ভূমি স্পর্শ করাইবা মাত্র সেই পিপীলক পুনর্জীবিত হইয়া, পিপীলিকার সহিত অন্যত্র গমন করিল। সেই মুনি তাহাতেই নিজ পুত্রের পুনর্জীবন পাইবার হেতু অবগত হইয়া, হস্ত দ্বারা তথাকার ভূমি খনন করিতে লাগিলেন। কিছু পরেই দেখিলেন, শ্রীফলাকৃতি এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তখন তিনি তাঁহার পূজাদি সমাধানান্তে 'অমৃতেশ্বর' এই যথার্থ নাম রাখিয়া তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করত পুত্রের সহিত গৃহে আসিলেন। মৃত ব্যক্তি জীবন পাইয়াছে দেখিয়া, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। হে মুনিবর। সেই অমৃতেশ্বরলিঙ্গ কাশীতে ভক্তগণের সিদ্ধপ্রদ হইয়া অবস্থিত আছেন, কিন্তু কলিকালে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। মৃত ব্যক্তি দিগকে ঐ লিঙ্গ স্পর্শ করাইলে, জীবন পাইয়া থাকে ও জীবিতগণ স্পর্শ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ত্রিভুবনে কোন লিঙ্গই অমৃতেশ্বরের সদৃশ নহে বলিয়া, ভগবান্ মহাদেবকর্তৃক পরম যত্নে কলিকালে ঐ লিঙ্গ গোপিত হইয়া থাকেন। কাশীতে অমৃতেশ্বরের নামমাত্র উচ্চারণ করিলে কোন

স্থলে উপসর্গজন্য ভয় হয় না। হে অগস্ত্য! মোক্ষদ্বার-সন্নিহিত মোক্ষদ্বারেশ্বরশিবের সমীপে করুণেশ্বরনামা অপর এক প্রসিদ্ধ লিঙ্গ আছেন; সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে, কাহাকেও আনন্দধাম হইতে বহির্গত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া করুণেশ্বরের দর্শন করে, তাহার সহজেই ক্ষেত্রোপসর্গজন্য ভয় দূর হয়। যে মানব সোমবারে করুণাপুষ্প দ্বারা করুণেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া একভক্তব্রতী হইবে, দেব করুণেশ্বর তদুপরি প্রসন্ন হইয়া কখন তাহাকে স্বক্ষেত্রবহির্ভূত করেন না; সুতরাং সকলেরই ঐরূপ করা কর্ত্তব্য। করুণাপুষ্পের ন্যায় তদীয় পত্র ও ফল দ্বারাও তাঁহাকে পূজা করা যাইতে পারে। করুণেশ্বর-লিঙ্গের সন্ধান যে ব্যক্তির অবিদিত থাকে, সে ব্যক্তি "হে দেবদেব! আপনি সন্তুষ্ট হউন" বলিয়া করুণাবৃক্ষের পূজা করিলে সেই ফল পাইবে। যে ব্রাহ্মণ সোমবারে পূর্ব্বোক্ত ব্রতাচারী হন, করুণেশ্বর তদুপরি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। কাশীতে সর্ব্বতোভাবে করুণেশ্বরের দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই মদুক্ত করুণেশ্বরমাহাত্ম্য যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহার কদাচ কাশীতে উপসর্গজন্য ভয় থাকে না। কাশীতে স্বর্গদ্বারেশ্বর ও মোক্ষ-দ্বারেশ্বর এই দুই লিঙ্গের দর্শনে মানবের ক্রমিক স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হয়। কাশীতে বিরাজমান জ্যোতীরূপেশ্বরলিঙ্গের পূজা করিলে পূজকের পরম জ্যোতি লাভ হইয়া থাকে। ঐ জ্যোতীরূপেশ্বর চক্রিপুষ্করিণীতীরে প্রতি-ষ্ঠিত আছেন, তাঁহার দর্শনেও নিশ্চিত জ্যোতী-রূপ লাভ হইয়া থাকে। ভাগীরথী স্বর্গ হইতে কাশীতে আসিয়া অবধি প্রতিদিন পরমানন্দে সেই জ্যোতীরূপেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে নারায়ণ কঠোর তপস্যা করিতে থাকিলে এই তেজোময় লিঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত এই ক্ষেত্র অতি মঙ্গলদায়ক। চক্র-পুষ্করিণীস্থিত এই মহালিঙ্গ দূরস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াও তদ্দণ্ডে তাহার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দশ লিঙ্গ যেমন অতি বীর্য্যশালী ও কর্ম্মসূত্রের ছেদক, এই আটটীও তদ্রূপ জানিবে। দক্ষেশ্বরাদি অষ্ট লিঙ্গ, প্রণবেশ্বর প্রভৃতি চতুর্দ্দশ লিঙ্গের সমান এবং শৈলেশ্বরাদি চতুর্দ্দশ লিঙ্গও ইহাদের মত অতি মহৎ। ছত্রিশ তত্ত্বস্বরূপ ও ক্ষেত্র সিদ্ধি-সূচক এই ছত্রিশ লিঙ্গে সদাশিব নিয়ত অব-স্থিত থাকিয়া জীবগণকে তারকজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন। হে মুনে! এই ছত্রিশ লিঙ্গ সেবা করিলে জীবের কখন কোন দুঃখ থাকে না ইহারাই কাশীর রহস্য, ইহারাই এই ক্ষেত্রে স্বপ্রভাবে মোক্ষ প্রদান করিছেন এবং ইহাঁ-দের অবস্থান কারণেই কাশীর মোক্ষক্ষেত্র নাম হইয়াছে। যুগে যুগে ইহাঁরা ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সিদ্ধ লিঙ্গ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকেন এই মহীদেবের অনাদিধাম আনন্দধামে যাহারা বাস করেন, তাহাদের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এই শিবের আনন্দকানন যোগসিদ্ধি, তপঃ-সিদ্ধি, ব্রতসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিরই উৎপত্তিস্থান। এই মোক্ষলক্ষ্মীর বাসভূমি আনন্দবনে পুণ্যপ্রভাবে একবার উপস্থিত হইয়া সংসারভীরু ব্যক্তির উহাকে পরিত্যাগ করা কদাচ উচিত নহে। কাশীলাভই মহালাভ মহাতপস্যা ও মহৎ পুণ্য জানিবে। যেখানে হউক, জীবের এক দিন মৃত্যু নিশ্চয় থাকে, পরে কর্ম্মানুরূপ সদসদ্গতি প্রাপ্ত হয়; সুতরাং মৃত্যু ও সদ্গতিকে অবশ্যম্ভাবিরূপে জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বতোভাবে জীবের কর্ম্মনাশনী কাশীর সেবা করা উচিত। এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজন্ম পাইয়া যাহারা কাশীর সেবা না করে, সেই মূঢ়চেতাদিগকে নিশ্চয়ই দৈব বঞ্চনা করিয়া থাকেন। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া যদি দুর্লভ কাশীধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে এই উভয়ের মিলনে মুক্তি করগতই থাকেন। এ সংসারে তাদৃশ যোগ বা তপস্যা নাই, যাহার প্রভাবে কাশীর সেবা না করিয়াও তৎসেবাফল-স্বরূপ শ্রেষ্ঠনির্ব্বাণ লাভ হয়। আমি বারংবার সত্য করিয়া বলিতেছি, এই ভূমণ্ডলে কাশী-

তুল্য মুক্তিস্থান আর নাই। এ স্থানে স্বয়ং মহাদেব ও উত্তরবাহিনী ভাগীরথী অবস্থান করিয়া জীবগণকে মুক্তিপ্রদান করিতেছেন বলিয়া এই স্থানেই মুক্তি হয়, অপর মুক্তিস্থান নাই। এক মাত্র বিশ্বেশ্বর মুক্তিদাতা হইয়া জীবগণকে কাশীপ্রাপ্ত করাইয়া মুক্ত করিতেছেন। এই কাশীতেই মাত্র সাযুজ্যমুক্তি পাওয়া যায়, অন্যান্য স্থানে তদিতরসান্নিধ্যাদিমুক্তি, তাহাও অতি ক্লেশে পাওয়া যায়; কিন্তু এ স্থানে বিনা আয়াসে সাযুজ্যমুক্তি লাভ হয়। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মহাত্মন্! অগস্ত্য! ভবিষ্যতে মহর্ষি ব্যাস ও তৎশিষ্যদিগের যে সংবাদ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

ব্যাসভুজস্তম্ভন।

ব্যাস কহিলেন, হে মতিমন্ সূত! সর্ব্বজ্ঞ স্কন্দ, অগস্ত্যের নিকট আমার ভবিষ্যদ্বিষয় যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে মহাভাগ কুম্ভযোনে! মুনীন্দ্র পরাশরাত্মজ যেরূপে মোহ প্রাপ্ত হইবেন, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। সেই মহাবুদ্ধিমান্ ব্যাস, বেদচতুষ্টয়কে নানাশাখায় বিভাগ করিয়া, সূতপ্রভৃতিকে অষ্টাদশ পুরাণ উপদেশ দিয়া, বেদ, পুরাণ ও স্মৃতির সারসংগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের মনোহারী, পাপনাশক ও সর্ব্বশান্তিবিধায়ক মহাভারত নামে এক গ্রন্থ রচনা করিলেন; যাহা লোক কর্ত্তৃক শ্রুত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যাদি অন্য পাপ দূর করিয়া থাকেন। একদা তিনি ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া শৌনকাদি অষ্টাশীতি সহস্র তাপসদিগকে অবলোকন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক 'শিবনামে কৃতাদর হইয়া রুদ্রসূক্ত জপ ও শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতেছেন এবং 'একমাত্র বিশ্বনাথই মুক্তিদাতা' এই কথা বারংবার বলিতেছেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাদের অকপট শিবভক্তি সন্দর্শন করিয়া তর্জ্জনী উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চরবে কহিলেন, সমুদয় শাস্ত্রের সারমর্ম্ম উদ্ঘাটনে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, ভগবান্ হরি ব্যতীত কেহ আরাধনীয় নহেন। চতুর্ব্বেদ, মহাভারত. রামায়ণ ও পুরাণ শাস্ত্র সকলের সর্ব্বস্থানেই হরিকেই জানিবার কথা দেখা যায়। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, যেমন বেদেতর শাস্ত্র নাই, তদ্রূপ হরি ভিন্ন দেবতা নাই। তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ বলিয়া তাঁহাকেই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। অপর কেহই ধ্যেয় নহেন। সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে একমাত্র ভোগমোক্ষপ্রদায়ী ভগবান্ জনার্দ্দনকেই সেবা করা কর্ত্তব্য; যাহারা মূঢ়তা বশতঃ কেশবেতর দেবের সেবা করে, তাহাদের সংসারচক্রে বারংবার ঘুরিতে হয়। একমাত্র হৃষীকেশকেই জগদীশ্বর বলিয়া জানিবে; তাঁহার সেবক হইলে ত্রিভুবনের নিকট সেবা প্রাপ্ত হওয়া যায়। একমাত্র বিষ্ণুই ধর্ম্ম প্রদান করিতেছেন, একমাত্র হরিই অর্থ প্রদাতা, একমাত্র চক্রীই কাম প্রদান করিতেছেন ও ভগবান্ অচ্যুতই মোক্ষ বিধান করিয়া থাকেন। সেই হরিকে পরীহার করিয়া দেবেতরের উপাসনা করিলে সাধু সন্নিধানে বেদবিহীন বিপ্রের ন্যায় অপমানিত হইতে হয়; এই প্রকার ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে তত্রত্য তপস্বিগণ কম্পান্বিতহৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, হে মুনিবর! পারাশর! আপনি বেদবিভাগকর্ত্তা, অষ্টাদশপুরাণতত্ত্বজ্ঞ ও যাহা হইতে চতুর্ব্বর্গের নিশ্চয় হয়, সেই মহাভারতেরও রচয়িতা; সুতরাং আমাদের সকলেরই আপনি পূজনীয়। হে সত্যবতীতনয়! এ সভায় আপনা অপেক্ষা কেহই তত্ত্বজ্ঞ না হইলেও আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্যে কাহারও বিশ্বাস হইতেছে না। এখানে শপথ করিয়া যাহা বলিলেন, যদি শিবক্ষেত্র কাশীতে যাইয়া

এইরূপ শপথ করিয়া বলিতে পারেন, তবে আমরা ভবদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারি যে স্থানে স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বনাথ বিরাজিত আছেন, যথায় যুগধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে না ও যে স্থান পৃথিবীর মধ্যে হইয়াও মর্ত্ত্য-লোক বলিয়া গণ্য নহে; এক্ষণে সেই কাশী-ক্ষেত্রেই গমন করা কর্ত্তব্য। মহামুনি ব্যাস তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করত অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া ও দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া কাশীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়াই পঞ্চনদে অবগাহন করিলেন ও বিন্দুমাধবের অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় পাদোদক-তীর্থে স্নানাদি কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক ভগবান আদিকেশবের পঞ্চরাত্রবিধানে পূজা করিলেন। পরে শঙ্খনিনাদে প্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণবদিগের নিকট অভিনন্দন পাইয়া হরির স্তব করিতে লাগিলেন;—হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে মাধব! হে গোবিন্দ! হে বৈকুণ্ঠ! হে মধুসূদন! হে কেশব! হে ত্রিবিক্রম! হে উপেন্দ্র! হে জনার্দ্দন! হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন! হে শ্রীকান্ত! হে গদাধর! হে শার্ঙ্গিন্! হে পীতবাসঃ! হে দৈত্যদলন! হে কৈটভমর্দ্দন! হে জনার্দ্দন! হে বলি-ধ্বংসিন্! হে চতুর্ভুজ! হে কেশিসূদন! হে কংসারে! হে নারায়ণ! হে কৃষ্ণ! হে শৌরে! হে দেবকীহৃদয়ানন্দন! হে যশোদানন্দবর্দ্ধন! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে দৈত্যারে! হে বলপ্রিয়! হে ইন্দ্রসুত! হে দামোদর! হে বসুদায়িন! হে বাসুদেব! হে বিশ্বক্সেন! হে গরুড়ধ্বজ! হে বনমালিন্! হে গোপ! হে পুরুষোত্তম! হে পদ্মনাভ! হে অধোক্ষজ! হে সলিলশায়িন্! হে ভূমিধর! হে নৃসিংহ! হে যজ্ঞবারাহ! হে গুণাতীত! হে গোপীবল্লভ! হে গোপাল-প্রিয়! হে পর্ব্বতধারিন্! হে চাণূরমথন! হে আদ্যন্তরহিত! হে নিত্যানন্দময়! হে ভুবনপালক! হে নীলকমলকান্তে! হে পূতনা-ধাতুশোষণ! আপনার বক্ষে কৌস্তুভ বিরাজ করিতেছে, আপনার বারংবার বিজয় হউক। হে জগদ্রক্ষামণে! হে নরকান্তক! আমাদের রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে সহস্রশীর্ষ পুরুষ! হে ইন্দ্রসুখদায়িন্! হে আদ্যন্তরহিত! আপনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। পরাশরতনয় এইরূপে বিষ্ণুর স্তব করিয়া পরমানন্দে হরি-গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে আগত হইলেন। তিনি তুলসী-মালাধারী বৈষ্ণবগণের সহিত জ্ঞানবাপীতীরে উপস্থিত হইয়া স্বয়ংই বেণুবাদ্যের অনুসারে নৃত্য করিতে থাকিয়া শ্রুতিধর হইলেন। শিষ্য-গণসমবেত ব্যাসদেব নৃত্য সমাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, বারংবার শাস্ত্র সকল উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে—'এক-মাত্র জগৎপতি হরিরই সেবা কর্ত্তব্য'। ইত্যাদি স্বপ্রতিজ্ঞাত শ্লোকাবলী পাঠ করিতেছেন, হে অগস্ত্য! এমন সময় অলক্ষিতভাবে নন্দী আসিয়া তাঁহার হস্ত ও বাক্যস্তম্ভন করিয়া দিলেন, তখন বিষ্ণু অদৃশ্যভাবে আসিয়া বলি-লেন, হে ব্যাস! তুমি বড়ই অপরাধী হইয়াছ; তোমার এই অপরাধে আমারও বিশেষ ভয় হইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বনাথ মহাদেব ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তিনি দয়া করিয়া আমাকে চক্রধর রমানাথ করিয়া সংসারপালনের ভার প্রদান করিয়াছেন 'এবং তাঁহাতে ভক্তিমান্ আছি বলিয়াই আমি পরমৈশ্বর্য্য পাইয়াছি। এক্ষণে যদি আমার শুভ তোমা কর্ত্তৃক প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, তবে সেই শিবের স্তব কর, আর কদাচ কুত্রাপি এইরূপ কার্য্য করিও না। এইরূপ বিষ্ণুবাক্য শুনিয়া ব্যাস ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন যে, নন্দী আমাকে দেখিয়াই আমার হস্তস্তম্ভন করিয়াছেন ও তৎসহকারে বাক্যও স্তম্ভিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি আমার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে আমি বাক্শক্তি পাইয়া শিবকে স্তব করিতে পারি। ব্যাস-বাক্যাবসানে ভগবান্ কেশব অতি গোপনে তৎকণ্ঠ স্পর্শ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত

হইলে, ব্যাস সেইরূপ হস্তের স্তম্ভনাবস্থাতেই বিশ্বেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্যাস কহিলেন, এ ত্রিভুবনে রুদ্রই সর্ব্বময় ব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই; যদিথাকে, তবে মৎসন্নিধানে তিনি আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠিত ভূমি নির্দ্দেশ করুন। ক্ষীরোদধি, মন্দরমথিত হইয়া দেবগণকে যে কালকূট বিষ প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলেন, মহাদেব ব্যতীত সেই বিষ জীর্ণ করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই। যাঁহার বাণ শ্রীপতি, যাঁহার রথ পৃথিবী, যাঁহার সারথি স্বয়ং ব্রহ্মা, যাঁহার রথের অশ্ব চতুর্ব্বেদ এবং যাঁহার শরক্ষেপে ত্রিপুরস্থ যাবতীয় গ্রাম এককালে দগ্ধ হইয়াছিল; কোন ব্যক্তিই সেই মহেশ্বরের সমান হইতে পারে না। কেবল পুষ্পময় বাণের সাহায্যেই ত্রিভুবনবিজয়ী কাম, সকল দেবতাদের সাক্ষাতেই যাঁহার দৃষ্টিপাতে ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন, সেই মহাদেব ব্যতীত কেহই স্তবের পাত্র নহে। বেদচতুষ্টয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মন ও বাগ্দেবীও যাঁহার মহিমা জানিতে পারেন নাই, মাদৃশ মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেই অনন্তমহিমা বিশ্বনাথ কিরূপে জ্ঞাত হইবেন? যিনি বিশ্বাধার হইয়াও বিশ্বমধ্যেই সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে, সেই অনাদ্যনন্ত মহাদেবকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। যাঁহার নাম একবার উচ্চারণ করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহাকে প্রণাম করিলে তুচ্ছ ইন্দ্রত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠপদ লাভ হয়, যাঁহাকে স্তব করিলে সত্যলোকপ্রাপ্তি হয় ও যিনি পূজিত হইলে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই মহাদেবকে প্রণাম করিলাম। আমি শিব ভিন্ন দেবতাকে জানি না ও তদিতর কোন দেবেরই স্তব করি না এবং সত্য করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি ভিন্ন আর কাহাকেই নমস্কার করি না। মহামুনি ব্যাস এইরূপে মহাদেবের স্তব করিলে, নন্দী শিবের আদেশ পাইয়া তাঁহার হস্তস্তম্ভ নিরাকরণপূর্ব্বক 'ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিলাম' এই কথা বলিয়া ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে মুনিবর! এই ত্বদ্রচিত পরম পবিত্র স্তব যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, ভগবান্ মহেশ্বর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। এই দুঃস্বপ্নশান্তিকারী ও শিবসান্নিধ্যবিধায়ক ব্যাসাষ্টক প্রত্যহ প্রাতঃকালে যিনি পাঠ করিবেন, তিনি মাতৃহন্তা, পিতৃঘাতী, গোঘ্ন, বালহন্তা, সুরাপ ও স্বর্ণাপহারী হইলেও সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। কার্ত্তিক কহিলেন, হে মুনে! মহামুনি ব্যাস তদবধি পরমশৈব হইয়া ঘণ্টাকর্ণহ্রদের সম্মুখে ব্যাসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতঃ সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক রুদ্রসূক্ত দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেই দিন অবধি মুক্তিক্ষেত্র কাশীর যাথার্থ্য জানিতে পারিয়া ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক অদ্যাপি কাশীতেই অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নান করিয়া ব্যাসেশ্বরকে অবলোকন করে, সে অন্য স্থানে মৃত হইয়াও কাশীমৃত্যুর ফললাভ করে। কাশীতে ব্যাসেশ্বরের পূজা করিলে কদাচ জ্ঞানভ্রষ্ট বা পাপাক্রান্ত হয় না। ব্যাসেশ্বরের ভক্তেরা কলিকালে কখন ক্ষেত্রোপসর্গজন্য ভয় প্রাপ্ত হন না। কাশীবাসী ব্যক্তিরা ক্ষেত্রপাপ দূর করিবার বাসনায় ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নান করিয়া সযত্নে ব্যাসেশ্বরের দর্শন করিয়া থাকেন।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্নবতিতম অধ্যায়।

ব্যাসশাপবিমোক্ষণ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে কার্ত্তিকেয়! শিবভক্ত শিবপ্রভাববেদী, মহাজ্ঞানী মুনিবর ব্যাস যদি ক্ষেত্রের রহস্য জানিতে পারিয়া ক্ষেত্র-

সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, তবে কি কারণে সেই কাশীক্ষেত্রকে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমার নিকটে সেই ব্যাসের ভবিষ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মহর্ষি ব্যাস, নন্দিকৃত হস্তস্তম্ভনাবধি পরমানন্দে মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি "কাশীক্ষেত্র তীর্থবহুল ও বহুলিঙ্গময় হইলেও বিশ্বেশ্বরের সেবা ও মণিকর্ণিকায় স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ লিঙ্গমধ্যে বিশ্বেশ্বর ও তীর্থ মধ্যে মণিকর্ণিকাই শ্রেষ্ঠ" এই কথা নিরন্তর বলিয়া ঐ উভয়কে বহুসম্মান করিতেন। তিনি প্রতিদিন স্নাত হইয়া মুক্তিমণ্ডপে অবস্থানপূর্ব্বক বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া শিবমহিমা কীর্ত্তন করিতেন আর শিষ্যদিগকে 'এই ক্ষেত্রে যে কিছু সদসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কল্পান্তকালেও অক্ষয় হইয়া থাকে; সুতরাং এইখানে সকলে পুণ্যসঞ্চয় কর' এইরূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যপ্রকাশক উপদেশ দিতেন। তিনি আরও বলিতেন, যাহারা ক্ষেত্রসিদ্ধি লাভের বাসনা করিবে, তাহারা কদাচ মণিকর্ণিকা পরিত্যাগ করিবে না এবং প্রতিদিন চক্রপুষ্করিণীতে স্নান করত পুষ্প, ফল, বিল্বপত্র ও জল দ্বারা বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। কৃতী মানব, নিজ বর্ণ আশ্রমের ধর্ম্মরক্ষা করিয়া প্রত্যহ শ্রদ্ধাপূত হইয়া ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শ্রবণ ও গোপনে যথাশক্তি দান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বিঘ্নোপশমনের জন্য অন্নদান করা উচিত। এ স্থানে নিয়ত পরোপকারী হইবে, পর্ব্বদিনে বিশিষ্ট স্নানদানাদি করিয়া পরমানন্দে ভগবানের অর্চ্চনা করিবে এবং এই ক্ষেত্রে তিথিবিশেষোল্লিখিত যাত্রোৎসবাদি সম্পাদনপূর্ব্বক ক্ষেত্রদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবে। এইক্ষেত্রে পরদার, পরদ্রব্য ও পরাপকার পরিহারপূর্ব্বক কাহারও মর্ম্মে আঘাত করিবে না। কদাচ পরনিন্দা, পরহিংসা করিবে না, প্রাণান্তেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবে না। কিন্তু সদসৎ যে কোন কার্য্য দ্বারাই অত্রত্য প্রাণীর প্রাণরক্ষা কর্ত্তব্য বলিয়া তাহাতে মিথ্যাবাক্য দোষাবহ হইবে না। কারণ কাশীস্থ একটী মাত্র জীবের প্রাণরক্ষা করিলে নিশ্চিতই ত্রিলোকরক্ষার ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা ক্ষেত্রসন্ন্যাসী হইয়া কাশীবাসী হইয়াছেন, তাঁহারা রুদ্র ও জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলে ভগবান্ মহাদেব প্রসন্ন হন, সুতরাং পরমযত্নে তাঁহাদিগকে পূজা ও নমস্কারাদি করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। সাধুব্যক্তিগণ মহাদেবের সন্তোষার্থে পুরস্থিত হইয়াও কাশীবাসীদিগের যোগক্ষেম বিধান করিয়া থাকেন। কাশীবাসী ব্যক্তিগণের অগ্রে ইন্দ্রিয়দমন ও মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচ মৃত্যু বা মুক্তির অভিলাষ কিংবা দেহশোষণের কোন উপায় বিধান করেন না। এ স্থানে ব্রতাদি অনুষ্ঠানের জন্য শরীরের স্বাস্থ্য ও পরম সিদ্ধি লাভের জন্য দীর্ঘায়ু হইবার অভিলাষ করিবে। শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া সযত্নে আত্মরক্ষা করিয়া মহাকষ্টে পড়িয়াও আত্মত্যাগের অভিলাষ করিবে না। অন্য স্থানে শতবর্ষেও যাহা সঞ্চয় হয় না, কাশীক্ষেত্রে এক দিনে সেই ফল লাভ হয়, অন্যত্র আজীবন যোগানুষ্ঠানে যাহা অর্জ্জিত হয়, কাশীতে একবারমাত্র প্রাণায়ামে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ আনন্দকাননে মণিকর্ণিকায় একবার অবগাহনে যে পুণ্য লাভ লয়, আজীবন সমস্ত তীর্থপর্য্যটনেও তাহা হয় কিনা সন্দেহ। যাবজ্জীবন যাবল্লিঙ্গের আরাধনায় যে পুণ্য লাভ করা সুকঠিন, একবার বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনায় সেই পুণ্যসঞ্চয় হয়। সহস্র জন্মের পুণ্য সঞ্চিত থাকিলেই বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিতে পাওয়া যায়। যথাবিধানে কোটিসংখ্যক ধেনুপ্রদানে যে পুণ্য লাভ হয়, একবার বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করিলে তাদৃশ পুণ্য হয়। ষোড়শবিধ মহাদানে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক যে ফল কীর্ত্তিত আছে, বিশ্বেশ্বরকে পুষ্প দিলে মানব তাদৃশ ফল পাইয়া থাকে। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের যাদৃশ ফল, বিশ্বেশ্বরকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইলে সেই

পুণ্য পাওয়া যায়! সহস্র বাজপেয়যাগের যে ফল কীর্ত্তিত আছে, নৈবেদ্য প্রদানে বিশ্বেশ্বরের সন্তোষ করিলে সেই ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরকে ধ্বজ, ছত্র ও চামরাদি দ্বারা ভূষিত করে, সে পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরকে উত্তম পূজাদ্রব্য দিলে সংসারে তাহার কখন কোন সম্পত্তির অভাব থাকে না। যৎকর্তৃক বিশ্বেশ্বর-পূজার্থে সকল ঋতুতে পুষ্পশালী পুষ্পোদ্যান প্রদত্ত হয়, তাহার গৃহ সর্ব্বদা কল্পবৃক্ষের ছায়ায় সুশীতল থাকে এবং বিশ্বেশ্বরের স্নানীয় দুগ্ধের কারণ যৎকর্তৃক ধেনু প্রদত্ত হয়, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ ক্ষীরসাগরতীরে বাস করিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বর-মন্দির যে ব্যক্তি চূর্ণলেপনে সংস্কৃত ও চিত্র-কার্য্যে চিত্রিত করে, তাহার জন্য কৈলাসধামে বিচিত্র ভবন নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই কাশীতে ভিক্ষু ব্রাহ্মণ ও শৈবগণকে প্রত্যহ ভোজন করাইলে, এক একটীতে নিঃসন্দেহ কোটীগুণ ফল হইয়া থাকে। এই স্থানে তপোনুষ্ঠান, দান, স্নান, হোম ও জপাদি দ্বারা বিশ্বেশ্বরের প্রীতিবিধান করিবে! অন্যত্র কোটী জপ করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, এ স্থানে অষ্টোত্তরশত জপে তদধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যত্র কোটী হোম করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, এই কাশীক্ষেত্রে অষ্টোত্তরশত হোমেই তাদৃশ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের সন্নিধানে রুদ্রসূক্ত জপ করিলে, সমগ্র বেদপারায়ণ পাঠের পুণ্যসঞ্চয় হয়। বিশ্বেশ্বরের ধ্যানে যে কি পুণ্য হয়, তাহা আমারও অবিদিত আছে। কাশীতে নিত্যবাস করিয়া উত্তরবাহিনী গঙ্গার সেবা করিবে। বিষম বিপদে পড়িয়াও কাশীধাম ত্যাগ করিবে না, কারণ এ স্থানে বিপন্নাশক বিশ্বেশ্বর সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন। কাশীতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মহা ফলদায়ক হয় বলিয়া তোমরা এ স্থানে স্নান, দান ও জপাদির অনুষ্ঠান করিয়া কাল অতিবাহিত করিবে। এ স্থানে অগ্রে সযত্নে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে কোন সময় কোন ইন্দ্রিয়বিকার হয় না; কারণ কাশীতে ইন্দ্রিয়বিকার হইলে কাশীবাসের ফল হয় না। অগস্ত্য কহিলেন, হে কার্ত্তিকেয়! ব্যাসদেব যে সকল ইন্দ্রিয়-শুদ্ধিবিধায়ক চান্দ্রায়ণাদির কথা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি! স্কন্দ কহিলেন, মানবগণ যাহাতে পবিত্র হইয়া থাকে, সেই কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। একাহার, নক্তাহার, অযাচিতাহার ও একটী উপবাস, এই চারিটীতে একপাদ কৃচ্ছ্র কথিত আছে। বট, উদুম্বর, পদ্ম, বিল্বপত্র এবং কুশোদক, যথাক্রমে ইহার প্রত্যেকটী প্রতিদিন সেবা করিলে, পূর্ণকৃচ্ছ্রব্রত হয়। পিণ্যাক, ঘৃত, তক্র, অম্বু ও শক্তু; ইহার এক একটী এক একদিন ভোজন করিয়া প্রত্যেকের পর-দিন উপবাস করিলে, সৌম্যকৃচ্ছ্র কথিত হয়। তিন দিন প্রাতঃকালে ও তিন দিন সায়ংকালে ঘৃতভোজন মাত্র, দিনত্রয় অযাচিতভোজন, দিনত্রয় উপবাস, তিন দিন একৈকগ্রাস ভোজন ও শেষ তিনদিন উপবাস করিলে, অতি কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠিত হয়। একবিংশতি দিবস কেবল দুগ্ধপান করিয়া প্রাণধারণ করিলে, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত হইয়া থাকে। দ্বাদশাহ উপবাসে পরাকব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে। দিনত্রয় প্রাতে, দিনত্রয় সায়ংকালে ও দিনত্রয় অযাচিতভোজন করিয়া অপর তিন দিন উপবাস করিলে প্রাজাপত্যব্রতের অনুষ্ঠান হয়। গো-মূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশোদক, দিন দিন যথাক্রমে পান করিয়া একাহ উপবাস করিলে কৃচ্ছ্রসান্তপনব্রত করা হয়। সান্তপন দ্রব্যের সেবা না করিয়া উপবাস করিলে মহা-সান্তপনব্রত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্রা-নুষ্ঠান কালে প্রত্যহ একবার স্নান করিবে। এবং তিন দিন উষ্ণজল, ক্ষীর, ঘৃত ও বায়ুপান, তিন দিন শুদ্ধ উষ্ণজল, তিন দিন উষ্ণদুগ্ধ, তিন দিন উষ্ণঘৃত ও শেষ তিন দিন কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়া থাকিবে। তপ্তকৃচ্ছ্রে দুগ্ধের ও জলের পরিমাণ একপল করিয়া এবং ঘৃতের পরিমাণ

দুইপল মাত্র। একাহ্নিককৃচ্ছ্রে ঘৃতাক্ত যাবক-পান বিহিত আছে। দিবাভাগে দুই হস্ত উত্তোলন করত বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক নিশাভাগ জলে অবস্থান করিয়া অতিবাহিত করিলে প্রাজাপত্যের সমান ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া কৃষ্ণপক্ষে একৈকগ্রাস হ্রাস ও শুক্লপক্ষে একৈকগ্রাস-বৃদ্ধি করত ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। সমাহিত ব্রাহ্মণ যদি প্রাতঃকালে চারিগ্রাস ও সায়ংকালে গ্রাসচতুষ্টয় ভোজন করে, তবে তাহার শিশুচান্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণ হয়। সংযত ব্যক্তির দিবার মধ্যভাগে অষ্টসংখ্যক গ্রাস ভোজনকে যতিচান্দ্রায়ণ কহে। এই প্রকারে একমাস ব্যাপিয়া একশত চব্বিশ গ্রাস ভোজন করিয়া ব্রতানুষ্ঠানে চন্দ্রলোকে গমন নিশ্চিত থাকে। দেহশুদ্ধি জলে, মনঃ-শুদ্ধি সত্যে, আত্মশুদ্ধি বিদ্যা ও তপস্যার অনুষ্ঠানে এবং জ্ঞানার্জ্জনেই বুদ্ধির শুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। জীবগণ কাশীসেবী হইলে সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে, কাশী-সেবায় মহাদেবের করুণা হয় ও শিবের কৃপাভাজন হইতে পারিলে, কর্ম্মসূত্র ছেদন করিয়া মহোদয় লাভ করা যায়। এই সকল কারণেই কাশীক্ষেত্রে প্রত্যহ বিশেষ যত্ন করিয়াও স্নান, দান, তপস্যা, জপ, ব্রত, পুরাণশ্রবণ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিতাচরণ, প্রতি মুহূর্ত্তে শিবচরণানুধ্যান, ত্রিসন্ধ্যায় শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা, তল্লিঙ্গস্থাপন, সাধুসম্ভাষণ, মুহুর্ম্মুহু শিব শিব উচ্চারণ, অতিথিসেবা, তীর্থাশ্রয়ীদের সহিত সৌহার্দ্দ, আস্তিক্যবুদ্ধি, নম্রতা, মানাপমানে অভেদবুদ্ধি, কামনাশূন্যত্ব, অনুদ্ধতভাব, রাগ-হীনতা, অপ্রতিগ্রহ, দম্ভশূন্যতা দয়ার্দ্রবুদ্ধি এবং মাৎসর্য্য লোভ আলস্য পরুষতা ও দীন-তাদি-পরিহার করিয়া সৎপথের পথিক হইবে। ব্যাসমুনি প্রতিদিন শিষ্যদিগের এইরূপে উপদেশ করিয়া স্বয়ং ত্রিকালস্নান ও ভিক্ষাকেই উপজীবিকা করিয়া শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় আসক্ত থাকিয়া কাশীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা মহাদেব, ব্যাসকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবতীকে কহিলেন, হে প্রিয়ে! আজি সেই ধার্ম্মিকবর ব্যাস ভিক্ষার জন্য সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিলেও তুমি তাহাকে ভিক্ষায় বঞ্চিত করিবে। ভবানী, শিববাক্য গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যেক গৃহস্থের ভবনে গমন করত ব্যাসকে ভিক্ষা দিতে বারণ করিয়া আসিলেন। এদিকে ব্যাসেতর সকল ভিক্ষা-জীবীরাই ভিক্ষা পাইতে লাগিল, কেবল সশিষ্য মহর্ষি ব্যাস সমস্ত দিবা পর্য্যটন করিয়াও কিছুমাত্র না পাইয়া সায়ংকালে অতি কাতরভাবে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করত শিষ্য-দিগের সহিত সেই অহোরাত্র উপবাস করিয়া থাকিলেন। পরদিবস মাধ্যাহ্নিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত সকল শিষ্যের সহিত বহির্গত হইয়া, অভাগা পুরুষের ধনলাভে বঞ্চিত হওয়ার ন্যায়, তিনি সশিষ্যে সকল গৃহস্থের গৃহেই গমন করিলেন, কিন্তু কোনস্থানেই ভিক্ষা মিলিল না। তদ্দর্শনে পরিশ্রান্ত ব্যাসের চিন্তা হইতে লাগিল, "কি কারণে ভিক্ষা পাইতেছি না তবে কি কেহ নিষেধ করিয়া থাকিবে?" এইরূপ চিন্তাকুলমানসে শিষ্য-দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরাও আমার শিষ্য বলিয়া ভিক্ষাপ্রাপ্ত হও নাই, এক্ষণে আমি আদেশ করিতেছি, তোমাদের মধ্যে দুই তিন জন ব্যক্তি যাইয়া ইহার যাথার্থ জানিয়া আসুক। দ্বিতীয় দিবসেও যখন দেখিতেছি অসীমপ্রয়াস পাইয়াও কণা-মাত্র ভিক্ষা মিলিল না; তখন বিবেচনা হয়, কোন গুরুতর অশুভ সঞ্চয় করিয়া থাকিব। এই বিশাল কাশীপুরী একেবারেই অন্নশূন্যা হইবার সম্ভব নহে, তবে কি সমস্ত পুরবাসিগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকিবে। কিংবা আমাদের উপর ঈর্ষ্যাপরায়ণ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহারা সকলে ভিক্ষা দিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথবা সকল পৌরজনই এককালে বিপন্ন হইয়াছে। তোমরা অতি শীঘ্র ইহার অনুসন্ধান কর। এইরূপে গুরুর

আদেশ পাইয়া শিষ্যমণ্ডলী হইতে দুই তিন জন শীঘ্র বহির্গত হইয়া পৌরজনের সম্পৎফল প্রত্যক্ষ করত ব্যাসসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ কহিলেন, হে গুরো! অবহিত হউন। এই নগরী কোনরূপ উপসর্গে বা অন্নক্ষয় জন্য দুর্গতিতে পীড়িতা নহে। বিশেষতঃ যথায় স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ও ভাগীরথী সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন, তথায় এরূপ আশঙ্কারই কোন কারণ নাই। এই কাশীতে গৃহিগণ যাদৃশ সম্পত্তিশালী, অলকাদিনগরীর কথায় প্রয়োজন কি, সাক্ষাৎ গোলকধামেও ঈদৃশ ধনরত্ন নাই বলিয়া বিবেচনা হয়। হে মহামুনে! বোধ করি, রত্নাকর সমুদ্র, যে সকল রত্ন চক্ষেও দেখেন নাই, সে সকল রত্ন শিবনির্ম্মাল্যভোজীদের ভবনে রহিয়াছে; এখানে প্রতি গৃহে খংপরিমাণে রাশীকৃত ধান্য আছে, স্বর্গীয় কল্পবৃক্ষের তাহা প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই। এই স্থানে স্বয়ং দেবী বিশালাক্ষী, সকল ফল দিতেছেন বলিয়া অত্রত্য ব্যক্তি মাত্রেই ধনবান্ রহিয়াছে। এই মোক্ষলক্ষ্মীর বিলাসস্থান কাশীতে মোক্ষপদও যখন অতি সুলভ, তখন অন্য ধনাদির কথা কি বলিব? বামার্দ্ধ ভগবতীদেহ হইয়া থাকে। হে দেব! এই কাশীক্ষেত্রই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভ করিবার একমাত্র স্থান; এই স্থানে কলি বা কাল প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া কাশীবাসীরা আর কখন গর্ভযাতনা ভোগ করে না। এস্থানে ভগবান্ বিশ্বপতি ভক্তগণের পীড়া দূর করিবার জন্য সদাই ব্যস্ত আছেন। এই কাশীতে নাদ বিন্দু ও কলাত্মকধ্বনিরূপী সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর বিরাজিত আছেন বলিয়া তাঁহার সহিত মন্ত্র, প্রণব ও বেদচতুষ্টয় শরীরী হইয়া নিশ্চিতই বিরাজ করিতেছেন। এস্থানে সাক্ষাৎ বাগ্দেবী সরস্বতী, নদীরূপে প্রবাহিতা হইতেছেন বলিয়া এই কাশীধামে কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরই অভাব নাই। স্বর্গবাসী দেবগণ স্বর্গবাস পরিত্যাগ করিয়াও এইস্থানে রহিয়াছেন। কাশীতে পতিপরায়ণা নারীগণ, পার্ব্বতীসমানা হইয়া সকল সৎকার্য্যই বিশ্বেশ্বরের প্রীতিকামনায় করিয়া থাকেন। অত্রত্য পুরুষ মাত্রেই গণাধিপ ও কার্ত্তিকতুল্য; সকলেই তারকদৃষ্টি। এস্থানে যাহারা ভালদেশ ত্রিপুণ্ড্রে অঙ্কিত করে, তাহাদিগকেই সাক্ষাৎ চন্দ্রমৌলি শিব কহিয়া থাকে। যাহারা বিবিধ উপসর্গজন্য পীড়া সহ্য করিয়া এই ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে না, তাহাদের সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া থাকে। অত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞ ও গঙ্গা-সলিলপূতাত্মা হইয়া শিবসারূপ্য লাভ করে। ক্ষেত্রসন্ন্যাসকারীরা মোক্ষপদ সহজে লাভ করিয়া থাকে। এই পুরীতে অবস্থান করিলে সকলেই হৃষীকেশ পুরুষোত্তম ও অচ্যুত স্বরূপ হইয়া থাকে। অত্রস্থ স্ত্রী ও পুরুষমাত্রেই ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজস্বরূপ। এখানকার সকলে শ্রীকণ্ঠ, মৃত্যুঞ্জয় ও সকলের দেহ মোক্ষলক্ষ্মী-কর্ত্তৃক আক্রান্ত থাকায় সকলেরই গৃহে নাগগণ প্রতিরাত্রে নিজ নিজ ফণামণির কিরণ দ্বারা বিশ্বেশ্বরের আরতি করিবার কারণ পাতাল হইতে উপস্থিত হন। সপ্তসমুদ্র প্রত্যহ কামধেনুগণের সহিত পঞ্চপীযষধারা দ্বারা ভগবান্‌কে স্নান করাইতে আসিয়া থাকেন। মন্দার, পারিজাত, সন্তান, হরিচন্দন ও কল্পবৃক্ষ, এই পঞ্চ বৃক্ষ, অন্যান্য বৃক্ষকে সমভিব্যাহারে লইয়া এবং দেবগণ, যোগিগণ মহর্ষিগণ সকলে কাশীনাথের সেবার জন্য উপস্থিত হন। কাশী-ক্ষেত্র বিদ্যার জন্মভূমি, লক্ষ্মীর চিরন্তন আবাসস্থান ও ত্রিগুণাত্মিকা কাশীই মুক্তিক্ষেত্র। মহামুনি ব্যাস শিষ্যগণের এই বাক্য শুনিয়া পুনরায় ঐ শেষ শ্লোক পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন, এই কাশীক্ষেত্র বিদ্যার জন্মভূমি, লক্ষ্মীর চিরন্তন আবাসস্থান ও ত্রিগুণাত্মিকা কাশীই মুক্তিক্ষেত্র! কার্ত্তিক কহিলেন, হে অগস্ত্য! ব্যাস মুনিকে তৎকালে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পীড়া দিতেছিল, সুতরাং তিনি শিষ্যদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কাশীকে অভিশপ্তা করিলেন। ব্যাস কহিলেন, যেহেতু

এই কাশীতে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বিদ্যাগর্ব্ব, ধনিগণ ধনগর্ব্ব ও কৃতিগণ মুক্তিগর্ব্ব করিয়া ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে অবহেলা করে, এই পাপে এই স্থানের বিদ্যা, ধন ও মুক্তি পুরুষত্রয় পর্য্যন্ত গমন করিবে না। তিনি এইরূপে শাপ দিয়া ক্ষুধার জ্বালায় পুনরায় ভিক্ষার্থ নির্গত হইলেন এবং সমস্ত নগরী পর্য্যটন করিয়াও কিছুমাত্র না পাইয়া সায়ংকালে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমানসে প্রত্যাগমনকালে অস্তাভিমুখী দিবাকরকে দর্শন করত ভিক্ষাভাণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া আশ্রমে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ভগবতী, সামান্য গৃহিণী মানবী হইয়া এক গৃহদ্বারদেশে দণ্ডায়মানা থাকিয়া ব্যাসকে নিজালয়ে অতিথি হইবার কারণ প্রার্থনা জানাইলেন এবং কহিলেন, হে প্রভো! আজি বহু অন্বেষণেও ভিক্ষুক মিলে নাই! অতিথিভোজন না করাইয়া আমার স্বামী আহার করেন না; তিনি বহুক্ষণ হইতে বৈশ্বদেবাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; সুতরাং অদ্য আপনাকে অতিথি হইতে হইবে। অতিথিভোজন না করাইয়া যে ভোজন করে, সে ব্যক্তি নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত উদরমধ্যে পাপরাশি দিয়া থাকে। এক্ষণে আপনি দয়া করিয়া মদালয়ে উপস্থিত হইয়া আমার পতিদেবের গার্হস্থ্যধর্ম্ম সকল করিয়া কৃতার্থ করুন। ব্যাস কহিলেন, হে সুশীলে! তুমি কে, কোথায় বা থাক? ইহার পূর্ব্বে কখন ত তোমায় দেখি নাই। নিশ্চয় তুমি কোন শরীরিণী পবিত্রা দেবী হইবে; নচেৎ তোমায় দেখিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ কি কারণে এরূপ পরিতৃপ্তি পাইতেছে? হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি কি সুধা; মন্দরাঘাতে ভয় পাইয়া এই স্থানে গুপ্তভাবে রহিয়াছ? নিশ্চয় তুমি চন্দ্রের কলা; কুহু বা রাহুর ভয়ে এই কাশীধামে সীমন্তিনীরূপ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছ। অথবা তুমি সেই লক্ষ্মী; নিজের আলয় কমলনিকর রাত্রিকালে সঙ্কুচিত হয় বলিয়া সর্ব্বদা প্রকাশমান কাশীতে আসিয়া রহিয়াছ। অথবা করুণাময়ী মাতা তুমি কাশীবাসিজনের দুঃখ দূর করত পরমানন্দবিধান করিবার কারণে এই খানে আসিয়াছ। তুমি কি কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? কিংবা সেই সাক্ষাৎ মুক্তিলক্ষ্মী, যিনি চরমসময়ে ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডালের উপর তুল্যদৃষ্টি রাখিয়া থাকেন বলিয়া নিয়ত সেবিতা হন? কিংবা আমার অদৃষ্টদেবীই নারীস্বরূপা হইয়াছ? অথবা সেই ভক্তবৎসলা ভবানীই তুমি? তুমি দানবী, নাগী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, গন্ধর্ব্বী, যক্ষিণী, বা নারী, যেই হও, আমার ইষ্টদেবীই মোহদূর করিবার বাসনায় আসিয়াছ, ইহা বোধ হইতেছে। অথবা ঐ সকল চিন্তা আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার কেহ স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে; তোমার আদেশ পাইলেই সেই মুহূর্ত্তে তাহা পালন করিব। তপস্যা ব্যয় না করিলে যাহা হইবে না, তাহা ব্যতীত মৎসাধ্য সকল কার্য্যই তোমার অনুমতি পাইলে করিতে পারি। হে সুন্দরি! তাদৃশ স্ত্রীগণ মহৎকে মহত্ত্বহানিকর কার্য্যে নিয়োগ করে না। হে সুন্দরি! সত্য কথা বল, তুমি কোন্ ব্যক্তি? কখন ঐ দেহে মিথ্যা বলিবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। হে কুম্ভযোনে! তখন বিশ্বজননী ব্যাসের এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন, হে মুনিবর! আমি অত্রত্য গৃহপতির সহধর্ম্মিণী। আপনি আমাকে জানেন না, কিন্তু নিত্যই আমি আপনাকে শিষ্যগণের সহিত এই খানে পর্য্যটন করিতে দেখিয়া থাকি। হে তাপস! আর বাক্যপ্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন; সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বেই আমার স্বামীর অতিথি হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করুন। মহর্ষি ব্যাস, দেবীর এই বাক্য শুনিয়া নম্রতাসহকারে বলিতে লাগিলেন। ব্যাস কহিলেন, হে সুভগে! আমার একটী নিয়ম আছে, যেখানে তাহার প্রতিপালন হয়, তথায়ই ভিক্ষা করিয়া থাকি। ঈদৃশ তপস্বিবাক্য শ্রবণে ভগবতী

কহিলেন, হে তপোধন! আপনার কিরূপ নিয়ম, তাহা ব্যক্ত করিলে, বোধ করি পতিদেবের অনুকম্পায় তাহার ত্রুটি হইবার সম্ভব নাই। তখন সত্যবতীতনয় সানন্দে তাঁহাকে কহিলেন, আমি যেখানে ভোজন করিব, তথায় আমার দশ সহস্র শিষ্যেরও ভিক্ষাকার্য্য সমাধা হইবে এবং সূর্য্য অস্ত যাইলে আমি ভোজন করি না। ব্যাস এইরূপ কহিলে ভবানীর বদন প্রফুল্ল হইল এবং তিনি "বিলম্বে প্রয়োজন নাই" বলিয়া সকল শিষ্যগণের সহিত সত্বর তাঁহাকে আসিতে কহিলেন। তখন পুনরায় মহর্ষি তাঁহাকে কহিলেন, হে পতিপরায়ণে! তোমার এমন কি দৈবসিদ্ধি আছে, যাহার প্রভাবে শিষ্যগণের সহিত আমাকে ভোজন করাইবে? তচ্ছ্রবণে ভগবতী মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! আমার গৃহে যত অতিথি আসুন না কেন, সকলেরই তৃপ্তি করিতে পারিব; আমার পতির প্রভাবে এতাদৃশ দ্রব্যসম্ভার মদালয়ে সতত রহিয়াছে। হে মুনে! আমি প্রাকৃত গৃহিণীর মত অতিথি আসিলে পর তবে উদ্যোগ করি না; আমার পতির পাদপদ্মের প্রসাদে ভবনের সকল দিক্ ও সকল গৃহ সর্ব্বদা অতিথির অভিলাষানুরূপ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আপনি শীঘ্র আশ্রমে যাইয়া শিষ্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করুন। কারণ আমার অতিথিপ্রিয় বৃদ্ধ পতি অধিক বিলম্ব সহিতে পারিবেন না; সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বেই আপনি সত্বর আসিয়া তদীয় আতিথ্যসম্পৎ সম্পূর্ণ করুন। তখন ব্যাস ক্ষিপ্রগতিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত আসিয়া অতিথিপথাবলোকিনী সেই দেবীকে "হে মাতঃ! আমরা সকলেই সমাগত হইয়াছি, এক্ষণে সূর্য্যদেব অস্তগত হইবার বিলম্ব দেখি না, আপনি শীঘ্র আমাদিগকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করুন। এই কথা বলিয়া সেই অট্টালিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশমাত্রে অট্টালিকার মণিসমূহের কিরণরাশি তাঁহাদের দেহে পতিত হইয়া সূর্য্যকিরণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর অট্টালিকার মধ্যে সকলে প্রবেশ করিলেন! তথায় তাঁহারা যাইবা মাত্র কেহ আসিয়া তাঁহাদের পাদক্ষালন, কেহ পূজা কেহ বা অন্নাদিপরিবেশন করিয়া সকলকে ভোজন করাইল। সেই ব্যাসপ্রমুখ তাপসেরা প্রথমে সেই সকল অন্ন-ব্যঞ্জনাদির গন্ধে আমোদিত হইয়া তৎপরে দেখিয়া ও ভোজন করিয়া অভূতপূর্ব্ব সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। ভোজনান্তে আচমন করিয়া চন্দন, মাল্য ও নূতনবসনে বিভূষিত হইয়া সায়ংকৃত্য সমাধা করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন ও তাঁহাকে বহুতর আশীর্ব্বাদে অভিনন্দন করিয়া আশ্রমে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই দেবী গৃহিনী, প্রাচীন গৃহস্বামীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করিলেন, হে তপোধন! আমার নিকট তীর্থবাসীদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন; আমি সেইরূপে কাশীতে অবস্থান করিব। ধার্ম্মিকবর পরাশরসুত, গৃহিণীর প্রশ্ন শুনিয়া, তৎকৃত অন্নের সুদুর্লভ আতিথ্যসংকারে পরম তৃপ্তি হওয়ায় মৃদু হাস্য করিয়া সেই গৃহিণীরূপিণী ভবানীকে কহিলেন, হে পূতান্তঃকরণে! মাতঃ! আপনার কৃত কার্য্যই ধর্ম্ম, আপনার পতিসেবাপ্রভাবে কোন ধর্ম্মই অজ্ঞাত নাই, তথাপি আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও কিছু বলিব; কারণ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, যদিও সে ব্যক্তি স্বল্পজ্ঞ হয়, তথাপি তাহার কিছু বলা উচিত! হে সুভগে! আপনার বৃদ্ধ পতির সন্তোষ উৎপাদন ব্যতীত আর আপনার কোনও ধর্ম্ম নাই। গৃহিণী কহিলেন, সত্য, ইহাই আমার ধর্ম্ম এবং সাধ্যানুসারে আমি ইহা প্রতিপালনও করিয়া থাকি; কিন্তু আমি আপনাকে সাধারণ ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি তাহা বলুন। ব্যাস কহিলেন, লোকের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমন বাক্য প্রয়োগ, পরের উন্নতিতে অনসূয়া, সতত

বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করা এবং নিজ ভবনের মঙ্গলচিন্তা, ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম! গৃহিণী কহিলেন, এই সকল ধর্ম্মের কোন্ ধর্ম্ম আপনাতে আছে, তাহা বলুন। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাস কিছুই উত্তর করিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন গৃহস্থ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, তোমার মতে ধর্ম্ম যদি এইরূপই হয়, তবে তুমিই ধার্ম্মিক, কারণ তুমি দমনে এবং অভিসম্পাত প্রদানে অত্যন্ত সক্ষম; সুতরাং তোমাতে দয়া ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যাইতেছে। কাম, ক্রোধ, দমন তোমারই সম্ভব; পরের কষ্ট না হয় এমন বাক্য প্রয়োগ করিতে তুমিই উত্তমরূপ জান এবং পরোন্নতিতে সহিষ্ণুতা তোমাতেই দেখা যাইতেছে। তুমিই উত্তমরূপে বিচার করিয়া কার্য্য কর এবং নিরন্তর নিজ গৃহের উন্নতি চিন্তা করিয়া থাক। হে বিদ্বন্! যে ব্যক্তি দুরদৃষ্ট বশতঃ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে না পারিয়া অভিসম্পাত প্রদান করে, সে শাপ কাহার হয়? ইহার উত্তর আমাকে প্রদান কর। ব্যাস কহিলেন, যে ব্যক্তি দুরদৃষ্ট বশতঃ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে না পারিয়া ক্রোধে শাপ প্রদান করে, সেই শাপ সেই বিবেচনাশূন্য শাপদাতারই হয়। গৃহস্থ কহিলেন, হে দ্বিজবর! তুমি নিজে অভাগা বলিয়াই কুত্রাপি ভিক্ষা পাও নাই, কিন্তু নির্দ্দোষী ক্ষেত্রবাসীরা তোমার কি অপরাধ করিয়াছিল? হে তপোধন! আমার এই নগরীর সম্পৎ যাহার চক্ষের শূল হয়, তাহাকেই অভিশাপ আক্রমণ করিয়া থাকে। রে কোপনস্বভাব! তুমি এই শাপশূন্য ক্ষেত্রে থাকিবার অনুপযুক্ত বলিয়া আমার বাক্যে তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে অপসৃত হও। তুমি এই মুহূর্ত্তেই ক্ষেত্রবহির্দ্দেশে নির্গত হও। তুমি এই মোক্ষক্ষেত্র কাশীধামে বাস করিবার অযোগ্য পাত্র। কাশীতে কাশীবাসিগণের উপর অত্যাচারকারী ব্যক্তি, নিজকৃতকর্ম্মের ফলে রুদ্রপিশাচ হইয়া থাকে। ব্যাস এই সকল কথা শুনিয়া শুষ্কতালুকণ্ঠ ও কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া ভবানীর পদতলে পড়িয়া শরণাগত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মাতঃ! রক্ষাকারিণি! এই অনাথকে রক্ষা করুন। হে মাতঃ! আপনার নিজসন্তান অতিমূর্খ, আজ শরণাগত হইতেছি, আমায় রক্ষা করুন। আমার চিত্ত পাপরাশিতে পরিপূর্ণ। শিবশাপ অন্যথা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই সত্য, কিন্তু মাতঃ! আপনি শরণাগতের প্রতি করুণা করিয়া একটী উপায় করুন, যাহাতে এই দাসকে প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে আনন্দধামে প্রবেশ করিতে অনুমতি করেন; তববাক্য মহাদেবের অলঙ্ঘনীয়, তাহা জানি। দয়াময়ী পার্ব্বতী, ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বেশ্বরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া 'তাহাই হইবে' বলিবামাত্র ক্ষেত্রমঙ্গলালয় শিব ও দুর্গার তথায় অন্তর্দ্ধান হইল। ব্যাসও স্বাপরাধ কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্ষেত্রবহির্দ্দেশে আগমন করিয়া তদবধি রাত্রিদিন ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করত অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীদিনে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে লোলার্কের অগ্নিকোণে অবস্থান পূর্ব্বক পরাশরসুত অদ্যাপি কাশীশোভা অবলোকন করেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! মুনে! মহর্ষি ব্যাস এইরূপে ক্ষেত্রকে অভিশপ্ত করায় সেই কারণে স্বয়ংই ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এই সকল কারণে যে ব্যক্তির মুখে কাশীক্ষেত্রের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইবে তিনি শুভলাভ করিতে পারিবেন, ইহার বিপরীতে বিপরীত ঘটনা হয়। যাহার কর্ণকুহরে এই ব্যাসশাপবিমোক্ষণ নামক বিশুদ্ধ অধ্যায় প্রবেশ করে, তাহাকে কখন কোন উপসর্গজন্য ভয় পাইতে হয় না।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬ ॥

কহিলেন, হে তপোধন! আপনার কিরূপ নিয়ম, তাহা ব্যক্ত করিলে, বোধ করি পতিদেবের অনুকম্পায় তাহার ত্রুটি হইবার সম্ভব নাই। তখন সত্যবতীতনয় সানন্দে তাঁহাকে কহিলেন, আমি যেখানে ভোজন করিব, তথায় আমার দশ সহস্র শিষ্যেরও ভিক্ষাকার্য্য সমাধা হইবে এবং সূর্য্য অস্ত যাইলে আমি ভোজন করি না। ব্যাস এইরূপ কহিলে ভবানীর বদন প্রফুল্ল হইল এবং তিনি "বিলম্বে প্রয়োজন নাই" বলিয়া সকল শিষ্যগণের সহিত সত্বর তাঁহাকে আসিতে কহিলেন। তখন পুনরায় মহর্ষি তাঁহাকে কহিলেন, হে পতিপরায়ণে! তোমার এমন কি দৈবসিদ্ধি আছে, যাহার প্রভাবে শিষ্যগণের সহিত আমাকে ভোজন করাইবে? তৎশ্রবণে ভগবতী মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! আমার গৃহে যত অতিথি আসুন না কেন, সকলেরই তৃপ্তি করিতে পারিব; আমার পতির প্রভাবে এতাদৃশ দ্রব্যসম্ভার মদালয়ে সতত রহিয়াছে। হে মুনে! আমি প্রাকৃত গৃহিণীর মত অতিথি আসিলে পর তবে উদ্যোগ করি না; আমার পতির পাদপদ্মের প্রসাদে ভবনের সকল দিক্ ও সকল গৃহ সর্ব্বদা অতিথির অভিলাষানুরূপ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আপনি শীঘ্র আশ্রমে যাইয়া শিষ্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করুন। কারণ আমার অতিথিপ্রিয় বৃদ্ধ পতি অধিক বিলম্ব সহিতে পারিবেন না; সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বেই আপনি সত্বর আসিয়া ত্বদীয় আতিথ্যসম্পৎ সম্পূর্ণ করুন। তখন ব্যাস ক্ষিপ্রগতিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত আসিয়া অতিথিপথাবলোকিনী সেই দেবীকে "হে মাতঃ! আমরা সকলেই সমাগত হইয়াছি, এক্ষণে সূর্য্যদেব অস্তগত হইবার বিলম্ব দেখি না, আপনি শীঘ্র আমাদিগকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করুন। এই কথা বলিয়া সেই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশমাত্রে মণিসমূহের কিরণরাশি তাঁহাদের দেহে পতিত হইয়া সূর্য্যকিরণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর অট্টালিকার মধ্যে সকলে প্রবেশ করিলেন! তথায় তাঁহারা যাইবা মাত্র কেহ আসিয়া তাঁহাদের পাদক্ষালন, কেহ পূজা কেহ বা অন্নাদিপরিবেশন করিয়া সকলকে ভোজন করাইল। সেই ব্যাসপ্রমুখ তাপসেরা প্রথমে সেই সকল অন্ন-ব্যঞ্জনাদির গন্ধে আমোদিত হইয়া তৎপরে দেখিয়া ও ভোজন করিয়া অভূতপূর্ব্ব সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। ভোজনান্তে আচমন করিয়া চন্দন, মাল্য ও নূতনবসনে বিভূষিত হইয়া সায়ংকৃত্য সমাধা করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন ও তাঁহাকে বহুতর আশীর্ব্বাদে অভিনন্দন করিয়া আশ্রমে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই দেবী গৃহিণী, প্রাচীন গৃহস্বামীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করিলেন, হে তপোধন! আমার নিকট তীর্থবাসীদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন; আমি সেইরূপে কাশীতে অবস্থান করিব। ধার্ম্মিকবর পরাশরসুত, গৃহিণীর প্রশ্ন শুনিয়া, তৎকৃত অন্যের সুদুর্লভ আতিথ্যসংকারে পরম তৃপ্তি হওয়ায় মৃদু হাস্য করিয়া সেই গৃহিণীরূপিণী ভবানীকে কহিলেন, হে পূতান্তঃকরণে! মাতঃ! আপনার কৃত কার্য্যই ধর্ম্ম, আপনার পতিসেবাপ্রভাবে কোন ধর্ম্মই অজ্ঞাত নাই, তথাপি আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও কিছু বলিব; কারণ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, যদিও সে ব্যক্তি স্বল্পজ্ঞ হয়, তথাপি তাহার কিছু বলা উচিত! হে সুভগে! আপনার বৃদ্ধ পতির সন্তোষ উৎপাদন ব্যতীত আর আপনার কোনও ধর্ম্ম নাই। গৃহিণী কহিলেন, সত্য, ইহাই আমার ধর্ম্ম এবং সাধ্যানুসারে আমি ইহা প্রতিপালনও করিয়া থাকি; কিন্তু আমি আপনাকে সাধারণ ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি তাহা বলুন। ব্যাস কহিলেন, লোকের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমন বাক্য প্রয়োগ, পরের উন্নতিতে অনসূয়া, সতত

বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করা এবং নিজ ভবনের মঙ্গলচিন্তা, ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম! গৃহিণী কহিলেন, এই সকল ধর্ম্মের কোন্ ধর্ম্ম আপনাতে আছে, তাহা বলুন। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাস কিছুই উত্তর করিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন গৃহস্থ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, তোমার মতে ধর্ম্ম যদি এইরূপই হয়, তবে তুমিই ধার্ম্মিক, কারণ তুমি দমনে এবং অভিসম্পাত প্রদানে অত্যন্ত সক্ষম; সুতরাং তোমাতে দয়া ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যাইতেছে। কাম, ক্রোধ, দমন তোমারই সম্ভব; পরের কষ্ট না হয় এমন বাক্য প্রয়োগ করিতে তুমিই উত্তমরূপ জান এবং পরোন্নতিতে সহিষ্ণুতা তোমাতেই দেখা যাইতেছে। তুমিই উত্তমরূপে বিচার করিয়া কার্য্য কর এবং নিরন্তর নিজ গৃহের উন্নতি চিন্তা করিয়া থাক। হে বিদ্বন্! যে ব্যক্তি দুরদৃষ্ট বশতঃ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে না পারিয়া অভিসম্পাত প্রদান করে, সে শাপ কাহার হয়? ইহার উত্তর আমাকে প্রদান কর। ব্যাস কহিলেন, যে ব্যক্তি দুরদৃষ্ট বশতঃ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে না পারিয়া ক্রোধে শাপ প্রদান করে, সেই শাপ সেই বিবেচনাশূন্য শাপদাতারই হয়। গৃহস্থ কহিলেন, হে দ্বিজবর! তুমি নিজে অভাগা বলিয়াই কুত্রাপি ভিক্ষা পাও নাই, কিন্তু নির্দ্দোষী ক্ষেত্রবাসীরা তোমার কি অপরাধ করিয়াছিল? হে তপোধন! আমার এই নগরীর সম্পৎ যাহার চক্ষের শূল হয়, তাহাকেই অভিশাপ আক্রমণ করিয়া থাকে। রে কোপনস্বভাব! তুমি এই শাপশূন্য ক্ষেত্রে থাকিবার অনুপযুক্ত বলিয়া আমার বাক্যে তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে অপসৃত হও। তুমি এই মুহূর্ত্তেই ক্ষেত্রবহির্দ্দেশে নির্গত হও। তুমি এই মোক্ষক্ষেত্র কাশীধামে বাস করিবার অযোগ্য পাত্র। কাশীতে কাশীবাসিগণের উপর অত্যাচারকারী ব্যক্তি, নিজকৃতকর্ম্মের ফলে রুদ্রপিশাচ হইয়া থাকে। ব্যাস এই সকল কথা শুনিয়া শুষ্কতালুকণ্ঠ ও কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া ভবানীর পদতলে পড়িয়া শরণাগত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মাতঃ! রক্ষাকারিণি! এই অনাথকে রক্ষা করুন। হে মাতঃ! আপনার নিজসন্তান অতিমূর্খ, আজ শরণাগত হইতেছি, আমায় রক্ষা করুন। আমার চিত্ত পাপরাশিতে পরিপূর্ণ। শিবশাপ অন্যথা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই সত্য, কিন্তু মাতঃ! আপনি শরণাগতের প্রতি করুণা করিয়া একটী উপায় করুন, যাহাতে এই দাসকে প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে আনন্দধামে প্রবেশ করিতে অনুমতি করেন; তববাক্য মহাদেবের অলঙ্ঘনীয়, তাহা জানি। দয়াময়ী পার্ব্বতী, ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বেশ্বরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া 'তাহাই হইবে' বলিবামাত্র ক্ষেত্রমঙ্গলালয় শিব ও দুর্গার তথায় অন্তর্দ্ধান হইল। ব্যাসও স্বাপরাধ কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্ষেত্রবহির্দ্দেশে আগমন করিয়া তদবধি রাত্রিদিন ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করত অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীদিনে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে লোলার্কের অগ্নিকোণে অবস্থান পূর্ব্বক পরাশরসুত অদ্যাপি কাশীশোভা অবলোকন করেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! মুনে! মহর্ষি ব্যাস এইরূপে ক্ষেত্রকে অভিশপ্ত করায় সেই কারণে স্বয়ংই ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এই সকল কারণে যে ব্যক্তির মুখে কাশীক্ষেত্রের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইবে তিনি শুভলাভ করিতে পারিবেন, ইহার বিপরীতে বিপরীত ঘটনা হয়। যাহার কর্ণকুহরে এই ব্যাসশাপবিমোক্ষণ নামক বিশুদ্ধ অধ্যায় প্রবেশ করে, তাহাকে কখন কোন উপসর্গজন্য ভয় পাইতে হয় না।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

ক্ষেত্রতীর্থ-বর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে শিবনন্দন! ব্যাসদেবের ঈদৃশ ভবিষ্যৎ ঘটনা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। হে ষড়ানন! এক্ষণে আনন্দকাননে যে যে স্থানে লিঙ্গস্বরূপ যে যে তীর্থ আছেন, আমার নিকট প্রকাশ করুন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্কর এই বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া পার্ব্বতীকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবী কহিয়াছিলেন, হে মহেশ্বর! এই কাশীধামে যে যে স্থলে যে যে তীর্থ অবস্থিত আছেন, হে প্রভো! তৎসমুদায় আমার নিকট ব্যক্ত করুন। তখন দেবদেব কহিলেন, হে বিশালাক্ষি, তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! লিঙ্গ সকলই তীর্থ বলিয়া কথিত আছে, এবং ঐ লিঙ্গরূপ তীর্থ সম্বন্ধেই জলাশয়ের নামও তীর্থ হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অর্ক, শিব ও গণেশাদি যাবতীয় দেবমূর্ত্তিই শিবলিঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত এবং যে যে স্থানে ঐ শিবলিঙ্গ অবস্থিত, তাহাও তীর্থ। এই বারাণসীতে মহাদেবই প্রথম তীর্থ, তাঁহার উত্তরে সারস্বতপদপ্রদ এক মহাকূপ আছে; ক্ষেত্রের পূর্ব্বোত্তর ভাগে অবস্থিত ঐ কূপ দর্শন করিলে মানব পশুপাশ হইতে মুক্ত হয়। তাহার পশ্চাৎভাগে মূর্ত্তিমতী বারাণসী বিরাজ করিতেছেন, তিনি মানবগণকর্তৃক পূজিতা হইলে সতত সুখরাশি প্রদান করিয়া থাকেন। মহাদেবের পূর্ব্বদিকে গোপ্রেক্ষ নামক পরমলিঙ্গ অবস্থিত, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে সম্যক্ গোদানজনিত ফল লাভ করা যায়। পূর্ব্বে ভগবান্ শম্ভুকর্তৃক অবলোকিত হইয়া গোগণ গোলোক হইতে তথায় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার নাম গোপ্রেক্ষ হইয়াছে। উক্ত গোপ্রেক্ষলিঙ্গের দক্ষিণে দধীচীশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছেন, তদ্দর্শনে মানবগণের যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত ফল হইয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণভাগে মধুকৈটভপূজিত অত্রীশ্বর নামক লিঙ্গ বিরাজমান, সযত্নে তাঁহাকে অবলোকন করিলে বিষ্ণুপদ লাভ হয়। গোপ্রেক্ষলিঙ্গের পূর্ব্বদিক্ ভাগে অবস্থিত বিজ্বরেশ্বর নামক লিঙ্গের পূজা করিলে মানবগণ ক্ষণকালমধ্যে বিজ্বর হইয়া থাকে। বিজ্বরেশ্বরের পশ্চিমে চতুর্ব্বেদফলপ্রদ বেদেশ্বর নামে লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। উক্ত বেদেশ্বরের উত্তরে ক্ষেত্রজ্ঞ আদিকেশব অবস্থিত আছেন. তাঁহাকে দর্শন করিলে নিঃসন্দেহ সমুদয় ত্রিভুবন দর্শন করা হয়। তাঁহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে মানব নিষ্পাপ হইয়া থাকে। উক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বে চতুর্ম্মুখ বিধাতা কর্তৃক পূজিত প্রয়াগসংজ্ঞক চতুর্ম্মুখলিঙ্গ বিরাজিত, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মলোকে বাস হয়। সেই স্থানে শান্তিকরী গৌরী আছেন, তিনি পূজিতা হইলে পরম শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। বরণানদীর পূর্ব্বতটে দন্তীশ্বর নামক এক লিঙ্গ আছেন, মানবগণ তাঁহাকে পূজা করিলে কুলবর্দ্ধন বহুপুত্র লাভ করিতে পারে। উক্ত দন্তীশ্বরের উত্তরে কাপিলহ্রদ নামে এক তীর্থ আছে, ঐ হ্রদে স্নান ও বৃষভধ্বজকে অর্চ্চনা করিলে রাজসূয়যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইয়া থাকে। অধিক কি, পুত্রগণ যদি ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের রৌরবাদি নরকগত কোটী পূর্ব্বপুরুষগণও পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! গোপ্রেক্ষলিঙ্গের উত্তরভাগে অনসূয়েশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে রমণীগণ, নিঃসন্দেহ সম্পূর্ণ পাতিব্রত্যফল লাভ করিয়া থাকে। উক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বভাগস্থিত সিদ্ধিবিনায়কের পূজা করিলে, যাহার যেরূপ বাসনা সমুদয় সফল হয়। সিদ্ধিবিনায়কের পশ্চিমে হিরণ্যকশিপুপ্রতিষ্ঠিত, হিরণ্য ও অশ্বসমৃদ্ধিপ্রদ এক লিঙ্গ ও হিরণ্যকূপ নামে এক কূপ আছে। তাহার পশ্চিমে মুণ্ডাসুরেশ্বর নামক সিদ্ধিপ্রদ এক লিঙ্গ এবং গোপ্রেক্ষলিঙ্গের নৈঋত

ভাগে অভীষ্টদায়ক বৃষভেশ্বর নামক লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। হে মুনে। মহাদেবের পশ্চিমে স্কন্দেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত, মানবগণ ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে আমার সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। উক্ত স্কন্দেশ্বরের পার্শ্বে শাখেশ্বর, বিশাখেশর ও নৈগমেয়েশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন এবং ঐস্থানেই নন্দী প্রভৃতি মদীয় অন্যান্য গণগণের প্রতিষ্ঠিত শত সহস্র লিঙ্গ বিরাজমান, ঐ সকল লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে মানবগণের সেই সেই গণের সালোক্য লাভ হয়। নন্দীশ্বরলিঙ্গের পশ্চিমে কুবুদ্ধিনাশক শিলাদেশ্বর এবং সেই স্থানেই মহাবলপ্রদ শুভ হিরণ্যাক্ষেশ্বর নামে লিঙ্গ অবস্থিত। তাহার দক্ষিণে সর্ব্বসুখপ্রদ অট্টহাস নামকলিঙ্গ অট্টহাসলিঙ্গের উত্তরে প্রসন্নবদন নামক শুভ এক লিঙ্গবিরাজ করিতেছেন। ভক্তগণ উক্ত প্রসন্নবদনাখ্যলিঙ্গ অবলোকন করিলে সর্ব্বদা প্রসন্নমুখে অবস্থান করিতে পারে। তাঁহার উত্তরে মানবগণের মলনাশক প্রসন্নোদক নামে এক কুণ্ড আছে। পূর্ব্বোক্ত অট্টহাসলিঙ্গের পশ্চিমে মিত্রাবরুণ নামক মহাপাতকহারী দুই লিঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিলে তাঁহাদিগের লোকে গমন করা যায়। অট্টহাসলিঙ্গের নৈঋতকোণে অবস্থিত বৃদ্ধবাশিষ্ঠ নামক লিঙ্গের পূজা করিলে মহৎ জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। উক্ত বশিষ্ঠেশ্বরের সমীপে বিষ্ণুলোকপ্রদ কৃষ্ণেশ্বর এবং তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মতেজোবিবর্দ্ধক যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রহ্লাদেশ্বর লিঙ্গ, স্বয়ং ভগবান্ শিব, ভক্তগণের অনুগ্রহের জন্য ঐ লিঙ্গে লীন আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে পরম ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। উক্ত প্রহ্লাদেশ্বরের পূর্ব্বদিকে স্বর্লীন মানসলিঙ্গ আছেন, মানবগণের যত্নপূর্ব্বক উঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। পরমানন্দপ্রার্থী জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যাদৃশ গতি লাভ হয়, উক্ত লিঙ্গসমীপে যাঁহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগেরও সেই গতি হইয়া থাকে। স্বর্লীন লিঙ্গের সম্মুখে বৈরোচনেশ্বর লিঙ্গ এবং তাঁহার উত্তরে মহাবলবিবর্দ্ধক বলীশ্বর লিঙ্গ ও সেই স্থানেই পূজকগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বাণেশ্বরলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। চন্দ্রেশ্বরের পূর্ব্বে বিদ্যেশ্বর নামক যে লিঙ্গ আছেন, তাঁহার সেবা করিলে সমস্ত বিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণে মহাসিদ্ধিবিধায়ক বীরেশ্বরলিঙ্গ ও সেই স্থানেই সর্ব্বদুষ্টবিমর্দ্দিনী বিকটা দেবী এবং পঞ্চমুদ্র নামে মহাপীঠ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ পীঠ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত, ঐ স্থানে মহামন্ত্র জপ করিলে, নিঃসন্দেহ অবিলম্বে সিদ্ধিলাভ করা যায়। ঐ পীঠের বায়ুকোণস্থিত সাগরেশ্বরলিঙ্গের পূজা করা কর্ত্তব্য, তাঁহাকে অবলোকন করিলে সম্পূর্ণ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। উক্ত লিঙ্গের ঈশানকোণে তির্য্যক্‌যোনিনিবারক বাণীশ্বর এবং তাঁহার উত্তরে মহাপাপরাশির সংহারকারী সুগ্রীবেশ্বর, ব্রহ্মচর্য্যফলপ্রদ হনুমদীশ্বর ও মহাবুদ্ধিদায়ক জাম্ববদীশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত আশ্বিনেয়েশ্বর নামক শিবলিঙ্গদ্বয়ের পূজা করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদিগের উত্তরে, গোগণের ক্ষীরপূরিত ভদ্রহ্রদ নামে এক হ্রদ আছে। মানব, যথাবিধি সহস্র কপিলা গো দান করিলে যে ফল হয়, ঐ হ্রদে অবগাহন করিতে পারিলেও নিঃসংশয় তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী হইলে, ঐ স্থানে পরম পুণ্যকাল উপস্থিত হয়, সেই সময়ে উক্ত হ্রদে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। উক্ত হ্রদের পশ্চিম তটস্থিত হ্রদেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে, মানব নিঃসন্দেহ সেই পুণ্যে গোলোকপুরী গমন করিয়া থাকে। ভদ্রেশ্বরের নৈঋতকোণে উপাশান্ত নামে শিবলিঙ্গ আছেন, হে মুনে! ঐ লিঙ্গ স্পর্শ করিলে মানব পরম শান্তি লাভ করে এবং উক্ত উপশান্ত নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ পরিহারপূর্ব্বক মঙ্গলরাশি সঞ্চয় করিয়া থাকে। তাঁহার উত্তরে

যোনিচক্রনিবারক চক্রেশ্বর নামক লিঙ্গ ও তদুত্তরে মহাপুণ্যবিবর্দ্ধক এক চক্রহ্রদ আছে। যে ব্যক্তি উক্ত হ্রদে অবগাহন করিয়া পরম ভক্তিসহকারে চক্রেশ্বরের অর্চ্চনা করে, সে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। তাঁহার নৈঋতকোণে শূলেশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছেন। সযত্নে তাঁহাকে সন্দর্শন করা বিধেয়। হে বরবর্ণিনি! পূর্ব্বে স্নানের নিমিত্ত আমা কর্ত্তৃক শূল ন্যস্ত হওয়ায় শূলেশ্বরের সম্মুখে ঐ মহান্ হ্রদ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মানব উক্ত হ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক ভগবান্ শূলেশ্বরকে অবলোকন করিলে, সংসারগহ্বর পরিত্যাগ করিয়া, রুদ্রলোকে গমন করে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ, উক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বাংশে ঘোরতর তপস্যা করিয়া, পরে এক পরম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ও এক শুভ কুণ্ড স্থাপিত করিয়াছেন, ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া, নারদেশ্বরলিঙ্গ সন্দর্শন করিলে, মানব নিশ্চিত মহাঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। নারদেশ্বরের পূর্ব্বভাগস্থিত বৃদ্ধাতকেশ্বর নামক লিঙ্গ দর্শন করিলে, সমুদয় পাতক হইতে মুক্ত হইয়া, নির্ম্মল গতি লাভ করিয়া থাকে। উক্ত লিঙ্গের সম্মুখে অত্রিকুণ্ড অবস্থিত, তাহাতে স্নান করিতে পারিলে, আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তাহার বায়ুকোণে সর্ব্ববিঘ্ননাশক বিঘ্নহর্ত্তা নামক গণেশ ও বিঘ্নহর নামে এক কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নানে বিঘ্নশান্তি হইয়া থাকে। ইহার উত্তরদিকে অনারকেশ্বর নামে পরমলিঙ্গ ও অনারক নামে কুণ্ড আছে, এই কুণ্ডে স্নান করিলে, মনুষ্যের নিরয়গতি হয় না। হে মহামুনে! তাহার উত্তরভাগে বরণানদীর সুরম্য তীরে, বরণেশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, ইঁহার আরাধনায়, অক্ষপাদ নামে একজন শৈব এই স্থূল শরীরেই পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চিমে পরম নির্ব্বাণদাতা শৈলেশ্বরলিঙ্গ আছেন। তদ্দক্ষিণে অক্ষয়সিদ্ধিদাতা কোটীশ্বরলিঙ্গ ও কোটীতীর্থহ্রদ বর্ত্তমান আছে, এই হ্রদে স্নান ও কোটীশ্বরলিঙ্গের পূজা করিয়া মানব, কোটী গো-দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোটীশ্বরের অগ্নিকোণে এক মহাশ্মশানস্তম্ভ আছে, তাহাতে রুদ্রদেব সর্ব্বদা উমার সহিত অবস্থান করেন। এই স্তম্ভ ভূষণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া দিলে, মনুষ্য রুদ্রপদ লাভ করে। এই স্থানেই কপালেশ্বর লিঙ্গ আছেন ও তৎসমীপে কপালমোচন নামে মহাতীর্থ আছে, ইহাতে স্নান করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরদিকে ঋণমোচননামে তীর্থ শোভিত আছে, ইহাতে স্নানে, নরগণ ঋণমুক্ত হইয়া যায়; এই স্থানেই অঙ্গারকতীর্থ ও অঙ্গার নির্ম্মল কুণ্ড বিদ্যমান আছে, এই অঙ্গারক তীর্থে স্নানফলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে ইহাতে স্নান করে, সে ব্যাধিমুক্ত ও চিরসুখী হয়। তাহার উত্তরে জ্ঞানদাতা বিশ্বকর্ম্মেশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন। তদ্দক্ষিণে মহাকুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ ও শুভোদ নামে শুভ কূপ বর্ত্তমান আছে; এই কূপে অবশ্য স্নান করা উচিত এবং তথায় আমি অতি সুন্দর মুণ্ডমালা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম বলিয়া পাপ হারিণী দেবী মহামুণ্ডা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তথায় আমি খট্টাঙ্গ ধারণ করিয়াছিলাম বলিয়া খট্টাঙ্গেশ্বর লিঙ্গ আবির্ভূত হন, এই খট্টাঙ্গেশ্বরকে দর্শন করিলে মনুষ্য নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণে ভুবনেশ্বর লিঙ্গ ও তন্নামক কুণ্ড বিরাজমান আছে, এই কুণ্ডে স্নানের ফল মানব ভুবনেশ্বর হইয়া থাকে। তদ্দক্ষিণে বিমলেশ্বরলিঙ্গ ও বিমলোদক যে কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান ও তাঁহাকে দর্শন করিলে মনুষ্য মলমুক্ত হইয়া থাকে। এইস্থানে ত্র্যম্বক নামে শৈব সিদ্ধ হইয়া এই পাঞ্চভৌতিক দেহে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপশ্চিমে অতি পুণ্যদায়ক ভৃগুমুনির আশ্রম আছে, বিধিপূর্ব্বক তাহা অর্চ্চনা করিলে মনুজগণ শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। তাহার দক্ষিণে মহাশুভফলদাতা শুভেশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, ইঁহারই প্রসাদে মহাতপা কপিলমুনি সিদ্ধ

হইয়াছিলেন। তথায় তৎপ্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন ও তাঁহার সন্নিধানে এক রমণীয় গুহা আছে, যে ব্যক্তি সেই গুহায় প্রবেশ করে, তাহার পুনরায় গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। এইস্থানে অশ্বমেধফলদায়ক যজ্ঞোদ নামে কূপ আছে। এই কপিলেশ্বরই অকারাদি পঞ্চবর্ণাত্মক সেই ওঙ্কারেশ্বর স্বরূপ, কিন্তু মৎস্যোদরীর উত্তরকূলে যে নাদেশ্বর আছেন তিনি আমার স্বরূপ জানিবে। নাদেশ্বরই পরমব্রহ্ম পরম গতি ও দুঃখসংসার-মোচনের উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যখন সেই নাদেশ্বর লিঙ্গ দর্শনার্থে জাহ্নবী সমাগত হন, তখন তাহাকে মৎস্যোদরী কহিয়া থাকে, তথায় স্নান বহুপুণ্যে সংঘটিত হয়। হে মহাদেবি! যখন মৎস্যোদরী গঙ্গা পশ্চিমস্থিত কপিলেশ্বর লিঙ্গে সমাগত হন, তখন একযোগ ঘটিয়া থাকে, তাহা সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না! কপিলেশ্বরের উত্তর-দিকে উদ্দালকেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে পরম সিদ্ধিলাভ সকলেরই সুলভ। তাঁহার উত্তরে সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাতা বাস্কলীশলিঙ্গ ও তদ্দক্ষিণে কৌস্তুভেশ্বর লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। এই কৌস্তুভেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনায় মনুষ্য কদাপি রত্নরাশিশূন্য হয় না। ইহাঁর দক্ষিণে শঙ্কুকর্ণেশ্বর লিঙ্গ, ইহাঁকে সেবা করিয়া অদ্যাপি সাধক পরম জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। কপিলেশ্বর সমীপে যে গুহা আছে, তাহার দ্বারদেশে অঘোরেশ্বর লিঙ্গ ও তদন্তরে অঘোরোদ নামে অশ্বমেধযাগের ফলদাতা এক শুভ কূপ আছে। তথায় গর্গেশ্বর ও দমনেশ্বর নামক দুইটী শুভ লিঙ্গ আছেন, ইহাঁদিগের আরাধনায় গর্গ ও দমন নামক মুনিদ্বয় এই দেহে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং এই লিঙ্গ-দ্বয়ের সেবায় বাঞ্ছিতসিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার দক্ষিণে রুদ্রাবাস নামে এক মহাকুণ্ড ও রুদ্রেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে পূজা করিলে কোটি রুদ্রপূজার ফল লাভ হইয়া থাকে। হে অপর্ণে! পূর্ব্ব ফল্গুনীনক্ষত্রযুক্ত চতুর্দ্দশীই এই কুণ্ডে স্নানের অতি প্রশস্তকাল, তখন স্নানে মহাফল হইয়া থাকে। মনুষ্য রুদ্রকুণ্ডে স্নান করিয়া রুদ্রেশ্বরকে দেখিয়া যথায় তথায় মরিলেও রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। তাহার নৈঋত-কোণে মহালয়েশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাহার সম্মুখে তন্নামক এক কূপ, এইস্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া মনুষ্য যদি কূপে পিণ্ডনিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ও তাহার একত্রিশ পুরুষ পর্য্যন্ত রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! এই স্থানে বৈতরণী নামে পশ্চিমমুখী এক দীর্ঘিকা আছে, তথায় স্নানে মানুষ নরকগামী হয় না। রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমে বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে গুরুবার পুষ্যানক্ষত্র যোগে দেখিলে দিব্যবাণী লাভ হইয়া থাকে, রুদ্রাবাসের দক্ষিণে কামেশ্বর লিঙ্গ ও তাহার দক্ষিণে তন্নামক মহাকুণ্ড আছে, ইহাতে স্নান করিলে যাহা মনুষ্য চিন্তা করে, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং তথায় চৈত্রমাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে যাত্রা করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হয়। কামেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমদিকে নলকূবর লিঙ্গ ও তাহার সম্মুখে ধনধান্যসমৃদ্ধিদাতা এক পবিত্র কূপ বর্ত্তমান আছে। নলকূবরেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে সূর্য্যাচন্দ্রমসেশ্বর নামে দুই লিঙ্গ আছেন, তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিলে অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া যায়। তদ্দক্ষিণভাগে অধ্বকেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দেখিলে মোহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেইস্থানে মহাসিদ্ধিপ্রদ, সিদ্ধীশ্বর নামক ও মণ্ডলেশ্বর পদপ্রদাতা মণ্ডলেশ্বর নামধেয় লিঙ্গ আছেন। কামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে সমৃদ্ধিদাতা, চ্যবনেশ্বর লিঙ্গ এবং তথায় রাজ-সূয়যজ্ঞের ফলদাতা সনকেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগেই যোগসিদ্ধিকর-সনৎকুমার লিঙ্গ এবং তাঁহার উত্তরে অশেষ জ্ঞানদাতা সনন্দেশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহার দক্ষিণে আহুতীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে হোমফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার দক্ষিণ পুণ্যজনক পঞ্চশিখেশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহার পশ্চিমদেশে সুকৃত-

বৰ্দ্ধক, মার্কণ্ডের হ্রদ আছে। মানব সেই হ্রদে স্নান করিলে শোকের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। তাহাতে স্নান ও দান অক্ষয়পুণ্য-প্রদ। তাহার উত্তরেই নিখিল সিদ্ধসমূহপূজিত কুণ্ডেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। পাশুপতমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর তপশ্চরণ করিলে যে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কুণ্ডেশ্বর দর্শনে মনুষ্য সেই ফললাভ করিতে সমর্থ হয়। মার্কণ্ডেয়হ্রদের পূর্ব্বদিকে শাণ্ডিল্যেশ্বর নামক লিঙ্গ এবং তাঁহার পশ্চিমে চণ্ডেশ্বর-লিঙ্গ আছেন। সূর্য্যোপরাগকালে স্নানাদি করিলে যে পাপ বিনষ্ট হয়, তাঁহাকে দর্শন করিলেও সেই পাপ নষ্ট হয়। কপালে-শ্বরের দক্ষিণে শ্রীকণ্ঠ নামক কুণ্ড আছে, নর সেই কুণ্ডে অবগাহন করিলে, লক্ষ্মীর দয়ার দাতা হইয়া থাকে। সেই কুণ্ডের নিকটেই মহালক্ষ্মীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, নর শ্রীকণ্ঠ-কুণ্ডে অবগাহন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলে, দিব্যস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক চামর দ্বারা বীজিত হয়। সুরগণ যখন রমণীগণে পরিবৃত হইয়া মৎস্যো-দরীতে আগমন করেন, তখন তাঁহারা সেই স্থান দিয়া গমনাগমন করেন, তজ্জন্য তাহার নাম "স্বর্গদ্বার"। সেই কুণ্ডের দক্ষিণভাগে ব্রহ্মপদদায়ী লিঙ্গ আছেন এবং তথায় "গায়ত্রী-শ্বর" ও সাবিত্রীশ্বর নামে দুইটী লিঙ্গ আছেন। নরগণ সযত্নে তাঁহাদিগের পূজা করিবে। মৎস্যোদরীর সুরম্য তটে সত্যবতীশ্বরনামধেয়-লিঙ্গ এবং গায়ত্রীশ্বর ও সাবিত্রীশ্বরের পূর্ব্বভাগে তপঃশ্রীবর্দ্ধকলিঙ্গ আছেন। লক্ষ্মীশ্বরের পূর্ব্বভাগে উগ্রেশ্বর নামক মহালিঙ্গ আছেন, মানব তাঁহার পূজা করিলে জাতিস্মর হয়। তাঁহারই দক্ষিণে উগ্রকুণ্ড অবস্থিত। তাহাতে স্নান করিলে কনখলতীর্থে স্নানাপেক্ষা অধিক সুকৃত লাভ হয়। সেই লিঙ্গের পশ্চিমে করবীরেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়। তাঁহার নৈঋত্যদিকে, পাপপ্রণোদন মরীচীশ্বরলিঙ্গ ও মরীচিকুণ্ড আছেন, এবং তাহারই পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রেশ্বরলিঙ্গ ও চন্দ্রকুণ্ড আছেন। ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে কর্কোটপুষ্করিণী আছে, তাহাতে স্নান করিয়া কর্কোটেশ্বরকে দর্শন করিলে নাগ-সমূহের উপর আধিপত্য লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্মহত্যা-পাতকনাশক দৃমিচণ্ডীশ নামক লিঙ্গ আছেন। তাঁহার দক্ষিণে রুদ্রলোকফলদ মহাকুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডের পশ্চিমভাগেই অগ্নীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহারই পূর্ব্বদিকে অগ্নি-লোকদায়ী আগ্নেয় কুণ্ড আছে। তাহার দক্ষিণে অপর একটী কুণ্ড আছে সেই কুণ্ডে স্নান করিলে, নর, পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গে বাস করে। তাহার পূর্ব্ব-দিকে চন্দ্রলোকফলপ্রদ বালচন্দ্রেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। বালচন্দ্রেশ্বরের চতুর্দ্দিকে প্রমথসমূহে পরিবৃত বহুতর লিঙ্গ আছেন, সেই সকল লিঙ্গ দর্শন করিলে গাণপত্য-পদপ্রাপ্ত হওয়া যায়। বালচণ্ডেশ্বরের সমীপে পিতৃগণের একটী কূপ আছে, তাহাতে স্নান করিয়া পিণ্ডদান করিলে সপ্তপুরুষের উদ্ধার হইয়া থাকে। সেই কূপের পূর্ব্বদিকে বিশ্বেশ্বর নামক অতি পবিত্র লিঙ্গ আছেন, বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বদিকে বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহারই সম্মুখে সর্ব্বপ্রকার রোগনাশক কালোদ নামে কূপ আছে, নারী বা নর তাহার জল পান করিলে তাহাদিগের শতকোটীকল্পেও আর ইহ জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, মানব সেই জলপান করিলে কর্ম্মবন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। সেই কূপে শৈবসমূহ যৎকিঞ্চিৎ দান করে, প্রলয়কালেও তাহার ক্ষয় হয় না। যাহারা সেই কূপের সংস্কার করে, তাহারা রুদ্রলোকে সুখে বাস করে। কালেশ্বরের উত্তরভাগে দক্ষেশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, তাঁহার অর্চ্চনা করিলে সহস্র অপরাধ বিনষ্ট হয়। তদীয় পূর্ব্বভাগে মহাকালেশ্বর নামক মহালিঙ্গ এবং মহাকুণ্ডও আছে, সেই কুণ্ডে স্নানপূর্ব্বক মহাকালেশ্বরের পূজা করিলে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের পূজা করা হয়

তাঁহার দক্ষিণে অন্তকেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিলে অন্তক হইতে ভয় থাকে না। তাঁহার দক্ষিণ-দিকে হস্তিপালেশ্বর নামে বিখ্যাত লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে হস্তিদানজন্য পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। তথায় ঐরাবতেশ্বর লিঙ্গ এবং ঐরাবত কুণ্ড আছে, সেই লিঙ্গের পূজা করিলে ধন ধান্য সম্পত্তিলাভ হয়। তাঁহার দক্ষিণে কল্যাণপ্রদ মালতীশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। হস্তীপালেশ্বরের উত্তরভাগে বিজয়দাতা জয়ন্তের লিঙ্গ আছেন। মহাকালকুণ্ডের উত্তরে বন্দীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন এবং সেই স্থানেই মহাপাপাপনোদন বিখ্যাত বন্দিকুণ্ড আছে। তাহাতে অবগাহন, দান এবং শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় সুকৃতপ্রাপ্তি হয়। সেই স্থানেই ধন্বন্তরীশ্বরলিঙ্গ এবং তন্নামধেয় একটী কুণ্ড আছে, ঐ লিঙ্গের নাম তুঙ্গেশ্বর ও সেই কুণ্ড বৈদ্যেশ্বর বলিয়া অভিহিত। ঐ কুণ্ডে ধন্বন্তরি, আরোগ্যকর অমৃতময় মহৌষধ সকল নিক্ষেপ করিয়াছেন; ঐ কুণ্ডে স্নান ও সেই লিঙ্গ বিলোকন করিলে উৎকট পাপসমূহ ও সর্ব্ব-প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। তাঁহার উত্তরে সর্ব্বরোগোপশমকারী হলীশেশ্বরলিঙ্গ আছেন। তুঙ্গেশ্বরের দক্ষিণভাগে শ্রেয়স্কর শিবেশ্বরলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দক্ষিণে জমদগ্নীশ্বর নামক মঙ্গলময় লিঙ্গ আছেন। তদীয় পশ্চিমভাগে ভৈরবকূপ এবং ভৈরবেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, সেই কূপের সলিল পান করিলে সর্ব্বযাগের ফল প্রাপ্তি হয়। তাহার পশ্চিমে যোগসিদ্ধি-দাতা শুকেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। তাঁহার নৈঋতদেশে বিমলোদক নামে কূপ এবং ব্যাসেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত। সেই কূপে স্নানপূর্ব্বক দেব এবং পিতৃগণের তর্পণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত প্রাপ্তি হয়। ব্যাসতীর্থের পশ্চিমে ঘণ্টাকর্ণহ্রদ আছে। সেই হ্রদে স্নান করত ব্যাসেশ্বর দর্শন করিয়া কুদেশে মরিলেও কাশীমরণফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘণ্টাকর্ণ-হ্রদের নিকটে, পঞ্চচূড়া নামক এক অপ্সরঃ-সরোবর আছে। সেই সরোবরে স্নান করিয়া তন্নীশ্বর নামক লিঙ্গ বিলোকন করিলে নর স্বর্গলোকে গমন করে এবং পঞ্চচূড়ার প্রণয়পাত্র হয়। সেই সরসীর দক্ষিণে সর্ব্বপ্রকার জাড্যশান্তিকর গৌরীকূপ আছে। পঞ্চচূড়ার উত্তরে অশোকতীর্থ আছে, তাহার উত্তরে মহাপাপহারী-মন্দাকিনীতীর্থ, এই তীর্থ স্বর্গলোকেও মহাপুণ্যপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত, মর্ত্ত্যলোকের ত কথাই নাই। তাহার উত্তরে ক্ষেত্র-মধ্যস্থলে শয়ান, মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত, চৈত্রমাসীয় অশোকাষ্টমীতে সেই স্থানে জাগরণ করিলে কখনও শোক-কবলিত হইতে হয় না এবং সর্ব্বদাই আনন্দযুক্ত থাকে। সুকৃতিপ্রদ এই মধ্যমেশ্বর-লিঙ্গের ক্ষেত্রের পরিমাণ চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ। পিতৃলোকেরা সর্ব্বদা এই কথা বলেন যে, "আমাদিগের কুলোৎপন্ন কেহ কি চিত্তসংযমপূর্ব্বক মন্দাকিনীতীর্থে স্নান করিয়া বিপ্র যতি শৈবগণকে ভোজন করাইবে?" মানব, মন্দাকিনীতীর্থে স্নান করিয়া মধ্যমে-শ্বরকে দর্শন করিলে একবিংশতি-পুরুষসহ চির-কাল রুদ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। মধ্যমেশ্বরের দক্ষিণভাগে, বিশ্বদেবেশ্বরনামধেয় পবিত্রলিঙ্গ অবস্থিত, তাঁহার অর্চ্চনা করিলে ত্রয়োদশ বিশ্বদেব অর্চ্চিত হন, তাঁহার পূর্ব্বদিকে মহাবীরত্বদাতা বীরভদ্রেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহার দক্ষিণাংশে মঙ্গলদায়িনী ভদ্রকালী আছেন এবং তথায় অতিমাত্র কল্যাণদায়ক ভদ্রকালহ্রদ আছে। সেই হ্রদের পূর্ব্বদিকে পরম জ্ঞানপ্রদ আপস্তম্বেশ্বরলিঙ্গ বর্ত্তমান; তাঁহার উত্তরে পুণ্যকূপ এবং পুণ্যকূপের উত্তরে শৌনক হ্রদ, সেই হ্রদের পশ্চিমে শৌনকেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, শৌনকহ্রদে অবগাহন করিয়া শৌনকেশ্বর দর্শন করিলে, উত্তম বুদ্ধি ও মৃত্যুভয়হারী দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণে তির্য্যগ্‌যোনি হইতে পরিত্রাণ-কারক এক লিঙ্গ আছেন; তাঁহার নাম জম্বুকেশ্বর। তাঁহার উত্তর গানবিদ্যাপ্রদ মতঙ্গেশ্বরলিঙ্গ; ইহাঁর বায়ুকোণে মুনিগণ-

প্রতিষ্ঠিত বহুতর লিঙ্গ আছেন, তাঁহারা সকলেই সিদ্ধিপ্রদ। মতঙ্গেশ্বরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ব্রহ্মতারেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিলে, কখন অপমৃত্যুর ভয় থাকে না। নিকটেই বহুতর পিতৃলিঙ্গ ও আজ্যপেশ্বর নামক এক লিঙ্গ আছেন, যাঁহাদের সেবা করিলে পিতৃগণ পরম প্রীতিলাভ করেন। তাঁহার দক্ষিণেই বহুতর সিদ্ধগণের আবাসস্থান সিদ্ধকূপ, তথায় বায়ুরূপধারী ও সূর্য্যকিরণগামী সিদ্ধগণ-প্রতিষ্ঠিত যে সিদ্ধেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সমস্ত সিদ্ধিলাভ করা যায়। তাঁহার পশ্চিমে সিদ্ধবাপী, যথায় স্নান ও যাহার জল পান করিলেও সিদ্ধি লাভ হয়। ইহার পূর্ব্বে যে ব্যাঘ্রেশ্বরলিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্যাঘ্র বা চৌরভয় থাকে না। তাঁহার দক্ষিণে জ্যেষ্ঠস্থানতীর্থে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ জ্যেষ্ঠেশ্বর লিঙ্গ আছেন। আনন্দনিলয় প্রহসিতেশ্বর নামক লিঙ্গ; তাঁহার দক্ষিণে স্থাপিত। তাঁহার উত্তরে নিবাসেশ্বর লিঙ্গ; ইহাঁর প্রসাদে কাশীবাস সফল হয়। নিকটেই চতুঃসমুদ্রকূপ; এই স্থানে স্নান করিলে অব্ধিস্নানের ফললাভ হয়। সেই স্থানেই জ্যেষ্ঠপদপ্রদা জ্যেষ্ঠা দেবী আছেন। চণ্ডীশ্বর নামক লিঙ্গ ব্যাঘ্রেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত; তাঁহার উত্তরে পিতৃলোক-প্রীতিপ্রদ দণ্ডখাত সরোবর। তথায় গ্রহণানন্তর স্নান করিলে অতিশয় পুণ্যফল লাভ হয়, সেই স্থানেই জৈগীষব্যেশ্বরলিঙ্গবিশিষ্ট জৈগীষব্যগুহা; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হয়। তাঁহার পশ্চাতে মহাপুণ্যদ দেবলেশ্বর লিঙ্গ, তৎসমীপেই শতবর্ষ পরমায়ুপ্রদ শতকালেশ্বর লিঙ্গ; ইহাঁরই আবির্ভাব জন্য ভগবান্ মহেশ্বর শতবর্ষ অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর দক্ষিণে শাতাতপেশ্বর লিঙ্গ, ইনি মহাজপের ফল প্রদান করেন। ইহাঁর পশ্চিমদিকে মহাফলের হেতু স্বরূপ হেতুকেশ্বর; তাঁহার দক্ষিণে মহাজ্ঞানবিধায়ক অক্ষপাদেশ্বর। তাঁহারই সম্মুখে পুণ্যোদক নামক কূপ এবং কণাদেশ্বর লিঙ্গ আছেন সেই কূপে স্নানান্তে কণাদেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে কখন ধন-ধান্যহীন হয় না। তাঁহার দক্ষিণে ভূতীশ্বর নামক লিঙ্গ, ইনি সাধুগণের ভূতিবৃদ্ধি করেন। তাঁহার পশ্চিমে পাপক্ষয়কারী আষাঢ়ীশ্বর লিঙ্গ ও তাঁহার পূর্ব্বদিকে সর্ব্বকামপ্রদ দুর্ব্বাসেশ্বর লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন; তাঁহার দক্ষিণে সর্ব্বপাপধ্বংসকারক ভারভূতেশ্বরলিঙ্গ। ব্যাসেশ্বরের পূর্ব্বদিকে মহাজ্ঞানবিধায়ক শঙ্খেশ্বর ও লিখিতেশ্বর নামক লিঙ্গদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন। মানবগণ ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেখিবেন। একবার মাত্র বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে নিষ্ঠাপূর্ব্বক পাশুপতব্রত-উদ্যাপনের ফল হয়। যোগজ্ঞানবিধায়ক অবধূতেশ্বরলিঙ্গ ও সর্ব্বপাপহারী অবধূত তীর্থ বিশ্বেশ্বরের ঈশান কোণে অবস্থিত। পশুপাশমোচনকারী পশুপতীশ্বর লিঙ্গ অবধূতেশ্বরের পূর্ব্বদিকে স্থাপিত। মহাভিলষিতপ্রদ গোভিলেশ্বর লিঙ্গ তাঁহার দক্ষিণে ও বিদ্যাধরপদবিধায়ক জীমূতবাহনেশ্বর তাহার পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত। পঞ্চনদে ময়ূরার্ক ও গভস্তীশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহার উত্তরে অবস্থিত দধিকল্প হ্রদ নামে মহাকূপে স্নান করিয়া গভস্তীশ্বর দর্শন অতি দুর্লভ; দধিকল্পেশ্বর নামক লিঙ্গ তাঁহার উত্তরে অবস্থিত, এই লিঙ্গ দর্শনে মানব কল্পান্ত পর্য্যন্ত শিবলোক প্রাপ্ত হয়। গভস্তীশ্বরের দক্ষিণ ভাগে যে শিবালয়া মঙ্গলা গৌরী আছেন, তাঁহার উদ্দেশে ব্রাহ্মণদম্পতীকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি ভূষিত করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিলে, ভূমণ্ডলপ্রদক্ষিণের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মঙ্গলা গৌরীর সমীপে মুখপ্রেক্ষেশ্বর লিঙ্গের উত্তরে বদনপ্রেক্ষণা নাম্নী দেবী ও তৃষ্ট্রীশ্বর এবং বৃত্রেশ্বর নামক লিঙ্গদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে সুবর্ণের সহিত ভূমিদানের ফল ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। শুভপ্রদা চর্চ্চিকা দেবী তাঁহাদের উত্তরে অবস্থিতা, ইহাঁর সম্মুখে শান্তিবিধায়ক রেবতেশ্বর লিঙ্গ ও তাঁহার সমীপে শুভপ্রদ পঞ্চনদেশ্বর লিঙ্গ

প্রতিষ্ঠিত আছেন। মঙ্গলা গৌরীর পশ্চিমে মঙ্গলোদ নামক মহাকূপ, তাহারই সমীপে উপমন্যুপ্রতিষ্ঠিত শুভ মহালিঙ্গ আছেন। ব্যাঘ্রপাদেশ্বর নামক ব্যাঘ্রভীতিহারী লিঙ্গ তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। পাপহারী শশাঙ্কেশ্বর লিঙ্গ গভস্তীশ্বরের নৈঋর্তে স্থাপিত। চৈত্ররথেশ্বর লিঙ্গ তাঁহারই পশ্চিমদিকে স্থাপিত, ইনি দিব্য গতি প্রদান করেন। মহা-পাপহারী জৈমিনীশ্বর লিঙ্গ রেবতেশ্বরের পশ্চিমে অবস্থিত। মুনিগণপ্রতিষ্ঠিত আরও বহুতর লিঙ্গ সেই স্থানেই বিদ্যমান আছেন। ইহাঁর বায়ুকোণে রাক্ষসভয়হারী রাবণেশ্বর লিঙ্গ, বরাহেশ্বর, খাণ্ডব্যেশ্বর, প্রচণ্ডেশ্বর, যোগেশ্বর, ধাতেশ্বর ইহাঁরা রাবণেশ্বর হইতে ক্রমাণ্বয়ে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ধাতেশ্বরের পুরোভাগে সোমেশ্বর এবং সোমেশ্বরের নৈঋত-কোণে সুবর্ণপ্রদ কনকেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার উত্তরভাগে পাণ্ডব-দিগের স্থাপিত পঞ্চ লিঙ্গ রহিয়াছেন, যাঁহাদের দর্শনমাত্রে সাধুগণ পরমানন্দিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সম্মুখভাগে সপ্তর্ষেশ্বর ও পশ্চিমে শ্বেতেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শ্বেতে-শ্বরের পশ্চাতে কলসেশ্বর আছেন, যাঁহাকে দেখিলে কালভয় থাকে না, যৎকালে শ্বেতকেতু কালবন্ধনে পড়িয়াছিলেন, তখনই কলস হইতে ঐ লিঙ্গের আবির্ভাব হয়। তদুত্তরে পাপ-নাশক চিত্রগুপ্তেশ্বরলিঙ্গ এবং তাঁহারই পশ্চাৎ ভাগে বহু ফলদায়ী ঢুণ্ঢেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত আছেন। কলসেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত গ্রহে-শ্বরলিঙ্গকে দর্শন করিলে জীবের সকল গ্রহ-বাধা দূর হইয়া থাকে। চিত্রগুপ্তেশ্বরলিঙ্গের পশ্চাতে যদৃচ্ছেশ্বরলিঙ্গ রহিয়াছেন, উহাঁকে দেখিলে সর্ব্বফল লাভ হয়। গ্রহেশ্বরের দক্ষিণে উতথ্য বামদেবেশ্বর এবং তদ্দক্ষিণে কম্বলেশ্বর ও অমৃতেশ্বর নামক লিঙ্গদ্বয় বিরাজ করিতে-ছেন এবং সেই স্থানেই এক বিশুদ্ধলিঙ্গ আছেন, তিনি নলকূবরের নিকট পূজা পাইয়া-ছিলেন। তদ্দক্ষিণে মণিকর্ণিকের ও পলিতে-শ্বরলিঙ্গ রহিয়াছেন এবং সেই স্থানেই জরাহরেশ্বর পশ্চাদ্ভাগে পাপনাশন লিঙ্গ রহিয়াছেন, তৎপশ্চিমে নির্জ্জরেশ্বর লিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গের নৈঋর্ত কোণে পিতামহেশ্বরলিঙ্গ ও পিতামহস্রোতিকাতীর্থ আছে; যে তীর্থে শ্রাদ্ধকার্য্য বহু ফলদায়ক হইয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণে বরুণেশ্বর ও তদ্দক্ষিণে বাণেশ্বরনামা লিঙ্গ বিরাজ করিতে-ছেন, পিতামহস্রোতিকাতে সিদ্ধিপ্রদ কুষ্মাণ্ডে-শ্বর, তৎপূর্ব্বদিকে রাক্ষসেশ্বর ও তদ্দক্ষিণভাগে গঙ্গেশ্বরনামা লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার উত্তরে বহুবিধ নিম্নগেশ্বরলিঙ্গের অধি-ষ্ঠান আছে! সেই স্থানেই বৈবস্বতেশ্বরলিঙ্গ আছেন, যাঁহার দর্শনে জীবের যমলোকগমন নিবারিত হয়। তৎপশ্চাতে অদিতীশ্বরলিঙ্গ ও তাঁহার সম্মুখে চক্রেশ্বরনামা লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখেই কালকেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছেন, যিনি নিজদেহের ছায়া দেখাইয়া জীবগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহার সম্মুখে তারকেশ্বর ও তারকেশ্বরের সম্মুখে স্বর্ণভারদেশ্বর, উত্তরে মরুত্তেশ্বর ও মরুত্তেশ্বরের সম্মুখে শক্রেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শক্রেশ্বরের দক্ষিণে রম্ভেশ্বর ও সেই স্থানেই শচীশ্বরলিঙ্গ বিরাজিত আছেন। তদুত্তরে লোকপালেশ্বর এবং সেই স্থানে নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা ও দেবর্ষিদিগের স্থাপিত সিদ্ধিপ্রদ অনেক লিঙ্গ রহিয়াছেন। শক্রেশ্বরের দক্ষিণে পাপাপহ ফাল্গুনেশ্বর ও উত্তরে শুভপ্রদ পাশুপতেশ্বরের লিঙ্গ রহিয়াছেন। ঐ লিঙ্গের পশ্চিমে সমুদ্রে-শ্বর, তদুত্তরে ঈশানেশ্বর ও তাঁহারই পূর্ব্বদিকে লাঙ্গলীশ্বরলিঙ্গ রহিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে জীবগণ সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা রাগদ্বেষাদি পরীহার করিয়া তাঁহার পূজায় মন দেয়, তাহারা সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং তাহাদিগকে মানব বলিয়া গণ্য না করিয়া আমি নির্ব্বাণপদ প্রদান করিয়া থাকি। আর ঐ লাঙ্গলীশ্বরে মধুপিঙ্গ ও শ্বেত

নামক তাপসদ্বয়কে এই দেহে সিদ্ধি প্রদান করিয়াছিলাম। উহারই নিকটে কপিলেশ্বর ও নকুলীশ্বর বিরাজ করিতেছেন এবং তাহার সমীপেই প্রীতিকেশ্বরলিঙ্গ রহিয়াছেন। ঐ লিঙ্গ আমার অত্যন্ত প্রীতিকর বলিয়া ঐ স্থানে যে ব্যক্তি একটীমাত্র উপবাস করে, সে শতবর্ষাধিক উপবাসের ফল পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মদীয় পর্ব্বদিবসে উপবাসী থাকিয়া ঐ প্রীতিকেশ্বরে রাত্রিজাগরণ করে, আমি তাহাকে অনুচর করিয়া থাকি। যাহারা উহারই দক্ষিণে অবস্থিত শুভোদকপুষ্করিণীর জল পান করে, তাহাদের আর সংসারযাতনা ভোগ করিতে হয় না। উহারই পশ্চিমভাগে দণ্ডপাণি দেব কাশীরক্ষক হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং উহার পূর্ব্বদিকে তারেশ্বর, দক্ষিণে কালেশ্বর ও উত্তরে নন্দীশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূত-হৃদয়ে ঐ পুষ্করিণীর জলপান করে, তাহার হৃদয়মধ্যে পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গত্রয় বিরাজিত থাকেন, সুতরাং ঐ জল যাহাদিগ কর্ত্তৃক পীত হয়; তাহারাই কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। অবিমুক্তেশ্বরের সন্নিধানে মোক্ষেশ্বরলিঙ্গের দর্শনে মোক্ষলাভ হয়। তাঁহার উত্তরভাগে দয়াময় করুণেশ্বরলিঙ্গ আছেন, তাঁহার পূর্ব্বদিকে স্বর্ণাক্ষেশ্বরলিঙ্গ আছেন,সেই স্বর্ণাক্ষেশ্বরের উত্তরদিকে জ্ঞানদেশ্বরলিঙ্গ ও সৌভাগ্য-গৌরী রহিয়াছেন, যাঁহাকে পূজা করিলে জীবের পরম সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে প্রতিষ্ঠিত নিকুম্ভেশ্বরলিঙ্গের পূজা করিলে ক্ষেত্রবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রমঙ্গল লাভ হয়। তাঁহারই পশ্চাতে দেব বিঘ্ননায়ক রহিয়াছেন, চতুর্থীতে বিশেষ যত্নে তাঁহাকে পূজা করিলে সকল বিঘ্ন দূর হয়। নিকুম্ভেশ্বরের অগ্নিকোণে ভগবান্ বিরূপাক্ষেশ্বর অবস্থানপূর্ব্বক লোকের সিদ্ধিপ্রদান করিতেছেন তাঁহার দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত শুক্রেশ্বরলিঙ্গের উপাসনায় পুত্রপৌত্রাদি প্রাপ্ত হয়। শুক্রকূপের জলে স্নাত ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাইয়া থাকে। তাঁহারই পশ্চিম ভাগে ভবানীপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গদ্বয় ভক্তাভিলাষ পূর্ণ করত বিরাজ করিতেছেন! শুক্রেশ্বরের পূর্ব্বদিকেই অলকেশ্বরলিঙ্গের পূজায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। তথায় মদালসেশ্বর ও গণেশ্বরেশ্বর নামক লিঙ্গদ্বয় বিরাজিত আছেন। শ্রীরামচন্দ্র দশাননকে নিপাতিত করিয়া ঐ উপরোক্ত লিঙ্গস্থাপন করেন, উহাঁর দর্শনে সকল বিঘ্ন দূর হয়, সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। ঐ স্থানে জীবগণ অপর একটী পুণ্যদায়ক ত্রিপুরান্তকলিঙ্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার পশ্চিমে দত্তাত্রেয়েশ্বর ও তাঁহার দক্ষিণে হরিকেশেশ্বর ও গোকর্ণেশ্বর নামক লিঙ্গদ্বয় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সমীপে এক সরোবর ও সেই পাপাপহ সরোবরের পশ্চাতে ধ্রুবেশ্বরনামক লিঙ্গ বিরাজিত আছেন। তাঁহার নিকটে ধ্রুবকুণ্ড, ঐ কুণ্ডে তর্পণ করিলে পিতৃগণ পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হন। পৈশাচপদনাশক পিশাচেশ্বরলিঙ্গ তাঁহারই উত্তরে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণে পিত্রীশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার সমীপে পিতৃকুণ্ড আছেন, যথায় পিণ্ড পাইলে পরম প্রীত হইয়া থাকেন। ধ্রুবেশ্বরের নিকটে তারেশ্বরলিঙ্গ আছেন, তাঁহাকেই বৈদ্যনাথ বলিয়া থাকে। তাঁহার সম্মুখেই প্রিয়ব্রতেশ্বর নামক লিঙ্গ স্থাপিত আছেন, তাঁহার দক্ষিণে মুচুকুন্দেশ্বর, তাঁহার পার্শ্বে গৌতমেশ্বর, তাঁহার পশ্চিমে ভদ্রেশ্বর, দক্ষিণে ঋষ্যশৃঙ্গীশ্বরলিঙ্গ বিরাজিত আছেন এবং উহাঁরই সম্মুখে ব্রহ্মেশ্বর, তাঁহার ঈশানকোণে পর্জ্জন্যেশ্বরলিঙ্গ, তাঁহার পূর্ব্বদিকে নহুষেশ্বরলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। সম্মুখে বিশালাক্ষী এবং বিশালাক্ষীশ্বর বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সমীপে জরাসন্ধেশ্বর লিঙ্গের দর্শন করিয়া জরমুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার সম্মুখে হিরণ্যাক্ষেশ্বর, পশ্চিমে গয়াদীশ্বর, পূর্ব্বভাগে ভগীরথেশ্বর ও তাঁহার সম্মুখে দিলীপেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। ব্রহ্মেশ্বরের পশ্চিমে অবস্থিত কুণ্ডে স্নান করিয়া

ন্ত্য লিঙ্গের দর্শনে পরম অভীষ্টলাভ হইয়া থাকে। তথায় বিশ্বাবসু এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বভাগে মুণ্ডেশ্বর, দক্ষিণে বিধীশ্বর, তদ্দক্ষিণে বাজিমেধেশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। দশাশ্বমেধে স্নাত ব্যক্তিকর্তৃক তিনি অবলোকিত হইলে তাহাকে দশটী অশ্বমেধযজ্ঞের ফল দিয়া থাকেন। তাঁহার উত্তর-ভাগে মাতৃতীর্থ রহিয়াছেন, তথায় যে কেহ স্নান করে, মাতৃগণ তদুপরি প্রসন্ন হইয়া তাহার অভীষ্ট সকল সিদ্ধ করিয়া জঠরযন্ত্রণা দূর করিয়া থাকেন। তদীয় কুণ্ডের দক্ষিণ-ভাগে মহালিঙ্গ পুষ্পদন্তেশ্বর বিরাজিত আছেন, তাঁহার অগ্নিকোণে দেবর্ষিগণের স্থাপিত বহুতর লিঙ্গ আছেন, যাহারা পুষ্পদন্তেশ্বরের দক্ষিণ-স্থিত সিদ্ধীশ্বরলিঙ্গের পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করে, তাহারা স্বপ্নে সিদ্ধ্যাদেশ প্রাপ্ত হয়। হরি-শ্চন্দ্রেশ্বরের সেবাকারী ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে, তাঁহার পশ্চিমে নৈঋতেশ্বর, তাঁহার দক্ষিণে অঙ্গিরসেশ্বর, তদ্দক্ষিণে সোমেশ্বর, তদ্দক্ষিণে চিত্রাঙ্গেশ্বর এবং তদ্দক্ষিণে কেদারেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছেন,যাহার দর্শন করিয়াও জীব শিবানুচর হইয়া থাকে। চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় রাজারা কেদারেশ্বরের দক্ষিণভাগে বহুতর লিঙ্গই স্থাপিত করিয়াছেন। লোলার্কের দক্ষিণে অব-স্থিত আশাবিনায়ক লিঙ্গের দর্শনমাত্রে জীবের আশা পূর্ণ হইয়া থাকে। তৎপশ্চিমে বহুফল-প্রদ করন্ধমেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছেন। তৎপশ্চিমে মহাদুর্গা বিরাজ করিতেছেন, যিনি ভক্তের দুর্গতি দূর করিয়া থাকেন। তদ্দক্ষিণে শুষ্কে-শ্বর লিঙ্গ আছেন, শুষ্কানদীর সলিলে তাঁহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। তাঁহার পশ্চিমে জনকে-শ্বর উত্তরে শঙ্কুকর্ণেশ্বর এবং পূর্ব্বদিকে সিদ্ধি-দাতা মহাসিদ্ধীশ্বরলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। সিদ্ধিকুণ্ডে স্নাত ব্যক্তিকর্তৃক ঐ লিঙ্গ অবলো-কিত হইলে তাহাকে সর্ব্ববিধসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। বাড়ব্যনামা লিঙ্গ শঙ্কুকর্ণে-শ্বরের বায়ুকোণে আছেন, তাঁহার অগ্রভাগে বিভাণ্ডেশ্বর, উত্তরে কহোলেশ্বর এবং কহোলে-শ্বরের সম্মুখেই দ্বারেশ্বরলিঙ্গ ও দ্বারেশ্বরী শক্তি বিরাজ করিতেছেন; তদারাধক ব্যক্তিরা ক্ষেত্রবাসজনিত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। তথায়ই বিবিধ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক নানারূপ-ধারী প্রমথেরা অবস্থান করিয়া কাশীর রক্ষা করিতেছে এবং তথায় কাত্যায়নেশ্বর ও হরিদীশ্বর নামক লিঙ্গ রহিয়াছেন। কাত্যা-য়নেশ্বরের পশ্চাতে জাঙ্গলেশ্বর, তৎপশ্চাতে মুকুটেশ্বরলিঙ্গ স্থাপিত রহিয়াছেন, যে ব্যক্তি তথাকার মুকুটকুণ্ডে স্নান করিয়া একমাত্র মুকুটেশ্বরলিঙ্গকে অবলোকন করে, তাহার সর্ব্বলিঙ্গযাত্রার ফল হইয়া থাকে, ঐ স্থানে যোগাভ্যাস বা তপস্যা করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয়। হে প্রিয়ে! ঐ স্থানে সিদ্ধিপ্রদ শত-সহস্র লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন বলিয়া কাশী-মধ্যে ঐ স্থান আমার অতি প্রীতিদায়ক এবং তত্রত্য মৎপ্রিয় পঞ্চায়তনে আমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সকল সময়েই অবস্থান করিয়া থাকি। হে দেবি! যে ব্যক্তি এই বিষয় অবগত আছে, পাপরাশি কদাচ তাহার পীড়াদায়ক হয় না; ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, যাহাদের শিবলোকে আসিবার অভিলাষ আছে, তাহাদের সর্ব্বতোভাবে তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। আমি তোমাকে সংক্ষেপে যে সকল লিঙ্গের কথা বলিলাম, ইহাদিগের মধ্যে কত-গুলি লিঙ্গের দুই তিনবার করিয়া প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে কথা আর বলিলাম না সত্য, কিন্তু সেই সকল নামে তাঁহাদের পূজা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সকল লিঙ্গ, কূপ, বাপী ও কুণ্ডাদি যাহা আমার নিকট শ্রবণ করিলে, সুকৃতীদিগের এই সকলের উপর শ্রদ্ধাবান্ হওয়া বিধেয়। ইহাদের অবলোকনে ও এই সকল কূপাদিতে স্নানে উত্তরোত্তর সমধিক ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশীতে যে সকল লিঙ্গ, কূপ, সরোবর, বাপী বা দেবমূর্ত্তি আছে, কেহই তাহার গণনা করিয়া উঠিতে পারে না। অন্য স্থানের দেবগণ অপেক্ষা কাশীস্থ তৃণাদিও পরম শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাদের আর

জন্মাইতে হয় না। কাশীই সর্ব্বলিঙ্গময়ী ও সর্ব্বতীর্থময়ী; কাশীকে দর্শন করিলে স্বর্গলোকে বাস হয় এবং চরমকালে সেবা করিলে নির্ব্বাণপদ লাভ হয়। হে প্রিয়ে! আমি বহুতর যোগসাধনে তোমায় প্রিয়তমারূপে লাভ করিয়াছি, কিন্তু সুখের জন্মভূমি দেবী কাশী স্বাভাবিকই আমার প্রিয়তমা আছেন। হে দেবি! যাহাদের কণ্ঠ হইতে কাশীধাম উচ্চারিত হয় বা যাহারা কাশীর প্রশংসা করে, সেই মদ্ভক্ত ও মৎসেবকদিগকে আমি শাখ, বিশাখ, স্কন্দ, নন্দী ও গণেশের তুল্য বিবেচনা করিয়া থাকি। কাশীবাসীরাই মুমুক্ষু; বহুতপস্যা, বহুদান ও বহুব্রত করিলেই কাশীবাসী হওয়া যায়। যাহারা আনন্দধামে অবস্থান করে, তাহাদের সকল তীর্থে স্নান, সকল যজ্ঞে দীক্ষা ও সকল ব্রতের উদ্যাপন করা হইয়াছে। যে সকল দেব, দানব, নাগ ও মানবগণ অন্তিমকালে কাশীতে বাস না করে, তাহাদিগকে ভূমির ভারস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। অন্যস্থানীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কাশীস্থ চাণ্ডালও প্রশংসনীয় হইয়া থাকে, কারণ ঐ চাণ্ডাল ভবসমুদ্র পার হইয়া তথায় বারংবার ভাসমান ব্রাহ্মণকে নীচ করিয়া থাকে। তাহাকেই সর্ব্বজ্ঞ ও বহুদর্শী বলা যায়, যে ব্যক্তি কাশীতে মরিয়া দিব্যদেহ ধারণ করিয়া থাকে। যে মানব এই সকল তীর্থের রহস্যময় পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করে, তাহার কাশীসন্দর্শনজনিত পুণ্যলাভ হইয়া থাকে এবং প্রত্যহ প্রভাতে এই অধ্যায় পাঠ করিলে সর্ব্বতীর্থ দর্শনের পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। যে সুকৃতী এই লিঙ্গাত্মক অধ্যায় জপ করে, তাহার কখন যম, যমদূত বা পাপ হইতে কোনরূপ ভয় থাকে না। পবিত্র হইয়া একাগ্রচিত্তে এই অধ্যায় জপ করিলে ব্রহ্মযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। এই অধ্যায়পাঠকারী ব্যক্তির সর্ব্ববাপীতে [illegible]নের ও সর্ব্বলিঙ্গের আরাধনার ফল [illegible] হয়। মদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগের এই অধ্যায় পাঠ করাই কর্ত্তব্য, কারণ অপর ক্ষুদ্র ও স্বল্পফলদায়ী স্তবাদিতে বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। একবার মাত্র এই অধ্যায় পাঠ করিলে যে পুণ্য হয়, কাশীতে বহুবার মহাদান করিলেও তাদৃশ পুণ্য পাওয়া যায় কিনা, সন্দেহ! সকল লিঙ্গের দর্শন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহনে যাদৃশ পুণ্য হয়, এই অধ্যায় পাঠ করিয়াও মানবগণের সেই পুণ্য সঞ্চিত হয়। এই কাশীলিঙ্গাবলী নামক অধ্যায়ের অধ্যয়নই মহাতপস্যা ও মহাজপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি বলিতেছি, যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ করিবে, তাহার ব্রহ্মহত্যা, অগম্যাগমন, অভক্ষ্যভক্ষণ, গুরুপত্নীগমন, অভিচার, স্বর্ণচৌর্য্য, পিতৃমাতৃহত্যা ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি, দেহ মন ও বাক্য দ্বারা জ্ঞান ও অজ্ঞান দশায় সঞ্চিত মহাপাতক উপপাতকাদি থাকিলে সেই মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট হইতে হইবে। এই অধ্যায়পাঠকারী ব্যক্তির পুত্রপৌত্র—ধন, ধান্য, স্ত্রী, ক্ষেত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রভৃতি যে কিছু অভিলষিত হইবে, সে নিশ্চয়ই সে সকল প্রাপ্ত হইবে। মহাদেব ভগবতীকে এই সকল বিষয় কহিতেছেন, এমত সময় নন্দিকেশ্বর তথায় আসিয়া প্রণাম করত কহিলেন, হে নাথ! মহাপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, সম্মুখে এই সজ্জীকৃত রথও রহিয়াছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ আগমন করিয়াছেন, গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বিষ্ণু মহামুনিদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বানুচরবর্গের সহিত আগত হইয়া দ্বারদেশে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। চতুর্দ্দশভুবনস্থিত যাবৎ সাধুগণ ভবদীয় প্রাবেশিক মহোৎসব শ্রবণ করিয়া এখানে সমাগত হইয়াছেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, নন্দীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণমাত্রেই হরপার্ব্বতী সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিবিষ্টপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৭

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

মুক্তি-মণ্ডপপ্রবেশ।

ব্যাস কহিলেন, হে মহাত্মন্ সূত! স্কন্দ, জিজ্ঞাসু-অগস্ত্যসন্নিধানে মহাদেবের উৎসব-বিধায়িনী যে সকল বাক্‌পরম্পরা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্কন্দ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ অগস্ত্য! ত্রৈলোক্যের আনন্দকর সর্ব্বপাপনাশক মহাদেবের বারাণসীপ্রবেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। চৈত্রমাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে মহেশ্বর, মন্দর-পর্ব্বত হইতে, বারাণসীতে আসিয়া, অসীম আনন্দ লাভ করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মোক্ষলক্ষ্মীর বিলাস-ভবনসদৃশ প্রাসাদ, সম্পূর্ণরূপে বিনির্ম্মিত হইলে, কার্ত্তিকমাসীয় অনুরাধা-নক্ষত্রান্বিত শুক্লপ্রতিপদে, শশী সমরাশিস্থ এবং অপর শুভগ্রহ সকল উচ্চস্থানে অবস্থিত হইলে, ভগবান্ মহাদেব, ত্রিলোচনপীঠ হইতে, অন্তর্গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় দেববাদিত্রনিচয় ধ্বনিত হইতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল প্রশান্ত হইল এবং ব্রাহ্মণবদনোচ্চারিত রমণীয় বেদধ্বনি অন্য শব্দকে পরাভূত করিয়া, আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিল। হে কুম্ভসম্ভব! মহেশের প্রাসাদ-প্রবেশসময়ে, যে সকল মঙ্গলবাদ্য হইয়াছিল, তাহাকে ভূর্লোক, ভুবর্লোকের মধ্যভাগ, সম্যক্ ব্যাপ্ত হইয়াছিল; সে সময় সমস্ত লোকই নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছিল। গন্ধর্ব্বনিকর মঙ্গলসঙ্গীত, অপ্সরোগণ নৃত্য এবং সিদ্ধচারণগণ মনোহর স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। দেবতাসমূহ অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিকে সৌরভময় বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। ঘনমণ্ডলী গগন হইতে কুসুম বর্ষণ করিয়াছিল এবং সর্ব্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গমগণ মঙ্গলময় বেশ এবং যথাসম্ভব মঙ্গলরাব করিয়া, পরমানন্দসাগরে অবগাহন করিয়াছিল। হে ঋষে! সেই সময় নিখিল দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর, সাধ্য, কিন্নর এবং নরনারীগণের প্রতিপদে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ নির্ব্বাধে উদিত হইয়াছিল। হে মুনে! সেই সময় হইতে ধূপোদ্গত ধূম-সমূহে গগনমণ্ডল যে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, এখনও সেই কৃষ্ণতা তাহাতে বিরাজমান আছে। তাৎকালিক নীরাজন নিমিত্ত যে সকল দীপ জ্বালিত হইয়াছিল, সেই দীপের জ্যোতিই এখনও আকাশমণ্ডলে নক্ষত্ররূপে শোভমান আছে। তৎকালে সকল গৃহের ঊর্দ্ধভাগেই বিচিত্রবর্ণ কেতনসমূহ পবনবেগে সুমন্দ আন্দোলিত হইয়া মনোহর শোভা সম্পাদন করিয়াছিল এবং সকল মন্দিরেই রমণীয় পতাকানিকরের উজ্জ্বলতা জাজ্বল্যমান হইয়াছিল। কোথাও গায়কগণ উৎকৃষ্ট গান, কোথাও বা নর্ত্তকগণ মনোহর নৃত্য করিতেছিল। কোন স্থানে চতুর্ব্বিধ বাদ্য বাদিত হইয়াছিল, চন্দনরসে প্রতিপথের মৃত্তিকাই পিচ্ছিল হইয়াছিল। তৎকালে সমুদয় প্রাঙ্গণভূমিই হরিত, শ্বেত, মাঞ্জিষ্ঠ, নীল, পীত এবং কর্ব্বুরবর্ণ কুসুমসমূহে নির্ম্মিত মাল্যে সুশোভিত হইয়াছিল। গোপুরের অগ্রদেশে রত্ন এবং মণিনিবদ্ধ কুট্টিম সকল শোভা পাইয়াছিল! সুধাধবলিত হর্ম্ম্যমালা সেই দিন হইতেই সৌধনামে অভিহিত হইয়াছে। হে কুম্ভযোনে! যে সকল দ্রব্য চেতনাবিহীন, তাহাও যেন সেই সময় চেতনাবানের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল! বিশ্বে যতরূপ মঙ্গলদ্রব্য কীর্ত্তিত আছে, সে সমুদয় যেন সেই দিবস জগতে অভিনব জন্মগ্রহণ করিল। এই প্রকার মহা সমারোহ বিলোকন করিতে করিতে ভগবান্ মহাদেব, মুক্তিমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর, কুমার-নিকরে পরিবেষ্টিত হইয়া ভবানীর সহিত উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হইলেন, ভগবান্ কমলযোনি, মহর্ষিবৃন্দের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার শুভ অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তাবৎ দেবগণ, মহোরগগণ, সমুদ্র-চতুষ্টয়, পর্ব্বত সকল এবং অপর পবিত্র জীব-

নিচয়, অসংখ্য রত্ন, বস্ত্র, বিবিধ বিচিত্র মালা ও অসাধারণ গন্ধদ্রব্য দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিলেন এবং ব্রাহ্মী আদি মাতৃগণ তাঁহার আরাত্রিক করিলেন। তৎপরে সমস্ত সুরসমূহের পূজ্য মহেশান, প্রথমে সমুদয় মুনীন্দ্রগণকে তদীয় মনোবৃত্তির অনুকূলভাবে সম্ভাষণান্তে বিহিত সমাদরে ব্রাহ্মণকে সম্ভাষণ করিয়া অত্যন্ত সম্মান সহকারে, 'আমার সমীপে অবস্থান কর' এই বলিয়া নারায়ণকে সমস্ত দেবগণ সমক্ষে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে বিষ্ণো! আমার সমুদয় প্রভুতার তুমিই একমাত্র নিদান। তুমি দূরে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্বদাই আমার সমীপে বর্ত্তমান রহিয়াছ। তোমা ব্যতীত আমার কার্য্যসিদ্ধি করিতে কেহই সক্ষম নহেন। তুমিই দিবোদাস নৃপতিকে এমত উপদেশ দিয়াছ যে, সেই উপদেশ-বলেই তাহার পরম অসাধারণ সিদ্ধিলাভ হইয়াছে এবং আমারও সমুদয় অভিলষিত সিদ্ধ হইয়াছে। হে বিষ্ণো! তুমি আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। এমত কোন পদার্থ নাই, যাহা আমি তোমাকে দিতে সমর্থ নহি। আমি যে পুনর্ব্বার আনন্দকানন প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে তুমি এবং এই গণপতিই প্রধান কারণ। হে নারায়ণ! যেস্থানে পঞ্চত্বলাভ করিলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, ব্রহ্মরসায়নের আকরস্বরূপ পরম সৌখ্যভূমি সেই এই কাশী আমার যেরূপ প্রিয়, ত্রৈলোক্যে আমার তাদৃশ প্রিয়স্থান আর নাই' ইহা নিশ্চয় জানিবে। ভগবান্ বিষ্ণু, বরদ মহাদেবের এবংপ্রকার বচনাবলি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! পিনাকপাণে আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দান করুন, যেন কখন আমি আপনার চরণ-কমল হইতে দূরে অবস্থান না করি বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণে মহেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, মধুসূদন! এই কাশীক্ষেত্রে তুমি সতত আমার সন্নিধানে অবস্থিতি করিবে। হে বিষ্ণো! যে আমার অসাধারণ ভক্তও তোমার পূজা না করিয়া আমার পূজা করিবে, তাহার বাঞ্ছিতসিদ্ধি হইবে না। এই মুক্তিমণ্ডপে বাস করিলে জীব সতত যে নির্ম্মল-আনন্দ-উপভোগ করিতে পারে, কৈলাসপর্ব্বতে কিম্বা ভক্তগণের অন্তঃকরণে তাদৃশ সুখের সম্ভব কি? যে নর, নিমেষপরিমিত কালও অচঞ্চলচিত্তে আমার এই দক্ষিণমণ্ডপে অবস্থিতি করে, সেই গাঢ়ভক্তিপূর্ণ অনন্যচিত্ত মানবগণ আর কখনও জরায়ুনিবাস যন্ত্রণা ভোগ করিবে না। যাবত্তীর্থের মুকুটস্বরূপ চক্রতীর্থে অবগাহন করিয়া সংযতমানসে যাহারা ক্ষণকালমাত্রও মুক্তিমণ্ডপে অবস্থান করে, তাহারা সমস্ত দুষ্কৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমার পারিষদ হইতে সক্ষম হয়। এই মুক্তিমণ্ডপে অবস্থিতি করত যাহারা ক্ষণকাল মাত্রও ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ, যথাশক্তি দান এবং পবিত্র কথা স্মরণ করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই কোটিগোদানজন্য ফললাভ করিবে। হে উপেন্দ্র! যে নরগণ মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া ক্ষণকালও এই মুক্তিমণ্ডপে বাসপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার তপস্যা এবং সর্ব্বতীর্থাবগাহনের সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হয়। হে বিষ্ণো! এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যদ্যপি প্রতিপদেই অনন্ত তীর্থ আছে, তথাপি সে সমস্ত তীর্থ একত্র হইয়াও মণিকর্ণিকার তুল্য হইতে পারে না। এ স্থানে এরূপ অসীম, পবিত্র মণ্ডপ বর্ত্তমান থাকিলেও এই মুক্তিমণ্ডপ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ ইহা সাক্ষাৎ মুক্তির আশ্রয়স্থান। হে হরে! দ্বাপরযুগে এই 'মুক্তিমণ্ডপ' কুক্কুটমণ্ডপ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। নারায়ণ কহিলেন, হে প্রভো! ত্রিনেত্র! আপনি যেরূপ বলিলেন, কিজন্য দ্বাপরযুগে এই মুক্তিমণ্ডপ কুক্কুটমণ্ডপ বলিয়া বিখ্যাত হইবে? তাহা দয়া করিয়া আমার নিকট বর্ণনা করুন। মহাদেব কহিলেন, হে নারায়ণ! ভবিষ্যৎ দ্বাপরযুগে মহানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ কোন স্থানে উৎপন্ন হইবেন। তিনি ঋগ্বেদাধ্যায়ী, তীর্থপ্রতিগ্রহ হইতে বিরত, দম্ভশূন্য,

প্রশান্তঃকরণ এবং সর্ব্বদা অতিথিপ্রিয় হইবেন, অনন্তর তিনি যৌবনাগমে স্বীয় জনকের মৃত্যুর পর, কামশরে ব্যথিত হইয়া কুপথে পদবিক্ষেপ করিবেন এবং কোন ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিয়া তাহার ভার্য্যাহরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ মহানন্দ সেই কুলটার জালে পতিত হইয়া অপেয় পান এবং অখাদ্য ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ কুৎসিত আচারে সর্ব্বস্বান্ত ও ধনলোভে অন্ধ হইয়া ধনী বৈষ্ণব দর্শন করিলে শৈবের নিন্দা এবং আঢ্য-পাশুপতকে দর্শন করিলে তৎসমক্ষে শিবস্তাবক হইয়া বৈষ্ণবের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই মহানন্দ, সন্ধ্যা-স্নানাদিবর্জ্জিত পাষণ্ডধর্ম্মজ্ঞ, বিপুলতিলকলাঞ্ছিতকপাল, মাল্যধারী, ধৌতবস্ত্রপরিধায়ী ও লম্বিতশিখাশোভিশীর্ষ হইয়া অত্যন্ত কপটতাসহকারে অসৎ প্রতিগ্রহনিরত হইবে। কালে সেই দুরাত্মার দুইটী সন্তান উৎপন্ন হইবে। এই প্রকার শঠতা দ্বারা মহানন্দ দিনাতিপাত করিবে। এই সময় পর্ব্বতদেশ হইতে তীর্থযাত্রা নিমিত্ত এক ধনী কাশীতে সমাগত হইবে। সেই ধনী চক্রসরোবরে অবগাহনান্তর বলিবে, "আমার নিকট কিঞ্চিৎ ধন আছে, আমি ঐ ধন দান করিব, কিন্তু আমি চণ্ডালজাতি; এরূপ কোন গ্রাহক আছেন, যিনি আমার এই ধন প্রতিগ্রহ করিতে পারেন? তাহার এবংপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোনও ব্যক্তি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মহানন্দকে দেখাইয়া দিয়া কহিবে যে, 'এই ব্যক্তি উপবিষ্ট হইয়া জপ করিতেছেন, ইনি তোমার ধন গ্রহণ করিবেন, আর কেহ করিবে না।' সেই চণ্ডাল ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিবে, যে, "হে মহাবিপ্র আমার নিকট এস্থানে যৎকিঞ্চিৎ ধন আছে, আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া আমার তীর্থযাত্রা সকল এবং আমাকে উদ্ধার করুন"। তৎপরে শঠ মহানন্দ জপ-শ্রবণদেশে বিলম্বিত করিয়া ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গুলিসংজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসিবে যে, "তোমর নিকট কত ধন আছে? চণ্ডাল তাহার সংজ্ঞার অর্থ জ্ঞাত হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কহিবে যে, "যত ধন পাইলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন, আমি আপনাকে তত ধন দান করিব।" মহানন্দ তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনত্যাগ করিয়া অতিশয় আনন্দসহকারে কহিবে যে "অহে! যদিও আমি প্রতিগ্রহস্পৃহারহিত, তথাপি তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রযুক্ত তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আমি যাহা বলি, যদি তুমি তাহা কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রতিগ্রহ করিতে স্বীকৃত আছি; তোমার যত ধন আছে, তাহার কিছুমাত্রও অপরকে না দিয়া যদি সমস্তই আমাকেই দাও, তবেই তোমার প্রতিগ্রহ করিব।" অনন্তর চণ্ডাল বলিবে যে, "হে বিপ্র! বিশ্বেশ্বরের প্রীতি নিমিত্ত আমি যত অর্থ আনয়ন করিয়াছি, তাহা সকলই আপনাকে দিব; কারণ আপনিই আমার নিকট বিশ্বেশ্বর। হে দ্বিজোত্তম! এই বিশ্বেশ্বরের রাজধানীতে যাঁহারা বাস করেন, ক্ষুদ্র হউন বা মহান্ হউন, তাঁহারা সকলেই বিশ্বেশ্বরের রূপান্তর তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা পরকে উদ্ধার করেন, পরের ইচ্ছাপূরণ করেন এবং পরোপকারনিরত; তাঁহারাই যে বিশ্বেশ্বরের অংশ, তাহাতে সন্দেহ কি?" ব্রাহ্মণ মহানন্দ এই প্রকার বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিতান্তঃকরণে পর্ব্বতবাসী অন্ত্যজকে বলিবে, "তবে আইস, কুশগ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র দান কর।" অনন্তর সেই পর্ব্বতবাসী চণ্ডাল "হাঁ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া "বিশ্বেশ্বর প্রীত হউন" এই বাক্য উচ্চারণ করত সঙ্কল্পিত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া আপনার স্থানে প্রস্থান করিলে, সেই মহানন্দ অপর ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নিন্দিত হইয়া, এই কাশীতেই বাস করিবে! এই কাশীতে যখনই সে বহির্গত হইবে, তখনই লোকে তাহাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, "এই ব্রাহ্মণ, চণ্ডালব্রাহ্মণ, এ চণ্ডাল-প্রতিগ্রহ করিয়াছে, এই ব্যক্তিই সর্ব্বলোক-

নিন্দিত চণ্ডালতুল্য ব্রাহ্মণ।" সে, যেস্থানে যাইবে, নগরবাসী মানবগণ এই বাক্য বলিতে বলিতে তাহার অনুসরণ করিবে। পরে মহানন্দ, কাকভীত উলুক-সদৃশ পুরবাসীর ভয়ে আর গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিবে না এবং লজ্জায় সতত তাহার বদন বিনত থাকিবে। বারাণসীধামে এইরূপে অপমানিত এবং অতিমাত্র লজ্জিত মহানন্দ, একদিবস সেই উপপত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া গয়া দেশাভিমুখে প্রস্থান করিবে। গমনকালে পথিমধ্যে, বহুতর লোকমধ্যস্থিত হইলেও, মহানন্দ অবরোধকারী দস্যুগণসমীপে বহু-ধন-শালী বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। তখন দস্যুগণ, পরিচারকের সহিত মহানন্দকে সবলে বনাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাহার সমমুদয় ধন হরণ করিয়া, তাহারা মন্ত্রণা করিবে যে, "দেখ ভ্রাতৃগণ! এই বিপুল অর্থরাশি লইয়া গোপনে রাখা সহজ নহে, তবে ইহাকে নিহত করিলে স্বচ্ছন্দে ইহা গোপন করা যাইতে পারে; অতএব ইহাকে পরিচারকের সহিত যত্নসহকারে বিনাশ করা যাউক।" দস্যুগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহাকে বলিবে, "অহে পথিক! তুমি যাহা কিছু স্মরণ করিতে ইচ্ছা কর, এই সময় তাহা স্মরণ করিয়া লও, আমরা এখনি পরিচারকের সহিত তোমাকে নিহত করিব, স্থির করিয়াছি।" দস্যুগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহানন্দ মনে মনে চিন্তা করিবে যে, "হায়! আমি যাহার জন্য চণ্ডালের নিকট হইতে বিপুল অর্থ প্রতিগ্রহ করিলাম; আমার সেই কুটুম্ব বিনষ্ট হইল! আমার ধনগ্রহণ বৃথা হইল, আমার জীবনও বিনষ্ট হইল! হায়, আমি কাশীতে অবস্থান করিতে পারিলাম না! হায়! আমার দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ যুগপৎ সকলই নষ্ট হইল। অসৎপ্রতিগ্রহদোষে আমার কাশীতেও মৃত্যু হইল না। মরণসময়ে কুটুম্ব এবং কাশীস্মৃতি হওয়ায় তৎফলে মহানন্দ দস্যুগণকর্তৃক নিহত হইয়াও অপর কোন নরকভাগী না হইয়া কাকট অর্থাৎ মগধদেশে কুক্কুট হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। তদীয় উপপত্নীও কুক্কুটী এবং তাহার সন্তানদ্বয়ও তাহারই ঔরসে কুক্কুট হইয়া জন্মলাভ করিবে। কিন্তু মৃত্যুসময় কাশীস্মরণজনিত সুকৃতপ্রভাবে তাহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় থাকিবে। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে তাহার গয়াযাত্রার সঙ্গিগণ, যে স্থানে কুক্কুট হইয়া তাহারা চারিজনে বিচরণ করিতেছিল, সেই পথে প্রত্যাগত হইবে। সহযাত্রিগণ উচ্চস্বরে পরস্পরে কাশীর কথা কহিতে কহিতে গমন করিবে। তাহাদিগের মুখে কাশীকথা শ্রবণ করিয়া সেই কুক্কুট-চতুষ্টয় পূর্ব্বজন্মের ভাবং বৃত্তান্ত উত্তমরূপে স্মরণ করিতে সমর্থ হইবে এবং তৎক্ষণাৎ কীকট পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদিগের সমভিব্যাহারে বারাণসী যাত্রা করিবে। তীর্থযাত্রিগণ পথে তাহাদিগকে অনুগমন করিতে দেখিয়া প্রত্যহ তণ্ডুলাদি দিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করত নির্দ্দিষ্টকালে তাহাদিগকে কাশী লইয়া আসিবে। অনন্তর কুক্কুটচতুষ্টয় কাশীতে আসিয়া এই পরমপবিত্র মুক্তিমণ্ডপের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিবে। সেই কুক্কুটচতুষ্টয় ত্যক্তাহার, নিয়মী, কামক্রোধশূন্য, স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী, লোভমোহশূন্য, স্নানার্দ্রকেশ, মন্নামোচ্চারণনিরত, সদ্বার্ত্তাশ্রবণাসক্ত, মদ্গতমানস, ক্ষেত্রবাসী, আমার ভক্তগণকে দর্শন করিবে, তাহাদিগের প্রতি যথাশক্তি সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিবে। "পূর্ব্বজন্মের সংস্কারে এই কুক্কুটচতুষ্টয় এই প্রকার সদ্বৃত্তি হইয়াছে" তত্রত্য লোক সকল এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহাদিগের প্রতি যথাসাধ্য যত্ন করিবে। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, সেই কুক্কুটচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে ভোজন লঘু করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। হে নারায়ণ! তৎকালে সকল লোকগণের সম্মুখেই এক দিব্য বিমান উপস্থিত হইবে, তাহারা সেই বিমানে আরোহণ করিয়া আমার কথায় কৈলাসে গমন করত বহুকাল দিব্যভোগসমূহ উপভোগ করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ

করিবে এবং সেই জন্মে পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। এইজন্য দ্বাপরের মানবসমূহকর্ত্তৃক তদ্দিন হইতে এই মুক্তিমণ্ডপ, কুক্কুটমণ্ডপ নামে অভিহিত হইবে। যে সকল মানব এই মুক্তিমণ্ডপে আগমন করিয়া, সেই কুক্কুটচতুষ্টয়ের চরিত স্মরণ করিবে, তাহারাও উৎকৃষ্ট শ্রেয়োলাভ করিবে। ভগবান্ ত্রিলোচন, যখন নারায়ণসমীপে এই ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন ঘণ্টাসমূহের শব্দসদৃশ বিশালশব্দ শ্রবণগোচর হইল। তখন দেবদেব শঙ্কর, নন্দীকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন যে, হে নন্দিন্! শীঘ্র গমন-পূর্ব্বক জানিয়া আইস, কেন হঠাৎ এই ধ্বনি সমুদ্ভূত হইল! অনন্তর নন্দী গমনপূর্ব্বক বিদিত বৃত্তান্ত হইয়া আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টমুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, হে দেবদেব। ত্রিনেত্র! এক অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য বিষয় নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে দেব! এই ধামে মোক্ষলক্ষ্মীর বিলাসোদয় দেখিয়া বহুতর লোক, বিপুল কোলাহলের সহিত তাঁর পূজা করিতেছে। অনন্তর মহেশ্বর স্মিতসহকারে কহিলেন, নন্দিন! আমাদিগের চেষ্টা সফল হইয়াছে। তৎপর দেবাদিদেব শঙ্কর উত্থিত হইয়া দেবী পার্ব্বতী, নারায়ণ এবং ব্রহ্মার সহিত রঙ্গমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন, কুম্ভযোনে! পরমানন্দ-নিদান এই অধ্যায়টী শ্রবণ করিলে, মানব অতুল আনন্দ লাভ করে এবং মরণানন্তর নিঃসংশয়ই কৈলাসে গমন করে।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম অধ্যায়।

বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

ব্যাস কহিলেন, হে সূত! কার্ত্তিকেয়, অগস্ত্য-সন্নিধানে দেবদেব পরমাত্মা বিশ্বেশ্বরের যেরূপ চরিত কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অগস্ত্য কহিলেন হে কার্ত্তিকেয়! দেবাধিদেব শূলপাণি, দেবগণের সমভিব্যাহারে মুক্তিমণ্ডপ হইতে নির্গত হইয়া কি করিলেন, তাহা বলুন। স্কন্দ কহিলেন, ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসর ভগবান্ মহেশ, মুক্তিমণ্ডপ হইতে শৃঙ্গারমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবদেব মহাদেব, শৃঙ্গারমণ্ডপে ভগবতী এবং আমাদিগের সহিত পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিলেন, ব্রহ্মা তদীয় দক্ষিণপার্শ্বে বিষ্ণু বামপার্শ্বে আসীন হইলেন; ইন্দ্র তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। মুনিগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন, পশ্চাদ্ভাগে প্রমথসমূহ অগ্রশপৃষ্ঠে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর এইরূপে অত্যন্ত মানে সেবিত হইয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত করিয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করাইয়া কহিলেন, যে, "দেখ, দেখ এই লিঙ্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যোতি, ইহাই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর, ইনিই সিদ্ধিদায়ক আমার স্থাবররূপ, এবং এই শৈবসম্প্রদায় সিদ্ধ, ইহাঁরা বাল্য হইতে ব্রহ্মচর্য্যনিরত, ইন্দ্রিয়বিজয়ী, তপস্যানিরত, পঞ্চার্থজ্ঞানবিধৌতমল, ভস্মশায়ী, দমগুণযুক্ত, সৎস্বভাব, ঊর্দ্ধরেতাঃ, সর্ব্বদা তদ্গতমানসে লিঙ্গপূজায় আসক্ত, অনবরত বারুণ এবং আগ্নেয় স্নানে নির্ম্মল, কন্দমূলফলভোজী, পরম-তত্ত্বদর্শী, সত্যভাষী, ক্রোধশূন্য, মোহবর্জ্জিত, পরিগ্রহবিহীন, নিরীহ, প্রপঞ্চশূন্য, আতঙ্কবিহীন, নিরাময়, ঐশ্বর্য্যত্যাগী, নিশ্চেষ্ট, সঙ্গপরাঙ্মুখ, নির্ম্মলান্তঃকরণ, সংসারানাসক্ত, নির্ব্বিকল্প, নিষ্পাপী, নির্দ্বন্দ্ব, অর্থনিশ্চয়বান্ এবং অহঙ্কার-বর্জ্জিত। আমার পুত্রও অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং আমার স্বরূপ। আমার উপাসকগণ আমার ন্যায়, ইহাঁদিগের পূজা ও ইহাঁদিগকে নমস্কার করিবে। ইহাঁদিগের পূজা করিলেই আমি প্রীত হইব, সন্দেহ নাই। বিশ্বেশ্বরের এইক্ষেত্রে সর্ব্বদা শিবযোগিগণকে ভোজন করাইবে। এক

একটীকে ভোজন করাইলে কোটী জনকে ভোজন করাইবার ফল লাভ হইবে। এই মদীয় স্থাবর আত্মা বিশ্বেশ্বর জগৎপ্রভু এবং ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিবিধায়ী। হে সুরগণ! আমি, এই আনন্দকাননে স্বীয় ইচ্ছার অধীন; কখন লোকলোচনের গোচর, কখনও তাহার অগোচর হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকি, কিন্তু উপাসকদিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত আমি লিঙ্গরূপে সর্ব্বদাই এইস্থানে অবস্থিতিপূর্ব্বক তাহাদিগের মনোবাঞ্ছিত পূর্ণ করিব। স্বয়ম্ভু ও অস্বয়ম্ভু যে সমস্ত লিঙ্গ এখানে আছেন, সেই সমুদয় লিঙ্গই সর্ব্বদা এই লিঙ্গকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। আমি সকল লিঙ্গে কৃতপ্রতিষ্ঠ বটে, কিন্তু এই লিঙ্গই আমার শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি। যে শ্রদ্ধা সহিত শুভনয়নে আমার এই লিঙ্গ দর্শন করে, হে দেবসমূহ! তাহারা আমাকেই দর্শন করে। সমুদয় ঋষি ও দেবগণ শ্রবণ কর; এই লিঙ্গের নাম শ্রবণ করিলে ক্ষণকাল মধ্যে আজন্মার্জ্জিত দুরিত নিশ্চয় বিধ্বস্ত হয়। এই লিঙ্গের স্মরণ করিলে আমার বাক্যে, দুই জন্মে অর্জ্জিত পাপ তৎক্ষণেই বিনষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই লিঙ্গদর্শনোদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময়েই তিন জন্মের কৃত পাপ বিধ্বস্ত হয়। হে দেবগণ! এই লিঙ্গ দর্শন করিলে আমার অনুকম্পায় শত অশ্বমেধ যাগের পুণ্য লাভ হয়। হে অমরনিকর! বিশ্বেশ্বর নামক আমার এই লিঙ্গ স্বয়ম্ভু স্পর্শ করিলে সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ভক্তিসহকারে এই লিঙ্গে এক গণ্ডূষ জল এবং পুষ্পমাত্র দান করিলে শত সৌবর্ণিক শ্রেয় লাভ হয়। ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গরাজের পূজা করিলে, সহস্র স্বর্ণশতদল দ্বারা পূজা করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ হয়। পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া, এই লিঙ্গের মহতী পূজা করিলে পুরুষার্থচতুষ্টয় সিদ্ধ হয়। হে দেবগণ! বস্ত্রপূত সলিল দ্বারা মদীয় লিঙ্গকে স্নান করাইয়া সংপুরুষ, লক্ষ অশ্বমেধ-যজ্ঞসম্ভূত সুকৃতভাজন হয়। ভক্তিপূর্ব্বক সুগন্ধি চন্দন দ্বারা এই লিঙ্গকে অনুলিপ্ত করিলে, অমরনারীকর্তৃক সৌরভময় যক্ষকর্দ্দম দ্বারা বিলেপিত হয়। এই লিঙ্গকে সুগন্ধ ধূপ দান করিলে জ্যোতীরূপ বিমানগামী হয়। এই লিঙ্গকে ভক্তিপূর্ব্বক কর্পূরবর্ত্তি প্রদান করিলে কর্পূরবৎ শুভ্রশরীর এবং কপাললোচন হয়। এই লিঙ্গকে নৈবেদ্য দান করিলে প্রতি সিক্থে যুগপরিমিত কাল মহাভোগবান্ হইয়া কৈলাসে বাস করে। যে মানব বিশ্বেশ্বরকে ঘৃত এবং শর্করাযুক্ত পায়সান্ন দান করে, তৎকর্তৃক ত্রৈলোক্য তর্পিত হয়; যে নর বিশ্বেশ্বরকে মুখবাস, দর্পণ, মনোজ্ঞ চামর, উল্লোচ এবং সুখদ পর্য্যঙ্ক দান করে, তাহার সুমহৎ সুকৃত হয়। বরং সমুদ্রস্থিত রত্নরাশির কোন প্রকারে সংখ্যা করা যায়, বিশ্বেশ্বরো-দ্দেশে মুখবাসাদিদাতার যে অসীম পুণ্য হয়, কোনরূপে তাহার সংখ্যা করা যায় না। যে জন ভক্তি সহকারে বিশ্বেশ্বরকে ঘণ্টা এবং লড্ডুক আদি পূজার উপকরণসামগ্রী দান করে, সে এই স্থানে আমার নিকট বাস করিতে সমর্থ হয় যে ব্যক্তি মদীয় সন্তোষ সাধনোদ্দেশে গান, বাদ্য বা নৃত্য করে, তাহার সম্মুখে অহোরাত্র তৌর্য্যত্রিক প্রবৃত্ত হয়। যে আমার এই প্রাসাদে চিত্রকর্ম্ম অর্পিত করে, সে মদীয় সন্নিধানে থাকিয়া বিচিত্রভোগের অধিকারী হয়। যে জন্মমধ্যে একবার মাত্র বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার করে, সে ত্রৈলোক্যজন-পূজিতপাদ নরপতি হয়। যে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া স্থানান্তরেও মৃত হয়, সে ব্যক্তিও জন্মান্তরে মুক্তিভাজন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহার রসনাগ্রে বিশ্বেশ্বর নাম, কর্ণে বিশ্বেশ্বরের কথা শ্রবণ এবং মানসে বিশ্বেশ্বরচিন্তা তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি আমার এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শনের অনুমোদন করে, সেই মহাপুণ্যাশ্রয় ব্যক্তি আমার পারিষদসমূহ মধ্যে পরিগণিত হয়। যে নর ত্রিসন্ধ্য "বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ" এইরূপ

করে, সে নর সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকে। হে দেবগণ! এই লিঙ্গ আমারও অনন্ত পূজ্য, অতএব সুর, নর ও ঋষিগণ সাদর প্রযত্নে ইহাঁর পূজা করিবে। যাহারা বিশ্বেশ্বরকে স্মরণ না করিয়া থাকে, যমকিঙ্কর-প্রভৃতি তাহাদিগকেই দর্শন করিয়া থাকে ও তাহারাই গর্ভবাসযাতনা ভোগ করে। যাহারা এই লিঙ্গকে নমস্কার করে, দেব ও দানবগণ তাহাদিগকে নমস্কার করে। এই লিঙ্গের একটী মাত্র প্রণাম হইতে দিক্‌পতিত্বও অল্প; যেহেতু দিক্‌পতিত্বের ভ্রংশ আছে, মহাদেব প্রণাম হইতে ভ্রংশ নাই। নিখিল ত্রিদশ এবং ঋষিগণ শ্রবণ করুন, আমি মহোপকার জন্য বলিতেছি, যে, "ভূর্লোক ভূবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, এবং জনলোকের মধ্যে কোন স্থানেই বিশ্বেশ্বর সদৃশ অপর লিঙ্গ নাই। হে দেবগণ! সত্যলোকে, তপোলোকে, বৈকুণ্ঠে, কৈলাসে বা রসাতলে, কোন স্থানেই মণিকর্ণিকা সদৃশ তীর্থ, বিশ্বেশ্বরের তুল্য লিঙ্গ এবং আমার আনন্দকানন-সদৃশ তপোবন আর নাই। সমস্ত কাশীই তীর্থময়ী, বারাণসীর নাম, তীর্থেরও তীর্থ; এই কাশী মধ্যে পবিত্র মণিকর্ণিকা আমার অদ্বিতীয় সুখস্থান। আমার প্রাসাদ হইতে কিঞ্চিৎ ঈশানকোণস্থিত পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে তিনশত হস্ত, দক্ষিণে দুই শত হস্ত এবং গঙ্গা-মধ্যে পঞ্চশত হস্ত পরিমিত স্থান মণিকর্ণিকা; এই স্থান ত্রৈলোক্যের সার পরমাত্মার আশ্রয়-ভূমি। যাহারা এই স্থানে বাস করে, তাহারা আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া থাকে এবং মদীয় আনন্দকাননে এই যে অমৃতধাম আমার লিঙ্গ, ইনি সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া ভক্তের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া স্বয়ং সমুত্থিত হইয়াছেন। যাহারা কপটভাবে এই লিঙ্গের ভজনা করিবে এবং হেতুবাদ করিবে, তাহাদিগের প্রতি এই দণ্ড বিধান করিলাম যে, তাহারা কখনই গর্ভ-বাস হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে না। আমার গণ, সর্ব্বদা এই লিঙ্গকে স্ব স্ব অভিলষিত দ্রব্য দান করিবে। এই স্থানে পাপ করিলে তাহা যেমন কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সেই-রূপ সেই সমস্ত দত্তদ্রব্য ইহ এবং পরকালে, ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না। যাহারা দূরে থাকিয়াও আধিক্যবোধে আমার লিঙ্গে উপাসনা করিবে, মন্দত্ত মঙ্গল বন্ধসমূহের সহিত মোক্ষলক্ষ্মী সেই সৎপুরুষগণকে আলিঙ্গন করিবেন। হে বিষ্ণো! হে ব্রহ্মঃ! হে দেবনিবহ! হে মুনিনিচয়! তোমরা শ্রবণ কর। এই লিঙ্গ সৎপুরুষগণের অসাধারণসিদ্ধিদায়ী, আমার সহিত এই লিঙ্গের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাহারা নিখিল সিদ্ধিনিদান, এই লিঙ্গকে সৎকর্ম্মার্জ্জিত বিত্ত প্রদান করে, আমি তাহা-দিগকে নিখিল সুখসাধন মোক্ষপদ দান করি। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছে যে, "বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ, মণিকর্ণিকার জল এবং বারা-ণসীপুরী, এই তিনটীই সত্য"। মহাদেব এই সমস্ত বলিয়া শক্তির সহিত বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ-পূজা করিয়া তাহাতে বিলীন হইলেন। দেব-নিবহ, জয়ধ্বনি করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণনন্দন। তুমি কাশীবিয়োগবিধুর, তোমার নিকট আমি যথাজ্ঞান অবিমুক্তক্ষেত্রের শ্রবণমাত্র পাপপ্রণাশন মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। তুমি শীঘ্রই কাশীপ্রাপ্ত হইবে। এখন সূর্য্য-দেব, চরমপর্ব্বতের শিখর আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা তোমার এবং আমার উভয়েরই বাক্‌-সংযমন কাল। ব্যাস কহিলেন, হে সূত! কুম্ভসম্ভব মুনি ইহা শুনিয়া কার্ত্তিকেয়কে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যোপাসনা নিমিত্ত লোপা-মুদ্রাসহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মহেশের ক্ষেত্রমহিমা জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে তাঁহারই আরাধনায় চিত্ত নিবিষ্ট করি-লেন, হে সূত! এ জগতে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে শত বৎসরেও আনন্দকাননের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা, ভগ-বতীকে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং স্কন্দ অগস্ত্যকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তোমার এবং শুকপ্রভৃতির নিকট সেই প্রকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন

মধ্যে উপস্থিত অনুক্রমণিকাধ্যায়ে যাত্রাপ্রকরণ কীর্ত্তিত আছে। সূত কহিলেন, হে মহাত্মন্ সত্যবতীসুত! আপনি এক্ষণে সিদ্ধিপ্রার্থী মানবগণের হিতের জন্য যথারীতি যাত্রা প্রকরণ বর্ণন করুন। ব্যাসদেব বলিলেন, হে মহাপ্রজ্ঞ! যাত্রিকগণ, প্রথমে যেরূপে যাত্রা করিবে, যথাবিধি প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মানব, প্রথমে চক্রপুষ্করিণীজলে অবগাহন পূর্ব্বক যথাবিধি দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণ ও অর্থিগণের সৎকার এবং আদিত্য, দ্রৌপদী, বিষ্ণু, দণ্ডপাণি ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া ঢুণ্ডিগণেশের দর্শনার্থ গমন করিবে। অনন্তর জ্ঞানবাপীর জলস্পর্শ করিয়া নন্দিকেশ্বরের পূজান্তে তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণির অর্চ্চনা করিবে; ইহার নাম পঞ্চতীর্থিকা। মহাফলাকাঙ্ক্ষী মানবগণের প্রত্যহ এই পঞ্চতীর্থিকা করা কর্ত্তব্য। অতঃপর বিশ্বেশ্বরের সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা যাত্রা করিয়া, পরে যত্নাতিশয় সহকারে চতুর্দ্দশ আয়তন উদ্দেশে যাত্রা করিবে! ক্ষেত্রসিদ্ধিপ্রার্থী যাত্রিকগণ, কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কিংবা প্রতি অমাবস্যাতে যথাবিধি পূর্ব্বোক্ত চক্রতীর্থে স্নান ও তত্তৎলিঙ্গের অর্চ্চনাপূর্ব্বক মৌনী হইয়া যাত্রা করিলে সম্যক্ ফলভোগী হয়। কাশীবাসী মানব, প্রথমে মৎস্যোদরীতে স্নান করিয়া ওঙ্কারেশ্বরকে অবলোকনপূর্ব্বক ক্রমে ত্রিপিষ্টপ নামক মহাদেব, কৃত্তিবাসেশ্বর, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণীশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। যে ক্ষেত্রবাসী মানব, সযত্নে ঈদৃশ যাত্রা না করে, তাহার ক্ষেত্রের উচ্চাটনসূচক বিঘ্ন সকল উপস্থিত হয়। বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত অপর অষ্টায়তনযাত্রাও কর্ত্তব্য। মানব প্রতি অষ্টমীতে ভীষণ পাপরাশি নিবারণার্থ প্রথমে দক্ষেশ্বরলিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া ক্রমে পার্ব্বতীশ্বর, পশুপতীশ্বর, গঙ্গেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, গভস্তীশ্বর, সতীশ্বর ও অষ্টম তারকেশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিবে। অপর এক সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী যোগক্ষেমকরী শুভদায়িনী যাত্রা, ক্ষেত্রবাসীদিগের সতত কর্ত্তব্য; তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বরণাতে অবগাহনপূর্ব্বক প্রথমে শৈলেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নানান্তে সঙ্গমেশ্বরকে সন্দর্শন করিবে। অনন্তর স্বর্লীনতীর্থে স্নান করত স্বর্লীনেশ্বরকে অবলোকনপূর্ব্বক মন্দাকিনীজলে অবগাহনান্তে মহেশ্বরকে সন্দর্শন.পরে হিরণ্যগর্ভতীর্থে স্নান করিয়া হিরণ্য গর্ভেশ্বরকে নিরীক্ষণান্তে মণিকর্ণিকাতে স্নান ও ঈশানেশ্বরকে অবলোকনপূর্ব্বক গোপ্রেক্ষ কূপজল স্পর্শ করত গোপ্রেক্ষেশ্বরকে সন্দর্শন করিবে। অতঃপর কাপিলেয় হ্রদে অবগাহন করিয়া বৃষধ্বজকে নিরীক্ষণ করত উপশান্তকূপে জলক্রিয়া সমাধাপূর্ব্বক উপশান্তেশ্বরকে অবলোকন করিবে। পরে পঞ্চচূড় হ্রদে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠস্থানের অর্চ্চনাপূর্ব্বক চতুঃসমুদ্রকূপে স্নানান্তে চতুঃসমুদ্রেশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী বাপীর জলস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে। অনন্তর শুক্রেশ্বর কূপে স্নান করিয়া শুক্রেশ্বরকে অবলোকনান্তে দণ্ডখাততীর্থে স্নান করত ব্যাঘ্রেশ্বরের অর্চ্চনাপূর্ব্বক শৌনকেশ্বরকূপে স্নান ও মহালিঙ্গ জম্বুকেশ্বরকে পূজা করিবে। মানব, এইরূপ যাত্রা করিলে পুনরায় আর দুঃখসাগরস্বরূপ সংসারে জন্মগ্রহণ করে না। কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই যাত্রা করিবে। একাদশায়তনোদ্ভব অন্য এক প্রকার যাত্রা মানবগণের কর্ত্তব্য। অগ্নীধ্রকুণ্ডে অবগাহনপূর্ব্বক ক্রমে অগ্নীধ্রেশ্বর উর্ব্বশীশ্বর নকুলীশ্বর, আষাঢ়ীশ্বর, ভারভূতেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর ত্রিপুরান্তকেশ্বর মনঃপ্রকাশেশ্বর, মদালসেশ্বর ও তিলপর্ণেশ্বর নামক একাদশ লিঙ্গের যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে; মানব এই যাত্রা করিলে রুদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। এক্ষণে অনুপম গৌরীযাত্রার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শুক্ল পক্ষে তৃতীয়াতে ঐ যাত্রা করিলে পরম সমৃদ্ধি লাভ হয়। মানব, প্রথমে গোপ্রেক্ষতীর্থে স্নান করিয়া মুখনির্ব্বাণিকা দেবীর নিকট উপস্থিত

হইবে। পরে জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নানান্তে জ্যেষ্ঠাগৌরীর পূজা করিয়া জ্ঞানবাপী স্নানানন্তর সৌভাগ্যগৌরী ও শৃঙ্গারগৌরীর পূজা; বিশাল-গঙ্গাস্নান ও বিশালাক্ষীপূজা এবং ললিতাতীর্থে অবগাহন ও ললিতাদেবীকে অর্চ্চনা করিবে। পরে ভবানীতীর্থে স্নানান্তে ভবানীর পূজা করিয়া, বিন্দুতীর্থে স্নান ও মঙ্গলা দেবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্থিরলক্ষ্মীলাভের জন্য মহা-লক্ষ্মীকে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি, মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে পূর্ব্বোক্ত যাত্রা করে, তাহাকে ইহকালে কখন দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। মানব প্রতি বৎসর এই কাশীধামে বিঘ্নেশ্বরের যাত্রা ও তাঁহার প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণগণকে মোদক দান করিবে। মঙ্গলবারে ভৈরবযাত্রা করিলে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়। রবিবারযুক্ত ষষ্ঠী বা সপ্তমীতে সমুদয় বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত রবিযাত্রা বিধেয়। অষ্টমী বা নবমী তিথিতে চণ্ডীযাত্রা করিলে পরম শুভ লাভ হয়। প্রতিবৎসর অন্তর্গেহের যাত্রা করা কর্ত্তব্য। মানবগণ, "অগ্রে প্রাতঃস্নান করিয়া, পঞ্চ-বিনায়ক ও বিঘ্নেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক নির্ব্বাণ-মণ্ডপে অবস্থিতি করত, পাপরাশিশান্তির নিমিত্ত "আমি অন্তর্গৃহের যাত্রা করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মণিকর্ণিকায় মৌনভাবে অবগাহনান্তে মণিকর্ণীশ্বরকে অর্চ্চনা, কম্বলেশ্বর ও অশ্বতরে-শ্বরকে প্রণিপাত এবং বাসুকীশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া, ক্রমে পর্ব্বতেশ্বর, গঙ্গাকেশব, ললিতা-দেবী, জরাসন্ধেশ্বর ও সোমনাথকে অবলোকন পূর্ব্বক বরাহেশ্বরকে পূজা করিবে। অতঃপর ব্রহ্মেশ্বর ও অগস্ত্যীশ্বরকে নিরীক্ষণ এবং কাশ্যপেশ্বরকে প্রণাম পূর্ব্বক ক্রমে হরিকেশেশ্বর বৈদ্যনাথ ও ধ্রুবেশ্বরকে দর্শন, গোকর্ণেশ্বরকে অর্চ্চনা, হাটকেশ্বরসমীপে, গমন ও অস্থিক্ষেপ-তড়াগে কীকশেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া ভার-ভূতেশ্বর, চিত্রগুপ্তেশ্বর ও চিত্রঘণ্টা দেবীকে নমস্কার পূর্ব্বক পশুপতীশ্বর, পিতামহেশ্বর, কলসেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, বীরেশ্বর, বিঘ্নেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ্বর হরিশ্চন্দ্রেশ্বর এবং চিন্তামণি-বিনায়ক ও সেনাবিনায়ককে সন্দর্শন করিবে। বসিষ্ঠ ও বামদেবকে অবলোকন এবং সীমা-বিনায়ক ও করুণেশসন্নিধানে গমন করিবে। অনন্তর ক্রমে ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, বিশালাক্ষী দেবী, ধর্ম্মেশ্বর, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্ব্বক্ত্রে-শ্বর, ব্রাহ্মীশ্বর, মনঃপ্রকাশেশ্বর, ঈশানেশ্বর চণ্ডী ও চণ্ডেশ্বর এবং ভবানীশঙ্করকে অব-লোকন পূর্ব্বক ঢুণ্ডিগণেশকে প্রণাম করিয়া, রাজরাজেশ্বরের পূজা করিবে। তৎপরে ক্রমে লাঙ্গলীশ্বর, নকুলীশ্বর পরান্নেশ্বর, পরদ্রব্যে-শ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, পরমেশ্বর ও গঙ্গেশ্বরের অর্চ্চনা, জ্ঞানবাপীতে স্নান এবং নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর ও পঞ্চবিনায়ককে প্রণিপাত পুরঃসর বিশ্বনাথের নিকট গমন করিবে। তৎপরে মৌনভাব পরিহারপূর্ব্বক "হে শম্ভো! যথাযোগ্য সংকৃত এই অন্তর্গৃহযাত্রা ন্যূনই হউক, আর অতি-রিক্তই হউক, আপনি ইহাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া, ক্ষণকাল মুক্তিমণ্ডপে বিশ্রামানন্তর, পুণ্যাত্মা মানব, নিষ্পাপ হইয়া স্বভবনে গমন করিবে আর, মানব হরিবাসরে মহাপুণ্যসমৃদ্ধি নিমিত্ত সমুদয় বিষ্ণুতীর্থে যাত্রা করিবে। ভাদ্রমাসের পঞ্চ-দশী তিথিতে কুলস্তম্ভের অর্চ্চনা করিলে রুদ্রপিশাচত্বজনিত দুঃখভোগ হয় না। তীর্থ-বাসী মানবগণ, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত যাত্রা সকল করিবে, বিশেষতঃ পর্ব্বদিনে সর্ব্বতোভাবে সমুদয় কর্ত্তব্য। পুণ্যশালী ব্যক্তি, বিনা যাত্রায় কখনই দিবস নিষ্ফল করিবে না। প্রতিবর্ষ পরমযত্নে অগ্রে ভাগীরথীর ও পরে বিশ্বেশ্বরের যাত্রা অবশ্য করণীয়। কাশীবাসীর যে দিবস বিনা যাত্রায় নিষ্ফল হয়, সেই দিনেই তদীয় পিতৃগণ নিরাশ হইয়া থাকেন এবং যে দিবস বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন না করে, নিঃসন্দেহ, সেই দিন সে কালরূপ সর্প ও মৃত্যুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, মণিকর্ণিকায় স্নান ও বিশ্বে-শ্বরকে নিরীক্ষণ করে, সে সত্য সত্যই সমুদয়

তীর্থে স্নান ও সমুদায় যাত্রার লাভ ফল করিয়া থাকে। এইজন্য প্রতিদিন মণিকর্ণিকায় স্নান ও বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। হে সূত! স্কন্দপুরাণান্তর্গত এই কাশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব, অশেষ পাতকী হইলেও কখন নিরয়গামী হয় না। হে সূত! একমাত্র কাশীখণ্ড শ্রবণে যাবতীয় তীর্থস্নানের ফল নিশ্চয় লাভ হয়। কেবল কাশীখণ্ড শ্রবণ করিলে মানব, নিঃসন্দেহ সর্ব্বপ্রকার দান ও বহুল যজ্ঞানুষ্ঠানের পুণ্যভাগী হইতে পারে। উগ্র তপোনুষ্ঠানে যে মহৎ ফল, কাশীখণ্ড-শ্রবণেও সেই ফল হয়। কেবল কাশীখণ্ড-শ্রবণেই মানবগণ, সাঙ্গ বেদচতুষ্টয় পাঠের সদৃশ ফলভোগী হইয়া থাকে। গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডপ্রদান আর কাশীখণ্ড শ্রবণ, উভয়েই পিতৃপুরুষগণ সমান তৃপ্ত হন। যাহারা, পরম মঙ্গলজনক কাশীখণ্ড শ্রবণ করে, সেই স্থির-চেতা মানবগণ সমুদয় পুরাণশ্রবণের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং যে মানবগণ পরমোত্তম কাশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সেই সকল মহা-পুণ্যশীল ব্যক্তি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রশ্রবণের ফল-ভাগী হয়। হে দ্বিজ! ভগবান্ মহেশ্বরের এইরূপ পরম আজ্ঞা যে, সকলেই শ্রদ্ধাসহকারে সম্পূর্ণ কাশীখণ্ড পাঠ ও শ্রবণ করিবে এবং যদি কেহ ইহার একটীমাত্রও আখ্যান শ্রবণ করে, সে নিঃসংশয় সমুদয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র-শ্রবণের পুণ্যভাগী হইবে। এই কাশীখণ্ড মহাধর্ম্মের একমাত্র কারণ, মহার্থপ্রতিপাদক ও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টলাভের নিদান স্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা শ্রবণ করিলে মানব-গণের মোক্ষপদও দূরবর্ত্তী হয় না এবং তাহাদিগের প্রতি, পিতৃগণ, সমুদয় সুরগণ, মুনিগণ ও সনকাদি-ব্রহ্মর্ষিগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। অধিক কি, কাশী-মাহাত্ম্যশ্রবণে চতুর্ব্বিধ ভূতনিচয়ই শ্রোতার প্রতি নিঃসন্দেহ সন্তুষ্ট হন, যে জ্ঞানী পুরুষ, সমস্ত কাশীখণ্ড, কিংবা অর্দ্ধেক, কিংবা পাদমাত্র অথবা পাদার্দ্ধ, মাত্র আখ্যানও শ্রবণ করান, তিনি পরম নমস্য ও দেববৎ পূজ্য হইয়া থাকেন; তাহার সন্তোষার্থ তাঁহাকে পরম সমাদরপূর্ব্বক বিবিধ বস্ত্র-রত্নাদি দান করা কর্ত্তব্য, কারণ তিনি সন্তুষ্ট হইলে নিঃসন্দেহ বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে স্থানে এই পরম আনন্দ-নিদান কাশীখণ্ড পাঠ হয়, তথায় কোনরূপ অমঙ্গল উপস্থিত হয় না। যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, কাশীখণ্ড শ্রাবণ, পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই রুদ্রস্বরূপ। উক্ত পাঠক ও শ্রাবককে হিরণ্য, ধেনু, বস্ত্র, অন্ন প্রভৃতিপূর্ব্বক দান করিবে। যে ব্যক্তি, এই সুরম্য পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করে, সে নিঃসন্দেহ সমুদয় পুরাণদানফল পায়। এই কাশীখণ্ডে যতগুলি আখ্যান, শ্লোক, শ্লোকপাদ, বর্ণ, পত্র, পত্রপংক্তি এবং পুস্তকবন্ধনবস্ত্রে যতগুলি তন্তু, রজ্জুসূত্র ও চিত্রকার্য্য থাকিবে, পুস্তকদাতা তাবৎযুগসহস্র স্বর্গধামে পরমানন্দে অবস্থান করিবে। যে ব্যক্তি, দ্বাদশবার এই কাশীখণ্ড শ্রবণ করে, শঙ্করানুগ্রহে ত্বরায় তাহার ব্রহ্ম-হত্যাপাতকও দূরীভূত হইয়া থাকে। অপুত্রক ব্যক্তি যদি যথাবিধি স্নান করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই পুস্তক শ্রবণ করে, শিবাজ্ঞাপ্রভাবে সে পুত্ররত্ন লাভ করে। হে সূত! অধিক আর কি বলিব, যে যে ব্যক্তির যে যে অভিলাষ ইহা শ্রবণে তাহাদিগের তৎসমস্তই সফল হয়। দূরদেশে থাকিয়াও কাশীখণ্ড শ্রবণ করিলে, শঙ্করাজ্ঞায় সে কাশীবাসের লাভ করে। ইহা শ্রবণ করিলে সদাশয় মানবগণের সর্ব্বত্র বিজয় ও সৌভাগ্য ঘটে যাহার প্রতি বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন, সেই পুণ্যাত্মা মহানির্ম্মলচেতা মানবেরই ইহা শ্রবণে অভি রুচি হয়। মানবগণ, সর্ব্বমঙ্গলসিদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় ভবনে এই অত্যন্ত মঙ্গলকর মনো কাশীখণ্ড, লিখিত করিয়া পূজা করিবে।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

কাশীখণ্ড সম্পূর্ণ।

বিজয়া বটিকা

বিজয়া বটিকা এবং কুইনাইন।

কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়! দশ পনর দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বটিকা তাহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিজয়া বটিকার নিকট কুইনাইন চিরপরাজিত! বিজয়া বটিকার প্রাদুর্ভাবে অনেক গ্রাম নগরে কুইনাইনের প্রভুত্ব কমিয়া আসিতেছে। বিজয়া বটিকার এই গুণে অনেকেই মোহিত।

বিজয়া বটিকা রাজা কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

ঢাকার সেই ভূতপূর্ব্ব বান্ধব-সম্পাদক,—বঙ্গসাহিত্যের সেই সর্ব্বপ্রধান-সংস্কারক, রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন,—দেখুন না কেন?

"আপনার বিজয়া বটিকা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমার উপদেশক্রমে অনেকেই উহা ব্যবহার করিয়াছে এবং ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইয়াছে। ঢাকা ভাওয়ালের রাজা বিজয়া বটিকার নিতান্ত পক্ষপাতী। রাজা বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া নিজে বিশিষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন এবং পোষ্যপরিজনের মধ্যে অনেককে উহা সেবন করাইয়া উপকারিতাদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। এবার শারদীয় পর্ব্বাবকাশের একটুকু পূর্ব্বে রাজার সহিত আমার বিজয়া বটিকার কথা লইয়া আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি শতমুখে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র।

মহাশয়! আমার পুত্র-বধূ, হালিসহরে বহুকাল জ্বর ও প্লীহাতে ক্লেশ পাইয়াছিলেন। নানাপ্রকার চিকিৎসায় কোন ফল না পাওয়াতে, তাঁহাকে গত আশ্বিন মাসে, প্রয়াগে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থিতি করিয়াও তিনি জ্বর ভোগ করিতে থাকেন। তথাকার কবিরাজের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়াতে, আমি আমার একজন বন্ধুর পরামর্শে তাঁহাকে বিজয়া বটিকা সেবন করাই। আহ্লাদের বিষয় এই যে, এক সপ্তাহ সেবনের পর তাঁহার উপকার দর্শে। ক্রমে ক্রমে তিনি বল পাইতে থাকেন এবং দুই মাস পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। প্রায় দুই মাস হইল তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বিজয়া বটিকা সেবনে সে জ্বর ত্যাগ হয়। এখন তিনি বেশ ভাল আছেন।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়। হালিসহর ২৪ পরগণা।

ইংরেজ-রমণীর পত্র।

নয় মাসের জ্বররোগ হইতে অব্যাহতি-লাভ।

পঞ্জাবের লাহোরনিবাসিনী ইংরেজমহিলা শ্রীমতী হ্যারিস্ রজার্স ইংরাজীতে যে প লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এইরূপ,—"বিজয়া বটিকা অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন। নয় মাসকা আমি জ্বরে ভুগিতেছিলাম। কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে, আমি আপনা বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আর এক আহ্লাদের কথা এই,— এই অতি স্বল্প মূল্যের বটিকা দ্বারা আমি ডাক্তারি চিকিৎসার প্রভূত অর্থব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছি!"

ডেপুটী মাজিষ্টরের পত্র।

গভীর শোথযুক্ত ফোড়া হওয়ায় আমি বিষম জ্বরে ভুগিতেছিলাম। ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন ফল পাই নাই, অবশেষে আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিলাম। সেই অবধি বিজয়া বটিকার উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি। ইহা উৎকৃষ্ট টনিক। ইহা সেবন করিলে স্বচ্ছন্দে কোষ্ঠ খোলসা হয়,—জ্বর এবং সর্দ্দি শরীরে আসিতে দেয় না।

শ্রীশ্রীনাথ গুপ্ত, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, খুলনা, বঙ্গদেশ।

উকীলের পত্র।

আমার মাতুল মহাশয় প্রায় আড়াই মাসকাল ধরিয়া ভুগিতেছিলেন। ডাক্তারী কবিরাজ কোন ঔষধে জ্বর ত্যাগ হয় নাই। আপনার নিকট হইতে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাই ব্যবস্থা করানয় একেবারে জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। বিজয়া বটিকার ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিজয়া বটিকার উপর আমার তাদৃশ ভক্তি জন্মে নাই কিন্তু যখন নিরুপায় হইলাম, তখন বিজয়া বটিকা আনিতে বাধ্য হইলাম। এখন দেখিতে বিজয়া বটিকা জ্বর আরামের পক্ষে বড়ই উপকারী। এক কৌটা ব্যবহার করিয়াই তাঁহার জ্ব ত্যাগ হইয়াছে। আরও এক কৌটা ৩নং পাঠাইবেন।

শ্রীকানাইলাল ঘোষ B. L.
উকীল, জজ-আদালত, বর্দ্ধমান।

হিন্দুস্থানী উকীলের পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া ৫টী প্লীহা রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে অনুগ্রহপূর্ব্বক ৩ নম্বরের আর এক বাক্স ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া দিবেন। বিজয়া বটি জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে, সুবিশেষ ফলপ্রদ।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রসাদ বি, এল, উকীল, ছাপরা, (সারণ)

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও হাকিমী বিফল।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর ষ্টেটের হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল, বি, সিংহ কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"যথাক্রমে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং হাকিমী মতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা করাইয়াও, যে সকল রোগীর আদৌ কোন ফল হয় নাই, ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে ৯ কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম, তাহা তাহাদিগের পক্ষে যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণকে আপনার ম্যালেরিয়া-ঘটিত কম্পজ্বরের এই অব্যর্থ বিকল্প ঔষধ সাদরে গ্রহণ করিতে আমি ইতিমধ্যেই অনুরোধ করিয়াছি।"

রাজ-চিকিৎসকের পত্র।

রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের সন্নিহিত রাজধানী ধর্ম্মজয়গড়ের মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ...সিংহ দেব বাহাদুরের সুবিজ্ঞ গৃহচিকিৎসক শ্রীযুক্ত ...নাথ সেন গুপ্ত মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

"উদয়পুর রাজ্যখণ্ডে আমি প্রথমে কয়েকটী রোগীর জন্য আপনার বিজয়া বটিকা আনাইয়া ব্যবহার করাতে বিশেষ ফল পাইয়াছি। বিজয়া বটিকা—উপদেশ-মত সেবন করিলে, নিশ্চয়ই শুভফল পাওয়া যায়,—ইহা আমার পরীক্ষিত। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরে ও মজ্জাগত জ্বরে আশু ফলপ্রদ। এই ঔষধ বেশী দিন নিয়মিত ব্যবহার করিলে দাস্ত পরিষ্কার,—ক্ষুধাবৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টিসাধন হয়।"

এমানুয়েল সাহেবের পত্র।

(বঙ্গানুবাদ)

আপনার আবিষ্কৃত ঔষধ প্রকৃতই যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। আমি জ্বর, শিরঃপীড়া প্রভৃতি জটিল রোগে দুই বৎসরকাল কষ্ট পাইতেছিলাম, দেহ আমার বড় দুর্ব্বল হইয়াছিল। যে চিকিৎসক যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সেবন করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার পাই নাই। অবশেষে দিবসে তিনটী করিয়া কেবলমাত্র ছয় দিন আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়াছি। এখন আমার বোধ হইতেছে, আমি নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার ঔষধের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিঃ পিঃ ডাকে ৫৪ বটিকার এক কৌটা বিজয়া বটিকা ও তিন আউন্স শিশির এক শিশি কুলেলা পাঠাইবেন।

এল, এমানুয়েল,
মিশন ওয়ার্ক সপের ম্যানেজার,
২৭ নং সিবিললাইন কাণপুর।
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ।

দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের

আশীর্ব্বাদ পত্র।

"পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ বি, বসু এণ্ড কোং কল্যাণবরেষু।

"গত দুই বৎসর যাবৎ আমাদের প্রাণপুর গ্রামে, ঘোরতর ম্যালেরিয়া উপস্থিত হওয়া ভৃত্যামাত্যসহ আমার বাড়ীর সকলেই ক্রমে ক্রমে বিষম জ্বরে সমাক্রান্ত হয়েন। শ্রী প্লীহা এবং যকৃৎ সকলেরই হইল। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক এবং নানাপ্রকার কবিরাজ চিকিৎসা যতদূর সম্ভবে, তাহার ক্রটি করিলাম না; কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন কাহারও হইল না; কেবল সাময়িক কিছু কিছু উপকার হইত মাত্র! পরে কোন প্রসি ঔষধবিক্রেতার বোতল আনাইয়াছিলাম; তাহাও সেইরূপ ব্যর্থ হইল। তৎপরে ভাগ্যক্র সকলকেই একবার বিজয়া বটিকা সেবন করাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল এবং তাহা আন ক্রমে সকলকেই সেবন করাইলাম। এখন ৺ভগবৎকৃপায় সেই বিজয়া বটিকাই আ বাড়ীর সকলকেই জীবনদান করিয়াছে। সকলকেই সেই সুদারুণ রোগসঙ্কট হইতে করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়াছে। বিজয়া বটিকাই আমার বাড়ীর সকলের জীবনসহায় হইয়াছে সুতরাং ইহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি, এমত আমার অন্য কিছুই নাই; কেব কায়মনোবাক্য-সম্মিলিত-আশীর্ব্বাদ মাত্র! শ্রীশশধর দেবশর্ম্মা (তর্কচূড়ামণি) প্রাণপু সদরপুর ফরিদপুর।"

মুমূর্ষু দেহে প্রাণসঞ্চার।

আনন্দ-সহকারে জানাইতেছি যে, আপনাদের "বিজয়া বটিকা" সেবনে আমি বি ফললাভ করিয়াছি। অতএব আপনাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। আমি চৌদ্দ মাস কাল প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলাম। যথাক্রমে এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, টোটকা টাটকি কত রকম ঔষধই খাইলাম এব স্থান পরিবর্ত্তন প্রভৃতিতে কত অর্থ ই নষ্ট করিলাম; কিন্তু কিছুতেই আর রোগের উপশম হইল না। কলিকাতায় থাকিয়া খ্যাতনামা ডাক্তার আর, এল, দত্ত মহোদয়ের চিকিৎসাধীনে ছয় মাস কাল থাকিয়াও কোনও উপকার না পাইয়া, পরিশেষে আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করাইতে মনস্থ করিলাম। ন্যূনাধিক দুই মাসকাল কবিরাজি ঔষধ সেবন করিয়া কোন উপকার না পাইয়া জীবনের আশা কম ভাবিয়া, ক্রমশঃ বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলাম। অবশেষে কোন আত্মীয় ব্যক্তির অনুরোধে আপনাদের ১নং বিজয়া বটিকা এক কৌটা আনাইয়া সেবন করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু বলিব কি, এক কৌটা শেষ হইতে না হইতেই, আমার হতাশ-জীবনে আশার সঞ্চার হইল। পুনরায় দুই কৌটা ৩নং বিজয়া বটিকা আনাইলাম। উহা সেবন করিতে করিতে অন্যান্য উপসর্গসকল একেবারে দূর হইল এবং এক মাস মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলাম। বিজয়া বটিকাই আমায় সঙ্কট রোগ হইতে মুক্ত করিয়া আমার জীবন-সহায় হইয়াছে। সুতরাং আমার এমত কিছুই নাই যে, ইহার কোন রূপ বিশেষ পুরস্কার দি কেবল কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পাউনান, —হু